দশমূল রসং।

(বৈষ্ণব জীবনং)

মহানুভব পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামিনা

বিরচিতং।

"দশমূলরসং শ্রীমদ্বৈষ্ণবানাং হি জীবনং।
কর্ণাঞ্জলিভিরাপীয় ভবারোগী ভবামরিন্॥

বৈষ্ণবজনকিঙ্কর—

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রায় ভাগবতভূষণস্য

পূর্ব্বানুকূল্যেন

কলিকাতায়াং ২৮ সংখ্যকে বনমালী সরকারবর্ত্মনি
শ্রীযুক্ত ললিতারঞ্জন গোস্বামিনা
প্রকাশিতং।

শকাব্দা ১৮২৬

মূল্য ৸৹ টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, "বাণী-প্রেসে"
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসভা-ভূষণ মহানুভব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামি পিতৃদেবপ্রভু বিরচিত "দশমূল রস বৈষ্ণব-জীবন" প্রকাশিত হইল। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, অলঙ্কার, ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তি রসামৃতসিন্ধু, নানাবিধ কাব্য এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক এই সুবৃহৎ গ্রন্থ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় নানাবিধচ্ছন্দে সপ্রমাণ-তত্ত্বপূর্ণ বৈষ্ণবগ্রন্থ ইহার ন্যায় আর দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অদ্বৈতমত খণ্ডন, অচিন্ত্যভেদাভেদ, ঈশ্বর, জীব, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, রস প্রভৃতি বিস্তারক্রমে লিখিত হইয়াছে। যাহাতে ঐ সকল বিষয় সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হয়, তদ্বিষয়ে পিতৃদেব যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার যত্ন এবং পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকবৃন্দই বলিতে পারেন। ফল কথা, এই "দশমূলরস বৈষ্ণব জীবনে" বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রায় সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। পিতৃপাদ গ্রন্থ বর্ণন সময়ে উপেক্ষাপেক্ষাদিকে হৃদয় হইতে দূরীকরণ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ ভাবে গ্রন্থ বর্ণন করিয়াছেন, ইহা গ্রন্থ পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বর্ণানু-

সারে সূচী এবং পরিশিষ্টাদি আপাততঃ আমরা পাঠক মহোদয়গণকে দেখাইতে পারিলাম না। অবসরক্রমে মদীয় অগ্রজ পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় যথামত প্রকাশ পূর্ব্বক পাঠকমণ্ডলীর সন্নিধানে উপস্থিত করিবেন এবং সেই সঙ্গে মুদ্রাঙ্কণাদি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। এক্ষণে তাঁহার সময়াভাব।

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, কলিকাতা ৬৮।১ নং কেথিড্রাল মিসন লেন নিবাসী বৈষ্ণবজন কিঙ্কর বদান্যবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রায় ভাগবতভূষণ নিঃস্বার্থ দাতৃবরের পূর্ব্বানুকূল্যই এই "দশমূলরস বৈষ্ণব জীবন" প্রকাশের মূল এবং পাবনা জেলার অন্তর্গত দেলুয়াগ্রাম নিবাসী সাধুহৃদয় শ্রীযুক্ত বরদাচরণ প্রামাণিক গুণগ্রাহীবর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত সদাশয়দ্বয় দীর্ঘজীবন লাভপূর্ব্বক বৈষ্ণবজগতের আশীর্ভাজন হউন। অলমতি বিস্তরেণ।

শকাব্দা ১৮২৬
১৫ই ফাল্গুন।

শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী।
নিবাস—শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া, অবস্থিতি
২৮ নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট,
কুমারটুলী-কলিকাতা।

সূচীপত্র।

১ম মূল।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীগুর্ব্বাদি বন্দনা	১
সন্দর্ভ স্মারকে নমস্কার	৭
গ্রন্থাস্বাদন ফল	৯
প্রমাণ নির্ণয়	১০
গ্রন্থ পাঠাধিকার	১২

২য় মূল।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	১৪
নবধা ভক্তি	১৬
ভক্তি নিরূপণ	২০
প্রেম নির্ণয়	২৫
শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষতা	২৮
অবতার অবতারী	২৯
শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব	৩০
শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব	৩১

৩য় মূল।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং শক্তিতত্ত্ব বিচার	৩৪
প্রকৃতি তত্ত্ব	৩৬
মহেশ্বর তত্ত্ব	৩৭
সম্বিদ্যাদি শক্তি পরিচয়	৩৯
শক্তিকার্য্য	৪১
শ্রীকৃষ্ণ রূপ	ঐ
ষড়দর্শনের মত	৪৫
শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা	৪৮
ভাবাদি প্রকাশিনী শক্তি	৫১
ষড়বিধ বিলাস	৫২
অংশাবতারাদি	৫৮
শ্রীভগবদ্ধাম	৫৯
মায়া ও জীবশক্ত্যাদি মায়াবাদ খণ্ডন	৬০

৪র্থ মূল।

রসতত্ত্ব	৬১
শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বরসবারিধিত্ব	৬৪
আনন্দ বা শৃঙ্গার রস	৬৬
দ্বিবিধ শৃঙ্গার	৭০
পরকীয়াদি তত্ত্ব	ঐ
শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত কামত্ব	৮০
শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামত্বাদি	৮৩
রাসলীলার গূঢ় ভাবাদি	৮৭

প্রকটাপ্রকট লীলা	১০৮	স্বারসিকী উপাসনা	১৭৩
শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্ঠিগুণ	১১৪	স্থায়ী সেবা	১৭৬
শ্রীরাধার প্রধান গুণাবলী	১১৮	ধামভেদে লীলা	১৭৯
শ্রীরাধার সর্ব্বশক্ত্যংশিনীত্ব	১২০	প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ ধামৈক্যতা	১৮০
শ্রীরাধানাম	ঐ	অংশাবতারাদি	১৮২
পূর্ণশক্তি রাধা	ঐ	বিশ্বেশ্বরে ভেদাভেদ	১৮৮
জ্ঞান, বল, ক্রিয়াশক্তির		ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যত্ব	১৯২
পরিচয়	১২১	সপ্তপুরী	১৯৮
মহাভাবাদি	১২৬	মধুপুরীর শ্রেষ্ঠতা	২০০
প্রাকৃত শৃঙ্গার নিন্দনীয়	১৩২	পরকীয়া ভাবাশ্রিত	
অসৎসঙ্গাদি বর্জ্জন	১৩৪	ভক্তস্থিতি	২০১
শৃঙ্গার মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ	১৩৫	বৈরাগীর কামিনী-	
যোগমায়া	১৩৬	কাঞ্চন অগ্রাহ্য	২০২
অপহ্নুতি পরকীয়া	১৪০	রামানন্দ রায়	২০৩
পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতাদি	১৪২	পরকীয়া ভাবোৎপত্তি	২০৪
পঞ্চভূতলয়	১৪৫	জীবের স্বধর্ম্ম	২০৫
পরমার্থ	১৪৬	রাগাত্মিকা সেবা	২০৯
মন্ত্রময়ী ও স্বারসিকী সেবা	১৪৮	সাম্যতা	২১০
উত্তম, মধ্যমাদি ভক্ত	১৫০	ভাবনানুসারে সিদ্ধি	২১১
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ লীলা	১৫৩	স্বকীয়াখ্যান	২১৩
শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা	১৫৫	কাম-প্রেমের ভিন্নতা	২১৫
শ্রীবলরাম	১৫৬	সমাদৃশার্থ	২১৬
শ্রীবৃন্দাবন	ঐ	গোপীভাব	২১৮
মহাভাবোৎকট	১৭২	শ্রীকৃষ্ণের নরদেহাশ্রয়	২২৯

শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণ	২২২
স্বকীয়ায় পরকীয়াভাস	২২৩
পরোঢ়া	২২৪
আদ্যরস	২২৫
স্বকীয়া, পরকীয়া, সাধারণী	২২৮
পরদার বিনা পরকীয়াসিদ্ধ	২৩০
কুলটা	২৩৩
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে কৃষ্ণ-লীলার সাম্যতা	২৩৬
উদাসীনের পঞ্চ বিষয় অগ্রাহ্য	২৫০
ভণ্ডাপেক্ষা পাষণ্ড ভাল	২৫১
স্ত্রীজাতীর স্বাতন্ত্র্যাভাব	২৫২
চিন্ময়ার্থ	২৫৩
আনন্দার্থ	২৫৪
নিঃশক্তি ব্রহ্মে রসাভাব	২৫৭
শ্রীকৃষ্ণ রসকদম্ব	২৬০
পরোক্ষাপরোক্ষবাদার্থ	২৬১
বিভাবানুভাবাদি	২৬২
স্নিগ্ধ, দিগ্ধ, রুক্ষার্থ	২৬৫
ব্যভিচারী ভাবার্থ	২৬৭
ব্যভিচারী নির্ণয়	২৬৮
স্থায়ীভাব	২৬৯
দ্বাদশ রস	২৭০
সর্ব্বরসামৃত নিধি	২৭৫
সমর্থাদি নায়িকা	২৭৬
রূঢ়াদি ভাব	২৭৮
তুরীয় ভগবদ্ধামাদি	২৮০
প্রকটাপ্রকট লীলা	২৮২
লীলার নিত্যতা	২৮৩
সৃষ্টি	২৮৮
তৎশব্দার্থ	২৮৯
কৃষ্ণসখাদি	২৯০
ব্রহ্মাণ্ডানন্তাদি	২৯২
ইন্দ্রজাল প্রদর্শন	২৯৩

৫ম মূল।

জীব এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডন	৩০২
মায়াশূন্য কৃষ্ণদেহ	৩১৪
ব্রহ্ম	৩১৬
জীব	৩২০
জীবের মায়ামুগ্ধতা	৩২৫
তত্ত্বমসি বাক্যার্থ	৩২৯
মুক্তজীবের জন্মাভাব এবং জন্ম	৩৩৪
জীবের পঞ্চত্ব	৩৩৭

জীবের জন্ম ৩৩৯
জীবের নানাভাব ৩৪৬
জীবের উপাধি লয় ৩৪৮
জীবের বৃহত্ব ৩৫২

৬ষ্ঠ মূল।

জীবেশ্বর ভেদ ৩৫৬
শাস্ত্রতাৎপর্য্য ৩৫৮
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ৩৬
মহাবাক্যার্থ ৩৬১
জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস ৩৮১
শ্রুতি সমন্বয় ৩৯০
স্বপক্ষ ৩৯৬
কৃষ্ণ শব্দার্থ ৪০১

৭ম মূল।

জীবের বিভিন্নাংশাদি ৪০৬
জীবের মায়ালিঙ্গন ৪০৭
মায়ার মিথ্যাত্বাভাব ৪১০
আত্মা ৪২৩
পৃথ্বীর নিত্যতা ১৫৩
আভাসার্থাদি ৪৩২
দুর্গার্থ ৪৩৮
সত্যার্থ ৪৪৬
তপস্যার্থ ঐ

জীবের পাপপুণ্য ও মায়োত্তীর্ণোপায় ৪৫০
জীবের জন্মাভাব ৪৬১

৮ম মূল।

জীবেশ্বরের ভিন্নত্ব কারণ ৪৬৫
আত্যন্তিক সুখলাভ ৪৬৮
সাকার ব্রহ্ম ৪৬৯
ত্রিবিধ ক্লেশ ৪৭০
দ্বিবিধ পাপ ঐ
পাপ বীজ ৪৭১
ভক্তি ও মুক্তি ৪৭২
শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি ঐ
ভক্তি-বরণীয়া ৪৭৬
ভক্তির নিত্যত্ব ও ভক্তি স্বরূপ এবং ভক্তি লক্ষণাদি ৪৭৮
প্রেমভক্তি ৫০৮
মীমাংসক ৫১১
মুক্তের শ্রীহরি কৈঙ্কর্য্যতা ৫১৩
প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠতা ৫১৪

৯ম মূল।

সাধনভক্ত্যাদির লক্ষণ ৫১৯
উপায়ার্থ ৫২৪
রাগানুগা ভক্তি ৫২৫

বৈধিভক্তির নিত্যতা	৫২৬
ভক্তির গৌণ, মুখ্য লক্ষণ	৫২৮
ভক্তির অধিকারী	৫৩০
বস্তু শব্দার্থ	৫৩২
মুক্তির হেয়তা	৫৩৬
"ন স পুনরাবর্ত্ততে" শ্রুতির অর্থ	৫৩৯
সালোক্যাদি মোক্ষাগ্রাহ্য	৫৪০
শ্রীকৃষ্ণরূপের শ্রেষ্ঠতা	৫৪১
কাম গায়ত্রী	৫৪৭
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য	৫৪৯
ভক্তিতে সর্ব্ববর্ণের অধিকার	৫৫২
শ্রীগুরু-কৃষ্ণে সমনিষ্ঠাই ভক্তিলাভ হেতু	৫৫৩
মহাপ্রলয়ের প্রমাণাভাব	৫৫৬
জীব-শিব সাম্যতা	৫৫৭
আশ্রম বিহিত ধর্ম্মের অনাদরাদি	৫৫৮
কপটতা	৫৬৩
ভক্ত্যানুকূল কর্ম্ম	৫৬৫
ভক্তির পাপাদি হরণশক্তি	৫৬৬
ভক্তির অঙ্গ	৫৬৭
শ্রীগুরু লক্ষণাদি	৫৭২
দীক্ষার নিত্যতাদি	৫৭৫
শ্রীভগবদ্ভক্ত শূদ্র নহে	৫৮৫
কপট বৈষ্ণবের শ্রীশিলা স্পর্শে অধিকারাভাবাদি	৫৮৬
ধর্ম্ম	৫৮৯
দ্বাদশাঙ্গশুদ্ধি	৫৯১
পঞ্চধার্চ্চন	৫৯২
সূক্তার্থাদি	৫৯৩
হরিনামাশ্রয়ে সেবা, নাম অপরাধ মোচন	৫৯৪
কর্ম্মার্পণাদি	৫৯৫
শাস্ত্র	ঐ
শ্রেয়লাভাদি	৫৯৯
যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্য	৬০০
গোঁড়ামি আদি	৬০৪
শরণাগত লক্ষণ	৬১০
নবধাভক্তি পাত্রাদি	৬১২
রাগানুগা ভক্তি	৬১৫
কামরূপা ভক্তি	৬২৩
সম্বন্ধরূপা ভক্তি	৬২৫
চোদনালক্ষণাদি	৬২৭
সাধক-সিদ্ধ সেবাদি	৬২৯
সাম্ভোগার্থাদি	৬৩০
রাগানুগা ভক্তি লাভ কারণ	৬৩৬

ভাব ভক্তি আদি ৬৩৮
বৈধী-সাধনাভিনিবেশজ ভাব ৬৪০
রতি ৬৪১
আলোক দানাদি ৬৪৫
হার্দ্দাদি ৬৪৬
নিসর্গাদি ৬৪৭
ভাবাঙ্কুরাদি ৬৪৯
সমুৎকণ্ঠাদি ৬৫২
ভণ্ডভাবুকাদি ৬৫৬
ভাবাভাসাদি ৬৬১
রতিস্বভাবাদি ৬৬৬
প্রয়োজন ৬৬৯

১০ম মূল।

প্রেমস্বরূপাদি ৬৭৩
আলম্বন, উদ্দীপন ৬৮৬
অলঙ্কারাদি ৬৮৭
সপ্ত গৌণ রস ৬৮৯
পঞ্চমুখ্য রস ঐ
স্থায়ীভাব ৬৯০
রত্যাভাসাদি ঐ
অক্ষত যোনি ৬৯৩
স্বচ্ছাদি ঐ
শরণ সংপ্রাপ্তাদি ৬৯৬
বিলাপ ৬৯৯
অঙ্গতাপাদি ঐ
কৌমারাদি ৭০১
অশ্রু-পুলকাদি ৭০২
ঐশী-পারমৈশীভাব ৭০৪
মধুমন্ত্র ৭০৫
প্রেম প্রেহেলিকা ৭০৭
রূপযজ্ঞাদি ৭০৮
প্রেম স্বভাব ৭০৯
লীলাধর্ম্মাদি ৭১৩
যুক্ত-যুঞ্জানভক্ত ৭২৫
বিষয়ালম্বনাদি ৭২৬
উৎকটানুরাগাদি ৭৩০
প্রেমোৎপত্তি ৭৩৪
প্রেমপরিচয়াদি ৭৩৬
প্রেমাপবাদ ৭৩৭
প্রেমস্বরূপ ৭৩৯
প্রেম নিদর্শন ৭৪০
প্রেম অপূর্ব্বতা ৭৪২
প্রেমরসতত্ত্ব ৭৪৩
দর্শনাদি মতে শুচিরস ৭৪৪
বিলাস ৭৫২
চিদ্রস-প্রতিবিম্বাদি ৭৫৬
অদ্ভুতরসাদি ঐ

রসগ্রাহ্যাদি	৭৫৭	অপদেশাদি	৮২৭
রসবর্ণাদি	৭৬৩	স্তম্ভাদি	৮৩০
কর্ম্মীজ্ঞানী নিন্দা	৭৬৬	বৈবর্ণাদি	৮৩৭
বৈষ্ণবের কর্ম্মবন্ধনাদি অভাব	৭৬৯	প্রলয়	৮৩৯
পরমার্থস্বার্থ	৭৭২	জ্বলিতাদি	৮৪০
নায়কাদি	৭৭৪	অপস্মারাদি	৮৪২
দূতী	৭৮০	মরণ চেষ্টা	৮৪৬
পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতাদি	৭৮১	আলস্য	৮৪৭
বাসকসজ্জাদি	ঐ	জৈহ্ম্যাদি	৮৪৮
জ্যোৎস্নাদি অভিসার	৮০২	স্মৃতি	৮৫০
মানাদি	৮০৩	মতি	৮৫১
সুরতরঙ্গিণী অর্থ	৮০৫	ধৃত্যাদি	৮৫২
মধুপার্থ	৮০৬	উৎপত্ত্যাদি দশা	৮৫৩
পুন্নাগার্থ	৮০৭	বিষয়াদি	৮৫৪
আঙ্গিক লক্ষণ	৮০৮	সাধারণী সমঞ্জসাদি	৮৬১
আপ্ত দূতী	৮১৬	প্রেমোদয় ধারা	৮৬৬
অমিতার্থাদি	৮১৭	প্রেম মন্ত্র	৮৬৮
সত্ত্বজালঙ্কার	৮১৯	স্নেহাদি	৮৬৯
বিভ্রম	৮২২	উদাত্তাদি মান	৮৭১
গর্ব্বাদি	ঐ	নীলী রাগাদি	৮৭৬
কিলকিঞ্চিতাদি	ঐ	কাকুশব্দার্থাদি	৮৭৯
নৌ অর্থ	৮২৫	অষ্টসাত্ত্বিক	৮৮১
প্রলাপাদি	৮২৭	মোদনাদি	৮৮৩
		দিব্যোন্মাদাদি	৮৮৫

চিত্রজল্পাদি	৮৮৬
মাদনাদি	৮৯৯
নায়ক-নায়িকা	৯০৩
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদি	ঐ
মোহাদি	৯০৬
সমঞ্জসাদি	৯১২
কামলেখাদি	৯১৪
প্রণয়াদি	৯১৫
হেতুশূন্য মান	৯১৬
নিবেদন, প্রেমধারা	৯২০
ঈর্ষা হেতু	৯২১
ধ্রুবাদি	৯২২
প্রেমগতি	৯২৫
প্রেমবিবর্ত্ত	৯২৬
প্রেমের তটস্থ স্বরূপ	৯২৯
কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী	৯৩১
হেত্বাভাস মানাদি	৯৩৩
প্রবাস ভেদ	৯৩৭
পূর্ব্বরাগাদি	৯৪১
শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নবিলাস	৯৪৯
রাধিকার স্বপ্নবিলাস	৯৫১
স্বপ্নবিলাস	৯৫২
দ্বিবিধ সম্ভোগ	৯৫৪
কুলদেবপাদপদ্মে প্রার্থনা	৯৫৮
শ্রীবংশীবংশ বর্ণন	৯৬৩
শ্রীবংশীতত্ত্ব	৯৬৭
শ্রীবংশী মহিমা	৯৮৪
শ্রীবংশীর জন্মাদি	৯৮৭
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস	৯৯৩
শ্রীবংশী কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা	৯৯৮
শ্রীবংশীশাখা বিস্তারাদি	১০০১
শ্রীবংশীপুত্র চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরিচয়	১০০৩
শ্রীরামচন্দ্রপ্রভুর আবির্ভাব	১০০৮
শ্রীশচীনন্দনের আবির্ভাব	১০১৪
শ্রীরামচন্দ্রের খড়দহে গমন	১০১৮
শ্রীরামচন্দ্রের বৃন্দাবনাদি গমন	১০২০
শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীশ্রীবলরাম কৃষ্ণপ্রাপ্তি, গৌড়দেশে আগমন ও শ্রীপাঠ বাঘ্না পাড়ার পত্তনাদি	১০২১
দুর্লভ বণিকোদ্ধার	১০৩১
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অচ্যুতের সম্মিলনাদি	১০৩৮
গৌরীদাসাদি ভক্তসম্মিলন	১০৪৫
শ্রীবীরভদ্রের বাঘ্নাপাড়া গমনাদি	১ ৪৬

বসন্তবিহার ১০৫৩
শ্রীবীরচন্দ্রের খড়দহে পুনরাগমন ১০৭৭
অন্তিম বসন্তবর্ণন ১০৭৮
কুলীন গ্রামাদি ভক্তগণের বাঘ্নাপাড়া আগমন ১০৯২
শ্রীশচীনন্দনের বাঘ্নাপাড়ায় আগমনাদি ঐ
শ্রীরামচন্দ্রের শাখা বিস্তার ১০৯৩
শ্রীরাজবল্লভাদির জন্মাদি ঐ
বংশীবটের উদ্ভব ১০৯৮
শ্রীরামচন্দ্রের দেশপর্য্যটন ১১০০
শ্রীশচীনন্দনের শিক্ষা ১১০১
শ্রীরামচন্দ্রের চট্টগ্রামী জ্ঞাতীগণের সঙ্গে সম্মিলনাদি ১১৩৩
ঝঞ্চদণ্ডী পরাজয় ১১৩৬
শ্রীগোকুলানন্দাদির বাঘ্নাপাড়া আগমনাদি ১১৩৭
বাঘ্নাপাড়া বর্ণনাদি ১১৪০
শ্রীশচীনন্দনে শক্তি সঞ্চার ১১৪৩
শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর তিরোভাব এবং আদ্যশ্রাদ্ধ ও মহোৎসব ১১৪৫
কুঞ্জভঙ্গ ১১৫৯
গোয়ালিনী মিলন ১১৬২
বাঘ্নাপাড়ার শ্রীমন্দিরপত্তন ১১৬৭
বর্দ্ধমানাধিপতির বাঘ্নাপাড়ায় আগমনাদি [illegible]
নবদ্বীপাধিপতির বাঘ্নাপাড়ায় আগমন ১১৭০
শ্রীবল্লভপ্রভুর বৈঁচিতে গমনাদি ১১৭২
কাঙ্গালী দেওয়ান উদ্ধার ১১৭৫
শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও জয়দুর্গার বাঘ্নাপাড়া আগমন ১১৭৬
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব ঐ
নদীয়া নরেশের বাঘ্নাপাড়ায় পুনরাগমনাদি ১২০০
প্রভু শ্রীহরিনারায়ণের বংশ পরিচয় ১২০২
গ্রন্থকর্ত্তার দৈন্যতা ১২০৫
গ্রন্থকর্ত্তার মাতামহকুলের পরিচয় ১২০৭
গ্রন্থকর্ত্তার শ্বশুরকুলের পরিচয় ১২০৮
গ্রন্থকর্ত্তার পিতৃমাতৃবিয়োগাদি জনিত খেদ ১২১২
গ্রন্থকর্ত্তার জীবনী ১২১৪
শ্রীগুরু প্রণালী ও সিদ্ধপ্রণালী বর্ণন ১২২৪
দশমূলরসের শ্রেষ্ঠতা ১২৪৪
গ্রন্থকর্ত্তার আত্মীয়গণ স্মরণ পূর্ব্বক অনুতাপ ১২৪৫

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

দশমূলরসং।

(বৈষ্ণব জীবনং।)

প্রথম মূলং।

গ্রন্থকারেণোক্তং মঙ্গলাচরণং।

যস্যোপদেশাঙ্করিনিষ্ঠবুদ্ধিং প্রাপ্নোতি সদ্যো ধ্রুবমেব জীবঃ।
তং কর্ণধারং ভুবনৈকনূতং শিষ্যৈর্নিষেব্যং সততং স্মরামি॥ ১॥
দশমূলরসং দাতুং ছন্নশ্চরতি মেদিনীং।
যঃ স্বয়ং শুক্ররূপেণ তং গৌরং সমুপাস্মহে॥ ২॥
শ্রীরামং রেবতীকান্তং কৃষ্ণং গোকুলরঞ্জনং।
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা প্রমাণং কথ্যতে ময়া॥ ৩॥
নবীনাভ্ররূপং সর্ব্বরসভূপং।
ভক্তদত্তমালং ভজ নন্দবালং॥ ধ্রুঃ॥

শ্রীগুরু গোবিন্দ আর ভক্তের চরণ।
প্রাণাদি অর্পণ করি করিনু বন্দন॥
রিক্তহস্তে প্রণামাদি শাস্ত্রে নিবারয়।
এ লাগি প্রাণাদি দান করিনু নিশ্চয়॥

অকার্পণ্য ভাব এই ভকতির অঙ্গ।
বিপরীতে ভক্তাঙ্গের এক অঙ্গ ভঙ্গ॥
গুরুদত্ত গোবিন্দের কোমল চরণে।
মানস কমল আদি করিনু অর্পণে॥
গুর্ব্বর্পিত প্রাণ যবে গুরুর কৃপায়।
কঠিনত্ব ছাড়ি অতি মৃদু হঞা যায়॥
তখন এ দেহ প্রাণ গোবিন্দ চরণে।
মনাদির সহ ভাবে করিবে অর্পণে॥
বুদ্ধি ভক্ত পাদপদ্মে করিলে প্রদান।
কৃষ্ণনিষ্ঠ বুদ্ধি হয় কহিনু সন্ধান॥
এই লাগি প্রাণ আদি করিয়া অর্পণ।
বন্দিনু শ্রীগুরু কৃষ্ণ ভক্তের চরণ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিবীজ সিদ্ধিপ্রদ যিনি।
প্রাণাদি গ্রহণকারী গুরুদেব তিনি॥
যশোদার স্তন্যপায়ী গোকুল-পালক।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ তিনি সর্ব্ব আকর্ষক॥
অনন্য ভাবেতে কৃষ্ণ ভজে যেই জন।
সেই ত বিশেষ ভক্ত নহে সাধারণ॥
ইহ পরকালে গতি গুরু কৃষ্ণ ভক্ত।
এ লাগি বন্দিনু আগে হঞা অনুরক্ত॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত বিনা উভয় লোকেতে।
গতি নাই গতি নাই জানি যে মনেতে॥

শ্রীবিষ্ণু হইতে নিত্য অভেদ বুদ্ধিতে।
দেবী দেবাগণে বন্দি পড়িয়া ভূমিতে॥
সত্যশীল জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুপরায়ণ।
বেদজ্ঞ ভূসুরগণে করিনু বন্দন॥
অবিজ্ঞ বা সবিজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ-চরণ।
যথাযোগ্য বন্দি যথা শাস্ত্রের বচন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বন্দি বিষ্ণু শক্তিময়।
আমি সর্ব্ব নীচ এই জ্ঞান যাতে হয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য সর্ব্বলোক প্রাণ।
যাঁহার উদয়ে হয় পরমাত্মা জ্ঞান॥
চৈতন্য উদয় করে সর্ব্ব হৃদে যেই।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শচীসুত সেই॥
জয় জয় প্রেমময় শক্তি গদাধর।
যাঁহার উদয়ে হয় প্রেম সুগোচর॥
স্বগন্ধ বচনে প্রেম যে করে উদয়।
সেই প্রভু গদাধর মাধব তনয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দময়।
যাঁহার উদয়ে হয় আনন্দ উদয়॥
সর্ব্ব হৃদে যেই করে কৃষ্ণানন্দোদয়।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীপদ্মাতনয়॥
জয় জয় দেবাদ্বৈতাচার্য্য মহাশয়।
যাঁহার উদয়ে দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান হয়॥

ভ্রমাত্মকাদ্বৈত মত প্রকাশ কারণ।
কভু বা অদ্বৈত ভাব করেন ধারণ॥
জয় জয় বংশী সর্ব্বলোকবিমোহন।
যাঁহার উদয়ে ছিণ্ডে কর্ম্মাদি বন্ধন॥
নিজ কল বাক্যাদিতে জীব সবাকার।
কর্ম্মাদি নাশেন তেঁই বংশী নাম তাঁর॥
শ্রীকৃষ্ণ বদনে ব্রজে করেন বিহার।
শ্রীবংশীবদনাখ্যাতে সে লাগি প্রচার॥
শ্রীচৈতন্যময় যত শ্রীচৈতন্যভক্ত।
সবার চরণ বন্দি হঞা অনুরক্ত॥
কখন কখন যাঁর জিহ্বা কৃষ্ণ গায়।
মানসাদরেতে নতি করি তাঁর পায়॥
শ্রীগুরু নিকটে কৃষ্ণ দীক্ষা লাভ করি।
যিঁহ কৃষ্ণ ভজে তাঁরে প্রণতি আচরি॥
অনন্য ভজন বিজ্ঞ জনের চরণ।
অন্তর্বাহ্যে সেবি করি সাদরে বন্দন॥
যাঁর মুখে একবার শুনি কৃষ্ণনাম।
তাঁহার পদারবিন্দে সহস্র প্রণাম॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাঁহার বদনে।
লক্ষ পরণাম করি তাঁহার চরণে॥
জিহ্বা গায় কৃষ্ণনাম দর্শনে যাঁহার।
অসংখ্য প্রণাম করি চরণে তাঁহার॥

ত্রিকালের কৃষ্ণদাসগণের চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করিনু বন্দন ॥
নিজ সিদ্ধভাবে সদা স্বপ্রিয় রসেতে।
রসিকের পাদপদ্ম বন্দি হৃদয়েতে ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারস ভাবন চতুর।
তিঁহ ত রসিক হন প্রাণের ঠাকুর ॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত তিনে স্ব-ভাবানুসারে।
বন্দনা করিনু মুঞি করিয়া বিচারে ॥
পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপর সৎপ্রথানুসারে।
বন্দনা করিব মুঞি ধামাদি সবারে ॥
শ্রীপ্রাণবল্লভ গৌর কৃষ্ণ বলরাম।
কুলাধি দেবতা মোর বাঘ্নাপাড়া ধাম ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

শ্রীপ্রাণবল্লভো গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণো মে বলং স্বয়ং।
কুলাধিদেবতা নাম্নঃ বাঘ্নাপাড়েতি পট্টকং ॥ ৪ ॥

কুলের প্রধানাচার্য্য বৈষ্ণব প্রধান।
সদাশিব মহাবিষ্ণু গোপীশ্বরাখ্যান ॥
যোগমায়া ভগবতী ভালে শোভে তাঁর।
সর্ব্বলোক-নিস্তারিণী মহিমা অপার ॥
তিহোঁ কৃপা করি ভক্তে রামকৃষ্ণ সহ।
সংযোগ করাঞা সুখ দেন অহরহ ॥

এই হেতু যোগমায়া আখ্যান তাঁহার।
বেদাগমে এই কথা কহে বার বার॥
জয় নবদ্বীপ জয় বৃন্দাবনধাম।
জয় বিশ্বম্ভর জয় কৃষ্ণ বলরাম॥
জয় নবদ্বীপনারী গৌরভাববতী।
জয় ব্রজলক্ষ্মীগণ জয় শ্রীশ্রীমতী॥
জয় শ্রীমানসীগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া জয় গোপগণ॥
অনঙ্গমঞ্জরী জয় জয় কাম্যবন।
জয় পৌর্ণমাসী জয় দ্বাদশ কানন॥
জয় বৃষভানুপুর কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম।
জয় নন্দরাজ-গৃহ নিত্যানন্দ সম॥
জয় শ্যামকুণ্ড রাধাশ্যাম মনোহর।
জয় রাধাকুণ্ড জয় মানসরোবর॥
জয় প্রভাকর ঘাট সর্ব্বানন্দকর।
জয় শ্রীগোপাল জয় শ্রীমুরলীধর॥
জয় শ্রীগোবিন্দদেব জয় গোপীনাথ।
জয় যোগপীঠ যথা কৃষ্ণ রাধা সাথ॥
জয় গোচারণ স্থান অতি মনোরম।
শ্রীরাসমণ্ডল জয় বেদগুহ্যতম॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা মনোহরা।
কর্ম্মী জ্ঞানী অরসিক ভক্ত অগোচরা॥

সংক্ষেপে বন্দিয়া কৃষ্ণ ধামাদি সবারে।
সন্দর্ভ স্মারকে এবে করি নমস্কারে॥
জয় জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস।
শ্রীবিল্বমঙ্গল আর শ্রীগোবিন্দ দাস॥
জয় শ্রীস্বরূপ রূপ আর সনাতন।
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ শ্রীবংশীবদন॥
জয় রামানন্দ নরহরি কৃষ্ণদাস্।
নরোত্তম দাস দ্বিজহরি শ্রীনিবাস॥
জয় বীরভদ্র রামচন্দ্র বলরাম।
শ্রীলোচনানন্দ বিশ্বনাথ ঘনশ্যাম॥
জয় শ্রীবল্লভ রাজবল্লভ কেশব।
শ্রীজগদানন্দ আর গোকুল বল্লভ॥
জয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত নন্দন।
আজন্ম সেবিল যিঁহ চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় শ্রীঅচ্যুত হয়।
এ লাগি বিশেষে বন্দি তাঁর পদদ্বয়॥
আমার প্রভুর প্রিয় হয় যেইজন।
বিশেষিয়া বন্দি মুঞি তাঁহার চরণ॥
জয় প্রভু প্রেমলাল সহ সুতদ্বয়।
জয় প্রভু যজ্ঞেশ্বর সহৈক তনয়॥
জয় প্রেমানন্দদাস আদি ভক্তগণ।
নিত্যোজ্জ্বলরস যাঁরা করে আস্বাদন॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণধাম।
নিত্য হয় এই কথা বেদাদি প্রমাণ॥
এ লাগি বলিনু মুঞি করে আস্বাদন।
নতুবা নিত্যত্বে হয় ব্যাঘাত ঘটন॥
বর্ত্তমান আদি বিনা নিত্যত্ব না হয়।
বুঝয়ে পণ্ডিতে ইহা মূর্খে না বুঝয়॥

তথাহি মনঃশিক্ষায়াং।

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরুরতিমপূর্ব্বামতিতরা
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥ ৫॥

নিত্যোজ্জ্বলরসপায়ী রসিক সবার।
বাক্য অনুসারে গ্রন্থ করিব বিস্তার॥
এই গ্রন্থে দশমূলরস তত্ত্বকথা।
বিস্তারি কহিব মুঞি শাস্ত্রে উক্ত যথা॥
দশমূল রসপানে জ্বরাদির নাশ।
বৈদ্যশাস্ত্রে এই কথা আছয়ে প্রকাশ॥
সেই দশমূলরস ইহারে না কয়।
এই দশমূলরসে ভবাধি নাশয়॥
ভবাধি বিনাশ সেহ সাধারণ কথা।
পানে প্রয়োজন সিদ্ধি হয় ত সর্ব্বথা॥

বৈষ্ণব আদেশে তাই করিব বর্ণন।
ইথে অপরাধ কেহ না কর গ্রহণ॥
দোষদৃষ্টিহীন হয় সাধুর নয়ন।
সেই ত সাহসে গ্রন্থ করিব রচন॥
খলনিন্দাভয়ে কভু না হই শঙ্কিত।
স্বভাবানুবর্ত্তী সবে আছয়ে নিশ্চিত॥
উপেক্ষা অপেক্ষা দুই করি পরিহার।
দশমূলরস গ্রন্থ করিব বিস্তার॥
তবু কৃতাঞ্জলি হঞা কহি খল জনে।
এই দশমূলরস করহ সেবনে॥
দশমূলরস এই সবার জীবন।
ভক্তাভক্ত সর্ব্বজন কর আস্বাদন॥
ভক্তের হইবে ইথে প্রেমের উদয়।
অভক্তের ভবরোগ নাশ সুনিশ্চয়॥
রসিক ভক্তের ইহা প্রাণাধিক ধন।
উজ্জ্বল রসের সিন্ধু প্রকৃতিমোহন॥
তবে আজ্ঞা মাগি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
গ্রন্থারম্ভ করি সবে কর অবধানে॥
স্বশিষ্যগণের শিক্ষা দিবার কারণ।
কোন শিষ্যপ্রশ্নে করি সন্দর্ভ বর্ণন॥
অপরাধশূন্য হঞা মোর শিষ্যগণ।
দশমূলরস নিত্য করু আস্বাদন॥

ঈশ্বরের বাক্য বেদ ঈশ্বর স্বরূপ।
অতএব বেদসর্ব্ব প্রমাণের ভূপ॥
বেদ পরমাণ বিনা আন পরমাণে।
অপ্রমাণ বলি সদা পণ্ডিতে বাখানে॥
সেই ত বেদের সার ভাগবত হয়।
বৃত্রাসুর বধ আদি যাহাতে আছয়॥
গায়ত্রীর অর্থ আর কৃষ্ণাত্মা নির্ণয়।
নারদানুগ্রহে ব্যাস যাহাতে করয়॥
কৃষ্ণাত্মারে লক্ষ্য করি অর্থ সমুদয়।
করিলেন ভাগবতে ব্যাস মহাশয়॥
এহেতু অধ্যাত্ম শাস্ত্র দীপ ভাগবত।
সূতবাক্যে এই কথা আছয়ে বেকত॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সর্ব্ব বেদান্ত সারোহি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত দ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকাভুবি ভাবুকাঃ॥ ৬॥

যঃ স্বানুভাবমখিল শ্রুতিসারমেক
মধ্যাত্ম দীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধং।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ গুহ্যং
তং ব্যাস সূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাং॥ ৭॥

কৃষ্ণের বাঙ্ময় মূর্ত্তি সাক্ষাদ্ভাগবত।
এইহেতু বেদসার পাদ্মেতে বেকত ॥
তারাঙ্কুর ভাগবত গায়ত্র্যর্থময়।
"তারাঙ্কুরঃ সজ্জনীতি" স্বামিপাদ কয় ॥
গায়ত্র্যধিকার বৃত্রাসুর বধ আর।
যাহে সেই ভাগবত কহিলাম সার ॥

তথাহি মাৎস্যে।

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতেধর্ম্ম বিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥ ৮ ॥

সেই লাগি বেদ ভাগবত অনুসারে।
দশমূলরস মুঞি করিব বিস্তারে ॥
বেদ আর বেদসার হেতু ভাগবত।
বেদ ভাগবত এক পণ্ডিত সম্মত ॥
বেদ অনুরূপ বাক্য সর্ব্বত্র বলিব।
কিন্তু ভাগবত আদি পরমাণ দিব ॥
মায়াবাদীগণ কহে আচার্য্য শঙ্করে।
নিজ ভাষ্যে ভাগবত প্রমাণ না ধরে ॥
সেই সবাকার এই সংশয় কারণ।
শ্রীগোবিন্দাষ্টক মুঞি করাই স্মরণ ॥
শ্রীগোবিন্দাষ্টকে স্বামি আচার্য্য শঙ্করে।
বস্ত্রহরণাদি লীলা বর্ণিলা আদরে ॥

ভাগবত গ্রন্থ তাহে সুস্পষ্ট প্রমাণ।
মায়াবাদীগণ এই করুন সন্ধান॥
স্ত্রী-শূদ্র আদির গ্রন্থ পাঠের কারণ।
দশমূলে নাহি দিব বেদের বচন॥
অবিকল বেদ পাঠে স্ত্রী-শূদ্র আদির।
অধিকার নাহি ইহা কহিলাম স্থির॥
প্রমাণের মূল বেদ ভাগবত হয়।
প্রথম মূলের এই তত্ত্ব সুনিশ্চয়॥
দ্বিতীয় মূলের তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় তত্ত্ব নিরূপণ॥
শ্রীগুরু জাহ্নবী হরি করিয়া স্মরণ।
প্রথম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস।
অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি
গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে প্রমাণ
তত্ত্বনিরূপণং নাম প্রথম মূলং॥ ১॥

দ্বিতীয় মূলং ।

নত্বা সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং সর্ব্বাদিপরিষেবিতং ।
বক্ষ্যে তস্য পরেশত্বং ব্যাসাদিমুনিনোদিতং ॥ ১॥

পরমং পরেশং রাসরসিকেশং ।
নয়নাভিরামং ভজ সখে শ্যামং ॥ ধ্রুঃ ॥

জয় জয় গুরুদেব জয় শ্রীশচীনন্দন ।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ জাহ্নবী-জীবন ॥
জয়াদ্বৈতপ্রভু জয় শ্রীবংশীবদন ।
জয় প্রভু গদাধর জয় ভক্তগণ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী জয় জয় প্রভুরাম ।
শ্রীশচীনন্দন জয় রামানুজাখ্যান ॥
ভূসুর ব্রাহ্মণগণে করি নমস্কার ।
প্রত্যক্ষ হয়েন যাঁরা বিষ্ণু অবতার ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ মমারাধ্য ধন ।
যাহা বিনা অন্য ধন না করি দর্শন ॥
দ্বিতীয় মূলের কথা কর অবধান ।
যাহাতে হইবে কৃষ্ণতত্ত্ব আদি জ্ঞান ॥
তত্ত্ব নিরূপণে বেদ প্রমুখ প্রমাণ ।

সম্বন্ধাভিধেয় নাম আর প্রয়োজন।
আগে বেদ এই তিন করেন ধারণ॥
সম্বন্ধ তত্ত্বকে বেদ দেখেন অগ্রেতে।
অভিধেয় প্রয়োজন তাহার পরেতে॥
কৃষ্ণ-জীব-মায়া তিন সম্বন্ধাভিধান।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান॥
সর্ব্বরস রত্নাকর মহামৃতময়।
যার বিন্দুকণাস্বাদি সকলে মাতয়॥
সম্বন্ধ ভিতরে জীব তত্ত্ব চমৎকার।
পরেতে দেখেন বেদ করিয়া বিচার॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব বিভিন্নাংশ হয়।
নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত এইত নিশ্চয়॥
জীবের প্রকৃতি সহ সম্বন্ধ অনিত্য।
কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিহিত॥
তবেত সম্বন্ধ মধ্যে দৈবী মায়া যাহা।
ঈক্ষন করেন বেদ বিচিরিয়া তাহা॥
অনিত্য সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ যে জ্ঞান।
দৈবীমায়া কহে তারে বেদমতিমান্॥
দৈবীমায়া তত্ত্ব যেই বেদমতে হয়।
প্রকাশ করিমু তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
তবে বেদ জীবেশ্বর ভেদাভেদ তত্ত্ব।

জীবেশ্বর ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয়।
সেই ভেদাভেদে সদা অচিন্ত্য কহয়॥
প্রকৃতির পর হয় অচিন্ত্য লক্ষণ।
সে লক্ষণে শুষ্ক তর্কে না কর যোজন॥

তথাহি মহাভারতে।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং॥ ২॥

তর্কেতে হারায় সেই পরমার্থ ধন।
দেহান্তে জম্বুক হয় সেই অভাজন॥
কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান আদি প্রদা যেই মতি।
তর্কেতে যোজিলে তার হয় অধোগতি॥
অতএব ভাগ্যবান্ মানবনিচয়।
শুষ্ক তর্কে স্ব-স্ব মতি কভু না যোজয়॥
শাস্ত্র রুচি হয় ভক্তি তত্ত্বাদি বোধিকা।
কেবল নীরস যুক্তি তাহায় নাশিকা॥
অতএবাপ্রতিষ্ঠিতা শুষ্ক যুক্তি হয়।
শঙ্করাদি বুধগণে সদা এই কয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

শাস্ত্রাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলানৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ ৩॥

তবে যেই অভিধেয় তত্ত্ব বস্তুধন।

কৃষ্ণভক্তি যেই সেই অভিধেয় হয়।
বহু ভাবি বেদ ইহা করেন নিশ্চয়॥
সেই অভিধেয় ভক্তি সাধনানুসারে।
নবধা হয়েন এই কহিনু তোমারে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্তব দাস্যাঙ্ঘ্রিসেবন।
স্মরণ পূজন সখ্য আত্ম নিবেদন॥
নবধা সাধন ভক্তি ইহারে কহয়।
ভাগবত বাক্য ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥ ৪॥

নিজ উক্ত কিম্বা পর উক্ত কৃষ্ণনাম।
চরিতাদি পরমানন্দে শুনি অবিশ্রাম॥
সেই নাম চরিতাদি চিত্তস্থ করণে।
শ্রবণ বলিয়া গায় মহাজনগণে॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং।

স্বোক্তং চাথপরোক্তং বা তন্নাম চরিতং মুদা।
কর্ণাভ্যাং চিত্তবিষয়ীকৃতং শ্রবণমুচ্যতে॥ ৫॥

হরিনাম গুণ আদি গান রসনায়।

প্রেমরসানন্দে কৃষ্ণ নামাদি কীর্ত্তনে।
সঙ্কীর্ত্তন বলি ব্যাখ্যা করে ভক্তগণে ॥

তথাহি তত্রৈব।

হরের্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গানং কীর্ত্তনমুচ্যতে।
তচ্চ প্রেমরসামোদৈঃ কৃতং সঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

পরানন্দ নিধি কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
সর্ব্ব শক্ত্যাদিতে পরিপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁর সঞ্চিন্তন যেই সেইত স্মরণ।
স্মরণের অর্থ এই করিনু কীর্ত্তন ॥

তথাহি তত্রৈব।

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্য পরমানন্দবারিধেঃ।
রূপং সঞ্চিন্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৭

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সিদ্ধমন্ত্র তৎস্বরূপ আর।
সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা ছাড়ি ব্যভিচার ॥
সেইত স্মরণ এই কেহ কেহ গায়।
স্মরণের অর্থ মুঞি কহিনু তোমায় ॥

তথাহি তত্রৈব।

তৎপ্রাপ্তিসিদ্ধমন্ত্রাণাং স্বরূপানাং মুরদ্বিষঃ।
মনসা চিন্তনং ধারাং স্মরণং কেচিদূচিরে ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কার্য্যাবিষ্ট চিত্ত হঞা সর্ব্বক্ষণ।

কৃষ্ণ পরিচর্য্যা যেই করে কায়মনে।
শ্রীপাদ সেবন সেই কহে ঋষিগণে॥

তথাহি তত্রৈব।

তৎকর্ম্মাবিষ্ট চেতোভিরুপচারৈর্নৃপোচিতৈঃ।
পরিচর্য্যা মুরারাতেঃ পাদসেবনমুচ্যতে॥ ৯॥

ষোড়শোপচারে যথা বিধি অনুসারে।
কৃষ্ণ সংপূজন যাহা জানি গুরুদ্বারে॥
অর্চ্চন তাহার নাম কহিনু তোমায়।
বিধিমার্গার্চ্চন এই সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

তথাহি তত্রৈব।

উপাচারৈঃ ষোড়শভির্যথাবিধি যথাক্রমং।
সংপূজনং মুরারাতেরর্চ্চনং পরিকীর্ত্তিতং॥ ১০॥

ভক্তি সহকারে নিত্য গোবিন্দ-চরণে।
কায়-মন বাক্য দ্বারে প্রণাম করণে॥
বন্দনা বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণ।
প্রমাণ তাহার কহি করহ শ্রবণ॥

তথাহি তত্রৈব।

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ।
প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ॥ ১১॥

দেহ বুদ্ধি-বাক্য-চিত্ত-ধর্ম্মার্থাদি-কাম।

কৃষ্ণ দাস্য বলি গায় বেদ-বিধিগণ।
দাস্যের মর্ম্মার্থ এই করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি তত্রৈব।

দেহধীন্দ্রিয়বাকৃচেতোধর্ম্মকামার্থকর্ম্মণাং।
ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে॥ ১২॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধ্যান-সেবন-অর্চ্চন।
বন্দন-স্বার্পণ-সখ্য অষ্টধা গণন॥
দাস্যে সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কহিনু নিশ্চয়।
ভক্তিরস বিজ্ঞে কান্তা ভাবেতে মানয়॥

তথাহি তত্রৈব।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং পাদসেবনমর্চ্চনং।
বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্ব্বং দাস্যে প্রতিষ্ঠিতং॥ ১৩॥

অত্যন্ত বিশ্বস্ত চিত্ত ভক্ত সবাকার।
সৌহার্দ্দের দ্বারে পরাপ্রীতি অনিবার॥
সুখাম্বুধি বাসুদেব সদা হেরি যেই।
সখ্য ভক্তি তার নাম কহিলাম এই॥

তথাহি তত্রৈব।

অতিবিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেব সুখাম্বুধৌ।
সৌহার্দ্দেন পরাপ্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে॥ ১৪॥

কৃষ্ণার্পিত দেহ যাঁর তিঁহ সর্ব্বক্ষণ।

কৃষ্ণ স্বরূপাদি চিন্তা যেমন করয়।
আত্ম নিবেদন সেই জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যামহঙ্কৃতেঃ।
মনসস্তৎ স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনং॥ ১৫॥

নবধা ভক্তির ব্যাখ্যা কল্পলতিকায়।
যেরূপ করিলা তাহা কহিনু তোমায়॥
পরেতে রূপের মত করিব প্রকাশ।
যদি প্রাণ রহে এই কহিনু নির্য্যাস॥
নবধা সাধন ভক্তিশাস্ত্রে বিজ্ঞে কয়।
অবস্থানুসারে যার রাগাখ্যাখ্যা হয়॥
সাধন ভক্তির পক্ক অবস্থা উদয়ে।
রাগানুগা ভক্তি কহে ভক্ত সমুদয়ে॥
সর্ব্বোপাধি পরিহরি হইয়া তৎপর।
নিজেন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণসেবা নিরন্তর॥
নারদাদি ভক্তগণে সেইত সেবারে।
ভক্তি বলি নিরূপিলা করিয়া বিচারে॥

তথাহি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ১৬॥

শ্রীগুরু প্রসাদে যবে আনুকূল্য আর।

সেই দিনাবধি ভক্ত সদা সর্ব্বক্ষণ।
নিজেন্দ্রিয় দ্বারে করে কৃষ্ণের সেবন॥
সেইত সেবনোত্তমা ভক্তির লক্ষণ।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি ইহা করিলা বর্ণন॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ১৭॥

কর্ম্ম-জ্ঞান স্পৃহা ভক্তি ভিন্ন অভিলাষ।
পূর্ব্বাদৃষ্ট ফলে করে স্বভাবেতে বাস॥
কৃষ্ণের প্রকাশ গুরু দেবের কৃপায়।
কর্ম্মাদি স্বভাব ছাড়ি দূরেতে পলায়॥
ছাড়য় স্বভাব তার তাৎপর্য্যার্থ যাহা।
অজ্ঞজন বোধ লাগি প্রকাশিব তাহা॥
গুরুকৃপালব্ধ সুষ্ঠু আনুকূল্য ভাবে।
কৃষ্ণসেবা পায় ভক্ত নিত্য স্ব-স্বভাবে॥
কৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি যে হয়।
আনুকূল্য ভাব তারে শ্রীজীব বলয়॥
কৃষ্ণানুশীলনোত্তমা ভক্তি যারে কয়।
সেইত উত্তমাভক্তি নিত্যা সুনিশ্চয়॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণলীলা-কৃষ্ণ ভক্ত যৈছে নিত্য।

উপলক্ষণের দ্বারা কোন কোন জনে।
নিত্যাভক্তি স্থাপে অন্য দেবানুশীলনে ॥
অন্য দেবানুশীলন নিত্যাভক্তি নয়।
অবশেষে কৃষ্ণ ভিন্ন কে কোথা থাকয় ॥
এই কথা বিচারিতে হৃদে হয় ভয়।
পাছে কেহ না বুঝিয়া দুঃখাদি করয় ॥
তথাপিহ কহি মুঞি শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে।
ইথে মোর অপরাধ না হইতে পারে ॥
অবশেষে কৃষ্ণে যাঞা সকল মিলয়।
তবে কিসে সকলের নিত্যত্ব থাকয় ॥
জলের বুদ্বুদ যৈছে জলেতে মিশায়।
তৈছে সব কৃষ্ণে যাঞা শেষ লয় পায় ॥
যাঁদের নিত্যত্ব নাই তাঁদের সেবন।
নিত্যাভক্তি মধ্যে গণ্য নহে কদাচন ॥
যাঁর সব নিত্য তাঁর ভক্তি নিত্যা হয়।
শাস্ত্র-যুক্তিসিদ্ধ এই কহিনু নিশ্চয় ॥
ভকতির ফল সেবা মুক্তি কভু নহে।
জ্ঞানফল মুক্তি এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে ॥
তবে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবানুশীলনে।
কেমনে ভকতি বল করিব কীর্ত্তনে ॥
অতএব সে সবার বাক্য গ্রাহ্য নয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥ ১৮ ॥

মুক্তিবাঞ্ছা সত্বে ভক্তি সম্বন্ধ রহিত।
মর্ম্মার্থ শাস্ত্রের এই কহিনু নিশ্চিত ॥
শাস্ত্রার্থ না জানি তারা কহে এই বাণী।
অতএব কর্ম্মী-জ্ঞানী সে সবারে জানি ॥
কর্ম্মী-জ্ঞানীগণ বাক্য ভ্রমগয় হয়।
সার বাক্যে কহি তাহা শুন সদাশয় ॥
কর্ম্ম ফল স্বর্গ আদি ভোগ শাস্ত্রে কয়।
এ লাগি কর্ম্মীর কর্ম্ম ভক্তি মধ্যে নয় ॥
কর্ম্মীর কর্ম্মকে ভক্তি ব্যাখ্যা করে যেই।
বেদাদ্যুক্ত কর্ম্মফল নাহি জানে সেই ॥
জ্ঞানী মধ্যে কোন কোন নব্য কবি ভণে।
হে মাতঃ! হে পিতঃ! ভক্তি দেহি শ্রীচরণে ॥
মুখে এই কথা বলে মনে ভাবে এই।
কত দিনে আমি জীব হব বল সেই ॥
ইহাদের মাতৃ পিতৃ চরণসেবনে।
ভক্তি মধ্যে গণ্য করে কোন মহাজনে ॥
এ কারণ কর্ম্মী-জ্ঞানী ভক্ত কভু নহে।

মায়াবাদী মধ্যে গ ,j কর্ম্মী-জ্ঞানীগণ।
নিশ্চয় কহিনু এই রাখিবে স্মরণ ॥
এবে শুন বেদ শেষে যা করে দর্শন।
যে কথা শ্রবণে হয় প্রফুল্লিত মন ॥
শেষে বেদ প্রয়োজন তত্ত্বাশ্চর্য্যময়।
স্ব-হৃদে বিচিত্র ভাবে দর্শন করয় ॥
প্রেমরসতত্ত্ব যেই সেই প্রয়োজন।
বিচিত্রতা বহু তার না যায় বর্ণন ॥
উভয় মিলনে প্রেমরস উপজায় ॥
অনেক বিচিত্র ভাব তাহে শোভা পায় ॥
কৃষ্ণাত্মাবিশ্রান্ত রসে আস্বাদে যখন।
রমণ করেন প্রেম জানিহ তখন ॥
অপ্রাকৃত প্রেম এই প্রাকৃত না হয়।
ব্রজবাসীগণ ইথে প্রমাণ আছয় ॥
শ্রেষ্টফলপ্রদা শুরু সখীর কৃপায়।
এই প্রেম লাভ হয় কহিনু তোমায় ॥
ইহার বিচার আর না করি এথায়।
পরতত্ত্ব কহি শুন বেদ যাহা গায় ॥
কৃষ্ণ-জীব-মায়া এই তিনে শাস্ত্র কয়।
ভেদাভেদ পরকাশ অন্যথা না হয় ॥
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিবরণ।

ক্রমে ক্রমে এই সব করিব বিস্তার।
যদি কৃপা হয় মোর প্রতি সবাকার॥
গুরুরূপে এই সূত্র শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি করিলেন জীবের গোচর॥
সেই গৌরচন্দ্রে আমি ভজি সর্ব্বক্ষণ।
যাঁহার কৃপায় পাই তত্ত্ব দরশন॥

তথাহি শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তং।

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥ ১॥

তথাহি মচ্ছিষ্যেণ শ্রীমতা কেদারনাথভক্তিবিনোদেনোক্ত

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভ
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ গৌরচন্দ্রং ভজেতং

একমাত্র পরতত্ত্ব শ্রীহরি নিশ্চয়।
সেই হরি শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর হয়॥
প্রেম দিয়া হরে কৃষ্ণ সেবকের মন।
এহেতু কৃষ্ণকে হরি বলে বেদগণ॥
সেই কৃষ্ণ নন্দাত্মজ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপালুর শিরোমণি ব্রজজনপ্রাণ॥

ইন্দ্রনীলমণিকান্তি ত্বিষাচ্ছন্নময়।
নিত্য গোপবেশে ব্রজে বিহার করয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দময় বিগ্রহস্বরূপ।
পীতাংশুক পরিধান সর্ব্বরস ভূপ ॥
দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীরাসবিহারী।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক নারী-মনোহারী ॥
শ্রীশ্বর সবার ঈশ সর্ব্ব-নিয়ামক।
সর্ব্ব আত্মা সর্ব্বারাধ্য স্বভক্ত-পালক ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ২২ ॥

সর্ব্বারাধ্য কৃষ্ণ জানি অন্য দেবগণে।
কদাপি অবজ্ঞা তুমি না করিবে মনে ॥
তদংশাদি হেতু ব্রহ্মা-শঙ্কর প্রভৃতি।
ভক্তের প্রণম্য সদা কহে ভক্তিস্মৃতি ॥
না জানি কি হেতু কোন ভক্ত সম্প্রদায়।
শঙ্করের নাম শুনি দূরেতে পলায় ॥
তদংশাদি হেতু ভক্ত শিবাদি ঈশ্বরে।
অবশ্য পূজিবে কৃষ্ণভক্তিপ্রাপ্তি তরে ॥

যে করে করুক নিন্দা রুদ্র আদি দেবে ।
স্ব-মতে বিরুদ্ধ তাহা কহিলাম এবে ॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড় তার সম কেহ নাহি আন ॥
সাম্য অতিশয় তেঁই ভাগবতে কয় ।
ইহা না জানিয়া মূর্খে সমত্ব স্থাপয় ॥
কৃষ্ণ সহ অন্য দেবে যে করে সমান ।
তারে দণ্ডে দেবগণ নাহি তার ত্রাণ ॥
বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বাখানে ।
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গকান্তি সেই কহিনু সন্ধানে ॥
অতএব কৃষ্ণ হৈতে ব্রহ্ম ভিন্ন নয় ।
বস্তু বিনা নাহি হয় কান্তির উদয় ॥
পরমাত্মা বলি যারে যোগীগণ গায় ।
তিঁহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কহিনু তোমায় ॥
জীবসহবাসী ব্রহ্মে পরমাত্মা কয় ।
দ্বাসুপর্ণা শ্রুতি তাতে প্রমাণ আছয় ॥
এ কারণ পরমাত্মা গোবিন্দ হইতে ।
ভিন্ন নহে কহি গুরু-প্রদত্ত বুদ্ধিতে ॥
বিশেষ্য শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
ব্রহ্ম-পরমাত্মা হয় তাঁর বিশেষণ ॥
অতএব চৈতন্যাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ।
পরতত্ত্ব নাহি দেখি বেদাদি বিধিতে ॥

তথাহি শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপকৃতকড়চায়াং।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামীপুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ২৩ ॥

তাঁহার ঈক্ষণশক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি।
সৃজিলা ব্রহ্মাণ্ডগণ করিয়া বিস্তৃতি ॥
অতএব সর্ব্ব প্রভু শ্রীনন্দ-নন্দন।
ব্রহ্মাদি সকল তাঁর দাসেতে গণন ॥
একাদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ হয়।
ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্ স্বরূপে ভাসয় ॥
তত্ত্বদর্শীগণ ইহা বিচার করিয়া।
লিখিয়া রাখিলা গ্রন্থে জীবের লাগিয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২৪ ॥

কেহ কহে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ তাহা না হয় প্রমাণ ॥
তু-শব্দার্থে কহে যত পুরুষাবতার।
শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভেদ কহিলাম সার ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অবতারগণ তাঁর অংশেতে গণন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২৫॥

অবতারাবলী বীজ হতারি গতিদ।
একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র জানিহ নিশ্চিত॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ হেতু করিয়ে গণন॥
তৈছে সর্ব্বাবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
অতএব অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র হন॥
অবতার-অবতারী ভেদে দ্বিপ্রকার।
ঈশ্বর হয়েন বেদশাস্ত্রেতে প্রচার॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

অবতারাবতারিত্বাদীশোঽপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
ভক্তাভক্তবিভেদেন জীবোঽপি ভবতি দ্বিধা॥ ২৬॥

অবতার বীজ হন অবতারীশ্বর।
সেইত ঈশ্বর কৃষ্ণ বেদের গোচর॥
নিত্য ভক্ত জীব নিত্য শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরে।
একান্ত ভাবেতে করে স্বেন্দ্রিয় গোচরে॥
অপ্রাকৃতেন্দ্রিয় সেই নহে ত প্রাকৃত।
ভক্তিশূন্য জীবেন্দ্রিয় প্রাকৃত কথিত॥
প্রসঙ্গানুক্রমে এথা ভক্তাভক্ত কথা।
[illegible] মত্রিও বেদে উক্ত যথা॥

বেদবাক্যে অবতারীশ্বর যিনি হন।
পরম ঈশ্বর তাঁরে ব্রহ্মা আদি কন॥
সেই শ্রীপরমেশ্বর যশোদানন্দন।
শ্রীসচ্চিদানন্দ সর্ব্বকারণকারণ॥
অনাদি সবার আদি সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপ।
নিজ সংহিতায় ব্রহ্মা কহে এইরূপ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥ ২৭॥

সর্ব্বাকরষণকারী সর্ব্বানন্দকর।
[illegible]সুখবোধরূপ সর্ব্বদুঃখহর॥
[illegible]ন্দময় আত্মা ব্রহ্মসনাতন।
[illegible]য়মনকারী সর্ব্বাংশী-শরণ॥
অদ্বয়স্বরূপ রূপ শ্রীব্রহ্ম-গোপাল।
সর্ব্বজন-বশকারী গোকুল-রাখাল॥
সর্ব্বসেব্য হরি সর্ব্বস্বামী পরেশ্বর।
শ্রীনন্দনন্দন গোপ-গোপীপ্রিয়ঙ্কর॥
ভৌতিক শরীরহীন দিব্য নরাকার।
প্রকটাপ্রকট-লীলাকারী বিশ্বাধার॥
কার্য্য কারণের ঈশ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।
সর্ব্ব মাধুর্য্যের সিন্ধু [illegible]॥

অসংখ্য লক্ষ্মীর সেব্য শ্রীচরণ যাঁর।
তিঁহ সর্ব্বোপাস্য সর্ব্বপ্রভু এই সার॥
প্রকৃতির পর নিত্য গোকুলবিহারী।
নিত্যলীলানন্দময় সর্ব্ব মনোহারী॥

তথাহি গৌতমীয়াদৌ।

কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ॥
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
সর্ব্বস্যাপি বৃংহণং তৎকৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্মপরমং বিদুঃ॥
কৃষিশব্দশ্চ সত্বার্থে ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সত্বামানন্দয়োর্যোগাৎ তৎপরং ব্রহ্মচোচ্যতে॥
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতীং।
অথবা কর্ষয়ৎ সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমং।
কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে॥
স্বয়ংত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিংহরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ॥
নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহেত্যাদি॥ ২৮॥

সম্বন্ধ তত্ত্বেতে সর্ব্বেশ্বর পরতত্ত্ব।
দ্বিতীয় মূলেতে তাহা করিনু বেকত॥
তৃতীয় মূলের তত্ত্ব কর অবধান।
যাহাতে জানিবে কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্॥

শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি করিয়া স্মরণ।
দ্বিতীয় মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস।
অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিনা
বিরচিতে দশমূলরসে সম্বন্ধতত্ত্বে পরেশত্ব
নিরূপণং নাম দ্বিতীয়মূলং॥ ২॥

তৃতীয় মূলং।

সর্ব্বশক্তিময়ং কৃষ্ণং সর্ব্বোপাস্যং সুরেশ্বরং।
তন্নত্বা শক্তিমত্তত্ত্বং কথ্যতে সম্মতং ময়া ॥ ১ ॥
চিদানন্দাকারং ভুবনৈকাধারং।
বরদং বরেশং ভজ হৃষীকেশং ॥ ধ্রুঃ ॥

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু বলরাম।
শ্রীপ্রাণবল্লভ জয় পূর্ণানন্দধাম ॥
জয় বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রাণ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
জয় নিত্যানন্দ সহ জাহ্নবী সুন্দরী ॥
জয় সীতানাথ জয় শ্রীবংশীবদন।
জয় গদাধর জয় রূপসনাতন ॥
জয় শ্রীশ্রীবাস জয় শ্রীজীব জীবন।
জয় বীরচন্দ্র প্রভু জয় ভক্তগণ ॥
জয় প্রভুরাম জয় শ্রীশচীনন্দন।
জয় শ্রীবল্লভ আদি তিন মহাজন ॥
শ্রীশচীনন্দনাত্মজ তিন মহাশয়।
তিনের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥
ধরামর বিপ্রগণে করি নমস্কার।
তৃতীয় মূলের তত্ত্ব করিব বিচার ॥

সেই নন্দসুত কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্।
হরাদি হইতে নারে তাঁহার সমান॥
অগ্নির উষ্ণতা সম সদাভিন্ন ভাবে।
শক্তি তাঁর কার্য্য করে অচিন্ত্য প্রভাবে॥
অতএব বেদবিধি সকলে ভণয়।
শক্তি শক্তিমানে নিত্য ভেদ নাহি হয়॥
সেইত শক্তিরে শাস্ত্রে পরাশক্তি কয়।
সেই পরাশক্তি জানি বহুবিধ হয়॥
অচিন্ত্য প্রভাবে সর্ব্বভাবে পরাশক্তি।
নিত্য বিরাজিতা ইহা বেদশাস্ত্রে ব্যক্তি॥
এই হেতু শক্তিময় সর্ব্বভাবে কয়।
ইহাতে প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণ আছয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোহতো ব্রহ্মণস্তস্তু সর্গাদ্যাভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ ২॥

জ্ঞান, বল, ক্রিয়ারূপে পরাশক্তি নিত্য।
সুপ্রকাশমানা এই কহিনু নিশ্চিত॥
জ্ঞানার্থে সম্বিৎশক্তি বলার্থে সন্ধিনী।
ক্রিয়ার্থে হ্লাদিনীশক্তি বেদের কাহিনী॥
সেই পরাশক্তি পুনঃ তিনরূপে ভাসে।
শ্রীবৈষ্ণবে স্পষ্টরূপে এ কথা প্রকাশে॥

তথাহি তত্রৈব।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৩॥

অন্তরঙ্গারূপে তার চিচ্ছক্তি আখ্যান।
বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি অভিধান॥
তটস্থারূপেতে জীবশক্তিনাম হয়।
পরাখ্যা শক্তির এই তিন বৃত্তি কয়॥
জ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্তি কার্য্য অনুসারে।
নানামত নাম ধরে কহিনু তোমারে॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাহাতে প্রধান।
অন্তরঙ্গা আদি তিন শাস্ত্র করে গান॥
সর্ব্বশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ তিন শক্তি দ্বারে।
ধাম আদি যথামত করেন প্রচারে॥
চিচ্ছক্তির দ্বারে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
প্রকাশ করেন যার নাহি পরিণাম॥
মায়াশক্ত্যে প্রকাশেন ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত।
সে লাগি ব্রহ্মাণ্ড সব হয় গুণবন্ত॥
জীবশক্ত্যে প্রকাশেন জীব অগণন।
বিভিন্নাংশরূপে যার স্বরূপ বর্ণন॥
পুনর্ব্বার কহি পরাশক্তির প্রভাব।
যে কথা শ্রবণে হয় স্বীয়াভীষ্ট লাভ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ এই ভাবত্রয়ে।
পরাখ্যাশক্তির নিত্য প্রভাব কহয়ে॥
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা শক্তি কৃষ্ণে নাই।
যেহেতু প্রাকৃত গুণ হয়ত তাহাই॥
অপ্রাকৃত পরতত্ব বস্তু যেই হয়।
তাহাতে প্রাকৃত গুণ কভু নাহি রয়॥
সত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় যেই।
সেইত প্রাকৃত গুণ কহিলাম এই॥

তথাহি তত্রৈব।

হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥
সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥ ৪॥

প্রকৃতি সংশ্লিষ্টগুণে প্রাকৃত কহয়।
সেইত প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থা হয়॥
প্রকৃতি স্ব-সাম্য ভাব ছাড়য়ে যখন।
প্রাকৃতিক লয় আদি জানিহ তখন॥
গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রকৃতি আকার।
ত্রিকোণবিশিষ্টা'তেঁই কহিলাম সার॥
তার মধ্যে গোলাকার বিশ্ব বিরাজিত।
যাহে লিঙ্গাত্মক জ্যোতির্ব্রহ্ম সুশোভিত॥

সেই লিঙ্গাত্মক জ্যোতির্ব্রহ্মের আখ্যান।
সদানন্দ-সদাশিব শাস্ত্রে পরমাণ॥
পুরাণ সংহিতা মতে কহি পুনর্ব্বার।
বুঝিবে সৃষ্ট্যাদি তত্ত্ব শ্রবণে যাহার॥
সূক্ষ্মরূপে দেখি যদি করিয়া বিচার।
তবে জানি এক মত হয় সবাকার॥
যেই যোনি সেই পরাশক্তি এই জানি।
অযুতাযুতাংশে যার বিশ্বশক্তি মানি॥
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিরংশ যিঁহ।
লিঙ্গরূপী ভগবান্ মহেশ্বর তিঁহ॥
যোনিরূপা পরাশক্তি আখ্যান যাঁহার।
পরমা প্রকৃতি সেই রমা নাম তাঁর॥
সেই ত প্রকৃতি আর পুরুষ মিলনে।
কামবীজ সমুৎপন্ন হয় জানি মনে॥
শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক আর সৃষ্টির কারণ।
কামবীজ মহামন্ত্র কহে শ্রুতিগণ॥
লিঙ্গযোনি হৈতে জাত এই প্রজাগণ।
মাহেশ্বরী প্রজা তেঞি বলে সর্ব্বজন॥
মহাবিষ্ণু জগৎপতি আখ্যান যাঁহার।
ঐছে যোনিলিঙ্গে নিত্য অধিষ্ঠান তাঁর॥
শক্তিমান্ পুরুষ তিহঁ জগতপালক।
গোপীশ্বরাখ্যান তাঁর সর্ব্বনিয়ামক॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদৌ।

নিয়তিঃ সা রমাদেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তয়া।
তল্লিঙ্গো ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সা পরাশক্তিঃ কামবীজং মহদ্ধরেঃ।
যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।
লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী প্রজাঃ।
শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গো মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥ ৫ ॥

এ বড় নিগূঢ় কথা কহনে না যায়।
কোন ভাগ্যবান্ বুঝে শ্রীগুরু কৃপায় ॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
হ্লাদিন্যাদি শক্তি কার্য্য করহ শ্রবণ ॥
আহ্লাদ স্বরূপ হঞা শ্রীনন্দ-নন্দন।
হ্লাদিনীর দ্বারে করে আহ্লাদাস্বাদন ॥
আর সেই শক্তি দ্বারা ভক্ত সবাকারে।
আহ্লাদ প্রদানে হরি কহিনু তোমারে ॥
স্বমহিমানন্দপুরে সদা বর্ত্তমান।
তথাপি সন্ধিনী দ্বারে কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥
নিজ নিত্য বর্ত্তমান ভাবাদি প্রচারে।
অত্যন্ত নিগূঢ় এই কহিনু তোমারে ॥
আর সেই শক্তিযোগে দেবাদি সকলে।
ভবনাদি ভাব জ্ঞানী করান কৌশলে ॥

সন্ধিনী শক্তির এই পরিচয় সার।
সম্বিতের কথা এবে করিব প্রচার ॥
পূর্ণজ্ঞানময় হঞা শ্রীশ্যাম-সুন্দর।
যার দ্বারে সর্ব্বান্তর হয়েন গোচর ॥
আর দেবাদিরে সব করান বিদিত।
সম্বিচ্ছক্তি কার্য্য সেই কহিনু নিশ্চিত ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
শক্তি শক্তিমানে কভু ভিন্ন নাহি হয়।
লীলাদি কার্য্যেতে মাত্র ভিন্ন পরিচয় ॥
অনন্ত শক্তির যোগে অনন্ত-শ্রীহরি।
করেন অনন্ত লীলা কহিনু বিবরি ॥
নিত্যাচিন্ত্য ভেদাভেদ কহয়ে ইহারে।
মূঢ় মায়াবাদীগণ জানিবারে নারে ॥
অগ্নি হৈতে সদাভিন্ন অগ্নিতাপ যৈছে।
কৃষ্ণ হৈতে সদাভিন্ন কৃষ্ণশক্তি তৈছে ॥
কৃষ্ণ হৈতে ভিন্নাভিন্নরূপে শক্তিগণ।
কৃষ্ণ কার্য্য সাধে নিত্য বেদের লিখন ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি লীলানন্ত হয়।
যে না মানে সেই মূঢ় মায়াবাদী কয় ॥
কৃষ্ণের শক্ত্যাদি নাহি করিয়া স্বীকার।
অপরাধী হৈল সেই কহি বারবার ॥

দুর্ম্মেধার শিরোমণি মায়াবাদী হয়।
অতএব ভক্তগণ সঙ্গ না করয় ॥
সহজে না হয় শক্তিজ্ঞান হৃদয়েতে।
সে লাগি কহিয়ে পুনঃ ভুয়াসুবোধেতে ॥
একস্থান স্থিতাগ্নির আলোক যেমন।
বিস্তৃত হইয়া করে তাপাদি অর্পণ ॥
সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি অখিল জগত।
ব্যাপ্ত হঞা নিজভাব করেন বেকত ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভাবাচিন্ত্য জ্ঞানাশ্রয় শক্তিগণ।
পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণরূপে আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
এই হেতু শক্তিগণ ব্রহ্মেচ্ছানুসারে।
সৃষ্টিআদি কার্য্যরূপে প্রভাব বিস্তারে ॥
অগ্নির উষ্ণতা যৈছে স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।
শক্তির সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তৈছে কহি মর্ম্ম ॥

তথাহি তত্রৈব।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ৭ ॥

বিশেষ্য হইতে যথাভিন্ন বিশেষণ ।
ব্রহ্ম হৈতে তথাভিন্ন ব্রহ্মশক্তিগণ ॥
সূর্য্য-চন্দ্র-কর আর জলের শৈত্যতা ।
অগ্নির উষ্ণতালোক গুণাদি রূপতা ॥
সর্ব্বদা অভিন্নভাবে যেরূপ থাকয় ।
তথাভিন্নভাবে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মে রয় ॥
ব্রহ্মেচ্ছানুসারে কভু ব্রহ্মশক্তি চয় ।
ভিন্নাভিন্ন রূপে ব্রহ্মলীলাদি সাধয় ॥
ব্রহ্মশব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
সেই ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায় ।
পুরাণ বাক্যেতে তাহা বুধগণ গায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৮ ॥

নবজলধর বর্ণ করে বেত্র বাঁশী ।
পীতাম্বর পরিধান মুখে মৃদু হাসি ॥
ব্রজগোপীবস্ত্রচোর যশোদা-নন্দন ।
সেই ব্রহ্ম-কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিতে নমি অনুক্ষণ ॥

তথাহি আত্মাপরিচ্ছেদে ।

নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায় ।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায় ॥ ৯ ।

গোপীর-হৃদয়চোরা শ্রীনন্দ-কুমারে।
পূর্ণব্রহ্ম বলি এবে জানাব কাহারে॥
জানাইলে কেবা ইহা করিবে বিশ্বাস।
সে লাগি মনের কথা না করি প্রকাশ॥
মায়াবাদীগণে দেশাচ্ছাদন করিল।
সেহেতু মনের কথা মনেতে রহিল॥
ভাগ্যবান্ যেই সেই জানয়ে নিশ্চয়।
একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম যশোদা-তনয়॥
লম্পট ভূপতি কৃষ্ণ লাম্পট্য রঙ্গেতে।
নিধুবন ক্রীড়া করে গোপীর সঙ্গেতে॥
তাঁরে পূর্ণব্রহ্ম বলি অধুনা কেমনে।
দেখাইব মায়াবাদী সবারে নয়নে॥
মায়াতীত পূর্ণব্রহ্ম যেই বস্তু হয়।
সেই বস্তু মায়াবাদীগণবেদ্য নয়॥
যদি আমি সে সবারে যাই দেখাইতে।
তবু তারা নাহি পাবে কদাপি দেখিতে॥
শুদ্ধাভক্তি বিনা কেহ শ্রীনন্দ-নন্দনে।
জ্ঞানাদি সাধনে কভু না পায় দর্শনে॥
ইহা ভাবি ন্যায়শাস্ত্রাচার্য্য উপাধ্যায়।
পূর্ণব্রহ্ম-কৃষ্ণ ইঁহা স্বগণে জানায়॥
ধন্য! রঘুপতি উপাধ্যায় মহাশয়।
আর্য্যায় অন্যের মন মথিল নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়েনোক্তং।

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

ভবভীতজন-ভবত্রাণের কারণ।
নানাশাস্ত্র নানাদেবে করয়ে ভজন ॥
যার যেইমত ভাগ্য সেই সেইমত।
সাধনে প্রবৃত্ত হয় হঞা অনুগত ॥
আমি সেই নন্দপদ বন্দি সর্ব্বক্ষণ।
যার দ্বারে খেলা করে ব্রহ্মসনাতন ॥

তথাহি শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়েনোক্তং।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ॥
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

ধন্য সেই ভক্তভূপ আচার্য্য শঙ্কর।
হার্দ্দ-ব্রহ্ম-কৃষ্ণ দেখে বেদান্ত ভিতর ॥
শ্যামশব্দে হার্দ্দ-ব্রহ্ম উপনিষদ্ভাষ্যে।
প্রকাশে শঙ্করস্বামী ভক্তির উচ্ছ্বাসে ॥
ভাবুকের শিরোমণি শ্রীশঙ্করাচার্য্য।
হার্দ্দব্রহ্ম বলি তাই কৃষ্ণে করে ধার্য্য ॥
সত্য বটে হার্দ্দব্রহ্ম-কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
বাহির করিলে তাঁর গৌরব না রয় ॥
অতএব অন্তরের বস্তু বিজ্ঞজন।
বহির্ম্মুখ ভয়ে সদা করেন গোপন ॥

যদি কহ কৃষ্ণনামে মুখ্য অর্থ হয়।
সেই হেতু স্বামি কৃষ্ণে-হার্দ্দব্রহ্ম কয়॥
তাহার উত্তরে কহি করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সংশয়মোচন॥
প্রসিদ্ধার্থ ত্যাগ করি অন্যার্থ কল্পন।
বিজ্ঞতম জন নাহি করে কদাচন॥
তেঁই বিজ্ঞশিরোমণি ভক্তির উচ্ছ্বাসে।
প্রসিদ্ধার্থ স্বীয় ভাষ্যে করেন প্রকাশে॥
শ্রীশ্যামসুন্দর আর যশোদা-নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণনামের এই সিদ্ধার্থ বর্ণন॥

তথাহি শ্রীনামকৌমদ্যাং।

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ ১২॥

সেই শ্রীযশোদা-সুত স্বশক্তির সঙ্গে।
ভিন্নাভিন্নরূপে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে॥
পিতা নিজশক্ত্যে করি পুত্র উৎপাদন।
ভিন্নাভিন্নভাবে করে স্বকার্য্য সাধন॥
পিতৃশক্ত্যে পুত্রোদয় সেইত কারণে।
পিতাপুত্রে ভেদাভেদ শাস্ত্রগণ ভণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে।
তস্যাত্মনোর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নাবগাহীরহং কুশী॥ ১৩॥

আপন অচিন্ত্য শক্ত্যে ভিন্নাভিন্নরূপে।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ নিশ্চল স্বরূপে ॥
স্বশক্ত্যুৎপাদিত সখাসখীগণ সঙ্গে।
ভিন্নাভিন্নরূপে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৄণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্শ স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

আন কথা রহু দূরে আপনি শ্রীহরি।
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে নিজে বহুমূর্ত্তি ধরি ॥
রাসোৎসব করে নিত্য লঞা গোপীগণে।
ভাগবতে এই কথা শুকদেব ভণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণশক্তি নিত্য ভেদাভেদ।
ফুকারিয়া এই কথা কহে যত বেদ ॥
কর্ম্মাঙ্গ ঈশ্বর কহে মীমাংসকগণ।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥

স্বরূপ ঈশ্বর এই কহে পাতঞ্জল।
পঞ্চ দর্শনের মত কহিনু সকল॥
বেদ মতে ব্রহ্ম হয় স্বয়ং ভগবান্।
সেই ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আর সর্ব্বশক্তিমান্।
এই দুই হেতু ব্রহ্ম সাকার প্রমাণ॥
অপ্রাকৃতাকার ব্রহ্ম প্রমাণ কারণ।
নিরাকার কহে তাঁরে শ্রুতি-স্মৃতিগণ॥
নিরাকার নাহি স্থাপি সাকার স্থাপনে।
প্রাকৃত আকার ব্রহ্ম হয় বুঝ মনে॥
অপ্রাকৃতাকার ব্রহ্ম নিশ্চয় করিয়া।
অপাণি ইত্যাদি শ্রুতি কহে ফুকারিয়া॥
ষড়্দর্শনের সূত্র করিয়া বর্ত্তন।
মূর্ত্ত-ব্রহ্ম স্থির করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন॥
সেই মূর্ত্ত-ব্রহ্ম কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হেতু স্বয়ং ভগবান্॥
অন্যাপেক্ষা নাহি করে কোন কার্য্যে যেই।
তাঁরে কয় স্বয়ং রূপ কহিলাম এই॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে।

অনন্যাপেক্ষিযদ্রূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে॥ ১৬॥

ঈশ্বর-পরম নিত্য-জ্ঞানানন্দময়।
স্বরূপ বিগ্রহাদ্যন্তবিহীন নিশ্চয়॥

অথচ সর্ব্বাদি সর্ব্বকারণকারণ।
তিঁহ কৃষ্ণ স্বয়ং রূপ শ্রীনন্দ-নন্দন॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥ ১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১৮

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ধ্রুবাবধারণ।
তু-শব্দে করেন শুক ব্যাসের-নন্দন॥
সর্ব্বপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ আর কেহ নয়।
অংশাদি স্বরূপ তাঁর দেবাদি নিশ্চয়॥
অতএব কৃষ্ণাধীন সকল ভুবন।
তার সাক্ষী পঞ্চরাত্র করহ দর্শন॥
যাঁহার ভয়েতে বায়ু-সূর্য্যেন্দ্র-অনল।
ব্রহ্মা-নস্তু-কাল-ধর ভূ-ধর সকল॥
নিজ নিজ কার্য্য করে নিয়মানুসারে।
আর সদা স্তুতি করে বেদমন্ত্র দ্বারে॥
যাঁর পাদপদ্ম ব্রহ্মা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ।
শঙ্কর শঙ্কিতভাবে করেন ভজন॥
সহস্রাস্য-দেব নিত্য সহস্র বদনে।
স্তুতি করে আর চিন্তে চরম চরণে॥

বাগ্দেবী স্ববাক্শুদ্ধি প্রভৃতি কারণ।
ভাবে ভাব আদি প্রদ পবিত্র চরণ॥
ব্রজভাবে লুব্ধ হঞা বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা।
কমলা সেবেন পদ হইয়া প্রার্থিতা॥
মায়ার ভয়েতে ভীতা হইয়া শঙ্করী।
নানাভাবে স্তব করে দিবা বিভাবরী॥
বেদমাতা পুত্রগণ সহ সর্ব্বক্ষণ।
স্তুতি করে আর চিন্তে যুগল চরণ॥
সিদ্ধেন্দ্র-মুনীন্দ্র-সনকাদি-ঋষিগণ।
ভাবে পাদপদ্মহ্রদে হইয়া মগন॥
যোগেন্দ্র-রাজেন্দ্রা-সুর-সুর-মনুগণে॥
স্ব-স্ব-ভাবে চিন্তে পদ ভাবাপ্তি কারণে॥

তথাহি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে।

যস্তয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু॥
যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টিবিধৌ কূর্ম্মোঽনন্তং দধাতি চ।
স চ সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং লীলয়া চেশ্বরেচ্ছয়া।
যস্যাজ্ঞয়া মহাভীতা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
ধরা সা সর্ব্বযস্যাদ্যা রত্নবাংশ্চ হিমালয়ঃ।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ধ্যায়তে যমহর্নিশং।
যং ধ্যায়তে চ ভজতে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ।
সহস্রবক্ত্রো যং স্তৌতি ধ্যায়তে ভজতে সদা।
স্বয়ং সরস্বতী স্তৌতি বর্ণীশ্বরমভীপ্সিতং।

সেবতে পাদপদ্মঞ্চ স্বয়ং পদ্মালয়া পিতঃ।
মায়াতীতা চ যঃ স্তৌতি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
স্তুবন্তি.বেদাঃ সততং সাবিত্রী বেদমাতৃকা।
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগিন্দ্রা সনকাদয়ঃ।
রাজেন্দ্রাশ্চাসুরেন্দ্রাশ্চ সুরেন্দ্রা মনবস্তথা।
সানন্দং পরমানন্দং গোবিন্দং নন্দনন্দনং।
ভজ তাত পরংব্রহ্ম স্মর শশ্বৎ সুরেশ্বরং॥ ১৯॥

সর্ব্বপ্রভু সর্ব্বোপাস্য সর্ব্বাত্মা সর্ব্বাংশী।
সর্ব্বশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ যদ্বাক্য ছন্দাংসি॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যান্বিত নিত্য-কৈশোর মূরতি।
ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন শুদ্ধ-সত্ব-স্বাত্মরতি॥
তথাপি লীলার লাগি স্ব-শক্তির সঙ্গে।
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে রমে ভিন্ন ভাব রঙ্গে॥
প্রপঞ্চ অস্পৃষ্ট কৃষ্ণ প্রপঞ্চ লীলায়।
প্রপঞ্চ সংশ্লিষ্ট নাহি হন বেদ-গায়॥
প্রপঞ্চ গোচর নহে ধামাদি যাঁহার।
প্রাপঞ্চিক ক্রীড়া কিসে সম্ভবে তাঁহার॥
প্রাপঞ্চিক বুদ্ধে যত প্রাপঞ্চিক জন।
প্রাপঞ্চিক কৃষ্ণ ক্রীড়া করয়ে বর্ণন॥
সেই সব বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গতি।
করিলে নিশ্চয় লাভ হয় অধোগতি॥
পূর্ণতম পরংব্রহ্ম পরেশ শ্রীকৃষ্ণ।
চিদানন্দময় মূর্ত্তি সদানন্দাধৃষ্ট॥

যদি কহ হেন শক্তিমান্ ভগবানে।
বেদ কেন নিরাকার কহে স্থানে স্থানে॥
ওহে বৎস! নিরানন্দ ব্যতীত কোথায়।
আনন্দানুভব হয় কহত আমায়॥
শোক বিনা স্নেহ উপলব্ধি অসম্ভব।
অন্ধকার বিনালোক নহে অনুভব॥
অপ্রীতি ব্যতীত নহে প্রীতির নিশ্চয়।
বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগানুভব নয়॥
তৈছে নিরাকার বিনা সাকার প্রমাণ।
কদাপি নাহিক হয় কহিনু সন্ধান॥
অপ্রাকৃতাকার ব্রহ্ম স্থাপন কারণ।
নিরাকার ব্রহ্ম বেদ করেন কীর্ত্তন॥
ইহা না জানিয়া ধৃষ্ট-মায়াবাদীগণ।
নির্দ্দোষ বেদেতে করে দোষ আরোপণ॥
অপ্রাকৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব প্রভু সর্ব্বোপাস্য সর্ব্বশক্তিমান্॥
অচিন্ত্য লক্ষণান্বিতা কৃষ্ণ-শক্তিগণ।
তাঁহাদের কার্য্য কেবা করে নিরূপণ॥
দিগ্‌দর্শয়াইতে এবে তুয়া সন্নিধানে।
অল্পাক্ষরে কহি কিছু কর অবধানে॥
নিজাচিন্ত্য শক্তিদ্বারে শ্রীনন্দ-নন্দন।
সৃষ্টি-আদি লীলা করে বেদের লিখন॥

স্থষ্টিকর্ত্রীশক্তি রজোগুণেতে আপন।
তদীক্ষণে প্রসবেন ব্রহ্মাণ্ডাগণন॥
পালনকারিণী-শক্তি স্ব-সত্ত্বগুণেতে।
পালেন ব্রহ্মাণ্ডগণ পর্য্যায় ক্রমেতে॥
সংহারিণী-শক্তি স্বীয় তমোগুণ দ্বারে।
সংহরে ব্রহ্মাণ্ডগণ ক্রম-অনুসারে॥
ভাব-প্রকাশিনী শক্তিগণ স্ব-স্বভাবে।
প্রকাশে শান্তাদি-ভাব নিত্যাশ্চর্য্য ভাবে॥
শান্তভাব প্রকাশিনী-শক্তি যিঁহ হয়।
তিঁহ প্রকাশেন শান্ত ভাবাশ্চর্য্যময়॥
দাস্যভাব প্রকাশিনী-শক্তি দাস্যভাবে।
প্রকাশ করেন নিত্য আপন প্রভাবে॥
সখ্যভাব প্রকাশিনী-শক্তি হন যিঁহ।
প্রকাশেন সখ্যভাব নিত্য জানি তিঁহ॥
স্নেহভাব প্রকাশিনী-শক্তি স্নেহভাবে।
প্রকাশ করেন নিত্যালৌকিক-প্রভাবে॥
মধুর চরম ভাব যে শক্তি প্রকাশে।
সেইত চরমাশক্তি কহিনু আভাসে॥
শ্রী-ক্রিয়াশক্তির অংশ ঐছে শক্তিগণ।
কেহ কেহ অন্যমত করেন বর্ণন॥
পিতৃবর্গ-মাতৃবর্গ-গুরুবর্গ আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম ।
শ্রীভগবানের সত্তা যাহাতে বিশ্রাম ॥
সেই শুদ্ধ সত্ত্বাচিন্ত্য শক্ত্যন্যথাভাব ।
ব্যতীরেক দেখা যায় সকল অভাব ॥
নানা শাস্ত্র নানামত সিদ্ধান্ত স্থাপয় ।
সেই সব সিদ্ধান্তের সার এই হয় ॥
অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য কহনে না যায় ।
যার যেই ভাব সেই সেইমত গায় ॥
কৃষ্ণ-স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস ।
প্রাভব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার ।
শৈশব-পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার ॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।
ক্রীড়া করে ছয়রূপে নিজেচ্ছানুসারী ॥
এই ছয়রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ।
অনন্তরূপেতে এক নাহি কিছু ভেদ ॥
শক্তি তারতম্যে বৎস ! প্রভুত্ব প্রাবল্যে ।
প্রাভব-প্রকাশ কহে পণ্ডিত সাকল্যে ॥
বিভুত্ব-প্রাবল্যে হয় বৈভব প্রকাশ ।
আর কিছু কহি শুন করিয়া দির্যাস ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ রূপ হয়েন যাঁহারা ।
প্রাভবের মধ্যে গণ্য জানিহ তাঁহারা ॥

সেই যে প্রাভব হয় দ্বিবিধ প্রকার।
চিরকালাস্থায়ী আর কীর্ত্ত্যল্প বিস্তার ॥
স্বরূপের সহ কিছু ভেদ অবান্তর।
প্রাভব বৈভবে হয় নয়নগোচর ॥
প্রথম প্রাভব হংস-আদি-অবতার।
হংস শব্দে সত্ত্ব-পূর্ণ সার গ্রাহ্যাকার ॥
দ্বিতীয় প্রাভব তাঁর নারায়ণ-ব্যাস।
ঋষভ প্রভৃতি এই করিনু প্রকাশ ॥
নারায়ণ-আদি আর প্রলম্বনাশনে।
বৈভবাবস্থাবতার বলে বুধগণে ॥
লঘু ভাগবতামৃতে করিয়া বিস্তার।
গোসাঞি শ্রীরূপ প্রভু করিলা প্রচার ॥
এবে মুঞি সেই সব কহি স্বল্পাক্ষরে।
যাহা জানে ভক্তগণ না জানে বর্ব্বরে ॥
ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণানুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত-স্বরূপ ॥
স্বয়ংরূপ তদেকাত্ম-রূপাবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্ ॥
স্বয়ংরূপে স্বয়ং পরকাশ এই জানি।
দুই রূপে স্ফূর্ত্তি এই কহিনু বাখানি ॥
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ বৃন্দাবন মাঝে।
গোপবেশ-বেণুকর রূপেতে বিরাজে ॥

রধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
বক্তব্য বিষয় এবে করহ শ্রবণ॥
এক বপু একাকৃতি ভিন্ন যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদ সেই বৈভব প্রকাশে॥
অনন্ত প্রকাশে তাঁর নাহি মূর্ত্তি ভেদ।
আকার বর্ণাস্ত্র ভেদ আখ্যান বিভেদ॥
বৈভব প্রকাশ তাঁর প্রভু বলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান।
অতএব নন্দাত্মজ মুনি করে গান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ দৈবজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা॥ ২৪॥

মুনি-গাথা রহু দূরে স্বয়ং হংসাসন।
নন্দাত্মজ বলি কৃষ্ণে করেন স্তবন॥
যথাদৃষ্ট কৃষ্ণ স্বরূপের প্রজাপতি।
স্তবনী করেন আর করেন প্রণতি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল বেত্র বিষাণবেণু
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ২৫॥

পশুপ শব্দের অর্থ নন্দগোপ হয়।
শ্রীপশুপাঙ্গজ তেঁই কৃষ্ণে ব্রহ্মা কয়॥
যথাদৃষ্ট স্বরূপের "অনতিক্রমার্থ।"
না করিয়া কেহ কেহ করয়ে অন্যার্থ॥
অন্যার্থে "অনবগাহমানোক্তি" স্বামির।
কেমনে থাকিবে স্থির ভাবিয়া অস্থির॥
আত্মজ শব্দের অর্থ পালিত তনয়।
মুখ্যার্থে না হয় এই কহিনু নিশ্চয়॥
"আত্মা বৈজ্জায়তে পুত্রঃ" বেদানুশাসন।
ইহা কি না জানে সেই শ্রীস্বামী চরণ॥
অতএব পক্ষপাত দূরে পরিহরি।
নন্দাত্মজ জান সেই শ্যামবর্ণ হরি॥

বসু-সূত বাসুদেব ক্ষত্রিয় সজ্জায়।
শোভিত হইয়া ক্ষত্র ভাবে আপনায়॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি।
নন্দসুতে পূর্ণরূপে সর্ব্বদা বিবৃতি॥
কৃষ্ণের মাধুরী দেখি বাসুদেব ক্ষোভে।
সে মাধুরী আস্বাদিতে করিলেন লোভে॥
মথুরায় গন্ধর্ব্বের নৃত্য দরশনে।
পুনঃ দ্বারকায় চিত্রপট বিলোকনে॥
সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্ন হয়।
ভাবাবেশাকৃতি ভেদ তদেকাত্ম কয়॥
তদেকাত্মরূপে স্বাংশ বিলাস দ্বিভেদ।
স্বাংশ বিলাশের ভেদ বিবিধ বিভেদ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে।

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্ম রূপকঃ।
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ংপুনঃ॥ ২৬॥

চৈতন্যচরিতে ইহা বুঝিবে বিচারি।
অংশাবতারাদি-কথা এবে পরচারি॥
পুরুষ-মৎস্যাদি যত অংশ-অবতার।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু আদি আর॥
কিশোর বয়স নিত্য নন্দসূত হরি।
শৈশব পৌগণ্ড ধর্ম্ম তাহার ভিতরি॥

ধর্ম্মশব্দে গুণ আর স্বভাব কহয়।
তার অনুসারে নিত্য লীলা আচরয়॥
কৃষ্ণের স্বধাম লীলা চিচ্ছক্তির দ্বারে।
শুদ্ধতত্ত্ব যোগমায়া শক্তি কহে যারে॥
হ্লাদিন্যাদি তিন শক্তি দ্বারে শ্যামরায়।
স্বধাম প্রপঞ্চ লীলা করিয়া জানায়॥
পূর্ব্বে ইহা কহিয়াছি তুয়া সন্নিধানে।
পাইবে তাহাতে তুমি শক্তির সন্ধানে॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
অনন্তাংশোদ্ভব সেই ধাম সব হয়।
এই হেতু সেই সবে মহৎপদ কয়॥
নন্দ-যশোদাদি সহ কৃষ্ণ-বলরাম।
সেই সব ধামে নিত্য করেন বিশ্রাম॥
এই হেতু গোকুলাদি ধাম সমুদায়।
মহচ্ছব্দ বাচ্য এই কহিনু তোমায়॥
সহস্র পল্লবান্বিত কমল আকার।
শ্রীগোকুলধাম রম্য কহিলাম সার॥
তথাকার ভূমি সব চিন্তামণিময়।
জ্যোতির্ব্রহ্ম সমাচ্ছন্ন জ্ঞানগম্য নয়॥
প্রেমীভক্ত প্রেমচক্ষে দেখে সেই ধাম।
শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলা যথা অবিরাম॥

গোপলীলা যেই সেই নরলীলা হয়।
বেদাতীত লীলা সেই কহিনু নিশ্চয়॥
প্রেমানন্দ-রসে কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
স্বশক্তি সহিত ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
মহৎপদ গোকুলাখ্য পদ্ম কর্ণিকার।
শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর শাস্ত্রেতে প্রচার।

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবং। ২৭॥

এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগত কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তাঁর বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
ব্রহ্মাণ্ডগণের নিত্য-পুরুষ আশ্রয়।
সে-সবার একমাত্র কৃষ্ণ-মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
শ্রীগুরুপ্রসাদে সর্ব্বশক্তিমান-তত্ত্ব।
যাহা আমি পাঞাছিনু সহিত মহত্ত্ব॥
তার মধ্যে যাহা কিছু হইল স্মরণ।
তাহাই তোমার কাছে করিনু কীর্ত্তন॥
সম্বন্ধ তত্ত্বেতে সর্ব্বশক্তিমান-তত্ত্ব।
তৃতীয় মূলেতে কৈনু সহিত মহত্ত্ব॥
সর্ব্বরস-রত্নাকর শ্রীনন্দ-নন্দন।
চতুর্থ মূলেতে তাহা করহ শ্রবণ॥
শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি, করিয়া স্মরণ।
তৃতীয় মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ-বিপিন দাস।
অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে সম্বন্ধতত্ত্বে শক্তিমত্তত্ত্ব নিরূপণং নাম তৃতীয় মূলং॥ ৩॥

চতুর্থ মূলং।

নত্বা সর্ব্বরসাব্ধিঞ্চ রসিক-প্রবরং হরিং।
সর্ব্বরসনির্ধেস্তত্ত্বং বক্ষ্যামি সৎ প্রমাণতঃ॥ ১ ॥
বল্লবীকুলেশং শুচিরসাবেশং।
শ্রীযশোদাবালং ভজ শ্রীগোপালং॥ ধ্রুঃ॥

জয় শ্রীপ্রাণবল্লভ শ্রীবংশী-জীবন।
জয় বলরাম-কৃষ্ণ শ্রীরাম-রঞ্জন॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দরাম।
জয় পিতৃদেব প্রভু-দীননাথ নাম॥—
জয় পিতামহ প্রভু-প্রেম লালাখ্যান।
জয় জ্যেষ্ঠতাত প্রভু-বনমালী নাম॥
জয় শ্রীকাঙ্গালী, কৃষ্ণ, জ্যেষ্ঠতাত-সুত।
জয় কৃষ্ণ ভক্তরাজ বিপ্রভক্ত-যূথ॥
চতুর্থ মূলের তত্ত্ব শুন অতঃপর।
যাহাতে জানিবে কৃষ্ণ-রসরত্নাকর॥
অখিল রসের নিধি কিশোর শ্রীহরি।
বামাঙ্গে শোভিতা যাঁর কিশোরী সুন্দরী॥

তথাহি শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ।
অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিত শ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥ ২ ॥

নিত্য দাস্য-সখ্য আর বাৎসল্য-মধুরে।
কিশোর-কিশোরী সাধ্য নন্দ-ব্রজপুরে॥
মধুর রসের নাম জানিহ শৃঙ্গার।
আনন্দ স্বরূপ মাত্র পরিণাম যার॥
পূর্ণানন্দ রসরূপ স্বরূপ যাঁহার।
তিঁহ কৃষ্ণাখিলানন্দ রস-পারাবার॥
আনন্দ-রসের হয় স্বরূপ চিন্ময়।
আনন্দ চিন্ময় কৃষ্ণ তেঁই ব্রহ্মা কয়॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভি র্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩॥

নিশ্চয় আনন্দ রস-স্বরূপ শ্রীহরি।
"রসো বৈ সে"ত্যাদি বাক্য বেদে দৃষ্টি করি
রসশব্দে শান্ত-আদি দ্বাদশ প্রকার।
"বৈ" শব্দে নিশ্চয়েত্যাদি কহিলাম সার॥
"স" শব্দেতে পূর্ণানন্দ পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ।
যদ্রূপ মাধুর্য্য-পানে নাগরী সতৃষ্ণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং।

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ৪ ॥

গোপ্যর্থে প্রকৃতি হয় জনার্থে তদংশ।
সকলের পতি কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥
কার্য্য-কারণের ঈশ সান্দ্রানন্দময়।
ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন শ্রীনন্দ-তনয় ॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয়ে।

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্ব সমূহকঃ।
অনয়োরাশ্রয়োর্ব্ব্যাপ্তাকারণত্বেন চেশ্বরঃ ॥
সান্দ্রানন্দং পরংজ্যোতির্ব্বল্লভেন চ কথ্যতে ॥
অথবা গোপীপ্রকৃতিং জনস্তত্রাংশমণ্ডলং।
অনয়োর্ব্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামীকৃষ্ণাখ্যঈশ্বরঃ।
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে ॥
অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥

বহু বহু জন্মসিদ্ধ বল্লবী সবার।
ভাব প্রাপ্ত পতি কৃষ্ণ-শ্রীনন্দ-কুমার ॥
সিদ্ধার্থে জানিয়ে ভাব মহানন্দময়।
যে ভাবে আশ্রিত কৃষ্ণ গোপীকার হয় ॥
এই হেতু শুকদেব কহে পরীক্ষিতে।
"গোপ্যস্তপঃ কিমচর"-নারিনু বুঝিতে ॥
গোপীগণ কিবা তপ করিলাচরণ।
বুঝিতে নারিনু তাহা পাণ্ডব-নন্দন ॥

এ সব বিচার এবে নাহি প্রয়োজন।
পরে বিস্তারিয়া কব থাকিলে জীবন॥
এবে মূল কথা কহি করহ শ্রবণ।
যে কথা শ্রবণে হয় কৃষ্ণা-কৃষ্ট মন॥
পূর্ণানন্দ রস মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়।
ভাগবতে এই কথা শুকদেব কয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুত চেতসস্তং
তৎ প্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দ মূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং
হৃষ্যত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিং॥ ৬॥

এই শ্লোকে অরিন্দম সম্বোধন যাহা।
চরমার্থ কহি তার শুন এবে তাহা॥
অরিন্দম অর্থ হয় মন্মথ-মথন।
ব্যতীরেক সদানন্দ রস বিঘটন॥
সর্ব্বানন্দময় যাঁর তাঁর কামাধীন।
স্বভাব যে বর্ণে সেই অতি অর্ব্বাচীন॥
"সর্ব্বানন্দ ময়ং বিভুঃ" শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে।
সকলি আনন্দ তাঁর কহিনু তোমারে॥
আনন্দ ব্রহ্মের রূপ এইত কারণ।
শ্রুতি-স্মৃতিগণ দম্ভে করেন কীর্ত্তন॥

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" শ্রুতিবাক্য যেই।
তাহার মুখ্যার্থ বৎস ! কহিলাম এই ॥
মায়াবাদীগণ এর গৌণার্থ করিয়া।
অপরাধী হঞা মরে সংসারে ঘুরিয়া ॥
নিত্য সুখবোধ তনু শ্রীকৃষ্ণের হয়।
নিশ্চয় করিয়া ইহা সুরজ্যেষ্ঠ কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখং।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়া ত উদ্যদপি যৎসদিবাবভাতি ॥ ৭ ॥

আনন্দ রসের নাম হয়ত শৃঙ্গার।
সেহেতু শৃঙ্গার-মূর্ত্তি শ্রীনন্দ-কুমার ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেনজনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৮ ॥

সর্ব্বকার্য্যক্ষম যাঁর সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ।
সচ্ছৃঙ্গারানন্দমূর্ত্তি শ্যামল বরণ ॥
সেই ত গোবিন্দে আমি ভজি সর্ব্বক্ষণ।
যিনি সকলের আদি পুরুষ-রতন ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তি।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রগণে স্ফূর্ত্তি ॥
আনন্দ শৃঙ্গার রস তৎস্বরূপ কৃষ্ণ।
এ অর্থ না জানি যত শিশ্নসেবি ধৃষ্ট ॥
অসদর্থ করি করে শিশ্নোদর পুষ্টি।
কাল পরে করিবেন তাহাদের তুষ্টি ॥
শৃঙ্গার শব্দের অর্থ মৈথুন ব্যাপার।
কেবল নাহিক হয় কহিলাম সার ॥
প্রকৃতি আনন্দাধার সেই ত কারণে।
মৈথুন কহেন বেদ প্রকৃতি সঙ্গমে ॥
প্রকৃতির সহ সদাবচ্ছিন্নভাবেতে।
কৃষ্ণের সঙ্গম ইহা বুঝহ মনেতে ॥
সেই প্রকৃতির হয় আখ্যান রাধিকা।
মহানন্দস্বরূপিণী সবার অধিকা ॥
মহানন্দময় রূপ পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণ।
স্মরগর্ব্ব-দর্পহারী স্মরধর্ম্মাস্পৃষ্ট ॥
দুই মহানন্দে ব্রজে নিত্য যে সঙ্গম।
সেই ত শৃঙ্গারানন্দ রূপ সর্ব্বোত্তম ॥

সঙ্গম-শব্দের অর্থ হয় ত মিলন।
অন্যার্থ রসিক রসে করেন দর্শন॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই অভেদ চিন্তনে।
শৃঙ্গার-আনন্দ রস হয় আস্বাদনে॥
তত্ত্ব না জানিয়া মূর্খ ভ্রষ্টাচারিগণ।
কুব্যাখ্যা করিয়া করে নরক দর্শন॥
প্রকৃতি আধার আর পুরুষ আধেয়।
উভয় সঙ্গমানন্দ নিত্যাপরিমেয়॥
সুরত ব্যাপারে যদি কহ ত শৃঙ্গার।
তার সমাধান তবে শুন পুনর্ব্বার॥
অত্যন্তানুরক্ত হয় সুরত লক্ষণ।
প্রেমের চরমাবস্থা রূপে নিরূপণ॥
প্রেমের চরমাবস্থা পুরুষ-প্রকৃতি।
একাত্মা সতত কভু না হয় বিকৃতি॥
রত্যাদি ক্রীড়ার লাগি স্ত্রী-পুরুষ যেই।
সংযোগের স্পৃহা করে শৃঙ্গারাখ্যা সেই।

তথাহি শ্রীভরতেনোক্তং।

পুংসঃ স্ত্রিয়াংস্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগংপ্রতি যা স্পৃহা।
স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণং॥ ১০।

যদি কহ এই কথা তার সমাধান।
শাস্ত্রমতে কহি বৎস! কর অবধান॥

অনুরাগা-সক্তি-ক্রীড়া-সন্তোষ-রমণ।
রতি-শব্দে এই অর্থ করে বুধগণ॥
সর্ব্বাত্মায় সর্ব্বকালে যে করে রমণ।
সেই আত্মারাম কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
আত্মা-শব্দে স্বয়ং সেই রাধাকৃষ্ণ হয়।
রাম-শব্দে উভয়ের একাত্মতা কয়॥
যদি কহ সম্ভোগেরে কহি যে শৃঙ্গার।
তবে করি শুন এবে তাহার বিচার॥
দর্শন-স্পর্শন আদি দ্বারে সর্ব্বক্ষণ।
স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর করে নিষেবন॥
অনুরক্ত পরস্পর যথা অবিরত।
সেই ত সম্ভোগ হয় পণ্ডিত সম্মত॥

তথাহি সাহিত্যদর্পণে।

দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোহন্যং সম্ভোগঃ সমুদাহৃতঃ॥ ১১॥

আনন্দ-বিলাসী রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবনে।
পরস্পর সেবি করে আনন্দাস্বাদনে॥
সেই দ্বারে সিদ্ধ ভক্তে সদানন্দ সুখ।
আস্বাদন করায়েন হঞা কৃপোন্মুখ॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
শৃঙ্গারের ভেদ কহি করহ শ্রবণ॥

দ্বিবিধ প্রকার হয় শৃঙ্গারের ভেদ।
বিধিপ্রাপ্ত এক আর প্রাপ্ত প্রতিষেধ॥
বিধিপ্রাপ্ত যেই সেই স্বকীয়া-শৃঙ্গার।
প্রজোৎপত্তি-হেতু-রূপে শাস্ত্রেতে প্রচার॥
প্রতিষেধরূপপ্রাপ্ত শৃঙ্গার যে হয়।
সেই পরকীয়োত্তম শৃঙ্গার নিশ্চয়॥
সকল রসের সার হয় ত শৃঙ্গার।
অন্য সব রস আছে অন্তর্ভূত যার॥
পরকীয়োত্তমানন্দ স্বরূপ শৃঙ্গার।
অপ্রাকৃত-রূপে নিত্য ব্রজেতে প্রচার॥
পরকীয়োত্তম ভাব বিনা কদাচন।
শৃঙ্গার না হয় পুষ্ট কহে কবিগণ॥
পরকীয়া ব্যতিরেক ধর্ম্মাদির ভয়।
হৃদয় হইতে কভু দূর নাহি হয়॥
শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বিঘ্ন ধর্ম্মাদিক যত।
বিচারি করিলা রূপ শাস্ত্রেতে বেকত॥
স্বকীয়া ভাবেতে কভু গোপবেশ-হরি।
বশীভূত নাহি হয় কহিনু বিবরি॥
স্বকীয়া ভাবেতে আছে ধর্ম্মাদি স্বীকার।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিঘ্ন মধ্যে যে কথা প্রচার॥
লজ্জা-ধর্ম্ম অহমাদি ভাব সর্ব্বথায়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিঘ্নকারী কহিনু তোমায়॥

এই তত্ত্ব শিক্ষা লাগি শ্রীনন্দ-নন্দন।
কুমারীগণের করে বসন-হরণ॥
বস্ত্রাপহরণ-লীলা অতি গূঢ় হয়।
তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের বেদ্য আর কার নয়॥
কৃষ্ণাত্মা হৃদয় আর আমিত্বাদি হীন।
বস্ত্রাপহরণ তার প্রমাণ প্রবীন॥
কাম নাশ, প্রেমোদয় পরীক্ষার স্থল।
বস্ত্রাপহরণলীলা জানিহ কেবল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কথিতাধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ ১২॥

পরকীয়া শুদ্ধভাব প্রাপ্তির প্রমুখে।
লজ্জা আদি হরে কৃষ্ণ হইয়া উন্মুখে॥
বস্ত্রহরণের এই গুহ্য অর্থ হয়।
ইহা নাহি জানি মূর্খ অন্যার্থ করয়॥
রসজ্ঞ একান্ত-ভক্ত বিনা অন্যজনে।
বস্ত্রহরণের তত্ত্ব না পায় দর্শনে॥
মধ্যে মধ্যে কলি-দূত ভাক্ত ভক্তগণ।
অবলা লক্ষিয়া করে বস্ত্রাপহরণ॥
তাহাদের মুখ নাহি করিবে দর্শন।
দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত শ্রীহরি-স্মরণ॥

পরকীয়া ভাবাপ্তির প্রথম লক্ষণে।
বসন হরিয়া হরি দেখায়েন জনে।
প্রতিষেধ প্রাপ্তোজ্জ্বল রসের মহত্ব।
ব্রজকুমারিকা দ্বারে প্রথম বেকত॥
কি আশ্চর্য্য পরকীয়া ভাব সর্ব্বোত্তম।
কুমারিকাগণ হৃদে হইল উদগম॥
ইথে জানি পরকীয়া ভাব শুদ্ধ হয়।
তাহা বিচারিয়া শুক পরীক্ষিতে কয়॥
ব্রজে পরকীয়া ভাব স্বকীয়া পুরীতে।
মথুরায় সাধারণী কহিনু নিশ্চিতে॥
ভাব-ভেদে এক কৃষ্ণ যৈছে ধামত্রয়ে।
তৈছে ভাবত্রয় নিত্য ত্রিধামে শোভয়ে॥
এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
পূর্ণতর মথুরায় ক্ষত্রিয়-সন্তান॥
পূর্ণ দ্বারকায় আর পরব্যোমধামে।
এক কৃষ্ণে ভাবত্রয় বুঝহ সন্ধানে॥
সর্ব্বগুণ পূর্ণরূপে প্রকাশেন যিনি।
বৃন্দাবনে পূর্ণতম ভগবান্ তিনি॥
সর্ব্বগুণ অল্প অল্প ব্যক্ত করে যেই।
পূর্ণতর ভগবান্ মথুরায় সেই॥
অল্পগুণ প্রকাশক যেই ভগবান্।
ইঁহ পূর্ণ দ্বারকায় শ্রীরূপ প্রমাণ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠ মধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রকাশিতাখিলাগুণঃস্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ।
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥ ১৩॥

যৈছে এক ভগবান ধরি ভাবত্রয়।
বৃন্দাবন আদি ধামে নিত্য বিরাজয়॥
তৈছে পরকীয়া আদি ভাব তিন যেই।
ব্রজাদি ধামেতে নিত্য শোভে জানি এই॥
পূর্ণতমপরকীয়া ভাব সর্ব্বোপরি।
যে ভাবে ভাবিত নিত্য পূর্ণতম হরি॥
পূর্ণতর ভাব সাধারণী নিত্য হয়।
যে ভাবে ভাবিত পূর্ণতর হরি কয়॥
পূর্ণভাব নিত্য হয় স্বকীয়া প্রমাণ।
যে ভাবে ভাবিত নিত্য পূর্ণ ভগবান্॥
নিত্যসিদ্ধ-পরকীয়া ভাব এই জানি।
প্রাক্তন-সাধন সিদ্ধা সাধারণী মানি॥
ভবন-সাধন সিদ্ধা স্বকীয়া প্রমাণ।
ভাগবতে নিদর্শন করহ সন্ধান॥
গোকুলে সাধন সিদ্ধা গোপী যূথ যেই।
দণ্ডক অরণ্যবাসি মুনিবৃন্দ সেই॥

প্রাক্তন, ভবন দুই সাধনে তাঁহারা।
সিদ্ধ হঞা ভজে কৃষ্ণ হঞা ধর্ম্মহারা॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বারামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তাভবার্ণবাৎ॥ ১৪॥

প্রাক্তনাদি সাধনেতে ব্রজে সিদ্ধা যাঁরা।
পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণ ভজিলেন তাঁরা॥
কাত্যায়নী-ব্রতপরা সেই গোপীগণ।
কুমারী বলিয়া খ্যাতা জানে সর্ব্বজন॥
না জানিয়া কেহ কেহ কুমারী সবার।
কৃষ্ণেতে স্বকীয়া ভাব করয়ে প্রচার॥
"পতিং মে কুরুতে নমঃ" এই বাক্য-দ্বারে।
কৃষ্ণেতে স্বকীয়া-ভাব সতত প্রচারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ ১৫॥

পতি শব্দোপচারিক জানিবে এথায়।
নতুবা উত্তর বাক্য ব্যর্থ হঞা যায়॥
লক্ষণার দ্বারে হয় অর্থ বোধ যার।
শব্দোপচারিক সেই শাস্ত্রেতে প্রচার॥

কাত্যায়নী পাদপদ্ম করিয়া অর্চ্চন।
কৃষ্ণে পতি চাহিলেন কুমারিকাগণ॥
পতি-শব্দে রাগপ্রাপ্ত পতি এথা হয়।
রাগপ্রাপ্ত "পতি" যেই তারে "জার" কয়॥
বিধিপ্রাপ্ত "পতি" এথা করিলে স্বীকার।
ব্রজভাবান্যথা হয় কহি বার-বার॥
ব্রজকান্তা সবাকার পরকীয়া বিনা।
অন্যভাব নহে কৃষ্ণে কহিলাম সীমা॥
সেই হেতু কুমারিকাগণ বৃন্দাবনে।
সঙ্কল্প মাত্রেতে লভি শ্রীনন্দ-নন্দনে॥
সর্ব্বদা সংযোগপ্রাপ্ত কৃষ্ণ সহ পায়।
ইথে "রাগ পতি" বিনা কিবা কহা যায়॥
শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ যে হয়।
পতি-পত্নী ভাব সেই স্বকীয়া নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের সহিত নিত্য কুমারী সবার।
রাগপ্রাপ্ত পতি ভাব কহিলাম সার॥
কুমারিকাবস্থা দৃষ্টে কুমারিকাগণে।
কহেন গোবিন্দ কৃপা করিয়া যতনে॥
আগামিনী এই রাত্রে আমার আশ্লেষ।
নিশ্চয় পাইবে সবে কহিনু বিশেষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ ১৩॥

এই সব বাক্যে জানি কুমারী সবার।
কৃষ্ণে পরকীয়া ভাব বিনা নহে আর॥
ব্রজ-লক্ষ্মীগণ হয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ।
পরকীয়া ভাবোত্তম হয় সুশোভন॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে পর-ধর্ম্মাশ্রয়।
সেই পরকীয়া ভাব উত্তম নিশ্চয়॥
হেন পরকীয়া ভাব বিনা গোপীগণে।
অন্যত্র অন্যাতে কভু না হয় দর্শনে॥
পরকীয়া ভাব হয় দ্বিবিধ প্রকার।
কন্যকা-পরোঢ়া এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
কন্যকা জানিহ সেই নহে বিবাহিতা।
লজ্জাবতী পিতৃ-মাতৃ-পালিতা কথিতা॥
গোপ-বিবাহিত যেই পরোঢ়া সে হয়।
গোবিন্দসঙ্গম সদা লালসা করয়॥
প্রসূতিকা নহে সেই শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা।
ব্রজনারীগণ হয় ইহাতে সম্ভবা॥

তথাহি সংস্কৃত ভাবসংগ্রহে।

হরেনিত্য বিলাসার্থং যোগমায়েচ্ছয়া চিরং।
পুংসাবত্যো ন তে গোপ্যো বিশ্বমায়েন ভাষিতং॥ ১৭॥

ব্রজনারীগণ অর্থে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ।
স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি ইহা করিলা বর্ণন॥

যদি কহ পরকীয়া নিষেধ-শৃঙ্গারে।
কৃষ্ণ বশ হয়, এই করিলা বিচারে॥
এ বাক্যের সমাধান করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন॥
কৃষ্ণানুরাগেতে সব করিয়া বর্দ্ধন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে করে কৃষ্ণানুশীলন॥
ইহলোক পরলোক নহে অপেক্ষিত।
এ হেন রাগেতে আত্মা যাহার অর্পিত॥
স্বীকৃত না হয় যার বিবাহাদি কর্ম্ম।
সেইত জানিহ হয় পরকীয়া ধর্ম্ম॥

তথাহি রসবিলাসবল্ল্যাং।

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতাযাস্ত পরকীয়া ভবন্তি তা॥ ১৮॥

হ্লাদিনী-শক্তির আর তদংশা সবার।
পরকীয়া নিত্য ভাব করহ বিচার॥
হ্লাদিনী-শক্তির ধর্ম্ম সর্ব্বদা উল্লাস।
তদংশা-শক্তির ধর্ম্ম তদ্রূপ নির্যাস॥
এ হেতু অনাদি সিদ্ধ পরকীয়া ধর্ম্ম।
স্বাংশা সহ হ্লাদিনীর কহিলাম মর্ম্ম॥
যদ্রূপ আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাব।
সর্ব্বদা আনন্দ কভু না হয় অভাব॥

তদ্রূপ তদংশভূতা হ্লাদিনী-শক্তির।
স্বাংশাসহ সদানন্দ বুঝহ সুধীর॥
তত্ত্বজ্ঞ-রসিক ভক্তে বুঝে এই কথা।
অতত্ত্বজ্ঞ অরসিকে করয়ে অন্যথা॥
অরসিক ভক্ত ভয়ে শ্রীজীব-চরণ।
প্রকাশিয়া এই তত্ত্ব দিলা আবরণ॥
"ধর্ম্মপতি" অস্বীকার করে রাগে যাঁরা।
শ্রীকৃষ্ণ সুখদা পরকীয়া রমা তাঁরা॥
ধর্ম্মপতি রতি-মতি করিয়া বর্জ্জন।
রাগেতে গোবিন্দ-পদ করেন সেবন॥
পরকীয়া কহি সেই সব রমাগণে।
এই দুই পরকীয়া লক্ষ্মী বৃন্দাবনে॥
আর এক পরকীয়া হয় সাধারণী।
তাহার কারণ কহি শুন গুণমণি॥
শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ছাড়ি পথিক সেবন।
স্বদৈন্য রাগেতে করে কৃষ্ণের ভজন॥
এই পরকীয়া নারী মথুরা নগরে।
স্বভাব ছাড়িয়া কৃষ্ণে সেবে নিরন্তরে॥
স্বভাব ছাড়িয়া যেই করে হরি-সেবা।
তাহারে সংসারে বল দোষ দেয় কেবা॥
সর্ব্বরসবারিধিত্ব দেখাইতে হরি।
সাধারণী রতি রত হন কৃপা করি॥

ইহা নাহি জানি কোন কোন অজ্ঞ জনে।
নিন্দয়ে কৃষ্ণের সাধারণীর সঙ্গমে ॥
সর্ব্বরসবারিধির অনোপেক্ষ-ধর্ম্ম।
তোমার নিকটে এই কহিলাম মর্ম্ম ॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥
পরকীয়াশ্চর্য্য ভাব সর্ব্বোত্তমোত্তম।
ব্রজ বিনা অন্যস্থানে না হয় দর্শন ॥
পরকীয়াশ্চর্য্যভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে।
কৃষ্ণানুশীলন করে লোক ব্যবহারে ॥
অলোকসামান্য শুদ্ধা রতি সেই হয়।
বেদ বিধি পার ব্রজগোপীরা জানয় ॥
রাগাত্মিকা ধর্ম্ম সেই বিধি-হীন হয়।
তাৎপর্য্য না জানি মূর্খ অন্যার্থ করয় ॥
রাগাত্মিকা ধর্ম্মে ধর্ম্মী গোকুল-নায়িকা।
অত্যাশ্চর্য্য হয় যা সবার আখ্যায়িকা ॥
রাগাত্মিকা ভাবে কৃষ্ণ ভাবুক হইয়া।
সদানন্দ রসাস্বাদে গোপীকা লইয়া ॥
শৃঙ্গার-রসের নাম আনন্দ যে হয়।
পূর্ব্বে ইহা কহিয়াছি করিয়া নিশ্চয় ॥
বিধিহীন হয় যদি প্রাকৃত শৃঙ্গার।
সেইত নাশের হেতু শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

প্রাকৃত শৃঙ্গার সম পূর্ণকাম হরি।
না করে শৃঙ্গার কভু কহি তা বিবরি॥
আপ্তকাম যদুপতি শুকের বর্ণন।
রাসেতে আছয়ে ইহা করহ দর্শন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ১৯॥

আপ্তকাম অর্থে জানি প্রাপ্ত পূর্ণকাম।
প্রাপ্ত পূর্ণকাম যেই সেইত অকাম॥
অকাম পুরুষে কভু প্রাকৃত শৃঙ্গার।
সংযোগ নাহিক হয় কহি বার বার॥
অকাম পুরুষ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কেমনে হইবে তাঁর প্রাকৃত রমণ॥
মনের বিষয়ান্তর গতি দূরকারী।
যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি বিস্তারি॥
আত্মারাম ভাব নিজ করিতে প্রচার।
রমণ করেন সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গোপীকার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥ ২০॥

ব্রহ্ম, রুদ্র আদীশ্বরে স্ব-শক্তি প্রভাবে।
সর্ব্বদা বশেতে রাখে আপন স্বভাবে

প্রকৃতি সবার যেই স্বেচ্ছায় চালক।
নিস্পৃহ বাসনাতীত সর্ব্ব-নিয়ামক॥
যাহার আনন্দ রূপ পাইয়া প্রকৃতি।
আনন্দানুভব করে শাস্ত্রেতে বিবৃতি॥
সেই পরানন্দ রূপ শ্রীনন্দ-নন্দন।
কি লাগি করিবে পরদারানুসরণ॥
আপ্তকাম আত্মারাম পরানন্দ যেই।
প্রাকৃত শৃঙ্গার কভু নাহি করে সেই॥
অকামাত্মা-রামকৃষ্ণ মন্মথ-মথনে।
প্রাকৃত শৃঙ্গার নাহি হয় দরশনে॥
জগবিমোহনকারী কামের হৃদয়ে।
অত্যদ্ভুত কাম যাহা বিরাজ করয়ে॥
তাহার মোহক হঞা গোপীগণ সঙ্গে।
রাসক্রীড়া করিলেন কালোচিত রঙ্গে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ॥ ২০॥

কামের মনেতে যেই কাম বিরাজয়।
সে কাম বিমুগ্ধ যার দরশনে হয়॥
সেই কৃষ্ণে আর তাঁর অনুগত জনে।
কামময় কার্য্য কভু না হয় দর্শনে॥

কামগন্ধ-হীন কৃষ্ণ আর গোপীগণ।
না জানিয়া এই তত্ত্ব যত মূঢ়জন॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ প্রিয়াগণে কামাধীন কয়।
এ লাগি তাদের মুখ বিজ্ঞে না হেরয়॥
আত্ম-ক্রীড় ভগবান ব্রজলক্ষ্মীগণে।
নরবদ্‌ভ্রমেণ ইহা না ভাবিহ মনে॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

এবং সৌরত সংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥ ২২॥

"ব্যভিচার দুষ্টাঃ" "জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।"
এ দুই বাক্যের ভাব না জানি সর্ব্বথা॥
কেহ কেহ গোপীগণে ব্যভিচারী কয়।
এ কথা শ্রবণে দুঃখে বিদরে হৃদয়॥
আত্ত পরকীয়া রস পুষ্টির কারণ।
ঐছে বাক্য ভাগবতে করিলা বর্ণন॥
"ব্যভিচার" দুষ্টা "জারপত্তি" দুই শ্লোকে।
পরকীয়া ভাব সিদ্ধ করে মহল্লোকে॥
"কামাদ্দোপ্যঃ" এই বাক্যে কোন কোনজন।
গোপী প্রতি কাম দোষ করে আরোপণ॥
শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ তারা কিছু না জানয়।
শুক পাখী সম শাস্ত্র কেবল পড়য়॥

গোপীকার কাম যেই তারে প্রেম কয়।
এ লাগি উদ্ধব আদি গোপীদেহ চায় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥

আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত-রমণ!
বর্ণন করয়ে যত উলূকের গণ ॥
"সৌরতাবরুদ্ধ্য" এই শুকের বচনে।
প্রাকৃত-শৃঙ্গার কৃষ্ণে না হয় দর্শনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণাঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথা রসাশ্রয়াঃ ॥ ২৪ ॥

"সৌরতাবরুদ্ধ" আত্মারামের লক্ষণ।
প্রাকৃত শৃঙ্গার তাহে না হয় ঘটন ॥
আত্মাতে চরম ধাতু নিত্যরুদ্ধ যাঁর।
প্রাকৃত শৃঙ্গার কভু নাহি ঘটে তাঁর ॥
এই অর্থ আর গূঢ় অর্থ এই হয়।
অম্লরস পরিণাম ধাতু যারে কয় ॥
সেইত প্রাকৃত ধাতু কৃষ্ণে অসম্ভব।
চরম-ধাত্বর্থ এই কবি-মুখোদ্ভব ॥

ঔষধী বা যোগ দ্বারে ধাতু রোধে যেই।
আত্মারাম বলি খ্যাত নাহি হয় সেই॥
কোন প্রক্রিয়াতে ধাতু অবরুদ্ধ করি।
যে রমে রমণী সেই বঞ্চিত শ্রীহরি॥
ভৌতিক দেহের হেতু যেই ধাতু হয়।
সেই ত প্রাকৃত ধাতু শাস্ত্রেতে কহয়॥
সে ধাতু বিহীন কৃষ্ণ নন্দের-নন্দন।
এ লাগি নাহিক তাঁর প্রাকৃত-রমণ॥
অন্তিম-পরমেশ্বর আপন স্বভাব।
বিলাস-চেষ্টাদি-ক্রীয়া-বিভূতি-প্রভাব॥
অস্খলিত রূপ রাখি করিলেন রাস।
চরম-ধাত্বর্থ মুখ্য করিনু প্রকাশ॥
চরম-ধাতুর এই মুখ্যার্থ শ্রীধর।
নাহি প্রকাশিলা জানি তত্বজ্ঞ গোচর॥
রাসক্রীড়া শুদ্ধ কাম জয় ক্রীড়া হয়।
কামাভাব হেতু কভু নিন্দনীয় নয়॥
নিন্দনীয় দূরে রহু শ্রীরাস বিহার।
রসিক ভক্তের হয় ভজনের সার॥
প্রিয়াঙ্গ স্পর্শন আদি যাহা শুনি রাসে।
কাব্যরস ক্রীড়া সেই শাস্ত্রেতে প্রকাশে॥
অখিল রসের নিধি দেখাইতে জনে।
কাব্যরস ক্রীড়া হরি করে বৃন্দাবনে॥

কিংবা স্ব-কৈশোর ভাব সাফল্য কারণ ॥
করিলেন রাস-ক্রীড়া সর্ব্ববিমোহন ॥
বহুকান্তা সহ নৃত্য-গীত-পরিহাস।
করাদি স্পর্শন চতুঃষষ্টি রসোল্লাস ॥
রাসের লক্ষণ এই রসিকে কহয়।
শ্রীভরত মুনি ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীভরতেনোক্তং।

অনেক নর্ত্তকীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতং।
আচতুঃষষ্টি যুগ্মস্তাদ্রাসকং মসৃণোদ্ধতং ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বরস-নিধি কৃষ্ণ বিনা এই রাস ॥
অন্যেতে সম্ভব নয় জানিহ নির্যাস ॥
দেহ-আদি পরতন্ত্র অনীশ্বর গণে।
রাসক্রীড়া করণেচ্ছা যদি করে মনে ॥
তখনি তাদের নাশ হইবে নিশ্চয়।
রুদ্র বিনা বিষপানে কেবা না মরয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষং। ২৬

মনুষ্য-আদির কথা রহুক দূরেতে।
ব্রহ্মাদি ঈশ্বরে যদি রাসেচ্ছে মনেতে ॥
তাহে তাঁসবার হবে অশুভ নিশ্চয়।
শ্রীশুকের বাক্য ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ২৭॥

এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণ অদর্শনে আর কৃষ্ণ অসেবনে।
যে পীড়া জারিতে ছিল ব্রজলক্ষ্মীগণে॥
সেই পীড়া গোবিন্দের দর্শন আহ্লাদে।
বিনাশ হইয়া গেল আপন বিষাদে॥
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিতে গোপিনী সবার।
মনোরথ পূর্ণ হৈল কহি বার-বার॥
মনোরথ পূর্ণ যত্র তত্র কামোদয়।
কদাপি নাহিক হয় বিজ্ঞেতে কহয়॥
অতএব রাসক্রীড়া কামময় নহে।
শুদ্ধ-প্রেমময় ক্রীড়া ভাগবতে কহে॥
কাম-প্রেম দোঁহাকার পার্থক্য বিস্তর।
লোহ আর হেম যৈছে জানি গুণাকর॥
কর্ম্মকাণ্ডী শ্রুতিগণ ঈশ্বরাদর্শনে।
স্ব-কামাবস্থায় থাকে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
ভক্তিজ্ঞান লভে যবে তবে কৃষ্ণেক্ষণ।
পাএল পূর্ণ-মনোরথ হয় শ্রুতিগণ॥
তৈছে গোপীগণ কৃষ্ণে করিয়া ঈক্ষণ।
কাম ত্যজি প্রেমে ভজে কৃষ্ণের চরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তদ্দর্শনাহ্লাদ বিধুত হৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ
রচীক৯পন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ২৮ ॥

পূর্ণতম প্রেমময় শ্রীনন্দ-কুমার।
গোপীগণ হয় তাঁর প্রেমের বিকার ॥
হেন প্রেমময়ী ব্রজ-গোপীগণ সঙ্গে।
প্রেমময় রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ রঙ্গে ॥
স্বীয়-যোগমায়া শক্তি দেখাইতে হরি।
রাসলীলা করে, লঞা গোকুল সুন্দরী ॥
যোগমায়া-প্রভাবেতে জানে গোপীগণ।
কৃষ্ণ কৈলা আমাদের কররাদ্যালম্ভন ॥
নিত্যাচিন্ত্যানন্তশক্তি সম্পূর্ণ যাঁহার।
কোন কার্য্য অসম্ভব কহিব তাঁহার ॥
প্রতিশ্রুতা রাত্রিগণ দেখি ভগবান্।
রমণেচ্ছা করি বংশী করেন সন্ধান ॥
নিজ যোগমায়াশক্তি তবে বিস্তারিলা।
লোকে দেখাইতে অপ্রাকৃত-রাসলীলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥

যাহা নাহি ঘটে তাহা ঘটাইতে যেই।
অত্যন্ত-নিপুণা যোগমায়াশক্তি সেই॥
যোগমায়া-প্রভাবেতে রাত্রে গোপগণ।
বনগতা-পত্নী পার্শ্বে করেন দর্শন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩০

হেন যোগমায়া শক্তি আছয়ে যাঁহার।
কেমনে প্রাকৃতক্রীড়া হইবে তাঁহার॥
প্রেমময় ক্রীড়া এই নহে কাম-ময়।
না বুঝিয়া কামীজনে কাম-ময় কয়॥
প্রথম কারণ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।"
"দ্বিতীয়াত্মারামোপ্যরীরমদ্বিনিশ্চিত॥"
তৃতীয় কারণ "সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ।"
চতুর্থ কারণা-"অন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ॥"
ইত্যাদি কারণে তাঁর স্বাতন্ত্র্যাভিধান।
অতএব রাসক্রীড়া বঞ্চনা প্রমাণ॥
মন্মথ বিজয় ভাব খ্যাপন কারণ।
কিংবা পরকীয়া ভাবে বশ্যতা আপন॥
দেখাইতে ভক্তজনে, লএঞা গোপীগণে।
রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে॥

অথবা শৃঙ্গার রস আকৃষ্ট-হৃদয়।
অতি বহির্মুখ জন যাহারা আছয়॥
সেই সবে আত্মপর করণ-কারণে।
রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ। ৩১॥

কামজয়রূপ রাসক্রীড়া যেই জন।
শ্রদ্ধান্বিত হঞা করে শ্রবণ, স্মরণ॥
হৃদিস্থিত কাম তার আশু নাশ হয়।
পরাভক্তি কাম-কৃষ্ণে নিশ্চয় লভয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতি লভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৩২॥

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস-বিহার।
ভাগবতে স্থানে স্থানে করিলা বিচার॥
তথাপি ভাগ্যের দোষে কর্ম্মী-জ্ঞানী জনে।
না বুঝে রাসের মর্ম্ম মায়া বিড়ম্বনে॥
মহামায়া যার হৃদে করিছে বিহার।
তারে রাস বুঝাইতে সাধ্য আছে কার॥

নিজ-যোগমায়া শক্ত্যে ইন্দ্রজাল প্রায়।
রাসক্রীড়া করে নিত্য ব্রজে শ্যামরায়॥
হ্লাদিনী-শক্তির ইহা বিলাস-স্বরূপ।
প্রেমময় ক্রীড়া যার নাহি অনুরূপ॥
প্রাকৃত মন্মথময়ী ক্রীড়া ইহা নয়।
"কন্দর্প দর্পহেত্যাদি" তেঞি স্বামি কয়॥
নিজ-প্রেমভক্তি কৃষ্ণ বিস্তার কারণ।
করেন শ্রীরাসলীলা লঞা গোপীগণ॥
রাসের মর্ম্মার্থ মূর্খ ভ্রষ্টাচারী জন।
না বুঝিয়া অর্থান্তর করয়ে কল্পন॥
যদি কহ রাসক্রীড়া মৈথুন ব্যাপার।
তারে অপ্রাকৃত কহ কি তার বিচার॥
তদুত্তরে কহি আমি শুন প্রণিধানে।
মৈথুনার্থ শাস্ত্রগণ বহুত বাখানে॥
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের হাস্যাদি ক্রীড়ারে।
মৈথুন ব্যাপার কহে কহিনু তোমারে॥

তথাহি স্মৃতৌ।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ॥ ৩৩॥

যদি কহ স্ত্রী-পুংসের ক্রিয়া সমাধান।
মৈথুন শব্দের অর্থ হয় বলবান॥

ওহে বৎস! ঐছে অর্থ প্রাকৃতার্থ হয়।
শ্রীরাস-বিহারে কভু নাহিক লাগয়॥
"আত্মন্যবরুদ্ধ" যাঁর সৌরত ব্যাপার।
শৃঙ্গার নিষ্পত্তি কিসে হইবে তাঁহার॥
মন্মথ উদ্ভেদ তদা গমন কারণ।
নায়িকালম্বন হয় শৃঙ্গার লক্ষণ॥

তথাহি শ্রীভরতেনোক্তং।

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদ স্তদাগমন হেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে।
পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাঞ্চানমুরাগিণীং।
আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥ ৩৪॥

শৃঙ্গার শব্দের এই প্রাকৃতার্থ হয়।
অপ্রাকৃত-পুরুষেতে কভু না লাগয়॥
অপ্রাকৃত-পুরুষের সব অপ্রাকৃত।
কখন না হন তিঁহ প্রাকৃত বিকৃত॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত-শৃঙ্গার।
কদাপি সম্ভব নয় করহ বিচার॥
শৃঙ্গারার্থে নাট্যরস-আদি হেরি যাহা।
রাসের লক্ষণে পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা॥
মৈথুন-শব্দের অর্থ সঙ্গতি-সঙ্গম।
ব্যবায়, সুরত, রত স্ত্রী-পুংস মিলন॥

ব্যবায়, সুরত-আদি মৈথুনার্থে যাহা।
কৃষ্ণে অপ্রাকৃতরূপে সম্ভবয়ে তাহা॥
রমণ-শব্দের অর্থ রঞ্জনাদি হয়।
শ্রীকৃষ্ণে অপূর্ব্ব রূপে যাহা সম্ভবয়॥
যে ভক্তের যেই বাঞ্ছা কৃষ্ণ সেই রূপে।
পূরণ করেন, এই কহিনু স্বরূপে॥
অখণ্ড উজ্জ্বল রস সম্যগাস্বাদিতে।
অথবা শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রদান করিতে॥
কৃষ্ণে উপপতি-ভাবে ব্রজ-লক্ষ্মীগণ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করেন ভজন॥
যদ্যপি কৃষ্ণের নাহি প্রাকৃত-শৃঙ্গার।
তথাপি গোপীর লাগি করেন স্বীকার॥
ইথে জানি গোপ্যোৎকর্ষ দেখাইতে হরি।
রমেণ গোপীকাগণে অরণ্য ভিতরি॥
কোন কোন ভক্ত এই মত ব্যাখ্যা করে।
সেহ সত্য কিন্তু মর্ম্ম আছয়ে ভিতরে॥
স্ব-সুখ লাগিয়া কৃষ্ণ ব্রজ-রমাগণে।
রমেণ অপূর্ব্ব ভাবে নিশায় কাননে॥
"রন্তুং মনশ্চক্রে" এই চক্রে ক্রিয়ার্থেতে
কৃষ্ণের রমণ-ক্রীড়া নিজ সুখার্থেতে॥
"চক্রে" ইত্যাত্মনেপদ ধাতু সিদ্ধ করি।
রমেণ স্ব-সুখ লাগি কহেন বিবরি॥

স্ব-সুখার্থ রমিলেন এইত ব্যাখ্যানে।
দোষ বর্ত্তে সর্ব্বসুখপূর্ণ ভগবানে॥
সেই দোষ খণ্ডনার্থ করেন বিচার।
হরির এ দোষ নহে গুণ চমৎকার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥ ৩৫॥

ঐছে অর্থ ভক্ত-কৃত নহে ব্যভিচার।
তবু অপ্রাকৃত হয় শ্রীরাস-বিহার॥
পরম উৎকর্ষ ব্রজ বল্লবী-সবার।
ঐছে অর্থে দেখায়েন করিয়া বিচার॥
সাতন্ত্র্য-পুরুষ কৃষ্ণ পারতন্ত্র্য তাঁর।
ভক্তোৎকর্ষ লাগি ভক্তে করেন স্বীকার॥
ভক্তবার্ত্তা রহু দূরে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
ভক্তাধীন হঞা করে ভক্তেচ্ছা পূরণে॥
অতএব গোপীকার উপপতি রূপে।
বাসনা পূরাণ হরি কহিনু স্বরূপে॥
মন্মথ বিজয় লাগি কৃষ্ণ-ভগবান।
গোপ্যন্তরে করিলেন স্মর শরাধান।
তাহাতে ব্যাকুল হঞা ব্রজ-রমাগণ।
কৃষ্ণ-রতি ইচ্ছে "জার" ভাবে অনুক্ষণ॥

প্রতিশ্রুতা রাত্রে কৃষ্ণ সঙ্গম মাত্রেতে।
স্মর-শর দূর হৈল রাস রভসেতে॥
মুখ্য বিচারেতে দেখি গোপীর-হৃদয়।
কামগন্ধাস্পৃষ্ট নিত্য শুদ্ধ প্রেম-ময়॥
তথাপি মন্মথ জয় লীলার কারণ।
কৃষ্ণেচ্ছায় কাম হৃদে করেন ধারণ॥
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সঙ্গম ব্যতীত।
"কাম" জয় নাহি হয় কহিনু নিশ্চিত॥
যৈছে নদ-নদী জল পড়িয়া গঙ্গায়।
গঙ্গাজলরূপে পরিণত হঞা যায়॥
তৈছে কাম গোপী হৃদে করিয়া প্রবেশ।
প্রেমরূপে পরিণত হয় অবশেষ॥
সেই হেতু পূর্ব্বাচার্য্য মহাশয়গণ।
গোপী কামে প্রেম বলি করেন কীর্ত্তন॥
কামপূর্ণ হয় যদি গোপীকার মন।
তবে কেন কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছে গোপীগণ॥
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র গোপীকার কাম।
অতএব গোপীকাম ধরে প্রেম নাম॥
স্ব-সুখ তাৎপর্য্য হয় কামের ধরম।
প্রেমের ধরম কৃষ্ণ সুখেচ্ছানুক্ষণ॥
কৃষ্ণানন্দ লাগি ব্রজ যুবতী নিশ্চয়।
কৃষ্ণচিত্তে করি রতি চেষ্টাদি উদয়॥

সঙ্গম করায় কৃষ্ণে কলোল্লাসে রাসে।
অত্যন্ত রহস্য কথা করিনু প্রকাশে॥
যুবতীর দ্বারে রত্যামোদ ভাব যেই।
উৎপাদিত হয় চিত্তে শৃঙ্গারাখ্যা সেই॥
যদি কহ কৃষ্ণচিত্তে রত্যাদি বাসনা।
উৎপন্ন করেন রাসে গোকুল-ললনা॥
তাহে পূর্ণকাম কৃষ্ণ কেমনে থাকয়।
মীমাংসা শুনহ তার খণ্ডিবে সংশয়॥
যেভাবে যে ভক্ত কৃষ্ণে করেন ভজন।
কৃষ্ণ তাঁরে সেই ভাবে ভজে সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণের রাস ইচ্ছা করিতে পূরণ।
কামচেষ্টা প্রকাশেন ব্রজ-লক্ষ্মীগণ॥
নতুবাত্মসুখ দুঃখে বল্লবী সবার।
হৃদয়েতে কিছুমাত্র নাহিক বিচার॥
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার।
কৃষ্ণ সুখ বিনা অন্য করে পরিহার॥
দেহ-ধর্ম্ম আদি গোপী করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণানন্দ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

নিত্য শুদ্ধ অনুরাগ কৃষ্ণে গোপীকার।
শুদ্ধার্থে নির্দোষ, স্বচ্ছ, পবিত্র, প্রচার॥
স্বচ্ছ অর্থে অতিশয় নির্ম্মল কহয়।
যাহে প্রতিবিম্ব আসি আপনি পড়য়॥
হেন স্বচ্ছ চিত্ত নিত্য গোপীকার হয়।
অতএব গোপী চিত্ত শুদ্ধ প্রেম-ময়॥
অতিশয় স্বচ্ছ চিত্ত কৃষ্ণে গাঢ় রাগ।
প্রেমের লক্ষণ সেই শূন্য কাম দাগ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ৩৭

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আদি সব প্রেম-ধ্বংসকারী।
জানিয়া, সকল ছাড়ে ব্রজ-গোপনারী॥
নানা বিঘ্নে উভয়ের ভাবের বন্ধন।
ধ্বংস নাহি হয় সেই প্রেমের লক্ষণ॥

তথাহি রসবল্ল্যাং।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৮॥

কৃষ্ণের সম্বন্ধে দুঃখ সুখ করি মানে।
সে সম্বন্ধ বিনা সুখ দুঃখ বলি জানে।
প্রণয়োৎকর্ষতা হেতু ব্রজ-গোপীগণে।
নিত্য নিত্য হেরি ঐছে রাগের লক্ষণে॥

তথাহি তত্রৈব।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে॥ ৩৯॥

হেন রাগময়ী নিত্য কৃষ্ণপ্রিয়া সব।
তাঁহাদের কামাসক্তি বড় অসম্ভব॥
কৃষ্ণের মানবী-লীলা সম্পূর্ণ লাগিয়া।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ মানবী হইয়া॥
মানবীর ন্যায় লীলা করে কৃষ্ণ সনে।
যে লীলা হেরিয়া মুগ্ধ হয় দেবগণে॥
দেবাদি মোহিত হয় যে লীলা দর্শনে।
সে লীলা প্রাকৃত নহে ভেবে দেখ মনে॥
প্রাকৃত হইত যদি রাসাদি বিহার।
তাহা দেখি মোহ কেন হবে দেবতার॥
সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ পূর্ণকাম হরি।
নরলীলা করে নরদেহাশ্রয় করি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ৪০॥

এ বড় আশ্চর্য্য কথা পূর্ণকাম যিনি।
কামীজন সম লীলা করিছেন তিনি॥
ইহা ভাবি দেবগণ তত্ত্বান্ধ হইয়া।
আত্মস্মৃতি হারায়েন বিমানে থাকিয়া॥

ওহে বৎস ! দেবাদির মুগ্ধতা শ্রবণে।
প্রাকৃত শ্রীরাসলীলা বলিব কেমনে ॥
অপ্রাকৃত লীলা তেঁই দেবতা সবার।
জ্ঞানগম্য নাহি হৈল শ্রীরাস-বিহার ॥
প্রকৃতি অতীত নহে জ্ঞান আদি যার।
অপ্রাকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান কিসে হবে তার ॥
প্রকৃতিতে অভিভূত যেই দেবগণ।
অপ্রাকৃত লীলা তাঁরা না বুঝে কখন ॥
অপ্রাকৃত-পূর্ণকাম পুরুষ-গোবিন্দ।
অতএব অপ্রাকৃতা তাঁর শক্তিবৃন্দ ॥
সেই সব শক্তিগণ সহ বৃন্দাবনে।
বিহার করেন নর-লীলানুকরণে ॥
পূর্ণানন্দ রূপ হঞা নন্দের নন্দন।
হ্লাদিনীর দ্বারে করে আনন্দাস্বাদন ॥
হ্লাদিনীর অংশভূতা ব্রজ-লক্ষ্মীগণ।
এ হেতু হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপে গণন ॥
সেই সব আহ্লাদিনী শক্তিবৃন্দ সনে।
রতিক্রীড়া করে কৃষ্ণ জীবানুকরণে ॥
নরবদ্রমণ তাঁর নহে কদাচন।
এ লাগি কহয়ে নরলীলানুকরণ ॥
প্রাকৃত মনুষ্য রতি নিষেধ কারণ।
তত্ত্বজ্ঞেরা কহে নরলীলানুকরণ ॥

অম্লরস বিকার চরম ধাতু শূন্য ।
সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকাম পরিপূর্ণ ॥
যেই ভগবান তাঁর নরবদ্ভ্রমণ ।
কদাপি সম্ভব নহে কহে ঋষিগণ ॥
তথাপি ভক্তের লাগি হঞা কৃপোন্মুখ ।
স্বশক্ত্যে আস্বাদে কৃষ্ণ নিত্যানন্দ সুখ ॥
তাহাতে কৃষ্ণের পূর্ণকামত্ব-স্বরূপে ।
দোষ নাহি ঘটে কভু জান দৃঢ়রূপে ॥
ভক্তেচ্ছা লাগিয়া তাঁর ইচ্ছার উদ্গম ।
ভক্তের লাগিয়া তাঁর অবতারোদ্যম ॥
ভক্তের লাগিয়া তাঁর নানা রূপ ধরা ।
ভক্তের লাগিয়া তাঁর লীলা-খেলা করা ॥
ভক্তের লাগিয়া তাঁর হলাহল পান ।
ভক্তের লাগিয়া তাঁর সমুদ্রে শয়ান ॥
ভক্তের লাগিয়া তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক ।
ভক্তের লাগিয়া তাঁর অত্যন্ত আবেগ ॥
ভক্তের লাগিয়া তাঁর গমনাগমন ।
ভক্তের লাগিয়া তাঁর অত্যন্ত রোদন ॥
হেয় গুণভাব আর মলাদি রহিত ।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য জানিহ নিশ্চিত ॥
তথাপি ভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কারণ ।
ক্বচিদ্ধেয় গুণ আদি করান দর্শন ॥

তাহাতে হেয়ত্ব তাঁর কভু নাহি ঘটে।
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে এই রটে ॥
পূর্ণকাম হঞা কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
কামীজনপ্রায় ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে ॥
অসামান্য হঞা কৃষ্ণ সামান্য স্বরূপে।
স্বভক্তের ভক্তি পুষ্টি করে দৃঢ়রূপে ॥
বহু বাক্য ব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন।
সার এক বাক্য এবে করহ শ্রবণ ॥
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে প্রাকৃতাপ্রাকৃত।
তথাপি প্রাকৃত গুণে না হন বিকৃত ॥
প্রকৃতি অতীত বস্তু কৃষ্ণ-ভগবান্।
তাঁহাতে প্রকৃতি স্পৃষ্ট সদা অপ্রমাণ ॥
তথাপি প্রকৃতি প্রতি কারণ রূপেতে।
কর্ত্তৃত্ব তাঁহার নিত্য বুঝহ মনেতে ॥
অতএব প্রাকৃতবদ্ভ্রমণ তাঁহার।
ব্রজেতে গোপীর সহ করেন বিচার ॥
প্রাকৃত মন্মথ-ক্রীড়া কভু নহে রাস।
নিজ গ্রন্থে সনাতন করিলা প্রকাশ ॥
হ্লাদিনী শক্তির সুষ্ঠু বিলাস লক্ষণ।
প্রেমময় রমণেচ্ছা মন্মথ ভৎর্সন ॥
প্রাকৃত মন্মথময়ী-লীলা নহে রাস।
বৈষ্ণব-তোষণী মধ্যে ইহাই প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং।

স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ।
সদস্থং নন্দয়ন্ গোপীর্বৃন্দগতো নন্দনন্দনঃ॥ ৪১॥

পরাখ্যা-অচিন্ত্যশক্তি করিয়া বিস্তার।
গোপী সহ করে কৃষ্ণ শ্রীরাস-বিহার॥
কৃষ্ণের পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তি যেই হয়।
সেই যোগমায়াশক্তি সংযোগ করয়॥
দুর্ঘট ঘটন ঘটাইতে শক্তি যাঁর।
সেই যোগমায়াশ্চর্য্য কার্য্য নিত্য তাঁর॥
হেন যোগমায়াশক্তি করিয়া বিস্তার॥
স্বানন্দ-শক্তির সঙ্গে শ্রীনন্দ-কুমার।
প্রেমময়ী রাসক্রীড়া করে বৃন্দাবনে।
যাহা দেখি মুগ্ধ হয় দেব-দেবীগণে॥
স্মর পরাভূত হঞা ছাড়িয়া স্ব-শর।
ভয়ে পলাইল যথা কামীর নগর॥
এসব কারণে জানি শ্রীরাস-বিহার।
অপূর্ব্বাদপূর্ব্ব যাতে নাহি ব্যভিচার॥
অপ্রাকৃতাপূর্ব্ব যেই রাসলীলা হয়।
কার সাধ্য সেই লীলা বুঝিতে পারয়॥
অপূর্ব্বাদপূর্ব্বার্থেতে আশ্চর্য্যাদাশ্চর্য্য।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কহে মুনিবর্য্য॥

ত্রিগুণা-বন্ধনকরী হরির প্রকৃতি।
যাহাতে লোকের হয় স্বরূপ বিকৃতি॥
সেই প্রকৃতিতে সদা অভিভূত যারা।
কেমনে অপূর্ব্ব রাস বুঝিবেক তারা॥

তথাহি ভট্টবাক্যং।

অপূর্ব্বেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি॥ ৪২॥

অতএব বাঙ্মনের নিত্য অগোচর।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জানি নিরন্তর॥
অপ্রাকৃতাপূর্ব্ব রাস-লীলার লক্ষণ।
প্রাকৃত-জ্ঞানেতে কভু না হয় দর্শন॥
অপ্রাকৃত লীলাতত্ত্ব অপ্রাকৃত জনে।
দর্শন করেন নিত্যাপ্রাকৃত নয়নে॥
তথাপি সম্পূর্ণ তার ধারণা করিতে।
কদাপি নাহিক পারে জানিহ মনেতে॥
অন্য কথা রহুদূরে রোহিণী-কুমার।
কৃষ্ণলীলা তত্ত্বাদির নাহি পায় পার॥
তাহে সদা মায়ামুগ্ধ ক্ষুদ্র জীবগণ।
অপ্রাকৃত-লীলা কিসে করিবে বর্ণন॥
যে বর্ণে বর্ণুক কৃষ্ণ-লীলার লক্ষণ।
মোর সাধ্য নাহি তাহা করিতে বর্ণন॥

স্বয়ম্ভু যখন ইহা স্বমুখে ফুকারে।
তখন আমার কথা কি কব তোমারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

জ্ঞানস্ত এব জ্ঞানস্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৪৩॥

পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ মন্মথ-মথন।
প্রাকৃত রমণ তাঁর নাহি কদাচন॥
ভগার্থেতে ষড়ৈশ্বর্য্য সমগ্র যাঁহাতে।
প্রাকৃত শৃঙ্গার কিসে ঘটিবে তাঁহাতে॥
ষড়ৈশ্বর্য্য মধ্যে পূর্ণ বৈরাগ্য আছয়।
এ হেতু প্রাকৃত ক্রীড়া তার নাহি হয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীর্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ ৪৪॥

ক্রীড়ার্থে জানিবে এথা রাসাদি-বিহার।
শৃঙ্গারের পরাকাষ্ঠা যাহাতে প্রচার॥
সর্ব্বরস-বারিধিত্ব স্বগুণ দেখাতে।
রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ স্বরূপ সাক্ষাতে॥
অতাত্ত্বিক ভক্তিহীন পণ্ডিত সকল।
কৃষ্ণের প্রাকৃত ক্রীড়া বাখানে কেবল।
কেহ বা রূপক করি রাসাদি বাখানে।
কেহ আধ্যাত্মিক, ইন্দ্রজাল বলি মানে॥

সেই সব কর্ম্মী-জ্ঞানী অবৈষ্ণবগণ।
শ্রীশুকের অভিপ্রায় না জানে কখন॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে যেই কৃষ্ণানন্দাস্বাদে।
সকল প্রাকৃতানন্দ তার যায় বাদে॥
তাহার দৃষ্টান্ত রাসে ব্রজ-গোপীগণে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানন্দ করিলাস্বাদনে॥
এ লাগি প্রাকৃতানন্দ ক্ষণমাত্র মনে।
স্মরণ নাহিক করে ব্রজরমাগণে॥
কৃষ্ণের লাগিয়া ব্রজে ব্রজ-লক্ষ্মীগণ।
ছাড়েন প্রাকৃতানন্দ সেইত কারণ॥
ব্যভিচারী, পরকীয়া, খ্যাতি সবাকার।
অত্যন্ত রহস্য এই করিনু প্রচার॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে যেই কৃষ্ণানুশীলন।
সেই ত উত্তমা ভক্তি জানে গোপীগণ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥ ১৫॥

উত্তমা ভক্তির ক্রিয়া শ্রীরাস-বিহার।
ইহা না জানিয়া মূর্খ অর্থ করে আর॥
উত্তমা স্থলেতে "ভক্তিরুচ্যতে" বর্ণন।
কোন কোন গ্রন্থ মধ্যে হয় দরশন॥

শুদ্ধ পরকীয়া ভাব রাসের সিদ্ধান্ত।
দেখুন শ্রীভাগবতে রসিক মহান্ত॥
বৈষ্ণবের কাছে যেই পড়ে ভাগবত।
সেইত হইবে ঐছে সিদ্ধান্তাবগত॥
ভাগবত যে না পড়ে বৈষ্ণবের ঠাঁই।
ঐছে সুসিদ্ধান্তে তার অবগতি নাই॥
এই হেতু রঘুনাথে কহিলা নিমাই।
ভাগবত পড় যাঞা বৈষ্ণবের ঠাঁই॥
বৈষ্ণব অর্থেতে এথা রসিক যে জন।
ভক্ত্যঙ্গ বর্ণনে রূপ করিলা বর্ণন॥
চিন্ময় আনন্দরস কিবা জানে যেই।
রসিক বৈষ্ণব কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম সেই॥
হেন রসিকের ঠাঞি যাঞা ভট্টবর।
ভাগবত অর্থামৃত হইবে গোচর॥
তবেত বুঝিবা তুমি শ্রীরাস-বিহার।
শুদ্ধ পরকীয়া ভাব কেমন শৃঙ্গার॥
প্রভুর বাক্যের মর্ম্ম এই মত হয়।
সূত্ররূপে কবিরাজ স্বগ্রন্থে লিখয়॥
গূঢ় হৈতে অতি গূঢ় শ্রীরাস-বিহার।
শুদ্ধ পরকীয়াভাবোজ্জ্বল রস-সার॥
বেদবিধি-অগোচর পরকীয়া ভাব।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ যাতে হয় লাভ॥

ব্রজ বিনা এ ভাবের অন্যত্রাবস্থান।
কদাচ নাহিক হয় কহিনু সন্ধান ॥'
ব্রজগোপী-ভাব লঞা কৃষ্ণ ভজে যেই।
পরকীয়া শুদ্ধভাব মনে জানে সেই ॥
হেন শুদ্ধ পরকীয়া ভাবের স্বরূপ।
না বুঝিয়া কেহ কেহ কহে অন্যরূপ ॥
ঊর্দ্ধবাহু হঞা মুঞি বলিবারে পারি।
পরকীয়া ভাব নিত্য দেখহ বিচারি ॥
স্ব-পর উভয় ভাব নিত্য সত্য হয়।
তার মধ্যে পরকীয়া শ্রেষ্ঠতম কয় ॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা অন্যত্রেতে নাহি তার বাস ॥
পরকীয়া ভাব বিনা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ।
শৃঙ্গার সুসিদ্ধ নহে কহিলাম মর্ম্ম ॥
হেন পরকীয়া ভাব নিত্য ব্রজধামে।
স্বকীয়ান্যধামে এই কহিনু সন্ধানে ॥
সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শুদ্ধ পরকীয়া রতি।
ব্রজগোপীহৃদ্ভূষণ রূপে শোভে অতি ॥
পরম পবিত্র সেই অখণ্ড শৃঙ্গারে।
গোপী সহ নিত্য শোভা করে বসুধারে ॥
ইথে জানি শৃঙ্গারার্থে অত্যাশ্চর্য্য শোভা।
যাতে গোপী সহ ব্রজ কৃষ্ণ-মনলোভা ॥

"বসুধা শৃঙ্গার হারাবলী" গঙ্গাষ্টকে।
শোভাত্যর্থে কহে মুনি আপন শিষ্যকে॥
পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য যে বিহার॥
এই বাক্যে পরকীয়া ভাব কবিরাজ।
নিত্য করি স্থাপিলেন স্ব-গ্রন্থের মাঝ॥
যথা কৃষ্ণলীলা নিত্য সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোকে।
তথা কৃষ্ণলীলা এথা শ্রীব্রজ ভূ-লোকে॥
উর্দ্ধ অধঃ ভেদমাত্র অভেদ বিলাস।
স্ব-গ্রন্থে শ্রীসনাতন করেন প্রকাশ॥

তথাহি বৃহদ্ভাগবতামৃতে।

যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ।
অধঊর্দ্ধতয়াভেদোঽনয়োঃ কল্পেত কেবলং॥ ৪৬॥

বৃন্দাবনগত নিত্য রাসাদি-বিহার।
গোলোকে ধামের সহ নিত্য পরচার॥
যেই সব কৃষ্ণধাম ধরণী উপরে।
সেই সব ধাম নিত্য বৈকুণ্ঠ নগরে॥
এথা যে যে লীলা, সেথা সেই সেই লীলা।
স্কান্দেতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই কহিলা॥

তথাহি স্কান্দে।

যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ॥ ৪৭॥

দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সী-নিচয়।
ধাম, লীলা আদি গোবিন্দের নিত্য হয়॥
যথা অপ্রকট লীলা তথা নিত্য-লীলা।
গোলোক গোকুলে নিত্যাবিচ্ছেদে কহিলা॥
প্রকট শ্রীনিত্য লীলা ব্রজাদি পুরীতে।
নিত্যানন্দময়ী লীলা গোলোক-আদিতে॥
ব্রজাদি-ধামেতে নিত্য প্রকটাপ্রকটে।
কৃষ্ণ লীলা হয় নিত্য পুরাণেতে রটে॥
প্রকটে প্রকটলীলা করে ভগবান।
অপ্রকটে অপ্রকট লীলার সন্ধান॥
যদ্যপি প্রকট লীলা সর্ব্বদাগোচর।
কিন্তু ভক্ত প্রেমচক্ষে দেখে নিরন্তর॥
প্রকটে যেমন লীলা অপ্রকটে তাই।
নিশ্চয় জানিবে তাহে কিছু ভেদ নাই॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈবহৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৮॥

গমনাগমন নিত্য বন গোষ্ঠান্তরে।
গোচারণ রঙ্গে সখা সঙ্গেতে বিহরে॥

গোলোক গোকুলগতা কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ ।
নিত্য পরকীয়াভিমানিনী বিলক্ষণ ॥
প্রচ্ছন্নভাবেতে সবে স্ব-প্রিয় মাধবে ।
রমণ করায় প্রেমে তৎসুখানুভবে ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ।

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ।
যথাপ্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ।
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাঽসুরবিঘাতনং ।
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ ।
প্রচ্ছন্নেনৈবভাবেন রমন্তি চ নিজপ্রিয়ং ॥ ৪৯ ॥

প্রপঞ্চ গোচর যেই গোবিন্দ-বিলাস ।
প্রকট বিলাস সেই করিনু প্রকাশ ॥
প্রপঞ্চাগোচর যেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা ।
অপ্রকট লীলা সেই শ্রীরূপ কহিলা ॥
প্রকট লীলায় তাঁর গমনাগমন ।
অপ্রকটে ধামে স্থিতি করিনু কীর্ত্তন ॥
প্রপঞ্চ গোচর অর্থে প্রপঞ্চস্থ ধাম ।
যাহা মায়াতীত তাহে স্থিতি অবিরাম ॥

তথা লঘুভাগবতামৃতে।

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ।
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ॥ ৫০ ॥

ভাগবত-স্কন্দ-পদ্ম-আচার্য্য বচনে।
স্ব-পর প্রভৃতি ভাব নিত্য জানি মনে॥
ভাবাধীন কৃষ্ণচন্দ্র রসরত্নাকর।
নাগরী বল্লভ নিত্য সর্ব্বপ্রিয়ঙ্কর॥
সর্ব্ববিধ ভক্তভাব করি অঙ্গীকারে।
সর্ব্বদা বিহরে কৃষ্ণ ধামাদি মাঝারে।
সময় পাত্রাদি জীব করিয়া বিচার।
নিত্য পরকীয়াভাব ভাব-সারাৎসার॥
নিজ প্রেম ভাণ্ডারেতে প্রেমমঞ্জুষায়।
যত্নে রাখি তর্কচাবী আঁটি দিলা তায়॥
মঞ্জুষার চতুর্দ্দিকে বিধি ঘনসার।
মাখাইয়া দিল জীব করিয়া বিচার॥
স্বকীয়া ভাবের ভক্ত মাতি তার ঘ্রাণে।
মঞ্জুষাভ্যন্তরে কিবা না করে সন্ধানে॥
কালক্রমে প্রেম-বাতে সেই ঘনসার।
দেশান্তরে উড়ে গেল না রহিল আর॥

পরে বিশ্বনাথ আদি ভক্তরাজগণ।
তর্কচাবী ভাঙ্গি করে মঞ্জুষোদ্ঘাটন॥
মঞ্জুষা উদ্ঘাটি দেখে তাহার ভিতর।
পরকীয়া মহাভাব কৃষ্ণ-মনোহর॥
তবে বিশ্বনাথ আদি ভক্ত সমুদয়।
অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হঞা বিচার করয়॥
রূপ-সনাতনাস্বাদ্য সর্ব্বভাবোত্তম।
পরকীয়া ভাব নিত্য অতি মনোরম॥
অধিকার হীনে পাছে করয়ে দর্শন।
সেই ভয়ে প্রভু জীব করিলা গোপন॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় প্রভু রূপ-সনাতন।
ভারতে করিলা যেই ভক্ত্যনুশাসন॥
সেই শাসনের যাঁরা অধীন আছয়।
পরকীয়া ভাব তাঁরা হৃদয়ে ধরয়॥
অন্যের শাসনাধীন ভারতে যাহারা।
পরকীয়া ভাব নাহি বুঝিবে তাহারা॥
সর্ব্বভাবরত্নাকর ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বভাবে সর্ব্বভক্তে করেন রঞ্জন॥
যার যেই ভাব তার সেই সর্ব্বোত্তম।
সূক্ষ্মভাবে বিচারিলে আছে তরতম॥
এ সব বিচারি তবে ভক্তরাজগণ।
পরকীয়া ভাব হৃদে করেন ধারণ॥

যদি কহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত রমণ।
দ্বারকায় পত্নীগণে হয় দরশন॥
ওহে বৎস! এ আশঙ্কা কভু না করিবে।
ইচ্ছাতে উদ্গত পুত্র তথায় জানিবে॥
পত্নীভাব অভিমানে মহিষীর গণ।
মনে মানে কৃষ্ণ সহ হইল সঙ্গম॥
সঙ্গম নহে ত মিথ্যা কিন্তুপূর্ব্বরূপে।
কার সাধ্য বর্ণে সেই অপূর্ব্ব স্বরূপে॥
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য যেই অলৌকিক রূপে।
অপূর্ব্ব লক্ষণ সেই আস্থিত স্বরূপে॥
তাতে সুখ মানে তেঞি মহিষীর গণে।
সমঞ্জসা বলি রূপ করিলা বর্ণনে॥
নিজ পর সুখ বাঞ্ছে সেই ত কারণ।
সমঞ্জসা বলি খ্যাতা মহিষীর গণ॥
পর সুখ মাত্র বাঞ্ছে সমর্থা সে হয়।
ইথে অধিকারী ব্রজে গোপী সমুদয়॥
পরকীয়া ভাব আদি অত্যন্ত সংক্ষেপে।
কহিনু তোমারে ইথে না কর আক্ষেপে॥
পরকীয়া ভাবাভাস করিতে প্রকাশ।
কহিলাম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস-বিলাস॥
প্রকাশ করিতে রাস হিয়া কাঁপে ডরে।
পাছে অপরাধ হয় রসিক গোচরে॥

পরকীয়াভাবামৃতোজ্জ্বলরসামৃত।
দ্বিবিধামৃতোৎকর্ষ রাসামৃতাদ্ভুত॥
যথাসাধ্য পিয়াছিনু শ্রীগুরু-কৃপায়।
কর্ম্মদোষে হৈল ঘৃতকুমারীর ন্যায়॥
বমন হইয়া সব উঠিয়া পড়িল।
বিন্দুমাত্র উদরেতে নাহিক রহিল॥
নাড়ীতে সংশ্লিষ্ট হঞা ছিল মাত্র যাহা।
তুয়া কাছে অল্পাক্ষরে কহিলাম তাহা॥
কালেতে শুনিবে সব কোন ভক্ত-দ্বারে।
এবে স্বীয়োপাস্যতত্ত্ব কহিব তোমারে॥
পরকীয়া ভাবে ব্রজে রসের সাগরে।
ভজিবে রাধিকাসহ গোপী অনুসারে॥
রসের সাগর কৃষ্ণ মদনমোহন।
সর্ব্বনায়কের শিরোরত্ন সর্ব্বোত্তম॥

তথাহি মৎ পিতৃদেব শ্রীমদ্দীননাথ দেব গোস্বামি-
প্রভুপাদেনোক্তং।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
চতুঃষষ্টিগুণোপেতঃ নিত্যনূতনবিগ্রহঃ।
আত্মারাম আপ্তকামঃ সাক্ষান্মদনমোহনঃ।
প্রকৃতিগণসংসেব্যঃ প্রকৃত্যানন্দদায়কঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী কৈশোরবয়সি স্থিতঃ।
শৃঙ্গাররসসংমগ্নঃ রাধালিঙ্গিতবিগ্রহঃ।

রাধাধরসুধাপানোন্মত্তচিত্তঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
রাধাপয়োধরামর্দ্দী স্মরগৌরবমর্দ্দকঃ।
রাধামোদকরারাধ্যঃ স্বরতঃ স্বরবিৎ কবিঃ।
মাধুর্য্যসারসর্ব্বস্বো গীর্ব্বাণগণবন্দিতঃ।
রাধাঙ্গগন্ধলুব্ধশ্চ রাধাক্ষিসরণিস্থিতঃ।
রাধাধরসুধাসক্তো রাসলীলাবিলাসবিৎ।
রাধানুথাঙ্গনারঙ্গঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
বল্লবীবল্লভো বল্গুর্বংশীবাদনপণ্ডিতঃ।
প্রাণেশঃ প্রাণকান্তশ্চ প্রাণনাথশ্চ প্রাণভৃৎ।
বশী বশংবদো বক্রঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
ত্রিভঙ্গীভঙ্গবেশঃ শ্র্যান্তিমঃ পরমেশ্বরঃ।
যোগপীঠাসনঃ শশ্বৎপ্রিয়ালিগণবেষ্টিতঃ।
য ইমং চিন্তয়েন্নিত্যং প্রেমাচিন্তামণিং নরঃ।
স তৎপদান্তিকং যাতি শুকসথাসুমোদতঃ॥ ৫১॥

চতুঃষষ্টি গুণ পূর্ণ সর্ব্বদা নূতন।
সেই সব গুণ কহি করহ শ্রবণ॥
রসনিধি কৃষ্ণ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত।
সুরম্যাঙ্গ মহাতেজা বলী সুপণ্ডিত॥
কিশোর সুদৃঢ়ব্রত অতি মনোহর।
বিবিধ অদ্ভুত ভাষা পণ্ডিত প্রবর॥
সত্যবাদী প্রিয়ম্বদ বিদগ্ধ চতুর।
বুদ্ধিমান বহুবক্তা স্থির দান্ত শূর॥

প্রতিভা-অন্বিত দক্ষ গম্ভীর কৃতজ্ঞ।
অতিশয় শুচি দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ॥
শাস্ত্রচক্ষু জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক-প্রবর।
প্রেমবশ্য ক্ষমাশীল সর্ব্বশুভঙ্কর॥
করুণ বদান্য সাধু সুখী ধৃতিমান।
মান্যমানকারী সর্ব্বারাধ্য লজ্জাবান॥
কীর্ত্তিমান ভক্তবন্ধু বিনয়ী উদার।
সর্ব্বলোক অনুরক্ত সুসমৃদ্ধি সার॥
প্রপন্নপালক শ্রেষ্ঠতম ভক্তাশ্রয়।
সর্ব্বলোক-নিয়ামক প্রতাপী নিশ্চয়॥
নারী-মনোহারী এই পঞ্চাশৎ গুণ।
পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণে দেখি পুনঃ পুনঃ॥
এই পঞ্চাশৎ গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে।
জীবেতে আছয়ে নিত্য কহিনু স্বরূপে॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভুপাদেনোক্তং।

জীবেষ্বেতে বসন্তোপি বিন্দু বিন্দুতয়াক্বচিৎ।
পরিপূর্ণ তয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥ ৫২॥

পঞ্চাশ গুণাতিরিক্ত আঁর পাঁচ গুণ।
কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে কহি তাহা শুন॥
স্বরূপ সংপ্রাপ্ত আর সর্ব্বদা নূতন।

সর্ব্বসিদ্ধি বশকারী এ লাগি শ্রীহরি।
সিদ্ধিগণার্চ্চিত সদা কহিনু বিবরি॥
এই পঞ্চ গুণতর অংশানুসারেতে।
শিবাদি দেবেতে আছে জানিহ মনেতে॥
আর পঞ্চ গুণতম নারায়ণাদিতে।
নিত্য বর্ত্তমান আছে কহিনু নিশ্চিতে॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সমন্বিত আর।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহস্থ পরচার॥
অবতারাবলী বীজ এই তিন জানি।
"হতারি গতিদ" এই চতুর্থ বাখানি॥
আত্মারামগণাকর্ষী এই গুণবাণ।
নারায়ণাদিতে আছে কহিনু সন্ধান॥
এই পঞ্চগুণ কৃষ্ণে অত্যদ্ভুত রূপে।
বিরাজ করয়ে নিত্য কহিনু স্বরূপে॥
এই ষষ্টি গুণ ছাড়া চারি মহাগুণ।
কেবল কৃষ্ণেতে আছে কহি তাহা শুন॥
সর্ব্বলোক চমৎকারকারিণী লীলার।
কল্লোল সমুদ্র কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-কুমার॥
শৃঙ্গার রসের সার প্রেম-শোভান্বিত।
স্বপ্রিয়মণ্ডলে সদাসর্ব্বদা মণ্ডিত॥
ত্রিলোকের চিত্তাকর্ষী মুরলী কূজিত।
যাহা শুনি কম্প সর্ব্বসমাজবিমর্দ্দিত

সম, শ্রেষ্ঠ হীন রূপ সৌন্দর্য্য যাঁহার।
চিত্রান্বিত করিতেছে সকল সংসার॥
এই চারি মহাগুণ লক্ষ্মীর ঈশ্বরে।
কদাপি নাহিক হয় নয়নগোচরে॥
প্রেমময়ী লীলা আর স্বপ্রিয়সঙ্গম।
স্বরূপ মাধুর্য্য প্রিয় শ্রীবংশী কূজন॥
এই চারি অসামান্য গুণেতে শ্রীহরি।
বিষ্ণ্বাদি সবার শ্রেষ্ঠ কহিনু বিবরি॥
এই চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীনন্দ-নন্দন।
সর্ব্বরসামৃতনিধি রূপের বর্ণন॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলী বীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।

অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥ ৫৩॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
রসামৃতসিন্ধু দৃষ্টে করিলাম গান॥
এবে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধার।
প্রধান প্রধান গুণ করিব বিস্তার॥
মধুরা নবীনবয়া চঞ্চলনয়নী।
মৃদুমধুহাস্যান্বিতা কমলবয়নী॥
অতি মনোহরা সুসৌভাগ্য রেখান্বিতা।
বিনীতা চতুরা নর্ম্মগুণেতে পণ্ডিতা॥
নিজাঙ্গসৌগন্ধে সদা গোবিন্দোন্মাদিনী।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা করুণাশালিনী॥
রম্যবাক্যান্বিতা ধৈর্য্যা গাম্ভীর্য্যধারিণী।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা আর পাটবিনী॥
সুবিলাসা শ্রীগোকুল-প্রেমের বসতি।
সদা গুরুগণার্পিত গুরুস্নেহবতী॥
পরম উৎকর্ষে মহাভাবস্বরূপিণী।
ব্রহ্মাণ্ডশ্রেণীর মধ্যে সুযশধারিণী॥
স্ব-সখীপ্রণয়বশা নিজগুণে সদা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা জানিহ সর্ব্বদা॥

কৃষ্ণগীতপরায়ণা কৃষ্ণ বিনা আন।
না শুনে শ্রবণে এই কহিনু সন্ধান॥
কৃষ্ণগুণ যৈছে বেদ অনন্ত কহয়।
রাধিকার গুণ তৈছে অসংখ্য ভণয়॥
অনন্ত গুণের মধ্যে শ্রীমতী রাধার।
পঞ্চবিংশ শ্রেষ্ঠগুণ করিনু প্রচার॥
পঞ্চবিংশ শ্রেষ্ঠগুণে কৃষ্ণ-ভগবানে।
আত্মবশ করে রাধা ফুকারে পুরাণে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ।

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা।
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যশালিনী।
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছে্রণীলসদ্যশা।
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতা বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥ ৫৪॥

করণ, কারণ আর পরম কারণ।
ত্রিতত্ত্ব স্বরূপ কৃষ্ণ বেদের লিখন॥

তৈছে তাঁর শক্তি রাধা ত্রিতত্ত্ব-রূপিণী।
শক্তিগণ মুখ্যা পরা শক্তিগণাংশিনী ॥
প্রকৃতির পর যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
তৈছে তাঁর প্রিয়া রাধা জানিহ নিশ্চয় ॥
সর্ব্বপূজ্যা কৃষ্ণময়ী পরম দেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা ॥
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূরণকারিণী।
কৃষ্ণানুরঞ্জিকা কৃষ্ণহৃদয়বাসিনী ॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে।

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা।
প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী।
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা ॥ ৫৫।

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
এ লাগি রাধিকা নাম ভাগবতে ভণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাবগতে।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৫৬।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ-সর্ব্বশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি বেদাদি প্রমাণ ॥

মৃগমদ তারগন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
তৈছে রাধাকৃষ্ণ সদা জানিহ অভেদ॥
অগ্নি আর অগ্নিজ্বালা যৈছে ভিন্ন নয়।
তৈছে রাধাকৃষ্ণ নিত্য অভিন্ন নিশ্চয়॥
জীবন হইতে যথা জীবন-শৈত্যতা।
তথা রাধাকৃষ্ণ নিত্য অনাদি-ঐক্যতা॥
ইক্ষুরস হৈতে যথা তন্মিষ্ট অভেদ।
তথা রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বকাল অবিচ্ছেদ॥
দেবী-কৃষ্ণময়ী-রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী পরা সর্ব্বাংশী সুন্দরী॥
কৃষ্ণময়ী আর পরা শব্দের দ্বারেতে।
পরাশক্তি হন রাধা বেদ প্রমাণেতে॥
অগ্নির উষ্ণতাসম স্বাভাবিকী তিন।
শক্তি ভগবানে দেখি হঞা বেদাধীন॥
সেই তিন শক্তি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া হয়।
তিনে এক একে তিন কভু ভিন্ন নয়॥
সেই এক পরাশক্তি ত্রিবিধা আকারে।
ভাসমানা হঞা তিন অভিধা প্রচারে॥
হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিদভিধা ত্রিতয়।
বেদমতে কহি ত্রিবিধার্থের নিশ্চয়॥
জ্ঞানকে সম্বিত কহে, বলকে সন্ধিনী।
ক্রিয়া আহ্লাদিনীশক্তি, সর্ব্ব আহ্লাদিনী॥

পরেশা রাধিকা ঐছে একাশক্তি হয়।
যেহেতু পরেশ কৃষ্ণ হৈতে ভিন্ন নয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

যাতীতগোচরাবাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাং॥ ৫৭॥

অতএব শ্রীরাধিকা হ্লাদিন্যাদি রূপে।
বিশেষিতা পরেশ্বরী কহিনু স্বরূপে॥
এই বাক্যে পুন জানি শ্রীমতী রাধিকা।
হ্লাদিনী-সম্বিত সারভূতা-প্রেমাত্মিকা॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দভাষ্য পীঠকে।

যা ভগবদভিন্নাভিহিতা যা চ হ্লাদিনীত্যাদিনা
বিশেষিতা সা পরৈব রাধিকেশ্বরীতি।
তথাচ হ্লাদিনী সম্বিৎসারা প্রেমাত্মিকা সেতি॥ ৫৮॥

যদ্যপি শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা অভিন্ন।
তথাপি লীলার লাগি যুগপদ্বিভিন্ন॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস-আস্বাদন করি॥
প্রতিষেধ বিধিপ্রাপ্ত সেই রস হয়।
ব্যতীরেক রস; ধামাধিক্য নাহি রয়॥
বিধি, প্রতিষেধ বিধি উভয় অতীত।
সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ কহিনু নিশ্চিত॥

অতএব প্রতিষেধ বিধিপ্রাপ্ত রস।
আস্বাদনে উভয়ের কে ঘোষে দুর্যশ॥
রাধিকা কৃষ্ণের হয় প্রণয়-বিকার।
শ্রীস্বরূপ-শক্তি আহ্লাদিনী নাম যার॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরাদেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনাতদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥ ৫৯॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারে করে ভক্তের পোষণ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে আহ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, এই বেদের কাহিনী॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ-সত্ত্ব নাম।
শ্রীভগবানের সত্ত্বা যাহাতে বিশ্রাম॥
পিতা, মাতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণ-ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবরূপা রাধা সুধাংশুবদনী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা-শিরোমণি॥

তথাহি মৎ পিতামহ শ্রীমৎ প্রেমলালদেব
গোস্বামি প্রভুপাদেনোক্তং।

শ্রীকৃষ্ণারাধিকারাধ্যা রাধিকাপ্রীতিসাধিকা।
কৃষ্ণবামাঙ্গরূপা চ শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি নিষেবিকা।
শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী নন্দা সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী।
কৃষ্ণমুখাব্জসারঙ্গী ভক্তচিত্তপ্রসাদনী।
শ্রীকৃষ্ণমোহিনী মাস্তা স্মরগর্ব্ববিঘাতনী।
কৃষ্ণাঙ্গগন্ধলুব্ধা চ সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী।
শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনীরম্যা মহাভাবস্বরূপিণী।
সর্ব্ব লক্ষ্ম্যংশিনীশ্যামা পরাশক্তিঃ পরেশ্বরী।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থা শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গিত বিগ্রহা।
ভাবনী ভাবুকা ভব্যা বৃন্দাবন সুখাবহা।
রসিকা রঙ্গিনী রাসক্রীড়াকৌতুকমানসা।
উজ্জ্বলরসরূপা শ্রীগোকুলোজ্জ্বলকারিণী।
সম্বিচ্চাহ্লাদিনীশক্তেঃ সারভূতা প্রেমাত্মিকা।
সমর্থা রতিরূপা চ ললিতা ভক্তপালিকা।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং ভক্ত্যা রাধারসামৃতং।
স যাতি শ্রীরাধান্তিকং ভক্তসখ্যাসমং মুদা॥ ৬০॥

তথাহি প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তোত্রে চ ।

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাং ।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তনসুপ্রভাং ॥
কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া ।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাং ।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরীবিচিত্রিত কলেবরাং ॥
কম্পাশ্রু পুলকস্তম্ভস্বেদ গদ্গদরক্ততা ।
উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ।
কপ্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালী পুষ্পমালিনীং ।
ধীরাধীরাত্ব সদ্বাস পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥
প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং ।
কৃষ্ণনামযশঃ শ্রাববতংসোল্লাসিকর্ণিকাং ॥
রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্য কজ্জলাং ।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিতকর্পূরবাসিতাং ॥
সৌরভান্তঃপুরেগর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরিলীলয়া ।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য বিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥
প্রণয়ক্রোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং ।
সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীবরাং ॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাং ।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধূলীপরিবেশিকাং ॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ ।
স্বনাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ ।

অতোগান্ধর্ব্বিকে হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠং স্তদাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারতনে যাঁহার।
শ্রীঅঙ্গ পবিত্র অতি, হ্লাদিনীর সার ॥
স্ব-সখী প্রণয়-রূপ সুগন্ধোদ্বর্ত্তনে।
মনোহর শোভা যিঁহ করেন ধারণে ॥
সেই রাধিকার স্নিগ্ধ চরণে প্রণাম।
যাঁহার আশ্রয়ে হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥
পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্যামৃত তরঙ্গে-সুরঙ্গে।
স্নান যাঁর নিত্য প্রিয়সখীগণ সঙ্গে ॥
মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতধারাতে সিনান।
সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতবন্যায় বিধান ॥
এই তিন স্নানে যিঁহ লক্ষ্মীর হৃদয়।
ক্ষোভিত করেন, সেই শ্রীরাধার জয় ॥
কারুণ্যার্থে করুণতা জানিহ নিশ্চয়।
তারুণ্যার্থে সুযৌবন কৃষ্ণপ্রিয় হয় ॥
লাবণ্যার্থে কান্তি শ্যামবিমোহনকারী।
কারণ্য আদির অর্থ কহিনু বিস্তারি ॥
লজ্জারূপ নীলপট্ট বসনে যাঁহার।
শ্রীঅঙ্গ আবৃত, তাহে শোভা চমৎকার

শ্যাম-উদ্দীপন তরে ঐছে নীলাম্বর।
পরিধান করে রাই অতি মনোহর॥
সৌন্দর্য্যকুঙ্কুমে সদা শ্রীঅঙ্গ-শোভিত।
যাহা হেরি শ্যাম সুনাগর বিমোহিত॥
শ্যামল উজ্জ্বল দিব্য কস্তূরী যাঁহার।
শ্রীঅঙ্গে চিত্রিত, যেন আদ্যরস-সার॥
তার গন্ধে মুগ্ধ হঞা শ্যাম-মধুকর।
রাধার বদন-পদ্মে পড়ে নিরন্তর॥
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ স্বেদাস্ফুটধ্বনি।
বিবর্ণ-জড়তা আর উন্মত্ততা গণি॥
এই নবোত্তম রত্নে রচি অলঙ্কার।
পরিধান করে নিত্য গোকুল-মাঝার॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি কুসুম-মালায়।
অত্যধিক রূপে যাঁর অঙ্গ শোভা পায়॥
ধীরা-ধীরা ভাবরূপ কর্পূরাদি দ্বারে।
পরিধান বস্ত্র সদা সুগন্ধ বিস্তারে॥
প্রচ্ছন্নমানেতে যাঁর কুন্তল বন্ধন।
সৌভাগ্য-তিলকে অতি উজ্জ্বল বদন॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশঃ, শ্রবণ যাঁহার।
মনোহর কর্ণভূষা স্বরূপে বিস্তার॥
অনুরাগ তাম্বূলের রক্তিমা বরণে।
অধরোষ্ঠ সুরঞ্জিত যাঁর সর্ব্বক্ষণে॥

অত্যন্ত কুটিলপ্রেম নয়ন-অঞ্জন।
রস-পরিহাস-বাক্য কহে সর্ব্বক্ষণ ॥
সুমধুর হাস্যরূপ স্নিগ্ধ ঘনসারে।
সুবাসিত নিত্য যিনি শ্রীব্রজ-মাঝারে ॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক উপর।
আনন্দে শয়ন, শ্যামে স্মরি নিরন্তর ॥
বিপ্রলম্ভরূপ সুচঞ্চল হারস্থিত।
দীপ্তিশালী পদকেতে বক্ষঃ সুশোভিত ॥
স-প্রণয় ক্রোধোদ্ভূত রক্তিমা বরণ।
চিত্র কঞ্চুলিতে স্তন যুগলাচ্ছাদন ॥
অনুরাগ ধরে নিত্য রক্তিমা বরণ।
সেই লাগি রক্তবর্ণ কঞ্চুলী গ্রহণ ॥
সপত্নী সবার ব্যঙ্গী কুটিলবদন।
হৃদয়-শোষণকারী যশঃশ্রী-শয়ন ॥
মনোহর বীণা রব সতত যাঁহার।
সেই শ্রীরাধিকা-পদ আশ্রয় আমার ॥
ব্যবহারে চন্দ্রাবলী আদি সখীগণ।
রাধার সপত্নী মধ্যে করিয়ে গণন ॥
যৌবনরূপাত্ম সখী স্কন্ধের উপর।
নিজ লীলাকর পদ্ম ন্যস্ত নিরন্তর ॥
গুণে যিনি স্বয়ং শ্যামা শ্রীশ্যাম-মোহিনী।
শ্যামকান্তা শিরোমণি, রাসবিহারিণী ॥

শ্যামস্মরামোদমধু সুপরিবেশিকা।
কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী সর্ব্বরসালিকা॥
শীতকালে যে নারীর অঙ্গ উষ্ণ হয়।
উষ্ণকালে সুশীতল জানিহ নিশ্চয়॥
কান্ত-আকর্ষণ-গুণে অত্যন্ত পণ্ডিতা।
শ্রীশ্যামারমণী সেই শাস্ত্রেতে কীর্ত্তিতা॥

তথাহি কাব্যালঙ্কারে।

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালেতুশীতলা।
কান্তাকর্ষণশীলা যা সা শ্যামাপরিকীর্ত্তিতা॥ ৬২॥

দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করিয়া প্রণতি।
প্রার্থনা করি যে করি কাকুতি মিনতি॥
হে রাধে! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! দুঃখিত আমায়।
নিজ দাস্যামৃতদান কর স্ব-কৃপায়॥
তব দাস্যামৃত বিনা আমার জীবন।
কদাপি না রবে এই করি নিবেদন॥
হে করুণাময়ি! দীনে করুণা করিয়া।
জীবিত করুন শীঘ্র দাস্যামৃত দিয়া॥
একান্ত শরণাগত দুষ্টেরে কখন।
কৃপাময়ী যাঁরা তাঁরা না করে বর্জ্জন॥
দয়াময়ী শ্রেষ্ঠা তুমি জানে সর্ব্বজন।
অতএব এ অধীনে না কর বঞ্চন॥

প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য স্তবরাজ এই।
যে বর্ণিলা শ্রীরাধার কৃপাপাত্র সেই॥
সেই কৃপাপাত্র দেখি রঘুনাথ দাস।
তাঁহার কৃপায় মোর পূর্ণ অভিলাষ॥
ধন্য! ধন্য! রঘুনাথ গোসাঞি সংসারে।
মহাভাবরূপা রাধা জানি যাঁর দ্বারে॥
মহাভাব রাধাতত্ত্ব করিনু বিস্তার।
এবে কৃষ্ণকান্তাতত্ত্ব করিব প্রচার॥
কৃষ্ণকান্তাগণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে রাজ্ঞীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ সর্ব্বকান্তাগণ সার।
রাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতরী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
রাধিকা করেন তৈছে শক্তির বিস্তার॥
সর্ব্বাংশিনী পরাশক্তি শ্রীশক্তিরাধিকা।
কৃষ্ণাভিন্ন স্বরূপিনী সবার অধিকা॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা।
সৈবশ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্॥ ৬৩॥

সেই পরাশক্তি রাধা কৃষ্ণানন্দ তরে।
যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন জানিহ অন্তরে॥

যখন যেরূপে কৃষ্ণ হন অবতার।
তখনি তদনুরূপ পরাশক্তি তাঁর॥
নিজ অবতার রঙ্গে করেন প্রকাশ।
পরাশর বাক্য এই জানিহ নির্য্যাস॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথাশ্রীস্তৎসহায়িনী॥ ৬৪॥

ভক্তানন্দ লাগি কৃষ্ণ যেই যেই রস।
আস্বাদিতে ইচ্ছা করে হঞা ভক্ত বশ॥
তখনি প্রকৃতি তাঁর তদিচ্ছানুরূপ।
স্বভাবাদি প্রকাশেন জানিহ স্বরূপ॥
যদ্যপি কৃষ্ণের নাহি রসাস্বাদে ক্ষোভ।
তথাপি আস্বাদে রস প্রকাশিয়া লোভ॥
নির্লোভির লোভ এই ভক্তের কারণ।
ইথে সাক্ষী ভাগবত পুরাণ বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অনুগ্রহায়ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ৬৫

যুগল মিলন আদি চিন্তন ব্যতীত।
রস আস্বাদন নাহি হয় কদাচিত॥
এই হেতু রাধাকৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে।
যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন কহে ভক্তগণে॥

বিপ্রলম্ভ রসাদিতে ভিন্নরূপে ভাসে।
সম্ভোগেতে সদাকাল অভিন্ন প্রকাশে॥
সেইত সম্ভোগ রস অপ্রাকৃত হয়।
যার বিন্দু কণাস্বাদি রসিক নাচয়॥
যাঁর লোভ আছে হেন সম্ভোগাস্বাদনে।
তিঁহ চিন্তা করু ব্রজে যুগল মিলনে॥
প্রাকৃত নায়ক আর প্রাকৃত নায়িকা।
উভয় সম্ভোগ গর্হ্য সম প্রহেলিকা॥
এ হেতু প্রাকৃত হয় উভয় সম্ভোগ।
যার চিন্তাদিতে হয় সংসারাদি ভোগ॥
সুখ ব্যাজে দুঃখপ্রদ প্রপঞ্চ মাঝারে।
প্রপঞ্চ সম্ভোগ আদি কহিনু তোমারে॥
কৃষ্ণ ভক্তিনাশকারী জীবননাশক।
রোগ, শোক, মোহকর, নরকদায়ক॥
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট সাধক।
যাহার চিন্তন ভজনাদির বাধক॥
যে নারী পুরুষরত প্রাকৃতা রতিতে।
নহে অধিকারী তারা ভকতি লভিতে॥
ভক্তি-প্রেম লভিবারে বাসনা যাঁহার।
প্রাকৃত সম্ভোগ আদি অগ্রাহ্য তাহার॥
যে পুরুষ স্ত্রীরূপাদি হৃদয়ে চিন্তয়।
যে নারী পুরুষ রূপ প্রভৃতি ভাবয়॥

যে পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গীর সহ সঙ্গ করে।
যে নারী পুরুষ সঙ্গিনীরে স্নেহাচরে॥
সে নারী-নরের সঙ্গ ভক্ত-নারী-নর।
কভু নাহি করিবেন, কি কব বিস্তর॥
সত্য-শৌচ-দয়া-মৌন-লজ্জা-হ্রী-শ্রী-যশ।
শম-দম-ক্ষমৈশ্বর্য্য ভক্ত্যানন্দরস॥
সকল বিনষ্ট করে স্ত্রী-পুংস-মিলন।
এ হেতু ভক্তীচ্ছু জনে করেন বর্জ্জন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৬৬।
ন তথাস্যভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদযথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥
সত্যং শৌচং দয়ামৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ং॥
তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়া মৃগেষু চ॥ ৬৭॥

অস্বাতন্ত্র্যরূপে গুরু আজ্ঞা অনুসারে।
ভজিবে রমণীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণাগারে॥
স্বাতন্ত্র্যভাবেতে অন্য পুরুষের সনে।
গৃহে বা তীর্থেতে নাহি রবে নারীগণে॥

স্বাতন্ত্র্যভাবেতে অন্য পুরুষের সনে।
পুণ্যাদি ক্ষেত্রেতে রহি যেই নারীগণে॥
রাধাকৃষ্ণ ভজে তারা ব্যভিচারী-প্রায়।
কাম অতি বলবান কহিনু তোমায়॥
এই হেতু শাস্ত্রে কহে স্বাতন্ত্র্যতাভাব।
রমণীবৃন্দের সর্ব্ব কার্য্যেতে অভাব॥
অসঙ্গ হইয়া যৈছে ভক্তিমতীগণ।
গুর্ব্বাজ্ঞানুসারে ভজে গোবিন্দ-চরণ॥
তৈছে নিত্যাসঙ্গ ভাবে ভক্তিমান জন।
তীর্থাদিতে রহি করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥
নিঃসঙ্গ সর্ব্বদা হয় ভজনের মূল।
কখন ইহাতে যেন নাহি হয় ভুল॥
গোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমোদ্দীপনাশে।
কোন কোন মূঢ় রহে নারী-সহবাসে॥
সেই সব পাপাত্মার সঙ্গ কদাচন।
প্রসঙ্গক্রমেতে নাহি করে ভক্তজন॥
অসৎসঙ্গ কুটি-নাটি করিয়া বর্জ্জন।
একান্তভক্তিতে ভবে ভাগ্যবান্ গণ॥
নিত্য-বৃন্দাবনে দিব্য যোগপীঠোপরে।
প্রিয়ালীবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণে সেবা করে॥
স্বচ্ছন্দে শ্রীরাধিকারে করি আলিঙ্গন।
শৃঙ্গার-স্বরূপে নিত্য শ্রীনন্দ-নন্দন॥

ব্রজে কল্পতরুতলে হেমসপ্মান্তরে।
যোগপীঠোপরি শোভে নানা রাগভরে॥
নিজ নিজ সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া।
সেবে প্রিয়সখীগণ প্রেমাত্মা হইয়া॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌপ্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৬৮॥

রাধাকৃষ্ণে আলিঙ্গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ রাধারে।
আলিঙ্গিয়া এক হঞা যেরূপ বিস্তারে॥
সেইত স্বরূপে কহি প্রত্যক্ষ-শৃঙ্গার।
রসরাজময় মূর্ত্তি, না কহিব আর॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌমুগ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি॥ ৬৯।

সেই মূর্ত্ত্যে সেই সদ্মে সখীগণ সহ।
অপ্রাকৃতানঙ্গোৎসব করে অহরহ॥
নিজাচিন্ত্যশক্তি বল দেখাবার তরে।
অপূর্ব্ব অনঙ্গোৎসব ব্রজে কৃষ্ণ করে॥
চিচ্ছক্তি বিলাস সেই বাক্যাদ্যগোচর।
ভাগবতবেদ্য সদা জানি নিরন্তর॥

আচার্য্যের অভিপ্রায় না বুঝিয়া তারা।
স্থাপিলা স্বকীয়াবাদ হঞা দিশাহারা॥
"গোপীনা" মিত্যাদি শ্লোকে পরকীয়া ভাব।
স্বকীয়াবাদীর মতে সদাই অভাব॥
অস্মদাদি মতে ঐছে শ্লোকের ভিতর।
পরকীয়া ভাব দৃষ্ট হয় নিরন্তর॥
যদ্যপি গোবিন্দ সর্ব্ব পত্যাত্মা নিশ্চিত।
তথাপি গোপীর ভাবে হইয়া ভাবিত॥
অপ্রাকৃতরূপে করে অপ্রাকৃত রতি।
সে রতি বুঝিবে কিসে প্রাকৃতিক মতি॥
স্বাহ্লাদিনী শক্তি সঙ্গে আনন্দাস্বাদন।
সে আনন্দ রতি কেবা করিবে বর্ণন॥
আনন্দে আনন্দ মিশি যেবানন্দ হয়।
সেই মহানন্দ, যারে রাসরস কয়॥
সেই রাসরস নিত্য পরকীয়ারূপে।
গোপীকাগণের বেদ্য কহিনু স্বরূপে॥
ইহলোক পরলোক কুল-শীল-মান।
ধর্ম্মাদি ছাড়িয়া যেই কৃষ্ণে সোঁপে প্রাণ॥
সেই পরকীয়া ভাব সর্ব্বোত্তমোত্তম।
যে ভাবে ভাবিত হঞা শ্রীনন্দ-নন্দন॥
গোপীকার সহ করে অনঙ্গ উৎসব।
যাহা নাহি হয় অস্মদাদি অনুভব॥

রহস্য কহিয়ে এক করহ শ্রবণ।
যাহাতে বুঝিবে পরকীয়া ভাবোত্তম॥
একদিন শ্রীরাধিকা নন্দের ভবনে।
গমন করেন যশোদার নিমন্ত্রণে॥
যশোদারে দেখি রাধা লজ্জিতা হইয়া।
দাঁড়ায়েন নিজাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া॥
কথা নাহি কহে রাই আড় দিঠে চায়।
তাহা হেরি যশোমতী কহেন রাধায়॥
আমারে দেখিয়া কেন লাজে স্ব-বদন।
নিজ নীলাম্বরাঞ্চলে করিলাচ্ছাদন॥
কীর্ত্তিদার সুতা তুমি যৈছে তৈছে মোর।
আমার নিকটে কেন লাজ এত তোর॥
প্রতি প্রাতে চাঁদমুখ দেখিবার তরে।
আহ্বান করি যে তোমা আপনার ঘরে॥
যৈছে সুখ হয় মোর কৃষ্ণাস্য দর্শনে।
তৈছে সুখ হয় হেরি তোমার বদনে॥
লাজ ত্যজি মুখাঞ্চল করিয়া মোচন।
মোর সনে কথা কহ তুলিয়া বদন॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলরসবল্ল্যাং।

**ন সুতাসি কীর্ত্তিদায়াঃ কিন্তু মমৈবেতিতথ্যমাখ্যামি
প্রাণিমি বীক্ষ্যমুখন্তে কৃষ্ণস্যেবেতি কিংত্রপসে** ॥ ৭২ ॥

যশোদার স্থানে লাজে মুখ আচ্ছাদন।
যে কারণে রাধিকার করহ শ্রবণ॥
পরকীয়াভিমানিনী কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ।
সে কারণ গুরু দৃষ্টে লাজাদ্যনুক্ষণ॥
প্রকৃত আহ্বান বর্জ্জি অপ্রকৃতাহ্বান।
স্নেহসহ যেই তার অপহ্নুত্যাখ্যান॥
লজ্জাপূর্ণ রাই-মুখ করিয়া দর্শনে॥
প্রকৃত আহ্বান বর্জ্জি স্ব-স্নেহ বচনে॥
রাধারে কহেন নন্দরাজার গৃহিণী।
কেন মোর কাছে এত লজ্জা বিনোদিনী॥
কীর্ত্তিদার সুতা তুমি যেমন জানিবা।
তৈছে তুমি মম সুতা মনেতে মানিবা॥
কৃষ্ণপ্রসূ যশোদার স্নেহ সম্ভাষণে।
রাধিকা কৃষ্ণের বধূ নিত্য জানি মনে॥
প্রতিষেধাপ্রতিষেধাতীতা বধূ রাই।
আর গোপীগণ নিত্য, কহিলা গোসাঁই॥
এ তত্ত্ব না জানি নিত্য আনন্দ উদ্গত।
পরকীয়াভাবে নিন্দে বহির্ম্মুখ যত॥
তাহাদের ভয়ে কৃষ্ণ প্রিয়ানুরোধেতে।
অপহ্নুতি পরাইলা বিশেষ রূপেতে॥
সেই অপহ্নুতি অলঙ্কারের প্রভায়।
বহির্ম্মুখে পরকীয়া না দেখিতে পায়॥

তথাহি মজ্জ্যেষ্ঠতাত শ্রীমদ্বনমালীদেব গোস্বামি প্রভু চরণৈরুক্তং ।

ত্রপয়া মুখমাবৃত্য গত্বা শ্রীযশোদান্তিকং ।
কিঞ্চিন্নোবাচ সা রাধা তদ্বিলোক্য হরেঃ প্রসূঃ ।
প্রাহ কিং ত্রপসে পুত্রি কা লজ্জা তে মমান্তিকে ।
প্রাণিমি তন্মুখং দ্রষ্টুমাহ্বয়ামি বদামি তে ।
ন সুতাসীতি বাক্যস্য ব্যাখ্যায়াং স্বমতং প্রভুঃ ।
অপহ্নুতিমলঙ্কারং নির্দ্দিদেশ জীবঃ স্বয়ং ।
পরকীয়ভাবমুগ্ধানন্তরঙ্গান্ মহাশয়ান্ ।
তোষিতুং রসতত্ত্বজ্ঞ উক্তালঙ্কারমাশ্রিতঃ ।
অপ্রাকৃতপারকীয়রসাগৌরবশঙ্কিতঃ ।
অত্যন্তাস্ফুটরূপেণ প্রোবাচ স্বমতং প্রভুঃ ।
বহির্ম্মুখ বঞ্চনায় স্বেষাং প্রমোদনায় চ ।
জুগোপানন্দজং ভাবং পারকীয়াশ্রিতং হি সঃ ॥ ৭৩ ॥

উপপতিভাবে ব্রজে ব্রজ-লক্ষ্মীগণ ।
শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ করেন সেবন ॥
সাধন সুসিদ্ধা গোপীমণ্ডলী সকল ।
ঐছে ভাবে সেবে কৃষ্ণ-চরণ যুগল ॥
তাহাতে তাঁহারা ত্যজি গুণময় দেহ ।
শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা হঞা আস্বাদেন লেহ ।

তথাহি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে ।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনা ॥ ৭৪ ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পর-পতি-জ্ঞানে।
সেবন করেন নিত্য রসের বিধানে॥
ব্রহ্মেশ্বর আদি জ্ঞানে গোপ-গোপীগণে।
কভু নাহি ভজে কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে॥

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্ম তয়া মুনে॥ ৭৫॥

ভাগবত-বাক্যে নিত্য পরকীয়া রস।
যে রসে গোবিন্দ হয় গোপীকার বশ॥
যে রসে রসিত হঞা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপীকার ঋণী হন, করি দরশনে॥

তথাহি তত্রৈব।

। পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
। মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥৭৬॥

ধন্য! ধন্য! ধন্য! সেই পরকীয়া রস।
যে রসে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোপীকার বশ॥
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ে ঐছে রসসার।
বহু ভাগ্যে কোন জন স্বাদে অনিবার॥
তত্ত্বজ্ঞ-সুস্নিগ্ধ-সিদ্ধ শ্রীগুরু-কৃপায়।
ঐছে রসাস্বাদে ভক্ত কহিনু তোমায়॥
পরকীয়া রসে যেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
সেই পরমার্থ সার কহে মুনিগণ॥

পরমার্থ সার অর্থ বেদান্ত প্রমাণে।
অল্পবাক্যে কহি কিছু তব সন্নিধানে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখাসুখ জনম-মরণ।
বর্ণাশ্রম-স্বর্গ-আদি সুখের কল্পন॥
তীর্থ-সেবা পুণ্যাপুণ্য বন্ধন-মোক্ষণ।
পরমার্থে এই সব না করি গণন॥
অখিল বেদান্ত শাস্ত্র করি বিলোকন।
পরমার্থ সার বর্ণে সহস্রবদন॥
পঞ্চাশীত্যার্য্যায় এই পরমার্থসার।
শেষদেব গাঁথিলেন করি কণ্ঠহার॥

তথাহি শ্রীমচ্ছেষদেবেনোক্তং।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখকল্পনা স্বর্গনরকবাসশ্চ
উৎপত্তিনিধনবর্ণাশ্রমা ন সন্তীহ পরমার্থে॥
পুণ্যায় তীর্থসেবা নিরয়ায় শ্বপচসদননিধনগতিঃ।
পুণ্যাপুণ্যকলঙ্কস্পর্শাভাবে তু কিন্তেন॥
বেদান্তশাস্ত্রমখিলং বিলোক্য শেষোঽখিলাধারঃ।
আর্য্যাপঞ্চাশীত্যাববন্ধ পরমার্থসারমিদং॥ ৭৭॥

পরমার্থ শব্দে জানি সত্যানুশীলন।
স্ব-গণান্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে সর্ববক্ষণ॥
সত্যবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
আনুকূল্যভাবে তাঁর সদানুশীলন॥

ইহাকেই পরমার্থ কহে শ্রুতিগণ।
শেষ নাগ মুখে এই করিনু শ্রবণ ॥
পরমার্থ শূন্য যথা তথা ধর্ম্মাধর্ম্ম।
বর্ণাশ্রম আদি এই কহিলাম মর্ম্ম ॥
এর পর জানিবারে বাসনা যাহার।
অন্তরঙ্গ গুর্ব্বাশ্রয় কর্ত্তব্য তাহার ॥
প্রকৃতি আশ্রিত কার্য্যে সুনিপুণ যিনি।
তত্ত্বজ্ঞ রসিক অন্তরঙ্গ গুরু তিনি ॥
প্রকৃত্যর্থে গোপীগণ গোবিন্দ-বল্লভা।
নিত্যাপ্রসূতিকা যাঁরা জগত-দুর্ল্লভা ॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয়ে।

অথবা গোপীপ্রকৃতিঃ জনস্তত্রাংশ মণ্ডলঃ।
অনয়োর্ব্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ ॥ ৭৮

আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস।
কি কহিতে কিবা এই করিনু প্রকাশ ॥
চিন্ময়ভূমিতে যাঞা ভূম্যংশ আমার।
সম্মিলিত হইয়াছে কি কহিব আর ॥
জলাংশ মিলিয়া গেছে বিরজার জলে।
অগ্ন্যংশ মিলিল কৃষ্ণাদরশ অনলে ॥
নিত্য সে বসন্তানিলে বায়ুংশ আমার।
মিলিয়া ভ্রমিছে ব্রজভূমে অনিবার ॥

আকাশাংশ ব্রজাকাশে করিল মিলন।
মম পঞ্চভূতাবস্থা করিনু কীর্ত্তন॥
বুদ্ধি দূতী ক্ষিপ্ত হঞা ব্রজের কাননে।
অন্বেষণ করিতেছে শ্রীরাধা-রমণে॥
মনভৃঙ্গ শ্যামসুধা ভোখিবার তরে।
ক্ষিপ্ত হঞা ঘুরিতেছে গোকুল-নগরে॥
গোবিন্দের জলকেলী দর্শন কারণে।
চিত্তমীন ডুবিয়াছে যমুনা-জীবনে॥
অহংকারোম্মত্ত করি মথুরানগরে।
বাঁধা পড়িয়াছে যাঞা কংসরাজ-ঘরে॥
জ্ঞান কৃষ্ণরূপ চিন্তি হইল অজ্ঞান।
বৈরাগ্য বিরক্ত হঞা করিল পয়ান॥
দ্বাদশ ইন্দ্রিয় মোর দ্বাদশ নিকুঞ্জে।
মিলিয়া শ্রীশ্যামরসলীলানন্দ ভুঞ্জে॥
আমার আমিত্ব আর কিছুই ত নাই।
অবধূতপ্রায় আমি থাকি সর্ব্বদাই॥
কি বলি কি করি কোথা যাই কিবা খাই।
কোথায় শয়ন মোর কিছু স্থির নাই॥
মৃত কি জীবিত আছি ঠিক নাহি পাই।
কিবা দশা পাঞা ভ্রমি কারে বা জানাই॥
হেন দশা যে করিল আমার ভুবনে।
জন্মে জন্মে দাস তার হই শ্রীচরণে॥

পরমার্থ পরমার্থ বলে বহুজন।
পরমার্থীপ্রায় নাহি হয় দরশন॥
পরমার্থী যেই সেই ভুবন ভিতরে।
প্রচ্ছন্নভাবেতে ভ্রমে কেবা তারে ধরে॥
যে ধরে সে সব ছাড়ি চরণে তাহার।
প্রাণাদি অর্পণ করে, কহিলাম সার॥
পরমার্থী-পদে মোর কোটি নমস্কার।
যাহার কৃপায় পাই পরমার্থ সার॥
তুমি মোর প্রিয় তেঞি তুয়া সন্নিধানে।
পরমার্থ কহিলাম বেদাদি প্রমাণে॥
গোপনে রাখিবে ইহা না কর প্রকাশ।
প্রকাশে বস্তুর হয় বল আদি হ্রাস॥
শপথ অর্পিয়া গুরু এ তত্ত্ব আমায়।
অল্পাক্ষরে শিখালেন, কহিনু তোমায়॥
ক্রিয়াদি ইহার যত শ্রীগুরুর দ্বারে।
জানিবে বিশেষরূপে সেবিয়া তাঁহারে॥
গুরুবাক্য ভঙ্গ ভয়ে ক্রিয়াদি ইহার।
এথায় বিশদরূপে না করি প্রচার॥
সন্দর্ভের স্থানে স্থানে দিয়া আবরণ।
সেই ক্রিয়া ক্রম আদি করিব কীর্তন॥
সুচতুর ভক্তগণ সেই সেই স্থানে।
পরমার্থ ক্রিয়াদির পাইবে সন্ধানে॥

পরকীয়া ভাব যেই, পরমার্থ সেই।
নিশ্চয় করিয়া মুঞি কহিলাম এই॥
ইহা বিনা আর যত পরমার্থ হয়।
গৌণ মধ্যে সেই সব কভু মুখ্য নয়॥
পরকীয়া ভাবে যেই কৃষ্ণের সেবন।
সেই পরমার্থ সার কহে বিজ্ঞগণ॥
পরকীয়াপূর্ব্বভাব সিদ্ধান্ত তোমায়।
যথাশাস্ত্র কহিলাম রাখিবে হিয়ায়॥
ইহার সিদ্ধান্তে আর নাহি প্রয়োজন।
সেব্য বস্ত্বাদির কথা করহ শ্রবণ॥
সেব্যবস্তু রাধাকৃষ্ণ যোগ পীঠোপরি।
অষ্টদিকে সখীগণ কহিনু বিবরি॥
অনঙ্গ গায়ত্রী আর অনঙ্গ বীজেতে।
রাধাকৃষ্ণ সদোপাস্য শ্রীযোগপীঠেতে॥
যদি কহ শ্রীঅনঙ্গ গায়ত্রী-বীজেতে।
শ্রীকৃষ্ণোপাসনা হয় কেবল ব্রজেতে॥
এই কথা কবিরাজ করিলা বর্ণন।
তার সমাধান তবে করহ শ্রবণ॥
কাম বীজ রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ নিশ্চয়।
অতএব কামবীজে দুই সেবা হয়॥
কেহ কেহ ভিন্নরূপ সেবার কারণ।
রমাবীজ আদি হৃদে করেন চিন্তন॥

সমর্থে নন্দের বৃন্দাবনে বাস করি।
সেবিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যোগপীঠোপরি ॥
অসমর্থে মানসেতে ব্রজে করি বাস।
ভজিবে শ্রীযোগপীঠে রাই, পীতবাস ॥
কেহ কেহ না জানিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে।
যোগপীঠোপরি রাধাকৃষ্ণ সেবা করে ॥
আচার্য্যের মতে তাহা বিরুদ্ধ জানিবে।
অতএব হৃদে ধাম আদি না কল্পিবে ॥
মন্ত্রময়ী, স্বারসিকী সেবা দুই হয়।
তার মধ্যে মন্ত্রময়ী যোগপীঠে কয় ॥
অষ্টযামাত্মিকা আর ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা।
স্বারসিকী কৃষ্ণসেবা-পুর্ণরসাত্মিকা ॥
শ্রীরূপ গোস্বামি আর শ্রীসনৎকুমার।
অষ্টযামাত্মিকা আদি লীলার বিস্তার ॥
করিলেন নিজ নিজ গ্রন্থের মাঝারে।
মূল স্থূল ভয়ে এথা না কহি তোমারে ॥
যে স্থানে যখন ব্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দ।
লীলা করে লঞা নিজ সখী-সখাবৃন্দ ॥
সেই স্থানে সেই কালে সে লীলা-স্মরণে।
স্বারসিকী উপাসনা কহে ভক্তগণে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিধি আর নিষেধ অতীত।
স্বারসিকী উপাসনা কহিনু নিশ্চিত ॥

ব্রজজন অনুগত রাগানুগজনে।
ব্রজজন অনুসারে নিত্য বৃন্দাবনে॥
অসঙ্গে আনন্দে স্বারসিকী উপাসনা।
স্বভাবাপ্ত দেহে করে ছাড়ি সুখৈষণা॥
ব্রজগোপী অনুগত বিনৈশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় কৃষ্ণ-ভগবানে॥
বিধিমার্গৈশ্বর্য্যজ্ঞানে যে করে ভজন।
বৈকুণ্ঠে তাহার গতি যথা নারায়ণ॥
ঐশ্বর্য্য পুরুষ নারায়ণভক্ত যাঁরা।
নিত্য প্রেমানন্দ কভু নাহি পায় তাঁরা॥
রাজার দর্শন যৈছে প্রজার অন্তরে।
সঙ্কোচ আনন্দ দুই উদ্ভাবন করে॥
যেখানে সঙ্কোচ সেথা নিত্য প্রেমানন্দ।
ভোগ নাহি হয়, হেতু ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ॥
স্বারসিকী উপাসনা চরমা নিশ্চয়।
মন্ত্রময়ী উপাসনা প্রথমা যে হয়॥
কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত হঞানন্যমনা।
ব্রজে নিত্য করে মন্ত্রময়ী উপাসনা॥
উত্তমাধিকারীভক্ত নিত্যানন্যমনে।
স্বারসিকী উপাসনা করে বৃন্দাবনে॥
দেহে বা মানসে ব্রজে যেই কোন স্থানে।
অবস্থান করি স্ব-স্ব ভাবের বিধানে॥

রাধাকৃষ্ণ উপাসনা করিবে সদাই।
তার মধ্যে রাধাকুণ্ডে বাস শ্রেষ্ঠ গাই ॥

তথাহি উপদেশামৃতে।

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎপ্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিংপুনর্ভক্তি ভাজাং
তৎপ্রেমেদংসকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ৭২ ॥

উত্তম, মধ্যম আদি ভক্তের বিচার।
পরেতে করিব বাপ! করিয়া বিস্তার ॥
কলির কুহক বড় হয় চমৎকার।
তাহা হৈতে প্রায় কার না দেখি নিস্তার ॥
মধ্যে মধ্যে কলিসম কলি-দূতগণ।
কৃষ্ণভক্ত ভাব আদি করিয়া ধারণ ॥
পঞ্চ নাম আদি মন্ত্র কল্পনা করিয়া।
লোক ভুলাইয়া ভ্রমে ভাব দেখাইয়া ॥
দেখ বাপ! তাহাদের ভাবাদি দর্শনে।
যোগীর কুক্কুর সম না হও কখনে ॥
শোণবস্ত্র দেখিলেই যোগীর কুক্কুর।
বেগে ধায় তার কাছে ভাবি স্ব-ঠাকুর ॥
জ্ঞানাদিবিহীন অজ্ঞ কুক্কুরের ন্যায়।
স্ব-প্রভু নাহিক ছেড় কহিনু তোমায় ॥

কুক্কুর ধর্ম্মীর বাপ! বিষ্ঠাদি ভোজন।
উত্তরকালেতে হয় শাস্ত্রের লিখন ॥
সতর্ক লাগিয়া ইহা কহিনু তোমারে।
আচার্য্যের ধর্ম্ম এই শাস্ত্রেতে বিস্তারে ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি যুগল মিলন।
চিন্তনে সম্ভোগরস হয় আস্বাদন ॥
এই কথা মনে রাখি গোপী-অনুসারে।
ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কহিনু তোমারে ॥
নিজ সিদ্ধ দেহারোপ করিয়া মনেতে।
গুরুদত্ত সেবাদ্রব্যে নিকুঞ্জ মাঝেতে ॥
সেবিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শৃঙ্গার-মূরতি।
এই তত্ত্ব শ্রীনারদে কহে বৃন্দাসতী ॥
সাধকাবস্থায় যাহা করিবে চিন্তন।
সিদ্ধেতে পাইবে তাহা কে করে খণ্ডন ॥
কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে কোন কোন জন।
নাহি মানে ঐছে সেবা দুর্দ্দৈব কারণ ॥
তাহারা দুরন্ত মতি গর্দ্দভের ন্যায়।
সারশূন্য শাস্ত্রভার বহিয়া বেড়ায় ॥
এবে শুন ভেদাভেদ ক্রীড়ার বিস্তার।
যে কথা শ্রবণে চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
অপ্রাকৃতোজ্জ্বলরসাস্বাদন আনন্দ।
ভক্তে ভোগ করাইতে পূর্ণরসকন্দ ॥

নিত্য সিদ্ধ আদি নিজ বল্লভা সবার।
শৃঙ্গারানন্দাদি হৃদে করিতে বিস্তার॥
গোপ-গোপীগণ-চিত্ত বিনোদ কারণ।
নন্দাত্মজরূপে কৃষ্ণ লভিয়া জনম॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

গোপীনাং কামপূর্ণায় নিত্যানাং রমণায় চ।
গোপালানাং বিনোদায় স্বয়ং নন্দসুতোঽভবৎ॥ ৮০॥

স্ব-শক্তির সহ নিত্য ভেদাভেদরূপে।
ক্রীড়া করে সর্ব্বরসে রসিক স্বরূপে॥
সর্ব্বরস বারিধির এই ত ধরম।
অজ্ঞজনে নাহি জানে ইহার মরম॥
নিত্য অপ্রাকৃত আদ্যরস লুব্ধজন।
রাধাকৃষ্ণালিঙ্গরূপ করেন ভজন॥
যুগল ভজন বিনা রসাদ্য-শৃঙ্গার।
আস্বাদন নাহি হয় কহিলাম সার॥
শৃঙ্গার রসের নাম কহি যে আনন্দ।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ লাগে অতি মন্দ॥
অপ্রাকৃত আদ্যরস প্রেমভক্তি সার।
শিক্ষা দিতে হন কৃষ্ণ গোরা-অবতার॥

তথাহি শ্রীবিদগ্ধমাধবে।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।

হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৮১ ॥

যদি কহ অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চ উভয়ে।
একরূপে যেই সেব্য সেই নিত্য হয়ে ॥
অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চেতে সমরূপে যেই।
কৃষ্ণধাম শোভা পায় নিত্য জানি সেই ॥
অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চেতে সমরূপে যাহা।
কৃষ্ণলীলা শোভা পায় নিত্য জানি তাহা ॥
যে লীলার কোন কালে নাহিক বিচ্ছেদ।
সেই লীলা নিত্য হয় কহে যত বেদ ॥
এ সব বাক্যের তবে শুন সমাধান।
যাহার শ্রবণে হয় নিত্য তত্ত্ব-জ্ঞান ॥
নিত্যবস্তু, নিত্যসেব্য প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে।
একমাত্র কৃষ্ণ, যার মায়া লোক বঞ্চে ॥
নিত্য সকলের নিত্য আত্মাত্ম-স্বরূপ।
তাপনী প্রভৃতি শাস্ত্রে কহে এইরূপ ॥
অবশেষ সর্ব্বলোক কৃষ্ণ অঙ্গে রহে।
এই লাগি অবশেষ কৃষ্ণচন্দ্রে কহে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহমেবা সমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণ ভিন্ন অবশেষ কেহ নাহি রয়।
শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণেতে এই কথা কয়॥
অবশেষ যেই সেই কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ।
নিত্যসেবা নিত্যরূপে কে করে খণ্ডন॥
কৃষ্ণের সকল রূপ পূর্ণ নিত্য হয়।
প্রাকৃত না হয় কভু, জানিহ নিশ্চয়॥
হান-উপাদান শূন্য শুদ্ধজ্ঞানময়।
পরম আনন্দ নিধি সর্ব্বোপাস্য হয়॥
সর্ব্বগুণপূর্ণ সর্ব্বদোষ-বিরহিত।
শ্রীমহাবারাহ বাক্যে জানিবে নিশ্চিত॥

তথাহি শ্রীমহাবারাহে।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।
পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৮৩॥

একমাত্রানন্যাপেক্ষী স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণবিনা কেহ নাই বেদ করে গান॥
এক হঞা বহুরূপে হয়েন প্রকাশ।
এই বাক্যে অন্যাপেক্ষী কৃষ্ণের নিরাশ॥
অন্যাপেক্ষী নহে যেই সেই স্বয়ং হয়।
এ হেতু "কৃষ্ণস্তু স্বয়ং" ভাগবতে কয়॥

অন্যাপেক্ষা হীন, স্বয়ং, অবশেষ যেই ।
সেই কৃষ্ণ নিত্য, নিত্য সেব্য জানি এই ॥
নিত্য সকলের নিত্য যেই কৃষ্ণ হয় ।
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে তিঁহ সর্ব্বসেব্য কয় ॥
একত্ব ভিন্নত্বাংশত্বাংশিত্ব ধর্ম্ম যত ।
কৃষ্ণেতে সম্পূর্ণরূপে বিরাজে সতত ॥
অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি যে কৃষ্ণের হয় ।
অসম্ভবাযুক্ত তাঁর কভু না ঘটয় ॥
শক্তির প্রকাশ আর অপ্রকাশ যেই ।
তারতম্য হেতু সেই কহিলাম এই ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুচরণৈরুক্তং ।

একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা ।
অস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্ত শক্তিতঃ ।
শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণং ॥ ৮৪ ॥

সর্ব্বদাভিব্যক্ত, সর্ব্বশক্তিমান হেতু ।
স্বয়ংরূপ নন্দাত্মজ কৃষ্ণ ধর্ম্মসেতু ॥
রাধাআদি পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ সঙ্গে রয় ।
অতএব রাধাকৃষ্ণ নিত্যোপাস্য হয় ॥

তথাহি ঋক্পরিশিষ্টে ।

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ।
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্য অভিন্নরূপেতে।
হ্লাদিন্যাদি শক্তি রহে জানিহ মনেতে॥
আহ্লাদিনী সম্বিতের সারাংশ স্বরূপা।
প্রেমাত্মিকা শক্তি রাধা মহাভাব রূপা॥
অতএব রাধাকৃষ্ণ এক স্বরূপেতে।
নিত্যসেব্য নিজ নিজ ভাবানুসারেতে॥
সখী অনুগত হঞা সখী অনুসারে।
রাধাকৃষ্ণে সেবে যেই শ্রেষ্ঠ কহি তারে॥
সখী অনুগত ধর্ম্ম অতি গূঢ় হয়।
সদ্গুরুসকাশে বেদ্য অন্য স্থানে নয়॥
এবে কৃষ্ণধাম তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
যাহাতে বুঝিবে নিজ গতি সুশোভন॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁর ধাম ভিন্ন নয়।
শেষদেব ধামরূপে নিত্য বিরাজয়॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবং॥ ৮৬॥

কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি প্রভু বলরাম।
নানারূপে কৃষ্ণসেবা করে অবিশ্রাম॥
তিঁহ নিজ অংশ দ্বারে অনাদি-রূপেতে।
সৃজে কৃষ্ণধাম আদি বুঝহ মনেতে॥

ভগবন্মহিমা-আদি স্বরূপে নির্ণীত।
বৈকুণ্ঠাদি ধাম ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে বিরাজিত॥
মহৈশ্বর্য্যময় হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
পঞ্চবিধ ভক্তবাস যথা অবিশ্রাম॥
জ্ঞান, শুদ্ধ, প্রেম, প্রেমপর, প্রেমাতুর।
পঞ্চবিধ ভক্ত এই কহে যত সূর॥

তথাহি বৃহদ্ভাগবতামৃতে।

জ্ঞানভক্তাস্তু তেষেকে শুদ্ধভক্তাঃ পরেঽপরে।
প্রেমভক্তাঃ পরে প্রেমপরাঃ প্রেমাতুরাঃপরে॥ ৮৭॥

জ্ঞানভক্ত ভরতাদি, শুদ্ধাম্বরীষাদি।
প্রেমভক্ত শ্রীরুদ্রাংশ অঞ্জনাসুতাদি॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রেমপর ভক্ত হয়।
প্রেমাতুর উদ্ধবাদি, জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রীবৈকুণ্ঠোপরি শোভে দ্বারকানগর।
সেইত স্বকীয়া ধাম অতিমনোহর॥
বৈকুণ্ঠে দ্বারকা শোভে এই কেহ কহে।
সেহ ত ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী নহে॥
শ্রীদ্বারকোপরি শোভে মথুরা-নগর।
সাধারণী ধাম সেই বিধি অগোচর॥
মথুরা উপরে শোভে শ্রীগোলোকধাম।
তদুপরি কৃষ্ণ-লোক শ্রীগোকুল নাম।

চতুর্ব্বিধ ভাবে তথা কৃষ্ণভক্তগণ।
স্বেচ্ছা ভরি করে সদা কৃষ্ণের সেবন॥
গোকুলের মধ্যস্থলে বৃন্দাবন কয়।
যথা শুদ্ধ পরকীয়া ভাব বিরাজয়॥
স্নিগ্ধ-রম্য-গন্ধপূর্ণ-পুণ্ডরীকাকার।
সোপান স্বরূপাপূর্ব্ব, বিরহিতাসার॥
পঞ্চ ভাবাধাররূপ পঞ্চম-সোপান।
প্রসস্তাদি ভূবিগত ধাম পরিমাণ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

সহস্র পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং॥ ৮৮॥

শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তঞ্চ।

তদেতৎ স্বমহিমাদি শব্দিতং তদ্ধাম বৈকুণ্ঠদ্বারকাদ্যাদি যথোক্ত-স্ফুরতীতি তদাত্মাবির্ভাবেষু তত্তদ্বিমানেষু বিশেষশ্চেচ্ছ বিশিষ্টো-পমানাং বিদুষাং নিশ্চয়ঃ। যান্যেব ধামানি তত্তল্লীলার্থমত্রাপ্যাবিঃস্যুরিতি স্কান্দে স্মর্য্যতে। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি॥ ৮৯॥

প্রতি প্রতি দলান্তরে গমনাগমন।
রত্নে বাঁধা পথ, পুষ্প বৃক্ষ সুশোভন॥
দলে দলে সৌধাবলী মাণিক্য নির্ম্মিত।
স্থানে স্থানে তড়াগাদি সরোজ-শোভিত॥

রাজহংস আদি তাহে ক্রীড়া করে রঙ্গে।
তীরে ভ্রমে যুবাগণ যুবতীর সঙ্গে॥
রত্নে বাঁধা ঘাট তাহে রতন চাঁদনী।
নানা চিত্রে শোভা পায় দিবস রজনী॥
স্নিগ্ধালোকপ্রদোপল প্রতি স্তম্ভ মাঝে।
সুধাংশুবদ্গোলাকার রূপেতে বিরাজে॥
চাঁদনীর দুই পার্শ্বে তুলসী-কানন।
তাহার পার্শ্বেতে পুষ্পোদ্যান মনোরম॥
তাহার মধ্যেতে রত্নবেদী শোভা পায়।
যাহে বসি যুবকাদি কৃষ্ণগুণ গায়॥
ময়ূর ময়ূরী আদি সেইত উদ্যানে।
ক্রীড়া করে সদানন্দে স্বভাব-বিধানে॥
তড়াগ-আদির চারি পাহাড় উপরে।
পনসাম্র আদি বৃক্ষশ্রেণী শোভা করে॥
ধামস্থ সরণি মাঝে হেম-বিনির্ম্মিত।
স্তম্ভ শোভে স্থানে স্থানে বিচিত্র গঠিত॥
সেই সব স্তম্ভশিরে ঘন জ্যোতির্ম্ময়।
চন্দ্রবদুপল সাজে ব্রহ্মবদত্তয়॥
মধ্যে মধ্যে জলস্তম্ভ স্ফটিকে গঠিত।
তার পার্শ্বে কূপ ভোগবতী সম্মিলিত॥
কূপ পার্শ্বে স্বর্ণ বিনির্ম্মিত গোলাকার।
জলাধার দশ হস্ত পরিধি যাহার॥

ধাম সকলের প্রান্তে ভার্গবী পূরিত।
গোচর কাসার শোভে তরুর সহিত॥
রজনী প্রমুখে সেই গোচরেস্বরঙ্গে।
যুবক যুবতী ভ্রমে সখা সখী সঙ্গে॥
বন, উপবন আর ভৃঙ্গাদি কূজিত।
নিকুঞ্জ শ্রীহরিধামে অসংখ্য শোভিত॥
ষড় ঋতু নিজ নিজ অনুচর সঙ্গে।
সুখকররূপে তথা শোভে নানা রঙ্গে॥
সর্ব্বোপরি বৃন্দাবনে সদা ঋতুরাজ।
স্বানুচর সঙ্গে রঙ্গে করেন বিরাজ॥
জন্ম আদি ষড় দুঃখ শূন্যামৃতময়।
বিধির বিধিত্ব তাহা নাহিক খাটয়॥
শোক, মোহ, জড়া-আদি নিত্য বিরহিত।
হরিধামবৃন্দ, এই কহিনু নিশ্চিত॥
দ্বেষ-নিন্দা আদি পরস্পর নাহি তথা।
সর্ব্বদা আনন্দময় জানিহ সর্ব্বথা॥
তথাকার পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥
পাপপুণ্য-শূন্য সদা ধন্য হরিধাম।
গুণত্রয় বিরহিত শুদ্ধ সত্ত্ব নাম॥
অপ্রাকৃত ষড়গুণযুক্ত নিরন্তর।
নিত্যসিদ্ধ গণান্বিত পরম সুন্দর॥

অপ্রাকৃত দেব বন্দ্য, অযুতার্কপ্রভ।
ভৌতিক বিকার আদি যথা অসম্ভব॥
প্রাকৃত কামাদি দোষশূন্য সর্ব্বকাল।
কাল-গতিহীন নিত্য, রহিত জঞ্জাল॥
তাপত্রয়-বিরহিত শারীরিক দোষ।
সর্ব্বদা সকল চিত্তে পরম সন্তোষ॥
অভক্ত জনের গতি নাহিক তথায়।
বেদাদি প্রমাণ এই কহিনু তোমায়॥

তথাহি জিতন্ত স্তোত্রে।

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্‌গুণ্যসংযুতং।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতং॥
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং।
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতং॥
অপ্রাকৃত সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্ক সমপ্রভং॥ ৯০॥

হেন নিজ ধামগণে স্বশক্তির সঙ্গে।
নিত্য ক্রীড়া করে হরি নানাবিধ রঙ্গে॥

তথাহি তত্রৈব।

প্রকৃষ্ট সত্ত্বশক্তি ত্বাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা।
ক্রীড়ন্তং রময়া সার্দ্ধং লীলা ভূমিষু কেশবঃ॥ ৯১॥

চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
শ্রীসঙ্কর্ষণের সব বিভূতি নিশ্চয়॥
ক্রিয়াশক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্কর্ষণ-বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহং অধিষ্ঠাতা নিত্য কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
প্রকাশে গোবিন্দধাম চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তবু সঙ্কর্ষণেচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥
মায়া দ্বারে সৃজে তিহোঁ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা মায়া নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
ঈশ্বরের শক্তি বিনা প্রকৃতি হইতে।
সৃষ্টি নাহি হয়, কহে বেদান্ত আদিতে॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় যবে দেব সঙ্কর্ষণ।
প্রকৃতি উপরে করে শক্তি সঞ্চারণ॥
সেই শক্ত্যে মায়াদেবী ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়।
এ হেতু প্রাকৃত হয় ব্রহ্মাণ্ড নিচয়॥
লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে দাহশক্তি ধরে।
মায়া তৈছে ঈশ শক্ত্যে সৃষ্টিকার্য্য করে॥
মায়াশক্ত্যে যৈছে হয় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
তৈছে চিচ্ছক্তির দ্বারে ব্যক্ত ধামগণ॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে চিত্র মেখলার ন্যায়।
মহা জ্যোতির্ম্ময় এক ধাম শোভা পায়॥

কৃষ্ণঅঙ্গ-প্রভা সেই ধাম চমৎকার।
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার ॥
চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার।
কৃষ্ণঅঙ্গ প্রভারূপে সর্ব্বদা বিস্তার ॥
শ্রী-সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহ্যে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥
তৈছে শ্রীবৈকুণ্ঠে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

সিদ্ধলোকাস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাহতাঃ ॥ ২২ ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহারে বেড়িয়া কারণাব্ধি অধিষ্ঠান ॥
সেই কারণাব্ধি সদা রজহীন হয়।
এ হেতু বিরজা নাম তাহার কহয় ॥
সেই বিরজার পারে মায়ার আবাস।
ব্রহ্মধামাদিতে নাহি মায়ার প্রকাশ ॥
শিবধাম আদি ব্রহ্মধাম মধ্যে রহে।
শাস্ত্রগণে এই কথা ফুকারিয়া কহে ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম হইতে ব্রজেতে।
মায়ার নাহিক গতি জানিহ মনেতে॥
ব্রহ্মধামাবধি ছয় ধাম যেই হয়।
মায়াতীত ধাম সেই সকল নিশ্চয়॥
বিরজা বাহিরে নিত্য মায়াশক্তি রয়।
কভু বিরজারে মায়া স্পর্শিতে নারয়॥
চিন্ময় স্বরূপ সেই বিরজার জল।
পরম কারণ রূপ জানিহ কেবল॥
বিরজার দ্বীপরূপ ধামগণ হয়।
সেই দ্বীপ পদ্মাকৃতি শুদ্ধ শুক্লময়॥
মৃণাল স্বরূপ তার হয়েন অনন্ত।
যাঁহার মহিমাদির নাহি হয় অন্ত॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি যেই জলস্তম্ভাখ্যান।
এবে কহি শুন তার মূলের সন্ধান॥
সপ্তম পাতাল ভেদি মূল তার হয়।
ভোগবতী জল তেঁঞি তাহাতে উঠয়॥
উপরি উপরি যৈছে পদ্মদল শোভা।
তৈছে ধামগণোপর্য্যুপরি মনলোভা॥
শ্রীগোকুলধাম-প্রান্তে মেখলার ন্যায়।
কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীযমুনা সদা শোভা পায়॥
যাহার চিন্ময় জলে স্ব-শক্তির সঙ্গে।
ক্রীড়া করে ভগবান নানাবিধ রঙ্গে॥

শ্রীযমুনাপারে কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন।
যথা রাস বিহারাদি হয় সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং ধন্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং।
শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরাভিধঃ॥ ৯৩॥

শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠাতা গোপীশ্বর নাম।
স্ব-শক্তির সঙ্গে শোভে, সত্ত্বময় ধাম॥
রাধিকার কৃষ্ণসহ ক্রীড়াবন যেই।
বৃন্দাবন তার নাম কহিলাম এই॥
রাধা প্রীতি লাগি শ্রীগোলোকে ভগবান।
ক্রীড়ার্থ স্ব-শক্ত্যে ব্যক্ত করে ব্রজধাম॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দানামশ্রুতৌশ্রুতং।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং।
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেণনির্ম্মিতং পুরা।
ক্রীড়ার্থং ভূবি তন্নাম্নাবনং বৃন্দাবনং স্মৃতং॥ ৯৪॥

গমনাগমন হেতু যমুনা উপরে।
স্থানে স্থানে ভাসমান সেতু শোভা করে॥
শুক্লবর্ণ সেতুবৃন্দ হীরকে নির্ম্মাণ।
চিচ্ছক্তির সুকৌশল যাহাতে প্রমাণ॥
সর্ব্বধামে শোভা পায় কৃষ্ণের প্রাসাদ।
চিন্ময় স্বরূপ তার নাহি অবসাদ॥

চিন্ময় শব্দের অর্থ করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সংশয় মোচন॥
চিন্ময় শব্দের অর্থ জ্ঞানময়ে-শ্বর।
শব্দশাস্ত্রে এই অর্থ হয় সুগোচর॥
ঐছে অর্থে চিন্ময়ার্থ সামান্য প্রকাশ।
তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের নাহি পূরে অভিলাষ॥
জড়-মায়াতীত যেই বস্তু সমুদয়।
সেই ত চিন্ময় এই কহিনু নিশ্চয়॥
চিন্ময় পরেশ কৃষ্ণ, চিন্ময় তদ্ধাম।
চিন্ময় তৎসখী-সখা, চিন্ময় আরাম॥
চিন্ময় বিলাস তাঁর, চিন্ময় ভূষণ।
চিন্ময় গো-বৎস আদি চিন্ময় স্ব-গণ॥
চিন্ময় শ্রীবংশী তাঁর কামবীজাধার।
চিন্ময় যমুনা আদি কহিলাম সার॥
চিন্ময় নিকুঞ্জবন খগাদি-সারঙ্গ।
চিন্ময় সকল তাঁর কহিলাম অঙ্গ!॥
চিন্ময় তত্ত্বের গুরু শ্রীকমলাসন।
নিজ সংহিতায় সব করিলা কীর্তন॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।

কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাদ্যং স্বমপিচ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধি স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৯৫ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে চ।

সখায়ঃ পিতরো গোপা গাবো বৃন্দাবনং মম।
সর্ব্বমেতন্নিত্যমেব চিদানন্দরসাত্মকং ॥ ৯৬ ॥

ভাবান্তরশূন্য আর সদানন্দময়।
চিন্ময়ের অর্থ এই সর্ব্বোপরি হয় ॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি ভাবান্তরাস্পৃষ্ট।
নিত্যানন্দময়, নিত্য, অস্পৃষ্ট অদৃষ্ট ॥
কালধর্ম্ম আদি তথা কিছুমাত্র নাই।
ত্রিকালে সমান রূপ জানিহ সদাই ॥
বেদ, ভাগবত আদি শাস্ত্রের ভিতর।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি হয় সুগোচর ॥
চিন্ময় বলিয়া তুমি সেই সবে জান।
চিন্ময়ার্থ এই যুক্তি শাস্ত্রাদি প্রমাণ ॥
চিন্ময় চিন্ময় মুখে বলে বহুজন।
গড্ডরিকাপ্রায় সেই সবার গণন ॥

শ্রীগুরু-কৃপায় কোন কোন মহাশয়।
চিন্ময়ের মুখ্যার্থাদি জানিতে পারয় ॥
শ্রীগুরু-প্রসাদে মুঞি শুনিয়াছি যাহা।
অল্পাক্ষরে তুয়া কাছে কহিলাম তাহা ॥
আনন্দ চিন্ময়রসরূপ ভগবান্।
স্ব-গণ হৃদয়ে করে আনন্দ বিধান ॥
সেই ত আনন্দে কয় উজ্জ্বলাখ্য রস।
যাহাতে ভক্তের মন-প্রাণাদি বিবশ ॥
উজ্জ্বল রসের নাম আনন্দ-চিন্ময়।
প্রেমরস বলি যারে শ্রীজীব লিখয় ॥
সাত্ত্বরস জনে কৃষ্ণ সেই প্রেম দানে।
বিমোহন করে এই কহিনু সন্ধানে ॥
চিৎপ্রতি ফলন হেতু কৃষ্ণের সকল।
চিন্ময় স্বরূপ, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, চলাচল ॥

তথাহি তত্রৈব।

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিণাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯৭ ॥

চিন্ময়োপদেশকর্ত্রী এ হেন সংহিতা।
সমাধি-নিরত প্রজাপতির প্রণীতা ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ে ইহা আনিয়া যতনে।
উপহার প্রদানিলা স্বান্তরঙ্গগণে॥
চৈতন্যচরিতে এই কথা কৃষ্ণদাস।
ভক্তের জ্ঞাতব্য জ্ঞানে করিলা প্রকাশ॥
অদ্বৈতী পণ্ডিত এক ব্রহ্মসংহিতার।
গদ্যার্থ করিয়া লোকে করিলা প্রচার॥
জীবার্থাতিক্রম সেই অর্থ সুনিশ্চয়।
অতএব বৈষ্ণবের গ্রাহ্যযোগ্য নয়॥
ব্রহ্মসংহিতার অর্থ ভক্ত বিনা আনে।
করিতে না পারে, এই কহিনু সন্ধানে॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ॥
সেই সব প্রাসাদেতে কৃষ্ণ-ভগবান।
ধামগত ভাব ধরি নিত্য অধিষ্ঠান॥
ভাব গুরু নানাভাবে নিজ ধামগণে।
সর্ব্বদা করেন ক্রীড়া লঞা নিজ জনে॥
বৃন্দাবনে যেই সব কুণ্ড বিরাজয়।
তার মধ্যে রাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
শ্রীকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ক্রম অনুসারে।
সখীদের কুঞ্জ এই কহিনু তোমারে॥
নিজ নিজ কুঞ্জে সেবাপরা সখীগণ।
কৃষ্ণসেবাযোগ্য দ্রব্য করে আহরণ॥

যার যেই সেবা সেই সদানন্দ মনে।
সেবোপকরণ শুদ্ধ করে আয়োজনে॥
শ্রীকুণ্ডের মাঝখানে কৃষ্ণ-মনলোভা।
শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীর কুঞ্জ পায় শোভা॥
কুঞ্জে গতাগতি লাগি সেতু মনোহর।
শ্রীকুণ্ডের তীরাবধি শোভে নিরন্তর॥
নিজ কুঞ্জে রহি নিত্য অনঙ্গ-মঞ্জরী।
কৃষ্ণ-প্রিয়কার্য্য করে দিবস-শর্ব্বরী॥
যেই প্রভু বলরাম কৃষ্ণাগ্রজ হয়।
সেই প্রভু শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী নিশ্চয়॥
নানা মূর্ত্তি ধরি সেই প্রভু বলরাম।
কৃষ্ণসেবা করে যার নাহিক বিশ্রাম॥
কমল কর্ণিকারূপ বৃন্দাবনধাম।
কালিন্দী মেখলা তার কহিনু সন্ধান॥
শুদ্ধ হেম বিনির্ম্মিত দুই তট তার।
গঙ্গা হৈতে কোটীগুণ শুদ্ধাপ যাহার॥
গঙ্গার দর্শনে যেই পুণ্যের সঞ্চার।
তাহা হৈতে কোটীগুণ স্পর্শনে তাহার॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে।

কালিন্দী মকরন্দোঽস্য কর্ণিকায়াঃ প্রদক্ষিণং।
নানানির্ম্মাণ গম্ভীরং জলসৌরভমোহনং॥

আনান্দামৃত তন্মিশ্রমকরন্দ ধনালয়ং।
পদ্মোৎপলাদ্যৈঃ কুসুমৈর্নানাবর্ণৈঃ সমুজ্জ্বলং॥
চক্রবাকাদিবিহগৈর্মঞ্জুর্নানাকলস্বনৈঃ।
শোভমানং জলং রম্যং তরঙ্গাতি মনোহরং॥
তস্যোভয়তটী রম্যা শুদ্ধ কাঞ্চননির্ম্মিতা।
গঙ্গাকোটীগুণঃ প্রোক্তো যত্রস্পর্শ বরাটকঃ॥
কর্ণিকায়াং কোটীগুণো যত্র ক্রীড়ারতোহরিঃ।
কালিন্দী কর্ণিকাকৃষ্টমভিন্নমেক বিগ্রহং॥ ৯৮॥

বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ, ঈশ্বরী রাধিকা।
নিত্যানন্দরূপ রূপা সদা কৃষ্ণাত্মিকা॥
অন্তলীলাকরী তেঁই গান্ধর্ব্বিকা কয়।
অন্তলীলা অর্থে গূঢ় পারকীয়া হয়॥
সর্ব্বকালে কৃষ্ণানন্দ করেন প্রদান।
এ হেতু শ্রীরাধিকার শ্রীশ্যামাদি নাম॥

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।

বৃষভানুসুতা যাতু নিত্যানন্দস্বরূপিণী।
গান্ধর্ব্বিকান্তলীলায়াং শ্রীশ্যামা কৃষ্ণবল্লভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাত্মিকা পরা॥ ৯৯॥

পরা শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্ব শক্ত্যংশিনী।
পূর্ণতম-প্রেমাত্মিকা-শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনী।
যৈছে সর্ব্ব ভাবময় শ্রীনন্দ-তনয়।
তৈছে সর্ব্বভাবময়ী শ্রীরাধা নিশ্চয়॥

ভাবময় কৃষ্ণচিত্ত নিত্য-উন্মাদিকা।
অতএব মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা॥
হ্লাদিনী শক্তির সার স্বরূপ যাহার।
প্রেমের প্রথম ছবিঃ শুদ্ধ-সত্ত্বাকার॥
সর্ব্বদানুকূল্য রতি কৃষ্ণার্থ অন্তরে।
এ লাগি বিধ্যাদি নিত্য অস্বীকার করে॥
কৃষ্ণানুকূল্যেতে বিধি আদি অস্বীকারে।
প্রেমের মহত্ব কহে, কহিনু তোমারে॥
নিঃসীমানুরাগ হৃদে কৃষ্ণেতে যাঁহার।
মহাভাবরূপাখ্যান হয়ত তাঁহার॥
মহাভাবস্বরূপার ধর্ম্ম এই হয়।
নিজ প্রেষ্ঠ চিত্তে ভাব করয়ে উদয়॥
সূর্য্য যৈছে রবিকান্ত মণি দ্রব করে।
তৈছে মহাভাব নিত্য দ্রবয়ে অন্তরে॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ।

অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্য দশাংপ্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ ১০০

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি লাগি উৎকটাভিপ্রায়।
যাঁহার চিত্তেতে সর্ব্বকাল শোভা পায়॥
তিঁহো মহাভাবরূপা আহ্লাদিনী বরা।
কৃষ্ণপ্রাণা-কৃষ্ণময়ী-কৃষ্ণসেবাপরা॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

অভিপ্রায়োৎকটো যস্যাঃ কৃষ্ণপ্রীত্যৈ হি সর্ব্বদা।
সা মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকাহ্লাদিনীবরা॥ ১০১॥

যদ্যপিহ কৃষ্ণরূপ সর্ব্বদা হেরয়।
তথাপিহ নিত্য নিত্য নূতন মানয়॥
এইত জানিহ অনুরাগের স্বভাব।
যাহার নিঃসীমাবস্থাপূর্ব্ব-মহাভাব॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগোভবেন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ১০২॥

সেই মহাভাবময়ী রাধাঙ্গে স্ব-অঙ্গ।
মিশাইয়া, ভাবময় চক্রেতে ত্রিভঙ্গ॥
নিজ মহাভাব মহাভাব ভাবগণে।
সংযোজি রাসাদি করে নিত্য বৃন্দাবনে॥
ভাব অর্থে জানি কৃষ্ণপ্রিয়া-গোপীগণ।
রাসাদি লীলার যাঁরা হয়েন ভূষণ॥
সেই ভাবগণ হয় মহাভাব অংশা।
কৃষ্ণরাস সুধাপানে যাঁরা অবদংশা॥
স্বারসিকী উপাসনা মধ্যে সর্ব্বোত্তমা।
শ্রীরাসাদি স্মৃতি, যার নাহিক উপমা।
গুরুদত্ত সিদ্ধদেহে স্ব-কুঞ্জে বসিয়া।
নিজ সেবোপকরণ বামেতে রাখিয়া।

গোপী অনুগতা হঞা নিত্য যেই জনে।
রাসলীলা আদি চিন্তে নিত্য বৃন্দাবনে॥
সেই শ্রীরাসাদি লীলা করে অনুভব।
তদিতর জনে নিত্য জানি অসম্ভব॥
গোপীজন অনুগত বিনৈশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলে না পায় কৃষ্ণ বৃন্দাবন ধামে॥
বাহ্যধর্ম্ম বৈধিভক্তি এই শাস্ত্রে কয়।
আন্তর পরম ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণপ্রিয়া সখীভাব সমাশ্রয় করি।
রাধা-কৃষ্ণ সেবা কর দিবা-বিভাবরী॥
গুহ্য হৈতে গুহ্যতম এই ধর্ম্ম হয়।
অতএবান্তর ধর্ম্ম শাস্ত্রবিজ্ঞে কয়॥

তথাহি পাদ্মে-পাতালখণ্ডে।

বাহ্যধর্ম্মা ময়াহ্যেতে সঙ্ক্ষেপেণোপবর্ণিতাঃ।
আন্তরঃ পরমোধর্ম্মঃ প্রপন্নানামথোচ্যতে॥
কৃষ্ণপ্রিয়াসখীভাবং সমাশ্রিত্য প্রযত্নতঃ।
তয়োঃ সেবাং প্রকুর্ব্বীত দিবানক্তমতন্দ্রিতঃ॥
এবতে কথিতোধর্ম্মো হ্যান্তরো মুনিসত্তম।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমোহ্যেষ গোপনীয় প্রযত্নতঃ॥ ১০৩॥

গোপীভাবে রাধা-কৃষ্ণ সেবা করে যেই।
রাধা-কৃষ্ণ তার হন, কহিলাম এই॥

গোপী-ভাবাশ্রয় বিনা শ্রীরাধা-রমণে।
কেহ নাহি পায় কভু জানি এই মনে॥
গোপীভাবে রাধাকৃষ্ণে সেবে যেইজন।
সেই ত অনন্য ভক্ত বেদের লিখন॥
অনন্যভকতে কয় প্রপন্নাকিঞ্চন।
তাঁর ধর্ম্ম ব্রজ-গোপীভাব সংধারণ॥

তথাহি তত্রৈব।

সকৃদাবাং প্রপন্নোযস্ত্যক্তোপায় উপাসতে।
গোপীভাবেন দেবেশ স মামেতি ন চেতরঃ।
সকৃদাবাং প্রপন্নো বা মৎপ্রিয়ামেকিকাংস্তুত।
সেবতেহনন্যভাবেন স মামেতি ন সংশয়ঃ॥ ১০৪॥

গোপীভাবে যেই শুদ্ধ করে কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ কৃপা সেইজন না পায় নিশ্চয়॥
রাধা কৃপা বিনা কৃষ্ণ কৃপা নাহি হয়।
অতএব বিজ্ঞে করে রাধা পদাশ্রয়॥
একান্ত-ভাবেতে রাধা-চরণে শরণ।
যেই লয় সেই পায় কৃষ্ণের চরণ॥
রাধা কৃপা বিনা কৃষ্ণ বশ নাহি হয়।
অত্যন্ত রহস্য এই জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

যো মামেব প্রপন্নশ্চ মৎপ্রিয়াং ন মহেশ্বর।
ন কদাপি স চাপ্নোতি মামেবং তে ময়োদিতং॥

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন মৎপ্রিয়াং শরণং ব্রজেৎ।
আশ্রিত্য মৎপ্রিয়াং রুদ্র মাং বশীকর্ত্তুমর্হসি ॥
ইদং রহস্যং পরমং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং।
ত্বয়াপ্যেতন্মহাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১০৫ ॥

ইহার সিদ্ধান্ত এবে বলি তব স্থানে।
যাহাতে জানিবে তুমি আশ্রয় সন্ধানে ॥
"তয়োঃ সেবাং" "সকৃদাবাং" প্রমাণের দ্বারে।
কর্ত্তব্য যুগলাশ্রয় কহিনু তোমারে ॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা কভু ভিন্ন নয়।
এ লাগি যুগলাশ্রয় কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥
বহু বাক্য ব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন।
গোপীভাবে লহ রাধা-কৃষ্ণের শরণ ॥
বিধিমার্গে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ নাহি পাই।
যে বলে অবশ্য পাই, তার জ্ঞান নাই ॥
বিধিমার্গ ছাড়ি কর রাগমার্গাশ্রয়।
তবে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাইবে নিশ্চয় ॥
ভাগ্যদোষে কোন কোন আচার্য্য সন্তান।
"গোপী ভাবাশ্রয় ধর্ম্ম" বলে অপ্রমাণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায় সেই সব জন।
আচার্য্য স্বরূপে কভু না হয় গণন ॥
ভক্তির চরমাবস্থা নাহি জানে যাঁরা।
আচার্য্য বলিয়া গণ্য কিসে হবে তাঁরা ॥

আচরি পরম ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
তিঁহ ত আচার্য্য, এই কহিনু তোমায়॥
এ হেন আচার্য্য-পায় কোটি নমস্কার।
যাঁহার কৃপায় হয় রাগের সঞ্চার॥
সেই ত আচার্য্য হন কৃষ্ণের প্রকাশ।
যাঁহার কৃপায় পূর্ণ হয় অভিলাষ॥
কি কব দুঃখের কথা কলির ইচ্ছায়।
পবিত্র গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম হৈল নষ্টপ্রায়॥
আচার্য্য সকল প্রায় বংশের গৌরবে।
মত্তপ্রায় হঞা মিথ্যা শিক্ষা দেন সবে॥
আপনি অসিদ্ধ যেই সে কেমনে পরে।
সিদ্ধ করিবেক বল ভুবন ভিতরে॥
শ্রীগুরুর ধর্ম্ম গৌরবাদি পরিহার।
বিপরীত ব্যবহার এবে দেখি তার॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ॥
গোপী-অনুগত ধর্ম্ম অতি গূঢ় হয়।
কর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্রে নাহিক মিলয়॥
ভাবোদয়াভাবাবধি কৃষ্ণ-ভক্তগণ।
বৈধীভক্তি দ্বারা করে কৃষ্ণের সেবন॥
ভাবোদয় হৈলে শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে।
ভাবে কৃষ্ণ সেবে গোপ-গোপীর বিধানে॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

বৈধভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥ ১০৬॥

পরেতে কহিব ইহা তুয়া সন্নিধানে।
এবে লীলা তত্ত্বকথা শুন সাবধানে॥
যোগমায়া আত্মবশে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ।
লীলা করে ধাম পঞ্চে হইয়া সতৃষ্ণ॥
বস্তুত অতৃষ্ণ কৃষ্ণ তথাপি স্ব-ধামে।
লীলা করে ভক্তেচ্ছায় লৌকীক বিধানে॥
অবঞ্চনী লীলা সেই বঞ্চনী না হয়।
অরসজ্ঞ বহির্ম্মুখে বঞ্চনী বলয়॥
চতুঃষষ্টি রসে নিত্য গোকুলাদি ধামে।
লীলা করে লীলাময় অকামে-সকামে॥
বাল্যলীলা আদি কৃষ্ণ গোকুলে করয়।
যে লীলা দর্শনে সর্ব্বজন মুগ্ধ হয়॥
আশ্চর্য্য কৈশোর মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-কৃষ্ণ।
তথাপিহ ভক্তেচ্ছায় হইয়া সতৃষ্ণ॥
বালকাদি মূর্ত্তে নিত্য স্বধামে বিহরে।
পারমৈশি শক্তি এই কেবান্যথা করে॥

কৈশোর বিহার নিত্য করে বৃন্দাবনে।
কেলীমর্ম্ম পূর্ণ কহে সেই বিহরণে ॥
হোলী, পুষ্পদোল, দান, রাসাদি-বিহারে ॥
কেলীমর্ম্মপূর্ণ, এই কহিনু তোমারে ॥
শ্রীগোকুল বৃন্দাবনে অসুর মারণ।
পরমার্থ রূপে নহে শুদ্ধানুকরণ ॥

তথাহি শ্রীপাদ্মে।

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাঽসুর বিঘাতনং ॥ ১০৭ ॥

শ্রীদ্বারকা-আদি ধামে প্রভু-শ্রীনিবাস।
অভিনয়রূপে করে চিত্রাসুর নাশ ॥
ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রভু-সনাতন।
স্বল্পাক্ষরে করিলেন ইহাই বর্ণন ॥
বরলব্ধাসুর আর অভক্ত অসুরে।
কৃষ্ণহস্তে প্রাণ ত্যজি না যায় সে পুরে ॥
জ্যোতির্ব্রহ্মধামে গতি হয় সে সবার।
পূর্ব্বে করিয়াছি বৎস! ইহার বিচার ॥
দ্বারিকাদি-ধামে নাহি দৈত্যের প্রকাশ।
তবে কি প্রকারে তথা হবে দৈত্যনাশ ॥
প্রপঞ্চস্থ স্ব-ধামের লীলৈক্য কারণ।
অভিনয় রঙ্গে তথা শ্রীনন্দ-নন্দন ॥

চিত্রাসুর-নাশলীলা করেন প্রকাশ।
নিত্যলীলা সিদ্ধ যাতে জানিহ নির্ধাস ॥
চিত্রার্থে আশ্চর্য্যাসুর শুদ্ধ সত্ত্বময়।
অপ্রাকৃত রূপ নিত্য জানিহ নিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের সুখময় ক্রীড়ার কারণ।
ভক্তগণাসুর রূপ করেন ধারণ ॥
অন্যথা পরমৈকান্তিভক্ত সবাকার।
হৃদে পূর্ণানন্দ ভাব না হয় প্রসার ॥
পরম একান্তিভক্ত মনস্তুষ্টি তরে।
গোলোকাদি ধামে কৃষ্ণ ঐছে লীলা করে ॥
অথবা স্ব-লীলা নিত্য জানাইতে জনে।
ঐছে লীলারঙ্গ করে ভক্তগণ সনে ॥
ভক্তানন্দ হেতু সর্ব্বরসনিধি হরি।
নানামত লীলা করে দিবা-বিভাবরী ॥
কৃষ্ণের সকল লীলা নিত্য সত্য হয়।
এই কথা সনাতন স্ব-গ্রন্থে লিখয় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং সনাতনঃ।

এতচ্চ সর্ব্বং যথা পূর্ব্বভৌম ব্রজভূমাবিব ভগবতো গোলোকে ক্রীড়ায়াঃ সামগ্রী কারণং দর্শিতং। অন্যথা পরমৈকান্তিনাং পরিপূর্ত্ত্যসুৎপত্তেঃ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যেই যেই প্রিয়তম ধাম।
প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে সদা আছে বিদ্যমান ॥

পরব্যোমে সেই সেই লীলার কারণ।
সেই সেই ধাম শোভে কহে মুনিগণ ॥
ব্রহ্মাদি বন্দিত সেই ধামগণ হয়।
স্কন্দ পুরাণেতে এই করেন নিশ্চয় ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

যা যথাভুবিবর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥ ১০৯।

পরব্যোম অর্থে হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
যাহার উপরে দ্বারকাদি শোভমান্ ॥
প্রপঞ্চস্থ ধামে কৃষ্ণলীলা যেই যেই।
অপ্রপঞ্চ ধামে হয় লীলা সেই সেই ॥
তত্তদ্বিলাসের এই অর্থ সুনিশ্চয়।
বলদেব আদি স্ব-স্ব সন্দর্ভে করয় ॥
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
সেই শ্বাস সহ হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥
পুনরপি পুরুষের প্রশ্বাস-কালেতে।
[illegible] প্রবিষ্ট হয় পুরুষ-দেহেতে ॥
[illegible]র হয় মহাবিষ্ণু নাম।
[illegible] লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্রাম ॥
[illegible] রন্ধ্রে যেন ত্রাসরেণুগণ।
[illegible] লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগণ ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্যৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি
লোমবিলজাজগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১০ ॥

কলার্থে অংশের অংশ শাস্ত্রে এই কয়।
গোবিন্দের অংশ কলা মহাবিষ্ণু হয় ॥
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি প্রভু-বলরাম।
তাঁর একরূপ মহাসঙ্কর্ষণ নাম ॥
পুরুষ তাঁহার অংশ কলাতে গণন।
সেই পুরুষের তত্ত্ব করহ শ্রবণ ॥
যাঁহাকে কহিয়ে কলা তিহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী সেহো সর্ব্ব জিষ্ণু ॥
গর্ব্ভোদ, ক্ষীরোদশায়ী যেই বিষ্ণুদ্বয়।
সেই দুই শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাখ্যা হয় ॥
মহাপুরুষের অংশ হেতু সেই দুই।
পুরুষ আখ্যান ধরে, কহিলাম মুই ॥
যদ্যপিহ পুরুষাখ্যা তিনের নিশ্চয়।
তথাপি অংশাদি ভেদে তা[illegible]

তথাহি সাত্বততন্ত্রে [illegible]

বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষা[illegible]
একস্তমহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড[illegible]
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞা[illegible]

মহাপুরুষাবতারী যেই বিষ্ণু হয় ।
তিহোঁ বিশ্বধাম, তাঁরে মহাবিষ্ণু কয় ॥
মৎস্য, কূর্ম্ম আদি আছে যত অবতার ।
অবতারী হন তিহোঁ সেই সবাকার ॥
গোবিন্দের কলা তিহোঁ বিশ্বের আশ্রয় ।
যার লোমকূপে বিশ্বাসংখ্য বিরাজয় ॥
“তল্লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ” যত ।
এই বহুবচনেতে অনন্ত জগত ॥
জগদণ্ড অর্থে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড কহয় ।
নাথার্থেতে বিষ্ণ্বাদয় শ্রীজীব লিখয় ॥
পরমার্থ রূপ জগদ্ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয় ।
দ্বিতীয় প্রমাণ এই ভাগবতে কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায় ।
ক্কেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ড পরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥ ১১২ ॥

গবাক্ষের রন্ধ্রে যৈছে রবির কিরণে ।
[illegible] পরমাণু হয় দরশনে ॥
[illegible] ব সেই পরমাণু-গণ ।
[illegible] নিত্য করয়ে ভ্রমণ ॥
[illegible] পরমাণু-চয় ।
[illegible] প্রতি লোমকূপে রয় ॥

বেদগণ গৌণবৃত্ত্যে এই কথা কয়।
ব্যবহার জন্য মিথ্যাজগৎ সত্য হয়॥
ব্যবহার জন্য মিথ্যা জগদ্বাক্য-দ্বারে।
অপ্রাকৃতাব্যবহারিক সজ্জগৎ প্রচারে॥
অচিন্ত্য মণ্যাদি নানা পদার্থ প্রসবে।
বীজ বিনা কি প্রকারে প্রসব সম্ভবে॥
ইথে জানি মণ্যাদিতে অতি সূক্ষ্মরূপে।
পদার্থের বীজ রহে আপন স্বরূপে॥
পরিণামকালে সেই পদার্থ-নিচয়।
স্ব-স্বরূপে মণ্যাদিতে প্রবেশ করয়॥
তদ্রূপ ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতির দ্বারে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজে করিয়া বিস্তারে॥
প্রলয়-কালেতে সেই ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
ক্রমরূপে স্ব-স্বভাবে প্রবেশ করয়॥
প্রলয় অর্থেতে খণ্ড প্রলয় কহয়।
মহাপ্রলয়ের "মানাভাবঃ" শাস্ত্রে কয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে খণ্ড প্রলয়েতে।
ব্রহ্মাণ্ডৈক নাশ হয় পর্য্য
ভাবী মহাপ্রলয়ের অভা
সর্ব্ব জগন্নাশ নাহি হয়
খণ্ড প্রলয়েতে শুদ্ধ স্থূল
সূক্ষ্ম ভাব তার থাকএ পু

যথা ঊর্ণনাভি ঊর্ণে আনায় সৃজিয়া।
আনায়াগ্র গ্রাসি রহে আনায়ে বসিয়া॥
সময়েতে ঊর্ণনাভি আপন আনায়।
গ্রাসি অন্য স্থানে পুনঃ আনায় বানায়॥
পৃথিবী হইতে যথা ওষধী-নিচয়।
উৎপন্ন হইয়া স্থূল-রূপেতে শোভয়॥
সময়ে ওষধীগণ বীজাদি সহিত।
পৃথিবীতে লয় পায়, জানিহ নিশ্চিত॥
তথাক্ষরেশ্বর শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডগণন।
উৎপন্ন হইয়া থাক্যে বেদের লিখন॥
অক্ষর ঈশ্বর শক্ত্যে উৎপন্ন কারণ।
ঈশ্বর হইতে বৈলক্ষণ্য বিশ্বগণ॥
অন্ধ পরম্পরান্যায়ে বহির্মুখ দলে।
ঈশ্বর সহিত বিশ্ববৈলক্ষণ্য বলে॥
পরমার্থরূপে সত্য বিশ্ব সমুদয়।
অজ্ঞে নাহি জানে ইহা বিজ্ঞেতে জানয়॥
মৃৎস্বর্ণ হয় ঘট-কুণ্ডল কারণ।
[illegible] কারণ তৈছে ব্রহ্ম নিত্য হন॥
[illegible]রূপ ঘট-কুণ্ডল-নিচয়।
[illegible] রূপ মৃৎস্বর্ণ হয়॥
[illegible]াণ্ডের নিত্য কারণ ঈশ্বর।
[illegible]াসিদ্ধ হয় ব্রহ্মাণ্ড গোচর॥

প্রলয়ে পর্য্যায়ক্রমে কারণ ঈশ্বরে ।
স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড যাঞা প্রবেশে অন্তরে ॥
এই সব হেতু নিত্য পরমার্থ রূপ ।
অতি সূক্ষ্ম হয় সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ ॥

তথাহি শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদেনোক্তং ।

মুকুটকুণ্ডল কঙ্কণ কিঙ্কিণী পরিণতং কণকং পরমার্থতঃ ।
মহদহঙ্কৃতি প্রমুখং তথা নরহরের্নপরং পরমার্থতঃ ॥ ১১৪ ॥

বিশ্বেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয় ।
অতএব বৈলক্ষণ্যাবৈলক্ষণ্য কয় ॥
বৈলক্ষণ্য অর্থে নিত্য প্রভেদ কহয় ।
মোদের আচার্য্য মতে তাহা নাহি হয় ॥
মোদের আচার্য্য মতে নিত্য ভেদাভেদ ।
বিশ্বেশ্বরে, এই কথা কহে যত বেদ ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে বিশ্ব কভু নাহি রহে ।
এই কথা কোন কোন অবিবেকী কহে ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে বৎস ! বিশ্ব সমুদা
সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরের লোম
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে শুদ্ধ সম্মা
একমাত্র পরমাত্মা বিরাজ
তাঁহাতে সদ্রূপ সূক্ষ্ম বিশ্ব
অবস্থিতি করে, এই কহিনু

"নাসীদ"র্থে নাহি ছিল শ্রুতি যেই কয় ।
তদর্থে প্রকট বিশ্ব নিষেধ করয় ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে বিশ্ব স্ব-সূক্ষ্ম ভাবেতে ।
ঈশ্বরের লোমকূপে শোভে সদ্রূপেতে ॥
"যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" শ্রুতি-গানে ।
এই মত গূঢ় অর্থ হতেছে সন্ধানে ॥
শুদ্ধ এক রসরূপ সেই ঈশ্বরেতে ।
সূক্ষ্মরূপে রহে বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেতে ॥
ইহা যেই মিথ্যা বলে সেইত অজ্ঞান ।
সেহ নাহি জানে একরসের সন্ধান ॥
"অয়মাত্মেত্যা"দি শ্রুতি বচনার্থ যাহা ।
ভাব সহ প্রকাশিয়া কহি শুন তাহা ॥
যাঁর শক্ত্যে জন্মে বিশ্ব তাঁহার শক্তিতে ।
স্থিতি, লয় পায়, এই কহিনু নিশ্চিতে ॥
অতএব সেই আত্মা ব্যতিরেক যাহা ।
ব্যোমপুষ্প, অশ্বডিম্ব সম যেন তাহা ॥
সেই স্বয়ং আত্মা স্বীয় চিচ্ছক্তি প্রভায় ।
[illegible] মায়াস্পৃষ্ট, কহিনু তোমায় ॥

[illegible] তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

[illegible]ঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
[illegible] চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ১১৫ ॥

অপ্রাকৃত-সর্ব্ব-আত্মা শুদ্ধ সর্ব্বেশ্বর।
একমাত্র স্বয়ং কৃষ্ণ মায়া অগোচর॥
মায়া সঙ্গে রঙ্গে যাঁরা করেন রমণ।
সেই ব্রহ্মা আদি তাঁর দাসেতে গণন॥
ভোগযোগ্য দেহধারী দেবাদি যাঁহারা।
প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হয়েন তাঁহারা॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

যাবন্তি চ শরীরাণি ভোগার্হাণি মহামুনে।
প্রাকৃতানি চ সর্ব্বাণি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা।
ধ্যায়ন্তে যোগিনস্তঞ্চ শুদ্ধং জ্যোতিঃ স্বরূপিণং।
হস্তপাদাদিরহিতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
বৈষ্ণবাস্তং ন মন্যন্তে তদ্ভক্তাঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
কুতো বভূব তজ্জ্যোতিরহো তেজস্বিনং বিনা।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যং শরীরং শ্যামসুন্দরং।
অতীবামূল্যসদ্রত্ন ভূষণেন বিভূষিতং।
এবং ভক্তাশ্চ ধ্যায়ন্তে শশ্বচ্চরণসেবিনঃ।
যোগিনো যোগরূপঞ্চ কালে ভক্তি বিপাকতঃ।
জ্যোতিরভ্যন্তরে মূর্ত্তিং পশ্যন্তি কৃপয়া প্রভোঃ॥

প্রাকৃতিক স্থূল জগদ্দৃষ্টে যেই জন।
জগতের নিত্য ভাব করয়ে খণ্ডন॥
মনের বিলাস মাত্র ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
যেই বলে, সেই জন অতি মূর্খ হয়॥

সর্ব্বশক্তি পূর্ণ পরংব্রহ্ম সহ যেই।
অত্যন্ত অভিন্ন জগদ্বর্ণে, মূর্খ সেই॥
অনির্ম্মোক্ষ দোষ তাহে হয় সংঘটন।
ইহা নাহি জানে সেই মূর্খ অভাজন॥
সর্ব্বশক্তিপূর্ণ সত্য-ব্রহ্মের সহিত।
প্রভেদাপ্রভেদ নিত্য ব্রহ্মাণ্ড বিহিত॥
সেইত ব্রহ্মাণ্ডগণ স্ব-সূক্ষ্ম ভাবেতে।
নিত্য-সত্য রূপ, এই বুঝহ মনেতে॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
নাহি ছিল নাহি রবে জানিহ নিশ্চয়॥
মধ্যকালে সত্য এক রসরূপেশ্বরে।
নশ্বর পীবর জগচ্চয় শোভা করে॥

তথাহি শ্রীশ্রুতিস্তুতৌ।

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনুমিতিমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উতমীয়তে দ্রবিণজাতি বিকল্প পথৈ-
বিতথ মনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধঃ॥ ১১৭॥

ব্রাহ্মণাদিবর্ণহীন অদ্বিতীয়েশ্বর।
নানাবিধ নিজ শক্তৌ করিয়া অন্তর॥
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ করেন সৃজন।
শ্বেতাশ্বতরেতে ইহা আছয়ে বর্ণন॥

যৈছে অগ্নি এক স্থানে করিয়াবস্থান।
নিজ বিস্তারিণী রশ্মি শক্ত্যে মতিমান্॥
বহুদেশ ব্যপ্তশীল হইয়া থাকয়।
তৈছে ভগবান নিজ শক্তিতে নিশ্চয়॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আছেন "স্বরতঃ"।
ইথে জানি দৃশ্যমান অখিল জগত॥
একমাত্র তাঁর শক্তি কার্য্য নিত্য হয়।
এই কথা পরাশরমুনি আদি কয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ১১৮।

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি নিজ শক্তির দ্বারেতে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজে যথার্থ-ভাবেতে॥
যেই হরি স্থূল সূক্ষ্ম কায় বিবর্জ্জিত।
সদা দীপ্তিমানাক্ষত [illegible] পাদি রহিত॥
শুদ্ধ সত্ত্ব, কর্ম্মহীন, [illegible] সর্ব্বজ্ঞ।
মায়াদ্যভিভবকারী, ম[illegible] নজ্ঞ॥
সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক নিশ্চিত।
মহদাদি অর্থ সত্য করেন বিহিত॥
"ঈশাবাস্তে" এই সব আছয়ে বর্ণন।
অবিশ্বাস যায় সেই করুক দর্শন॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ড নিত্য কভু নাহি ক্ষয়।
আবির্ভাব তিরোভাব জানিবে নিশ্চয়॥
আবির্ভাব তিরোভাব শুনি অজ্ঞজনে।
ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম নাশ করয়ে কল্পনে॥
ঈশ্বর হইতে সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডাবির্ভাব।
পরিণামে তাঁহাতেই হয় তিরোভাব॥
অতএব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম নাশ যেই।
কল্পনা কেবল সেহ কহিলাম এই॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবৎ॥ ১১৯॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ সত্য হয়।
আলোচনা তপ তাঁর সত্য সুনিশ্চয়॥
তাঁর নাভিপদ্মোদ্ভব প্রজাপতি সত্য।
তদুদ্ভব ভূত সত্য কহিলাম তথ্য॥
অতএব ভূতময় ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
পরমার্থ সত্যরূপ কভু মিথ্যা নয়॥

তথাহি শ্রীমহাভারতে।

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যা ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ॥ ১২০॥

"আত্মা বা" ইত্যাদি এই বেদবাক্য-দ্বারে।
প্রথমে আত্মার স্থিতি কহি বারে বারে॥

প্রপঞ্চের স্থিতি নাহি ছিল প্রথমেতে।
ইহাই বিশ্বাস নিত্য আছয়ে মনেতে॥
"আত্মৈবেদং" এই শ্রুতি বাক্যে সদা কয়।
দৃশ্যমান জগচ্চয় আত্মাই নিশ্চয়॥
রজ্জু সর্প যেই এই অভেদ কথন।
আত্মাতে অধ্যাস হেতু হয় সর্ব্বক্ষণ॥
রজ্জুতে ভুজঙ্গ জ্ঞান যৈছে মিথ্যা হয়।
তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মাতে অধ্যস্ত নিশ্চয়॥
এ হেতু প্রপঞ্চ মিথ্যা কভু নহে সত্য।
ইহা যদি কহ তবে শুন তার তথ্য॥
বনেতে বিহঙ্গগণ যেমন থাকয়।
তদ্রূপ আত্মাতে নিত্য সূক্ষ্ম জগচ্চয়॥
অবস্থিত থাকে এই অর্থ সংসাধনে।
আত্মাই প্রথম ছিল শ্রুতির বচনে॥
অবিরোধ হয় আর স্ব-সিদ্ধান্ত রহে।
বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণে এইরূপ কহে॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বনলীন বিহঙ্গবৎ।
সত্বং বিশ্বস্ত মন্তব্যমিত্যুক্তং বেদবেদিভিঃ॥ ১২১॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শক্তি-দ্বারে।
সৃজিলা ব্রহ্মাণ্ডগণ যথার্থ প্রকারে॥

যথার্থ সৃজিলা এই বাক্যের দ্বারায়।
সূক্ষ্ম জগচ্চয় সত্য কহিনু তোমায়॥
জীবের বৈরাগ্য হেতু শ্রুতি-স্মৃতিগণ।
অনিত্যাসজ্জগচ্চয় করেন কীর্ত্তন॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবেতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ॥ ১২২॥

মহাপ্রলয়ের নিত্য অভাব কারণ।
প্রকৃতি প্রসূত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডাগণন॥
এককালে মুক্ত নাহি হয় কদাচন।
এই কথা কহে সদা শাস্ত্র-চক্ষুগণ॥
খণ্ড খণ্ড প্রলয়েতে খণ্ড খণ্ড ভাবে।
একৈক ব্রহ্মাণ্ড নাশে তদিচ্ছা প্রভাবে॥
কালে তদিচ্ছায় পুনঃ সেই সেই স্থানে।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন তাঁর প্রকৃতি বিধানে॥
এইমতে স্থূলানন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ।
ক্রমরূপে হয় আর হয় পরকাশ॥
একদিকে নাশ আর একদিকে হয়।
অনাদি-রূপেতে এই নিয়ম আছয়॥
ঘূর্ণিত চক্রের সম পরিবর্ত্ত এই।
ইহা যেই জানে সদানন্দময় সেই॥

যথা মায়া নিত্যা তথা বিশ্ব গোলাকার।
নিত্য শ্রীগোলোক নিত্য বৈকুণ্ঠ তাঁহার॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

যথা নিত্যা চ প্রকৃতিস্তথৈব বিশ্বগোলকঃ।
গোলোকশ্চ যথা নিত্যস্তথা বৈকুণ্ঠ এবচ॥ ১২৩॥

মায়ার সহিতানন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে স্ব-স্ব কার্য্য করে॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দিক্‌পাল দশ।
নবগ্রহ, অষ্টবসু, রুদ্র একাদশ॥
তিন কোটি সুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রঅনুচর॥
ভূতাদি, রাক্ষসগণ, সর্ব্ব চরাচর।
বিশ্বে বিশ্বে বিনির্ম্মাণ করেন ঈশ্বর॥
সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত সিন্ধু, সপ্তদ্বীপান্বিত।
পীবর কাঞ্চনী ভূমি তমাদি পূরিত॥
সপ্তম পাতাল সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে আছয়।
সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে চন্দ্র-সূর্য্য বিরাজয়॥
পুণ্যক্ষেত্র, গঙ্গা আদি তীর্থ সমুদায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বৎস! সদা শোভা পায়॥
শ্রীমহাবিষ্ণুর লোম কূপানুসারেতে।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড শোভে নিশ্চয়রূপেতে॥

স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের এই আনন্ত্যত্ব যাহা।
পুরাণেতে বেদব্যাস প্রকাশিলা তাহা॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

মায়য়া প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকাঃ।
দিক্‌পালা দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাশ্চৈকাদশাপি বা।
নবগ্রহাষ্টৌবসবো দেবাঃ কোটিত্রয়স্তথা।
ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্‌শূদ্রাযক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
ভূতাদয়ো রাক্ষসাশ্চাপ্যেবং সর্ব্বং চরাচরং।
বিশ্বে বিশ্বে বিনির্ম্মাণং স্বর্গাঃ সপ্ত ক্রমেণ বৈ।
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা তমোযুক্তস্থলং ততঃ।
পাতালাশ্চ তথাসপ্তব্রহ্মাণ্ডমেভিরেব চ।
বিশ্বে বিশ্বে চন্দ্রসূর্য্যৌ পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতং।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বত্র গঙ্গাদীনি ব্রজেশ্বর।
যাবন্তি লোমকূপানি মহাবিষ্ণোঃ ক্রমেণ চ।
বিশ্বান্যেব হি তাবন্তিহ্যসংখ্যানি পিত ধ্রুবং॥ ১২৪॥

বৈকুণ্ঠাদি ধামে যৈছে অবিচ্ছেদ রূপে।
নিত্য ক্রীড়া করে কৃষ্ণ আপন স্বরূপে॥
তদ্রূপ প্রপঞ্চগত নিজানন্তধামে।
নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ কুঞ্জাদি-আরামে॥
মথুরামণ্ডল আদি যেই যেই ধাম।
প্রপঞ্চ মধ্যেতে দৃষ্ট হয় অবিশ্রাম॥

সেই সেই ধামগণ নিত্য কি প্রকারে।
তাহার মীমাংসা শুন কহি যে তোমারে॥
নিজাত্মস্বরূপভূত নিজ ধামগণে।
স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চ মধ্যে করি উদ্ভাবনে॥
সেই সেই ধামে কৃষ্ণ স্বয়ং শোভা পায়।
ব্রহ্মাদি শব্দের দ্বারে ইহাই জানায়॥
গোপাল তাপনী আদি শ্রুতিতে কহয়।
শ্রীমথুরাপুরী সাক্ষাদ্ব্রহ্ম রূপ হয়॥
সপ্তম পুরীর মধ্যে শ্রীমথুরা ধাম।
শ্রীব্রহ্মগোপালপুরী তৎস্বরূপাখ্যান॥
সপ্তপুরী যেই যেই শাস্ত্রমতে হয়।
তাহা কহি শুন বাপ! করিয়া নিশ্চয়॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাঞ্চী, অবন্তিকা।
কাশী, দ্বারাবতী সপ্ত মোক্ষ-প্রদায়িকা॥
মায়া শব্দে হরিদ্বার জানিহ নিশ্চয়।
বৃহদ্ধর্ম্মে শ্রীকামাখ্যা বর্ণন করয়॥
রামপুরী শ্রীঅযোধ্যা রামধনূপরি।
চক্রোপরি কৃষ্ণপুরী মথুরানগরী॥
দুর্গাপুরী মায়া শিবলিঙ্গ শিরে সাজে।
শিবপুরী কাশী শোভে শূল-শিরোমাঝে॥
বিষ্ণুপুরী অবন্তিকা পয়োনিধি তীরে।
বিষ্ণু-পাদোপরি শোভে বলিরাজ-শিরে॥

হরি-হর কাঞ্চী দুই পুরী যেই হয়।
হরির যুগল করোপরি বিরাজয় ॥
পাঞ্চজন্যোপরি কৃষ্ণপুরী দ্বারাবতী।
এই সপ্তপুরী মোক্ষদাত্রী জীব প্রতি ॥
সপ্তপুরী মধ্যে শ্রেষ্ঠা মথুরা-নগরী।
শ্রীবৈকুণ্ঠাপেক্ষা যার মহিমা বিস্তরি ॥

তথাহি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে।

অযোধ্যারামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিকা।
মায়া চ কামরূপাখ্যা কাশী শিবপুরী মতা ॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্চী যুগ্মঞ্চ সম্মতং।
অবন্তী চ সমুদ্রস্থ তীরে শ্রীপুরুষোত্তমং ॥
দ্বারাবতী সমুদ্রস্থ মধ্যে কৃষ্ণ কৃতাপুরী।
এতাস্ত পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন ॥
শ্রীরাম ধনুরুপ্রস্থা অযোধ্যা হি মহাপুরী।
মথুরা কেশব শ্রেষ্ঠা সুদর্শন বিধারিতা ॥
মায়া চ শিবলিঙ্গস্থ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদি সেবিতা।
কাশী শিব ত্রিশূলস্থ কাঞ্চ্যোর্হরিহরাত্মকঃ ॥
বাম দক্ষিণহস্তাভ্যাং দধার দ্বিজপুঙ্গব।
অবন্তিকা পুরীদিব্যা হরেঃ পাদোপরিস্থিতা ॥
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরিস্থিতা।
এতাঃ সর্ব্বাঃ মুক্তি দাত্র্যঃ একত্র গণিতাঃ সুরৈঃ ॥১২৫॥

হরি-হরাত্মক শব্দে এই অর্থ হয়।
হরিহর হস্তোপরি কাঞ্চী দুই রয় ॥

যথা গুণময়ী মায়া তথা গুণান্বিত।
পুরুষ সবার গতি হয়ত নিশ্চিত॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সেব্য, মূলের বাক্যেতে।
ঐছে অর্থ বিনা আর কি লাগে মনেতে॥
যদ্যপি বিষ্ণুর গতি মায়ার সকাশে।
তথাপি নির্লিপ্ত তাঁর স্বরূপ প্রকাশে॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
প্রস্তাবিত বাক্যান্তর করহ শ্রবণ॥
মথুরায় এক দিন মাত্র যেই রয়।
তার হৃদে কৃষ্ণভক্তি সমুৎপন্না হয়॥
অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা উত্তমা।
মধুপুরী হয় যার নাহিক উপমা॥
যৈছে বৃন্দাবন নিত্য কৃষ্ণলীলা স্থান।
তৈছে তাঁর মধুপুরী কহিনু সন্ধান॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে।

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌভক্তিঃ প্রজায়তে।
নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা॥ ১২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ হয় বৃন্দাবন।
"বনং মে দেহরূপকং" শ্রীমুখ বচন॥
তার মধ্যে রাসস্থলী অতি গুহ্য হয়।
যেই স্থান পরকীয়া রসেতে শোভয়॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে।

অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি।
বৃন্দাবন প্রতীকেঽপি যান্নুভূতৈব বেধসা।
ইত্যতোরাসলীলায়াং পুলীনে তত্র যামুনে।
প্রমদাশতকোট্যোপি মমুর্যত্তৎ কিমদ্ভুতং॥ ১২৭॥

পরকীয়া ভাবাশ্রিত ভক্ত সবাকার।
রাসস্থলে শেষ গতি কহিলাম সার॥
পরকীয়াভাবাশ্রয় করিবার আশে।
ভক্তিক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি ভক্ত্যাভাসে॥
কামিনী আশ্রয় করি করয়ে সাধন।
তাহাদের মুখ নাহি হের কদাচন॥
অপ্রাকৃত পরকীয়াভাবাশ্রয় তরে।
কামিনী দর্শন আদি যেই জন করে॥
তার অপ্রাকৃত শুদ্ধ পরকীয়াভাব।
প্রাপ্তি দূরে রহু হয় নরক সংলাভ॥
পরকীয়াভাবলিপ্সু ধীর ভক্তগণ।
স্ত্রীসঙ্গ তৎসঙ্গী সঙ্গ করিয়া বর্জ্জন॥
নির্ভয় প্রদেশে রহি পরকীয়াভাবে।
রাধাকৃষ্ণে স্মরিবেন স্বসিদ্ধ স্বভাবে॥
অতন্দ্রিত ভাবে সখীগণ অনুসারে।
রাধাশ্যামে সেবিবেন কুঞ্জের মাঝারে॥

স্ত্রীসঙ্গ তৎসঙ্গী সঙ্গে ভজন বিনাশ।
গলায় লাগিয়া যায় ভবরজ্জু ফাঁশ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ১২৮॥

সংসার ছাড়িয়া নারী দর্শন স্পর্শন।
নারীর ভঙ্গ্যাদি-হাস্য করিবে বর্জ্জন॥
উদর ভরণ আদি করিবার আশে।
না যাবে মিথুনীভূত গৃহস্থের বাসে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণ স্পর্শ সংলাপক্ষ্বেলনাদিকং।
প্রাণিনো মিথুনীভূতা ন গৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥ ১২৯॥

বৈরাগী হইয়া যেই কামিনী-কাঞ্চন।
লাভাশয়ে ঢোঁড়ে সদা গৃহীর ভবন॥
মর্কট বৈরাগী সেই শিশ্নোদর পর।
তার সঙ্গে সর্ব্বনাশ জানি নিরন্তর॥
গৃহীমধ্যে ত্যাগীমধ্যে কোন কোন জন।
নারী লঞা করে রামানন্দানুকরণ॥
তাহারা কহয়ে সেই রামানন্দ রায়।
পরকীয়াভাব সাধে করি স্ত্রী সহায়॥

দুই দেব দাসী লঞা শ্রীক্ষেত্রধামেতে।
রাধাকৃষ্ণে ভজে রায় পীরিতি মার্গেতে॥
রায়ের বিশুদ্ধভাব বিশুদ্ধভজন।
নাহিক বুঝয়ে তারা দুর্দ্দৈব কারণ॥
নিজ নাটকাভিনয় শিখাবার তরে।
দেবদাসী স্পর্শ রায় কভু কভু করে॥
সতী শ্রেষ্ঠা প্রেমপরা জগন্নাথপ্রিয়া।
দেব দাসী দুই রায় ইহাই জানিয়া॥
ভক্তির সহিত আনি দেব দাসীদ্বয়ে।
নাটকাভিনয় শিক্ষা দেয় মহাশয়ে॥
রাজপাত্র রামানন্দ স্ব-সর্ব্বাভিলাষ।
পরিপূর্ণ করে করি নীলাচলে বাস॥
তথা বসি পরকীয়াভাবে সর্ব্বক্ষণ।
রসরাজ কৃষ্ণচন্দ্রে করেন ভজন॥
রায়ের নির্ম্মল মন সদা সর্ব্বক্ষণে।
নিরত নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সেবনে॥
এ হেন পবিত্র মনে যেই যেই জন।
মসীবিন্দু দিতে চায় তাহারা অধম॥
রায়ে ধন্যবাদ দিয়া মহাপ্রভু কয়।
রায় সম শুদ্ধ আত্মা জীবের না হয়॥
দারুময়ী যোষা দৃষ্টে আমার হৃদয়।
ক্ষুব্ধ হয় অতি তবু রায়ের না হয়॥

সখী অনুসারে রাধাকৃষ্ণের ভজন।
যার ঠাঁই শিক্ষা করে শ্রীশচী-নন্দন॥
দেবদাসী দুয়ে সেই রায়ের রমণ।
যেই যেই কহে, সেই সেই অভাজন॥
নিজ নিজ শিশ্ন তৃপ্তি করণ-কারণ।
ভণ্ডগণ ভক্তসাজে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
রায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া অজ্ঞজনে কয়।
রমণী আশ্রয়বিনা ভজন না হয়॥
দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবে কোন কোন জন।
সেই সব ভণ্ডবাক্যে হইয়া মগন॥
ইহকাল পরকাল সব করে নাশ।
সতর্ক লাগিয়া ইহা করিনু প্রকাশ॥
হ্লাদিনী শক্তির সার বৃত্ত্যে বৃন্দাবনে।
নিজ সিদ্ধদেহে নিত্য অনুরাগ মনে॥
গুরুসখ্যাদিষ্টক্রমে কুঞ্জের ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণে সেব নিত্য বিধি অগোচরে॥
হ্লাদিনীর সারবৃত্ত্যে যে ভাব উঠয়।
সেই পরকীয়াভাব সুষ্ঠু রতিময়॥
সেই রতি শ্রীকৃষ্ণাত্মা প্রতি সদা ধায়।
পরকীয়াভাব এই কহিনু তোমায়॥
এই পরকীয়াভাব বিধি অগোচর।
শ্রীগুরু-কৃপায় জীব জানে নিরন্তর॥

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, এই তিনের কৃপায়।
অলভ্য কিছু না থাকে কহিনু তোমায়॥
একের অকৃপা হেতু দুয়ের অকৃপা।
ইহা না বুঝিতে পারে অভাগ্যাসূতৃপা॥
শ্রীগুরু কৃপায় যবে জীবের হৃদয়ে।
হ্লাদিনীর সারবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়ে॥
তবে সেই জীব করে কৃষ্ণাত্মায় রতি।
পরকীয়াভাব সেই জানিহ সুমতি॥
হ্লাদিনীর সারবৃত্ত্যে পরাত্মা কৃষ্ণেতে।
যেই রতি-ভাব শোভে হৃদয় মাঝেতে॥
সেই রতি-ভাব আত্মধর্ম্ম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণাকৃষ্ট করে নিত্য সব ভুলাইয়া॥
জীবের স্বধর্ম্ম-কর্ম্ম যতেক আছয়।
হ্লাদিনীর সারবৃত্তি সকল নাশয়॥
জীবের স্বধর্ম্মানন্দে শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
সেই ত স্বধর্ম্মানন্দ দুই নিরূপণ॥
প্রকাশিয়া কহি তাহা শাস্ত্র অনুসার।
বেদ অনুসার এক বেদাতীত আর॥
বেদ অনুসার যেই সেই মন্ত্রময়।
বেদাতীত যেই তারে রাগময় কয়॥
বেদ অনুসারে হয় স্বকীয়া-ভজন।
বেদাতীত পরকীয়া স্বরূপে-গণন॥

হ্লাদিনীর সারবৃত্ত্যে জীবের হৃদয়ে
কৃষ্ণোন্মুখ যেই রাগ সমুদিত হয়ে ॥
সেই রাগ কৃষ্ণ-সুখ বাঞ্ছে সর্ব্বক্ষণ।
অন্য সুখে তুচ্ছজ্ঞানে করয়ে বর্জ্জন ॥
অতএব জীব গোপীভাব অঙ্গীকরি।
স্ব-সিদ্ধ প্রকৃতি-দেহ আরোপেতে ধরি ॥
কৃষ্ণানন্দে নিজানন্দ করিয়া মিশ্রণ।
কৃষ্ণাত্মায় রত্যানন্দে করেন সেবন ॥
স্বসিদ্ধ প্রকৃতি-দেহ নিত্য কৃষ্ণাত্মায়।
ঘনরাগে নানাভাবে যেই রতি ধায় ॥
সেই রতি হয় সুষ্ঠু শৃঙ্গার-স্বরূপ।
যাহে বশ হয় কৃষ্ণ সর্ব্বরসভূপ ॥
রাগেতে স্বধর্ম্ম ছাড়ি শ্রীনন্দ-নন্দনে।
পরকীয়া ভাবে যেই সদাসর্ব্বক্ষণে ॥
রসানন্দ দ্বারে করে রহস্যে সেবন।
সেই পরকীয়া ভক্ত রূপের লিখন ॥
পরকীয়াভাব বিনা রতি পূর্ণ নহে।
অতএব পরকীয়াভাব শ্রেষ্ঠ কহে ॥
সেই পরকীয়াভাবে সেবা সুনিশ্চয়।
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাত্মা আর কেহ নয় ॥
সর্ব্বরসবারিধিত্বধর্ম্ম কৃষ্ণ বিনে।
অন্যেতে নাহিক কভু কহেন প্রাচীনে ॥

এ লাগি চরমানন্দ রসে সর্ব্বক্ষণে।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ সেব্য বৃন্দাবনে॥
নিত্যসিদ্ধ পরকীয়া ভাব এই হয়।
গোপীকার হৃদে নিত্য বিরাজ করয়॥
জীবহৃদে সেই ভাব অতি ক্ষুদ্রাকারে।
হ্লাদিনী শক্তিতে আছে কহিনু তোমারে॥
জীবহৃদিগতা আহ্লাদিনী শক্তি যেই।
তিঁহ অতি ক্ষুদ্ররূপা কহিলাম এই॥
জীবে যত শক্তি আছে সেই সব শক্তি।
বিন্দু বিন্দু রূপাপূর্ণা শাস্ত্রের প্রসক্তি॥
অতি ক্ষুদ্ররূপা হেতু জীব শক্তিগণে।
বৃহদ্রূপা মায়া করে স্বেচ্ছায় চালনে॥
মায়ার চালনে জীব চলে যতদিন।
ততদিন বদ্ধভাবে সদাই মলিন॥
সেই বদ্ধ হৈতে মুক্ত পাইবার তরে।
গুরুপাদপদ্মাশ্রয় আদি জীব করে॥
গুরুপাদ প্রভৃতির সম্পূর্ণ কৃপায়।
মায়াবদ্ধ হৈতে জীব ধ্রুব মুক্ত পায়॥
তবে জীব স্ব-হৃদিস্থা শক্তিমান ধর্ম্ম।
উপলব্ধি করি করে স্ব-কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥
স্ব-কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
ইহাই নিশ্চয় জানি করয়ে শিক্ষণ॥

একাগ্রবুদ্ধিতে গোপীভাবাদি চিন্তনে।
গোপীভাব আদি কিছু লভে জীবগণে॥
যেমন তৈলপা কাচপোকারে ভাবিয়া।
তদ্বর্ণাদি কিছু লভে কহি বিবরিয়া॥
সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট শূদ্র বহুদিন ধরি।
যদি বিপ্র পূজে নিত্য দৃঢ়া ভক্তি করি॥
তবে সেই শূদ্রান্তরে অল্পাল্প প্রমাণে।
প্রবেশে বিপ্রের গুণ কহিনু সন্ধানে॥
যেমন তৈলপা কাচপোকার চিন্তনে।
কাচপোকা নাহি হয়, তৈছে শূদ্রগণে॥
বিপ্র জন্ম বিনা বিপ্র হইবারে নারে।
তদ্রূপ শ্রীগোপীভাব আদি চিন্তা দ্বারে॥
গোপী অনুগত গোপী হইতে না পারে।
যথা শাস্ত্র এই কথা কহিনু তোমারে॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

একাগ্রবুদ্ধ্যাপরিশীলনেন ব্রহ্মৈব স স্যাদিতি নৈব বাচ্যং।
কিঞ্চিদ্গুণস্তৈব ভবেৎ প্রবেশো যৎকীটভৃঙ্গাদিষু দৃষ্টমিত্থং॥
ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন শূদ্রোঽপি ন ব্রাহ্মণতামুপৈতি।
কিঞ্চিদ্গুণস্তৈব ভবেৎপ্রবেশো ন ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ খলুশূদ্রজাতিঃ॥১৩২॥

সাধনাবস্থায় জীব এ হেন প্রকার।
সারূপ্য করয়ে লাভ শাস্ত্রেতে প্রচার

সাধনে ভাবিবে যাহা নিজ প্রিয়জ্ঞানে।
সিদ্ধেতে পাইবে তাহা কহিনু সন্ধানে॥
যাদৃশী ভাবনা যার তাদৃশী তাহার।
সিদ্ধিলাভ হয় এই কহিলাম সার॥
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি কৃষ্ণৈক-শরণে।
সাধন করিলে সিদ্ধ হয় জীবগণে॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥ ১৩৩।

সাধনে হইয়া সিদ্ধ সিদ্ধি সময়েতে।
নিজ যূথেশ্বর্য্যভীষ্টা গোপীর দেহেতে॥
সাযুজ্য লভিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম।
নিশ্চয় করয় লাভ কে করে খণ্ডন॥
সিদ্ধমত সিদ্ধিকালে গোপীর সঙ্গেতে।
সালোক্য লভয়ে জীব নিশ্চয় রূপেতে॥
সাযুজ্য মুক্তির মধ্যে গণিত নিশ্চয়।
এ হেতু বাদীর বাক্য গ্রাহ্য কভু নয়॥
গোপ্যর্থেতে নিজাভীষ্টরূপা সখী হয়।
এ হেতু সখ্যনুগত ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥

সখী সবাকার শুদ্ধ ইথে অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা আর কার ইথে নাই গতি।
সখীভাবে যেই তার হয় অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পেতে অন্য নাহিক উপায়॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে।

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যাঋতেস্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীর্বিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ১৩৪।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব নিত্য স্ব-প্রকাশ।
নিত্য সুখানন্তরূপ জানিহ নির্যাস॥
গোবিন্দের চিদ্বিভূতিরূপ সখীগণ।
এ লাগি রসজ্ঞে লয় সখীর শরণ॥
চিদ্বিভূতি অর্থে কহে শ্রীচিচ্ছক্ত্যৈশ্বর্য্য।
অতএব সখীগণ হয় সর্ব্ব বর্য্য॥
চিদ্বিভূতি হেতু সখীগণ পরকীয়া।
নিত্যরূপে হয়, এই কহি বিস্তারিয়া॥
চিচ্ছক্তির ধর্ম্ম যাহা নিত্য রূপ হয়।
ঐশ্বর্য্য সবাকার সেই মত কয়॥

শ্রীকৃষ্ণের স্ব-চিচ্ছক্তি সহ নিত্যরূপে।
রাগপ্রাপ্ত পরিণয় কহিনু স্বরূপে ॥
যৈছে রাগ প্রাপ্তোদ্বাহ চিচ্ছক্তির সনে।
তৈছে রাগপ্রাপ্তোদ্বাহ করে গোপীগণে ॥
অংশিনীর যেই ধর্ম্ম অংশের তাহাই।
ইহান্যথা করে হেন সাধ্য কার নাই ॥
উদ্বাহাষ্টরূপ এই শাস্ত্রগণে কয়।
ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আদি হয় ॥

তথাহি স্মৃতৌ।

ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ১৩৫ ॥

বিধিপ্রাপ্ত বিবাহের স্বকীয়া আখ্যান।
রাগপ্রাপ্ত বিবাহের পরকীয়া নাম ॥
বিবাহার্থে পরিণয় তদর্থেতে এই।
সর্ব্বতোভাবেতে গতি সর্ব্বকাল যেই ॥
তার সঙ্গ সর্ব্বকাল অবিচ্ছেদরূপে।
পরকীয়াভাব সেই কহিনু স্বরূপে ॥
স্বামি প্রতি স্ত্রীর যেই রাগ দেখা যায়।
হার্দ্দাভাস রাগ সেই সহেতুক প্রায় ॥
পর পতি প্রতি স্ত্রীর যেই রাগ হয়।
পূর্ণহার্দ্দরাগ সেই নির্হেতু নিশ্চয় ॥

সেই নির্হেতুক রাগ পরকীয়া বিনে।
স্বকীয়ায় নাহি হয়, কহেন প্রবীণে॥
চিন্ময় পুরুষ কৃষ্ণ স্ব-চিচ্ছক্তি সঙ্গে।
অবিচ্ছেদরূপে নিত্য লীলা করে রঙ্গে॥
অনাদিরূপেতে তাঁর চিচ্ছক্তি সকল।
নিজ নিজ রাগে কৃষ্ণে সেবেন কেবল॥
বিধি তাঁহাদের কাছে যাইবারে নারে।
তেঁই পরকীয়া কহে গোপী সবাকারে॥
বেদ বিধি অগোচর রাধাকৃষ্ণ যৈছে।
ধাম আদি সখা-সখীগণ তাঁর তৈছে॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ সহ স্ব-সঙ্গম না বাঞ্ছে কখন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা রাধার স্বরূপ।
সখীগণ হয় তার পত্র পুষ্প রূপ॥
কৃষ্ণ-লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
স্ব-সুখ হইতে পত্রাদির সুখ হয়॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনাম শক্তেঃ
সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।

সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্নচিত্রং॥ ১৩৬॥

আহ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীমতী-রাধার।
অংশ হেতু সখীগণ তত্তুল্যা প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি সখীদের মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যন্য-বিশুদ্ধপ্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে নীচ কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার হয় কাম নাম॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥ ১৩৭॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের মরম।
কৃষ্ণসুখ হেতু মর্ম্ম প্রেম সর্ব্বোত্তম॥
সেই প্রেম গোপীহৃদে নিত্য শোভা পায়।
তেঁই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে গায়॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যত্তেসুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতেন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১৩৮॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
শ্রীব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই।
ভজে কৃষ্ণে, ভাবযোগ্য দেহ পাঞা সেই॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পায় তাহাতে প্রমাণ।
উপনিষচ্ছ্রুতিগণ দেখ মতিমান॥
রাগমার্গে ভজি তাঁরা ব্রজেন্দ্র-নন্দনে।
নিভৃতে করেন লাভ সেই বৃন্দাবনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগ যুজোহৃদি যন্মুনয়
উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমাদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥ ১৩৯॥

সমাদৃশ অর্থে কহে গোপীভাবাশ্রয়।
সমার্থে শ্রুতির গোপী দেহপ্রাপ্তি হয়॥

অংঘ্রিপদ্মসুধা অর্থে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে নাহি পাই ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১৪০॥

ব্রহ্মবিদ্যাশ্রুতিগণ কৃষ্ণের কৃপায়॥
গোপীদেহ লভি গোপীভাবে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্বামনে।

ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ।
তল্লোকবাসীতত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎপরঃ॥
চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা।
তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞা বরং যন্মনসীপ্সিতং॥

শ্রীশ্রুতয় উচুঃ।

যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথা॥

শ্রীভগবানুবাচ।

দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি।
আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে।
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ।
পৃথিব্যাং ভারতেক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে।

জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকং।
ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়ন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরং।
উক্তকালং সমাসাদ্য গোপ্যোভূত্বা হরিংগতা॥ ১৪১॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের-বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে।
ভজিলেহ নাহি পায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তবু না পাইলা ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং॥ ১৪২॥

প্রভুর আজ্ঞায় সেই রামানন্দ রায়।
এই সব গুহ্যকথা প্রভুরে শুনায়॥
সেই সব গুহ্যকথা তোমার নিকটে।
প্রার্থনানুসারে কহিলাম নিষ্কপটে॥

তুমি মোর স্নিগ্ধ শিষ্য প্রিয়াত্মজ সম।
তোমার নিকটে কিছু নাহিক গোপন॥
গোপীভাবে সেব্য কৃষ্ণ কৃষ্ণভাবে নয়।
"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেদর্থে" এই কয়॥
সঙ্গমানুভব বিনা প্রেম আস্বাদন।
কভু নাহি হয়, এই কহে মুনিগণ॥
অতএব ব্রজে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হঞা।
সঙ্গমানুভব শিক্ষা দেন গোপী লঞা॥
কেবল কৃপায় নহে প্রেম আস্বাদন।
তেঞি ভগবান্ হন নন্দের-নন্দন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ১৪৩॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
অসেবনে প্রত্যবায় বহু বহু হয়॥
প্রাকৃত শৃঙ্গারাসক্ত বহির্ম্মুখ জনে।
কৃপা করি আত্মবশ করণ-কারণে॥
শৃঙ্গার ব্যাজেতে নিত্য নিত্য-বৃন্দাবনে।
রাসলীলা করে কৃষ্ণ লঞা গোপীগণে॥
শৃঙ্গার রসের পূর্ণভাব রাস হয়।
পরকীয়া বিনা তাহা সিদ্ধ কভু নয়॥

স্বকীয়া হইতে নহে পূর্ণ রাসলীলা।
রসিক ভক্তেতে ইহা বিচারি কহিলা॥
সম্ভ্রমাদি জ্ঞান নিত্য স্বকীয়া-ভাবেতে।
এ হেতু স্বকীয়া নহে রাস-বিহারেতে॥
অখণ্ড মধুর রস শ্রীরাস-বিহার।
পরকীয়া হৈতে হয় নিত্য সুপ্রচার॥
সেই হেতু কৃষ্ণেচ্ছায় তচ্ছক্তিনিচয়।
পরকীয়া সিদ্ধ হেতু রতি স্বীকারয়॥
রতি মাত্র স্বীকারিলা পরকীয়ার্থেতে।
রতি ফল নাহি ধরে জীব আধারেতে॥
যা সবার জীবাধারে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে।
তা সবার ক্ষেত্র রতি ফল নাহি ধরে॥
যোগমায়া প্রভাবেতে এই কার্য্য হয়।
রসিক বৈষ্ণবে ইহা জানিতে পারয়॥
অরসিক কাক ভক্ষি নিম্বফলসার।
লোকেরে বিরক্ত করে করিয়া চীৎকার॥
পক্কমধু ফল রসগ্রাহী ভক্তগণে।
কাকে পরিহাস লাগি "কু" দেয় বদনে॥
যদিচ পরোঢ়া কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ।
তথাপি পতির সহ না করে সঙ্গম॥
এহ দূরে রহু কৃষ্ণধাম বৃন্দাবনে।
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দেহ ধর্ম্মগণে॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আদি আর।
তাপত্রয়, ষড়দুঃখ, প্রাকৃতব্যভার॥
কিছু নাই, প্রেমানন্দময় সর্ব্বজন।
কৃষ্ণসুখে সুখী সবে না জানে আপন॥
রাসাদিকালেতে যোগমায়া বিরচিত।
সেইরূপ গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহে স্থিত॥
তাহা দেখি গোপগণ কয়য়ে নিশ্চয়।
মো সবার সাধ্বীপত্নী স্ব-স্ব গৃহে রয়॥
এহেতু কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ।
নাহি করে গোপগণ, কহিনু নির্য্যাস॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

মায়াকলিত তাদৃক্ শ্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহসঙ্গমঃ॥ ১৪৪॥

রসপূর্ণ লাগি শুক, শ্রীরূপ-চরণ।
অসূয়া না করে কৃষ্ণ প্রতি গোপগণ॥
এই কথা গ্রন্থ মধ্যে করিলা বর্ণন।
অথবা তার্কিক জন প্রবোধ কারণ॥
নিজ নিজ পতি রতি অগ্রাহ্য কারণ।
প্রত্যবায়ভাগী নহে ব্রজদেবীগণ॥
প্রাকৃত রমণাগ্রাহী অপ্রাকৃতে যেই।
সর্ব্বদা রময়ে পরা-পতিব্রতা সেই॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি লয় কৃষ্ণৈক শরণ।
তার সর্ব্ব পাপ কৃষ্ণ করেন মোচন॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৪৫॥

কৃষ্ণের সেবার লাগি কৃত পাপকর্ম্ম।
ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয় কহিলাম মর্ম্ম॥
কৃষ্ণভক্তি পরিহরি অন্য ধর্ম্মাচরে।
তার সেই ধর্ম্মাচার পাপোৎপন্ন করে॥
কৃষ্ণের প্রভাবে সেই পাপোদ্ভব হয়।
শ্রীমুখ বচন ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি পাদ্মে।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥ ১৪৬॥

পাপ-পুণ্য শূন্য নিত্য কৃষ্ণ-কান্তাগণ।
পাপ-পুণ্য পরম্পরানুভব কারণ॥
অতএব পাপ-পুণ্য শূন্য ভক্তগণ।
ভাগবতে ভবানীকে মহাদেব কন॥
এ হেতু সামান্য পতি রতি আদি ছাড়ি।
ভজয়ে পরম পতি ব্রজগোপনারী॥
পরপতিকৃষ্ণরাগে স্বকীয়ার ধর্ম্ম।
পরিহরে গোপীগণ কহিলাম মর্ম্ম॥

প্রপঞ্চা-প্রপঞ্চে ঐছে স্বকীয়াচরণ।
পরিহরে গোপীগণ কৃষ্ণের কারণ॥
পরকীয়া ভাবে রতিরস পূর্ণ হয়।
এ হেতু স্বকীয়াচার গোপীকা ছাড়য়॥
শৃঙ্গার সম্পূর্ণ নহে স্বকীয়া ভাবেতে।
পূর্ব্বে ইহা কহিয়াছি তোমার কাছেতে॥
সম্পূর্ণ শৃঙ্গাররস অনভিজ্ঞগণে।
স্বকীয়াতে পরকীয়া করেন স্থাপনে॥
অন্নেতে মধুরাস্বাদ স্থাপনের ন্যায়।
তাঁদের সিদ্ধান্ত, এই কহিনু তোমায়॥
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভেতি ভেদত্রয় যাহা।
পরকীয়া নায়িকাতে সুষ্ঠুরূপ তাহা॥
অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বচন।
আমাদের গ্রহণীয় নহে কদাচন॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

স্বকীয়াচ পরোঢ়াচ যা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ।
ভেদত্রয়মিদং কৈশ্চিৎ স্বীয়ায়া এব বর্ণিতং।
তথাপি সৎকবিগ্রন্থে দৃষ্টত্বাৎ তদনাদৃতং॥ ১৪৭॥

স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাবের আভাস।
লক্ষিত হইয়া থাকে, করিনু প্রকাশ॥

"অঙ্গিনী" শৃঙ্গার রসে পরকীয়া শ্রেষ্ঠা।
স্বকীয়া হইতে নারে শৃঙ্গারেতে ইষ্টা॥
তবে যেই নাট্য আর শৃঙ্গার রসেতে।
পরোঢ়া রমণী ত্যজ্যা লিখিলা শাস্ত্রেতে॥
তাহার তাৎপর্য্য এই পণ্ডিতে কহয়।
প্রাকৃত পরোঢ়া ত্যজ্যা নাট্যাদিতে হয়॥
গোপ বিবাহিতা অপ্রাকৃতা গোপীগণে।
ঐছে বাক্য নাহি লাগে কহে মহাজনে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎপরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ॥ ১৪৮॥

অপ্রাকৃত নায়িকার অপ্রাকৃতেশ্বরে।
নিত্য রতি মুখ্যরসে প্রীতি পূর্ণান্তরে॥
রসিকমণ্ডল ভূষা শ্রীনন্দ-নন্দন।
সম্পূর্ণ শৃঙ্গারানন্দাস্বাদন কারণ॥
অনাদি-রূপেতে নিজ প্রিয়-বৃন্দাবনে।
প্রকাশ করেন স্বীয় শক্তি গোপীগণে॥
এ হেতু কৃষ্ণের নিত্য রাসাদি বিলাসে।
গোপীবিনা গ্রাহ্য নহে শ্রীরূপ প্রকাশে॥
পরকীয়া বিনা আত্মরস পূর্ণ নয়।
সেই পরকীয়া জড়ে অসম্ভব হয়॥

এত ভাবি পরকীয়া স্ব-শক্তি সবারে।
অবতার করায়েন প্রপঞ্চ মাঝারে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজ দৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডল শেখরেণ॥ ১৪৯॥

যেই রস যার অঙ্গ সেই অঙ্গী তার।
সকল রসের অঙ্গী হয়ত শৃঙ্গার॥
শৃঙ্গার হইতে সর্ব্ব রসোৎপন্ন হয়।
এ লাগি শৃঙ্গার রসে আদ্য রস কয়॥
অন্যান্য সকল রস কার্য্যান্তে শৃঙ্গারে।
পরিণাম প্রাপ্ত হয়, কহিনু তোমারে॥
যেমন অম্লাদি রস মধুর রসেতে।
পরিণাম প্রাপ্ত হয় কার্য্যাবশেষেতে॥
তৈছে সর্ব্বরস শেষে পূর্ণানন্দ-রসে।
পরিণাম প্রাপ্ত হয় কহিনু বিশেষে॥
পূর্ণানন্দ রসার্থেতে সম্পূর্ণ শৃঙ্গার।
সেই ত শৃঙ্গার সাক্ষাচ্ছ্রীনন্দ-কুমার॥

তথাহি শ্রীবেদস্তুতৌ।

ন যত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়-
যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদ বৎ।

ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধ নামগুণৈঃ
পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষ রসাঃ ॥ ১৫০ ॥

সর্ব্বরস সুখে যেই রসে বিরাজয়।
সেইত পরমানন্দ শৃঙ্গার নিশ্চয় ॥
তাহার আনন্দকণা পাঞা জীবগণ।
আনন্দানুভব করে বেদের বচন ॥

তথাহি শ্রীবেদস্তুতৌ।

স্বজন সুতাত্মদারধন ধামধরাঽসুরথৈস্ত্বয়ি
সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কোন্বিহ স্ব বিহতঃ স্বনিরস্তভগঃ ॥ ১৫১ ॥

সাক্ষাদপ্রাকৃত যেই শৃঙ্গারাভিধান।
তাহার পরমানন্দ শৃঙ্গার আখ্যান ॥
সেইত পরমানন্দ শৃঙ্গারাবশেষ।
নিত্য সত্যরূপে রহে, কহিনু বিশেষ ॥
সেই নিত্য-সত্য কৃষ্ণ সর্ব্বরসাধার।
বেদগণ এই কথা করেন প্রচার ॥

তথাহি শ্রীবেদস্তুতৌ।

ন যদিদমগ্র আসন্ ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতি বিকল্পপথৈ-
র্ব্বিতথ মনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥ ১৫২ ॥

অঙ্গিরস মুখ্যরস এ সব কারণে।
সেই মুখ্যরসে ক্রীড়া ইচ্ছে যেই জনে॥
সেইজন সর্ব্ব ধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন।
গোপীর আশ্রয়ে করু ? কৃষ্ণের সেবন॥
যদি কহ সর্ব্বরস মধুর-রসেতে।
পরিণাম প্রাপ্ত হয় কার্য্যাবশেষেতে॥
তাহাতে আশঙ্কা এই হইতে পারয়।
বাৎসল্যাদি রস পাত্র সহ না থাকয়॥
তাহার মীমাংসা তবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া আশঙ্কামোচন॥
বাৎসল্যাদি রস পাত্র সহ নিত্যরূপে।
বিরাজে কৃষ্ণার্থে, এই কহেন স্বরূপে॥
যদ্যপিহানন্দরস গোবিন্দ হইতে।
সর্ব্বরসপাত্রসহোৎপত্তি সুনিশ্চিতে॥
তথাপিহানন্দরস মূর্ত্তি-ভগবানে।
সর্ব্বরস পূর্ণরূপে করে অধিষ্ঠানে॥
উপচয়-অপচয় রহিত শ্রীহরি।
ইহা বিচারিয়া দেখ স্বাস্ত দৃঢ় করি॥
এবে শুষ্কাশঙ্কা তুমি করিয়া বর্জ্জন।
সহজ রূপেতে বুঝ জীবাত্ম-ধরম॥
জীবাত্ম চরমধর্ম্ম নিত্য এই হয়।
গোপীভাবে রাধাকৃষ্ণ সেবা অন্য নয়॥

সেই গোপীগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
সাধন সুসিদ্ধা, নিত্য সিদ্ধা কহি সার॥
সাধনে সুসিদ্ধা, ব্রজে কুমারিকাগণ।
নিত্যসিদ্ধা ললিতাদি কহে সনাতন॥
সাধন সুসিদ্ধা, নিত্য সিদ্ধা গোপীগণে।
পরকীয়ারূপে গণ্য নিত্য বৃন্দাবনে॥
বৃন্দাবনে পরকীয়া, পুরীতে স্বকীয়া।
সাধরণী মথুরায় কহি প্রকাশিয়া॥
বহুকান্ত নিষ্ঠ সদা সাধারণী হয়।
অতএব রসাভাস তাহাতে নিশ্চয়॥
সাধারণী মধ্যে গণ্য কুব্জা, শাস্ত্রে কহে।
কিন্তু তার অন্য প্রতি প্রীতি কভু নহে॥
কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দান করিয়া তাঁহার।
কৃষ্ণ প্রতি প্রীতি তাঁর হয় চমৎকার॥
সেই লাগি শ্রীকৃষ্ণের বসন ধরিয়া।
কৃষ্ণঠাঁই রতি চাহে প্রেমান্ধা হইয়া॥
এ হেতু সৈরিন্ধ্রী পরকীয়া মধ্যে হয়।
শ্রীরূপগোস্বামি ইহা স্ব-গ্রন্থে লিখয়॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

সামান্যায়াঃ রসাভাসঃ প্রসঙ্গাত্তাদৃগপ্যসৌ।
ভাবযোগাত্তু সৈরিন্ধ্রী পরকীয়ৈব সম্মতা॥ ১৫৩

সামান্যা নায়িকা যেই তারে বেশ্যা কয় ।
দ্বেষ, প্রীতি, তার কোন নায়কে না হয় ॥
ধন মাত্র ইচ্ছা তার অন্য ইচ্ছা নহে ।
হেন নায়িকাতে রত্যাভাস মাত্র কহে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সামান্যাবনিতা বেশ্যা সা দ্রব্যং পরমিচ্ছতি ।
গুণহীনে চ ন দ্বেষো নানুরাগো গুণিন্যপি ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দান করণ কারণ ।
কুব্জার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি হয় সুশোভন ॥
এ হেতু বেশ্যার চেষ্টা তখনি তাহার ।
সমূলে হইল ধ্বংস শাস্ত্রেতে প্রচার ॥
এই লাগি আর পূর্ব্ব কৃপার কারণ ।
কুব্জার পূরাণ আশ নন্দের-নন্দন ॥
এই সব বিচারিয়া শ্রীরূপ-চরণ ।
পরকীয়া মধ্যে করে কুব্জার গণন ॥
সৈরিন্ধ্রী-সঙ্গমে কৃষ্ণে দোষ দেয় যারা ।
কুব্জার আদ্যন্ত কথা নাহি জানে তারা ॥
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে নিত্য সৈরিন্ধ্রী-সঙ্গম ।
করেন গোবিন্দ ইহা কে করে খণ্ডন ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে ।

যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।
তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥ ১৫৫ ॥

প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে কৃষ্ণ পরকীয়া সঙ্গে।
রাসাদি বিহার করে নিত্য নানা-রঙ্গে॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদি বিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহ নাস্তি কর্হিচিৎ॥ ১৫৬॥

পরদার বিনা পরকীয়া সিদ্ধ নয়।
সেই পরদার নিত্য তিনরূপ হয়॥
বর্ত্তমান, ভাবী, ভূত, এইত নিশ্চয়।
বর্ত্তমান ললিতাদি গোপী সমুদয়॥
ভাবী কুমারিকাগণ, ভূত সাধারণী।
পরদারত্রয় এই শাস্ত্রদৃষ্টে গণি॥
এই তিন পরদার সহ ভগবান।
নিত্যানন্দ রসাস্বাদে শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥
কৃষ্ণ প্রতি প্রীতি হেতু পরদারত্রয়।
কামগন্ধ হীন এই জানিহ নিশ্চয়॥
ইহাতে কৃষ্ণের প্রতি দোষ দেয় যেই।
ভাগবত-মর্ম্ম কভু নাহি জানে সেই॥
পরদার অঙ্গীকৃত্য ব্যাসের-নন্দন।
রাজার সম্মুখে এই করেন বর্ণন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহভাক্॥ ১৫৭।

পরদার শ্রেষ্ঠ করি করিয়া স্বীকার।
দোষস্পর্শ আশঙ্কায় করেন বিচার॥
কৃষ্ণ প্রতি প্রীতি যার সর্ব্বদা থাকয়।
কুলটাত্ব কভু তার সম্ভব না হয়॥
কৃষ্ণলীলা-শক্তিগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
বরিলা প্রাকৃত পতি পিত্রাদি আজ্ঞায়॥
সবে জানে ইহা বিনা প্রপঞ্চ মাঝারে।
পরকীয়াভাব কিসে হইবে বিস্তারে॥
পূর্ণানন্দ রস নহে পরকীয়া বিনে।
পূর্ণানন্দ রস কৃষ্ণ যাহার অধীনে॥
এতেক চিন্তিয়া তবে কৃষ্ণ-শক্তিগণ।
বিধি অনুসারে পতি করেন গ্রহণ॥
নাম মাত্রে পতি পত্নী সম্বন্ধ স্থাপিয়া।
রাগে কৃষ্ণ সেবা করে কৃষ্ণাত্মা হইয়া॥
অন্তর্বাহ্যে সদা কৃষ্ণ স্ফুরে যাসবার।
তাসবার কুলটাত্ব অতি চমৎকার॥
প্রাকৃত লোকেতে যেই প্রাকৃতা কামিনী।
পতি ছাড়ি হয় পরপুরুষগামিনী॥
কুলটা বলিয়া খ্যাতি হয় ত তাহার।
সেই খ্যাতি কি প্রকারে হবে গোপীকার॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি নিত্য গোপীগণ।
ভেদাভেদরূপে করে কৃষ্ণে সুখার্পণ॥

কৃষ্ণসুখ লাগি সব করেন স্বীকার।
কৃষ্ণেচ্ছায় গোপপতি করে অঙ্গীকার ॥
নিজেচ্ছায় নাহি করে শুন মর্ম্ম তার।
নিজেচ্ছায় গোপপতি করিলে স্বীকার ॥
কৃষ্ণ প্রতি নিত্য রাগে ঘটে ব্যভিচার।
এইত সিদ্ধান্ত দেখি শাস্ত্রের মাঝার ॥
অপ্রাকৃত শৃঙ্গারের চরম অবস্থা।
পরকীয়া বিনা কভু না হয় ব্যবস্থা ॥
এই হেতু যোগমায়া প্রভাবে গোপীকা।
নাম মাত্রে হয় সবে গোপের নায়িকা ॥
অতএব তাহাদের কুলটা আখ্যান।
কভু না হইতে পারে কহিনু সন্ধান ॥
কুলটার্থে "ব্যভিচার দুষ্টা" শাস্ত্রে কয়।
পুংশ্চলী-স্বৈরিণী-ত্বরী তৎপর্য্যায় হয় ॥
অসতী-ধর্ষিণী-ধৃষ্টা আদি অভিধান।
কুলটার সামান্যার্থ এইত প্রমাণ ॥
এই সব সামান্যার্থে কোন্ দুরাশয়।
কৃষ্ণশক্তি গোপীগণে কুলটা কহয় ॥
স্ব-পতি-সঙ্গম করে তবু পরপতি।
একেরে করায় রতি রহস্যেতে অতি ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

পতিব্রতা চৈকপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা।
তৃতীয়ে বৃষলী জ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলী স্মৃতা।

বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে পুংশ্চলী চ সপ্তমেঽষ্টমে।
তত ঊর্দ্ধে মহাবেশ্যা সা স্পৃশ্যা সর্ব্বজাতিষু॥ ১৫৮॥

কুলটার বিশেষার্থ শাস্ত্রে এই কয়।
এই অর্থে গোপীগণ কুলটা না হয়॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি ব্রজ বল্লবী সবার।
পতি সহ না হইল রতি ব্যবহার॥
এ সব জানিয়া যেই গোপীরে নিন্দয়।
সে বড় অধম ভক্তিঅধিকারী নয়॥
সামান্যার্থে বিশেষার্থে দেখহ বিচারী।
কুলটা না হয় কভু ব্রজ-গোপনারী॥
আত্মারাম কৃষ্ণে রতি সদা করে যাঁরা।
কুলটা বলিয়া খ্যাতি লভিবেক তাঁরা॥
হরি! হরি! বহির্ম্মুখে যাই বলিহারী।
কি সাহসে বলে ব্যভিচারিণী গোপ-নারী॥
পাপমতি জনে যৈছে গোপীরে নিন্দয়।
তৈছে গোপীকার জার শ্রীকৃষ্ণে কহয়॥
সর্ব্বান্তঃকরণচারী সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ।
যিহঁ তিহঁ কিসে হন জাররূপে লক্ষ্য॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, যেই কৃষ্ণ হয়।
তাঁহার জারত্ব শাস্ত্রে অসম্ভব কয়॥
গোপীকার কুলটাত্ব, কৃষ্ণের জারত্ব।
যদি হয় তবে লোকে কাহার মহত্ত্ব॥

হরি ! হরি ! তুর্ভাগারে যাই বলিহারী।
কৃষ্ণে জার কহে যিনি সর্ব্বহৃদ্বিহারী॥
সর্ব্বান্তঃকরণচারী যেই কৃষ্ণ হয়।
বহিরালিঙ্গনে তাঁর কি দোষ আছয়॥
বৃহ্মাদি স্রষ্টার রহস্যাঙ্গাদি দর্শনে।
কিছুমাত্র দোষ নাহি বুঝ মনে মনে॥
সর্ব্বান্তঃকরণচারী প্রভৃতি বচনে।
কদাপি স্বকীয়া সিদ্ধ নহে বৃন্দাবনে॥
কৃষ্ণাত্মা তচ্ছক্তিগোপী তত্ত্ববাক্য দ্বারে।
ব্রজেতে স্বকীয়া রতি যে জন বিস্তারে॥
শৃঙ্গার রসের পূর্ণাপূর্ণভাব সেই।
কভু নাহি জানে সত্য কহিলাম এই॥
কেহ কেহ প্রপঞ্চস্থ ধাম বৃন্দাবনে।
পরকীয়াভাব এই করেন বর্ণনে॥
তাহাদের সেই মত না হয় প্রমাণ।
অত্র ধাম অপ্রপঞ্চ ধাম প্রতিমান॥
তত্র যাহা অত্র তাহা নাহিক অন্যথা।
অত্র যাহা তত্র তাহা স্বরূপে ঐক্যতা॥
অত্র মায়া প্রত্যায়িত তত্র তাহা নয়।
এহেতু স্বরূপে ঐক্য বিজ্ঞ জনে কয়॥
"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদি বচনে
স্বকীয়াবাদীর দল করি আস্ফালনে॥

নিত্য পরকীয়াভাব খণ্ডাইতে যায়।
না বুঝিয়া শ্রীজীবের হার্দ্দ অভিপ্রায়॥
অপ্রাকৃত তত্বাচার্য্য রূপ, সনাতন।
অপ্রাকৃতা পরকীয়া করিতে স্থাপন॥
ঔপপত্য ভাব গর্হ্য করিয়া প্রকাশে।
পরেতে লিখিলা রূপ মনের উল্লাসে॥
প্রাকৃতা রমণী আর প্রাকৃত রমণে।
ঔপপত্য ভাব নিন্দনীয় সর্ব্বক্ষণে॥
অপ্রাকৃতা গোপীকার আর অপ্রাকৃত।
গোবিন্দের ঐছে ভাব নহে দোষাবৃত॥
শৃঙ্গার মধুর রস সম্পূর্ণাস্বাদিতে।
অবতীর্ণ হন কৃষ্ণ গোপীর সহিতে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস স্বাদার্থমবতারিণি॥ ১৫৯॥

পরকীয়া অপমর্শে কৃষ্ণে নাহি দোষ।
তাহা জানাইতে শুক করি ব্যাজ রোষ॥
"গোপীনামিত্যাদি" শ্লোক করেন প্রকাশে।
পরদার অঙ্গীকৃত্য মনের উল্লাসে॥
বহির্ম্মুখ প্রবোধিতে ঐছে শ্লোক সার।
রাজার সভায় শুক করেন প্রচার॥

অঙ্গীকৃত্য অর্থে প্রতিজ্ঞাত শাস্ত্রে কয়।
প্রতিজ্ঞাত বাক্য ভঙ্গে প্রত্যবায় হয়॥
অতএব প্রতিজ্ঞাত বাক্য মহাজনে।
কভু না অন্যথা করে শুনি শাস্ত্রগণে॥
শুকের স্বপ্রতিজ্ঞাত বাক্য সত্যজ্ঞানে।
পরকীয়া অঙ্গীকৃত্য স্বাম্যাদি বাখানে॥
স্বামি, রূপ, সনাতন, জীব, বিশ্বনাথ।
পরকীয়া অঙ্গীকৃত্য চিচ্ছক্তির সাথ॥
শৃঙ্গার রসেতে সেই শৃঙ্গার-মূরতি।
কৃষ্ণকে ভজয়ে যৈছে যুবকে যুবতী॥
অধিকার বিরহিত জনের লোচন।
রোচনাভিপ্রায়ে প্রভু শ্রীজীব-চরণ॥
লোচন রোচনী মধ্যে ঘৃত বিন্দুপ্রায়।
বসাইলা এক শ্লোক স্ব-পর ইচ্ছায়॥

তথাহি লোচনরোচন্যাং।

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরং॥ ১৬০॥

প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে কৃষ্ণ লীলৈকরূপেতে।
নিত্য হয়, ভেদাভেদ স্বীয়াভিমতেতে॥
প্রকটাপ্রকট যেই দুই লীলা হয়।
সেই দুয়ে ঔপপত্য ভাব সুনিশ্চয়॥

জড়াতীত ঔপপত্য ভাবাস্তথা যথা।
সম্পূর্ণ সমর্থা রতি নাহি হয় তথা ॥
অপ্রাকৃত সমর্থার পাত্রী গোপীচয়।
এ হেতু তাঁহারা নিত্য পরকীয়া হয় ॥
সেই পরকীয়াগণ তত্রাত্র সমানে।
নিত্য রতিরসে তোষে কৃষ্ণ-ভগবানে ॥
শ্রীজীব গোস্বামি ইহা লিখিলা স্বেচ্ছায়।
কৃষ্ণবধূ কৃষ্ণ স্বামি প্রমাণ তাহায় ॥
বধ্বর্থে স্ত্রী মাত্র আর স্বাম্যর্থে ঐশ্বর্য্য।
ঔপপত্য নিত্য জন্য লিখে প্রভুবর্য্য ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ললিতগতিবিলাস বল্গুহাস
প্রণয় নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ১৬১ ॥

গোপবধূ ব্রজনারী বিধি অনুসারে।
গোবিন্দের বধূ নিত্যাবিধি ব্যবহারে ॥
বিপ্রাগ্নি করিয়া সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণের সনে।
গোপীর বিবাহ শাস্ত্রে না দেখি নয়নে ॥
অতএব বধূ শব্দে স্ত্রী মাত্র স্বীকার।
অবশ্য করিতে হবে, কহিলাম সার ॥

স্বাম্যর্থে ঐশ্বর্য্য ইহা পাণিনী কহয়।
"স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে" এই সূত্র তার হয়॥
অতএব পরকীয়া নিত্যভাব যাহা।
স্বেচ্ছায় শ্রীজীব প্রভু কহিলেন তাহা॥
শ্রীজীবের স্ব-দাসের দাস অনুদাস।
আমরা নিশ্চয় হই করিনু প্রকাশ॥
স্বেচ্ছায় শ্রীজীব প্রভু লিখিলেন যাহা।
হৃদয় সম্পুটে মোরা যত্নে রাখি তাহা॥
পরেচ্ছায় কন যাহা তাহা সেই পরে।
হৃদয় সমুদ্গে যেন রাখে যত্ন করে॥
তাহার বিচারে কিবা আছে প্রয়োজন।
স্বজ্ঞাতব্য যাহা তাহা করহ শ্রবণ॥
ব্রজেতে স্বকীয়া ভাব স্থাপয়ে যাহারা।
বহির্ম্মুখ মধ্যে গণ্য নিশ্চয় তাহারা॥
সেই সব বহির্ম্মুখে করি তিরস্কার।
শ্রীরূপ গোস্বামি এই করেন প্রচার॥
মহামুনি শুকদেব মনের উল্লাসে।
স্ব-পারমহংস্য সংহিতায় পরকাশে॥
লোকাতীত পরকীয়া ভাব শুদ্ধ যাহা।
ব্রজরামা হৃদে নিত্য বিরাজিত তাহা॥
শ্রীশুকদেবের এই হার্দ্দ অভিপ্রায়।
রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠে স্পষ্ট জানা যায়॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

আঃ কিম্বান্যদযতস্তস্যামিদমেব মহামুনিঃ।
জগৌ পারমহংস্যাক সংহিতায়াং স্বয়ং শুকঃ॥ ১৬২॥

আঃ শব্দেতে বহির্ম্মুখ প্রতি অধিক্ষেপ।
করিলেন জীব প্রভু করিয়া আক্ষেপ॥
তথাপি স্বকীয়াবাদী জীবের হৃদয়।
দৈব বিপাকেতে পড়ি বুঝিতে নারয়॥
রাগেতে অর্পিত আত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
গোপী সবাকার নিত্য কহিনু সম্প্রতি॥
অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম এই বহিরঙ্গ নয়।
বহিরঙ্গ ধর্ম্মোদ্বাহ প্রক্রিয়া নিশ্চয়॥
বহিরঙ্গ ধর্ম্মে কৃষ্ণ গোপী সবাকারে।
নাহি করে অঙ্গীকার শ্রীজীব প্রচারে॥
অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে কৃষ্ণ গোপরামাগণে।
স্বীকার করেন নিত্য প্রিয় বৃন্দাবনে॥
"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো" শ্লোকের ব্যাখ্যানে।
শ্রীজীব লিখিলা ইহা শ্রীরূপ প্রমাণে॥
তথাপি স্বকীয়াবাদী দৈবচক্রে পড়ি।
শ্রীজীবে স্বকীয়াবাদী কহে হরি! হরি!॥
গান্ধর্ব্ব রীতিতে কৃষ্ণ গোপী সবাকারে।
স্বীকার করেন তেঁহ স্বকীয়া প্রচারে॥

অপ্রকাশ্য বিবাহের প্রচ্ছন্নকামতা।
নিজগ্রন্থ মধ্যে এই রূপের বারতা॥
তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।
গান্ধর্ব্বরীত্যাস্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহবস্তুতঃ।
অব্যক্তত্বাদ্বিবাহস্য সুষ্ঠু প্রচ্ছন্নকামতা॥ ১৬৩॥
সুষ্ঠু শব্দে সত্য প্রচ্ছন্নার্থে গুপ্ত এই।
নিত্য সত্য গুপ্ত রতি কৃষ্ণ প্রতি যেই॥
গোপপতি হেতু নিত্য গোপী সবাকার।
সুষ্ঠুরূপে গুপ্তরতি কৃষ্ণে অনিবার॥
গুপ্তরতি বিনা পরকীয়া ভাব নহে।
এই মর্ম্মে ঐছে শ্লোক প্রভুরূপ কহে॥
রাগে পরস্পর কন্যা বর সম্মিলনে।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে শাস্ত্রকারগণে॥
তথাহি শ্রীমৎস্যপুরাণে।
ইচ্ছায়ান্যোন্য সংযোগাঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ১৬৪॥
গান্ধর্ব্বেতে পরস্পর কামসঞ্চরণ।
কামশূন্যা প্রেমময়ী নিত্য গোপীগণ॥
এই এক হেতু কৃষ্ণসনে গোপীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ নাম মাত্রেতে প্রচার॥
দ্বিতীয় কারণ আর করহ শ্রবণ।
গান্ধর্ব্ব রীতিতে কন্যা যে করে অর্পণ॥

গান্ধর্ব্ব লোকেতে সেই দেবতার ন্যায়।
সুখেতে করয়ে ক্রীড়া মহাজনে গায়॥

তথাহি তত্রৈব।

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন যস্তু কন্যাং প্রযচ্ছতি।
গন্ধর্ব্বলোকমাসাদ্য ক্রীড়তে দেববচ্চিরং॥ ১৬৫॥

দ্বিতীয় কারণে কৃষ্ণসঙ্গে গোপী সনে।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সিদ্ধ না হয় কখনে॥
গোপকন্যাগণে কৃষ্ণ গান্ধর্ব্ব-বিধানে।
গ্রহণ করিলা হইা নাহি শুনি কাণে॥
বহির্ম্মুখ প্রবোধিতে শ্রীরূপ-চরণ।
ঐছে শ্লোক নিজ গ্রন্থে করেন বর্ণন॥
পরিহাসময় ঐছে শ্লোক তাঁর হয়।
তথাপি রূপের বাক্য মিথ্যা কভু নয়॥
পরকীয়ভাবমগ্না বধূরে আদরে।
স্বাঙ্কে রাখি পরপতি কহে প্রেমভরে॥
তুমি মোর ভার্য্যা হও জন্ম-জন্মান্তরে।
তাহা শুনি পরবধূ কহে মৃদুস্বরে॥
তুমি মোর পতি গতি জীবনে-মরণে।
তুমি মোর সরবস না ভুল কখনে॥
এ হেন গান্ধর্ব্ববিবাহ মন্ত্রে গোপী কৃষ্ণে।
পরস্পর-বিভা নিত্য নহে রূপাদৃষ্টে॥

তদ্ধেতু "গান্ধর্ব্বরীত্যা" শ্লোক সুমধুর।
স্বগ্রন্থে লিখেন সেই বিদগ্ধ মুকুর॥
বর্ত্তমানপরকীয়া গোপীকার তত্ত্ব।
সংক্ষেপে কহিনু বৎস! সহিত মহত্ত্ব॥
ভাবীপরকীয়া বধূ কুমারিকাগণ।
সাধন সুসিদ্ধা গোপী যাঁহারা লিখন॥
তাঁরা ভাবী স্ব-স্বোদ্বাহ সংস্কার প্রভৃতি।
পরিহরি পরংপতি কৃষ্ণে করে রতি॥
অতএব ভাবীপরকীয়া সেই সব।
এই কথা কহে যত শ্রীমহানুভব॥
কুমারিকাগণ মধ্যে কাহার কাহার।
কৃষ্ণে পতিভাব এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
শ্রীরুক্মিণ্যুদ্বাহ পূর্ব্বে শ্রীহরির সঙ্গে।
কুমারী সবার হয় পরিণয় রঙ্গে॥
মাধব-মাহাত্ম্য গ্রন্থে ইহাই প্রকাশ।
করিলেন গ্রন্থকার পাইয়া উল্লাস॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

মূলমাধবমাহাত্ম্যে শ্রূয়তে তত এব হি।
রুক্মিণ্যুদ্বাহতঃ পূর্ব্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ॥ ১৬৬॥

মাধব মাহাত্ম্যে ব্রজকুমারিকা সনে।
কৃষ্ণের বিবাহোৎসব আছয়ে লিখনে॥

পরম্পরা এই কথা করিনু শ্রবণ।
স্বচক্ষে সন্দর্ভ নাহি হইল দর্শন॥
কাত্যায়নি! মহামায়ে! ইত্যাদি বচনে।
কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছা করে কুমারিকাগণে॥
এ হেতু গান্ধর্ব্ববিধিতে কুমারিকা সনে।
কৃষ্ণের বিবাহ সিদ্ধ করে মহাজনে॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী কৃষ্ণ সর্ব্বগতি।
অতএব তাঁ' সবার হইলেন পতি॥
প্রাজাপত্যরূপে নহে পতিত্ব স্বীকার।
পূর্ব্বোক্ত গান্ধর্ব্ব-মন্ত্রে কহিলাম সার॥
তেঞি ভাবীপরকীয়া কুমারিকাগণ।
জীবের আভাস এই করিনু কীর্ত্তন॥
মৃতপতি, পতিত্যক্তা, হঞা যেই নারী।
পান্থাশ্রয়া হয় আত্ম ধর্ম্মপথ ছাড়ি॥
সাধারণ রতি হেতু সেই কামিনীরে।
সাধারণী কহে যত শাস্ত্রজ্ঞ সুধীরে॥
সেই সাধারণী যদি কোন ভাগ্যোদয়ে।
পান্থাশ্রয় বৃত্তি ছাড়ি কৃষ্ণাশ্রিতা হয়ে॥
কৃষ্ণরতি স্পৃহা করে সদা সর্ব্বক্ষণ।
ভূতপরকীয়া তারে জানিহ তখন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত সেই কুব্জা মথুরায়।
পান্থাশ্রয়-বৃত্তি ছাড়ি কৃষ্ণাশ্লেষ পায়॥

ভূতপরকীয়া তেঞি কুব্জারে কহয়।
স্বভাব ছাড়িয়া কৃষ্ণ সঙ্গম লভয়॥
তিনরূপ পরকীয়া বিজ্ঞ উক্ত যাহা।
তোমার নিকটে বৎস! কহিলাম তাহা॥
ইহা ভিন্ন অন্য অন্য পরকীয়াগণে।
মূল স্থূল ভয়ে এথা না করি বর্ণনে॥
চরম সিদ্ধান্ত এই জানিবে নিশ্চয়।
ব্রজকান্তাগণ সব পরকীয়া হয়॥
কৃষ্ণকান্তাগণ যত দেখ বৃন্দাবনে।
সকলেই পরকীয়া কহে মহাজনে॥
পরকীয়া বিনা অন্য কান্তা ব্রজে নাই।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে শুকাদি ইহাই॥
বৃন্দাবন বিহারেতে পরকীয়া কান্তা।
ইহাতে অন্যথা করে বহির্মুখাশান্তা॥
রূপ, সনাতন, জীব, কীয়া করি কয়।
কৃষ্ণকান্তা ব্রজে যত পরকীয়া হয়॥
অতএব ব্রজভাব লুব্ধ ভক্তগণ।
পরকীয়া রসে কৃষ্ণে করেন সেবন॥
পরকীয়াভাবে গোপী পদাশ্রয় করি।
বৃদ্ধগণ সেবে নিত্য বৃন্দাবনে হরি॥
গোপী-অনুগত হঞা পরকীয়া ভাবে।
বৃদ্ধ অনুসারে আত্ম প্রকৃতি-স্বভাবে॥

যেই করে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সেবন।
সেই ত উত্তম ভক্ত করিমু কীর্ত্তন॥
বৃদ্ধগণ যেই মত করেন ভজন।
তদনুসারেতে ভজে বুদ্ধিমানগণ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। ১৬৭

সখী-অনুগত্য হঞা পরকীয়া ভাবে।
রাধাকৃষ্ণ সেব্য নিজ প্রকৃতি-স্বভাবে॥
গৌরাঙ্গের অন্তর্ভাব এইত নিশ্চয়।
মুকুন্দের পদে তাহা প্রমাণ করয়॥

তথাহি শ্রীমুকুন্দেনোক্তং পদং।

হা! হা! প্রাণপ্রিয়সখি! কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥ ধ্রু॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঞি।
যাহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঞি॥ ১৬৮॥

শ্রীমুকুন্দ এই পদ গায় মধুস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে॥
নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ আদি গর্ব্ব, দৈন্য।
প্রভু সহ যুদ্ধ করে যত ভাব সৈন্য॥
জর জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক সঞ্চারে॥

তাহা দেখি সুচিন্তিত হৈলা ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥
বোল! বোল! বলে প্রভু আনন্দে বিহ্বল
বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল॥
বিরহ উন্মাদে হৃদিস্থিত অভিপ্রায়।
লুকাইতে নারে কেহ ব্যক্ত হঞা যায়॥
পরকীয়াভাবে সখীগণ অনুসারে।
কৃষ্ণসেবাপরা প্রভু শ্রীমুখে প্রচারে॥
ভাবের আবেশে প্রভু স্বান্তর্ভাব যাহা।
স্বান্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে প্রকাশেন তাহা॥

তথাহি শ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য শ্রীমুখবচনং।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ১৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন পাই বা না পাই।
তবু কৃষ্ণ প্রাণনাথ আমার সদাই॥
স্বপদে পেষেণ কৃষ্ণ যদ্যপি আমারে।
অথবা দর্শন নাহি দেন দিন পারে॥
লম্পট পুরুষ তিহোঁ বহু কান্তা কান্ত।
জানিয়াও মন মন তৎপ্রীতি একান্ত॥

মোর প্রতি যেইরূপ ইচ্ছা তাঁর হয়।
সেইরূপ করু তিহোঁ যাতে সুখোদয় ॥
আমি তাঁর পাদরতা দাসী সুনিশ্চয়।
তিহোঁ বিনা প্রাণনাথ কেহ না আছয় ॥
মোর মর্ম্মে ব্যথা দিলে যদ্যপি তাঁহার।
সুখ হয় তাহে দুঃখ নাহিক আমার ॥
কৃষ্ণের সুখেতে মম হৃদয়েতে সুখ।
তবু কৃষ্ণ কভু যেন না হন বিমুখ ॥
শ্রীমুখের এই বাক্যে পরকীয়াভাবে।
বৃন্দাবনে সেব্য কৃষ্ণ স্ব-সখী-স্বভাবে ॥
রহে রহু গৃহধর্ম্ম তাহে নাহি দোষ।
কুলটানুসারে কৃষ্ণে করিবে সন্তোষ ॥
যৈছে পরকান্তরতা কুলনারীগণ।
কুলকার্য্যে ব্যগ্রা তবু সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
নব সঙ্গ রসায়ন স্মরণ করয়।
পরকীয়া ধর্ম্ম এই মহাপ্রভু কয় ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুনোক্তং।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তথাপি চিন্তয়েৎ স্বান্তং নবসঙ্গরসায়নং ॥ ১৭০ ॥

যৈছে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ।
কুলে রহি কুলকার্য্যে তোষে কুলজন ॥

কিন্তু কুলধর্ম্ম আদি করিয়া বর্জ্জন।
রহস্য ভাবেতে কৃষ্ণে করেন ভজন॥
পরকীয়া ধর্ম্ম সেই সুদুর্ল্লভ হয়।
সর্ব্বদা সংযোগ যাতে নাহিক ঘটয়॥
সর্ব্বদা সংযোগে পূর্ণ রতি-রসাস্বাদে।
কভু নাহি মিলে এই কহি নির্ব্বিবাদে॥
সংযোগাসংযোগ বিনা রতি পূর্ণ নহে।
বসজ্ঞ জনেতে সদা এই কথা কহে॥
পূর্ণ রতি রসানন্দ আস্বাদন যথা।
সংসোগাসংযোগময়ী পরকীয়া তথা॥
অসংযোগে সদা দুঃখে হৃদয় দহয়।
সংযোগ সুখেতে হৃদি শীতল করয়॥
"পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে বিপ্রগণ।
যজ্ঞাগ্নিতে করে যথামত জলার্পণ॥
তাহে পৃথ্বী স্নিগ্ধানন্দ লভে যে প্রকার।
তদ্রূপাসংযোগান্তেতে সংযোগে কান্তার।
কৃষ্ণপ্রেম যজ্ঞে অগ্নি অসংযোগ নাম।
প্রণয়ানুস্মরণাদি হবিষা-বিরাম॥
রতি শান্তি কৃষ্ণসুখ অনুভবে হয়।
তবু রতিস্পৃহা বাঢ়ে অত্যাশ্চর্য্যময়॥
কৃষ্ণপ্রেম মহাযজ্ঞফল চমৎকার।
যাজ্ঞিকের ফল আশা বাঢ়ে অনিবার॥

এই হেতু কহিয়াছি পূর্ব্বেতে তোমারে।
বিপ্রলম্ভ বিনা পূর্ণ রতি না বিস্তারে॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
কুলটানুসারে কর কৃষ্ণের সেবন॥
কুলটা হইবে কিন্তু কুল না ছাড়িবে।
কুলে রহি পরকান্ত গোবিন্দে সেবিবে॥
পরকীয়া ধর্ম্ম এই প্রভুর সম্মত।
ইহা না বুঝিতে পারে বহির্ম্মুখ যত॥
"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠেত্যাদি" প্রমিতিতে।
কুলটা হইয়া যেই কুলটা সহিতে॥
কথোপকথন আদি তুষ্টভাবে করে।
তার মুখ নাহি হেরি কল্প কল্পান্তরে॥
প্রকৃতি হইয়া করে নারী-সম্ভাষণ।
প্রভু কহে তার মুখ না হেরি কখন॥
পঞ্চম বিষয়ে মুগ্ধ হএগ পঞ্চজন।
হত হয় এবে তাহা করহ শ্রবণ॥
রূপেতে মোহিত হএগ পতঙ্গ মরয়।
গন্ধে মুগ্ধ হএগ মধুকর বধ্য হয়॥
স্পর্শেতে মোহিত হএগ বলিষ্ঠ-বারণ।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় জন্মের মতন॥
শব্দে বিমোহিত হএগ হরিণনিচয়।
বন মাঝে আসি ব্যাধ শরে বিদ্ধ হয়॥

রসেতে মোহিত হঞা মীন সমুদয়।
বঁড়িশেতে বিদ্ধ হয়ে জীবন ত্যজয়॥
পঞ্চম বিষয়ে মুগ্ধ হঞা পঞ্চজন।
যেইরূপে হত হয় করিনু বর্ণন॥
রূপাদি বিষয় পঞ্চ রমণীতে রহে।
এ লাগি রমণী ত্যজ্যা ভাগবতে কহে॥
নারীরূপ দরশন নারী-অঙ্গ ঘ্রাণ।
নারী-পরশন নারীবাক্য অবধান॥
নারীর অধর-সুধা রসাবলেহন।
এই পঞ্চে সুরাসুর আদির নিধন॥
অতএব বুদ্ধিমান মানবনিচয়।
রমণী-বিষয়ে সদা উদাসীন রয়॥
কামপরতন্ত্র মূঢ় মানব যাহারা।
কামিনী-বিষয়ে সব হারায় তাহারা॥
ইহা জানি উদাসীন্ বৈষ্ণবনিচয়।
নারীর বিষয় পঞ্চ অগ্রাহ্য করয়॥
কামিনী কাঞ্চনাম্বরাভরণাদি যত।
মায়া বিরচিত এই সুবুদ্ধি সম্মত॥
অতএব উদাসীন্ ভক্ত সমুদয়।
কামিনীকাঞ্চন আদি কভু না স্পর্শয়॥
মাধুকরী বৃত্ত্যে স্ব-স্ব উদর ভরয়।
চেলখণ্ডে কটিদেশাবরণ করয়॥

কর পাত্রে কিংবা নারিকেল পাত্রে পান।
তরুতলে ভূ-শয্যায় সুখেতে শয়ান॥
ভিক্ষুকের ধর্ম্ম নহে নারী-সম্ভাষণ।
যে করে সে ধর্ম্মধ্বজি স্বরূপে গণন॥
ধর্ম্মধ্বজি ভিক্ষুকের কৃষ্ণানুশীলনে।
অধিকার নাহি ইহা ফুকারে পুরাণে॥
ভিক্ষুক বৈষ্ণবগণ ভ্রমে ও চরণে।
কাষ্ঠের যুবতী স্পর্শ না করে কখনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥
যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্ট দৃষ্টিঃ॥
পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্নস্পৃশেৎ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গ সঙ্গতঃ॥ ১৭১॥

বরঞ্চ লম্পট ভাল স্ত্রৈণ কিছু নয়।
স্ত্রৈণতা পৌরুষ নাশি পশুত্ব আনয়॥
তদ্রূপ পাষণ্ড ভাল ভণ্ড কিছু নয়।
ভণ্ডতা সকল নাশি দেখায় নিরয়॥

নারীর বিষয় যৈছে ধীর গ্রাহ্য নয়।
তৈছে ধীরা রমণীর জানিহ নিশ্চয়॥
ধীরা ভক্তিমতী নারীবৃন্দ কোনক্রমে।
নরের বিষয় গ্রাহ্য নাহি করে ভ্রমে॥
অসঙ্গেতে রহঃস্থানে আপন ভাবেতে।
কৃষ্ণসেবা করিবেন গুর্ব্বাজ্ঞা মতেতে॥
ইহাতে অন্যথা যেই রমণী করয়।
তাহার অশুদ্ধামতি সকলে ঘোষয়॥
শুদ্ধামতি নহে যার কৃষ্ণ সেবা তার।
বৃথা হয় এই কথা শাস্ত্রেতে প্রচার॥
নিষিদ্ধ পুরুষ সঙ্গে যে নারী থাকয়।
তার অধিকার কৃষ্ণসেবাতে না রয়॥
স্ব-গৃহে রহিয়া ব্রজগোপী অনুসারে।
ভজিবেন কৃষ্ণচন্দ্র রস-পারাবারে॥
নিত্যসিদ্ধ আচরণ সাধক জনার।
করণীয় নহে, এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
ইহার বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
রসাদির তত্ত্ব কিছু করহ শ্রবণ॥
"রস" "রস" কহে সবে'রস কারে কয়।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা সেই "রস" হয়॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা সদানন্দ জানি।
সেইত আনন্দরস চিন্ময় বাখানি॥

আনন্দ চিন্ময় রস অপ্রাকৃত হয় ।
অতএব "পররস" তাহারে কহয় ॥
আনন্দার্থে স্বয়ং কৃষ্ণ সর্ব্ব সমাশ্রয় ।
সর্ব্বরসপয়োনিধি সদামৃতময় ॥
একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র কহিনু নিশ্চয় ।
দীধিতিস্বরূপানন্ত শক্ত্যন্বিতময় ॥
এ হেতু কৃষ্ণের হয় গোবিন্দ আখ্যান ।
শ্রুত্যাদি সকল শাস্ত্র ইহাতে প্রমাণ ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

আনন্দং ব্রহ্মণোরূপমিত্যাদি শ্রুতিনোদিতং ।
সানন্দরূপ ব্রহ্মস্যাদ্গোবিন্দো বিশ্বভাবনঃ ॥ ১৭২ ॥

চিন্ময় অর্থেতে জানি চিচ্ছক্তি-অন্বিত ।
সেইত চিচ্ছক্তি রাধা কহিনু নিশ্চিত ॥
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ।
এই বাক্যে রাধা তাঁর চিচ্ছক্তি-স্বরূপ ॥
সেইত চিচ্ছক্তি সর্ব্বশক্তিবৃন্দ সহ ।
শ্রীকৃষ্ণে বিরাজে পূর্ণরূপে অহরহ ॥
অতএব রাধাকৃষ্ণ একাত্মতা যেই ।
আনন্দ চিন্ময় রস নিত্য হয় সেই ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

রসোবৈ সেত্যাদি বাক্যাদ্ব্রহ্মৈব পরমোরসঃ ।
তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রস্তু বৃহত্ত্বাদিতি হেতুকঃ ॥ ১৭৩ ॥

আনন্দ চিন্ময়রসে স্ব-প্রতিভাবিত।
গোপী সহ নিত্য স্ব-স্বরূপে অবস্থিত।
অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনে।
স্ব-রসে স্ব-রস সঙ্গে করে বিহরণে॥
সেই শ্রীগোবিন্দে আমি সেবি অনিবার।
আনন্দ চিন্ময় রস মূরতি যাঁহার॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১৭৪॥

আনন্দার্থে কৃষ্ণ, বল, অবিধানে কয়।
বলার্থেতে শুক্রসার-শক্তি আদি হয়॥
রসসারোদ্ভব সেই শুক্র-আদি নহে।
স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত নিত্য স্থির কহে॥
চিচ্ছক্তি স্ব-শক্ত্যে সেই বল আকর্ষিয়া।
লীলাকার্য্য সাধে নিত্য কৃষ্ণেচ্ছা লাগিয়া॥
চিচ্ছক্তির গত যবে কৃষ্ণ, বল, হয়।
তবহি শৃঙ্গারানন্দ রস উপজয়॥
আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণে।
সকলি আনন্দ তার কহিনু সন্ধানে॥

নিজ বলানন্দ কৃষ্ণ নিজানন্দাধারে।
স্থির রাখি চিচ্ছক্তিতে স্ব-ক্রীড়া বিস্তারে ॥
চৈতন্য আনন্দ কৃষ্ণ স্ব-চিচ্ছক্তিগত।
অথবা চিচ্ছক্তি কৃষ্ণে অবিচ্ছেদে রত ॥
চৈতন্য আনন্দ কৃষ্ণ স্ব-চিচ্ছক্তি সঙ্গে।
নিত্য রতিক্রীড়া করে ভেদাভেদ রঙ্গে ॥
ভেদরূপে নিত্য যেই রতিক্রীড়া হয়।
পরকীয়া রত্যাখ্যান তাহার নিশ্চয় ॥
অভেদ স্বরূপে যেই রতির বিধান।
স্বগত শৃঙ্গার সেই দর্শন প্রমাণ ॥
ভেদাভেদরূপে নিত্য দুই রতি হয়।
তার মধ্যে পরকীয়া রতি শ্রেষ্ঠ কয় ॥
ভেদ বিনা লীলা সিদ্ধ নহে কদাচন।
লীলা মধ্যে ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠা সর্ব্বক্ষণ ॥
ব্রজলীলা মধ্যে রাসলীলা সর্ব্বোত্তমা।
পরকীয়া হৈতে হয় যাহার যোজনা ॥
অতএব পরকীয়া রতি শ্রেষ্ঠ হয়।
ভাবে প্রভু এই তত্ত্ব ভক্তগণে কয় ॥

তথাহি শ্রীমুখোক্তং পদং।

সেইত পরাণনাথে পেনু।
যাহা লাগি কাম দহে দহি গেনু ॥ ধ্রু ॥ ১৭৫ ॥

এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
যাহার মর্ম্মার্থ নাহি বুঝে অন্যলোক ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১৭৬ ॥

এই শ্লোকমর্ম্ম পরকীয়া রতিসার।
ভক্তস্থানে করে প্রভু ভাবেতে প্রচার ॥
সেই তুমি সেই আমি তবু মোর মন।
বৃন্দাবনে বনে রতি চাহে অনুক্ষণ ॥
ইথে জানি পরকীয়া ভাবেতে ভজন।
প্রভুর সম্মত মত কহে ভক্তগণ ॥
আনন্দ চিচ্ছক্তি দুয়ে সদা সম্মিলনে।
অপ্রাকৃত রতিরস কহে বিজ্ঞজনে ॥
উভয় মিলন বিনা রতিরস নহে।
এই কথা রস শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ কহে ॥
অনাদিক্রমেতে সদা ভেদাভেদরূপে।
আনন্দ চিচ্ছক্তি দুয়ে একই স্বরূপে ॥

রাস-বিহারাদি করে নিত্য বৃন্দাবনে ।
অনাদি শৃঙ্গার সেই বুঝ মনে মনে ॥
"আনন্দ চিন্ময় রসঃ" "রসো বৈ" প্রভৃতি ।
বাক্যের গূঢ়ার্থ এই করিনু বিস্তৃতি ॥
ইহাতে জানিয়ে শ্রীগোবিন্দ রস হয় ।
গো-শব্দে কিরণরূপা তচ্ছক্তি-নিচয় ॥
কিরণ সূর্য্যেতে যৈছে নিত্য অবিচ্ছেদ ।
তৈছে কৃষ্ণশক্তি সহ কহে যত বেদ ॥
অনাদি শৃঙ্গার রসে সর্ব্বরস রহে ।
এ লাগি শৃঙ্গার রসে "আদিরস" কহে ॥
আনন্দ চিন্ময় হেতু আত্মরসময় ।
একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র আর কেহ নয় ॥
"রসোবৈ সেত্যাদি" বাক্যে সেই আত্মরসে ।
কৃষ্ণানন্দ রস কহে বেদ ভক্তিরসে ॥
শক্তি সহৈক্যতা বিনা নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে ।
নাহিক সম্ভবে রস বুঝহ মনেতে ॥
শক্তিশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান শুষ্কজ্ঞান হয় ।
মোদের আচার্য্যগণ এই কথা কয় ॥
শক্তি-সম্মিলন বিনা রস নাহি হয় ।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেখ সদাশয় ॥
ভূত শক্ত্যে বৃক্ষাদিতে রসের সঞ্চার ।
তাহাতে জীবিত বৃক্ষ আদি অনিবার ॥

ভূত শক্ত্যভাবে হয় বৃক্ষাদির নাশ।
এই কথা দর্শনাদি শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
রস হেতু শক্তিগণ বিজ্ঞে ইহা কয়।
শক্তির অভাব যথা তথা রস নয়॥
নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে রস কেমনে সম্ভবে।
ভাবিয়া দেখুন ইহা শ্রীমহানুভবে॥
নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে রস কল্পনা কেবল।
রসজ্ঞ স্বরূপ দ্বারে শুনিনু সকল॥
শক্তি সংযোগেতে হয় চৈতন্যেতে রস।
শক্তির সংযোগ বিনা চৈতন্য অবশ॥
পরস্পর সংযোগেতে নিত্য রস হয়।
চক্রপাণি আদি ইহা স্ব-স্ব গ্রন্থে কয়॥
চৈতন্য আনন্দব্রহ্ম শাস্ত্রে কহে যেই।
শক্তিতে চৈতন্যানন্দ ব্রহ্ম কহি সেই॥
তিঁহত আনন্দ রস রূপে গণ্য হয়।
অতএব শক্তি নিত্যানন্দ হেতু কয়॥
"লব্ধানন্দী" শ্রুতিবাক্যে শক্তি সম্মিলনে।
নিত্যরসরূপ ব্রহ্ম কহে মহাজনে॥
চৈতন্যাত্মারূপ কৃষ্ণ নন্দের-নন্দন।
সর্ব্বশক্ত্যন্বিত হেতু রসরূপ হন॥
চৈতন্য আনন্দঘন রস কৃষ্ণ হয়।
সেই রস "আদ্যরস" অত্যপূর্ব্ব কয়॥

আদ্যরস হয় সর্ব্বরস অবতারী।
পূর্ব্বাপর এই কথা বুঝহ বিচারী॥
দাস্যরস আদি আদ্যরস হৈতে হয়।
সেহ ত অনাদিক্রমে জানিহ নিশ্চয়॥
আদ্যরস যেই সেই মধুর-শৃঙ্গার।
ভেদাভেদরূপে নিত্য ব্রজেতে প্রচার॥
চিচ্ছক্তি প্রচুর হয় চিন্ময় শব্দেতে।
চিচ্ছক্তির বহু অংশ জানিহ মনেতে॥
চিচ্ছক্তি অংশিনী রাধা চিচ্ছক্তি সংপূর্ণা।
শ্রীকৃষ্ণারাধন কার্য্যে অতিশয় তূর্ণা॥
শ্রীরাধালিঙ্গিত যেই কৃষ্ণরূপ হয়।
সেইত পরম রস শৃঙ্গার নিশ্চয়॥
মাদকত্ব হেতু সেই শৃঙ্গারের নাম।
মধুর শৃঙ্গার হয় যাহে নাই কাম॥
অথবা কৃষ্ণের আর ব্রজ-গোপীকার।
পরস্পর সম্ভোগাদ্য হেতু যে বিস্তার॥
মধুরা প্রিয়তা রতি তাহার আখ্যান।
রসবল্লী গ্রন্থে এর শ্রীরূপ প্রমাণ॥
মধুর শৃঙ্গার রস নিত্য বৃন্দাবনে।
বিরাজ করয়ে পরকীয়া গোপীগণে॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি কারণং।
মধুরা পরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ॥ ১৭৭॥

"রসো বৈ স" "রসং" এই শ্রুতির বচনে।
সর্ব্বরসরূপ কৃষ্ণ কহে মহাজনে॥
ব্রহ্মানন্দ রসাপেক্ষা কৃষ্ণানন্দ রস।
অত্যন্ত প্রকৃষ্ট চিত্ত যাতে হয় বশ॥
শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরস কদম্ব-শ্রীকৃষ্ণ।
যাতে ভক্তচিত্ত অলি সর্ব্বদা সতৃষ্ণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্ব পিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥ ১৭৮॥

বিবিধ রসেতে কৃষ্ণ কংসের সভায়।
উদয় হয়েন ঐছে শ্লোকে এই গায়॥
ইহাতে জানিয়ে সর্ব্বরসময়মূর্ত্তি।
নন্দের-নন্দন কৃষ্ণ ভক্তচিত্তে স্ফূর্ত্তি॥
যার আস্বাদনাদিতে দেহ দ্রব হয়।
তাহারে কহয়ে রস জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি ভাবপ্রকাশে।

যৎপার্থো রসধাতুর্যস্ততোঽভবদয়ং রসঃ।
সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ॥ ১৭৯॥

রসনেন্দ্রিয়াদি দ্বারে আস্বাদন যার।
শাস্ত্রমতে হয় জানি রস নাম তার॥

বিষয় ইন্দ্রিয়ে নিত্য সম্মিলন যেই।
রসাখ্যান হয় তার, কহিলাম এই॥
বিষয়েতে রস নিত্য বিরাজ করয়।
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তাহা অনুভূতি হয়॥
সেই অনুভূতি হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পরোক্ষাপরোক্ষ এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
পরোক্ষানুভূতি হয় সাধন দেহেতে।
অপরোক্ষ অনুভূতি সিদ্ধ শরীরেতে॥
পরোক্ষার্থে অপ্রত্যক্ষ অভিধানে কয়।
অপরোক্ষ শব্দার্থেতে প্রত্যক্ষ কহয়॥
সাধনকালেতে কভু কভু ভাবাবেশে।
প্রত্যক্ষানুভূতি হয় কহিনু বিশেষে॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে অপ্রাকৃত রসে।
পূর্ণ আস্বাদন হয় আত্মভাববশে॥
ভাবনার দীর্ঘ পথ করিয়া লঙ্ঘন।
অত্যাশ্চর্য্য পুঞ্জাকর রূপে সর্ব্বক্ষণ॥
শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তে অত্যাধিক্যরূপে।
আস্বাদোৎপাদন করে বিশেষ্য স্বরূপে॥
তাহাকেই রস কহে রসিক সকলে।
শৃঙ্গারাদি নাম তার শাস্ত্রগণে বলে॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ॥
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥ ১৮০॥

বিভাবানুভাব আর সাত্ত্বিক, সঞ্চারি।
এই চারি হয় রস অভিব্যক্তকারী ॥
বিভাবাদি দ্বারে যেই নিত্যপ্রকাশিত।
কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাব সেই ত নিশ্চিত ॥
শ্রবণাদি-দ্বারে তাহা ভক্তের হৃদয়ে।
স্বাদ্যত্ব হইয়া সুষ্ঠু ভক্তিরস হয়ে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবোভক্তি রসোভবেৎ ॥ ১৮১ ॥

স্বাদ শব্দে রস এই অভিধানে কয়।
শ্রবণাদি ক্রিয়াদ্বারে হৃদে ব্যক্ত হয় ॥
মহাভাব-আদি গ্রাহ্য রত্যুপলক্ষণে।
টীকা মধ্যে দেখি ইহা শ্রীজীব-বচনে ॥
বিভাবানুভাব আর সাত্ত্বিক, সঞ্চারি।
করণ কারণ ভাব দ্বারে চমৎকারী ॥
মধুরাখ্যা রতি যবে স্বাদনীয়া হয়।
মধুরাখ্য ভক্তিরস সেইত নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং মধুরা রতিঃ।
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৮২ ॥

মধুরাখ্য ভক্তিরস রসের ভূপতি।
শ্রীজীব-আদির এই মধুর ভারতী॥
কৃষ্ণ আর গোপীকার পরস্পর যেই।
সম্ভোগের আদি, মধুরাখ্যা রতি সেই॥
পরপর্য্যায়েতে সেই মধুরাখ্যা রতি।
প্রিয়তা আখ্যান ধরে কহিনু সম্প্রতি॥
কটাক্ষ, ভ্রূ-ভঙ্গী, ঈষদ্ধাস্য, প্রিয়বাণী।
প্রভৃতি তাহার চেষ্টা কহিনু বাখানি॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরা পরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতারতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষ ভ্রূক্ষেপ প্রিয়বাণী স্মিতাদয়ঃ॥ ১৮৩॥

রতি আস্বাদন হেতু যেই সব হয়।
সেই সবে বুধগণ বিভাব বলয়॥
সেইত বিভাব হয় দ্বিবিধ প্রকার।
আলম্বন, উদ্দীপন কহিলাম সার॥

তথাহি তত্রৈব।

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন হেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥ ১৮৪॥

যাহাতে রত্যাদি চিত্তে বিভাবিত হয়।
তাহাকেই আলম্বন বিভাব বলয়॥

যদ্দ্বারা রত্যাদি চিত্তে হয় বিকসিত।
সেই হয় উদ্দীপন-বিভাব কথিত॥

তথাহি শ্রীঅগ্নিপুরাণে।

বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥ ১৮৫॥

রতির বিষয়াধার ভেদে আলম্বন।
দুইমত হয় এই শাস্ত্রের লিখন॥
রতির বিষয় কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।
রতির আশ্রয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ॥
অতএব ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন।
কৃষ্ণলীলা পরিকর মধ্যেতে গণন॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

কৃষ্ণশ্চকৃষ্ণভক্তাশ্চবুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদির্বিষয়ত্বেন তথাধার তয়াপি চ॥ ১৮৬॥

চিত্তস্থ ভাবের অববোধকের নাম।
অনুভাব হয় এই শাস্ত্র পরমাণ॥
বাহ্য বিক্রিয়ার প্রায় সেই অনুভাব।
উদ্ভাস্বর নামে খ্যাত অপূর্ব্ব প্রভাব॥
নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠিত, শরীর মোটন।
নিশ্বাস বাহুল্য, ঘূর্ণা, হুঙ্কার জৃম্ভন॥
লালাস্রাব, অট্টহাস, লোকানপেক্ষিতা।
ক্রোশন, হিক্কাদি, উদ্ভাস্বরাখ্য কথিতা॥

সেই অনুভাব শীত, ক্ষেপণ ভেদেতে।
দ্বিবিধ প্রকার হয় জানিহ মনেতে॥
গীত, জৃম্ভা আদি যেই তারে "শীত" কয়।
নৃত্য প্রভৃতিকে শাস্ত্রে "ক্ষেপণ" বলয়॥

তথাহি তত্রৈব।

অনুভাবস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চ।
তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোদিতাঃ॥ ১৮৭॥

প্রত্যক্ষস্বরূপে কিম্বা ধারানুক্রমেতে।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবে প্রগাঢ়-রূপেতে॥
আক্রান্ত চিত্তকে নিত্য রস প্রকরণে।
"সত্ত্ব" বলি ব্যাখ্যা করে শাস্ত্র-চক্ষুগণে॥
সেই সত্ত্বজাতভাবে সাত্ত্বিক কহয়।
সেইত সাত্ত্বিক পুনঃ তিন রূপ হয়॥
স্নিগ্ধ, দিগ্ধ, রুক্ষ, এই ত্রিবিধ প্রকার।
শাস্ত্রমতে এই তত্ত্ব করিনু প্রচার॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধা স্তথারুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥ ১৮৮॥

মুখ্য, গৌণভেদে স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক দ্বিবিধ।
রসিকে বর্ণনা করে করিয়া বিবিধ॥
মুখ্য রত্যুদয়ে "মুখ্য" সাত্ত্বিক কহয়।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-সাক্ষাৎ জানিবে নিশ্চয়॥
গৌণী রত্যুদয়োৎপন্ন সাত্ত্বিকাভিধানে।
"গৌণ" বলি বুধগণ করিলা ব্যাখ্যানে॥
ধারানুসারেতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ তথায়।
দিগ্ধের লক্ষণ শুন একান্ত হিয়ায়॥
ঐছে দুই রতি বিনা জাত ভাবে যেই।
হৃদয়াক্রমণ করে জাত রতি সেই॥
জাত রতি ভক্তজনে তদুদ্ভূত ভাব।
রতি অনুবর্ত্তীরূপে যদি হয় লাভ॥
সেইত সাত্ত্বিকে "দিগ্ধ" সাত্ত্বিক বলয়।
রুক্ষের লক্ষণ শুন যাহা শাস্ত্রে কয়॥
অত্যন্ত মধুর আর অত্যাশ্চর্য্যময়।
শ্রীকৃষ্ণের গুণ আদি বার্ত্তা সমুদয়॥
সেই চিত্রা বার্ত্তাবলী শ্রবণ আদিতে।
রতি শূন্যে হর্ষ আদি যা পাও দেখিতে॥
সেই হর্ষ আদি জাত সাত্ত্বিক লক্ষণে।
"রুক্ষ" বলি ব্যাখ্যা করে কোন মহাজনে॥

তথাহি তত্রৈব।

নিগ্ধাস্তু সাত্ত্বিকামুখ্যা গৌণাশ্চেতি দ্বিধামতাঃ।
আক্রমান্মুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্যুঃ সাত্ত্বিকা অমী।
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্র সূরিভিঃ।
রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গৌণাস্তে গৌণভূতয়া।
তত্র কৃষ্ণস্য সম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্ব্যবধানতঃ।
রতিদ্বয় বিনা ভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ।
জনে জাতরতৌ দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যনুগামিনঃ।
মধুরাশ্চর্য্য তদ্বার্ত্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ।
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশূন্যে জনে ক্বচিৎ ॥ ১৮৯ ॥

বিশেষ রূপেতে আর অভিমুখতায়।
স্থায়িভাবে বিচরণ করে সর্ব্বদায় ॥
এহেতু তেত্রিশভাবে ব্যভিচারী কয়।
ব্যভিচরতীতিজ্ঞানে ব্যভিচারী হয় ॥
বিশেষরূপেতে স্থায়িভাবে বিচরয়।
সেই হেতু বুধগণে ব্যভিচারী কয় ॥
ভাব, বাক্য, ভ্রূ-নেত্রাদি সত্ত্ব দ্বারে যাহা।
বিজ্ঞাপিত হয় নিত্য ব্যভিচারী তাহা ॥
অমৃত সমুদ্রে ঊর্ম্মীমালিকার ন্যায়।
স্থায়িভাবে ব্যভিচারী ভাব সমুদায় ॥
উন্মগ্ন হইয়া স্থায়িভাবেরে বাড়ায়।
নিমগ্ন হইয়া তার স্বরূপতা পায় ॥

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, ত্রাস।
মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, বেগ, উন্মাদ, নির্যাস॥
ব্যাধি, মোহা-লস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অপস্মৃতি।
অবহিত্থা-মর্ষা-সূয়া, নিদ্রা, সুপ্তি, মৃতি॥
ঔৎসুক্য, চাপল্য, হর্ষ, ঔগ্র, মতি, ধৃতি।
বিতর্ক, চিন্তন, বোধ, স্মরণ, বিবৃতি॥
নির্যাস বিবৃতি দুই করিয়া বর্জ্জন।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারী করিহ গণন॥
ভাবগতি সঞ্চারণ হেতু ব্যভিচারী।
সঞ্চারি আখ্যান ধরে বুঝহ বিচারি॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

তথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
বাগঙ্গ সত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোপি তে।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে।
নির্ব্বেদোঽথ বিষাদোদৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কা ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াঽবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্ক চিন্তা মতি ধৃতয়োহর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ।
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈবনিদ্রা চ।
সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥১৯॥

শৃঙ্গারে উগ্রতালস্ত ব্যভিচারী নাই।
উজ্জ্বলে কহেন ইহা শ্রীরূপ গোঁসাই ॥
ব্যভিচারী ভাবে আত্ম সখীগণাদিতে।
স্বপ্রেম সঞ্চার হয় হৃদয়-ভিত্তিতে ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

নির্ব্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ঔগ্র্যালস্যো বিনা তত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
সখ্যাদিষু নিজপ্রেমাপাত্র সঞ্চারিতাং ব্রজেৎ॥ ১৯১ ॥

অবিরুদ্ধ হাস্যআদি, বিরুদ্ধ ক্রোধাদি।
ভাবে বশগত করি রাজবচ্ছোভাদি ॥
সহিত বিরাজমান হয় যেই সেই।
স্থায়ীভাব বলি খ্যাত, কহিলাম এই ॥
ভক্তিরস প্রকরণে কৃষ্ণ-বিষয়িণী।
রতি স্থায়ীভাব হয় শাস্ত্রের কাহিনী ॥
মুখ্যা, গৌণী ভেদে সেই রতি দুই হয়।
শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষেরে মুখ্যা রতি কয় ॥
হ্লাদিনী মিলিত সম্বিৎ স্বরূপ যাহার।
শুদ্ধ সত্ত্ব মুখ্যা রতি সেই ত প্রচার ॥
স্বার্থা, পরার্থানুসারে মুখ্যারতি দুই।
শ্রীরূপের আজ্ঞামতে কহিলাম মুই ॥
অবিরুদ্ধ হাস্যআদি ভাব যারে যেই।
আপনাকে পুষ্ট করে "স্বার্থারতি" সেই ॥

বিরুদ্ধ ক্রোধাদি ভাব দ্বারেতে যাহার।
সহ্যাতীত গ্লানি চিত্ত করে অধিকার॥
সেহ "স্বার্থারতি" মধ্যে হয় ত গণন।
এবে কহি শুন পরার্থার বিবরণ॥
যেই মুখ্যারতি স্বয়ং হঞা সঙ্কুচিত।
অবিরুদ্ধ আদি দুয়ে করে প্রকটিত॥
তাহাকে "পরার্থারতি" বলে বুধগণ।
স্বার্থা পরার্থার এই জানিহ লক্ষণ॥
স্বার্থা আদি দুই রতি মুখ্যা যেই হয়।
পুনর্ব্বার ভেদ তার পঞ্চবিধ কয়॥
শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, আর বাৎসল্য, প্রিয়তা।
পঞ্চবিধভেদ এই রূপের-বারতা॥
স্ফটিকাদিবস্তুভেদে সূর্য্যপ্রতিচ্ছায়!
বৈশিষ্ট্যাবৈশিষ্ট্যভাবে নিত্য দেখা যায়॥
তৈছে পাত্রভেদে নিত্য রতির বৈশিষ্ট্য।
অবৈশিষ্ট্য ভাব ঘটে কহে যত শিষ্ট॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নযন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে।
স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ারতিঃ।
মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা।

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা।
মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্ত্যতে।
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্লাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে।
শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ।
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু॥ ১৯২॥

শৃঙ্গার-রসেতে বৎস! মধুরা রতিকে।
স্থায়ীভাব বলে যত ভাবুক রসিকে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

স্থায়ীভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ॥ ১৯৩॥

রতি-আদি ভাববৃন্দ আর ভাব যেই।
পরম আনন্দরূপ সবে জানি এই॥
স্বপ্রকাশ পরিপূর্ণ তাদাত্ম্য কারণে।
স্বগ্রন্থে গোসাঞি ইহা করেন বর্ণনে॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

পরমানন্দ তাদাত্ম্যদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ।
রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতি॥ ১৯৪॥

পরমানন্দার্থে আহ্লাদিনী শক্তি হয়।
তন্মূলক রতি কৃষ্ণ বিভাব নিশ্চয়॥
তচ্ছক্তিস্বরূপ ভক্ত সেই রতি দ্বারে।
সর্ব্বদা আবিষ্ট এই কহিনু তোমারে॥

অনুভাব ব্যভিচারী হলাদিনী হইতে।
উত্থিত হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চিতে॥
শান্ত আদি পঞ্চবিধ রতির মিলনে।
মুখ্য এক ভক্তিরস হয় জানি মনে॥
গৌণভক্তিরস বৎস! সপ্তবিধ হয়।
সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টবিধ ভক্তিরস কয়॥
শান্ত, প্রীত, প্রেয়, আর বৎসল, মধুর।
মুখ্য পঞ্চভক্তি রস কহে যত সুর॥
হাস্যাদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক আর।
করুণ, বীভৎস সপ্ত গৌণ রস সার॥
বিভাবাদি রতি আদি তুল্যরূপে যায়।
স্ফুরিত হইয়া থাকে সদা সর্ব্বদায়॥
সেই রস মরিযাদা অলৌকীক হয়।
অতএব প্রকৃতির সুদুরূহ কয়॥

তথাহি তত্রৈব।

অলৌকিক্যা প্রকৃত্যোয়ং সুদুরূহা রসস্থিতিঃ।
যত্র সাধারণতয়াভাবাঃ সাধু স্ফুরন্ত্যমী॥ ১৯৫॥

যেই ভাব আহ্লাদিনী শক্তির বিলাস।
চিন্তা অগোচর যাঁর স্বরূপ প্রকাশ॥
রতি যাঁর আখ্যা সেইভাব বারিধিরে।
তর্কেতে কভু না আনে ভাবজ্ঞ সুধীরে॥

উজ্জ্বলে উজ্জ্বল রস উজ্জ্বল করিয়া।
প্রকাশিলা প্রভুরূপ স্বরসে রসিয়া॥
শুষ্কজ্ঞানী তর্কনিষ্ঠ মীমাংসক জনে।
ঐছে রসবিন্দু নাহি পায় আস্বাদনে॥
চিন্ময় আনন্দরূপ কৃষ্ণরস হয়।
বহুভাগ্যে জীব তাহা আস্বাদ করয়॥
ভক্তিহীন হতভাগ্য জীব সমুদয়।
জঘন্য প্রাকৃত রস সদা আস্বাদয়॥
নব নব রসধাম রূপে প্রতিক্ষণ।
প্রতিক্ষণ ভক্তানন্দ যে করে বর্দ্ধন॥
সেই কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তভৃঙ্গ যার।
মধুলোভে সর্ব্বক্ষণ করয়ে বিহার॥
রমণীসম্ভোগ তার হইলে স্মরণ।
মুখ বাঁকাইয়া সদা ফেলে নিষ্ঠীবন॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব নব রস ধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥ ১৯৬॥

সর্ব্বরস সুধানিধি কৃষ্ণ-অদর্শনে।
দর্শন উৎকণ্ঠা যত না যায় কথনে॥

দর্শনে বিচ্ছেদ ভয় হৃদয়ে উদয়।
ইথে কিবা করি কিছু নাহি স্থির হয়॥
দর্শনে নাহিক সুখ অদর্শনে তাই।
কিবা বুদ্ধি করি ইথে ভাবিয়া না পাই॥

তথাহি তত্রৈব।

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদ ভীরুতা।
না দৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখং॥ ১৯৭॥

শ্রীকৃষ্ণ রসের এই ভাব চমৎকার।
বিষাদ প্রভৃতি চিত্তে সর্ব্বদা প্রচার॥
মিলনে সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ অমিলনে।
সম্ভোগেতে বিপ্রলম্ভ সদা হয় মনে॥
কৃষ্ণের সম্ভোগধর্ম্ম অত্যদ্ভুত হয়।
বিপ্রলম্ভ ভাব চিত্তে করয়ে উদয়॥
সর্ব্বরসামৃত নিধি শ্রীরাধা-রমণ।
তাঁহার লীলাদি অল্প করিলে শ্রবণ॥
ভক্তের হইতে পারে রস আস্বাদন।
রতির প্রভাব তার জানিহ কারণ॥
কৃষ্ণাদির বিভাবাদি ভাব সম্পাদনে।
রতির প্রভাব হেতু কহে বুধগণে॥
সেইত প্রভাব অসামান্য রূপ হয়।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি ইহা পুনঃ পুনঃ কয়॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ।

হরেরীষচ্ছ্রুতিবিধৌ রসাস্বাদঃ সতাং ভবেৎ।
রতেরেব প্রভাবোঽয়ং হেতুস্তেষাং তথাকৃতৌ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ ।

নৈষাতি দুঃসহাক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতং ॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদাজনাঃ॥ ১৯৯ ।

সর্ব্বরসামৃতনিধি শ্রীরাস-বিহারী ।
সর্ব্বানন্দকর বৃন্দাবন-বনচারী ॥
পরকীয়ারসোন্মত্তোন্মত্ততা-বিহীন ।
মন্মথ-মথনামৃত সর্ব্বদা নবীন ॥
যেই কৃষ্ণ ভক্তাভীষ্ট করেন পুরণ ।
তাঁহার রূপাদি কুঞ্জে করিলে দর্শন ॥
অথবা রসিক মুখে শ্রবণ করিলে ।
সর্ব্বাঙ্গ সুস্নিগ্ধ হয় তদ্রস সলিলে ॥
যাঁহার স্মরণ আর কীর্ত্তন-দর্শনে ।
সর্ব্বদেহ দ্রবীভূত হয়ত তৎক্ষণে ॥
আনন্দ চিন্ময় সেই কৃষ্ণরস হয় ।
"রসোবৈসেত্যাদি" শ্রুতি প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

শ্রবণাৎ স্মরণাদ্যস্য কীর্ত্তনাদ্দর্শনাদপি ।
রস্যতে সকলো দেহঃ স রসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২০০ ।

রস বিনা রসাস্বাদ করাইতে নারে।
বুঝহ অন্তরে ইহা করিয়া বিচারে॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি শ্রীনন্দ-নন্দন।
হ্লাদিনী-শক্তিতে সদা করেন রমণ॥
উজ্জ্বল শব্দেতে নিত্য শৃঙ্গার মাধুর্য্য।
পরম নির্ম্মল শুদ্ধ সর্ব্বরসধুর্য্য॥
নীলমণি শব্দে শ্রেষ্ঠ মণিরাজ হয়।
যে মণির জ্যোতিঃপুঞ্জে বেদ ব্রহ্ম কয়॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি কৃষ্ণের-স্বরূপ।
ইহা জানাইলা জীবে রূপ কবিভূপ॥
শৃঙ্গার স্বরূপে কৃষ্ণ সদা নিধুবনে।
নিধুবন ক্রীড়া করে পরকীয়া সনে॥
আহ্লাদিনী শক্তি সেই পরকীয়াগণ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা নহে কদাচন॥
অপ্রাকৃতা আহ্লাদিনী পরকীয়াগণে।
সর্ব্বদা সমর্থা রতি হয় দরশনে॥
সাধারণী, সমঞ্জসা রতি নিত্য যথা।
সংপূর্ণ তাদাত্ম্যভাব নাহি ঘটে তথা॥
সমর্থা রতিতে নিত্য সম্পূর্ণরূপেতে।
তাদাত্ম্যতা ভাব ঘটে জানিহ মনেতে॥
নায়ক-নায়িকা দুয়ে একীভাব যেই।
তাদাত্ম্য তাহার নাম কহিলাম এই॥

তাদাত্ম্যে স্ব-সুখজ্ঞান কভু নাহি রহে।
এহেতু "সমর্থারতি" সর্ব্বোপরি কহে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যাতাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে॥ ২০১॥

পরকীয়া গোপী বিনা কভু অন্য জনে।
সম্পূর্ণা সমর্থারতি না হয় দর্শনে॥
কুব্জাদি ব্যতীত অন্যে সাধারণীরতি।
সুলভা নাহিক হয় জানিহ সুমতি!॥
রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষী ব্যতীত।
সমঞ্জসারতি অন্যে দুর্ল্লভা নিশ্চিত॥
পরকীয়া গোপী বিনা কভু অন্য জনে।
সুলভা সমর্থারতি নহে কদাচনে॥
যদ্রূপ কৌস্তুভমণি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত।
অন্যত্র নাহিক লাভ হয় কদাচিত॥
তদ্রূপ ত্রিবিধা কৃষ্ণ রতিরত্নসার।
ত্রিবিধা নায়িকা বিনা নহে পূর্ণাকার॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাঽসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ।
মণিবচ্চিন্তামণিবৎ কৌস্তুভ মণিবৎ ত্রিধাভিমতা।
নাতি সুলভেয়মভিতঃ সুদুর্ল্লভাস্যাদনন্যলভ্যা চ॥ ২০২॥

তন্মধ্যে সমর্থারতি সম্পূর্ণা আকারে।
পরিব্যক্ত হয় নিত্য গোপীগণ-দ্বারে॥
অত্যাশ্চর্য্য গোপীভাব না যায় কথনে।
যে ভাব দেখিয়া মুগ্ধ দেবী-দেবগণে॥
উদ্ধব গোপীর ভাব করিয়া দর্শন।
গোপীরে প্রশংসি বন্দে গোপীর চরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দএব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং। ২০৩॥

রূঢ়ভাব অর্থে কৃষ্ণে শেষ প্রেমবতী।
গোপ বধূগণ নিত্য জানিহ সুমতি!॥
ত্রিকালে যাহার সম অধিক না হয়।
শেষ প্রেমবতী শাস্ত্রে সেই সবে কয়॥
শেষ প্রেম যেই তার "সমর্থা" আখ্যান।
তাদাত্ম্যতা সদা কাল, নাহি অন্য জ্ঞান॥
তাদাত্ম্যতা যথা তথা অহ-মাদিভাব।
সম্পূর্ণরূপেতে সদা জানিহ অভাব॥

প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে নিত্য শোভে রতিত্রয় ।
বহির্মুখ জন ইহা বুঝিতে নারয় ॥
রতিত্রয়, ভাবত্রয়, রতি পঞ্চ আর ।
ভাব পঞ্চ আদি নিত্য কহিলাম সার ॥
"যন্ময়ত্বেনৈব" বাক্যে শ্রীউজ্জ্বলরস ।
নন্দের-নন্দন কৃষ্ণ যাঁর সর্ব্ব বশ ॥
সেই কৃষ্ণে ভজ তুমি নিত্য বৃন্দাবনে ।
শ্রীব্রজবাসীর ভাব লঞা শুদ্ধমনে ॥
শ্রীব্রজবাসীর ভাবে কৃষ্ণ ভজে যেই ।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় সেই ॥
ব্রজের যে চারি ভাব তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
পরকীয়া ভাব যাহা গোবিন্দের প্রেষ্ঠ ॥
যত্তপিহ সর্ব্বভাব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ হয় ।
তথাপিহ পরকীয়া ভাব সম নয় ॥
অতএব সারগ্রাহী ভক্ত সমুদয় ।
পরকীয়া ভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণে ভজয় ॥
পরকীয়া ভাব নিত্য, নিত্য-বৃন্দাবন ।
নিত্য-নিত্যানন্দরস শ্রীনন্দ-নন্দন ॥
নিত্য কৃষ্ণলীলা, নিত্য কৃষ্ণ ভক্তগণ ।
অনিত্য সনিত্যে নাহি হয় সম্মিলন ॥
অবিদ্যাপ্রভাবে ভুলি বহির্মুখ জনে ।
সনিত্যে অনিত্যতত্ত্ব করে সম্মিলনে ॥

যে করে করুক তার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া।
ভজ রসময় কৃষ্ণে স্ব-রসে রসিয়া॥
মন্ত্রময়ী, স্বারসিকী উপাসনা হয়।
মন্ত্রীময়ী বৈধি, স্বারসিকী রাগময়॥
ইহার বিস্তার পূর্ব্বে করিলা শ্রবণ।
এবে শুন পূর্ব্বউক্ত ধাম বিবরণ॥
অসামান্য স্ব-মহিমাপুরে ভগবান্।
নিত্য অধিষ্ঠিত এই শ্রুতির প্রমাণ॥
অতএব তন্মহিমাধাম নিত্য হয়।
প্রপঞ্চস্থ জীব দৃষ্ট ধাম তাহা নয়॥
বেদাদিসম্মত শুন সিদ্ধান্ত ইহার।
যাহাতে সংশয় দূর হইবে তোমার॥
কৃষ্ণ স্ব-স্বরূপভূত নিজ ধামগণে।
প্রপঞ্চমধ্যেতে স্ফূর্ত্তি করি প্রকটনে॥
সেই সেই ধামে স্বয়ং হন আবির্ভূত।
"ব্রহ্মাদি শব্দেতে" এই হয় অনুভূত॥
গোপালতাপনী আদি বেদ স্পষ্ট কয়।
শ্রীমথুরা সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয়॥
এহেতু মথুরা আদি তদ্ধাম নিচয়।
কৃষ্ণের স্বরূপভূত কারণে চিন্ময়॥
চিন্ময়-প্রযুক্ত নিত্য কহিনু নিশ্চয়।
বলদেব আদি বুধগণে এই কয়॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

প্রপঞ্চে স্বাত্মকং লোকমবতার্য্য মহেশ্বরঃ।
আবির্ভবতি তত্রেতি মতং ব্রহ্মাদি শব্দতঃ॥ ২০৪॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানে।
প্রাকৃত মানবশিশু যারা করে জ্ঞানে॥
সেই সব অজ্ঞজন অবিদ্যা বঞ্চনে।
প্রাকৃত বলিয়া মানে কৃষ্ণধামগণে॥

তথাহি তত্রৈব।

গোবিন্দে সচ্চিদানন্দে নরদারকতা যথা।
অজ্ঞৈর্নিরূপ্যতে তদ্বদ্ধাম্নি প্রাকৃততা কিল॥ ২০৫॥

তুরীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তুরীয় তদ্ধাম।
তুরীয় তল্লীলা আদি কহিনু সন্ধান॥
পুরুষ তিনের পর, গুণ ত্রয়াতীত।
তুরীয় শব্দের এই অর্থ সুনিশ্চিত॥
বেদাতীত বেদরূপ স্বয়ং ভগবান্।
নন্দের-নন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বরসধাম॥
ন্যূনাধিক্য অনুসারে সবে মায়াগন্ধ।
তুরীয় পদার্থে নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বিজ্ঞতম জনে।
শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ আর কৃষ্ণধামগণে॥
শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ করেন দর্শন।
প্রাকৃত অনিত্য নাহি ভাবে কদাচন॥

পাপাশয় দুরাগ্রহী অর্ব্বাচীন যারা।
মায়িক বলিয়া মানে বিগ্রহাদি তারা ॥
"যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" শ্রুতি কয়।
ত্রিকালে কৃষ্ণের লীলা বিরাজ করয় ॥
কোনকালে কৃষ্ণলীলা ধ্বংস নাহি হয়।
অতএব নিত্যলীলা পণ্ডিতে মানয় ॥
সেই ভগবান নিত্য লীলা অনুরক্ত।
স্ব-ভক্ত ব্যাপক সদা ভক্ত প্রেমাসক্ত ॥
ভক্তের হৃদয়ে স্বয়ং করেন বিরাজ।
এই বাক্য দৃষ্ট হয় শ্রুতি-স্মৃতিমাঝ ॥
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কর্ম্ম সমুদয়ে।
অপ্রাকৃত নিত্য বলি যে জন মানয়ে ॥
সেইজন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ পরিহরি।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় কহিনু বিবরি ॥
জন্ম মৃত্যুরূপ এই সংসার-যন্ত্রণা।
কভু নাহি ভোগে সেই বেদের মন্ত্রণা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ২০

অনন্ত কৃষ্ণের রূপ, অনন্ত পার্ষদ।
অনন্ত কৃষ্ণের ধাম তজ্জন হর্ষদ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের কর্ম্ম কে করে প্রচার।
যে করে করুক নাহি সামর্থ্য আমার॥
পরস্পরাভিন্ন হেতু অবতারচয়।
কৃষ্ণের লীলাদি কর্ম্ম নিত্য শ্রুতি কয়॥
লীলা প্রকটন লাগি প্রভু-শ্রীনিবাস।
যেই যেই নিজরূপ করেন প্রকাশ॥
সেই সেই শ্রীরূপের নিত্যত্ব যেমন।
প্রমাণিত করিয়াছে শ্রুতি-স্মৃতিগণ॥
তদ্রূপ কৃষ্ণের সর্ব্বলীলা নিত্য হয়।
কদাপি নাহিক হয় প্রলয়ে প্রলয়॥
লীলার আরম্ভ আর সমাপ্তি দর্শনে।
লীলার অনিত্য নাহি হয় কদাচনে॥
যখন যেরূপে কৃষ্ণ হন অবতার।
তখন তদ্রূপ লীলা করেন বিস্তার॥
অপ্রকটে সেই লীলা কভু নাহি রহে।
শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি এই কথা কহে॥
ইহার মীমাংসা এবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে বর্ত্তমানে।
তাহার মধ্যেতে কোন ব্রহ্মাণ্ডে বিধানে॥
সেই অবতার কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ।
তদ্রূপ বিলাস করে জানিহ নির্যাস॥

সেইকালে অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীহরি।
সেই অবতার রাখে অপ্রকট করি॥
ইহাতে কৃষ্ণের যত যত অবতার।
নিরন্তর বিরাজিত কহিলাম সার॥
অবতার সকলের নিত্যতা কারণে।
লীলার নিত্যত্ব সিদ্ধ করে শাস্ত্রগণে॥
অবতার, ভক্ত, ধাম অনন্ত যাঁহার।
লীলা আদি কর্ম্ম নিত্য নিশ্চয় তাঁহার॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

রূপানন্ত্যাজ্জনানন্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কর্ম্মতৎ।
নিত্যং স্যাত্তদভেদাচ্চেত্যুদিতং তত্ত্ব বিত্তমৈঃ॥ ২০৭॥

বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিত্যরসরূপ কৃষ্ণ।
নানারূপ লীলা করে হইয়া সতৃষ্ণ॥
বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যত চিদ্ধাম আছয়।
জড়গত ধাম তার বিপর্য্যস্ত হয়॥
চিল্লীলার বিপর্য্যস্ত লীলা জড়ধামে।
বিপর্য্যস্ত হেতু মায়া কহে শাস্ত্রগ্রামে॥
চিদ্বস্তুর বিপর্য্যস্ত ভাব হয় যেই।
সর্ব্বজনমুগ্ধকরী মায়া জান সেই॥
গুরুবৈমুখ্যতা হেতু অজ্ঞ জীবগণে।
ঐছে তত্ত্ব রত্নসার না পায় দর্শনে॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

যো ভাবশ্চিদ্বিপর্য্যস্তো মায়া সাচ প্রকীর্ত্তিতা।
ইত্যজ্ঞা ন হি জানন্তি গুরোর্বৈমুখ্য কারণাৎ॥ ২০৮॥

যথাদর্শ আদি গত প্রতিবিম্বগণ।
বিপরীত রূপে সদা হয় দরশন॥
তদ্রূপ চিৎপ্রতিবিম্ব অচিদ্গত হঞা।
বিপর্য্যস্ত দৃষ্টহয় স্ব-স্বরূপে রঞা॥
যথা দর্শাদির ধর্ম্মে প্রতিবিম্বগণে।
বিপর্য্যস্ত রূপে হয় দর্শনে দর্শনে॥
তদ্রূপ মায়ার ধর্ম্মে চিদ্ধামাদি করি।
বিপর্য্যস্ত দৃষ্ট হয় দিবা বিভাবরী॥
যথা প্রতিবিম্ব তথা বিপর্য্যস্ত ধর্ম্ম।
বস্তুর সংযোগে দৃষ্ট হয় এই মর্ম্ম॥
এই হেতু কহে জীব মায়া-প্রত্যায়িত।
জড়গত কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি নিশ্চিত॥
মায়া-প্রত্যায়িত অর্থে মায়া প্রবোধিত।
তোমারে কহিনু ইহা স্বরূপ বিহিত॥
প্রতিবিম্ব বিপর্য্যস্ত বস্তুযোগে হয়।
স্বরূপ তাহার কিন্তু বিপর্য্যস্ত নয়॥
দর্পণাদি গত অনুরূপ আকৃতিরে।
প্রতিবিম্ব কহে যত পণ্ডিত-সুধীরে॥

নিত্যাপরিচ্ছিন্ন বস্তু শাস্ত্র যারে কয়।
তার প্রতিবিম্ব কভু সম্ভব না হয়॥
পরিচ্ছিন্না নিত্য বস্তু হয় যেই যেই।
প্রতিবিম্ব ঘটে তার তার কহি এই॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

প্রতিবিম্বং ভবেন্নূনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তদ্ভবতি কথং॥ ২০৯॥

শিষ্টগণ অগ্রগণ্য রামানুজাচার্য্য।
বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ নিন্দে অনিবার্য্য॥
যেইমত শিষ্টগণ না করে গ্রহণ।
সেইমত সুষ্ঠু নহে জানি সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি তত্রৈব।

রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো
নিনিন্দ বিম্বপ্রতিবিম্ববাদং।
শিষ্টৈর্গৃহীতং ন মতন্তু যস্মা-
ত্তস্মাদ্ভবে চ্চারুতরন্তু ন্যূনং॥ ২১০॥

কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি নিত্যাপরিচ্ছিন্ন।
অতএব প্রতিবিম্বাভাব প্রতিদিন॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি সর্ব্ব ব্রহ্ম হয়।
"সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম" শ্রুতি এই কয়॥
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে কৃষ্ণ স্বরূপাদি সম।
কদাপি অসম নহে, কহে শাস্ত্রগণ॥

প্রপঞ্চাবতীর্ণ কৃষ্ণ, তদ্ধাম প্রভৃতি।
স্ব-স্বভাব বিপর্য্যস্তাভাবে অ-বিকৃতি॥
প্রপঞ্চ ভিতরে রহি অপ্রপঞ্চময়।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি জানিহ নিশ্চয়॥
চিন্তাবের বিপর্য্যস্ত অচিতে যে হয়।
তাহার কারণ এই বিজ্ঞজনে কয়॥
অবিদ্যা বিহীন যেই চিদ্ভাব নিচয়।
প্রপঞ্চ মধ্যেতে রহি সেই সমুদয়॥
মায়িক জনের মায়াচ্ছন্ন জ্ঞানাদিতে।
বিপর্য্যস্তরূপে লক্ষ্য হয় সুনিশ্চিতে॥
চিত্তত্ত্বের স্ব-স্বরূপ বিকৃতি না হয়।
অবিদ্যা-প্রভাবে জীব বিকৃতি মানয়॥
যথেন্দ্রজালিক রঙ্গে রঙ্গের কারণ।
স্ব-স্বরূপ বিপর্য্যস্ত করায় দর্শন॥
বাস্তব তাহার নাহি হয় বিপর্য্যয়।
ইন্দ্রজাল প্রভাবেতে দৃষ্ট মাত্র হয়॥
ইন্দ্রজাল অনভিজ্ঞ মুগ্ধজন যারা।
বাজীকর শিরহীন আদি দেখে তারা॥
বাস্তব তাহার শির আদি নাহি যায়।
ইন্দ্রজাল স্ব-প্রভাবে অলীক দেখায়॥
তৈছে মায়া স্ব-প্রভাবে স্ব-মধ্য-শোভিত।
চিত্তত্ত্বের বিপর্য্যস্ত করায় বোধিত॥

মায়া আর চিত্তত্ত্বের তত্ত্বহীন যারা।
মায়াবিমোহিত জীব জানিহ তাহারা॥
সেই সব জীবে মায়া স্ব-গুণে নিশ্চিত।
চিত্তত্ত্বের বিপর্য্যস্ত করায় বোধিত॥
চিত্তত্ত্বের বিপর্য্যস্ত তত্ত্বে মায়া কয়।
তাহার সিদ্ধান্ত সার শুন সদাশয়॥
চিত্তত্ত্বের বিপর্য্যস্ত ভাব হয় যেই।
জড়ময় অচিত্তত্ত্ব প্রধানাখ্যা সেই॥
সেই প্রধানের হয় জড়া মায়াখ্যান।
যার দ্বারে সৃষ্টি আদি করে ভগবান॥
ব্রহ্মের ঈক্ষণ শক্ত্যে মায়া পঞ্চ দ্বারে।
সৃজেন ব্রহ্মাণ্ডগণ করিয়া বিস্তারে॥
এহেতু ব্রহ্মাণ্ডগণে প্রপঞ্চ কহয়।
পঞ্চশব্দে পঞ্চভূত পঞ্চীতে লিখয়॥
পঞ্চভূত লঞা মায়া বিশিষ্ট প্রকারে।
জগদ্গণ সৃজে জানি "প্র" শব্দের দ্বারে॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি পঞ্চাতীত হয়।
ভূতময় নহে ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা কয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।

নেশে মহিত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২১১ ॥

প্রকৃতি গঠিত নহে চিদ্বস্তু-নিচয়।
প্রকৃতি অতীত সব শুদ্ধ-সত্ত্বময় ॥
অতএব অপ্রাকৃত চিদ্ব্যাপার হয়।
বিজ্ঞেতে বুঝয়ে ইহা অজ্ঞে না বুঝয় ॥
নিত্যশুদ্ধাপরিচ্ছিন্ন চিদ্ব্যাপার যত।
শাস্ত্র-যুক্তি সিদ্ধ ইহা দর্শন-সম্মত ॥
ভক্তের অন্তরে শুদ্ধাপরিছিন্নভাব।
পরিছিন্ন ভাবে সদা কাল হয় লাভ ॥
দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সী-নিচয়।
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে তাঁর যতেক আছয় ॥
সকলেই স্ব-স্বভাবে নয়ন অন্তরে।
পরিছিন্ন তদ্রূপাদি দরশন করে ॥
তচ্ছন্দেতে মূর্ত্তব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান।
সেই ভগবান কৃষ্ণ বেদ-পরমাণ ॥
পরিচ্ছেদ শূন্য তিহোঁ কিন্তু ভক্তঠাঁই।
পরিছিন্নভাবে ক্রীড়া করেন সদাই ॥
পরিছিন্নাভাব হেতু অপ্রাকৃত কহে।
তথাপি প্রাকৃত ন্যায় ভক্তস্থানে রহে ॥
তাহার প্রমাণ মাতা যশোদা তাঁহাবে।
বাঁধেন প্রাকৃত ন্যায় দামরজ্জু দ্বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন চান্তর্ন্নবহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জ্জগতো যো জগচ্চ যঃ।
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ২১১ ॥

রক্তক, পত্রক আদি দাস ভক্তগণ।
মো-সবার প্রভু এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
এইভাবে অনুক্ষণ দর্শন করয়।
এই শব্দে পরিচ্ছিন্ন শাস্ত্রেতে কহয়॥
শ্রীদাম প্রভৃতি সখা ভক্ত সমুদয়।
আমাদের সখা এই রামকৃষ্ণ হয়॥
এইভাব বিনা সবে আন নাহি জানে।
স্ব-স্বোচ্ছিষ্ট দেয় রামকৃষ্ণের বদনে॥
কভু স্কন্ধে চড়ে কভু স্কন্ধেতে করয়।
কভু শ্রমে তরুতলে চরণ সেবয়॥
নন্দাদি বৎসল ভক্তে আনন্দে কহয়।
এই কালশশি কৃষ্ণ মোদের তনয়॥
মধুর রসের ভক্ত যেই গোপীগণ।
স্ব-রসে রসিয়া তারা হইয়া গোপন॥
হৃদয় কল্পিতাসনে বসাইয়া কৃষ্ণে।
এই কৃষ্ণ প্রাণকান্ত কহে সবে হৃষ্টে॥

এই-এই শব্দাঙ্গুলী নির্দ্দেশক হয়।
অতএব ভাবগত পরিচ্ছিন্নময় ॥
ব্রহ্মসনাতন কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
পরিছিন্নাঙ্গুলীনির্দ্দেশকে শাস্ত্রে কয় ॥
নিত্যাপরিছিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ধামাদিরে।
পরিছিন্ন দেখে সদা ভাবুক-সুধীরে ॥
অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ধাম আদি যত।
প্রাকৃতের ন্যায় ভক্ত দেখয়ে সতত ॥
কৃষ্ণপ্রিয়, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণলীলাদির।
শ্রীকৃষ্ণের ধামস্থিত কাল প্রভৃতির ॥
অচিন্ত্য প্রভাব হেতু সকল সময়।
কিছুই দুর্ঘট নহে বৃদ্ধে এই কয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি গ্রহ কৃষ্ণধামগণে।
অপ্রাকৃতভাবে সদা করে বিহরণে ॥
তথাপি তল্লীলাস্থিত পার্ষদ-নিচয়ে।
প্রাকৃতানুভব করে গ্রহ সমুদয়ে ॥

তথাহি বৃদ্ধ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুচরণৈরুক্তং।

অতঃ প্রভোঃ প্রিয়ানাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটং।
প্রাকৃতেভ্যস্তথান্তে চ চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব ॥ ২১৩ ॥

দেবকী রোহিণীচৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তা বিজহুঃ স্মৃতিং।
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতিংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ।
রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিংরুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ।
অর্জ্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ।
বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জ্জুনঃ সাম্পরায়িকং।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥
অর্জ্জুনোপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরং।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ।
অষ্টৌমহিষ্য কথিতা রুক্মিণী প্রমুখা অপি।
উপগুহ্য হরের্দ্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনং।
রেবতীচৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তম।
বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাদতি শীতলং॥ ২১৭॥

এবঞ্চ।

রাম দাশরথিশ্চৈব মৃতং শুশ্রুম সুব্রত॥ ২১৮॥

হরি! হরি! হেন প্রশ্ন পাইলে কোথায়।
বিষাগ্নির ন্যায় প্রশ্নে অঙ্গ জ্বলে যায়॥
শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া অজ্ঞজনে।
কৃষ্ণদেহ আদি নাশ করয়ে বর্ণনে॥

দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত তারা হেন কথা কয়।
নিশ্চয় তাদের ভাগ্যে ঘটিবে নিরয়॥
জীবের বৈরাগ্য লাগি কৃষ্ণ-ভগবান্।
মায়াদ্বারে নিজ নাশ প্রত্যয় করান॥
অসুর-প্রকৃতি যারা তারা সেই নাশ।
যথার্থ বলিয়া হৃদে করয়ে বিশ্বাস॥
যথেন্দ্রজালিক স্বীয় রূপে হঞা স্থিত।
ইন্দ্রজালে নিজ নাশ করায় বোধিত॥
অস্ত্রে নিজ শির আদি ছেদন করিয়া।
রঙ্গস্থলে পড়ি রহে কুণপ হইয়া॥
অজ্ঞে তাহা দেখি সত্য করিয়া মানয়।
বুঝিবারে নারে ইন্দ্রজালে এই হয়॥
তৈছে মহামায়াকারী পরমেশ-হরি।
স্ব-মহামায়েন্দ্রজাল প্রসারিত করি॥
লোকে দেখায়েন নিজ দেহাদির নাশ।
ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় জানিহ নির্যাস॥
শ্যামরায় ইন্দ্রানায় ছলনা করিয়া।
অন্তর্হিত হন নিজ গণেরে লইয়া॥
নট সম শ্রীকৃষ্ণের মায়ানুকরণ।
অভক্তে বুঝিতে নাহি পারে কদাচন॥
অন্যের কি কথা পরীক্ষিত মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণ নির্যাণতত্ত্ব বুঝিতে নারয়॥

সেই হেতু অতি খেদে শ্রীশুকে কহিল।
কেন প্রভো! কৃষ্ণদেহ বিনাশ হইল॥
রাজার বচন শুনি কহে মহামুনি।
ওহে ভূপ! কেন তব ভ্রম বাক্য শুনি॥
অপ্রাকৃতানন্দময় শরীর যাঁহার।
কিসে সত্য বোধ কর বিনাশ তাঁহার॥
মনুষ্যের ন্যায় জন্ম-মরণাদি তাঁর।
কদাপি নাহিক হয়, এই সত্য সার॥
লোকের বৈরাগ্য আর অসুর মোহন।
কারণ শ্রীহরি করে মায়ানুকরণ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের নির্যাণ শ্রবণে।
কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় দুঃখ কেন মনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জন নাপ্যয়েহা
মায়া বিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্টাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্যচান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥ ২১৯॥

রামকৃষ্ণ, রামাদির জন্মাদি বিকার।
মায়ানুকরণ মাত্র কহিলাম সার॥
যৈছে ঈশ্বরের নাহি জন্মাদি বিকার।
তৈছে তাঁর প্রিয়াদির করিনু প্রচার॥

যথেন্দ্রজালিক রামকৃষ্ণ-আদি হয়।
তথেন্দ্রজালিক ভক্ত-আদি সমুদয়॥
সকলেই ইন্দ্রজালে হয় বিচক্ষণ।
ন্যূনাধিক কার সাধ্য করে নিরূপণ॥
রামকৃষ্ণ, রাম আদি যখন যে রূপে।
ইন্দ্রজালারম্ভ করে রহি স্ব-স্বরূপে॥
সেই কালে তাঁহাদের পত্নী, ভক্তগণে।
ইন্দ্রজালারম্ভ করে তাঁহাদের সনে॥
এ হেতু রেবত্যাদির সহমৃতা কথা।
ইন্দ্রজাল মধ্যে গণ্য জানিহ সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণাদির দেহ দগ্ধ অর্জ্জুনের দ্বারে।
সেই ইন্দ্রজাল এই কহিনু তোমারে॥
বিদ্যুতের গত্যাশ্চর্য্য আকাশে যেমন।
মানবের দৃষ্ট নাহি হয় কদাচন॥
তথাশ্চর্য্য কৃষ্ণ গতি দেবের অলক্ষ্য।
কেবল তজ্জন দৃষ্ট কহে যত দক্ষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্র মণ্ডলং।
গতি র্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ ২২০॥

ওহে বৎস! এবে হৃদি সংশয় বেদনা।
দূর করি রাধাকৃষ্ণে করহ ভজনা॥

সর্ব্বরসামৃত নিধি রাধাকৃষ্ণ হয়।
গোপীভাবে রাধাকৃষ্ণে যে জন ভজয় ॥
সেইত ভজন স্থর কহিনু তোমায়।
বেদ-ভাগবত আদি শাস্ত্রে এই গায় ॥
তুমি, আমি, তব, মম, সেবন, সঙ্গম।
এইভাব সর্ব্বোপরি, ভাবের চরম ॥
হেন ভাবে ভক্তভূপ শ্রীনন্দ-নন্দনে।
গোপী অনুসারে সেবে নিত্য বৃন্দাবনে ॥
নিজ দেব-প্রিয়জ্ঞানে শ্রীগুরু-চরণে।
মতি রাখি তাঁর বাক্য যে করে পালনে ॥
ঐছে তত্ত্বগণ তার হৃদে স্ফূর্ত্তি হয়।
ভাগবতে এই কথা বার বার কয় ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে,

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ২২১ ॥

বৈষ্ণবের চূড়ামণি সিদ্ধ সু-প্রকাশ।
অম্বিকা বিলাসী শ্রীল-ভগবান দাস ॥
স্ব-ভাণ্ডার হৈতে এই তত্ত্ব রত্নধন।
অতিস্নেহে কিছু মোরে করেন অর্পণ ॥

স্বকর্ম্ম-বিপাকে মোর সেই রত্নধন ।
অসাধু তস্করে বহু করিলা লুণ্ঠন ॥
অবশেষ যাহা ছিল তাহা তব স্থানে ।
স্মৃতিমতে সমর্পিনু অতি প্রিয়-জ্ঞানে ॥
হৃদয় সম্পুটে ইহা রাখিও যতনে ।
অসাধু তস্করে যেন না হরে কখনে ॥
সর্ব্বরসনিধি কৃষ্ণ জ্ঞান যার হয় ।
সেইত রসিক ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥
গুর্ব্বাদি প্রসাদে সর্ব্বরসনিধি-তত্ত্ব ।
যাহা মুঞি পাঞাছিনু সহিত মহত্ব ॥
তাহার মধ্যেতে যাহা হইল স্মরণ ।
তাহাই তোমারে আমি করিনু অর্পণ ॥
সম্বন্ধ-তত্ত্বেতে সর্ব্বরসনিধি-তত্ত্ব ।
চতুর্থ-মূলেতে কৈনু সহিত মহত্ব ॥
যাহারে কহিব ইহা এ দেশে সে নাই ।
সে গেছে বিধির দেশে বাড়াতে বড়াই ॥
যখন আসিবে সেহ ফিরিয়া এ দেশে ।
তখন কহিব তারে করিয়া বিশেষে ॥
এ রসে বঞ্চিত হঞা রহে যেই জন ।
ত্রিলোক মধ্যেতে তার বৃথাই জীবন ॥
এ কথার ভাব যেই বুঝিবারে নারে ।
নরাকারপশু সেই সংসার মাঝারে ॥

দশম মূলের সার বেদমূল হয়।
তত্ত্বজ্ঞ রসিকভক্তে সদা আস্বাদয়॥
এই "দশমূলরস বৈষ্ণব-জীবন।"
রসিক ভক্তের হয় প্রাণাধিক ধন॥
হেন ধন প্রকাশিতে ইচ্ছা নাহি ছিল।
প্রিয় শিষ্য অনুরোধ সে ইচ্ছা নাশিল॥
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব নিত্য হয়।
পঞ্চম মূলেতে তাহা শুন সদাশয়!॥
শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি, করিয়া স্মরণ।
চতুর্থ-মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস।
অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে সম্বন্ধতত্ত্বে সর্ব্বরসনিধি-নিরূপণং নাম চতুর্থ মূলং॥ ৪॥

পঞ্চম মূলং।

নত্বা জীবাশ্রয়ং রামং কৃষ্ণাভিন্নকলেবরং।
জীবতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি জীবানাং ভক্তি হেতবে॥ ১ ॥

মধুপানাসক্তং অনুজানুরক্তং।
বসুদেব বালং ভজ কামপালং॥ ধ্রুঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমভক্তি দাতা।
জয় জয় নিত্যানন্দ দীন-হীন ত্রাতা॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য মহেশ-ঠাকুর।
শ্রীবংশীবদন জয় প্রেমরসপুর॥
জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস-রঘুনাথ॥
জয় রামচন্দ্র, জয় শ্রীশচী-নন্দন।
শ্রীবিদ্যাভূষণ জয়, জয় ভক্তগণ॥
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীবগণ জয়।
কৃষ্ণ ভজিবারে যাঁরা সংসারে আসয়॥
পঞ্চম মূলের তত্ত্ব শুন সাবধানে।
যাহাতে হইবে তুয়া জীবতত্ত্ব জ্ঞানে॥
দেহনাশে যার নাশ কভু নাহি হয়।
শব্দশাস্ত্রবেত্তাগণে তারে জীব কয়।

ধ্বংস ধর্ম্মাভাব, ঈশ বিভিন্নাংশ যেই।
কর্ম্মফলভোগী নিত্য-জীব হয় সেই॥
কলসাবচ্ছিন্ন লিপ্তালিপ্তাকাশ যথা।
ঈশ বিভিন্নাংশ জীব সর্ব্ব দেহে তথা॥
নিজ নিজ গুণ দ্বারে দীপাদি যেমন।
আলোকে ব্যাপিয়া রহে সমস্ত ভবন॥
তৈছে জীব চৈতনাখ্য স্বীয়শক্তি দ্বারে।
সর্ব্ব দেহ ব্যাপি রহে কন সূত্র কারে॥
চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর।
তাঁর বিভিন্নাংশ হেতু জীব-অনশ্বর॥
যাঁর বিভিন্নাংশ তাঁর ধর্ম্মাদি-নিচয়।
বিভিন্নাংশে অতি অল্প অল্প বিরাজয়॥
পূর্ণতম-চৈতন্যাত্মা-নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ সবার আশ্রয়॥
তাঁর বিভিন্নাংশ হেতু জীব স্বচেতন।
বেদের মুখ্যার্থ এই কহে ভক্তগণ॥
দুরদৃষ্ট হেতু মায়াবাদী সমুদয়।
বেদের মুখ্যার্থ ছাড়ি গৌণার্থ স্থাপয়॥
আত্ম প্রতিবিম্ব রূপ যেই দেহী হয়।
সেই জীব শাস্ত্রান্তরে ইহাই কহয়॥
প্রাণাদির পোষণাদি সদা করে যেই।
দেহী জীব নাম তার শাস্ত্রে দেখি এই।

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ।
প্রাণদেহাদিভৃদ্দেহী স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২ ॥

আত্মপ্রতিবিম্ব জীব স্থাপয়ে যাঁহারা।
বেদাদিশাস্ত্রের মর্ম্ম না জানে তাঁহারা ॥
আত্মপ্রতিবিম্ব জীব যেই শাস্ত্রে কয়।
সেই শাস্ত্র মর্ম্মাদ্বৈতী বুঝিতে নারয় ॥
মায়ামুগ্ধ-মায়াবাদী আচার্য্য সকল।
ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব কহেন কেবল ॥
পরিচ্ছিন্ন, অল্পশক্তি, সাদৃশ্যাভিপ্রায়ে।
প্রতিবিম্ব জীব কহে শাস্ত্র সমুদায়ে ॥
পরেশ-হরির দুই রূপ অংশ হয়।
প্রতিবিম্ব অংশ আর স্বরূপাংশ কয় ॥
প্রতিবিম্ব অংশ জীব নিত্য-পরিচ্ছিন্ন।
অতএব ব্রহ্ম হৈতে হয় ভিন্নাভিন্ন ॥
স্বরূপাংশ মীন আদি অবতার চয়।
জীব হৈতে অত্যধিক শক্তি যুক্ত হয় ॥
প্রতিবিম্ব অংশ জীব অল্প শক্তিমান।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ ॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে।

দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ।
প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ ॥

প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ।
প্রতিবিম্বেষত্র সাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চ ॥ ৩ ॥

অনুপাধি প্রতিবিম্ব রবির যেমন।
ইন্দ্র চাপ বিজ্ঞ জনে করেন কীর্ত্তন ॥
সেই মত ঈশ্বরের উপাধি-রহিত।
প্রতিবিম্ব অংশ জীব শ্রুত্যাদি-বিহিত ॥

তথাহি পৈঙ্গিশ্রুতৌ।

সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বে দ্বিধেষ্যতে।
জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথাবরেরিত্যাদি ॥ ৪ ॥

বিভু আর অবিষয় যেই ব্রহ্ম হয়।
সে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কভু না ঘটয় ॥
বিভু শব্দার্থেতে সর্ব্বব্যাপক কহয়।
অবিষয় শব্দে কোন বস্তু গ্রাহ্য নয় ॥
অব্যাপক বস্তুগ্রাহ্য যেই বস্তু হয়।
সে বস্তুর প্রতিবিম্ব ঘটে সুনিশ্চয় ॥
পরিচ্ছেদ বিনা প্রতিবিম্ব অসম্ভব।
কেবলাদ্বৈতীর ইহা নাহি অনুভব ॥
বিভু, অবিষয় ব্রহ্ম কভু উপাধিতে।
না হয় প্রতিবিম্বিত কহে সু-পণ্ডিতে ॥
অথবা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।
শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রগণে এই কথা কহে ॥

ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, পরিচ্ছেদ।
উপাধিতে নাহি হয় কহে যত বেদ॥
পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষ করিলে স্বীকার।
টঙ্কচ্ছিন্ন শিলাখণ্ড ন্যায় অনিবার॥
বিকারিত্ব মহানর্থ উপস্থিত হয়।
অতএব পরিচ্ছেদ বাদ ভ্রম ময়॥
বিকারিত্বাভাব বিভু-ব্রহ্ম কহে বেদ।
প্রচ্ছন্ন নাস্তিকে তার করে পরিচ্ছেদ॥
পরিচ্ছিন্ন যেই বস্তু প্রতিবিম্ব তার।
জলাদর্শাদিতে দৃষ্ট হয় অনিবার॥
নিত্যাপরিচ্ছিন্না-লক্ষ্যাগ্রাহ্য ব্রহ্ম যেই।
তার প্রতিবিম্ব নাই কহিলাম এই॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

প্রতিবিম্বং ভবেন্নূনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তত্তবতি কথং॥ ৫॥

প্রতিবিম্ব, পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষদ্বয়।
কেবলাদ্বৈতীরা মায়া ভ্রমেতে স্থাপয়॥
ব্রহ্মের বিভুত্বাবিষয়ত্ব হেতু দ্বারে।
ঐছে বাদ পক্ষদ্বয় যায় ছারে খারে॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদ পক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ॥ ৬॥

কেবলাদ্বৈতীর মতে বাদ পক্ষদ্বয়।
প্রতিবিম্ব, পরিচ্ছেদ যাহা দৃষ্ট হয়॥
শিষ্টগণ অগ্রগণ্য রামানুজ আদি।
ঐছে বাদ পক্ষদ্বয়ে অত্যন্ত বিবাদী॥
শিষ্টগণ যেই মত না করে স্বীকার।
সেমত সুন্দর নহে কহি বার বার॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো নিনিন্দ বিম্বপ্রতিবিম্ববাদং।
শিষ্টৈর্গৃহীতং ন মতন্তু যস্মাত্তস্মাদ্ভবেচ্চারুতরন্তুন্যূনং॥ ৭॥

পরিচ্ছিন্ন, অল্পশক্তি, সাদৃশ্যাভিপ্রায়ে।
প্রতিবিম্ব জীবে কহে শাস্ত্র সমুদায়ে॥
কেবলাদ্বৈতীরা ইহা বুঝিতে নারিলা।
যে কেহ বুঝয়ে সেহ গোপন করিলা॥
নিজেচ্ছায় তিহোঁ নাহি করেন গোপনে।
ঈশ্বর আজ্ঞায় করে কহে মহাজনে॥
ঈশ্বর হরির তিহোঁ সেবকাংশ হয়।
এ হেতু তাঁহার আজ্ঞা ছাড়িতে নারয়॥
যদ্যপি অধর্ম্মাদ্বৈত জ্ঞান শাস্ত্রে কয়।
তথাপি ঈশ্বরাদেশে সে জন স্থাপয়॥
ঈশ্বর আজ্ঞায় গুণ দোষের বিচার।
কদাচ না করে দাস কহিলাম সার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আজ্ঞায়ৈবগুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম॥ ৮॥

রূপবান, পরিচ্ছিন্ন বস্তু যেই হয়।
উপাধিতে প্রতিবিম্ব তাহার পড়য়॥
পরিচ্ছিন্ন আদি হেতু সূর্য্যাদি সবার।
জলাদিতে প্রতিরূপ হয়ত প্রসার॥
প্রতিবিম্ব, প্রতিমূর্ত্তি, সাদৃশ্যাদি আর।
প্রতিরূপ অর্থশাস্ত্রে এইত প্রচার॥
বিভুত্বারূপত্ব সিদ্ধ বেদেতে যাঁহার।
অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব অগ্রাহ্য তাঁহার॥
পরিচ্ছিন্ন বস্তু সূর্য্য আদির যেমন।
জলাদিতে প্রতিবিম্ব হয় দরশন॥
তদ্রূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রকৃতিতে।
অত্যন্তাসম্ভব এই কহে বেদাদিতে॥
হ্রাস, বৃদ্ধি, সাদৃশ্যাদি করিয়া আশ্রয়।
প্রতিবিম্ব জীব শাস্ত্রে সঙ্গতি করয়॥

তথাহি ন্যায়শাস্ত্রে।

স প্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্ব্বাহকৈক্য কার্য্যৈক্যে ষোড়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥ ৯॥

বিপুল স্বতন্ত্র সূর্য্য প্রতিবিম্ব চয়।
জলাদ্যপাধিতে হ্রাসে হ্রাস যুক্ত হয়॥

জলকম্পে সেই প্রতিবিম্ব সমুদয়।
কম্পান্বিত দৃষ্ট হয় বাস্তব তা নয়॥
বার্য্যাদ্যুপাধি ধর্ম্ম যুক্ত, পরতন্ত্র।
সূর্য্য-চন্দ্র নাহি হয় সার এই মন্ত্র॥
তদ্রূপ স্বতন্ত্র বিভু প্রকৃতির ধর্ম্মে।
সদা অসংযুক্ত এই বুঝহ স্ব-মর্ম্মে॥
পরমাত্মা-গোবিন্দাংশ জীব সমুদয়।
এই কথা গীতাশাস্ত্রে গোবিন্দ কহয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে।
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১০॥

অংশ শব্দে বিভিন্নাংশ জীব সূক্ষ্মাকার।
মায়াগুণ যুক্ত এই কহিলাম সার॥
বিভিন্নাংশ, সূক্ষ্মাকার উভয় কারণে।
অল্প শক্তিমান জীব কহে ঋষিগণে॥
ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্যাংশ করিয়া গ্রহণে।
ঈশ প্রতিবিম্ব জীব কহে বিজ্ঞ জনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১১॥

সাধর্ম্ম্যার্থে সাম্য কহে শাব্দিক সকলে।
"সাম্যৈকস্থানত্ব" এই ব্যাকরণে বলে॥

স্মৃতিবাক্যে ঐছে অর্থ পুনঃ দৃষ্ট হয়।
ভ্রান্তের বিশ্বাস লাগি কহি সমুদয়॥

তথাহি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে।

চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥ ১২॥

ভাগবত উপাসনা ফলে জীবগণ।
স্ব-স্বোপাধি ছাড়ি করে তদ্ধামে গমন॥
জলাদি উপাধি নাশে প্রতিবিম্ব চয়।
বিম্বেতে ঐক্যতা ভাব যদ্রূপ লভয়॥
তদ্রূপ উপাধি নাশে জীব সমুদায়।
তৎসাম্য করয়ে লাভ কহিনু তোমায়॥
তচ্ছব্দার্থে পরংব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
কৃষ্ণার্থে শ্রীধরস্বামি ইহাই লিখয়॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিপাদেনোক্তং।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ১৩॥

ধর্মানিক্যে চ।

উচ্চস্থাঃশশিভৌমচান্দ্রিশনয়োলগ্নংবৃষলাভগো
জীবঃ সিংহতুলাযুক্রমবশাৎপুষোশনয়োরাহুবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমিত্রক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরংব্রহ্ম তৎ॥ ১৪॥

পরম পুরুষ, জ্যোতিরূপ, সনাতন।
একাদ্বয় ব্রহ্ম, গুণহীন, নিরুপম॥

নিত্যানন্দ, বিশ্ববীজ, জগত-ঈশ্বর।
গোকুলবিহারি, হরি, রাধাপ্রিয়বর॥
হরি-হর-ব্রহ্ম বন্দ্য যুগল-চরণ।
গোলোকেশ, বংশীধর, সবব-শরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ব্রজবিহারে শ্রীধরঃ।

জ্যোতিরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্যমেকং
নিত্যানন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং বিশ্ববীজং।
গোলোকেশং দ্বিভুজমুরলীধারিণং রাধিকেশং
বন্দে বৃন্দারক হরিহরব্রহ্মবন্দ্যাংঘ্রিপদ্মং॥ ১৫॥

বিম্বে প্রতিবিম্বৈক্যতা উপাধি-বিনাশে।
মর্ম্মার্থ তাহার এই শাস্ত্রেতে প্রকাশে।
উপাধি-বিনাশে জীব ব্রহ্মাত্মা হইয়া।
ব্রহ্মৈক্য হইয়া রহে তদ্ধাম পাইয়া॥
ব্রহ্মাত্মা শব্দেতে ব্রহ্ম-স্বভাব কহয়।
তদ্গতার্থ ব্রহ্মৈক্যার্থে জানিহ নিশ্চয়॥
ধাম শব্দে স্থান, মূর্ত্তি, তেজাদি প্রমাণ।
ভাব ব্যাখ্যা কহি শুন করি প্রণিধান॥
মায়োপাধি নাশে জীব হইয়া তদ্গত।
স্বভাবে তদ্ধামে রহে হঞা অনুরত॥
অন্বর্থে সহিতাধীন, রত শব্দে রতি।
ইহার মর্ম্মার্থ কহি শুনহ সুমতি॥

কৃষ্ণগত জীবগণ কৃষ্ণাধীন রূপে।
কৃষ্ণ রত্যানন্দ সদা পায় স্ব-স্বরূপে ॥
তদগত জীবেতে সদাহ্লাদিনী-শক্তির।
বিকাশ হইয়া থাকে জানিহ সুধীর ॥
অতএব কৃষ্ণাধীন রূপে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণ সহ রহি পায় কৃষ্ণের সঙ্গম ॥
প্রতিবিম্ব বাদার্থের এই সমাধান।
ভক্তে জানে অন্যে এর না পায় সন্ধান ॥
সাম্য আর সাধর্ম্ম্যাদি শব্দ সমুদায়।
উপমা বাচক শব্দ কহিনু তোমায় ॥
উপমা বাচক শব্দ প্রয়োগ যেখানে।
উপমানার্থের প্রাপ্তি জানিহ সেখানে ॥
এই হেতু জীবেশ্বর ভেদ সিদ্ধ হয়।
দর্শনে দর্শন ইহা পণ্ডিতে করয় ॥
যে বস্তুর সহোপমা দেয় বুধগণ।
সেই বস্তু উপমান শাস্ত্রের লিখন ॥
যাহার উপমা তারে উপমেয় কয়।
দৃষ্টান্ত কহিয়ে তার চিত্তোল্লাস ময় ॥
সুধাংশু সদৃশ মুখ, আঁখি কোক লোভা।
কোকনদ সম আঁখি অতিশয় শোভা ॥
ধনুর সদৃশ ভুরু আঁখি বাণাধার।
তিলফুল সম নাসা মধ্যোন্নতাকার ॥

কীর চঞ্চু সম চঞ্চু জাবক-বরণ।
গিরিচূড়া সম কুচ উন্নত শোভন॥
উপমান উপমেয় বাক্য এই সব।
রূপাদি বর্ণনে হয় শাস্ত্রেতে সম্ভব॥
সুধাংশু, ভ্রূধনু, কোকনদ, তিলফুল।
কীরচঞ্চু, গিরিচূড়া উপমান মূল॥
মুখ, আঁখি, ভুরু, নাসা, চঞ্চু, কুচ যেই।
উপমেয় হয় সব কহিলাম এই॥
উপমান, উপমেয় যৈছে ভেদ হয়।
ঈশ্বর জীবেতে তৈছে ভেদ সুনিশ্চয়॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
বিম্ববাদ বিবরণ করহ শ্রবণে॥
বিম্ব শব্দে চন্দ্র-সূর্য্য মণ্ডল কহয়।
মণ্ডলার্থে পরিধ্যাদি শব্দ শাস্ত্রে কয়॥
মণ্ডল মধ্যেতে সর্ব্ব পূজ্য রথান্বিত।
দেববর চন্দ্র-সূর্য্য সদা বিরাজিত॥
চন্দ্র-সূর্য্য রথজ্যোতিমণ্ডল আকারে।
নিত্য শোভা পায় এই কহিনু তোমারে॥
চন্দ্র-সূর্য্য-ধাম সেই জ্যোতিশ্চক্র হয়।
বেদাদি শাস্ত্রেতে ইহা সদা ফুকারয়॥
কর্ম্ম সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য ব্রহ্মধাম হন।
রাত্রি দিনে লোক কর্ম্ম করেন দর্শন॥

অতএব চন্দ্র-সূর্য্য বিষ্ণু স্বয়ং হয়।
স্ব-জ্যোতির্ম্মণ্ডল ধামে নিত্য বিরাজয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলং॥
নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বুরেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী।
চন্দ্রোমনো যস্য দৃগর্ক আত্মা
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ॥ ১৬॥

চন্দ্র মন, সূর্য্য চক্ষু, রুদ্র বাক্য দ্বারে।
চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু স্বয়ং শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
বিষ্ণু রথজ্যোতি নিত্য মণ্ডল আকারে।
তদ্ধাম স্বরূপে শোভে কহিনু তোমারে॥
চৈতন্য স্বরূপ বিষ্ণু মহাতেজোময়।
এ হেতু তদ্রথজ্যোতি ব্রহ্মরূপ হয়॥
চৈতন্য স্বরূপ সেই জ্যোতি ব্রহ্ম জানি।
যাঁর তেজে বিশ্বোৎপত্তি প্রলয়াদি মানি॥
মন জ্যোতির্ম্মণ্ডলেতে সৃষ্টি ইচ্ছা হয়।
ঈক্ষণ জ্যোতিতে বিষ্ণু সৃজন করয়॥
শ্রীকৃষ্ণের মন চন্দ্র, নয়ন ভাস্কর।
বিশ্বোৎপত্তি আদি হেতু জানি [illegible]॥

চৈতন্য প্রকাশ তেজঃ জ্যোতি শব্দে হয়।
কৃষ্ণ জ্যোতিশ্চক্রে তেঞি জ্যোতির্ব্রহ্ম কয়॥
বিম্ব শব্দে চন্দ্র-সূর্য্য মণ্ডল যে হয়।
তাহার মর্ম্মার্থ এই বিজ্ঞ জনে কয়॥
রথ শব্দে শরীরাদি কহে অভিধানে।
তোমারে কহিনু এই সকল সন্ধানে॥
এই সব বিচারিয়া আদিত্যহৃদয়।
সবিতৃ-মণ্ডলে বিষ্ণু প্রকাশ করয়॥

তথাহি শ্রীআদিত্যহৃদয়ে।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥ ১৭॥

শ্রীকালিকা পুরাণে চ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কচিন্নীলাম্বুজচ্ছবিং।
গরুড়োপরিগুল্লাব্জ পদ্মাসনগতং হরিং।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরং।
কেয়ূর কুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলং।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণং।
নিত্যানন্দং নিরানন্দং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগং।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে ১৮॥

স্থষ্টি হেতু শ্রীবিষ্ণুর সবিতা-আখ্যান।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি ইহার ব্যাখান॥

তথাহি শ্রীবহ্নিপুরাণে।

ধীশব্দ বাচ্যো ব্রহ্মাণং প্রচোদয়তি সর্ব্বদা।
স্থষ্ট্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা স তু কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ মূরতি বিনা মূরতি অপর।
মায়ীক বলিয়া তুমি জান নিরন্তর॥
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিজ্জ্যোতি-মণ্ডলে।
বিশ্বরূপ ব্রহ্ম কহে বেদজ্ঞ সকলে॥
তেজস্বী ব্যতীত জ্যোতি নহে কদাচন।
সূক্ষ্মদর্শী ভক্তগণে করেন কীর্ত্তন॥
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য শ্রীশ্যাম-সুন্দর।
মূরতি বিরাজে ভক্তে দেখে নিরন্তর॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

যাবন্তিহি শরীরাণি ভোগার্হানি মহামুনে।
প্রাকৃতানি চ সর্ব্বাণি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা।
ধ্যায়ন্তে যোগিনস্তঞ্চ শুদ্ধং জ্যোতিঃস্বরূপিণং।
হস্তপাদাদিরহিতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
বৈষ্ণবাস্তং ন মন্যন্তে তদ্ভক্তাঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
কুতো বভূব তজ্জ্যোতিরহো তেজস্বিনং বিনা।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যং শরীরং শ্যামসুন্দরং॥ ২০॥

কৃষ্ণাঙ্গ হইতে কৃষ্ণ অঙ্গ-জ্যোতিশ্চক্র।
ভিন্ন নহে কহে ইহা শিব-ব্রহ্ম-শক্র॥
চক্রাকার বিশ্বহেতু কৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতিরে।
মণ্ডল স্বরূপে দেখে তত্ত্বজ্ঞ সুধীরে॥
কৃষ্ণধাম পদ্মাকার ব্রহ্ম-জ্যোতির্ম্ময়।
তাহা দেখি গুণাতীত ভক্ত সমুদয়॥
কৃষ্ণ অঙ্গজ্যোতির্ব্রহ্ম মণ্ডল আকারে।
বর্ণনা করেন শাস্ত্রে কহিনু তোমারে॥
এই সব তত্ত্ব-কথা করি প্রণিধান।
বেদান্তাদি শাস্ত্রমধ্যে করিহ সন্ধান॥
বিভুত্বাদি হেতু কৃষ্ণে সম্ভবে সকল।
অদ্বৈতী না বুঝে হঞা মায়াতে বিহ্বল॥
জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামবর্ণ বিরাজয়।
প্রাকৃত বিজ্ঞানে ইহা স্বীকার করয়॥
প্রাকৃত জ্যোতির মধ্যে প্রাকৃত অসিত।
প্রাকৃত বিজ্ঞানে ইহা আছে প্রকাশিত॥
অপ্রাকৃত জ্যোতিরভ্যন্তরে সেইরূপ।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণবর্ণ পরম-স্বরূপ॥
সেই কৃষ্ণ চৈতন্যাত্মা পুরুষ-আকার।
যাঁর অঙ্গ জ্যোতির্ব্রহ্মস্বরূপে প্রচার॥
এ লাগি বেদান্তাদিতে কৃষ্ণ-ভগবানে।
বিশ্বরূপে বর্ণিলেন শুনহ প্রমাণে।

তথাহি তত্ত্ব মুক্তাবল্যাং।

যস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরস্ত নিখিলাধারস্য মায়াবিনো,
জীব স্বং প্রতিবিম্ব এব ভগবান্ বিম্বঃ স্বয়ং রাজতে।
একঃ খে খলু চন্দ্রমা বহুবিধস্তোয়াদিকে দৃশ্যতে,
তদ্বিম্ব প্রতিবিম্বয়োরিবভিদা জীব স্বয়া ব্রহ্মণঃ॥ ২১॥

গায়ত্র্যর্থ নিরূপণে পুরাণে কহয়।
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতি পরংব্রহ্ম সুনিশ্চয়॥
"ভর্গ" শব্দে তেজঃ এই কারণ তাহার।
সেই তেজঃ তেজস্বীর কহিলাম সার॥
স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু সেই তেজঃ হয়।
জগজ্জন্ম প্রভৃতির হেতু যাঁরে কয়॥
কেহ কেহ সেই তেজে শিব বলি জানে।
কেহ কেহ শক্তি বলি করয়ে প্রমাণে॥
কেহ কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি কয়।
কেহ কেহ সুরেন্দ্রাদি বলিয়া মানয়॥
যার যেই মত সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
স্বরূপ বিচারে কিন্তু আছে তরতম॥
অগ্নি আদি রূপধারী একা বিষ্ণু হয়।
সেই বিষ্ণু পরংব্রহ্ম বেদেতে নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীঅগ্নিপুরাণে।

তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতং॥ ২২॥

ইত্যারভ্য পুনরাহ।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদি কারণং।
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ।
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে॥ ২৩॥

নিজানন্ত-শক্ত্যে বিষ্ণু বহুরূপে ভাসে।
স্বরূপ বিচারি এই শাস্ত্রেতে প্রকাশে॥
যিনি নিত্যশুদ্ধ পরংব্রহ্ম সর্ব্ব-ধর্ম্ম।
যিনি নিত্য তেজোময় অধীশ্বর শর্ম্ম॥
যিনি অহং জ্যোতিরূপ পরংব্রহ্ম হরি।
মুক্তির নিমিত্ত মোরা তাঁরে ধ্যান করি
সূর্য্যাদির যেই তেজ অনুভব হয়।
সেই তেজ শ্রীহরির, সূর্য্যাদির নয়॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতৌ।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং॥ ২৪॥

রোগ বিদ্রাবিত হরি করেন সবার।
এ হেতু হরির নাম শ্রীরুদ্র প্রচার॥
সর্ব্বেশ্বর হেতু তাঁর ঈশান-আখ্যান।
মহত্ত্ব অধিক তেঞি মহাদেব নাম॥
স্বর্গীর আধার হেতু পিনাক্যভিধান।
সদা সুখময় তেঞি সদা শিব নাম

নিজ মায়াশক্তিজাল করিয়া বিস্তার।
সবে রুদ্ধ করে তেঁঞি সর্ব্ব নাম তাঁর ॥
যজ্ঞ আদি কীর্ত্তিরূপ বস্ত্র পরিধান।
কৃত্তিবাস নাম তেঁঞি সবে করে গান ॥
বিরেচন হেতু তাঁর বিরিঞ্চি-আখ্যান।
সর্ব্ব বৃদ্ধিকারী তেঞি ব্রহ্মা-অভিধান ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ হেতু ইন্দ্র নাম কয়।
এইমত সর্ব্ব শব্দে বিষ্ণু সিদ্ধ হয় ॥
কেবলৈক শ্রীপুরুষোত্তম-ভগবান।
শ্রীকৃষ্ণে বেদাদি শাস্ত্রে করেন প্রমাণ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে।

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাত্তস্মাদ্রুদ্রো জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ।
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার সাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ।
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বঃ সংরোধনাদ্ধরিঃ।
কৃত্যাত্মকমিদং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ব্রহ্মনামা সাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে।
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥

এই সব প্রমাণেতে প্রভু-শ্রীনিবাস।
সর্ব্বশক্তি সেবকো রূপ সকল প্রকাশ ॥

সর্ব্বশক্তিমান হেতু প্রভু-শ্রীনিবাসে।
সকল সম্ভবে ইহা বেদাদি প্রকাশে॥
তেজস্বীর তেজ সদা তেজস্বী সহিত।
অভিন্ন স্বরূপে রহে জানিহ নিশ্চিত॥
অতএব বিম্বরূপ ভগবান-বিষ্ণু।
চেতনাচেতনাদির সর্ব্বদা বর্দ্ধিষ্ণু॥
নিখিল আধার সেই ভগবান-বিষ্ণু।
মায়াধীশ বিম্বরূপ আর সর্ব্ব-জিষ্ণু॥
তাঁর মায়াধীন হেতু জীব সমুদয়।
প্রতিবিম্ব রূপ হয় জানিহ নিশ্চয়॥
বহুবিধ জল আদি আধারে যেমন।
চন্দ্র প্রতিবিম্ব ভিন্ন হয় দরশন॥
তথা জীব বিম্বরূপ ব্রহ্মের নিশ্চয়।
প্রতিবিম্ব রূপ হয় শাস্ত্রে এই কয়॥
প্রতিবিম্ব রূপ হেতু অনাদি রূপেতে।
ব্রহ্ম জীবে নিত্য ভেদ বেদের মতেতে॥
চিন্ময় কৃষ্ণের জীব চিৎকণাংশ হয়।
অতএব মায়া বিনির্ম্মিত কভু নয়॥
কিন্তু অল্পশক্তিমান হেতু জীবগণ।
মায়ার বশ্যতা যোগ্য বেদের লিখন॥
যথা অল্প শক্তি তথা প্রভাব মায়ার।
শাস্ত্র বিজ্ঞে এই কথা কহে বার বার॥

মায়াধীশ ভগবান নন্দের-নন্দন।
মায়া তাঁর আজ্ঞাধীনা দাসীতে গণন॥
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধ জীব যবে করে।
তখনি কৃষ্ণের মায়া তার গলে ধরে॥
গলে ধরি স্ব-কুহক দামেতে বাঁধিয়া।
স্ব-গুণে নাচায় তারে কপি সাজাইয়া॥
কভু বা ভোগাদ্য-নিত্য সুখ করে দান।
কভু বা শোকাদি দুঃখে করে অগেয়ান॥
এই সব হেতু জীবপ্রকৃতি হইতে।
ভিন্ন ভগবান কৃষ্ণ কহেন পণ্ডিতে॥
গুণী জীব গুণময় জলাদি আবাসে।
চিদ্রবির প্রতিবিম্ব স্বরূপেতে ভাসে॥
এই সব হেতু যারে অদ্বৈতী কল্পিত।
বিম্ব প্রতিবিম্ব বাদ হইল খণ্ডিত॥
বিম্বরূপ ভগবান মণ্ডল স্থানীয়।
সেই বিম্ব ক্ষুদ্র জীব অসম্ভবনীয়॥
জ্যোতির্ব্বিম্ব ভগবান নিত্যা-পরিচ্ছিন্ন।
জীব পরিচ্ছিন্ন হেতু তাঁহা হৈতে ভিন্ন॥
সম্পূর্ণ চিন্ময় রূপ বিম্ব-ভগবান।
সম্পূর্ণ অপূর্ণ জীব চিৎকণ প্রমাণ॥
মায়াগুণযুক্ত নিত্য মায়াধীন হয়।
অতএব জীব বিম্ব হইতে নারয়॥

বিম্বরূপ ভগবান মায়ার ঈশ্বর।
মায়া তদীক্ষণ পথে কাঁপে নিরন্তর ॥
বিম্বরূপ ভগবান সরব প্রবর।
মায়াধীন গুণীত্যাদি হেতু জীবাবর ॥
মায়াচ্ছন্ন বুদ্ধ্যে যত মায়াবাদীগণ।
বিম্ব প্রতিবিম্ববাদ করিল স্থাপন ॥
ধিক্ ধিক্ মায়াবাদী কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
মায়িক কল্পনা ছাড়ি হও কৃষ্ণোন্মুখ ॥
ভ্রান্ত বিম্ব প্রতিবিম্ব বাদ পরিহরি।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ জ্ঞানে ভজ হরি ॥
সাদৃশ্য ধর্ম্মের দ্বারে ঐছে বাদদ্বয়।
কিঞ্চিদংশে সিদ্ধ হয় পণ্ডিতে কহয় ॥
ওহে ভাই মায়াবাদী! বাদদ্বয় ছাড়ি।
ভক্তিদ্বারে সেব নিত্য শ্রীহরি-কাণ্ডারী ॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
জীবোৎপত্তি কথা বৎস! করহ শ্রবণ ॥
পাপ, পুণ্য আদি যুক্ত সজন্মা, সদোষ।
ঈশ্বরাংশ জীব কভু সন্তোষ, অতোষ ॥
"স দোষঃ সাঞ্জনঃ" আর "সজনঃ সজনিঃ।"
সেই জীব কাত্যায়ন শ্রুতি বাক্যে গণি ॥
"স জনঃ সজনীত্যাদি" শ্রুতিবাক্য-দ্বারে।
জীবের জনম সিদ্ধ কহিনু তোমারে ॥

"জীবা উৎপন্তস্তে" এই অগ্নি বেশ্ম কয়।
বেদ বাক্যে জীবোৎপত্তি মিথ্যা কভু নয় ॥
ঈশ্বর হইতে সর্ব্বোৎপন্ন শ্রুতি কহে।
অতএব জীবোৎপত্তি কথা মিথ্যা নহে ॥
জীবের নিত্যত্ব সিদ্ধ আছে শ্রুত্যন্তরে।
নিত্যের উৎপত্তি বিজ্ঞে স্বীকার না করে ॥
তবে কি উৎপত্তিবাদী শ্রুতি সমুদয়।
জীবের উৎপত্তি কথা মিথ্যা করি কয় ॥
এ বিরোধ ভঞ্জনার্থ ভাষ্যকার কহে।
জীবের উৎপত্তি ইহা পরমার্থ নহে ॥
জীবোৎপত্তি এই শব্দ শব্দ মাত্র হয়।
বাস্তব জীবের জন্ম কভু না ঘটয় ॥
"তে বাত্র তে চিদাত্মানোঽবিনষ্টাঃ" প্রভৃতি।
শ্রুতি বচনের এই শুনহ বিবৃতি ॥
উপাধিই হয় নিত্য জীবের উৎপত্তি।
উপাধি ধ্বংসেতে হয় জীবের নিষ্পত্তি।
জীবের উৎপত্তি ধ্বংস শাস্ত্রে যেই কয়।
তাহার তাৎপর্য্য এই ভাষ্যেতে লিখয় ॥
চিন্ময়াত্মা হৈতে নিত্যানিত্য বস্তু চয়।
উৎপন্ন হইয়া থাকে বেদাগমে কয় ॥
নিত্য বস্তু সকলের উৎপত্তি বর্ণন।
উপাধি অপেক্ষা করি করে ঋষিগণ ॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বভাষ্যধৃত ব্যোম সংহিতায়াং।

উৎপত্ত্যস্তে চিদাত্মানো নিত্যানিত্যাঃ পরাত্মনঃ।
উপাধ্যপেক্ষয়া তেষামুৎপত্তিরভিধীয়তে॥ ২৬॥

জীবের সম্ভব আদি উপাধি গ্রহণে।
সিদ্ধ হয় এই কথা কহে শাস্ত্রগণে॥
জীবোৎপত্তি আদি এই কহিনু তোমারে।
বিস্তার শুনিবে পরে ভাগবত দ্বারে॥
সচ্চিৎ আনন্দ রূপ জীব সমুদয়।
কৃষ্ণের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চয়॥
অনাদি অবিদ্যা-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া।
সংসার ভ্রমেতে পড়ে আপনা ভুলিয়া॥
বিশুদ্ধ চিন্ময়ভাবাপন্ন জীবচয়।
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস শাস্ত্রে এই কয়॥
কৃষ্ণের মায়াতে জীব বিমুগ্ধ হইয়া।
আপন দাসত্বভাব যায় বিস্মরিয়া॥
তেঞি সে তটস্থ ধর্ম্মে হইয়া মগন।
মায়া সৃষ্ট সংসারেতে করয়ে গমন॥
সংসারের হেতু হয় মায়িকাহঙ্কার।
যাহে মত্ত হঞা জীব লভয়ে সংসার॥
শ্রীসচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণাংশ কারণ।
অপূর্ণ সচ্চিদানন্দ হয় জীবগণ॥

এ লাগি কৃষ্ণের নিত্য মায়ার প্রভায় ।
অনাদি মায়ার তত্ত্ব আদি ভুলি যায় ॥
এ হেতু সংসার ভ্রমে পড়ি জীবচয় ।
কৃষ্ণ প্রভু ভুলি অন্যে ভজ্য প্রভু কয় ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ।

সচ্চিদানন্দরূপাণাং জীবানাং কৃষ্ণমায়য়া ।
অনাত্মবিগ্ময়াতত্ত্ব বিস্মৃত্যা সংসৃতি ভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

পাদ্মে চ ।

দাস ভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥ ২৮ ॥

সম্পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণ তৎকণাংশ তরে ।
অত্যল্প জ্ঞানাদি শক্তি জীবগণ ধরে ॥
অংশীতে জ্ঞানাদি পূর্ণ অংশে তাহা নয় ।
এ হেতু মায়ার রূপে জীব মুগ্ধ হয় ॥
কৃষ্ণের মায়ার রূপ অত্যাশ্চর্য্যময় ।
যেরূপ ভুলায় বলে, ভাগবতে কয় ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমৎপ্রভুবলদেব বাক্যং ।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যামেঽপি বিমোহিনী ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণের অভিন্ন মূর্ত্তি রাম মহাশয় ।
পূর্ণজ্ঞাদি হঞা কৃষ্ণ মায়ামুগ্ধ হয় ॥
তখন জীবের কথা কি বলিব আর ।
কৃষ্ণ মায়া বিমোহিত জীব অনিবার ॥

যৈছে দীপালোক জ্যোতি করিয়া দর্শন।
মোহিত হইয়া ক্ষুদ্র শলভাদি গণ॥
বেড়ি বেড়ি দীপালোক পড়িয়া তাহাতে।
জীবন হারায় সবে দেখহ সাক্ষাতে॥
তৈছে মায়ালোক হেরি ক্ষুদ্র জীবচয়।
মোহিত হইয়া মায়া কুহকে পড়য়॥
মায়ার কুহকে পড়ি অহং কর্ত্তা জ্ঞানে।
প্রাকৃত কর্ম্মেতে রত হয় অভিমানে॥
যেমন লুব্ধক জালে ভোগ্যবস্তু হেরি।
লোভেতে বিহঙ্গ জালে পড়ে জাল বেড়ি॥
তদ্রূপ মায়ার জালে হেরি নানা ভোগে।
জীব বিহঙ্গমগণ পড়ে তাহে লোভে॥
যৈছে ব্যাধ খগে বদ্ধ করয়ে পিঞ্জরে।
তৈছে মায়া জীবে বদ্ধ সংসারেতে করে॥
তদ্বিমুখ যত জীব অনাদি রূপেতে।
ঐছে দশা লাভ করে মায়া-কুহকেতে॥
"তচ্ছব্দে" পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম হরি।
বেদ আদি শাস্ত্রে এই দরশন করি॥
"ত্বং" শব্দার্থে ভবভীত দুঃখী জীব হয়।
অতএব জীব ব্রহ্মে ভিন্নাভিন্ন কয়॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

তৎশব্দার্থঃ প্রকট পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি-
স্ত্বংশব্দার্থোভবভয়ভরব্যগ্রচিত্তোঽহতি দুঃখী।

তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বস্তু গত্যা
ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ ॥ ৩০ ॥

মায়ার রঙ্গেতে জীব হইয়া আসক্ত।
কৃষ্ণকে ভুলিয়া হয় কর্ম্মে অনুরক্ত ॥
তবে মায়া চালনেতে মায়া বিনির্ম্মিত।
ভৌতিক দেহেতে আসি হয় অধিষ্ঠিত ॥
ভৌতিক দেহকে জীব করিলে আশ্রয়।
দেহী সংজ্ঞা লাভ করে জীব সমুদয় ॥
দেহকে কহয়ে ক্ষেত্র জীব তাহে রহে।
তেঞি ক্ষেত্রী সংজ্ঞা জীব লভে শাস্ত্রে কহে ॥
যৈছে এক সূর্য্য এই অখিল ভুবনে।
প্রকাশিত করে নিত্য দেখহ দর্শনে ॥
তৈছে ক্ষেত্রী জীব এই সকল শরীর।
প্রকাশিত করে সদা জানিছ সুধীর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রংক্ষেত্রী তথাকৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩১ ॥

ভোগ আয়তন রূপ ভৌতিক শরীরে।
ক্ষেত্র বলি ব্যাখ্যা করে কেন সব ধীরে ॥
তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন ॥

প্রাকৃতিক কর্ম্মময় এই ত সংসার।
তার শস্যাঙ্কুর ভূমি শরীর অসার॥
এ লাগি শরীরে ক্ষেত্র কহে মহাজনে।
যাহে সার ফেলে গুরু স্ব-কৃপা ঈক্ষণে॥
এ হেন শরীর-ক্ষেত্রে জানে যেইজন।
ক্ষেত্রজ্ঞ তাহারে কয় বেদ-বিধিগণ॥
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হয় কৃষক সমান।
ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলভোগী কহিনু সন্ধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ৩২॥

কর্ম্ম জন্য এই ক্ষেত্রে সুখ দুঃখময়।
দুই ফলোৎপন্ন হয় জানিহ নিশ্চয়॥
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই দুই ফল খায়।
অহং মমেত্যভিমানে স্বভাব হারায়॥
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীব এ হেন প্রকারে।
ক্ষেত্রে রহি ক্ষেত্রকার্য্য করে একাধারে॥
এ হেন ভৌতিক ক্ষেত্র তত্ত্বের বৃত্তান্ত।
যেই জানে সেই বর বিবেকী মহান্ত॥
পঞ্চভূতে স্থূলদেহ সুগঠিত হয়।
অতএব স্থূলদেহে ভৌতিক বলয়॥

চিন্ময় ব্রহ্মের জীব চিদংশ প্রমাণে।
ব্রহ্ম জীব, জীব ব্রহ্ম, আদরে বাখানে ॥
চিচ্চিদংশ ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয়।
এ হেতু ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে ব্রহ্মাদরে কয় ॥
চিৎকণাংশে সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আকারে।
পরংব্রহ্ম হরি রহে কহিনু তোমারে ॥
স্বরূপ বিচারি এই পণ্ডিতে কহয়।
নিজ জীব শক্ত্যে হরি জীব ভাবে রয় ॥
এ হেতু সংসারী যেই জীবের গণন।
তিহোঁ সর্ব্ব ক্ষেত্রাধার করিনু কীর্ত্তন ॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যেই বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান।
সত্য জ্ঞান সেই, স্বয়ং বাক্যেতে প্রমাণ ॥
সেই ত পরম জ্ঞান মোক্ষের কারণ।
গীতা শাস্ত্রে স্পষ্ট এই শ্রীমুখ-বচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩৩ ॥

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে চিদংশের দ্বারে।
ব্রহ্ম জীব রূপ এই শ্রীধর প্রচারে ॥
মায়া বিমোহিত হঞা ব্রহ্ম জীব হয়।
লাজ খাঞা মায়ী সরস্বতী এই কয় ॥

ভক্তি সরস্বতী কহে মায়া বিমোহিত।
ব্রহ্ম জীব নহে জীব ব্রহ্মাংশ নিশ্চিত॥
"অংশ" শব্দে বিভিন্নাংশ শাস্ত্রে এই কয়।
বিভিন্নাংশে অল্প শক্তি সামর্থ্যাল্প হয়॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে।

তদেবনাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ।
বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃস্যাৎকিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুক্॥ ৩৪॥

স্বাংশ বিভিন্নাংশ ভেদে অংশ দুই হয়।
বরাহ প্রভৃতি অংশ কৃষ্ণের নিশ্চয়॥
জীব বিভিন্নাংশ হয় অংশাংশ কারণ।
অংশাংশ যাঁহারা তাঁরা কলায় গণন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃসর্ব্বে হরেরেব স প্রজাপতয়ঃ স্মৃতঃ॥ ৩৫॥

অংশীতে সামর্থ্য আর স্বরূপ যেমন।
অংশে বিভিন্নাংশে কভু নাহিক তেমন॥
মূলাংশী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং-ভগবান।
সকলের মুল সর্ব্বাশ্রয়ানন্দধাম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ৩৬॥

জীব লোকে বিভিন্নাংশ জীব সনাতন।
প্রকৃতিস্থ ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে করে আকর্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৩৭ ॥

সনাতনেশ্বর হৈতে উৎপন্ন কারণ।
জীব সনাতন এই কহে বুধগণ ॥
"মমৈবাংশো" শ্লোকার্থেতে মায়াবাদী কয়।
উপাধি অপায়ে জীব সেই ব্রহ্ম হয় ॥
জলাপায়ে সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেই মত।
বিরুপাধি বিম্বভূত সূর্য্যে হয় গত ॥
কলসাবচ্ছিন্নাকাশ কলস বিনাশে।
মহাকাশ গত হয় বিজ্ঞেতে প্রকাশে ॥
"অহং ব্রহ্মাস্মীতি" শ্রুতি ইহাতে প্রমাণ।
অদ্বৈতীর এই অর্থ মহা-বলবান ॥
অজ্ঞান-প্রযুক্ত জীব হয় ত সংসারী।
জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ হয় নিজোপাধি ছাড়ি ॥
যদ্যপিহ কোন ভাগ্যে জীব সমুদয়।
স্ব-স্বোপাধি ছাড়ি সবে ব্রহ্মগত হয় ॥
তথাপিহ স্ব-স্ব অংশী ব্রহ্ম হৈতে নারে।
ব্রহ্মশক্তিরূপে ব্রহ্মে রহে সূক্ষ্মাকারে ॥

ব্রহ্মশক্তি হয় জীব বেদাদি প্রমাণে।
ব্রহ্ম হৈতে ভিন্নাভিন্ন এ হেতু বাখানে॥
ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মে রহে অভিন্ন ভাবেতে।
কার্য্যে ভিন্ন পরিচয় বুঝহ মনেতে॥
কার্য্যে ভিন্ন পরিচয় পাইয়া শক্তির।
জীবেশ্বর ভেদাভেদ বেদ করে স্থির॥
অতএব প্রতিবিম্ব বিম্বগত প্রায়।
জীব ব্রহ্ম নাহি হয় কোন অবস্থায়॥
ঘটাকাশ মহাকাশ গত হয় যথা।
জীব ব্রহ্মে ঐক্য রূপ নাহি হয় তথা॥
উপাধি বিনাশে প্রতিবিম্ব বিম্বে রয়।
পুনশ্চ উপাধি প্রাপ্তে প্রতিবিম্ব হয়॥
ঘট ধ্বংসে ঘটাকাশ হয় মহাকাশ।
ঘট প্রাপ্তে পুনর্ব্বার হয় ঘটাকাশ॥
মহাপ্রলয়েতে সূক্ষ্ম জীব সমুদয়।
অবশেষ ব্রহ্মে গতি সকলে করয়॥
মহাপ্রলয়ের বৎস! সত্যতা বিষয়ে।
প্রমাণ অভাব যুক্তি শাস্ত্রেতে কহয়ে॥
কোন সময়েতে যদি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা হয়।
তবে ত হইতে পারে সমস্ত প্রলয়॥
কৃষ্ণ বিভূতির তাহে কোন ক্ষতি নাই।
বিভূতি বিচারে এই দেখিবারে পাই॥

ত্রিপাদ বিভূতি তাঁর অপার অনন্ত।
মায়ীকবিভূতি একপাদ গুণবন্ত॥

তথাহি শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে।

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং।
বিভূতির্মায়িকীসর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ৩৮॥

নিত্যানন্দ গোবিন্দের নিত্যৈশ্বর্য্য যেই।
বিভূতি কহয়ে তারে কহিলাম এই॥

তথাহি শ্রীকূর্ম্মপুরাণে।

পরাৎপরতরং তত্বং পরং ব্রহ্মৈকমব্যয়ং।
নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতিরদ্বয়ং তমসঃ পরং।
ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যং বিভূতিরিতি গীয়তে॥ ৩৯॥

মহাপ্রলয়েতে বিভিন্নাংশ জীবচয়।
কৃষ্ণগত হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কয়॥
পুনঃ সৃষ্টিকালে সেই জীব সমুদয়।
অনাদি কর্ম্মের ফলে সংসার লভয়॥
কোন জীব কোন ভাগ্যে হঞা কৃষ্ণোন্মুখ।
মায়া মুক্ত হঞা লভে কৃষ্ণানন্দ সুখ॥
এ সব কথায় এথা নাহি প্রয়োজন।
পরেতে কহিব বাপ! করিহ শ্রবণ॥
দিব্যজ্ঞান দ্বারে যদি জীব সমুদায়।
কৃষ্ণেতে সাযুজ্য গতি একবারেপায়॥

তথাপি তাহারা কভু কৃষ্ণের সংসারে।
কৃষ্ণেচ্ছায় আসি কৃষ্ণ মহিমা প্রচারে॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতৌ।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৮০॥

মুক্তজীব নাহি জন্মে মায়ীক সংসারে।
কৃষ্ণলীলা পুষ্টি লাগি জন্মে বারে বারে॥
প্রাকৃতিক জন্ম নাহি মুক্ত সবাকার।
আবির্ভাব, তিরোভাব কহিলাম সার॥
প্রকটাপ্রকট লীলা গোবিন্দের যথা।
মুক্তাদির আবির্ভাব আদি জানি তথা॥
প্রসঙ্গ পাইয়া এই কহিনু তোমায়।
মূল কথা কহি শাস্ত্র-যুক্তি অনুযায়॥
মুক্তামুক্ত জীব মহাপ্রলয় আদিতে।
ঈশ্বরে সাযুজ্য লভে জানিহ নিশ্চিতে॥
সাযুজ্যাবস্থায় মুক্তামুক্ত সবাকার।
জীবশক্তিভাব রহে যুক্তি এই সার॥
জীব নিত্য ঈশ্বরের শক্তিতে গণন।
শক্তি ভাব নাহি হয় মুক্ত্যে নিরসন॥
মায়োপাধি ধ্বংস হয় মুক্তির লক্ষণ।
অতএব মুক্ত্যে জীব শক্তি শুদ্ধা হন॥
সে লাগি কহিয়ে মুক্ত জীব সমুদয়।
মহালয়াদিতে কৃষ্ণে শুদ্ধভাবে রয়॥

অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত ভাবেতে।
সর্ব্বদা সমান রূপে রহে শ্রীকৃষ্ণেতে॥
এই হেতু ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমানে।
অপরাধী মায়াবাদী জানি নাহি জানে॥
শক্তি শক্তিমানে নিত্য ভেদাভেদ যেই।
প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারে কহি তাহা এই॥
অস্মদাদি জীবে যেই শক্তি সমুদয়।
সর্ব্বদা কার্য্যের দ্বারে উপলব্ধি হয়॥
সেই সব শক্তি এই ভৌতিক কায়ার।
অবস্থানুসারে ধরে হ্রাস বৃদ্ধ্যাকার॥
বাস্তব শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাহি হয়।
দেহের ধর্ম্মেতে মাত্র প্রতীতি করয়॥
সেই ক্রমে চিন্তাবাদি ন্যূনাধিক্য হয়।
উভয়ের যোগে উভয়ের পরিচয়॥
চৈতন্যের পরিচয় শক্তির-দ্বারেতে।
শক্তি পরিচয় তথা হয় চৈতন্যেতে॥
একাভাবে নাহি হয় একের সন্ধান।
অতএব ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমান॥
চৈতন্যাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিচয়।
তচ্ছক্তির দ্বারে হয় জানিহ নিশ্চয়॥
শক্তি বিনা চৈতন্যের পরিচয় যেই।
বাজী ডিম্ব, ব্যোমপুষ্প তুল্য যেন সেই॥

শশ সম শৃঙ্গান্বিত বন্ধ্যার-নন্দন।
আকাশকুসুম শিরে করিয়া স্থাপন॥
নির্ব্বিশেষ গ্রন্থ এক লঞা স্কন্ধোপরি।
মুখে বলে আমি সেই নির্ব্বিশেষ হরি॥
হাতে ধনুর্ব্বাণ তার ভয়ঙ্করাকার।
ক্ষুধায় ভোজন করে তীব্র অশ্মসার॥
মৃগতৃষ্ণাম্ভোধি স্নাত এই ত কারণ।
পরম পবিত্র দেহ সুন্দর দর্শন॥
হেন বন্ধ্যানন্দনের পরিচয় যথা।
নিঃশক্তি ব্রহ্মের পরিচয় যেন তথা॥
জ্ঞান আদি শক্তি বিনা ব্রহ্ম পরিচয়।
কভু নাহি হয় এই বিজ্ঞ জনে কয়॥
যদি কহ যেই জ্ঞান সেই ব্রহ্ম হয়।
তবে ব্রহ্ম, এই প্রশ্ন কেমনে উঠয়॥
আমি জীব ব্রহ্ম হই মায়োপাধি নাশে।
কোন জ্ঞান তবে বৎস! এ কথা প্রকাশে।
শুদ্ধ আর বদ্ধ এক জ্ঞানাবস্থা হয়।
এ হেতু কেবলাদ্বৈত বাদ সিদ্ধ নয়॥
দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে।
পরেতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তারে॥
কৃষ্ণ পরিকর জীব নিত্য মুক্ত হয়।
মায়ার সম্বন্ধ তাঁরা কভু না জানয়॥

মহালয়াদিতে লয় নাহি তাঁ' সবার।
কৃষ্ণ সঙ্গে সদা স্থিতি মহিমা অপার॥
কৃষ্ণার্থে সকল চেষ্টা অন্য চেষ্টা হীন।
নিত্য-মুক্ত জীবভাব অতি সমীচীন॥
প্রাকৃতিক জীবগণ প্রাকৃত-কর্ম্মেতে।
বশ হঞা গতাগতি করে সংসারেতে॥
কর্ম্মাধীন জীবগণ কর্ম্ম-অনুসারে।
সুখ দুঃখ ভোগ করে কহিনু তোমারে॥
কর্ম্মেতে সম্ভব জীব কর্ম্মে পায় লয়।
কর্ম্মে সুখ-দুঃখ-ভয়-মঙ্গল লভয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ৪১॥

পাঁচে পাঁচ মিশাইলে দেহ নাহি রয়।
অতএব শরীরের পঞ্চত্ব কহয়॥
দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্ত কালে দেহীগণ।
কর্ম্মবশে দেহান্তর করয়ে গমন॥
অগ্রে দেহান্তর জীব আশ্রয় করয়।
পরে পূর্ব্ব দেহত্যাগ করে শাস্ত্রে কয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ৪২॥

দেহী দেহ হৈতে নিত্য বিভেদ কারণ।
দেহীর বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥
কর্ম্মানুগ হেতু লাভ হয় দেহান্তর।
কর্ম্মাবশ্য ভোগ্য এই কহে ঋষিবর ॥
যেমন গমনকারী মানব-নিচয়।
নিহিতৈক পদে ভূমি করিয়া আশ্রয় ॥
শরীর ধরিয়া পর পদ উত্তলয়।
তথা দেহী দেহান্তর গমন করয় ॥
যথা তৃণ জলযুকা ধরি তৃণান্তর।
পূর্ব্ব তৃণ ত্যাগ করে দিয়া অগ্রে ভর ॥
তথা কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবগণ।
দেহান্তর লাভ করে শাস্ত্রের লিখন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ব্রজং স্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকেবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ৪৩ ॥

জাগ্রদ্দশাতে দৃষ্ট-শ্রুত হয় যাহা।
স্বপ্নে মনোরথ যোগে দৃষ্ট করে তাহা ॥
তাহে জাগ্রদ্দেহ হৈতে তাহার স্মরণ।
অপগত হয় এই দৃষ্টান্ত বচন ॥
সেইরূপ জীব কর্ম্মবশে দেহান্তরে।
লভি পূর্ব্ব দেহ ছাড়ে বুঝহ অন্তরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্ট শ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎকিমপিহ্যপস্মৃতিঃ॥ ৪৪॥

কর্ম্মই জন্মের হেতু আর কিছু নয়।
কর্ম্মজন্য মনুষ্যাদি দেহোৎপন্ন হয়॥
দেহের পঞ্চত্ব কালে বহুভাবাসক্ত।
বিকার আত্মক মন হঞা মায়া-ভক্ত॥
ফল-অভিমুখ কর্ম্মে হইয়া চালিত।
সর্ব্ব বিমোহনকরী প্রকৃতি রচিত॥
দেব তির্য্যগাদিরূপে হইয়া ধাবিত।
নিজাভিনিবেশ দ্বারে মানস বিকৃত॥
যেই যেই রূপ পায় সেই সেই রূপে।
দেহীর জনম হয় কহিনু স্বরূপে॥
যদ্যপিহ মন কর্ত্তা উহাতে নিশ্চয়।
তথাপিহ জীব এইরূপ জ্ঞাত হয়॥
আমি সেই মন ভিন্ন অন্য কেহ নয়।
এহেতু মনের সহ জীবোৎপন্ন হয়॥
বিষয়াভিনিবিষ্টের দ্বারেতে সংসারে।
মন সহ জন্মে জীব কহিনু তোমারে॥

ভগবান কিছুতেই নহে অবস্থিত।
আকাশের ন্যায় নিত্য সঙ্গ-বিরহিত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

ধারণ, পালন করি সকল শরীর।
অহমাদি দ্বারে জীব হইয়া অধীর ॥
দেহাদির ধর্ম্মে নিত্য হইয়া মিলিত।
অবস্থান করে দেহে হঞা তদ্বিস্মৃত ॥
নিরভিমানিত্ব হেতু জীব সখেশ্বর।
দেহাদির ধর্ম্ম হৈতে সর্ববদা অন্তর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৪০ ॥

যদ্রূপ সর্ববত্রগামি অনিল মহান।
নিরন্তর আকাশেতে করে অবস্থান ॥
তদ্রূপ সকল ভূত নির্লিপ্ত ভাবেতে।
ব্রহ্মাশ্রয় করি রহে স্ব-স্ব স্বরূপেতে ॥
আধেয় স্বরূপ বায়ু যথাধারাকাশে।
লিপ্ত নাহি হয় কভু শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥
আধেয় স্বরূপ ভূত তথাধারেশ্বরে।
কভু লিপ্ত নাহি হয় বুঝহ অন্তরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৫১ ॥

প্রলয়েতে জীবগণ কৃষ্ণের শক্তিতে।
সূক্ষ্মভাবে রহে স্ব-স্ব কর্ম্মের সহিতে ॥
সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়াত্মিকা।
কৃষ্ণের যে শক্তি তাঁর মায়া আখ্যায়িকা ॥
সেই শক্ত্যে সূক্ষ্মরূপে রহে জীবগণ।
সৃষ্টিকালে পুনঃ করে সংসারে গমন ॥
কল্পারম্ভে সর্ব্ববিদ সর্ব্বশক্তীশ্বর।
কর্ম্মাধীন সেই সব জীবে প্রিয়বর ! ॥
স্থূল সূক্ষ্ম আদি ভাগে অনেক প্রকারে।
সৃজন করেন নিজ মায়িক সংসারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ নিজাধীনা মায়া-শক্তির উপর।
ঈক্ষণ করিয়া সৃষ্টি করে বহুতর ॥
কর্ম্মাদির বশীভূত জীব সবাকারে।
কর্ম্ম-অনুসারে সৃজে চতুর্ব্বিধাকারে ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম যার যেই মত।
তারে সেই মত সৃষ্টি করেন স্বরত ॥

প্রলয়ে প্রকৃতি গত জীবে এই ভাবে।
সৃজন করেন হরি আপন স্বভাবে॥
প্রকৃতির বশহেতু ভূত সমুদয়।
যেরূপ যেরূপ কর্ম্ম সাধন করয়॥
সেই সেই পূর্ব্বকর্ম্ম জন্য ভূতচয়।
তত্তৎস্বভাব পায় জানিহ নিশ্চয়।
স্বভাবানুসারে কর্ম্মাসক্ত ভূতগণে।
সৃজন করেন কৃষ্ণ করি মায়েক্ষণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ ৫৩॥

কৃষ্ণের ঈক্ষণ রূপ অধিষ্ঠান দ্বারে।
সৃজন করেন মায়া সকল সংসারে॥
কৃষ্ণেক্ষণ অধিষ্ঠান জন্য বার বার।
সমুৎপন্ন হইতেছে সকল সংসার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ৫৪॥

সৃষ্টিলীলা হেতু সৃষ্টি শক্তি ভগবান।
ধারণ করেন, এই কহিনু সন্ধান॥
যদ্যপিহ সৃষ্টিশক্তি কৃষ্ণেতে রহয়।
তথাপি তদ্গুণে কৃষ্ণ কভু লিপ্ত নয়॥

ভগবান হেতু কৃষ্ণ স্ব-সৃষ্টি শক্তিতে।
নির্লিপ্ত সতত এই কহে শাস্ত্রাদিতে॥
সৃষ্টিলীলা আর সাধ্য-সাধনের তরে।
নিজ সৃষ্টিশক্ত্যে কৃষ্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করে॥
যদি কৃষ্ণ সৃষ্টি শক্ত্যে সৃষ্টি না করয়।
তবে সাধ্য-সাধনের অপ্রসঙ্গ হয়॥
বদ্ধমুক্ত আদি প্রশ্ন কে করিবে তবে।
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ কিসে তবে হবে॥
সৃষ্টি বিনা কভু কোন প্রসঙ্গ না হয়।
কেবাদ্বৈতী কেবা দ্বৈতী কেবাদ্বৈতাদ্বৈতী রয়॥
সৃষ্টিশূন্যে সর্ব্বশূন্য পুণ্য আদি কর্ম্ম।
অজ্ঞেতে নাহিক জানে এই সব মর্ম্ম॥
অতএব সৃষ্টি-শক্তি সৃজিত সংসারে।
আক্ষেপ করিয়া জনে কহে বারে বারে॥
ওহে কৃষ্ণ! এত কষ্ট সৃষ্টিতে তোমার।
তবে কেন সৃষ্টি সৃষ্টি শক্ত্যে বার বার॥
সৃষ্টির কারণ নাহি জানিয়া শুনিয়া।
বৃথা কৃষ্ণে দেয় দোষ আক্ষেপ করিয়া॥
সৃষ্টিলীলা অত্যাশ্চর্য্য সর্ব্বগুণময়।
সাধ্য-সাধনের ভাব যাতে বিরাজয়॥
সৃষ্টির রহস্য শূন্য সাপের মাথায়।
বাজায়ে ভক্তির ডম্ফ ভেকেরে নাচায়॥

অশূর সংসার সর্প দেখি আশঙ্কায়।
সাধ্যবস্তু কৃষ্ণ ভুলি করে হায় হায়॥
সাধ্যবস্তু কৃষ্ণ আত্মা রূপে সর্ব্বক্ষণ।
জীবসখা, ইহা নাহি জানে অজ্ঞ জন॥
বিভিন্নাংশ রূপে হরি জীবভাব ধরে।
সংখ্যাহীন সেই জীব বেদ ব্যাখ্যা করে॥
"অজামেকাং" আদি করি শ্রুতিবাক্যে কয়।
শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত ভেদে জীব বহু হয়॥
শুক্ল শব্দে সত্ত্বময় জীব এই জানি।
কৃষ্ণ শব্দে তমময় শাস্ত্র দৃষ্টে মানি॥
রক্ত শব্দে রজময় কহে ঋষিগণে।
ইহার ভাবার্থ কহি করহ শ্রবণে॥
সত্ত্বময় জীব হয় বিষ্ণুপরায়ণ।
তমময় জীব ভজে রুদ্রাদি চরণ॥
রজময় জীবগণ যজ্ঞাদির দ্বারে।
নানা দেব পূজা করে বিবিধ প্রকারে॥
ত্রিবিধ জীবের এই কহিনু লক্ষণ।
এবে যাহা কহি বাপ! করহ শ্রবণ॥
অনন্ত ত্রিবিধ জীব বুদ্বুদের ন্যায়।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে এথা বাহিরায়॥
নিমিত্ত কারণ বায়ু বুদ্বুদের হয়।
জল উপাদান এই কহিনু নিশ্চয়॥

তদ্রূপ প্রকৃতি হয় নিমিত্ত কারণ।
পুরুষোপাদান এই শাস্ত্রের লিখন ॥
এহেতু প্রকৃতি আর পুরুষ-মিলনে।
জীবের সম্ভব হয় বুঝহ কারণে ॥

তথাহি শ্রুতিস্তুতৌ।

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো-
রুভয় যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধ নামগুণৈঃ
পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষ রসাঃ ॥ ১৫ ॥

যথাগ্নি হইতে বহু স্ফুলিঙ্গ উঠয়।
তথাত্মা হইতে বহু জীবোৎপন্ন হয় ॥
যদ্যপি জীবের জন্ম পরমার্থ নয়।
তথাপি উপাধি হেতু জন্ম ভান হয় ॥
অতএব নানাবিধ উপাধি সহিত।
লয়ে লীন হয় জীব ব্রহ্মেতে নিশ্চিত ॥
যেমন অম্লাদি রস মধুর-রসেতে।
পরিণাম প্রাপ্ত হয় কার্য্যাবশেষেতে ॥
যৈছে নদ-নদী জল সমুদ্রে পড়িয়া।
বিলীন হইয়া থাকে উপাধি ছাড়িয়া ॥
তৈছে সর্ব্বরসনিধি কৃষ্ণে অবশেষ।
লয়প্রাপ্ত হয় জীব কহিনু বিশেষ ॥

চরমার্থ কহি এবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সংশয় মোচন ॥
যদ্রূপ সমুদ্রে লীন সরিত সবার।
গুণ-নাম নাশ হয় জানি অনিবার ॥
স্বরূপের অভিন্নতা কভু নাহি হয়।
সূক্ষ্মভাবে স্বরূপের ভিন্নতা রহয় ॥
তদ্রূপ তদ্বিভিন্নাংশ শক্তি জীবচয়।
তাঁহাতে প্রবেশ করি উপাধি ছাড়য় ॥
স্বরূপে অভিন্ন নাহি হয় তাঁর সনে।
স্ব-স্বভাবে রহে তাঁহে ভেদাভেদ ক্রমে।
সর্ব্বরস মধুরেতে হইলে মিলন।
কোন রস নাহি ত্যজে স্বরূপ আপন ॥
সেইমত ব্রহ্মে জীব হইয়া মিলিত।
আপন স্বরূপে ব্রহ্মে করে অবস্থিত ॥
উপাধি জীবের নাহি সেই কালে রয়।
অতএব ব্রহ্মৈক্যতা পণ্ডিতে কহয় ॥
"হন্তেমাস্তিস্রো দেবতা" আদি শ্রুতি কয়।
আত্মাতে প্রবেশি দেবা উপাধি ছাড়য় ॥
শক্তি স্বরূপের কভু নাহি হয় লয়।
কেবল প্রকৃতি গতোপাধি নাশ হয় ॥
এই হেতু ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমানে।
প্রসঙ্গে কহিনু এই তুয়া সন্নিধানে ॥

জীবের স্বরূপ এবে করহ শ্রবণ।
বেদ আদি যেইমত করে নিরূপণ॥
কর্ম্ম আর ভক্তি এই দ্বিবিধ সাধন।
সাধনের ন্যূনাধিক্য হেতু জীবগণ॥
ইহ পর দুই লোকে তারতম্য হয়।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহি সমুদয়॥
কর্ম্ম তারতম্যে ইহলোকে জীবচয়।
ফল তারতম্য লভে জানিহ নিশ্চয়॥
ভক্তি তারতম্য হেতু পারত্রিক ফলে।
ন্যূনাধিক্য লভে জীব বিজ্ঞে এই বলে॥
স্বরূপে সমত্ব ভাব জীবের নিশ্চয়।
সাধন জনিত ফলে তারতম্য হয়॥
জীবাণুচৈতন্যরূপ বিভিন্নাংশে জানি।
সেই জীবে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম নিত্য মানি॥
এই হেতু অবিশেষে জীব সমুদয়ে।
পরস্পর সাম্য এই বিজ্ঞেতে কহয়ে॥
তথাপি সাধনফলে নিত্য জীবগণ।
তারতম্য লভে বৃদ্ধে করেন বর্ণন॥

তথাহি বৃদ্ধ শ্রীবলদেবেনোক্তং।

অণুচৈতন্যরূপত্ব জ্ঞানিত্বাদ্যবিশেষতঃ।
সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাৎ॥ ৫৬॥

শতাংশে বিভক্ত যেই কুন্তলাগ্র হয়।
সেই শতাংশের পুন শতাংশ নিচয়॥
অনন্ত জীবের হয় স্বরূপ তাহাই।
বেদমতে এই কথা লিখিলা গোঁসাই॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ ১৭॥

গুণীমধ্যে সূত্ররূপ ভগবান হয়।
মহত্তের মধ্যে তিহোঁ মহান্ নিশ্চয়।
সূক্ষ্ম মধ্যে জীব, মন দুর্জ্জয়-মধ্যেতে;
এই কথা ভগবান্ কন শ্রীমুখেতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহং।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ॥ ১৮॥

জ্ঞানের স্বরূপ জীব হরির অধীন।
চিন্ময় শরীরযুক্ত সর্ব্বদা অক্ষীণ॥
তথাপিহ জড়ময় দেহের সহিত।
সংযোগ বিয়োগ যোগ্য জানিহ নিশ্চিত॥
জীবাণু জড়ীয় ভাব বিস্তৃতি রহিত।
প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত।
যৈছে এক সূর্য্যদেব হঞা স্ব-প্রকাশ;
সর্ব্ববস্তু প্রকাশেন জানিহ নির্য্যাস॥

তৈছে জীব জ্ঞানরূপ হঞা সর্ব্বক্ষণ।
সকলের জ্ঞাতা হয় শাস্ত্রের লিখন ॥
ভিন্ন ভিন্ন বহু জীব হেতু ঋষিগণে।
জীবকে অনন্ত বলি করেন বর্ণনে ॥

তথাহি শ্রীভগবন্নিম্বাদিত্যেনোক্তং।

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং
শরীর সংযোগ বিয়োগযোগ্যং।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহ ভিন্নং
জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥ ৫৭ ॥

এক জীব সর্ব্বদেহে করেন নিবাস।
অদ্বৈতী ভ্রমেতে পড়ি করিলা প্রকাশ।
তাহাদের সেই ভ্রম খণ্ডন কারণ।
নিম্বাদিত্য এই শ্লোক করেন বর্ণন ॥
এই শ্লোকে ভগবান জীবতত্ত্ব কথা।
সকল কহিলা বেদশাস্ত্রে উক্ত যথা ॥
তথাপিহ বহির্ম্মুখ বিশ্বাস লাগিয়া।
শাস্ত্র প্রমাণেতে কহি শুন মন দিয়া ॥
বিজ্ঞানাত্মা যে পুরুষ বেদে উক্ত হয়।
সেই ত পুরুষ জীব জানিহ নিশ্চয় ॥
দ্রষ্টা, প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা।
বোদ্ধা, কর্ত্তা আদি করি সর্ব্ব-ধর্ম্মবন্তা ॥
রসয়িতা শব্দে জীবে ধ্যানকারী কয়।
রস আস্বাদন কর্ত্তা অর্থ মুখ্য নয় ॥

গুণদ্বারে সেই জীব সকল শরীর।
ব্যাপিয়া রহয়ে সদা জানিহ সুধীর॥
যৈছে এক সূর্য্য এই অখিল ভুবন।
প্রকাশিত করে নিত্য করহ স্মরণ॥
তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সমস্ত শরীর।
প্রকাশিত করে এই স্বয়ং বাক্যে স্থির॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথাকৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৬০॥

জীবের বহুত্ব আর ভিন্নত্ব খণ্ডন।
ঐছে শ্লোকে নাহি করে দেবকী-নন্দন॥
সর্ব্বদেহ পরিব্যাপ্ত জীব জানাইতে।
ঐছে শ্লোক বাহিরায় শ্রীমুখ হইতে॥
যথালোক নিজগুণে সমস্ত ভবন।
আলোকিত করি ব্যাপি রহে সর্ব্বক্ষণ॥
তথা জীব চেতনাখ্য স্বীয় গুণ দ্বারে।
সর্ব্বদেহ ব্যাপি রহে কহে সূত্রকারে॥
অবিনাশ্যচ্ছেদহীন জীব নিত্য হয়।
এহেতু জীবের গুণ নাশযোগ্য নয়॥
জীব অবিনাশীত্যাদি যজুর্ব্বাক্যে কহে।
ইথে যার অবিশ্বাস সে মনুষ্য নহে॥

ব্রহ্মের সম্বন্ধ যুক্ত হেতু জীবচয় ।
ব্রহ্মাংশ সকলে হয় জানিহ নিশ্চয় ॥
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা" ইত্যাদি বচনে
ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে তৎশক্তি কহে বিজ্ঞজনে ॥
সেই জীবশক্তি অতি সূক্ষ্মরূপ হয় ।
অবিবেকী জন তারে দেখিতে নারয় ॥
জ্ঞানচক্ষে জ্ঞানীগণ জীব সূক্ষ্মাকারে ।
দর্শন করেন সদা কৃষ্ণ কৃপা দ্বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং ।
বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৬১ ॥

যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্ম নিরত যাহারা ।
জ্ঞান-ভক্তিহীন এই সংসারে তাহারা ॥
সেই সব জন জীবে না পায় দর্শন ।
যোগীগণ সমাধিতে করে নিরীক্ষণ ॥
পরংব্রহ্ম কৃষ্ণপদে সমাধি যাঁহার ।
যোগীগণোত্তম হয় আখ্যান তাঁহার ॥
সেই যোগীশ্রেষ্ঠ জীব স্বরূপ নেহারে ।
অতি গূঢ় কথা এই কহিনু তোমারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ৬২ ॥

জীবব্রহ্ম ভেদাভেদ অচিন্ত্য নিশ্চয়।
অতএব কর মূঢ় কৃষ্ণপদাশ্রয়॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

ভেদাভেদোঽপ্যচিন্ত্যশ্চ নিত্যং জীবপরেশয়োঃ।
তস্মাত্ত্বং ভজয়ে কৃষ্ণং পরেশং পরমাশ্রয়ং॥ ৬৩॥

জীবের স্বরূপ তত্ত্ব কহিতে তোমায়।
জীবের সকল তত্ত্ব কহিলাম প্রায়॥
এর মধ্যে যদি মোর হয় দেহান্তর।
তবে পঞ্চ মূলে সব হইবে গোচর॥
যদি রহি তবে আর কহিব তোমায়।
নতুবা সম্পূর্ণ এই কৃষ্ণের কৃপায়॥
সম্বন্ধ-তত্ত্বেতে এই জীবের স্বরূপ।
পঞ্চম মূলেতে কৈনু শাস্ত্র অনুরূপ॥
ষষ্ঠমূলে জীব ব্রহ্মে ভেদাভেদ যাহা।
বিস্তার করিয়া কহি শুন এবে তাহা॥
শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি করিয়া স্মরণ।
পঞ্চম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে জীবস্বরূপ-নিরূপণং নাম পঞ্চম মূলং॥ ৫॥

ষষ্ঠ মূলং।

যন্মায়য়াস্মিন্ দেহাদৌ বদ্ধো ভবতি জীবকঃ।
মায়াতীতং মায়াধীশং তং কৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ১ ॥

গোকুল জীবনং শোভন বরণং
সর্ব্বলোকস্তুতং ভজনন্দসুতং ॥ ধ্রুঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রভু-রাধাশ্যাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু-বলরাম ॥
শ্রীবংশীবদন জয় নিত্যানন্দরূপ।
রামচন্দ্র জয় প্রেমরাজ্যে খণ্ড-ভূপ ॥
জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব জীবন।
জয় মধ্ব মুনি জয় শ্রীবিদ্যাভূষণ ॥
জয় কৃষ্ণভক্তগণ করুণাসাগর।
সবে মোরে কৃপা কর জানিয়া পামর ॥
তোমা সবা কৃপা বিনা বুদ্ধি শুদ্ধ নয়।
কোটি জন্মে নাহি ঘুচে মনের সংশয় ॥
ভেদাভেদ তত্ত্ব এবে শুন সাবধানে।
যাহার শ্রবণে হয় পরতত্ত্ব জ্ঞানে ॥
জীবেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয়।
ইহা না বুঝিয়া কেহ কেহ আন কয় ॥

ভেদাভেদ বাক্যে কিছু নাহিক সংশয়।
শ্বেতাশ্বতরেতে নিত্য প্রভেদ বলয়॥
দেহরূপ বৃক্ষে দুই পক্ষী করে বাস।
সহযোগে তুল্যভাবে কহিনু নির্যাস॥
জীবেশ্বর সেই দুই পক্ষীর আখ্যান।
উভয়ের ভিন্নভাব কহিনু সন্ধান॥
কর্ম্মফল ভোগকারী জীব পক্ষী হয়।
যেই কর্ম্মফল সদা সুখ দুঃখময়॥
নিয়মনকারী পক্ষী পরমাত্মেশ্বর।
কর্ম্মফল ভোগহীন দীপ্ত নিরন্তর॥
দেহরূপ সমবৃক্ষ করিয়া আশ্রয়।
মায়ামুগ্ধ হঞা জীব শোকভাগী হয়॥
কোন ভাগ্যে সেই জীব নিজাংশী ঈশ্বরে।
আপনা হইতে ভেদ দরশন করে॥
তাহাতে জীবের যদি হয় এই জ্ঞান।
আমিহ সেবক তিঁহো সেব্য ভগবান॥
তবে জীব বিষ্ণুধাম হঞা অধিগত।
বীতশোক হয় এই বেদাদি সম্মত॥
তর্ক অলঙ্কার শূন্য তর্ক-অলঙ্কারে।
বিদ্যাবাগ্বর্জ্জিত বিদ্যাবাগীশ-অসারে॥
স্মৃতিহীন-স্মৃতিরত্ন অনাচার্য্যাচার্য্য।
ভাগ্যদোষে সবাকার হইয়াছে ধার্য্য॥

দ্বাসুপর্ণা শ্রুতি ভেদপর শ্রুতি নয়।
নিজ নিজ শিষ্যস্থানে ইহা প্রকাশয়॥
যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য ঈশ্বর মিলায়।
শাস্ত্র বিজ্ঞ সিদ্ধ বাক্য কহিনু তোমায়॥
ভাগবত মধ্যে ঐছে শ্রুতি অনুসার।
এক শ্লোক আছে দেবস্তবেতে প্রচার॥
এই প্রপঞ্চাদি বৃক্ষ দেহরূপ যেই।
সে দেহ সমষ্টি ব্যষ্টি কহিলাম এই॥
প্রকৃতি আশ্রয় এই বৃক্ষের নিশ্চয়।
সুখ দুঃখ দুই ফল এ বৃক্ষে ফলয়॥
গুণত্রয় মূল এ বৃক্ষের দৃঢ়তর।
চতুর্ব্বর্গ রস এর মিষ্ট নিরন্তর॥
পঞ্চজ্ঞান আর ছয় স্বভাব ইহার।
সপ্ত ত্বক্ আর অষ্টশাখা সুবিস্তার॥
নবদ্বার দশপ্রাণ এ বৃক্ষের হয়।
ইথে দুই পক্ষী সদা নিবাস করয়॥
জীব-পরমাত্মা দুই পক্ষীর আখ্যান।
ঐছে শ্রুতি অর্থ এই করেন পুরাণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধ ষড়াত্মা।

সপ্তস্বগষ্ট বিটপো নবাঙ্কো
দশচ্ছদী দ্বিথগশ্চাদিবৃক্ষঃ ॥ ২ ॥

পুরাণে শ্রুতির অর্থ যেমত করয়।
তদন্যথা করি যেই অন্যার্থ কল্পয় ॥
তাহার কল্পিত অর্থ বিজ্ঞ গ্রাহ্য নয়।
মূন্যাপেক্ষা তাহাদের বুদ্ধি ক্ষুদ্রা হয় ॥
জীবেশ্বর ভেদ শ্রুত্যাদির অভিপ্রায়।
শাস্ত্রমর্ম্ম সিদ্ধ এই কহিনু তোমায় ॥
উপক্রমোপসংহার অভ্যাসাপূর্ব্বতা।
ফলার্থবাদোপপত্তি জানিহ সর্ব্বথা ॥
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারণ কারণ।
এই ছয় হয় ইহা কহে বিজ্ঞজন ॥
এই ছয় হেতু দ্বারে জীবেশ্বর ভেদ।
শাস্ত্রমর্ম্ম বিনির্ণীত কহিলেন বেদ ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে।
ইতি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি ষড়্‌যান্যাহুর্মনীষিণঃ।
ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তস্য গোচরঃ ॥ ৩ ॥

মুণ্ডক মুণ্ডকগণে জানাবার তরে।
জীবেশ্বর ভেদ নিত্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে ॥

রুক্মবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সকলের কর্ত্তা।
পরমপুরুষ ব্রহ্মযোনি সর্ব্বভর্ত্তা॥
এহেন ঈশ্বরে ধ্যাতা জীব যে সময়।
আপনা হইতে ভিন্ন স্বরূপে দেখয়॥
তখন সাধক জীব বন্ধের কারণ।
পুণ্য পাপকর্ম্ম আদি করিয়া বর্জ্জন॥
নির্লেপ হইয়া পরংসাম্যাবস্থা পায়।
জীবেশ্বর ভেদ এই মুণ্ডক জানায়॥
শুদ্ধোদক শুদ্ধোদকে হইলে মিশ্রিত।
তাদৃশৈকরস হয় জানিহ নিশ্চিত॥
তৈছে জীব আত্মতত্ত্ব হইলে বিদিত।
আত্ম স্বরূপেতে নিত্য হন অবস্থিত॥
দেহাদি অনাত্ম নাশ্য বস্তুতে তাঁহার।
আসক্তি ছুটিয়া যায় জানিয়া অসার॥
জন্মমৃত্যু রূপ এই সংসার হইতে।
নিবৃত্ত হইয়া তিহোঁ সদা সমাধিতে॥
শুদ্ধাত্ম স্বরূপে নিত্য হন অধিষ্ঠিত।
কঠোপনিষদে এই আছয়ে বর্ণিত॥
জীব আত্ম বস্তু যবে অবগত হয়।
এই বাক্যে ভেদ সিদ্ধ কাঠকে করয়॥
এহেন প্রভেদ জ্ঞান করিয়া আশ্রয়।
ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য জীব নিশ্চয় লভয়॥

সৃষ্টি লয়কালে সেই জীব কদাচন।
নাহি হয় জন্মমৃত্যু দুঃখের ভাজন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ॥ ৪॥

সাধর্ম্ম্যাদি বচনের মর্ম্ম অর্থ যাহা।
পূর্ব্বেতে তোমার কাছে কহিয়াছি তাহা॥
অসীম পরমব্রহ্ম, জীব সীমান্বিত।
এইবাক্যে ব্রহ্ম জীব ভিন্ন সুনিশ্চিত॥
এইরূপানুমানের অনেক কারণ।
ব্রহ্ম-জীব ভেদ স্থলে কহে শ্রুতিগণ॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

জীবোয়ং ব্রহ্মণো ভিন্নঃ পরিচ্ছিন্নো যতঃ সদা।
ইত্যাদি বহবো জ্ঞেয়া অনুমানেষু হেতবঃ॥ ৫॥

প্রত্যক্ষানুমান আদি প্রমাণ অধীন।
ঘট পট হয় এই বাক্য সমীচীন॥
জীব ব্রহ্মে সেইরূপ কভু নাহি হয়।
তাহাতে কারণ ব্রহ্ম অপ্রমেয় ময়॥
প্রমেয়াপ্রমেয় কভু এক হৈতে নারে।
শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি শাস্ত্রে ইহাই ফুকারে॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

নন্থ ঘটপটয়োরৈক্যং ঘটেত প্রমেয়ত্বাৎ।
অনয়োর্নহি নহি তদ্বৎ যস্মাদ্ব্রহ্ম প্রমেয়মেব স্যাৎ॥ ৬॥

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে মায়াবাদীগণ।
জীবেশ্বরাভেদ নিত্য করেন স্থাপন ॥
ঐছে মহাবাক্যার্থেতে ভক্ত সমুদয়।
জীবেশ্বর ভেদ নিত্য স্থাপন করয় ॥
"তস্য" শবদের ষষ্ঠী বিলোপ করিয়া।
"তচ্ছব্দ" অব্যয় হয় বুঝ বিচারিয়া ॥
এ হেতু "তস্য ত্বং অসি" পদ সিদ্ধ হয।
সেই পদার্থেতে জীব ব্রহ্মের নিশ্চয় ॥
তস্যার্থে কৃষ্ণের এই ষষ্ঠ্যর্থে কহয।
"ত্বং" শব্দেতে জীব তুমি এই ভাষ্যে কয ॥
"অসি" শব্দে হইতেছি ধাত্বর্থে জানায়।
"তৎ ত্বং অসি" সন্ধি সাধি "তত্ত্বমসি" গায।
"তত্ত্বমসি" অর্থে তাঁর আমি হইতেছি।
এই অর্থে নিত্য ভেদ ভাষ্যে পাইতেছি ॥
অতএব সেই ব্রহ্ম জীব কভু নয।
বেদ-যুক্তি আদি সিদ্ধ এই মত হয ॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতিবেদবিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ত্ততে
ত্বন্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিত্তেদেহর্পয়িত্বা মতিং।
তচ্ছব্দোহব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং তত্র ভেদ্যো যত:
ষষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশ: ॥ ৭

"সোঽহং ব্রহ্মাস্মীতি" এই শ্রুতির বচনে।
ব্রহ্ম আমি হইতেছি কহে মায়ীগণে॥
মায়াবাদী ঐছে অর্থ মায়াভ্রমে করে।
এই কথা কহিলেন মধ্ব-মুনিবরে॥
"তত্ত্বমসি" ন্যায়ে ব্রহ্ম প্রথমান্ত পদে।
ষষ্ঠ্যন্ত করিলে মিটে সকল আপদে॥
"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই দৃষ্টান্ত বচনে।
ষষ্ঠী নাহি করে কেন ভাষ্যকার গণে॥
যদি এই কহ তুমি শুন তদুত্তরে।
সাধুভাষ্যকার যেই মত ব্যাখ্যা করে॥
"যথাগ্নি স্ফুলিঙ্গ" এই দৃষ্টান্ত বচনে।
ষষ্ঠী ব্যবহার করে যত বিজ্ঞ-জনে॥
এই ন্যায়ে "তত্ত্বমসি" আদির ভাষ্যেতে।
নিশ্চয় হইবে ষষ্ঠী কহি প্রকাশ্যেতে॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

ব্রহ্মাহমস্মীতি যদস্তি বাক্যং
জ্ঞেযা ন ষষ্ঠী প্রথমৈব তত্র।
দৃষ্টান্তবাক্যে কথমন্যথা চেৎ
ষষ্ঠী তু বহ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥ ৮॥

মুখ পূর্ণচন্দ্র বিম্ব, মাণবকানল।
কুচতট মেরু, চক্ষু নীলোৎপল দল॥

"কর পল্লবেতি" কাব্যপ্রণেতা-নিচয়।
ব্যবহার করে সদা কেবা না জানয়॥
আহরীয় ভ্রমহেতু মাণবকাগ্নিতে।
ভেদ সত্বে সাদৃশ্যৈক্য বোধে বিপশ্চিতে॥
প্রথমা প্রয়োগ গ্রন্থে করেন যেমন।
"ব্রহ্মাহমস্মীতি" শ্রুতি বাক্যেতে তেমন॥
"ব্রহ্ম" আর "অহং জীব" নিত্য ভেদ হয়।
সাদৃশ্যাভিপ্রায়ে তারে অভেদ করয়॥
প্রথমা বিভক্তি হয় অভেদ কথনে।
বিজ্ঞ বিনা ইহা নাহি জানে অন্য জনে॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

অগ্নিং মাণবকং বদন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিম্বংমুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবং।
আহার্য্য ভ্রমতোভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেপ্যভেদামতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলুতথা ব্রাহ্মাহমস্মিশ্রুতেঃ॥ ৯॥

যৈছে বর্ণহীন বর্ণসঙ্কর সবার।
অশৌচাদি বিধি লক্ষে করয়ে স্বীকার॥
তৈছে "সোঽহং ব্রহ্মাস্মীতি" শ্রুতির লক্ষার্থ।
প্রচারিয়া মায়াবাদী নাশে পরমার্থ॥
যৈছে বেদজ্ঞান আদি বিহীন ব্রাহ্মণ।
নিজ ব্রাহ্মণত্ব লোকে করয়ে স্থাপন॥

তৈছে মায়াবাদী মহা ভ্রমেতে পড়িয়া।
"সোহং ব্রহ্মাস্মীতীত্যাদি" কহে ফুকরিয়া॥
তাহা শুনি বিজ্ঞজনে হাসয়ে অন্তরে।
অত্যন্ত রহস্য এই করিনু গোচরে॥
ব্রহ্ম জীবে নিত্যভেদ শ্রুতি সিদ্ধ ধর্ম্ম।
তবে যে অভেদ কহে তার এই মর্ম্ম॥
চিজ্জাতিত্বে ঐক্য হেতু কোনহ প্রদেশে।
জীবেশ্বরাভেদ এই কহিনু বিশেষে॥
সেই ত অভেদ ভাব করিয়া স্বীকার।
প্রথমাপ্রয়োগ মানে সাধুভাষ্যকার॥
"সম্ভোগ" ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যায় পুরাণ।
জীবেশ্বর ভেদ নিত্য করেন প্রমাণ॥
ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ আর সর্ব্ব শক্ত্যান্বিত।
স্বতন্ত্র পুরুষ সর্ব্ব আত্মা সুনিশ্চিত॥
সর্ব্বত্র স্বাধীন কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্তপ্রেমাধীন মাত্র নন্দের-তনয়॥
জীব অল্পজ্ঞানশালী অল্পশক্তিযুক্ত।
অস্বতন্ত্র কর্ম্মাধীন নিত্য মুক্তামুক্ত॥
এক দেহে স্থিতি সত্ত্বে দুয়ের সমান।
সম্ভোগ নাহিক হয় কহয়ে পুরাণ॥

তথাহি শ্রীগারুড়ে।

সর্ব্বজ্ঞাল্পজ্ঞতা ভেদাৎ সর্ব্বশক্ত্যাল্পশক্তিতঃ।
স্বাতন্ত্র্যাপারতন্ত্র্যাভ্যাং সম্ভোগো নেশ জীবয়োঃ॥ ১০॥

"ভোক্ত্রিত্যাদি" ব্রহ্মসূত্র করিয়া ব্যাখ্যান।
জীবেশ্বরাভেদ বাক্য করে অপ্রমাণ॥
জীবের ঈশ্বর সহ ঐক্যভাব যেই।
অন্তর্গত ভেদ তাহে কহিলাম এই॥
উদকে উদক মিশি একীভূত হয়।
তৈছে জীবেশ্বরে মিলি না হয় নিশ্চয়॥
তাহার কারণ এই কর অবধানে।
জলের বৃদ্ধ্যাদি আছে শাস্ত্রের প্রমাণে॥
জীবের বৃদ্ধ্যাদি নাহি দেখিবারে পাই।
স্বাতন্ত্র্যাদি হীন জীব জানিহ সদাই॥
স্বাতন্ত্র্যাদি ভাবপূর্ণ পরমাত্মা হরি।
জীবের তাদাত্ম্য তাঁহে কিসে ব্যাখ্যা করি॥
সঙ্কোচ বিকোচ আদি অবস্থানুসারে।
জীবের বৃদ্ধ্যাদি ভাব পণ্ডিতে বিচারে॥
অতএব জীবাত্মাতে হইলে মিলিত।
তাদাত্ম্য নাহিক হয় কহিনু নিশ্চিত॥
আর দেখ স্বভাবের বৈকল্য কারণ।
ব্রহ্মাদি পাইতে নারে হরির-চরণ॥
"চর" শব্দে গতীত্যাদি শাস্ত্রেতে কহয়।
গত্যর্থে স্বরূপ আদি বিজ্ঞেতে জানয়॥
মুক্তিতে জীবের পরমাত্মার সহিত।
তাদাত্ম্যতা লাভ যাহা যুক্ত্যুপপাদিত॥

এই সিদ্ধান্তেতে তাহা করেন খণ্ডন।
পুরাণ প্রমাণ ইথে করহ শ্রবণ ॥

তথাহি স্কান্দে।

উদকং তূদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথাভবেৎ।
ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
প্রাপ্তোঽপি নাসৌভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণাৎ ॥
ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্যৎপ্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্যৎস্বভাববৈকল্যং স ভবান্ কেবলো হরিঃ ॥ ১১ ॥

পরতন্ত্র জীব নিজ সাধনের দ্বারে।
অপূর্ণতাদাত্ম্য কৃষ্ণে লভিবারে পারে ॥
সাধন অপেক্ষা নাহি স্বাতন্ত্র ঈশ্বরে।
তদংশাণু জীব জ্ঞানআদ্যপেক্ষা করে ॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বধৃতবচনং।

পরতন্ত্রো হ্যপেক্ষেত স্বতন্ত্রঃ কিমপেক্ষতে।
সাধনানাং সাধনত্বং যতঃ কিং তস্য সাধনৈঃ ॥ ১২ ॥

পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রেতি ভেদে এই কহে।
জীবেশ্বর ভেদ নিত্য কভু মিথ্যা নহে ॥
পুরুষ, প্রকৃতি, কাল, মহানাদি রূপে।
শ্রীহরির জন্ম সিদ্ধ প্রত্যক্ষ স্বরূপে ॥
তথাপি হরির কিছু নাহিক বিকার।
জনন বিকার নিত্য পুরুষ সবার ॥

বিকারের হেতু শুদ্ধ পারতন্ত্র্যভাব।
পারতন্ত্র্য করে সদা স্বভাব অভাব ॥
পারতন্ত্র্য হীন কৃষ্ণ সর্ব্বকাল হয়।
এ হেতু কৃষ্ণের নাহি বিকার নিশ্চয় ॥

তথাহি পাদ্মে।

প্রত্যক্ষত্বং হরের্জ্জন্ম ন বিকার কথঞ্চনঃ।
পুরুষঃ প্রকৃতিঃ কালো মহানিত্যাদিযুক্রমাৎ।
বিকার এব জননং পুরুষেতদ্বিশেষণং।
পরতন্ত্র বিশেষো হি বিকার ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বশক্তিপূর্ণ হেতু কৃষ্ণ-ভগবান।
অবিকারি সদা এই কহিনু সন্ধান ॥
নির্ব্বিকার হঞা তিঁহো সকল ভুবন।
বিকারী করেন এই শাস্ত্রের লিখন ॥
বহুধা অনন্ত শক্তি শ্রীকৃষ্ণের জানি।
সেই সব শক্তি সহ অভিন্ন বাখানি ॥

তথাহি শ্রীমধ্বধৃততন্ত্র ভাগবতে।

অবিকারোঽপি ভগবান্ সর্ব্বশক্তিত্ব হেতুকঃ।
বিকারহেতুকং সর্ব্বং কুরুতে নির্ব্বিকারবান্।
শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চনঃ॥ ১৪ ॥

স্বেচ্ছা আদি শক্তি দ্বারে সেই ভগবান।
করেন বিকারী সবে এইত প্রমাণ ॥

বিকার বিশিষ্ট জীব এইত কারণে।
নিত্যভেদ কৃষ্ণসনে কহে মহাজনে॥
সগুণ-নির্গুণ আর নিষ্কল-নির্দ্দোষ।
নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন সর্ব্বদা সন্তোষ॥
হেন আত্মা কৃষ্ণে শব্দ গম্যত্বাদি দ্বারে।
বিরোধাদি দোষ বেদ সদা পরিহারে॥
পুণ্য-পাপ আদিযুক্ত সজন্মা-সদোষ।
কার্য্যাকার্য্য ফলাফলে সন্তোষ-অতোষ॥
হেন জীব আত্মা সনে কোনহ প্রকারে।
অভেদ হইতে নারে কহি বারে বারে॥
জীবে যে সকল দোষ সদা দৃষ্ট হয়।
সেই সব দোষ কৃষ্ণে হয় গুণময়॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বভাষ্যে।

যে দোষা ইতরত্রাপি তে গুণাঃ পরমে মতাঃ।
ন দোষ পরমে কশ্চিদ্‌গুণা এব নিরন্তরাঃ॥ ১৫॥

"স্বপক্ষ" ইত্যাদি এই সূত্রার্থের দ্বারে।
ভাষ্যকার শিরোমণি করিলা বিস্তারে॥
চেতনত্ব আদি দ্বারে জীব দোষ চয়।
পরিহার নাহি হয়,—করেন নিশ্চয়॥
এই হেতু কহি জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ।
মোর যুক্তি নহে ইহা স্বয়ং কহে বেদ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম আর জীব অপরম।
ইহার ভাবার্থ এই সূত্র অনুক্রম॥
সকল বিষয় শক্তি পরিপূর্ণ যেই।
পরম কহয়ে তাঁরে কহিলাম এই॥
তচ্ছক্তি তাঁহাতে নিত্য রহে বিদ্যমান।
নিত্যানন্দা নিত্যরূপা তেঞি তদাখ্যান॥
সেইত পরমে নিত্য পরমাত্মা কহে।
তিহোঁ সর্ব্বশক্তিমান মিথ্যা কভু নহে॥
এই সিদ্ধান্তেতে জীব অপরম হয়।
এ হেতু অভেদ কভু হইতে নারয়॥
"সর্ব্বোপেতা" আদি ব্রহ্ম সূত্রের বিচারে।
ভাষ্যরাজে এই ভাব করিলা বিস্তারে॥
পরম কৃষ্ণের অংশ জীবগণ হয়।
সেইত পরম কৃষ্ণ অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥
অবিচল শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ আপন।
অংশেতে করেন জীব আদি উৎপাদন॥
কোন শ্রুতি কহে জীব ঈশ্বরাংশ নয়।
জীবেতে ব্রহ্মের নাই সম্বন্ধ নিশ্চয়॥
ঈশ্বরে অপেক্ষা জীব কভু নাহি করে।
স্বয়ং সিদ্ধ হঞা ফল দেয় নিরন্তরে॥
নিয়ম্য না হয় জীব কখন কাহার।
স্বয়ং সর্ব্বনিয়ামক এই তত্ত্ব সার॥

পূর্ব্ব শ্রুতি কহে জীব ঈশ্বরাংশ হয়।
মধ্য শ্রুতি সেইমত খণ্ডন করয় ॥
পরশ্রুতি উভয়ের বিরোধ দর্শনে।
মীমাংসা করেন সর্ব্ব সারাংশ বচনে ॥
প্রভু মোরে নিত্য রক্ষা করুন কৃপায়।
আমি জীব তাঁর পুত্র অত্যবর প্রায় ॥
আমি তাঁর নিত্য দাস আর অনুচর।
এই সব বাক্যে এই হয় স্থিরতর ॥
জীবাদি সকল তার শক্তিতে গণন।
অতএব ভিন্নাভিন্ন রূপে নিরূপণ ॥
প্রথমা শ্রুতির বাক্য হয় অপবাদ।
মধ্যাশ্রুতি কেন কর তার অবসাদ ॥
অপবাদ অবসাদ নাহিক করিতে।
করণে বিশেষ হানি কহেন কবিতে ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীব নিশ্চয় নিশ্চয়।
সৃষ্ট্যাদির হেতু ইহা কেহ আচ্ছাদয় ॥
তাহাতে তাহার দোষ কিছুমাত্র নাই।
ঈশ্বরাজ্ঞা আচ্ছাদিতে দেখিবারে পাই ॥
পুরুষ স্বরূপে জন্ম যে করে গ্রহণ।
সেই জীব মৃত্যু যার তত্ত্ব বিস্মরণ ॥
সেই জীব নানাবিধ "পারাশর্য্যায়ণ।"
এই ব্যপদেশ স্পষ্ট করেন কীর্ত্তন ॥

পুত্রাদি স্বরূপে জীব বহুভাবী হয়।
দেবগণ এই কথা কীর্ত্তন করয় ॥
দেববাক্যে জানা যায় জীবাংশ তাঁহার।
ভেদাভেদ নহে মুখ্য ভেদ অনিবার ॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে।

পুত্র ভ্রাতৃ সখিত্বেন স্বামিত্বেন যতো হরিঃ।
বহুধাগীয়তে বেদৈর্জীবোঽংশস্তস্য তেন তু ॥
যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে।
অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ ॥ ১৫ ॥

পরমাত্মা হৈতে সর্ব্ব সমুৎপন্ন হয়।
এ হেতু পরমাত্মাংশ জীব সমুদয় ॥
"মন্ত্রবর্ণেত্যাদি" সূত্র ভাষ্যে মুনিবর।
প্রকাশ করিলা এই হঞা দয়াপর ॥
"পাদোস্য বিশ্বা" ইত্যাদি যেই মন্ত্র হয়।
মন্ত্রবর্ণ শ্রুতি সেই পুরাণেতে কয় ॥
ঈশ্বরের অংশ জীব স্মৃতির প্রমাণে।
সুনিশ্চয় আছে এই কহিনু সন্ধানে ॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ কুন্তীর-নন্দনে।
জীবতত্ত্ব কন রহি বিজয়-স্যন্দনে ॥
মম অংশ জীব জীবভূত আত্মা আমি।
আমি সনাতন আমি সকলের স্বামী ॥

ঈশ্বর হরির অংশ জীবাদি-সবার।
বিশেষতা হয় এই কহে সূত্রকার॥
জীবাদি সকল শ্রীকৃষ্ণের অংশ হয়।
পূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ আর কেহ নয়॥
কৃষ্ণের পরম পদ হইতে সকল।
ব্যক্ত হইয়াছে এই কহে ঋষি-দল॥
কৃষ্ণের অসীমগুণে জীবাদি করিয়া।
বৃদ্ধি পাইয়াছে এই কহি প্রকাশিয়া॥
জীবাদি অদৃষ্টাশ্রুত বস্তু সুনিশ্চয়।
অতএব জীবাদিরে "পুনর্ভব" কয়॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ ভেদে দুই অংশ যেই।
সেই দুই অংশ গোবিন্দের কহি এই॥
স্বরূপ সামর্থ্য স্থিতি অংশীর যেমন।
স্বাংশর স্বরূপ আদি জানিবে তেমন॥
স্বাংশাংশী দুয়ের অনুমাত্র ভেদ নাই।
বিভিন্নাংশ স্বরূপাদি অত্যল্প সদাই॥
যাঁর অংশ তাঁরে অংশী শাস্ত্রগণে কয়।
অংশীর সামর্থ্যাধিক সর্ব্বকালে হয়॥
যেরূপে উদ্ভব হয় সেই অংশ চয়।
সেইরূপে অবস্থিতি করে সুনিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতাদৌ।

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
অতঃপরং [illegible] অত্যুৎকৃষ্ট বৃংহিতং।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

মমৈবাংশো জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১৭॥

"অপিচ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র যেই হয়।
তার ঐছে অর্থ করে মধ্ব মহাশয়॥
এ অর্থ শুনিয়া তবে কহে বাদীগণ।
ঈশ্বরের অংশ জীব অযুক্ত বচন॥
ঈশ্বরের অংশ যদি সর্ব্বজীব হয়।
তবে কেন সকলেতে একরূপ নয়॥
ইহার সিদ্ধান্ত তবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন॥
কালাগ্নি খদ্যোত আদি তেজাংশ নিশ্চয়।
তথাপি তাহারা একরূপ নাহি হয়॥
অপাংশ অমৃত মূত্র সকলেতে কহে।
তথাপি উভয়ে ঐক্য কখনই নহে॥
পৃথিবীর অংশ মেরু বিষ্ঠা দুই হয়।
তথাপি দুয়ের কত বৈষম্য আছয়॥
তদ্রূপ মনুষ্য-মৎস্য কীটাদি নিচয়।
ঈশ্বরের অংশ সত্ত্বে একমত নয়॥
নিজ নিজ আচরিত করমের ফলে।
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিশেষতা বলে॥

অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যঃ পুনর্ভবঃ।
স্বাংশশ্চাথো বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে।
অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথাস্থিতি।
তদেবনামুমাত্রোঽপি ভেদ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।
বিভিন্নাংশেঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য মাত্রযুক্ ॥ ১৮ ॥

স্বাংশ সর্ব্বগুণপূর্ণ-সর্ব্বদোষ হীন।
মর্ম্মার্থ তাহার এই কহেন প্রাচীন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ পুরুষাদি অবতার।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এই তত্ত্ব সার ॥
মৎস্য আদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ সমুদয়।
জীব সম কৃষ্ণ হৈতে ভিন্ন কভু নয় ॥
বৈদুর্য্যমণির ন্যায় স্বয়ং ভগবান।
তত্তদ্ভাব আবিস্কার করেন প্রমাণ ॥
সকল শক্তির নিত্য প্রকাশাপ্রকাশে।
ভেদ ব্যপদেশ হয় এই শাস্ত্রে ভাষে ॥
"কৃৎস্নাকৃৎস্ন" ভেদে দুই ষাড়্‌গুণ্য ব্যঞ্জক।
কৃৎস্ন সর্ব্ব অংশী কৃষ্ণ সর্ব্ব-নিয়ামক ॥
অকৃৎস্ন মৎস্যাদি-অবতার সমুদয়।
শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ এই জানিহ নিশ্চয় ॥
দ্বি-এক শক্তির প্রকাশক হন যাঁরা।
অংশ কিংবা কলারূপে গণ্য হন তাঁরা ॥

যৈছে সর্ব্ব শাস্ত্রবিদে সর্ব্বজ্ঞ কহয়।
দ্বি-এক শাস্ত্রজ্ঞে শাস্ত্রবিদ কম্ম কয়॥
কিংবাল্পজ্ঞ কহে তাঁরে পণ্ডিতমণ্ডলী।
তৈছে কৃষ্ণ আর তাঁর অবতারাবলী॥
পঞ্চগুণাধিক কৃষ্ণে যাহা শোভা পায়।
সেই পঞ্চগুণ অন্যে নাহি দেখা যায়॥
মৎস্য আদি অবতারে সেই পঞ্চগুণ।
কদাপি নাহিক রহে কহি পুনঃ পুনঃ॥
কৃষ্ণে ঐছে পঞ্চভাব হয় আবিষ্কার।
মৎস্যাদ্যবতারে তাহা না হয় প্রসার॥
অতএব মৎস্য আদি অবতার গণ।
জীব সম তত্বান্তর নহে কদাচন॥
তদাত্মক মীন আদি অবতার চয়।
"স্মরন্তি" ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যে এই কয়॥
জীবভূত সনাতন বস্তু কহে যারে।
সেই বস্তু গোবিন্দাংশ ভাষ্যেতে প্রচারে॥
সনাতন এই বাক্যে জানি সর্ব্বক্ষণ।
জীবের ঔপাধিকত্ব করে নিবারণ॥
অতএব তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবচয়।
নিশ্চয় তাঁহার অংশ নিশ্চয় নিশ্চয়॥
জীবের কর্ত্তৃত্ব আদি কৃষ্ণায়ত্তাধীন।
বহু বিচারিয়া এই কহেন প্রাচীন॥

জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, প্রকৃতি অতীত।
চেতন, অজন্মা আর বিকার রহিত॥
শরীর বিশিষ্ট একরূপ নিত্য হয়।
অণু-ব্যাপ্তিশীল-চিদাত্মক সুনিশ্চয়॥
অস্মচ্ছব্দ বাচ্যাব্যয়-সাক্ষী-সনাতন।
ভিন্নরূপাদাহ্যাচ্ছেদ্যাক্লেদ্য সর্ব্বক্ষণ॥
অশোষ্য-অক্ষরেত্যাদি গুণযুক্ত হয়।
গোবিন্দের অংশভূত এই সুনিশ্চয়॥
মকারে কহয়ে জীব সদা পরবান।
ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে উক্ত কহিনু সন্ধান॥
সেই পরবান জীব শ্রীহরির দাস।
অন্যের কদাপি নহে জানিহ নির্য্যাস॥

তথাহি শ্রীপাদ্মে জীবলক্ষণে।

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ-পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপ স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্যঃ অশোষ্যোঽক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥ ১৯॥

কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আর স্বয়ং প্রকাশত্ব।
জীবের সুব্যক্ত হয় আদি পদে সত্য ॥
গুণ-দ্রব্য ভেদে হয় দ্বিবিধ প্রকাশ।
স্বাশ্রয়ের স্ফূর্ত্তি আদ্য প্রকাশ নির্য্যাস ॥
স্বপর স্ফূর্ত্তির হেতু বস্তু যেই হয়।
দ্বিতীয় প্রকাশ সেই শাস্ত্রে এই কয় ॥
সেই বস্তু আত্মা এই কহিনু তোমারে।
সেই আত্মা ভগবান কহি বারে বারে ॥
চক্ষুকে প্রকাশ করি প্রদীপ যেমন।
নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি করয়ে তখন ॥
ঘটাদি প্রকাশ ন্যায় উহা নাহি হয়।
প্রকাশকাপেক্ষা কভু নাহিক করয় ॥
তাহাতে কারণ দীপ হয় স্বপ্রকাশ।
তথাপিহ দীপ নিজ জরত্বে নির্য্যাস ॥
আপনা আপনি নাহি হয় প্রকাশিত।
আত্মা সেইরূপ নহে জানিহ নিশ্চিত ॥
আত্মা আপনাকে আর পরে প্রকাশিয়া।
নিজপক্ষে প্রকাশিত হয় শক্তি নিয়া ॥
স্বপক্ষেতে স্বপ্রকাশ উঁহাকেই কয়।
তাহাতে কারণ তাঁর চিদ্রূপত্ব হয় ॥
"অপী"ত্যাদি সূত্রভাষ্যে সাধুভাষ্যকার।
গোবিন্দ আদেশে এই করিলা প্রচার ॥

"একো বশী" আদি শ্রুতি স্পষ্ট এই কয়।
ব্রহ্মৈকত্ব সহে বহু রূপত্বাদি হয়॥
এক ব্রহ্ম বহুরূপ করেন ধারণ।
ইত্যাদি বাক্যেতে এই হয় নিরূপণ॥
অংশীরূপে কৃষ্ণ স্বয়ং এক রূপ হয়।
অংশ কলারূপে বহু রূপ সুনিশ্চয়॥
জীবাংশ হইতে অবতারাংশ নিচয়।
ভিন্ন কি অভিন্ন এই ইহাতে সংশয়॥
অংশদ্বয়ের অবিশেষ হেতু সর্ব্বক্ষণ।
ভেদাভাব জ্ঞান হয় করিনু কীর্ত্তন॥
এইমত পূর্ব্বপক্ষ যদি কেহ করে।
তাহাকে জিনিতে বেদ করেন উত্তরে।
যদ্যপিহ মৎস্য আদি অবতার-চয়।
অংশ শব্দে অভিহিত হয় সুনিশ্চয়॥
তথাপি তাঁহারা প্রকাশাদির সমান।
জীবের সদৃশ নহে এই ত প্রমাণ॥
যদ্যপি মীনাদি অবতারে ঋষিগণ।
অংশ শব্দে অভিহিত করে সর্ব্বক্ষণ॥
তথাপি তাহাঁরা জীবতুল্য কভু নহে।
দৃষ্টান্ত তাহাতে প্রকাশাদি শাস্ত্রে কহে॥
তেজাংশ স্বরূপ দেব ভাস্কর যেমন।
খদ্যোত সদৃশ নাহি হয় কদাচন॥

যদ্যপিহ তেজঃ শব্দে খদ্যোত শব্দিত।
তথাপি তত্তুল্য নহে সবিতৃ নিশ্চিত॥
জলাংশ সম্ভূত সুধা-মদ্য আদি আর।
যেইরূপ জল শব্দে শব্দিত প্রচার॥
তবে কি জলাংশভূত সুধা-মদ্যাদিতে।
পরস্পর সাম্য জ্ঞান করিবে পণ্ডিতে॥
যেমন খদ্যোত তুল্য খদ্যোত না হয়।
যেমন মদ্যাদি তুল্য ঐছে সুধা নয়॥
তদ্রূপ মীনাদি অবতার সমুদয়।
জীবের সমান নহে এই ত নিশ্চয়॥
"প্রকাশাদী"ত্যাদি সূত্রভাষ্যে এই কথা।
প্রকাশিলা ভাষ্যকার শাস্ত্রযুক্তি যথা॥
"স্মরন্তি" ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যের অর্থেতে।
পূর্ব্বেতে বলেছি ইহা ভাবহ মনেতে॥
কৃষ্ণের মায়াখ্যা যেই প্রকৃতি আছয়।
সেই ত প্রকৃতি অষ্ট প্রকার নিশ্চয়॥
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়্বা-কাশ, বুদ্ধি, মন।
অহঙ্কার অষ্ট মায়া প্রকৃতি গণন॥
এই অষ্ট প্রকৃতির অপরাখ্যা হয়।
অপরা শব্দের অর্থে নিকৃষ্টা বলয়॥
নিকৃষ্টার হেতু হয় জড়ত্ব নিশ্চয়।
প্রকৃষ্টা প্রকৃত্যধীনা আর এই কয়॥

ইহা বিনা আছে এক কৃষ্ণের প্রকৃতি।
পরাপদবাচ্যা জীব স্বরূপে বিস্তৃতি॥
উৎকৃষ্টা প্রকৃতি সেই বিশ্ব সন্ধারিণী।
তোমারে কহিনু এই শ্রীমুখের বাণী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেঽপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ২০॥

পরাপরা এই দুই প্রকৃতি কহিয়া।
পরেতে সৃষ্ট্যাদি হেতু কন বিবরিয়া॥
এই ক্ষেত্র আর নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়।
প্রকৃতি হইতে বৎস! জানিহ নিশ্চয়॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয়।
সমুৎপন্ন হইতেছে বেদাগমে কয়॥
তন্মধ্যে বিশেষ এই করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সংশয় মোচন॥
জড়রূপাপরাভিধা অধীনা প্রকৃতি।
দেহরূপে রূপান্তর লভে কহে স্মৃতি॥
কৃষ্ণাংশ স্বরূপ যেই চিদংশ বিশেষ।
তিহোঁ ভোক্তারূপে দেহে হইয়া প্রবেশ॥

নিজ কর্ম্ম অনুসারে দেহাদি ধারণ।
করিয়া থাকেন এই সিদ্ধান্ত বচন॥
অতএব এই বিশ্ব সংসারের হরি।
সৃষ্ট্যাদির হেতু এই জ্ঞান দৃঢ় করি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ২১॥

জীবশক্তি তটস্থাখ্য নিত্য কৃষ্ণদাস।
চিৎকণ স্বরূপে নানাদেহে করে বাস॥
চিৎকণত্ব হেতু জীব অল্প শক্তি ধরে।
তেঞিও সে কৃষ্ণের মায়া জীবে মুগ্ধ করে॥
ব্রহ্মের চিদংশ জীব ব্রহ্মবাণী এই।
সে জীবে অভেদ কহ বড় দুঃখ সেই॥
চেতনাচেতন রূপ কৃষ্ণশক্তিদ্বয়।
চিদচিন্মিশ্রিতভূত উৎপন্ন করয়॥
চেতনাচেতন দুই প্রকৃতি যে হয়।
তন্মধ্যে চেতন জীবপ্রকৃতি নিশ্চয়॥
সেই ত প্রকৃতি পরাপরা তদীতর।
যিহোঁ প্রাপ্ত হয় দেহরূপে রূপান্তর॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
চিদংশ কারণ জীব ভেদ সর্ব্বক্ষণ॥

"মায়াপরিমোহিতাত্মেত্যাদি" শাস্ত্র বলে।
লম্ফ-ঝম্ফ করি বলে অদ্বৈতী সকলে ॥
অবিদ্যা কর্ত্তৃক ব্রহ্ম হইয়া মোহিত।
দেহ ধরি সর্ব্বকার্য্য করেন নিশ্চিত ॥
এই অর্থাভাস লঞা মায়াবাদীগণ।
লাজমুড় খাঞা লোকে করয়ে রটন ॥
অবিদ্যা কল্পিত ব্রহ্ম জীবরূপ হয়।
সেই ব্রহ্ম আমি এই জানহ নিশ্চয় ॥
আমা ভিন্ন আর আর যত জীবগণ।
মন্মায়া কল্পিত এই সিদ্ধান্ত বচন ॥
ঈশ্বর নামক যেই পুরুষ আছয়।
মন্মায়া কল্পিত সেই পুরুষ নিশ্চয় ॥
স্বপ্নদৃষ্ট রথ-অশ্ব প্রভৃতি সমান।
দৃষ্টান্ত বচন এই তাহাতে প্রমাণ ॥
জ্ঞাত আত্মতত্ত্ব আমি হইব যখন।
কেহই রবে না আর জানিহ তখন ॥
যথা স্বপ্নদৃষ্ট রথ-অশ্বাদি নিচয়।
জাগ্রদাবস্থায় কভু নাহিক থাকয় ॥
অতএব একমাত্র জীব সত্য হয়।
অদ্বৈত কারণ এই জানিহ নিশ্চয় ॥
দূষণাভিপ্রায়ে এই অদ্বৈত প্রমাণ।
তন্মতোদীরণ করি কহে ভগবান ॥

ব্রহ্ম একমাত্র জীব সেই জীব আমি।
অন্য আর জীব নাই নাস্তীশ্বর-স্বামী॥
তাঁরা সবে মমাবিদ্যা কল্পিত নিশ্চয়।
ইত্যাদি অদ্বৈত মত অতি মন্দ হয়॥
যদ্যপি অদ্বৈত মত শুদ্ধ কহা যায়।
তবে "নিত্যেত্যাদি" শ্রুতি রক্ষা নাহি পায়॥

তথাহি শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তং।

ব্রহ্মাহমেকো জীবোঽস্মি নান্যে জীবা ন চেশ্বরঃ।
মদবিদ্যা কল্পিতাস্তে স্যুরিতীশ্বঞ্চ দূষিতং।
অন্যথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে॥ ২২॥

ইত্থমর্থে টীকাকার এই কথা কয়।
জীবেশ্বর ভেদ মোক্ষে জানিহ নিশ্চয়॥
অন্যথা পারমার্থিক ভেদ শ্রুত্যর্থেতে।
অসঙ্গতি দোষ ঘটে বুঝহ মনেতে॥
চৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর।
একাদ্বয় তত্ত্বরূপ প্রপঞ্চাগোচর॥
সেই কৃষ্ণ নিত্য অণু চৈতন্য আকার।
নিত্যভূত বহু বহু জীব সবকার॥
সাধনানুরূপ ফল করেন বিধান।
তাঁরে যেই ধীরগণ করেন ধেয়ান॥
তাহাঁরা শাশ্বত সুখে হন অধিকারী।
অন্যে নহে কঠ দৃষ্টে ইহাই বিচারি॥

ভেদের নিত্যত্ব ইহা দেখাইতে জনে।
কহে ভাষ্যকার শ্রুতি প্রমাণ বচনে॥
চৈতন্য স্বরূপ এক কৃষ্ণেশ হইতে।
তাদৃশ চৈতন্যরূপ চিদংশ বিধিতে॥
বহু বহু জীবগণ ভিন্ন পরস্পর।
শ্রুত্যাদি শাস্ত্রেতে এই হয় সুগোচর॥
অতএব জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় এই বেদ দক্ষে কয়॥
তবে কোন অভিপ্রায়ে শ্রুতি-স্মৃতিগণ।
অভেদ ঈশ্বর জীবে করেন স্থাপন॥
চিজ্জাতিত্ব' চিদংশাদি হেতু জীবগণে।
অভেদ বলেন জীবে ঈশ্বরের সনে॥
যেমন বাগাদি করি ইন্দ্রিয় সকলে।
প্রাণের অধীন হেতু প্রাণ শাস্ত্রে বলে॥
সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাধীন তরে।
ব্রহ্ম শব্দে খ্যাত হয় জান নিরন্তরে॥
"তত্ত্বমসি" আর "সর্ব্বং খল্বিদং" প্রভৃতি।
মহাবাক্য সকলের ঐছে সদ্বিবৃতি॥

তথাহি প্রমেয় রত্নাবল্যাং।

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ।
ভিন্নাস্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ।

প্রাণৈকাধীন বৃত্তিত্বাদ্বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীন বৃত্তে র্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাধীন, ব্রহ্মশক্তি ইত্যাদি কারণে।
সর্ব্বজগদ্ব্রহ্মময় বলে বুধগণে ॥
এ অর্থ না করি ভ্রান্ত অন্যার্থ করিয়া।
অপরাধী হঞা মরে সংসারে ঘুরিয়া ॥
বদ্ধ-মুক্ত সর্ব্বকালে জীবেশ্বর ভেদ।
কখন অভেদ নয় কহে এই বেদ ॥
তবু মোর মুড় খাঞা দুর্দ্দৈব কারণ।
ব্রহ্ম জীবে নি ।াভেদ করয়ে স্থাপন ॥
যৈছে আত্মম্ভরী স্বৈরী সতীত্ব আপন।
রমণী সমাজে মিথ্যা করয়ে স্থাপন ॥
তৈছে মহা-অপরাধী মায়াবাদী গণে।
"সোঽহং ব্রহ্মাস্মীতি" মিথ্যা করয়ে স্থাপনে ॥
ত্রিকোণ প্রকৃত্যাকার স্ফুট ধান্য ফুল।
পুরুষের বীর্য্যরূপ হিমকণাতুল ॥
সেই সূক্ষ্ম ধান্য পুষ্প ভিতরে যখন।
শুক্লবর্ণ হিমকণা করে প্রবেশন ॥
সেইকালে সেই পুষ্প কোরক আকার।
পূর্ব্ববদ্ধরয়ে এই নিয়ম তাহার ॥
পঞ্চভূত যোগে সেই হিমকণা ক্রমে।
তণ্ডুল হইয়া যায় কৃষ্ণের নিয়মে ॥

সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই কুসুম তাহার।
আচ্ছাদক তুষরূপ হয় চমৎকার॥
যথাকালে লোক সেই তুষ করি দূর।
তণ্ডুল গ্রহণ করে সুন্দর-মধুর॥
ত্রিগুণে ত্রিকোণ সেই প্রকৃতি মূরতি।
পুরুষের বীর্য্য হিমকণা পড়ে তথি॥
তণ্ডুল স্বরূপে সেই বীর্য্য ক্রমে ভাসে।
"অন্নং ব্রহ্ম" বলি তেঞি শ্রুত্যাদি প্রকাশে॥
পক্কাদি করিয়া সেই তণ্ডুল সেবনে।
জীবে বীর্য্যোৎপন্ন হয় বুঝ মনে মনে॥
বীর্য্য শব্দে তেজঃ, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম হয়।
অতএব বীর্য্যব্রহ্ম বেদান্তাদি কয়॥
তণ্ডুল সারাংশ বীর্য্য বলাখ্যান ধরে।
অন্তরের কথা এই রাখিহ অন্তরে॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক ব্রহ্ম এই ত কারণে।
বীর্য্যাদি সকল ব্রহ্ম কহে ঋষিগণে॥
কিংবা ব্রহ্মতেজ অংশ বীর্য্যাদি সকল।
সেই হেতু তেজব্রহ্ম বীর্য্যাদি মণ্ডল॥
গোবিন্দের মহিমাভা ব্রহ্মরূপে ভাসে।
এ লাগি গোবিন্দ ব্রহ্ম বেদাদি প্রকাশে॥
ভৌতিক প্রকৃতিগর্ভে ধান্য পুষ্পাকার।
পুষ্পেতে পুরুষবীর্য্য হইলে সঞ্চার॥

যৈছে পঞ্চভূতময় কলম পুষ্পেতে।
তণ্ডুল সম্ভব হয় ভূত সংযোগেতে॥
তৈছে প্রকৃতির গর্ভস্থিত কুসুমেতে।
স্থূলদেহোৎপন্ন হয় ভূতের যোগেতে॥
যথাকালে সেই স্থূল শরীর ভিতর।
জীবাত্মার অধিষ্ঠান হয় মনোহর॥
জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়াধীশ দেবতা নিচয়।
ক্রমে সেই স্থূলদেহ করেন আশ্রয়॥
জীবাত্মাধিষ্ঠান হেতু ভৌতিক দেহেতে।
স্ব-স্ব অংশে সবে প্রবেশয়ে নিয়মেতে॥
স্বকর্ম্মানুসারে জীব প্রকৃতি-গর্ভেতে।
নানাক্লেশ ভোগ করে অধোমস্তকেতে॥
যে পুষ্পে সম্ভব তার সে পুষ্প তখন।
তুষ ন্যায় দেহ তার করে আচ্ছাদন॥
যৈছে ধান্যপুষ্প ক্রমে ক্রমে তুষাকারে।
তণ্ডুলাচ্ছাদন করে কঠিন আধারে॥
তুষাবঘাতন করি তণ্ডুলাহরণ।
যথাকালে করে যৈছে ক্ষেত্রাজীবগণ॥
তৈছে নিয়মিতকালে প্রকৃতি সুন্দরী।
প্রসবে গর্ভস্থ দেহ দুঃখ সহ্য করি॥
কৃষক কৌশলে যৈছে তণ্ডুল উদয়।
ধাত্রীর কৌশলে তৈছে দেহোদয় হয়॥

গ্রহফল অনুসারে স্থূলদেহ রয়।
তেঞি দেহস্থিতিকাল এক মত নয়॥
হেন স্থূলদেহাশ্রয়ী জীব গুণময়।
সেই পূর্ণব্রহ্ম কভু হইতে না রয়॥
সগুণ, অগুণ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।
শ্রীকৃষ্ণ সেবায় হয় সবার উল্লাস॥
দেহীর সে পূর্ণব্রহ্ম আমি অভিমান।
ধ্বংসের কারণ তার পৌণ্ড্রক প্রমাণ॥
অভেদ জ্ঞানীর শাস্তি দেখাইতে জনে।
পৌণ্ড্রকোপাখ্যান আদি ভাগবতে ভণে॥
করূষাধিপতি মূঢ় পৌণ্ড্রক দুর্দ্দান্ত।
শিক্ষা প্রভৃতির দোষে হঞা অতি ভ্রান্ত॥
অহং বাসুদেব জ্ঞান করিয়া অসার।
মানস করিল বাসুদেবে জিনিবার॥
দূত পাঠাইল তবে দ্বারিকানগরে।
যথা ব্রহ্ম বাসুদেব সুবিরাজ করে॥
দূত যাঞা বাসুদেবে করে নিবেদন।
পৌণ্ড্রক রাজার আজ্ঞা করুন শ্রবণ॥
ভূতগণে অনুকম্পা করিবার তরে।
আমি বাসুদেব অবতীর্ণ নহে পরে॥
তুমি বাসুদেব এই মিথ্যা অভিমান।
ছাড়ি মমাশ্রয় লঞা রাখ নিজ প্রাণ॥

পৌণ্ড্রকের উক্তি এই দূত কৃষ্ণে কয় ।
শুনিয়া সভাস্থ জন হাসিয়া উঠয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নন্দব্রজং গতে রামে করূষাধিপতির্নৃপ ।
বাসুদেবোঽহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ।
ত্বং বাসুদেবোভগবান্ অবতীর্ণো জগৎপতিঃ ।
ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতং ।
দূতঞ্চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্ত বর্ত্মনে ।
দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপোবালকৃতোঽবুধঃ ।
দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুং ।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ।
বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ ।
ভূতনামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ।
যানিত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্বিভর্ষি সাত্বত ।
ত্যক্তে্হি মাং ত্বং শরণং নোচেদ্দেহি মমাহবং ।
কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ ২৪ ।

দূতের বচন শুনি ভগবান হরি ।
দূতেরে কহেন তবে পরিহাস করি ॥
ওরে মূঢ় ! যার সহ হইয়া মিলন ।
দূত দ্বারে করিয়াছ আত্ম নিবেদন ॥

এবে তুই স্বকৃত্রিম মচ্চিহ্ন নিচয়।
পরিহরি শীঘ্র লহ আমার আশ্রয়॥
আমি বাসুদেব এই মিথ্যা "সোঽহং" জ্ঞান।
ত্যজি মমাশ্রয় লহ তবে পাবে ত্রাণ॥
যদি "সোঽহং" জ্ঞান আর মচ্চিহ্ন নিচয়।
নাহি ছাড় তবে তোর মরণ নিশ্চয়॥
এই কহি দূতে কৃষ্ণ বিদায় করিলা।
দূত যাঞা কৃষ্ণাক্ষেপ পৌণ্ড্রকে কহিলা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাস কথামনু।
উৎস্রক্ষ্যে মূঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকত্থসে।
মুখং তদপিধায়াজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ।
শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাং।
ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্ব্বমাহরৎ। ২৫।

তবে সুসজ্জিত হঞা চড়িয়া স্যন্দনে।
কাশী যাত্রা করিলেন শ্রীহরি তখনে॥
তথায় যাইয়া অগ্রে পৌণ্ড্রকে নাশিলা।
পরে কাশীরাজে প্রভু বিনাশ করিলা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকং।
শিরোঽহরদ্রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ।

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ।
ন্যপাতয়ং কাশিপুর্য্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥ ২৬ ॥

অব্যক্ত ব্রহ্মের ভাব ভক্তিগ্রাহ্য হয়।
কর্ম্মাদির ফলে জীব বুঝিতে নারয় ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত সেই পৌণ্ড্রক ভূপতি।
বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ অখিলাত্মা গতি ॥
অহং বাসুদেব মুখে করিয়া কীর্ত্তন।
কাশীরাজ সহ নিজে হইল নিধন ॥
যে মুখে বলিল মূঢ় বাসুদেব আমি।
সে মুণ্ড কাটিল তার জগতের স্বামী ॥
আমি সেই ব্রহ্ম এই মনে ভাবে যেই।
ইহ পরকালে নানা ক্লেশ পায় সেই ॥
যে কালে পৌণ্ড্রক আদি অদ্বৈতী হইল।
সে কালে এ বিশ্বে ব্রহ্মলীলা ব্যক্ত ছিল ॥
তেঞি ব্রহ্মচক্রে তারা হইয়া নিধন।
সকলে পাইলা গতি ভাব অনুক্রম ॥
এবে ত এ বিশ্বে ব্রহ্ম লীলা অপ্রকাশ।
অতএব অদ্বৈতীর দেখি সর্ব্বনাশ ॥
এ হেতু অদ্বৈতীগণে করি নিবেদন।
অদ্বৈত ছাড়িয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তবে ত সদ্গতি লাভ হইবে সবার।
সত্য সত্য এই কথা বেদেতে প্রচার ॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

সোঽহং মা বদ সেব্য সেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং
তেন স্যাৎ তব সদ্গতির্ধ্রুবমধঃপাতো ভবেদন্যথা।
নানা যোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে
স্বর্গে বা নরকে পুনঃপুনরহো জীবত্বয়া ভ্রাম্যতে ॥
সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরে-
স্তস্যাহং কিল সেবকঃ স ভগবাং স্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিত দ্বৈতে প্রবৃত্তোভব
স্বান্তে সম্প্রতি বিদ্যতে যদি হরাবেকান্তভক্তিস্তদা ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব আর জীবের জীবত্ব।
মায়াবাদী মতে লোপপ্রায় এই সত্য ॥
প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হয় মায়াবাদীগণ।
শিবা প্রশ্নোত্তরে শিব করেন কীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীপাদ্মে।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ ২৮ ॥

বেদাদি সম্মত জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ।
তথাপি অভেদ কহে কোন কোন বেদ ॥
তাহার সিদ্ধান্ত তবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে জানিবে বেদ বিরোধ ভঞ্জন ॥
শ্রুত্যাদির বাক্য যত সব সত্য হয়।
ভ্রান্তজন সত্য মিথ্যা বিভেদ করয় ॥

বেদাদির কোন বাক্যে নাহিক বিরোধ।
না বুঝি বিরোধ স্থাপে যতেক নির্ব্বোধ ॥
কেহ জীবেশ্বরে ভেদ করেন স্থাপন।
কেহ বা অভেদ স্থাপে করিয়া খণ্ডন ॥
উভয়েই শ্রুত্যাদির করিয়া বিচার।
নিজ নিজ মত স্থাপে শাস্ত্র অনুসার ॥
আচার্য্য দ্বয়ের দুই মত দরশনে।
শ্রুত্যাদির বিপ্রলাপ ভাবে অজ্ঞজনে ॥
জীবেশ্বর নিত্যভেদ মধ্বাচার্য্য কয়।
শঙ্কর আচার্য্য নিত্য অভেদ স্থাপয় ॥
দুইজনে দুই মত ঈশ্বর আজ্ঞায়।
স্থাপন করেন এই কহিনু তোমায় ॥
জগন্মুক্তি হেতু মধ্বাচার্য্য-মহাশয়।
শাস্ত্রের মুখ্যার্থ দ্বারে স্ব-মত স্থাপয় ॥
সৃষ্টি বৃদ্ধি তরে সাধু আচার্য্য-শঙ্কর।
গৌণার্থে স্ব-মত স্থাপে হঞা আজ্ঞাপর ॥
উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাধীন দাস।
তন্মতানুসারে ভাষ্য করেন প্রকাশ ॥
বিপরীত ভাব তার কাল অনুসারে।
গ্রহণ করিল যত জীব দুরাচারে ॥
তাহা দেখি শচীসুত প্রভু শ্রীনিবাস।
"নিত্য ভেদাভেদাভাস" করেন প্রকাশ ॥

প্রভুর আভাস মতে তদঙ্ঘ্রি-ভূষণ।
বংশী, রূপ, সনাতন, জীবাদি তদ্গণ॥
জীবেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয়।
সমঞ্জস সার গুহ্য মত প্রকাশয়॥
চিজ্জাতি, চিদংশ আদি অভিপ্রায়ে বেদ।
স্থানে স্থানে কহে জীব ব্রহ্মেতে অভেদ॥
শক্ত্যাদির অত্যল্পত্ব বন্ধাদি কারণে।
ব্রহ্ম জীবে ভেদ বেদ করেন স্থাপনে॥
বেদ আদি শাস্ত্রসিদ্ধ ভেদাভেদ মত।
সেই মত "অবিচিন্ত্য" প্রভুর সম্মত॥
অংশী আর অংশে নিত্য ভেদাভেদ হয়।
অংশীর গুণাদি অংশে বিন্দু বিন্দু রয়॥
অংশী স্বাংশরূপ কভু হইতে নারয়।
অংশ অংশী হৈতে শক্তি নাহিক ধরয়॥
তথাপিহ অংশী হৈতে অংশ ভিন্ন নহে।
শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি বিচারিয়া কহে॥
নেত্রাদি পঞ্চাশদ্গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে।
জীবেতে লক্ষিত হয় কহিনু স্বরূপে॥
কৃষ্ণের অনন্ত গুণ চৌষট্টি প্রধান।
সর্ব্বগুণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান॥
নেত্রেত্যাদি গুণ বিন্দু বিন্দু জীবে রয়।
এই হেতু জীবেশ্বরে ভেদাভেদ হয়॥

স্বরূপে অভেদ নিত্য জীবেশ্বরে জানি।
স্বরূপ সম্বন্ধ অল্প তথাপি বাখানি ॥
সূর্য্যরশ্মি সূর্য্য হৈতে ভেদাভেদ যথা।
জীবেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য যেন তথা ॥
যৈছে জল জলবিম্ব ভেদাভেদ হয়।
জীবেশ্বরে ভেদাভেদ তৈছে সুনিশ্চয় ॥
যৈছে অগ্নি অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ ভেদাভেদ।
তৈছে জীবেশ্বরে ভেদাভেদ কহে বেদ ॥
পূর্ণ-চিচ্চিদাণু যৈছে ভিন্নাভিন্ন হয়।
তৈছে ভিন্নাভিন্ন জীবেশ্বরে শ্রুতি কয় ॥
ত্রিপাদ বিভূতি পূর্ণ পরংব্রহ্ম হরি।
পাদৈক বিভূতি তার সর্ব্বভূতে ধরি ॥
"পাদোস্য" প্রভৃতি শ্রুতি এইরূপ কহে।
অতএব ভেদাভেদ কভু মিথ্যা নহে ॥
ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তু কিছু নাই।
এইহেতু ভেদাভেদ বুঝিবে সদাই ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ২৯ ॥

স্বরূপ সংপ্রাপ্ত সদা পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ।
মায়া আর মায়া কার্য্যে সদাই অস্পৃষ্ট॥
দেহের গুণেতে জীব সদা লিপ্ত হয়।
মায়াগুণ-কার্য্যেশ্বর কভু লিপ্ত নয়॥
এইমত ভেদ জীব ব্রহ্মে সর্ব্বক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব অগণন॥
তেঞিও ভেদাভেদ জীব ব্রহ্ম শাস্ত্রে কয়।
তোমার নিকটে এই কহিনু নিশ্চয়॥
শরিয়া স্থমেরু সম ভেদ জীবেশ্বরে।
সেই ঈশ আমি জ্ঞান ফেল দূর করে॥
ধিক্ রে বর্ব্বর তোরে কি বলিব আর।
দুর্ল্লভ জনম লভি গেলি ছারখার॥
এইমত ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নিচয়।
ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতির অভিমত হয়॥
ইথে যত শাস্ত্রযুক্তি কর প্রদর্শন।
ততই সিদ্ধান্ত করে মানস-রঞ্জন॥
স্ব-পক্ষাদি ভেদে যুক্তি দ্বিবিধ প্রকার।
নিজ গ্রন্থে সনাতন করিলা প্রচার॥
স্বপক্ষ যুক্তিতে নিত্য ভেদাভেদ জানি।
প্রতিপক্ষে নিত্যাভেদ এই ত বাখানি॥
শিব, ব্রহ্মা, বলি, ব্যাস, শুক, হনুমান।
প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ স্বপক্ষে প্রমাণ॥

শঙ্কর প্রভৃতি করি প্রতিপক্ষ হয় ।
যাহাদের শুষ্কজ্ঞান ভক্তগ্রাহ্য নয় ॥
যদ্যপিহ শঙ্করাদি প্রতিপক্ষগণ ।
স্থাপিলা অভেদ বাদ করিয়া কল্পন ॥
"তথাপি হে নাথ ! আমি থাকিব তোমার ।
বলিতে নারিব কভু তোমাকে আমার ॥"
ইত্যাদি শঙ্কর বাক্যে এই জ্ঞান হয় ।
ভেদাভেদ মত স্বামী স্বীকার করয় ॥
শ্রীগোবিন্দাষ্টক আদি তাহাতে প্রমাণ ।
দেখুন পণ্ডিতগণ করিয়া সন্ধান ॥
নিত্য ভেদাভেদ মত আমাদের যাহা ।
শঙ্করাদি আচার্য্যের অভিমত তাহা ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুপাদেনোক্তং ।

অস্মিন্ হি ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্তেঽস্মৎ সুসম্মতে ।
যুক্ত্যাবতারিতে সর্ব্বমনবদ্যং ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ।
বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি নিত্য বর্ত্তমান ॥
ইথে অর্থবাদ আদি করে যেইজন ।
সেই অপরাধী এই কহে সাধুগণ ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তি পরংব্রহ্ম হরি ।
জীব সেই হরি ইহা কিসে ব্যক্ত করি ॥

স্বর্গাদি কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্ম রুদ্রাদি মোহন।
ভক্তের প্রারব্ধ হর, সর্ব্ব সুরঞ্জন ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তি অর্থ এই হয়।
ঐছে শক্তি জীবে কভু হইতে না রয় ॥
ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের না বুঝিয়া মর্ম্ম।
কোন কোন অর্ব্বাচীন ভুলি নিজ শর্ম্ম ॥
ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের প্রমাণ বচনে।
স্তুতি আদি পর বলি করিলা কীর্ত্তনে ॥
বেদ, স্মৃতি, ভারতাদি শাস্ত্র অগণন।
নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, শুক, সনাতন ॥
হনুমান, বিভীষণাম্বরীষ, শঙ্কর।
রামানুজ নিম্বার্কাদি বৈষ্ণব প্রবর ॥
স্ফুটাস্ফুটরূপে ভেদাভেদ নিরূপণ।
স্ব-স্ব ভাবে করিলেন করিয়া যতন ॥
হেন ভেদাভেদ মতে স্তুতিবাদ জ্ঞানে।
অন্যার্থ করয়ে শব্দ শাস্ত্রের প্রমাণে ॥
সেই ত কল্পিত অর্থ সদ্‌গ্রাহ্য না হয়।
বিজ্ঞের বচন ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে।

যথা প্রমাণভূতানামস্মাকং মহতাং তথা।
বাক্যানি ব্যবহারাশ্চ প্রমাণং খলু সর্ব্বথা।

তথৈতদনুকূলানি পুরাবৃত্তানি সন্তি চ।
নৈব সঙ্গচ্ছতে তস্মাদর্থবাদস্ত কল্পনা ॥ ৩১ ॥

অর্থবাদারোপকারী ভাষ্যকারগণ।
কোন স্থলে নাস্তিকতা করিয়া স্থাপন ॥
তাহার কল্পনকারী জন সবাকারে।
নিক্ষেপ করেন ঘোর নরক মাঝারে ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে।

অথাপ্যাচার্য্যমানা সা নাস্তিকত্বং বিতন্বতী।
ক্ষিপেৎ কল্পয়িতারং তং দুস্তরে নরকোৎকরে ॥ ৩২ ॥

ভক্তেশ্বর চৈতন্যের ভক্ত সম্প্রদায়।
ভেদাভেদ মত গ্রাহ্য কহিনু তোমায় ॥
সেই ভেদাভেদ মত অবিচিন্ত্য হয়।
স্ব-সন্দর্ভে প্রভু জীব এই কথা কয় ॥
চৈতন্যের অভিপ্রায়ে তদীয়ানুচর।
ভক্তসভা বিভূষণ গৌর প্রিয়বর ॥
শ্রীবংশীবদন, রূপ, প্রভু সনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট, জীব কবি বিভূষণ ॥
ভেদাভেদ মত স্থাপে প্রভুর আজ্ঞায়।
বংশীলীলামৃতকার ইহাই জানায় ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ যেই।
চারি সম্প্রদায় ভাষ্যে দৃষ্ট হয় সেই ॥

অস্ফুট স্বরূপে ভাব পুরুষার্থ কথা।
চারি সম্প্রদায় ভাষ্যে দেখি যথাতথা ॥
ভাবার্থে পঞ্চম হয় শাস্ত্রাদ্যনুসারে।
সঙ্কেতে কহিনু এই সকল তোমারে ॥
ভক্তেশ্বর চৈতন্যের ভক্ত সম্প্রদায়।
চারি সম্প্রদায় সার ভক্তজনে গায় ॥
পঞ্চমপুরুষ অর্থ প্রেমভক্তি যাহা।
ভক্ত সম্প্রদায় শোভে শুদ্ধভাবে তাহা ॥
ভেদাভেদ ভজনেতে শুদ্ধ প্রেমোদয়।
অদ্বৈতে, বিশিষ্টাদ্বৈতে, দ্বৈতে শুদ্ধ নয় ॥
এই হেতু কলিযুগ পাবনাবতার।
গৌরাঙ্গের অভিপ্রায়ে সর্ব্ব মত সার ॥
ভেদাভেদ মত প্রভু রূপ-সনাতন।
অনেক বিচারি যত্নে করেন স্থাপন ॥
নাশিবারে মায়াবাদ মহা-অন্ধকার।
পুষ্পবন্ত সম পূর্ব্ব শৈলের মাঝার ॥
সমুদিত হন সেই অত্যাশ্চর্য্যকর।
রূপ-সনাতনে স্তব করি নিরন্তর ॥

তথাহি সিদ্ধান্তরত্নে।

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থ রত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।

মায়াবাদমহান্ধকারপটলীসৎপুষ্পবন্তৌ সদা
তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌস্তুমঃ॥ ৩৩॥

"সোহং ব্রহ্মাস্মীতি" জ্ঞান দূরে পরিহরি।
ভজ রে ভজ রে মূঢ়! হরি ভবতরি॥

তথাহি মৎকৃত সার সংগ্রহে।

সোঽহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং ত্যক্ত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং।
ভজরে ভজরে মূঢ় যদীচ্ছসি পরং সুখং॥ ৩৪॥

প্রীতি ভক্তিযোগে কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে যেই।
ত্রিলোক মাঝেতে সর্ব্বজন পূজ্য সেই॥
"কৃষ" অর্থে আকর্ষণ "ণ"এ আত্মা হয়।
"আত্মা" শব্দে প্রিয় এই শব্দশাস্ত্রে কয়॥
"চন্দ্রার্থে" আহ্লাদপ্রদ জানিহ নিশ্চয়।
অতএব "কৃষ্ণচন্দ্র" নাম শ্রেষ্ঠ হয়॥
ভক্তের মনাদি যেই প্রিয় আকর্ষিয়া।
আহ্লাদ প্রদান করে কৃপার্দ্র হইয়া॥
তিঁহ "কৃষ্ণচন্দ্র" নাম নন্দের নন্দন।
"নন্দার্থে" আনন্দ-নন্দ গো-গোপ রঞ্জন॥
তাঁহার তনয় কৃষ্ণচন্দ্রানন্দময়।
"আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং" তেঞি শ্রুতি কয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণনাম মুখ্যতম হয়।
শ্রীমহাভারতে ইহা করেন নিশ্চয়॥

"নাম্না মুখ্যতমং রাজন্ শ্রীকৃষ্ণাখ্যং" এই
প্রকাশিলা ঋষিবর পরন্তপ যেই ॥
হেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম করিয়া বর্জ্জন।
লাজ-মুড় খাঞা কর অদ্বৈত চিন্তন ॥
ধিক্ তোর কর্ম্মফলে ধিক্ শতবার।
এখন শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম কর সার ॥
কোন সুখ নাহি মোক্ষে, অদ্বৈত চিন্তনে।
সব সুখ ছাড়ি ভজ গোবিন্দ চরণে ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

কিমস্তি সুখমোক্ষৈশ্চ কিমস্ত্যদ্বৈত চিন্তনৈঃ।
ভজরে ভজরে মূঢ় কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহং ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ ছাড়ি মায়াবাদী হয় যেই জন।
ধরাধামে বৃথা যায় তাহার জীবন ॥
এই সব জানি শুনি হইয়া সত্বর।
ভজরে ভজরে কৃষ্ণ সর্ব্ব প্রিয়ঙ্কর ॥
কর্ম্মজ্ঞান আদি ছাড়ি ভক্তিযোগ দ্বারে।
ভজ কৃষ্ণচন্দ্রে, এই কহিনু তোমারে ॥

তথাহি তত্রৈব।

কর্ম্মজ্ঞানাদিকং সর্ব্বং বিহায় ত্বরিতং মনঃ।
ভজরে ভজরে ভক্ত্যা গোবিন্দচরণাম্বুজং ॥ ৩৬ ॥

এত বাক্যে যেইজন কৃষ্ণ নাহি ভজে।
সেই সে রৌরবে পড়ি সত্য সত্য মজে ॥

জীবেশ্বর ভেদাভেদ কহিতে তোমারে।
প্রসঙ্গে অনেক কথা করিনু প্রচারে॥
মোর জীর্ণদেহ ছাড়ি জীব নব দেহে।
ইহার মধ্যেতে যদি যায় নিজ লেহে॥
তবে এই ষষ্ঠমূলে জ্ঞাতব্য বিষয়।
প্রায় দৃষ্ট হবে সব কহিনু নিশ্চয়॥
লজ্জাহীন হঞা জীব দেহেতে আমার।
আর কিছুকাল যদি করেন বিহার॥
তবে ত সপ্তমমূলে বদ্ধ-মুক্ত কথা।
কহিব জীবের সব শাস্ত্র উক্ত যথা॥
নতুবা শুনিবে পরে ভাগবত দ্বারে।
তত্রাপি কৃষ্ণের কৃপা কহিনু তোমারে॥
কৃষ্ণের কৃপায় যেন প্রিয় ভাগবত।
ভাগবত তত্ত্ব কহে ভাগবত মত॥
কেবল অদ্বৈত মত করিয়া খণ্ডন।
ভেদাভেদ মত যেন করয়ে স্থাপন॥
কেবল অদ্বৈতবাদ অতি শুষ্ক হয়।
শুদ্ধভক্তি বিন্দুকণা তাহে না আছয়॥
নিশ্চয় করিয়া ইহা পরে ভাগবত।
কৃষ্ণের কৃপায় যেন বর্ণয়ে সতত॥
সম্বন্ধ তত্ত্বেতে এই জীবেশ্বর ভেদ।
যথাজ্ঞান কহিলাম যাহা কহে বেদ॥

বদ্ধ মুক্তাবস্থা দুই জীবের যে হয়।
সপ্তম মূলেতে তাহা করিব নিশ্চয়॥
শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি করিয়া শরণ।
ষষ্ঠমূল তত্ত্ব কহে এই আকিঞ্চন॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস।
অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস॥
পিতামহ প্রেমলাল উচ্ছিষ্ট সেবনে।
বিপিনের অভিলাষ পূর্ণ সর্ব্বক্ষণে॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণ শরণ পরেণ শ্রীবিপিনবিহারি-
গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে জীবেশ্বর
ভেদনিরূপণং নাম ষষ্ঠ মূলং॥ ৬॥

সপ্তম মূলং।

যৎ কৃপালব মাত্রেণ মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ।
তং কৃপামৃতপূর্ণঞ্চ গোবিন্দং প্রণমাম্যহং ॥ ১ ॥
সর্ব্বানন্দধামং পরিপূর্ণ কামং।
ভক্তিশূন্যে বামং ভজ বলরামং ॥ ধ্রুঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমরসপূর।
জয় জয় রামকৃষ্ণ কুলের ঠাকুর ॥
জয় জয় বংশী, রাম, রূপ, সনাতন।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, শ্রীশচীনন্দন ॥
জয় মধ্ব, রামানুজ, শ্রীধর গোস্বামী।
জয় ছন্ন ভক্তরাজ শ্রীশঙ্কর স্বামী ॥
জয় নিম্বাদিত্য, জয়তীর্থ মুনিবর।
জয় বলদেব, বিদ্যানিধি গঙ্গাধর ॥
জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সুলোচন।
জয় কৃষ্ণ চৈতন্যের পারিষদগণ ॥
সবাকার পদধূলি করি পঞ্চগ্রাস।
বদ্ধ-মুক্ত জীবাবস্থা করিব প্রকাশ ॥
সম্পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান।
তাঁর বিভিন্নাংশ জীব অণু পরিমাণ ॥

সম্পূর্ণ চিত্তিভিন্নাংশ হেতু জীবগণে।
চিদ্রূপ-চিদ্ধর্ম্মী সদা বেদ-বিজ্ঞে ভণে ॥
তথাপি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর পরাধীন।
সমীচীনাসমীচীন প্রবীনাপ্রবীন ॥
পরাধীন হেতু জীব কোন অপরাধে।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হঞা লভে অবসাদে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হৈলে মায়াবশ হয়।
মায়াবশে অবসাদ আপনি আসয় ॥
মায়াতে বিমুগ্ধ হঞা যবে জীবগণ।
মোহিনী মায়াকে কামে করে আলিঙ্গন ॥
তখন শরীরেন্দ্রিয় আদিরে সেবিয়া।
পশ্চাতে তদ্ধর্ম্ম লভে কহি প্রকাশিয়া ॥
তদ্ধর্ম্ম অন্বিত হঞা স্বরূপ আপন।
আমি কৃষ্ণদাস ইহা হয় বিস্মরণ ॥
সেই হেতু জন্ম মৃত্যু স্বরূপ সংসার।
প্রাপ্ত হয় এই কথা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তুতৌ।

স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেত ভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিবত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্ট গুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ২ ॥

সংসার লভিয়া জীব বদ্ধ হঞা পড়ে।
বদ্ধ হঞা অহংজ্ঞানে কর্ম্মাদি আচরে॥
মর্ম্মার্থ ইহার বলি করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সংশয় মোচন॥
মায়ার মোহিনী শক্ত্যে হইয়া মোহিত।
যবে জীব হয় নিজ অংশীকে বিস্মৃত॥
সেইকালে মায়াশক্ত্যে হইয়া চালিত।
অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করেন নিশ্চিত॥
অবিদ্যারে আলিঙ্গিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির।
গুণগণে সেবা করে হইয়া অধীর॥
অধীরার্থে নিজজ্ঞানে করয়ে স্বীকার।
ভাবার্থ তোমার কাছে করিনু প্রচার॥
দেহেন্দ্রিয়াদির গুণগণে সেবা করি।
দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির স্বরূপাদি ধরি॥
স্বরূপ শব্দেতে কহে স্বভাব নিশ্চয়।
ভাবার্থ ইহার শুন জীব যাহা কয়॥
দেহেন্দ্রিয়াদির গুণে করিয়া সেবনে।
তদ্ভাব বিশিষ্ট জীব হয় যেন মনে॥
তবে ত আনন্দ আদি গুণ বিরহিত।
হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয় সুনিশ্চিত॥
রক্ত, শুক্ল আর কৃষ্ণবর্ণা মায়া যিহোঁ।
আত্ম তুল্য বহু জীব সৃষ্টি করে তিহোঁ॥

জীব সেই প্রকৃতির গুণ সমুদয়।
সেবন করিয়া মুগ্ধ হয় সুনিশ্চয়॥
মায়াগুণে মুগ্ধ হঞা জীব বদ্ধ হয়।
“অজামেকাং” আদি করি শ্রুতি এই কয়॥
গুণত্রয় স্বরূপিণী মায়ার আখ্যান।
এ হেতু ত্রিবর্ণা মায়া বেদ করে গান॥
ত্রিবর্ণা মায়ার সৃষ্ট জীবগণ হয়।
অতএব জীবগণে কহে গুণময়॥
জড়রূপামায়া সৃষ্টি করিতে নারয়।
কৃষ্ণেক্ষণ শক্তি পাঞা সৃজে সমুদয়॥
কৃষ্ণের ঈক্ষণ শক্তি কৃপা পূর্ণময়।
সেই হেতু সৃষ্ট জীব কভু মুক্ত হয়॥
জীবগণ হঞা স্ব-স্ব অবিদ্যাচ্ছাদিত।
সর্ব্ব ক্লেশাকর রূপে হয় অভিহিত॥

তথাহি সর্ব্বজ্ঞ সূক্তৌ।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ॥ ৩॥

চিদ্রূপ স্বরূপ জীব দেহাদি হইতে।
সদাই বিভিন্ন হঞা মায়ার ভঙ্গিতে॥
বিমুগ্ধ হইয়া জড় দেহাদি স্বরূপে।
আপনাকে বোধ করে ভুলি স্ব-স্বরূপে॥

এই হেতু অহংজ্ঞানে অভিমান হয়।
তাহাতে অনর্থরূপ সংসার ঘটয় ॥
দুঃখময় সংসারেতে আবদ্ধ হইয়া।
নানাবিধ দুঃখ পায় দেখহ ভাবিয়া ॥
চিদ্রূপত্ব নিত্য সিদ্ধ জীবের নিশ্চয়।
তথাপি মায়ায় মুগ্ধ হঞা বদ্ধ হয় ॥
আপনার অংশী কৃষ্ণ বৈমুখ্য কারণে।
মায়াদ্বারে পরিভব হয় জীবগণে ॥
অনাদি বৈমুখ্য ভাব সেই ত নিশ্চয়।
অনাদ্যপরাধে ঘটে কে করে নির্ণয় ॥
জ্ঞানরূপ বিভিন্নাংশ জীব তন্মায়ায়।
তদ্বৈমুখ্য দোষে মুগ্ধ হঞা বাঁধা যায় ॥
অনাদি বৈমুখ্য হেতু অনাদ্যপরাধে।
মায়ার অসীম রজ্জু নিজ গলে বাঁধে ॥
চতুর্দ্দশ গ্রন্থি রজ্জু মহাভয়ঙ্কর।
তার ফাঁস খোলে হেন বীর অগোচর ॥
কোন ভাগ্যে যদি কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ হয়।
তাহে ভক্ত কৃপাবল যদ্যপি লভয় ॥
তবে জীব লয় যদি কৃষ্ণের শরণ।
তখন করিতে পারে ফাঁস বিমোচন ॥
তাহা বিনা কোটি কল্প জ্ঞানাদি সাধনে।
সেই ফাঁস খুলিবারে নারে কোন জনে ॥

৩৫

যাঁর ভাব বিমুখতা হেতু জীবগণে।
মায়া নিজ পাশে করে জীবেরে বন্ধনে॥
তাঁহার শরণ বিনা অপর সাধনে।
পাশমুক্ত কভু নাহি হয় জীবগণে॥
মায়াতে মোহিত হঞা জীব সমুদয়ে।
স্বয়ং গুণাতীত হঞা আপন হৃদয়ে॥
সত্ব, রজঃ, তম গুণাত্মক করে জ্ঞান।
তাহে কর্ত্তৃত্বাদি পাঞা করে অভিমান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে॥ ৪॥

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হেতু দুষ্টাবুদ্ধি হয়।
সেই দুষ্টা বুদ্ধ্যে জীবগণের নিশ্চয়॥
স্ব-স্ব রূপ জ্ঞানাচ্ছন্ন হয় অবিদ্যায়।
এ হেতু আমার আমি বলিয়া বেড়ায়॥
আত্মশ্লাঘা হয় সেই পতন কারণ।
শাস্ত্র, বিজ্ঞে এই কথা করেন কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষ্যাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ যেই মায়াবেশে সেই
স্বরূপ বিস্মৃত হয় কহিলাম এই॥

সেই হেতু দেহে আত্মজ্ঞান হয় তার।
তাহে দ্বৈতাভিনিবেশ হয় অনিবার॥
দ্বৈতাভিনিবেশে লভে সংসারাদি ভয়।
এই হেতু বুদ্ধিমান জন সমুদয়॥
গুরুদেবে আত্মদৃষ্টি করি সর্ব্বক্ষণ।
একান্ত ভাবেতে ভজে গোবিন্দ-চরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৬॥

স্ব-কাল ব্যাধের গান করিয়া শ্রবণ।
মোহিত হইয়া ভ্রান্ত মৃগ-মৃগীগণ॥
অরণ্যাভ্যন্তর ছাড়ি বাহিরে আসিয়া।
ব্যাধজালে বদ্ধ হয় স্ব-মৃত্যু ভুলিয়া॥
তৈছে জীব সর্ব্বমুগ্ধকরী অবিদ্যার।
কুহকে ভুলিয়া লভে মায়িক সংসার॥
জীবমায়া জীবগণে ভুলাবার তরে।
গুণময় নানা গান কৃষ্ণেচ্ছায় করে॥
যৈছে দীপালোক হেরি পতঙ্গনিচয়।
স্ব-স্ব মৃত্যু ভুলি দীপালোকেতে পড়য়॥

তৈছে মায়ালোক হেরি ক্ষুদ্র জীবচয়।
মুগ্ধ হঞা মায়ালোকে নিপতিত হয়॥
মায়ার আশ্চর্য্যালোক সর্ব্বমুগ্ধকর।
কার সাধ্য তার ভাব হয় সুগোচর॥
প্রাকৃত দৃষ্টান্ত তার করহ দর্শনে।
যুবতীর ভাব আদি কটাক্ষ মোক্ষণে॥
বিমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণে।
নিজ নিজ স্বরূপাদি হয় বিস্মরণে॥
তাহে ক্ষুদ্র জীবগণে গণিবে কোথায়।
প্রাকৃত দৃষ্টান্তে এই বুঝ সমুদায়॥
পরম পুরুষ বিষ্ণুশক্তি মায়া যেই।
মায়াবী সকলে মোহে কহিলাম এই॥
এ হেন মায়ার স্বরূপাদি সমুদয়।
বর্ণন করিতে শক্তি কার বা আছয়॥
তথাপি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যদ্বারে কহি তাহা
একাদশে অন্তরীক্ষ কহিলেন যাহা॥
সর্ব্বাদি পুরুষ কৃষ্ণ বেদশাস্ত্রে কয়।
সবার কারণাদ্বৈত ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়॥
তিহোঁ নিজ বিভিন্নাংশভূত জীবগণে।
বিষয় সম্ভোগ মুক্তি প্রদান কারণে॥
সেই শক্তিদ্বারে মহাভূতের মিলনে।
সৃজন করেন উচ্চ-নীচ জীবগণে॥

সেই ত শক্তির নাম মায়া এই হয়।
মায়ার স্বরূপ এই ভাগবতে কয়॥
পঞ্চ মহাভূত দ্বারে স্থূলভূতগণে।
মায়া শক্ত্যে সৃজি হরি সৃষ্টি অনুক্রমে॥
অন্তর্যামীরূপে তাহে প্রবেশ করিয়া।
মনেন্দ্রিয়রূপে নিজে বিভাগ হইয়া॥
জীবেরে করান ভোগ ইন্দ্রিয় বিষয়।
একাদশে অন্তরীক্ষ ইহাই কহয়॥
অন্তর্যামী শ্রীহরির দ্বারে প্রকাশিত।
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে জীব হঞা তদ্বিস্মৃত॥
রূপাদি বিষয় ভোগ করিয়া যতনে।
ভৌতিক দেহকে আত্মা বলি মানে মনে॥
সেই হেতু দেহাদিতে অত্যাসক্ত হয়।
অহং অভিমান ফল এই ত নিশ্চয়॥
সর্ববত্রাহং জ্ঞান হয় দুঃখের কারণ।
"অহং কৃষ্ণদাস জ্ঞান" সুখেতে গণন॥
"শ্রীকৃষ্ণদাসোহং" বিনা যেই অহংজ্ঞান।
সেই ত পতন হেতু বেদাদি প্রমাণ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারে দেহী জীব সমুদয়।
বাসনা সহিত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করয়॥
সেই লাগি দুঃখাত্মক সেই কর্ম্ম ফল।
ভোগ করি সংসারেতে ভ্রময়ে কেবল॥

এইরূপে জীব বহু অমঙ্গলকর।
সকাম কর্ম্মের পথে ভ্রমি নিরন্তর॥
প্রলয় অবধি রহি অবসন্ন ভাবে।
জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় কালের প্রভাবে॥
মহাভূত সকলের বিনাশ কারণ।
প্রলয়োপস্থিত হয় জানি সেইক্ষণ॥
সেইকালে আদি-অন্ত হীন মহাকাল।
স্থূল-সূক্ষ্ম কাল সবে কারণে মিশাল॥
করিবার জন্য স্থূল-সূক্ষ্ম কালগণে।
কারণের প্রতি সদা করে আকর্ষণে॥
সেই ত প্রলয়কাল আসিবে যখন।
শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে তখন॥
মার্ত্তণ্ড অত্যন্ত উষ্ণ হএগ সে সময়।
উত্তাপিত করিবেন লোক সমুদয়॥
সেইকালে সঙ্কর্ষণ মুখোত্থিতানল।
বায়ুর সংযোগে অতি হইয়া প্রবল॥
পাতাল অবধি করি বিশ্ব সমুদায়।
পোড়ায়ে হইবে ব্যাপ্ত অত্যুচ্চ শিখায়॥
সম্বর্ত্তক মেঘগণ হস্তি শুণ্ডাকার।
ধারা সহকারে অতিবেগে অনিবার॥
শতবর্ষ বরিষণ করিবে নিশ্চয়।
সেই জলে প্রাকৃতিক বিশ্ব হবে লয়॥

বৈরাজ পুরুষ যিনি তিনি সেইক্ষণে।
নিজোপাধি বিরাটেরে করিয়া বর্জ্জনে॥
কাষ্ঠহীনানল প্রায় আপন ইচ্ছায়।
সূক্ষ্মাব্যক্তে প্রবেশিবে কহিনু তোমায়॥
সেইকালে পৃথিবীর গন্ধগুণ যাহা।
সম্বর্ত্তক নাম বায়ু হরিবেক তাহা॥
গন্ধগুণ হারা হঞা পৃথিবী তখন।
জলেতে বিলীন হবে করিনু কীর্ত্তন॥
জলহৃত রস হঞা জ্যোতিরূপে তবে।
কল্পিত হইবে কভু অন্যথা না হবে॥
হৃতরূপ হঞা জ্যোতি গাঢ় অন্ধকারে।
বায়ুতে বিলীন হবে কহিনু তোমারে॥
হৃতস্পর্শ হঞা বায়ু আকাশের দ্বারে।
আকাশে প্রবিষ্ট হবে করিনু বিস্তারে॥
হৃতগুণাকাশ হঞা কাল দ্বারে পরে।
তামসাহঙ্কার রূপ আত্ম অভ্যন্তরে॥
বিলীন হইবে এই কহিনু তোমায়।
সৃষ্ট্যাদি তত্ত্বের সার এই সবে গায়॥
সৃষ্টি-স্থিতি নাশকরী ত্রিগুণ মায়ার।
স্বরূপ তোমার কাছে করিনু প্রচার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীং।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ॥ ৭॥

শ্রীরাজপ্রশ্নানন্তরং শ্রীঅম্বরীষঃ।

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভূজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্ম প্রসিদ্ধয়ে॥
এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একদা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্॥
গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে॥
কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ স নিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরং॥
ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূত সংপ্লবাৎ সর্গ প্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ॥
ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকং।
অনাদি নিধনঃ কালোঽব্যক্তায়াপকর্ষতি॥
শতবর্ষাহ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বনা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাং স্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি॥
পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ॥
সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতিস্ম শতংসমাঃ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্॥
ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ॥
বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্টায়োপকল্পতে॥

হৃতরূপস্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে॥
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে।
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি॥
এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৮॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্র অনুদিন বৃদ্ধি হয়।
কৃষ্ণপক্ষে অনুদিন হঞা থাকে ক্ষয়॥
আমায় অদৃশ্য হয় প্রভাবে যাঁহার।
সেই ত কৃষ্ণের মায়া এই জানি সার॥
হেমন্তে সলিল কূপে উষ্ণভাব ধরে।
গ্রীষ্মেতে শীতল হয় অতি সুখ করে॥
পশ্চিম দিকেতে সূর্য্য নিত্য অস্ত যায়।
পূর্ব্বেতে উদয় নিত্য যাঁহার ইচ্ছায়॥
সেই ত কৃষ্ণের মায়া অত্যাশ্চর্য্যকরী।
যাঁহার প্রভাবে মোরা স্বরূপ বিস্মরি॥
মাতৃরজ-পিতৃশুক্র করিয়া আশ্রয়।
মাতৃগর্ভে রহি জীব স্বকর্ম্ম ভাবয়॥
কালপ্রাপ্তে মাতৃগর্ভ হৈতে ভূমে পড়ি।
কাঁদিয়া সঙ্কেতে কহে কি করিলে হরি॥

মল-মূত্র-পূর্ণ গর্ভে রহি জীবগণ।
সুখ, দুঃখ ভোগ করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
গর্ভ হৈতে ভূমে পড়ি ভুলে সেই সব।
সেই ত কৃষ্ণের মায়া হয় অনুভব॥
স্বকর্ম্ম বশেতে জীব নষ্ট জ্ঞান হয়।
জীবের স্বকর্ম্ম জীবে অন্য স্থানে লয়॥
শুক্র-রক্ত যোগে যদি জীব জন্ম ধরে।
অঙ্গুলি, চরণ, ভুজ, শীর্ষ, কটি পরে॥
তবে পৃষ্ঠোদর, দন্ত, ওষ্ঠপুট জানি।
নাসা, কর্ণ, নেত্র আর কপোল বাখানি॥
ললাট, রসনা আদি মায়ার যোগেতে।
উদ্ভব হইয়া থাকে বুঝহ মনেতে॥
সেই মায়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শক্তি হয়।
যাহার প্রভাবে জীব জন্মাদি লভয়॥

তথাহস্মদ্ভাগবতে।

সোমোঽপি ক্ষীয়তে পক্ষে পক্ষে বাপি বিবর্দ্ধতে।
অমায়াং স ন দৃশ্যেত মায়েয়ং মম সুন্দরি॥
হেমন্তে সলিলং কূপে উষ্ণং ভবতি তত্ত্বতঃ।
ভবেচ্চ শীতলং গ্রীষ্মে মায়েয়ং মম তত্ত্বতঃ॥
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় যদস্তং যাতি ভাস্করঃ।
উদেতি পূর্ব্বতঃ প্রাতর্মায়েয়ং মম সুন্দরি॥

শোণিতঞ্চৈব শুক্রঞ্চ উভে প্রাণিষু সংস্থিতে।
গর্ভে চ জায়তে জন্তুর্মম মায়ৈব চোত্তমা॥
জীবঃ প্রবিশ্য গর্ভেতু সুখদুঃখানি বিন্দতি।
জাতশ্চ বিস্মরেৎ সর্ব্বমেষা মায়া মমোত্তমা।
আত্মকর্ম্মাশ্রিতো জীবো নষ্টসংজ্ঞো গতস্পৃহঃ।
কর্ম্মণানীয়তেঽন্যত্র মায়ৈষা মম চোত্তমা॥
শুক্রশোণিত সংযোগাজ্জায়ন্তে যদি জন্তবঃ।
অঙ্গুল্যশ্চরণৌ চৈব ভুজৌ শীর্ষং কটিস্তথা॥
পৃষ্ঠং তথোদরঞ্চৈব দন্তৌষ্ঠপুট নাসিকা।
কর্ণৌ নেত্রকপোলৌ চ ললাটং জিহ্বয়া সদা॥
এতয়া মায়য়া যুক্তো জায়ন্তে যদি জন্তবঃ।
তত্ৰৈব জীর্য্যতে জন্তোর্ভুক্তং পীতঞ্চ বহ্নিনা॥
অয়ঞ্চ শ্রবতে জন্তুরেষা মায়া মমোত্তমা॥ ৯॥

"মা" শব্দ মোহার্থ বাচি "যা" শব্দে প্রাপন।
সেই মোহ জীবে নিত্য যে করে অর্পণ॥
বিশ্ব উত্তম্ভন রূপা মায়া সেই হয়।
শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শক্তি তিহোঁ সুনিশ্চয়॥
জীবেরে সগুণ কার্য্য কঠোর যাতনা।
যিহোঁ সদা দেয় নানা করিয়া ছলনা॥
অচিন্তিত ফলপ্রদা তিহোঁ সদা হয়।
যেই ফলে স্বপ্ন ইন্দ্রজাল সম কয়॥
সেই মায়া কৃষ্ণশক্তি কভু মিথ্যা নহে।
কার্য্য তাঁর মিথ্যা হেতু তাঁরে মিথ্যা কহে॥

৪১

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে দেবীপুরাণে চ।

মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ।
তৎপ্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা ॥
বিচিত্র কার্য্যকারণা অচিন্তিত ফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

মিথ্যার্থে নশ্বর কহে ভাবান্তরান্বিত।
মায়াকার্য্য সৃষ্টি মিথ্যা নহে সুনিশ্চিত ॥
ভাবান্তর দেখি মিথ্যা কহে মহাজনে।
মিথ্যা সিদ্ধ নহে বুঝ কারণ দর্শনে ॥
কারণ অন্বয় আর ব্যতিরেকে কহে।
মায়াকার্য্য বিশ্বসৃষ্টি কভু মিথ্যা নহে ॥
ভবে যে মায়ার দ্বারে হইয়া চালিত।
কাম্য কর্ম্মাচরে জীব হঞা বিমোহিত ॥
সেই সব কর্ম্মফল ভোগান্তে না রহে।
এ লাগি সে সব কর্ম্মফলে মিথ্যা কহে ॥
ফল মিথ্যা হেতু কর্ম্ম মিথ্যা সিদ্ধ হয়।
অতএব স্বপ্ন ইন্দ্রজাল সম কয় ॥
মায়ার প্রভাবে বিশ্ব মিথ্যা হয় জ্ঞান।
সেই জ্ঞানে মায়াবাদী বিশ্বে মিথ্যা গান ॥
নিজ মায়াশক্ত্যে কৃষ্ণ বিশ্ব সমুদয়।
যথার্থ করেন সৃষ্টি বেদাদি কহয় ॥

"যথার্থ করেন" এই উক্তির কারণ।
বিশ্ব সত্য এই জ্ঞান হয় বিলক্ষণ॥
"অসদ্বিশ্বাশেষ" এই বচনার্থ যেই।
তাহার সঙ্গতি এবে করি শুন এই॥
বৈষয়িক বিশ্ব সুখাসক্তি ত্যাগ তরে।
বিশ্বের মিথ্যাত্ব বিজ্ঞে সপ্রমাণ করে॥
বিশ্বের সত্যত্বে বহু প্রমাণ আছয়।
অতএব বিশ্ব সত্য নাহিক সংশয়॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

স্ব-শক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ॥ ১১।

বর্ণাদি বিহীন নিত্য অদ্বয়-ঈশ্বর।
নিজ নানাবিধ শক্তি দ্বারে বহুতর॥
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ করেন সৃজন।
শ্বেতাশ্বতরেতে ইহা করহ দর্শন॥
যথা অগ্নি একস্থানে রহিয়া আপন।
বিস্তারিণী জ্যোৎস্না শক্ত্যে সমস্ত ভবন॥
পরিব্যাপ্ত হঞা রহে, তদ্রূপ ঈশ্বর।
স্ব-শক্তে অখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
অতএব দৃশ্যমান বিশ্ব সমুদয়।
ঈশ্বরের শক্তি কার্য্য নাহিক সংশয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ১২॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি স্বীয় শক্ত্যে জগচ্চয়।
"যথার্থ সৃজেন" এই বেদ-বিজ্ঞে কয়॥
শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, জগদযথার্থ নিশ্চয়।
ইহাতে প্রমাণ "ঈশাবাস্যাদি" আছয়॥
দীপ্তিমান স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত আকার।
শূন্যাক্ষত, রাগ আদি বিরহিত আর॥
বিশুদ্ধ স্বভাব, কর্ম্মশূন্য নিরন্তর।
সর্ব্বজ্ঞ, মনিষী স্বয়ং মায়া অগোচর॥
স্বয়ম্ভু, পরাত্মা সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর।
নিয়ন্তা, নির্গুণ, সর্ব্বগুণরত্নাকর॥
সম্বৎসর সব ব্যাপি মহদাদিগণে।
সত্যরূপে সৃজিলেন সৃষ্টি অনুক্রমে॥
"ঈশাবাস্যোপনিষদে" স্পষ্ট এই কয়।
যে না মানে সেই মূর্খ পাষণ্ড নিশ্চয়॥
তাবজ্জগন্নিত্য কোন কালে ক্ষয় নাই।
তবে যেই জন্ম নাশ শুনিবারে পাই॥
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র তাহা জানি।
তিরোভাবে সূক্ষ্মরূপে পরিণত মানি॥

কৃষ্ণশক্তি হৈতে বিশ্ব আবির্ভাব হয়।
কৃষ্ণেতেই সূক্ষ্মরূপে তিরোভাব কয় ॥
জন্ম আর নাশ ইহা কল্পনা কেবল।
বৈষ্ণবে দেখুন বুধ বৈষ্ণব সকল ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবৎ ॥ ১৩ ॥

যথা শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্য হয়।
তথা তদালোচনাদি সত্য সুনিশ্চয় ॥
তন্নাভিকমলোদ্ভব প্রজাপতি সত্য।
তাঁহা হৈতে জাত ভূতগণ সত্য তত্ত্ব ॥
অতএব বিশ্ব সত্য কভু মিথ্যা নয়।
সত্য হৈতে জাত হেতু নিত্য সত্য কয় ॥

তথাহি শ্রীমহাভারতে।

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ১৪ ॥

“আত্মা বা ইদমিত্যাদি” শ্রুতির প্রমাণে।
অগ্রে কেবলাত্মা ছিল এই হয় জ্ঞানে ॥
আত্মা ব্যতীরিক্ত কিছু নাহি ছিল আর।
এই বাক্যে বিশ্ব আদি হ’ল ছার খার ॥
আত্মা বিনা বিশ্বাদির অস্থিতি নিশ্চয়।
এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট রূপেতে করয় ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগদাত্মা হয়।
"আত্মৈবেদং" শব্দার্থেতে ইহাই বলয়॥
এই যে অভেদ রূপ ব্যপদেশ বাণী।
রজ্জু-ভুজঙ্গবদিহা শাস্ত্র দৃষ্টে জানি॥
আত্মাতে অধ্যাস হেতু এই জ্ঞান হয়।
বিজ্ঞ জনে এই কথা বার বার কয়॥
রজ্জুতে ভুজঙ্গ জ্ঞান মিথ্যা হয় যথা।
আত্মাতে জগদধ্যস্ত জানিবেক তথা॥
ইহার সিদ্ধান্ত তবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন॥
বননীল বিহঙ্গবদর্থের স্থাপনে।
ঐছে জ্ঞান নাহি রহে বুঝ মনে মনে॥
যৈছে বিহঙ্গম বনে অবস্থিতি করে।
তৈছে এই স্থূল বিশ্ব সূক্ষ্মরূপে পরে॥
অবস্থিতি করিবেক সেই ত আত্মায়।
নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এই বলিনু তোমায়॥

তথাহি শ্রীমঙ্গলদেবেনোক্তং।

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বননীল বিহঙ্গবৎ।
সত্ত্বং বিশ্বস্য মন্তব্যমিত্যুক্তং বেদবেদিভিঃ॥ ১৫॥

ন্যায় মতে বিশ্ব নিত্য সূক্ষ্মরূপে রয়।
তাহা পরিচ্ছেদ ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদে।

স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়ো হ্যনুষ্ণা শীতপাকজঃ।
নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যাস্যাদনুলক্ষণা॥ ১৬।

নিত্যানিত্যা ভেদে পৃথ্বী দ্বিবিধা প্রকার।
অণুরূপা পৃথ্বী নিত্যা স্থূলানিত্যা আর॥
অণু শব্দে সূক্ষ্ম এই শব্দ শাস্ত্রে কয়।
সূক্ষ্মার্থে অধ্যাত্ম বস্তু জানিবে নিশ্চয়॥
অধ্যাত্ম শব্দেতে আত্ম বিষয়ক কহে।
আত্ম-বিষয়ক বিশ্ব মিথ্যা কভু নহে॥
আত্মশক্তি হৈতে জাত বিশ্ব সমুদয়:
এ হেতু বিশ্বাত্মা হয় বেদাদি কহয়॥
আত্মশক্তি জাত হেতু বিশ্ব মিথ্যা নয়।
ভাবান্তর প্রাপ্তি লাগি নশ্বর কহয়॥
"আত্মাপাদানক" বিশ্ব অবিদ্যা কল্পিত।
অবিদ্যা কল্পিত শব্দে মিথ্যা সুনিশ্চিত॥
এই হেতু কোন কোন অতাত্ত্বিক জন।
বিশ্বকে বিবর্ত্তবাদে করে আনয়ন॥
তাহাদের সেই মত মনোরম নয়।
প্রমাণ ইহার কহি শুন সদাশয়॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

আত্মাপাদানকং বিশ্বং অবিদ্যা কল্পিতং ভবেৎ।
কেচিদ্বিবর্ত্তমিচ্ছন্তি তন্ন হ্যস্তুতরং সমং॥ ১৭॥

আত্মা হৈতে জন্ম হেতু আত্মাপাদনক।
বিশ্বকে কহয়ে যার আত্মা নিয়ামক॥
এই বিশ্ব মিথ্যা ইহা কহিবে কেমনে।
যাহাতে শ্রীহরি ক্রীড়া করে সর্ব্বক্ষণে॥
শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড বিশ্ব সমুদয়।
অতএব মিথ্যাভূত নহে সুনিশ্চয়॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

মিথ্যাভূতমিদং বিশ্বমিতি বক্তুং ন শক্যতে।
নিত্যক্রীড়া প্রবৃত্তস্য ক্রীড়াভাণ্ডং যতো হরেঃ॥ ১৮॥

প্রাপঞ্চিক বিশ্ব কভু স্বপ্ন তুল্য নয়।
স্বপ্ন নিদ্রা হয় সেই বহুদোষ ময়॥
ভোজন, পানাদি, রতি স্বপ্নে যদি করে।
তাহে তৃপ্তি নাহি হয় বুঝহ অন্তরে॥
জাগ্রদবস্থায় তৃপ্তি করে সংসাধন।
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি শতদূষণ্যাং।

ন স্বপ্নতুল্যো ভবতি প্রপঞ্চঃ
স্বপ্নস্তু নিদ্রা খলু ভূরিদোষঃ।
ভুক্তঞ্চপীতং নহি তত্র তৃপ্ত্যৈ
জাগ্রদ্দশায়াং কুরুতে চ তৃপ্তিং॥ ১৯॥

যদি বিশ্বে মিথ্যা বলি করহ বর্ণন।
তবে অর্থ ক্রিয়াকারি না হয় কখন॥

ঘটে জল আনয়ন হ্রদাদি হইতে।
এই অর্থ ক্রিয়াকারি কহেন পণ্ডিতে॥
মিথ্যা কভু নহে তবে পদার্থ নশ্বর।
নশ্বর শব্দেতে বিজ্ঞে কহে ভাবান্তর॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং।

যদ্যেব মিথ্যা পরিদৃশ্যমানমর্থক্রিয়াকরি তদা কথং স্যাৎ।
ঘটেন তোয়াহরণন্তু জাতং মিথ্যা ন তন্নশ্বরমেব নূনং॥ ২০

পরমার্থ সত্ত্বাহীন শুদ্ধ ভ্রমময়।
মরীচিকা আদি মিথ্যা যেই মত হয়॥
সেই মত মিথ্যা বিশ্ব আদি কভু নহে।
এ হেতু নশ্বর বিশ্ব প্রভৃতিরে কহে॥
যে বস্তুর সত্ত্বানাশ কভু নাহি হয়।
অথচ স্বরূপান্তর সময়ে লভয়॥
তাহাকে নশ্বর নহে পরিণাম হীন।
পরিণাম শব্দে শেষ কহেন প্রবীন॥
একবারে হয় যার বীজের বিনাশ।
কখন তাহার আর না হয় প্রকাশ॥
বীজাভাবে জন্মাসিদ্ধি বৃক্ষাদির যথা।
তথা বিশ্ব বীজভাবে বিশ্বের সর্ব্বথা॥
ত্রিগুণে ত্রিকোণাকার মায়ার ভিতরে।
চাক্ষুষ ভৌতীক বিশ্ব অবস্থিতি করে॥

এ লাগি ত্রিকোণাকার এই বিশ্ব হয়।
যার সূক্ষ্ম সত্ত্বা নিত্য শ্রুতি-স্মৃতি কয়॥
মায়ার ভিতরে স্থূল বিশ্ব বিরাজয়।
তেঞি সে চাক্ষুষ বিশ্বে মায়ীক বলয়॥
মায়াতীত বিশ্বে কৃষ্ণ নিজগণ সঙ্গে।
নানাবিধ লীলা করে নানা রসরঙ্গে॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
সূক্ষ্ম বিশ্ব নিত্য এই কহে বিজ্ঞগণ॥
হেন নিত্য সূক্ষ্ম বিশ্ব প্রভাবে যাহার।
ভাবাভাব প্রাপ্ত হয় মায়াখ্যান তার॥
ভাবার্থে উৎপত্তি স্থিতি প্রভৃতি বলয়।
অভাব শব্দেতে তার বিপরীত কয়॥
সেই বিপরীত ভাবান্তর মাত্র জানি।
উৎপত্ত্যাত্যভাব ইহা কদাচ না মানি॥
স্বরূপ অন্তর যেই সেই ভাবান্তর।
যেই ভাবান্তর সেই জানিহ নশ্বর॥
অশ্বাঙ্কুর দেখ সার্দ্ধৈকাঙ্গুল প্রমাণ।
দ্ব্যঙ্গুল প্রমাণ কল্য দেখ মতিমান॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে সে অঙ্কুর।
ধারণ করিবে বৃক্ষরূপ সুমধুর॥
ক্রমে ফুল ফলে শোভা অপূর্ব্ব ধরিবে।
অঙ্কুরের ভাবান্তর তখন বুঝিবে॥

প্রত্যহ দেখিলে যাহা অঙ্কুরের ভাব।
প্রত্যহ জানিহ সেই ভাবান্তর লাভ॥
এই মত ভাবান্তর ভৌতীক সবার।
ক্ষণে ক্ষণে হয় এই কহিলাম সার॥
হেন ভাবান্তর হয় প্রভাবে যাহার।
সেই ত কৃষ্ণের মায়াশক্তি চমৎকার॥
অব্যক্ত কারণ যেই সেই ত প্রধান।
সেই ত প্রকৃতি যার মায়া পর নাম॥
নিত্য সদসদাত্মক সূক্ষ্ম স্বরূপিণী॥
অবিদ্যা স্বরূপা সর্ব্ব বিশ্ব বিমোহিনী॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে॥ ২১॥

সতে অসজ্‌জ্ঞান যার দ্বারে সদা হয়।
মায়াখ্যান হয় তার জানিহ নিশ্চয়॥
সদসদাত্মিকা বুদ্ধি জন্মে মায়া দ্বারে।
তেঁঞি সদসদাত্মিকা কহেন মায়ারে॥
কিংবা সদসদাত্মিকা ভাবাঢ্য কারণে।
সদসদাত্মিকা মায়া কহে ঋষিগণে॥

অবয়বী নিত্য যাহা সূক্ষ্মরূপ হয়।
অনিত্যাবয়ব যাহা স্থূলভূতময়॥
যাহার প্রভাবে হয় এই জ্ঞানোদয়।
সেই ত কৃষ্ণের মায়া মিথ্যা কভু নয়॥
সত্ত্ব আদি গুণান্বিত জড়দ্রব্য চয়।
মায়া নামে অবিহিত জানিহ নিশ্চয়॥
মায়ার স্বরূপ যাহা মূল ভাগবতে।
প্রকাশ করিলা তাহা শুনহ শ্রীমতে॥
কোন অর্থ ব্যতিরেকে যে বস্তু সকল।
আত্মাতে প্রতীয়মান হয় ত কেবল॥
সদ্রূপ তথাচ যাহা অপ্রতীয়মান।
সদাত্মাতে হয় তার মায়া অভিধান॥
অর্থবিনা দুই চন্দ্র প্রতীতি যেমনে।
বিম্ব প্রতিবিম্বে হয় আকাশ জীবনে॥
যথাতমঃ স্বরূপতঃ পদার্থৈক হয়।
তথাপি প্রকাশ নাহি পায় সুনিশ্চয়॥
তদ্রূপ আত্মাতে মায়া কখন কখন।
প্রকাশিত নাহি হয় করিনু কীর্ত্তন॥
ভাবার্থ কহিয়ে এবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন॥
অর্থ শব্দে পরমার্থ ভূত ভগবান্।
তদ্বিনা আত্মাতে যাহা হয় জ্ঞেয়মান॥

কৃষ্ণ প্রতীতিতে নহে প্রতীতি যাহার।
মায়াখ্যান হয় তার কহিলাম সার॥
যে অর্থের নাহি নাশ সেই পরমার্থ।
শাস্ত্র বিজ্ঞে কহে যারে সর্ব্বোত্তম স্বার্থ॥
মহাপ্রলয়েতে কৃষ্ণ স্ব-ধামাদি সনে।
অটল স্বরূপে শোভে নিত্যানন্দ মনে॥
"একো নারায়ণো আসীৎ" শ্রুতির প্রমাণে।
শঙ্করাদি নাহি রহে প্রলয় কল্পনে॥
অস্তিমাবশেষ কৃষ্ণ বিনা অন্যে নয়।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি এই কথা কয়॥
কৃষ্ণ প্রতীতিতে বহিঃ প্রতীতি না রহে।
মর্ম্মার্থ কহিয়ে শুন বিজ্ঞে যাহা কহে॥
কৃষ্ণের আশ্রয় বিনা আপনা হইতে।
প্রতীতি যাহার নাহি হয় কদাচিতে॥
এহেন লক্ষণাক্রান্ত বস্তু যাহা হয়।
সেই ত কৃষ্ণের মায়া জানিবে নিশ্চয়॥
জীবমায়া, গুণমায়া ভেদ দ্বিপ্রকার।
মায়াশক্তি হয় এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
একমায়া, দুই সংজ্ঞা যেই হেতু ধরে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন সরল অন্তরে॥
জ্যোতির্ব্বিম্বাভাস স্বীয় প্রকাশ হইতে।
ব্যবহিত স্থানালোক করে কথঞ্চিতে॥

সেই উচ্ছলিত ছটা বিশেষ যেমন।
জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরেই হয় দরশন॥
কিন্তু জ্যোতির্ব্বিম্ব বিনা আভাসের জ্ঞান।
কদাপি নাহিক হয় বুঝ মতিমান॥
তদ্রূপ তদ্বিনা মায়া প্রতীতি না হয়।
এই বাক্যে মায়াভাস প্রকাশ করয়॥
আভাস ধর্ম্মত্ব হেতু আভাস আখ্যান।
মায়ায় হইয়া থাকে কহিনু সন্ধান॥
অতএব মায়া কার্য্যে কোথাও আভাস।
স্বরূপে বর্ণনা করে প্রভু বেদব্যাস॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ ২২॥

আভাসার্থে সৃষ্টি আর নিরোধার্থে লয়।
যাহা হৈতে হয় সেই ব্রহ্মাত্মা আশ্রয়॥
এসব বিচার এথা নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
অত্যন্ত উদ্ভট রূপ আভাস যেমন।
স্বোজ্জ্বল ছটায় নিপতিত দরশন॥
জীব সবাকার চক্ষু প্রকাশাবরণ।
বিশেষ রূপেতে করে কহে বিজ্ঞগণ॥

নিজাত্যন্তোদ্ভট তেজ দ্বারেতে দ্রষ্টার।
নেত্রকে ব্যাকুল করি কাছে আপনার॥
বর্ণশাবল্যকে মুহু করে উদ্গীরণ।
বর্ণশাবল্যকে ভিন্ন ভাবে বা কখন॥
অনেক প্রকার রূপে করায় প্রকাশ।
সেই রূপ মায়াদেবী জানিহ নির্যাস॥
জীব সকলের জ্ঞান করে আবরণ।
কেমন বিচিত্রা মায়া বুঝহ এখন॥
সত্বাদি গুণের সাম্য গুণমায়া যেই।
জড়া প্রকৃতিকে উদ্গীরণ করে সেই॥
কভু বা পৃথকভূত সত্বাদি নিচয়ে।
নানাকারে পরিণতি করায় নিশ্চয়ে॥
একদেশপরিস্থিতাগ্নির জ্যোৎস্না যথা।
সর্ব্বত্র চালিত হয় ব্রহ্মশক্তি তথা॥
অখিল জগত সঞ্চারিত সর্ব্বক্ষণ।
তদ্রূপা তদ্গুণমায়া কহে বিজ্ঞগণ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্যব্রহ্মণোশক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ২৩॥

এক চিদানন্দাচিন্ত্য জগত-মোহন।
শ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণ বেদের লিখন॥

জগদেযানিরূপা সূর্য্য প্রতিচ্ছায় ন্যায়।
রঙ্গকরী নিত্যা মায়া তাঁর শোভা পায়॥
সেই মায়া জড়রূপা এই সত্য হয়।
তথাপি চৈতন্যাত্মার সংযোগে নিশ্চয়॥
অনিত্য অখিল বিশ্ব করেন স্বজন।
অনিত্যার্থে ভাবান্তর প্রাপ্ত বিলিখন॥

তথাহি আয়ুর্ব্বেদে।

জগদ্যোনিরচিন্ত্যস্ত চিদানন্দৈক রূপিণঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতি নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ
অচেতনাপি চৈতন্য যোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিঃ॥ ২৪॥

এই বাক্যে জীবমায়া নিমিত্তাংশ হয়।
গুণমায়োপদানাংশ পরেতে লিখয়॥
বর্ণশাবল্যের কথা কহিয়াছি যেই।
তমঃ প্রায় হয় সেই কহিলাম এই॥
জ্যোতির অপর স্থানে যথা অন্ধকার।
প্রতীতি হইয়া থাকে কহিলাম সার॥
তথাপিহ জ্যোতির্ব্বিনা আঁধার প্রতীতি।
কখন নাহিক হয় দর্শনে বিস্তৃতি॥
জ্যোতির স্বরূপ জ্ঞান চক্ষুদ্বারে হয়।
পৃষ্ঠদেশ দ্বারে কভু না হয় নিশ্চয়॥

সেইরূপ গুণমায়া বুঝহ সন্ধান।
দৃষ্টান্ত ভেদের দ্বারে পূর্ব্বকীর্ত্ত্যমান॥
জীবমায়া যেই তার আভাস পর্য্যায়।
গুণমায়া ছায়া শব্দ দ্বারে জীব গায়॥
তমঃ শব্দ দ্বারে দেখি কোন কোন স্থলে।
গুণমায়োল্লেখ করে প্রবীণ সকলে॥
ভাগবতে কহে বিদ্যা-অবিদ্যা উভয়।
শরীরিদিগের বন্ধ মোক্ষকরী হয়॥
বন্ধমোক্ষকরী বিদ্যা-বিদ্যাশক্তি যেই।
সেই দুই কৃষ্ণশক্তি আদ্যা জানি এই॥
কৃষ্ণমায়া বিনির্ম্মিত সেই দুই হয়।
এই বাক্যে কিছু নাহি করিহ সংশয়॥

তথাহি শ্রী[illegible]দশস্কন্ধে।

বিদ্যাবিদ্যে ম[illegible]উদ্ধব শরীরিণাং।
বন্ধমোক্ষক[illegible]মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ২৫॥

বিদ্যা শ[illegible]জোময় তত্ত্বজ্ঞান হয়।
অবিদ্যা[illegible]রতম অজ্ঞান নিশ্চয়॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ।

ইতি স্তুবস্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডল সংস্থিতাং।
দদৃশুর্গগনে তত্র তেজো ব্যাপ্ত দিগন্তরং।
তন্মধ্যাত্তারতীং সর্ব্বে শুভ্রবুর্ব্যোমচারিণীং।

অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ।
অসংখ্যং প্রকৃতি স্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়ং॥ ২৬॥

বিদ্যা শব্দে তত্ত্বজ্ঞান রূপাভাস মানি।
অবিদ্যা অজ্ঞান যারে তম বলি জানি॥
যথাভাস যথাতম মর্ম্মার্থ তাহার।
তোমার কাছেতে এই করিনু বিস্তার॥

তথাহি শ্রীচতুঃশ্লোকী ভাগবতে।

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনোমায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ ২৭॥

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস।
ঐছে শ্লোক অর্থ এই করিলা প্রকাশ॥
ঐছে বাক্যে হয় [illegible] বিবেক।
মায়াকার্য্য মায়া হৈ [illegible] ্যতিরেক॥
যেমন সূর্য্যের স্থানে [illegible] ভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার [illegible] কাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় [illegible] নুভব।
এই ত সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিলাম সব॥
আমি ব্যতিরেক শব্দে কৃষ্ণ বিনা কয়।
মমানুভবার্থে কৃষ্ণ অনুভব হয়॥
মায়ার স্বরূপ যাহা মূল ভাগবতে।
প্রকাশ করিলা তাহা শুনহ শ্রীমতে॥

এই স্থানাবধি কৃষ্ণানুভব পর্য্যন্ত।
"ঋতের্থং" শ্লোকের অর্থ করিলাম অন্ত ॥
জীবের সন্দর্ভ সার করিয়া মন্থন।
"ঋতের্থং" শ্লোকের অর্থ করিনু বর্ণন ॥
যদ্যপিহ নাহি মোর মন্থনাধিকার।
তথাপি মন্থন কৈনু সে ভ্রান্তি আমার ॥
ইথে অপরাধ মোর হইবে যাহাই।
।মেয় হেতু তাহা না লবে গোঁসাই ॥
সাম্বরী, শঠতা, দম্ভ, প্রধান, প্রকৃতি।
অবিদ্যা, মোহিনী, কৃপা, কুহক, কুস্থতি
লক্ষ্মী, দুর্গেত্যাদি হয় মায়ার আখ্যান :
শাম্বরীত্যা[illegible] কর অবধান ॥
শাম্বরী শ[illegible] দ্রজালাদি কহয়।
ধূর্ত্ততাদি[illegible] শাস্ত্রেতে লিখয় ॥
দম্ভ শ[illegible] র প্রভৃতি জানিবে।
অহং[illegible] ত্মিকরী মায়ারে বুঝিবে ॥
প্রধান[illegible] ত্রিয়াত্মিকা শক্তি হয়।
প্রকৃতি শব্দেতে বিশ্ব প্রসবিনী কয় ॥
ইহা ছাড়া অনেকার্থ শব্দ শাস্ত্রে গায়।
অজ্ঞানাদি অবিদ্যার্থে কহিনু তোমায় ॥
মোহিনী শব্দেতে মুগ্ধকরীত্যাদি জানি।
কৃপা শব্দে দয়েত্যাদি উন্মুখে বাখানি ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণোন্মুখ যবে জীব হয়।
সেইকালে মায়া তারে দয়াদি করয় ॥
কুহকার্থে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদিনী।
কুস্থতি শব্দেতে কুগত্যাদি প্রদায়িনী ॥
লক্ষ্মী শব্দে সম্পাত্যাদি প্রদা এই জানি।
কৃষ্ণভক্তি বিঘ্ন মধ্যে যে সব বাখানি ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

রাজন্ শ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ।
তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৮ ॥

দুর্গার্থে দুর্জ্ঞেয়া আদি শাস্ত্রেতে কহয়।
এইমত মায়াখ্যান বহুত আ[illegible]য় ॥
দিক দর্শাইতে তোমা কহি[illegible] সার।
পরেতে কহিবে কেহ ক[illegible]বিস্তার ॥
কৃষ্ণেতে অনাদিরূপে অপরাধ [illegible]র।
সেই জীব মায়া দ্বারে বদ্ধ [illegible]র ॥
নিজাংশী শ্রীকৃষ্ণপদে যে জন বিমুখ।
সেই জনে মায়াদেবী দেয় বহু দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে তুলে কভু নরকে ডুবায়।
কভু বা হাসায় কভু বিরহে কাঁদায় ॥
যৈছে কুম্ভকার বেণু দণ্ডের দ্বারায়।
কুম্ভাদি নির্ম্মাণ চক্র ভূগর্ত্তে ঘুরায় ॥

তৈছে মায়া অপরাধী জীব সবাকারে।
স্ব-চক্রে ফেলিয়া মহামোহ দণ্ড দ্বারে॥
ঘূবায় ভূগর্ভে সদা করি নানা ছল।
অসীম মায়ার বল জীবাণু দুর্ব্বল॥
হেন মায়াচক্রে বদ্ধ জীবের মোচন।
অত্যন্ত কঠিন এ[illegible] দরশন॥
বহু চিন্ত[illegible] না দেখি উপায়।
ক্ষুণ্ণমনে শু[illegible]পন শয্যায়॥
ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আবেশ হইল।
নিদ্রাবেশে স্বপ্নে মোরে কে যেন কহিল।
চিন্তা না[illegible] স্তা নাই উঠহ সত্বর।
একাদ[illegible]া হইবে গোচর॥
স্বপ্নাদে[illegible]ত্রিও উঠিয়া তখনে।
প্রণাম[illegible]ত্রপটের চরণে॥
একা[illegible]লাম উন্মোচন।
তাহ[illegible]নিজ চিন্তা দরশন॥
ত[illegible]মোর সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
লো[illegible] করিয়া ভাবে করিল অস্থির॥
আমার পক্ষেতে ইহা অসম্ভব হয়।
তথাপি হইল কেন না জানি নিশ্চয়॥
পাপপূর্ণ দেহ মোর জীবাস্পর্শযোগ্য।
এ হেতু পরেতে শৃগালাদির অভোগ্য॥

হেন দেহ লোমাঞ্চিত কেন যে হইল।
তাহা ত আমার বুদ্ধি জানিতে নারিল ॥
একাদশে রাজ প্রশ্ন ইহাই আছয়।
মায়ামুক্ত জীব কিসে হইতে পারয় ॥
চঞ্চল মানস আত্মবশে নাই যার।
মায়ামুক্ত হইবারে [illegible] নাই তার ॥
দুস্তর [illegible] শোভিত।
যাহার কুহকে [illegible] বিমোহিত ॥
এ হেন মোহিনীমায়া স্থূলবুদ্ধি জনে।
অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইবে কেমনে ॥
এই আজ্ঞা কর মোরে [illegible] ঠাকুর।
তদীয় বদন-স্থত ব[illegible]

তথাহি শ্রী[illegible]

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্[illegible]ভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ[illegible] ২৯ ॥

রাজার বচন শুনি মহ[illegible]
হে রাজর্ষে! তব প্রশ্ন অতি সুধাময় ॥
ধন্য মহারাজ! তুমি এ তিন ভুবনে।
কৃতার্থ হইবে তোমা হৈতে জীবগণে ॥
তুয়া প্রশ্নোত্তর গুহ্য লোকাতীত হয়।
তথাপি কহিব আমি সেই সমুদয় ॥

শুদ্ধান্তকরণ ব্যক্তি সদা সর্ব্বক্ষণ।
দুঃখ প্রতিকার সুখ প্রাপ্তির কারণ॥
কর্ম্ম আচরণকারী গৃহস্থ সবার।
কর্ম্মফলে বৈপরীত্য দেখে অনিবার॥
স্ব-মৃত্যু স্বরূপ নিত্য আর্ত্তিদ ব্যসন।
দুর্ল্লভ সম্পদে ... কর্ম্মের কারণ॥
অত্যন্ত চঞ্চ... শু পশুতে।
কি তৃপ্তি ... জীবের অসুত্রে
জীবের জীবন ... প্ত কিছুতেই নয়।
শুদ্ধ প্রেমানন্দে তৃপ্তি হইতে পারয়॥
গৃহাপত্যাদিতে তৃপ্তি দেখিতে যা পাই।
সে তৃপ্তি অতৃপ্তি এই বুঝিবে সদাই॥
কর্ম্মের ... লোক সমুদয়ে।
অত্যন্ত ... জানিবে হৃদয়ে॥
যৈছে ... তি রাজন্য সবার।
সমাে... স্পর্দ্ধা প্রকাশানিবার॥
অধিকের প্রতি সদা অসূয়া প্রকাশ।
ধ্বংসাবলোকনে ভয়ে গণয়ে হতাশ॥
তৈছে সর্ব্বলোক গতি জানিবে নিশ্চয়।
অতএব মোক্ষ লাভে স্পৃহা যে করয়॥
স্পৃহোদয়কালে তার কর্ত্তব্যাদৌ যাহা।
তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা॥

শব্দ ব্রহ্ম বেদাখ্যের ন্যায় অনুগত ।
ব্যাখ্যায় নিপুণ বিপ্র সদাচার রত ॥
পরব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণে নিষ্ঠা প্রাপ্ত ।
সর্ব্বভূত প্রিয়ঙ্কর গুণাদি পর্য্যাপ্ত ॥
কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত নয় ।
হেন গুরুদেব পদে [illegible]রে আশ্রয় ॥
[illegible] কহিয়ে [illegible]ধান ।
[illegible]তে পাইবে [illegible]ন্ধান ॥
শ্রীগুরু বলিয়া যাঁর [illegible]রণ ।
প্রথমে দেখিবে তাঁর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ॥
বেদরূপ শব্দ ব্রহ্মে পারদর্শী যিনি ।
পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞানপ্রদ হন তিনি ॥
বেদব্রহ্ম সদ্ব্যাখ্যায় সুনিপ[illegible] হো ।
শিষ্যের সংশয় নাশে[illegible] তেঁহো ॥
হৃদয়ে সংশয় যার র[illegible] ।
বৈমনস্য ভাব তার না[illegible] ॥
বৈমনস্যভাবোৎপন্ন ব[illegible] সংশয় ।
সেই ত সংশয় নাশ বেদার্থ করয় ॥
এ হেন বেদার্থ বোধ আছয়ে যাঁহার ।
তাহে ভগবানে নিষ্ঠা দেখিবে তাঁহার ॥
ভগবান্ কৃষ্ণে নিষ্ঠা ভক্তি নাহি যাঁর ।
ফলবতী নাহি হয় কৃপাদি তাঁহার ॥

তাহে কাম, ক্রোধ আদি নাহিক রহিবে
গুরুর লক্ষণ এই প্রধান জানিবে ॥
এ হেন গুরুর কাছে লবে উপদেশ।
তবে ত পাইবে শিষ্য জ্ঞান সবিশেষ ॥
ঐছে সল্লক্ষণাক্রান্ত শ্রী ... রু ব্যতীত।
উপদেশ নাহি ল ... চিত ॥
ঐছে সল্লক্ষণ ... য় করি।
যাহে পরি ... আত্মপ্রদ হরি ॥
সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারে সর্ব্বক্ষণে।
শ্রীগুরুদেবের সেবা করি কায়-মনে ॥
গুরুদেবে দেবজ্ঞান করি তাঁর ঠাঁই।
ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে সদাই ॥
ভাগবত ... যাহারে কহয়।
তোমা ... তাহা কহি সমুদয় ॥
বিষয়ে ... ছাড়ি সৎসঙ্গ করিবে।
হীনজ ... য়া সদা আচরিবে ॥
সমা ... সহ মিত্রতাচরণ।
শ্রেষ্ঠজন প্রতি সদা সম্মান করণ ॥
তবে বাহ্য-অভ্যন্তর শৌচকৃত্য যত।
দম্ভ, মান আদি পরিত্যাগ অবিরত ॥
দম্ভ আদি ত্যাগ আন্তরিক শৌচ হয়।
বাহ্য কৃত্যমাত্র শৌচ জলাদিতে কয় ॥

পরেতে করিবে শিক্ষা স্ব-ধর্ম্মাচরণ।
স্ব-ধর্ম্মাচরণ তপঃ এই ত লিখন॥
তপঃ হরিকীর্ত্তনাদি নানামত হয়।
অধিকার অনুসারে বিজ্ঞে আচরয়॥
কা[illegible]গ সন্ধারণে।
তপস্যা[illegible] মহাজনে॥
ক্ষমা-মৌ[illegible]ব শিক্ষণ।
[illegible]যায়, আত্ম[illegible]নিরূপণ॥
[illegible]খ দুঃখ আদি স[illegible]রূপে হয়।
গুরু ঠাঁই শিখিবেক সেই সমুদয়॥
মৌন শব্দে ব্যর্থালাপ সতত বর্জ্জন।
স্বাধ্যায়ার্থে স্তবরাজ প্রভৃতি পঠন॥
অযথা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ [illegible] হয়।
গৃহস্থ ভক্তের এই ক[illegible]চয়॥
ভিক্ষুক ভক্তের সর্ব্ব [illegible]র্জ্জন।
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে [illegible]খন॥
সর্ব্বত্রেতে সচ্চিদ্রূপে আত্মার ঈক্ষণ।
নিয়ন্তা স্বরূপে ঈশ্বরের সন্দর্শন॥
নির্জ্জন প্রদেশে বাস সদা সর্ব্বক্ষণ।
গৃহাদিতে অভিমান সতত বর্জ্জন॥
বিজন পতিত শুষ্ক বল্কল ধারণ।
কিংবা পান্থস্থিত চেলখণ্ড সু-পিন্ধন॥

যেবা কোনরূপে সদা সন্তোষ শিক্ষণ।
করিবে গুরুর স্থানে হঞা একমন॥
সদ্‌গুরু-চরণ সেবী শিখিবে সকল।
অন্যথাচরণে সব হইবে বিফল॥
সদ্বৈদ্য আশ্রয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর হয়।
অসদ্বৈদ্যাশ্রয়ে বাঁচা কভু শ্রেয় নয়॥
তদ্রূপ সদ্‌গুর্ব্বাশ্রয়ে পতন মঙ্গল।
অসদ্‌গুর্ব্বাশ্রয়ে সিদ্ধি লাভালাভ ফল॥
সদ্‌গুরু-চরণ সেবে নিষ্কপটে যেই।
পূর্ণপ্রেমানন্দ ভোগ নিত্য করে সেই॥
বণিগ্বুদ্ধি দ্বারা গুরু সেবা করে যারা।
বঞ্চিত সকল সুখে সংসারে তাহারা॥
সংসারে সকল সুখে বঞ্চিত হইলে।
উত্তর কালেতে কোন সুখ নাহি মিলে॥
ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ভগবদ্বুদ্ধিতে।
অন্য শাস্ত্র অনিন্দন তদাজ্ঞা বিধিতে॥
মন, বাক্য, কায় দণ্ড ত্রিবিধ যে হয়।
গুরু ঠাঁই শিখিবেক সেই সমুদয়॥
প্রাণায়ামে মনদণ্ড, মৌনে বাক্য জানি।
বিকর্ম্ম রাহিত্যে কায় দণ্ড এই মানি।
কিংবার্থ সংগ্রহাদিতে চেষ্টাশূন্য যেই।
কায় দণ্ড কহে তারে কহিলাম এই॥

সত্য, শম, দম, আদি কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
সত্যার্থে যথার্থ বাক্য প্রয়োগ কহয়॥
অন্তর্ব্বাহ্যেন্দ্রিয় দুই নিগ্রহ করণ।
শম-দম হয় এই করিনু কীর্ত্তন॥
অত্যদ্ভুতকর্ম্মা সেই শ্রীহরির যত।
জন্ম-কর্ম্ম-গুণ-নাম বেদাদি সম্মত॥
সেই সকলের ধ্যান শ্রবণ কীর্ত্তন।
হরির উদ্দেশে সর্ব্ব করম করণ॥
ইষ্টরূপ তপ, জপ আর সদাচার।
নিজ প্রিয়বস্তু, দারা, পুত্র আদি আর॥
গৃহ প্রাণ সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ।
এই সব শিখিবেক করিয়া যতন॥
ইষ্ট শব্দে বিষ্ণু প্রদানক যাগ হয়।
দত্ত শব্দে কহে যাহা শুন সদাশয়॥
শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব প্রদানক দান যেই।
দত্ত শব্দে অভিহিত জানিবেক সেই॥
তপস্যার্থে একাদশীত্যাদি ব্রত হয়।
জপ শব্দে বিষ্ণুমন্ত্র জপ সুনিশ্চয়॥
নিজ প্রিয় যাহা তাহা কৃষ্ণে নিবেদন।
দারাদিরে কৃষ্ণ সেবা কার্য্যে নিয়োজন॥
কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তসহ সৌহৃদ্য করণ।
স্থাবর, জঙ্গম গণে বিহিত সেবন॥

মনুষ্য সবার পরিচর্য্যা যথোচিত।
তন্মধ্যে স্বধর্ম্মশীলে বিশেষ বিহিত ॥
তার মধ্যে সাধুসেবা সর্ব্বোপরি হয়।
গুরু ঠাঁই শিখিবেক এই সমুদয় ॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গলাভ হয় যে সময়।
দুর্ল্লভ সময় সেই সুরেপ্সিত হয় ॥
ভক্ত সঙ্গ লাভ মাত্রে পরম পাবন।
ভগবদ্‌যশের মিথ কথোপকথন ॥
মিথ রতি, তুষ্টি, দুঃখ নিবৃত্তি উপায়।
শিক্ষা করিবেক এই কহিনু তোমায় ॥
নিবৃত্তি শব্দেতে ভক্তি প্রতিকূল যত।
স্ত্রী-সম্ভোগ-আদি ত্যাগ বুঝিবে সতত ॥
এহেন সাধন ভক্তি দ্বারে ভক্ত্যুত্তমা।
প্রেমভক্তি লভ্য হয় অতি অনুপমা ॥
সেই ভক্ত্যুত্তমা প্রেমভক্তির লক্ষণ।
তোমার নিকটে কহি করহ শ্রবণ ॥
সর্ব্বাঘনাশন হরি শ্রীব্রজ-বিহারী।
ভক্তের জীবনধন স্ব-প্রেম ভিখারী ॥
সেই কৃষ্ণ শ্রীহরিকে ভাব পূর্ণান্তরে।
স্মরণ করিবে ব্রজ বিপিনাভ্যন্তরে ॥
অন্যে করাইয়া দিবে স্মরণ তাঁহার।
ভক্তের কর্ত্তব্য এই করিনু প্রচার ॥

বর্ণিত সাধন ভক্ত্যে হৈলে প্রেমোদয়।
তাহাতে ভক্তের দেহ পুলকিত হয়॥
প্রেমের আবেশে তবে সেই ভক্ত কয়।
অদ্যাপি অলভ্য কৃষ্ণ কি করি নিশ্চয়॥
কোথা যাই কাহারে বা জিজ্ঞাসা করিব।
কোথা বা কৃষ্ণের মূর্ত্তি সন্ধান পাইব॥
কে হেন বান্ধব আছে এ তিন সংসারে।
কহিবে কৃষ্ণের বার্ত্তা এই অভাগারে॥
মনের উদ্বেগে তিহোঁ কৃষ্ণের চিন্তায়।
কৃষ্ণ কোথা আছ বলি কাঁদে উভরায়॥
কভু বা কৃষ্ণের সেই চৌর ভাব স্মরি।
উচ্চহাস্য করি মুখে বলে হরি-হরি॥
গোপবধূ চুরি লাগি এ ঘোর নিশায়।
গোপের প্রাঙ্গনস্থিত তরুর তলায়॥
তস্করের বেশ ধরি জীবন তস্কর।
দাঁড়ায়ে ছিলেন বংশী করিয়া গোচর॥
হেনকালে গৃহপতি গোপ আসি তথা।
কহে কে দাঁড়ায়ে আছ শীঘ্র কহ কথা॥
নতুবা লগুড়াঘাতে নাশিব জীবন।
ইহা শুনি কৃষ্ণচোর করে পলায়ন॥
এইভাব স্ফূর্ত্তি হেতু উচ্চহাস্য করে।
কভু বা আনন্দ লাভ করয়ে অন্তরে॥

অপরোক্ষানুভবেতে সে আনন্দ হয়।
যে আনন্দে মুহুর্মুহু এই কথা কয়॥
হা নাথ! হা কৃষ্ণ! তোমা এতদিন পরে।
প্রাপ্ত হইলাম কোন ভাগ্য অবসরে॥
ভাবেতে বিবশ হঞা কভু লোকাতীত।
বাক্য উচ্চারণ করে শ্রীরাস বিহিত॥
শ্রীরাসে গোপীর নৃত্য করিয়া স্মরণ।
সেইভাবে কখন বা করেন নর্ত্তন॥
গোপী গীত-আদি স্মরি কভু প্রেমাবেশে।
মধুর সংগীত করে কহিনু বিশেষে॥
কভু আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন করে।
প্রেমানুশীলন সেই বিধি অগোচরে॥
কিম্বানুশীলন হয় তল্লীলাভিনয়।
মর্ম্মার্থ ইহার শুদ্ধ প্রেমিকে বুঝয়॥
কখন নিবৃত্ত হঞা তুষ্ণীম্ভাবে রয়।
তাহার কারণ এই অনুভব হয়॥
সবার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ হইল আমার।
ইহাপেক্ষা কিবাশ্চর্য্য হৈতে পারে আর॥
এইরূপ ভাগবত ধর্ম্ম সমুদয়।
শিক্ষা হৈতে যেই প্রেমভক্তি জাত হয়॥
সেই প্রেমভক্তি সহ সর্ব্বমূলাশ্রয়।
কৃষ্ণাশ্রয় করে যেই করিয়া নিশ্চয়॥

দুস্তর মায়াকে সেই অতিক্রম করে।
মায়োত্তীর্ণোপায় এই জানিহ অন্তরে॥

তথাহি শ্রীএকাদশে শ্রীরাজপ্রশ্নানন্তরং শ্রীপ্রবুদ্ধঃ।

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখ হত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎপাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাং॥
নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ
এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতং।
স তুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথামণ্ডলবর্ত্তিনাং॥
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতং॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষ্যং কৈবল্যমনিকেতনং।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥
শ্রদ্ধাং ভাগবতেশাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্রচাপি হি।
মনোবাক্ কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ং।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনং॥
এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং।
পরিচর্য্যা চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘ হরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং॥
কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া
কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেতঃ নির্বৃতাঃ॥
ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাং॥ ৩০

সেই জীবানাদি পুণ্য-পাপ নিবন্ধন।
কৃষ্ণেতে বিমুখ হয়, সেই ত কারণ॥
মায়াদেবী স্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহারে।
আবদ্ধ করিয়া রাখে ভব-কারাগারে॥
দ্বারত্রয় শোভান্বিত ভব-কারাগার।
দ্বাদশ গবাক্ষ যার কঠিন আকার॥
হেন কারাগৃহে জীব দণ্ডীজন প্রায়।
মায়ার প্রদত্ত নিত্য দুই ফল খায়॥

অনাদি অবিদ্যা দ্বারে জীবের বন্ধন ।
বিদ্যার প্রভাবে মুক্ত হয় জীবগণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে ।
বন্ধোহস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ৩২ ॥

মায়ার বশতাপন্না প্রায় জীবশক্তি ।
সৃষ্টিলীলা সিদ্ধি হেতু বন্ধন প্রসক্তি ॥
কোন ভাগ্যে যদি জীব করে কৃষ্ণাশ্রয় ।
তবে মায়াদেবী কারা মোচন করয় ॥
কৃষ্ণাশ্রয় ফলে কৃষ্ণ কৃপা যবে হয় ।
সেই কৃপা আজ্ঞা জানি তন্মায়া ছাড়য় ॥
রাজার আজ্ঞায় যৈছে রাজ-ভৃত্যগণ ।
অপরাধী জনে করে কারা উন্মোচন ॥
তৈছে কৃষ্ণ কৃপারূপ আজ্ঞা অনুসারে ।
কৃষ্ণমায়া সেই জীবে কারা হৈতে ছাড়ে ॥
কৃষ্ণ কৃপা দ্বারে জীব পরিমুক্ত হয় ।
তন্মায়া নিমিত্ত মাত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
"যাবদাত্মেত্যাদি" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ।
পরেশের দ্বারে জীব মুক্ত হয় গায় ॥
জীব মুক্ত হয়, কৃষ্ণ পরেশের দ্বারে ।
এইরূপ সূত্র, শাস্ত্র আদি অনুসারে ॥

জীবের অনাদি রূপে কৃষ্ণ বিস্মরণ।
এই বাক্য প্রমাণিত হইল এখন ॥
কৃষ্ণ বিস্মরণ হেতু জীব বদ্ধ হয়।
কৃষ্ণ দ্বারে মুক্ত তাহা প্রমাণ করয় ॥
স্ব-কর্ত্তব্য অকরণে বিস্মরণ কয়।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞেতে করয় ॥
যথা বদ্ধ তথা মুক্ত সম্বন্ধ বিহিত।
উভয় উভয়ে হেতু কহিনু নিশ্চিত ॥
সুখের কারণ দুঃখ, দুঃখ হেতু সুখ।
তদ্রূপ মুক্তির হেতু বদ্ধ যাহা দুঃখ ॥
সম্বন্ধ বিচারে এই দেখিবারে পাই।
তোমা বুঝাবার তরে কহিলাম তাই ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বিমুখ।
অতএব মায়া তারে বাঁধি দেয় দুঃখ ॥
বিভিন্নাংশ জীব হয় দুই ত প্রকার।
নিত্য মুক্ত, নিত্য বদ্ধ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
সংসারেতে ভুঞ্জে নিত্য নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়াদেবী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক আদি তাপ তারে জারি মারে ॥

কামাদির দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে কু-স্মৃতি পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণপাশ যায়॥
বেদের ঝাড়ান মন্ত্রে সর্পবিষ উড়ে।
সাধুর ঝাড়ান মন্ত্রে মায়া যায় দূরে॥
বিমুক্তির দ্বার সাধু বৈদ্যানুসেবন।
তমো দ্বার স্ত্রী-সঙ্গির সংসর্গ করণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গ সঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৩২॥

নারীমুখ কুচযুগ সদা হেরে যেই।
অনুদিন সব হীন হয় যেন সেই॥
বিদ্যাআদি বিনাশিনী প্রায় সব নারী।
সত্য কি না দেখ বাপ! হৃদয়ে বিচারী॥
ভবকারা ভ্রমি জীব কোন ভাগ্যোদয়ে।
সাধু সদ্বৈদ্যের সঙ্গ যদ্যপি করয়ে॥
তবে তার সদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
রতি সমুৎপন্ন হয় সত্য যেন মনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ৩৩॥

সাধু সদ্বৈদ্যের উপদেশ মন্ত্র ভরে।
বদ্ধজীব হৃদে কৃষ্ণে শ্রদ্ধাদি সঞ্চরে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদোভবন্তিহৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩৪॥

অনাদি বৈমুখ্যে জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
বিমোহিত হঞা রহে কহিনু তোমায়॥
সেই ত জীবের সাধু সঙ্গেতে নিশ্চয়।
শ্রীহরি বৈমুখ্য ভাব বিদূরিত হয়॥
শ্রীকৃষ্ণ সাম্মুখ্য লাভ তবে জীব করে।
সেই ত সাম্মুখ্য ভাবে বুঝয়ে অন্তরে॥
একমাত্র স্বামী কৃষ্ণ হয়েন আমার।
কৃষ্ণ বিনা এ দীনের গতি নাহি আর॥
কৃষ্ণের প্রসাদ হেতু সাধুসঙ্গ হয়।
সাধুসঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ সাম্মুখ্য লভয়॥
সাম্মুখ্য ভাবেতে জীব কৃষ্ণ ভগবানে।
সেবন করয়ে নিত্য নিজ পতি জ্ঞানে॥
অখণ্ড মাধুর্য্য রস আস্বাদন তরে।
শ্রীকৃষ্ণ পতিতে পরপতি ভাব করে॥
জ্ঞানানন্দাত্মক কৃষ্ণ স্বরূপ যে হয়।
সেই ত স্বরূপাচ্ছাদ অবিদ্যা করয়॥

সাধু সঙ্গ হৈতে সেই অবিদ্যা বিনাশ।
বিশুদ্ধ জীবের হয় জানিহ নির্য্যাস॥
কৃষ্ণ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি মায়া নাশে হয়।
তবে জীব হৃদে হয় প্রেমভক্ত্যুদয়॥
সেই প্রেম ভক্তি হয় অত্যাশ্চর্য্যময়।
যাহে নিত্য কৃষ্ণগুণাবলী স্ফূর্ত্তি হয়॥
তবে ত অনন্ত গুণলীলৈশ্বর্য্যময়।
কৃষ্ণে পতিরূপে জীব দর্শন করয়॥
এই সব হেতু এই হইল নিশ্চয়।
অবিদ্যাদ্বয়ের ধ্বংসে মোক্ষ লাভ হয়॥
স্বরূপাবরিকা, গুণ আবরিকা ভেদে।
অবিদ্যা দ্বিবিধ হয় কহে যত বেদে॥
প্রথম অবিদ্যা হৈতে মুক্ত যেই হয়।
দ্বিতীয় অবিদ্যা তার কভু নাহি রয়॥
প্রথম অভাবে হয় দ্বিতীয় অভাব।
প্রথম অভাবে সর্ব্বভাব অনুভাব॥
ভক্তি লাভ অন্তে বিশ্বমায়া হয় নাশ।
এই কথা সর্ব্ব শাস্ত্র মধ্যেতে প্রকাশ॥
অলৌকিক গুণময়ী অত্যন্ত প্রখরা।
শ্রীকৃষ্ণের যেই মায়া নিতান্ত দুস্তরা॥
ব্যভিচার শূন্যা ভক্তি যোগে যেই জন।
একমাত্র করি কৃষ্ণ-পাদাবলম্বন॥

নিঃসঙ্গে ভজয়ে কৃষ্ণ অনন্য ভাবেতে।
সেই মায়া মুক্ত হয় নিশ্চয় রূপেতে॥
তবে কৃষ্ণে পতিরূপে জানিবারে পারে।
শ্রীমুখের বাক্য এই কহিনু তোমারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৩৫।

সাধুসঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি উপজয়।
তবে জীব কৃষ্ণ কৃপা নিশ্চর লভয়॥
স্ব-ভর্ত্তা কৃষ্ণের কৃপা করিয়া দর্শন।
মায়া সেই জীবে ছাড়ে এইত কারণ॥
কৃষ্ণ কৃপা মরিযাদ পাছে হানি হয়।
এই ভাবি মায়া তারে বিমুক্ত করয়॥
ভর্ত্তার মর্য্যাদা রক্ষা ভার্য্যার স্বধর্ম্ম।
তোমারে কহিনু বৎস! এই গূঢ় মর্ম্ম॥
কি ছিনু, কি হইয়াছি, কি হইব পরে।
এই তিন কথা যার জাগয়ে অন্তরে॥
অদ্বৈতাখ্য মত ছাড়ি সেই ভাগ্যবান।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ করে উপাধান॥
অনায়াসে মায়াপাশ সেই করে নাশ।
বেদ-বিধি-বিজ্ঞে ইহা করেন প্রকাশ॥

যেই ঘট ধ্বংস হয় সে ঘটের আর।
কভু নাহি হয় গতি কহিলাম সার ॥
বিমুক্ত জীবের তথা সংসারে গমন।
পুনর্ব্বার নাহি হয় বেদের লিখন ॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
নিত্য প্রেমানন্দে ভুঞ্জে কৃষ্ণসেবা সুখ ॥
"মুক্তা-অপী"ত্যাদি শ্রুতির বচনে।
মুক্তের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হয় দরশনে ॥
যদি কহ অংশীশ্বর বিভিন্নাংশ দ্বারে।
মায়াবদ্ধ হঞা আসি স্ব-মায়া সংসারে ॥
মায়ার মোহন কার্য্য সহেন সতত।
তাহার উত্তর শুন বেদাদি সম্মত ॥
অনাদি হইতে সর্ব্ব প্রভু-ভগবান।
বিশ্বাধিকারিণী ভক্ত স্বরূপা আখ্যান ॥
স্ব-মায়াতে স্ব-দাক্ষিণ্য করিতে লঙ্ঘন।
সমর্থ নাহিক হন এইত কারণ ॥
দাক্ষিণ্যার্থে আনুকূল্য ভাব এই কয়।
যে ভাব পাইয়া মায়া স্ব-কার্য্য করয় ॥
মায়াতে দাক্ষিণ্য ভাব স্থাপন কারণ।
কৃষ্ণের কৃপার ক্ষ্যতি নহে কদাচন ॥
মায়া হৈতে বিভিন্নাংশ জীব সবাকার।
যেই ভয় সমুৎপন্ন হয় জানিবার ॥

সেই ভয় হেতু ভীত বদ্ধ জীবগণে।
স্ব-সাম্মুখ্য করে কৃষ্ণ করুণা ঈক্ষণে॥
সাম্মুখ্যার্থে তদ্ভজন করু জীবচয়।
যাহাতে মায়ার ভয় দূরীভূত হয়॥
বহু বিভিন্নাংশে কৃষ্ণ মুক্ত, বদ্ধ ভাবে।
স্ব-লীলা সাধেন নিত্য আপন প্রভাবে॥
পিতা বহু পুত্ররূপ করিয়া ধারণ।
যেমন সতত করে স্ব-কার্য্য সাধন॥
তৈছে বহু বিভিন্নাংশে ভগবান-হরি।
স্ব-কার্য্য সাধন করে দিবা-বিভাবরী॥
যৈছে বহু পুত্র একরূপ নাহি হয়।
তৈছে বহু বিভিন্নাংশ জীব এই কয়॥
নিত্য মুক্ত, বদ্ধ জীব বহুত আছয়ে।
বদ্ধজীব মুক্ত হয় কৃষ্ণের আশ্রয়ে॥
উত্তমা ভক্তির দ্বারে কৃষ্ণ লাভ যেই।
মুক্তিরূপা পরাসিদ্ধি কৃষ্ণপ্রিয়া সেই॥
আত্যান্তিক সুখ যেই মুক্তি কহি তারে।
কৃষ্ণ লাভে সেই সুখ কহিনু তোমারে॥
অন্য লাভে আত্যান্তিক সুখের অভাব।
বেদশাস্ত্র করিলেন এই অনুভাব॥
এ হেন পরমা মুক্তি লাভ করে যাঁরা।
দুঃখাশ্রয়ানিত্য এই সংসারে তাঁহারা॥

পুনর্জ্জন্ম নাহি লভে কহিলাম সার।
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই গীতাতে প্রচার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ॥ ৩৬॥

যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্ম ফলে জীবগণ।
ব্রহ্মাদি লোকেতে যদি করয়ে গমন॥
সেই সব লোক হৈতে পুনঃ সংসারেতে।
জন্ম লভে জীবগণ ভোগাবসানেতে॥
ব্রহ্মলোক প্রভৃতির বিনাশ আছয়।
অতএব তত্তদ্গত জীব সমুদয়॥
ভোগ অবসানে এই মায়িক সংসারে।
পুনর্ব্বার জন্ম লভে জানি শাস্ত্র দ্বারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদং॥ ৩৭॥

একবার কৃষ্ণ লাভ করিতে যে পারে।
আর তার জন্ম নাহি হয় এ সংসারে॥
আত্যান্তিক সুখ রূপ পরামুক্তি সেই।
নিশ্চয় লভিল শ্রীমুখের আজ্ঞা এই॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৩৮॥

সর্ব্বভাবে লয় যেই কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণের প্রসাদে সেই ভাগ্যবান জন॥
সকাম সকল কর্ম্ম বন্ধ বিমোচনী।
পরা শান্তি লভে, কন শাস্ত্র শিরোমণি॥
আর সেই জন পায় নিত্য নিরাময়।
গোবিন্দের পরংপদ বৈকুণ্ঠ নিশ্চয়॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
অর্জ্জুনে কহিলা হরি শ্রীমুখে আপনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
মৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥ ৩৯॥

তেজগণ যার তেজে পরাভূত হয়।
কৃষ্ণের পরম ধাম সেইত নিশ্চয়॥
শ্রীবৈকুণ্ঠ নাম তার প্রকৃতি অতীত।
সদানন্দময় সদা জড়াদি রহিত॥
তদ্গত জীবের জন্ম নাহি হয় আর।
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই গীতাতে প্রচার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৪০॥

বদ্ধ-মুক্তাবস্থা যাহা জীবের বিহিত।
তোমারে কহিনু তাহা যথা শাস্ত্রোদিত॥

মায়া নিজগুণে মোহে নিত্য জীবগণে।
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ এই মনে॥
জীবগণ করু সদা আমার সেবন।
মন্মায়া হইতে তাতে পাইবে মোচন॥
শ্রীকৃষ্ণাভিলাষ মিথ্যা হইবার নয়।
সেইত ভরসা বদ্ধ জীবের আছয়॥

তথাহি দশশ্লোকীভাষ্যে।

অনাদি মায়া পরিমুক্তরূপং
ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎপ্রসাদা।
বদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ কিলবদ্ধ মুক্তং
প্রভেদ বাহুল্যমথাপি বোধ্যং॥ ৪১॥

কৃষ্ণ কৃপা বারিধির এই পরিচয়।
জীবের মোচন সদা বাসনা করয়॥
কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম প্রভু শ্রীজীব গোস্বামী।
যাহা লিখিলেন তাহা কহিলাম আমি॥
বালিশাগ্রগণ্য মুঞি সদা ভক্তি হীন।
কর্ম্ম জড় তনু তাতে অতিশয় ক্ষীণ॥
সর্ব্বকার্য্যাক্ষম তবু মনের উল্লাসে।
জীবের বদ্ধাদ্যবস্থা করিনু প্রকাশে॥
যাহে জীব সমুদয় বদ্ধ-মুক্ত হয়।
যথাজ্ঞান প্রকাশিনু সেই সমুদয়॥

বিস্তার শুনিবে পরে কোন প্রিয় দ্বারে।
তত্রাপি কৃষ্ণের ইচ্ছা কহিনু তোমারে॥
বদ্ধ মুক্তাবস্থা দুই জীবের বিহিত।
সম্বন্ধ তত্ত্বেতে তাহা হৈল বিকশিত॥
অষ্টমে করিব ভক্তি তত্ত্ব সংকীর্ত্তন।
যদি মোর ইহা মধ্যে না হয় মরণ॥
শ্রীগুরু জাহ্নবী হরি করিয়া শরণ।
সপ্তম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥
সম্পূর্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব যাঁর কৃপেক্ষণে।
সেই প্রভু জয়যুক্ত হউন সগণে॥
প্রভু দীননাথ পাদপদ্ম করি আশ।
দশমূল রস কহে তদ্দাসানুদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে জীবানাং বদ্ধমুক্তাবস্থা ভেদ নিরূপণং নাম সপ্তম মূলং॥ ৭॥

অষ্টম মূলং।

কৃত্বা যদর্চ্চনং জীবঃ প্রাপ্নোতি ভক্তি সৎফলং।
মন্ত্ররূপঞ্চ তং কৃষ্ণং রাধেশং সমুপাস্মহে ॥ ১ ॥
হরিভাবাবেশং ভাবুকবরেশং।
রাসরসবুধং ভজ হলায়ুধং ॥ ধ্রুঃ ॥

কুলের ঠাকুর বন্দ কাণাই বলাই।
নবদ্বীপ পূর্ণ বিধু ঠাকুর নিমাই ॥
বৈষ্ণবের ধন বন্দ প্রভু নিত্যানন্দ।
ঠাকুর অদ্বৈত বন্দ গৌর প্রেমানন্দ ॥
বৈষ্ণবের কুল বন্দ প্রভু গদাধর।
শ্রীবংশীবদন বন্দ গৌর প্রিয়ঙ্কর ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বন্দ বৈষ্ণব প্রবর।
রূপ, সনাতন বন্দ প্রভুর দোসর ॥
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট বন্দ সমাদরে।
প্রভু রামচন্দ্র বন্দ পরি ভূমিপরে ॥
অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ভক্তের চরণ।
বিশেষ সামান্যরূপে করিনু বন্দন ॥
স্ব-সুত সম্পদ সেব্য বিপদভঞ্জন।
শুভদ, সুখদ পিতৃ-মাতৃ শ্রীচরণ ॥

আখিনীরে অভিষেক করিয়া ভক্তিতে।
ধরণী লুণ্ঠনে বন্দ সাষ্টাঙ্গ বিধিতে॥
প্রিয় বন্ধুগণ বন্দ নয়ন-রঞ্জন।
যথাযোগ্য ভাবে বন্দ বিশ্ব জীবগণ॥
কৃষ্ণলীলা পুষ্টিকারী পাষণ্ড চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দ সদা সর্ব্বক্ষণ॥
অষ্টম মূলেতে অভিধেয় তত্ত্ব কথা।
কহিব তোমারে বেদাদিতে উক্ত যথা॥
জীব আর ঈশ্বরের ভিন্নত্ব কারণ।
ঈশ্বরে জীবের ভক্তি নিত্য প্রয়োজন॥
জীবেশ্বর ভিন্ন মাত্র কেবল না হয়।
কৃষ্ণের অধীন জীব সর্ব্বদা আছয়॥
অধীনত্ব হেতু ভক্তি কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
"অতএবেত্যাদি" সূত্র ভাষ্যে এই কয়॥
মায়াশ্রয় কৃষ্ণ মায়া মুগ্ধ জীবগণ।
এ হেতু ঈশ্বর জীবে ভেদ বিলক্ষণ॥
মায়া মোহ নিবারক জীবের শ্রীহরি।
এ লাগি হরিতে ভক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করি॥
সদ্‌গুরু প্রসাদে কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে।
দেহাদি মমতা পাশ ছিণ্ডে সুনিশ্চয়ে॥
মায়াপাশ ছিন্নে সেই পাশ জন্য ক্লেশ।
সমূলে বিনষ্ট হয় কহিনু বিশেষ॥

তবে জীব জন্ম মৃত্যু স্বরূপ অপার।
সংসার সাগরোত্তীর্ণ হয় এই সার॥
তবে গোবিন্দের নিত্য অভিধ্যান দ্বারে।
লিঙ্গ শরীরের নাশ হয় একবারে॥
তবে শুদ্ধ সত্ত্বময় প্রকৃতি অতীত।
ভাগবত পদ জীব লভয়ে নিশ্চিত॥
তখন সম্পূর্ণ হয় স্বীয় অভিলাষ।
শ্বেতাশ্বতরেতে এই আছে সুপ্রকাশ॥
কৃষ্ণজ্ঞান আর মায়া পরিহার তরে।
কৃষ্ণেতে জীবের ভক্তি প্রয়োজন করে॥
অহং মম ইত্যনিত্য জ্ঞান দৃষ্টে যার।
সেই ত কৃষ্ণের মায়া গুণময্যাপার॥
হেন মায়োত্তীর্ণ হৈতে বাসনা যাহার।
গুর্ব্বাদিষ্টরূপে কৃষ্ণ সেবনীয় তার॥
মায়াধীশ কৃষ্ণাশ্রয় বিনা অন্য দ্বারে।
মায়া পার কোনজন হইতে না পারে॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

অহং মমেত্যজ্ঞানং যস্যা ঈক্ষণশক্তিতঃ।
ভবতি সা হরের্মায়া ত্রিগুণা বিশ্বমোহিনী।
তর্ত্তুমিচ্ছসি চেন্মায়াং গুর্ব্বাজ্ঞারূপতস্তদা।
ভজরে ভজরে মূঢ় মায়াধীশং হরেঃপদং॥ ২॥

আর অবিচ্ছেদানন্দ ভোগের কারণ।
কৃষ্ণেতে জীবের ভক্তি অতি প্রয়োজন॥
সর্ব্বানর্থ উপশম করিবার তরে।
অধোক্ষজে ভক্তিযোগ প্রয়োজন করে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাং॥ ৩॥

যদ্যপিহ তৎসাদৃশ্য জীবের আছয়।
তথাপি তৎপ্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত এই কহে ঋষিগণ।
জল বিনা স্নেহ নাহি সম্ভবে কখন॥
সেই রূপ ভক্তি বিনা জ্ঞান হৈতে নারে।
জ্ঞান শব্দে কৃষ্ণজ্ঞান কহিনু তোমারে॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি মাত্র প্রয়োজন।
ভক্তি বিনা কৃষ্ণ জ্ঞান নহে কদাচন॥
"অম্বুবদেত্যাদি" সূত্র ব্যাখ্যায় পুরাণ।
ঐছে ভাব প্রকাশেন কর অবধান॥

তথাহি পাদ্মে।

সহত্বা বুদ্ধি ভক্তিস্তু স্নেহ পূর্ব্বাভিধীয়তে।
তয়ৈব ব্যজতে সম্যগ্ জীবরূপং সুখাত্মকং॥ ৪॥

আত্যান্তিক সুখ লাভে হেতু ভক্তি হয়।
অতএব "ভক্তি জিজ্ঞাসাদৌ" সূত্র কয়॥

আত্যান্তিক সুখলাভ কৃষ্ণানুসেবন।
অপরোক্ষ ভাবে এই কহে ভক্তগণ ॥
পরোক্ষ স্বভাব কৃষ্ণ ভক্তের ভক্তিতে।
অপরোক্ষ হন নিত্য কহিনু নিশ্চিতে ॥
কৃষ্ণানুসেবন দ্বারে কৃষ্ণ কৃপাশক্তি।
ভক্ত হৃদে সমুদিত হয় এই ব্যক্তি ॥
সেই কৃপা শক্তি হৈতে কৃষ্ণের দর্শন।
নিশ্চয় হইয়া থাকে বেদের লিখন ॥
যদ্রূপ পরোক্ষরূপ ষড়্জাদি স্বরে।
সদানুশীলন দ্বারে গায়ক প্রবরে ॥
শ্রাবণ প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ প্রকার।
কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত কৃষ্ণ হেরে অনিবার ॥
"প্রকাশশ্চেত্যাদি" সূত্র অর্থে এই কয়।
ধ্যান্যাভ্যাস হেতু ধ্যাতাতদ্ব্রহ্ম দেখয় ॥
যথামত হয় যদি রাগানুশীলন।
প্রত্যক্ষ তাহার ধর্ম্ম হয় দরশন ॥
সকলের চিত্ত রঞ্জে সর্ব্বদুঃখ নাশে।
রাগের স্বভাব এই শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥

তথাহি শ্রীসংগীত দামোদরে।

যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগন্ত্রিতয়বর্ত্তিনাং।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥
যস্য শ্রবণ মাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বানুরঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতিস্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

রাগ অধিষ্ঠাতৃ দেবমূর্ত্ত সমুদয়।
রাগানুশীলনে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়॥
রাগেতে রঞ্জিত হয় সকল হৃদয়।
এই সব জানি ব্রজ গোপীকা নিচয়॥
কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আশে বৃন্দারণ্যে রাসে।
কৃষ্ণগুণ গান করে ভাবের উল্লাসে॥

তথাহি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণ দর্শন লালসাঃ॥ ৬॥

যথা গান্ধারাদিরাগ স্বরূপালাপনে।
রাগ অধিষ্ঠাতৃগণ দেয় দরশনে॥
তথা শুদ্ধা প্রেমভক্ত্যানুকূল্য-সেবনে।
মূর্ত্ত ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণ দেন দরশনে॥
মূর্ত্ত ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
শ্রীসচ্চিদানন্দ, হীন হান উপাদান॥
ওহে বৎস! তথা আনুকূল্যানুশীলনে।
পরোক্ষ স্বভাব হরি হয় দরশনে॥
কৃষ্ণ সন্দর্শনে হয় প্রেমানন্দোদয়।
যার আগে মোক্ষ আদি কিছু না লাগয়॥
ভক্তির চরম ফল প্রেমানন্দ ভোগ।
এ লাগি কর্ত্তব্য কৃষ্ণে নিত্য ভক্তিযোগ॥

মোক্ষাদি ভক্তির হয় অবান্তর ফল।
এইত সিদ্ধান্ত করে বেদাদি সকল॥
ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষ লঘুতাকারিণী।
দুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দদা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥ ৭॥

পাপ, পাপবীজ আর অবিদ্যা ভেদেতে।
ত্রিবিধ প্রকার ক্লেশ কহেন শাস্ত্রেতে॥
প্রারব্ধা-প্রারব্ধ ভেদে পাপ দ্বি-প্রকার।
প্রারব্ধ পাপের ভেদ শুনহ বিস্তার॥
দুর্জ্জাতিতে জন্ম আদি ক্লেশ সমুদয়।
যাহার দ্বারেতে ভোগ অবিরত হয়॥
সেইত প্রারব্ধ পাপ কহিনু তোমারে।
ফলোন্মুখ বলি শাস্ত্রে লিখিল যাহারে॥
অদৃষ্ট স্বরূপে যাহা আত্মাতে রহয়।
অপ্রারব্ধ পাপ সেই জানিহ নিশ্চয়॥
অনাদি অনন্ত অপ্রারব্ধ পাপে কহে।
শ্রীরূপের বাক্য এই কভু মিথ্যা নহে॥
ফলোন্মুখ শব্দার্থেতে প্রারব্ধ কহয়।
প্রারব্ধত্বোন্মুখ যেই তারে বীজ কয়॥

প্রারব্ধের হেতু সেই বীজেরে জানিবে।
বীজের কারণ কূট ইহাই মানিবে॥
যাহে কূটত্বাদি কার্য্যাবস্থারব্ধ নাই।
সেই অপ্রারব্ধ পাপ জানিহ সদাই॥
সকলের মর্ম্ম অর্থ করহ শ্রবণ।
অপ্রারব্ধ আদি বীজ স্বরূপে লিখন॥
অঙ্কুরোৎপাদনাবস্থা কূট তার হয়।
বীজ-শাখা-পল্লবাদি স্বরূপ নিশ্চয়॥
এ হেতু প্রারব্ধ ফল প্রসব উন্মুখ।
বৃক্ষের সদৃশ হয় জানিহ সুমুখ॥
অবিদ্যা শব্দেতে মায়া, অজ্ঞানাদি কয়।
শুভ শব্দে বিশ্বপ্রিণনাদি এই হয়॥
আদি পদে সদ্‌গুণাদি সকল জানিহ।
সুখ বৈষয়িক, ব্রাহ্ম, ঐশ্বর মানিহ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বিধ যেই।
তৃণসম জ্ঞান হয় কহিলাম এই॥
মোক্ষলঘুতাকৃদর্থ এইত নিশ্চয়।
স্ব-শাস্ত্রে শ্রীপ্রভু রূপ ইহাই লিখয়॥
বহু সাধনেতে শীঘ্র লভ্য নাহি হয়।
আশু নাহি দেয় হরি শ্রীনারদ কয়॥
এই দুই হেতু শাস্ত্রে সুদুর্ল্লভা কহে।
শ্রীরূপের বাক্য এই কভু মিথ্যা নহে॥

ভক্তি সুখ অম্ভোধির পরমাণু ন্যায়।
ব্রহ্মানন্দ ভক্ত কাছে সর্ব্বক্ষণ ভায়॥
সান্দ্রানন্দদার এই অর্থ নিরূপণ।
কৃষ্ণাকর্ষণীর অর্থ করহ শ্রবণ॥
প্রিয়বর্গ সহ কৃষ্ণে করি আকর্ষণ।
আপন বশেতে রাখে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্তির স্বভাব এই ষড়্বিধ প্রকার।
স্ব-শাস্ত্রে শ্রীপ্রভু রূপ করিলা প্রচার॥
ষড়্বিধ গুণের মধ্যে পঞ্চগুণ যাহা।
জ্ঞানেতে অপূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় তাহা॥
পূর্ণরূপে পঞ্চগুণ ভক্তিতে আছয়।
ষড়্গুণ কৃষ্ণাকর্ষণী জ্ঞানে নাহি রয়॥
জ্ঞানেতে সুলভা মুক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়।
যজ্ঞ আদি পুণ্য কর্ম্মে ভোগ মাত্র হয়॥

তথাহি তন্ত্রে।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি ভক্তির কেবল।
জ্ঞানাদির ফল মুক্তি প্রভৃতি সকল॥
কেবল ভক্তিতে সেই পরংব্রহ্ম হরি।
নন্দাদির গৃহে রন কহিনু বিবরি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষা-
দ্গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং॥ ৯॥

কৃষ্ণে আকর্ষণ করি ভক্তির দ্বারেতে।
শ্রীনন্দ, পাণ্ডব আদি স্ব-স্ব ভবনেতে॥
আজ্ঞাধীন করি কৃষ্ণে করিলা সেবন।
শাস্ত্র-বিজ্ঞে এই কথা করেন কীর্ত্তন॥
অতএব জ্ঞান আদি করিয়া বর্জ্জন।
শুদ্ধ ভক্তি গ্রাহ্য করে ভাগ্যবান জন॥
সর্ব্বানর্থনাশি ভক্তি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।
জীবের করান এই কহিলাম সার॥
পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ভক্তি বিনে।
কদাপি নাহিক হয় কহেন প্রবীণে॥
এই সব হেতু দ্বারে শাস্ত্র বিজ্ঞে কয়।
জীবের শুদ্ধৈকাভক্তি বরণীয় হয়॥
শ্রীমম্মুচুকুন্দাখ্যানে মুনিবর ব্যাস।
শ্লোকাষ্টকে ভক্তিগ্রাহ্য করিলা প্রকাশ॥
সেই আট শ্লোক হয় ভাগবত সার।
সন্দর্ভ বিস্তার ভয়ে না করি বিস্তার॥

জীবের শুদ্ধৈকাভক্তি কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
বহু হেতু দ্বারে তাহা করিমু নির্ণয়॥
ভক্তির নিত্যতা এবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে হইবে তুয়া আনন্দিত মন॥
যেই কালাবধি এই বিশ্ব জীবগণ।
বিষ্ণুভক্তি সুধারস না করে সেবন॥
সেই কালাবধি বিশ্ব জীব সমুদয়।
মায়াময় সংসারেতে ভ্রমণ করয়॥
সকল রসের সার হরি-রস হয়।
ভক্তি সহ তার যেই না করে আশ্রয়॥
সেই জরা-মরণাদি ব্যসন নিচয়।
পুনঃ পুনঃ ভোগ করে জানিহ নিশ্চয়॥
জরা আদি শত দুঃখ জন্ম হেতু যাহা।
বহু জন্ম ধরি সেই ভোগ করে তাহা॥
নরক প্রভৃতি রূপ প্রহার তাহার।
পুনঃ পুনঃ হয় এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥

তথাহি শ্রীমদ্ধরিভক্তিবিলাসে।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি
বার্ত্তা সুধারস বিশেষ রসৈকসারং।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাত
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥ ১০॥

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য লোক জগতে যাহারা।
পরম শ্রেয়ের পন্থা ভক্তিকে তাহারা॥
পরিত্যাগ করি বোধ লাভের কারণ।
বেদ পঠনাদি ক্লেশ করে সর্ব্বক্ষণ॥
ক্লেশ মাত্র অবশেষ সেই সবাকার।
ফলে লাভ কিছু নহে কহি বার বার॥
যৈছে সারহীন স্থূল তুষাবঘাতনে।
তণ্ডুল নাহিক লাভ হয় কদাচনে॥
হস্তাদি বেদনা মাত্র ফলে লাভ হয়।
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই ভাগবতে কয়॥
তৈছে কৃষ্ণভক্তি যারা করিয়া বর্জ্জন।
জ্ঞানলাভ জন্য ক্লেশ করে অনুক্ষণ॥
তাহাদের ক্লেশ ফল লাভ অবশেষ।
ভক্তির অধীন জ্ঞান কহিনু বিশেষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥ ১১॥

যৈছে পিতৃ-মাতৃ অনাদরে অধোগতি।
তৈছে কৃষ্ণ অনাদরে জানিহ দুর্গতি॥

শ্রীভগবানের মুখ-বাহূরু-চরণে।
আশ্রমের সহ চারি বর্ণ অনুক্রমে ॥
সমুৎপন্ন হইয়াছে ভাগবতে কয়।
অতএব ভগবান জনক নিশ্চয় ॥
সেই চারি বর্ণমধ্যে যেই সবজন।
স্ব-স্ব পিতা ভগবানে না করে ভজন ॥
কিংবা তাঁহে কভু নাহি চাহে জানিবারে।
অথবা জানিয়া সদা অবজ্ঞা প্রচারে ॥
বর্ণাশ্রম ভ্রষ্ট হঞা সেই সব জন।
নিশ্চয় নিশ্চয় করে নরকে গমন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১২ ॥

স্মর্ত্তব্য সতত বিষ্ণু জীব সবাকার।
বিস্মর্ত্তব্য নহে কভু কহিলাম সার ॥
সকল নিষেধ, বিধি কিঙ্কর ইহার।
ভক্তির নিত্যত্ব এই করিনু প্রচার ॥
সকল বর্ণের, সর্ব্বাশ্রমীর পক্ষেতে।
এই বিধি নিত্য কহে সকল শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি পাদ্মে।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
ইত্যসৌ স্যাদ্বিধির্নিত্যঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদিষু।
নিত্যত্বেঽপ্যস্য নির্ণীতমেকাদশ্যাদিবৎ ফলং॥ ১৩॥

নিত্যত্বপ্রযুক্ত ভক্তি কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
অকরণে প্রত্যবায় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ভক্তির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন॥
যাহাদের দ্বারে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়।
সদা সর্ব্বক্ষণ হৃদে অনুভূত হয়॥
সেই সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সর্ব্বক্ষণে।
সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীনন্দ-নন্দনে॥
স্বাভাবিকী বৃত্তি যেই প্রসরণ হয়।
তাহারে নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি কয়॥
শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষেতে তাহাই।
মুক্ত্যপেক্ষা গরীয়সী লিখিলা গোঁসাই॥
ইন্দ্রিয় গণের ঐছে বৃত্তি সমুদয়।
বেদোদিত কর্ম্ম বিনা হইতে না রয়॥
বেদোদিত কর্ম্মে যবে প্রবৃত্তি জন্ময়।
তবে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কৃষ্ণগত হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাং।
সত্ব এবৈকমনসোবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥ ১৪॥

ভক্তি অনুকূল কর্ম্ম বেদোদিত যাহা।
বেদোদিত কর্ম্ম শব্দে বুঝিবেক তাহা॥
ভক্তির লক্ষণ এই হৈল সমাপন।
ভক্তির স্বরূপ এবে করহ শ্রবণ॥
আত্মসুখ হেতু যাহা হয় দরশন।
সেই হেতু শূন্য চিত্ত, তদ্গত জীবন॥
কর্ম্মাদির ব্যবধান সম্পূর্ণ রহিত।
মনের সর্ব্বদা গতি তদ্রূপে নিশ্চিত॥
ভক্তির স্বরূপ এই কহিনু তোমায়।
সাক্ষাদ্রূপা সেই ভক্তি স্বরূপে জানায়॥
অব্যবহিতার্থে ভক্তি স্বরূপ লিখয়।
স্বরূপার্থে সাক্ষাদ্রূপা আরোপিত নয়॥

তথাহি শ্রীতৃতীয় স্কন্ধে।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত॥
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥ ১৫॥

সালঙ্কৃতা গঙ্গা যথা অবচ্ছিন্ন ভাবে।
বিনির্গত হয় নিজ নির্ম্মল স্বভাবে॥
তৈছে কৃষ্ণগুণ আদি শ্রবণ মাত্রেতে।
মনের বিশিষ্ট গতি যেই শ্রীকৃষ্ণেতে॥
কৃষ্ণ সর্ব্ব গুহাশয় হেতু সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বপ্রিয়, সর্ব্বসেব্য, শর্ম্মদ, বিষয়॥
আন্তর ভক্তির সেই স্বরূপ লক্ষণ।
বিস্তার রূপেতে শুন তার বিবরণ॥
সেই হেতু কৃষ্ণগুণ আদির শ্রবণে।
অবচ্ছিন্নভাবে মন কৃষ্ণের চরণে॥
গতিপ্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তির স্বরূপ।
বিচারি কহেন এই রূপ কবিভূপ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়িসর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং॥ ১৬॥

কৃষ্ণপদে অবচ্ছিন্ন মনের যে গতি।
ভক্তির স্বরূপ সেই কহে পশুপতি॥
সমুদ্রে গঙ্গার গতি দৃষ্টান্ত তাহার।
ভাগবত আদিশাস্ত্র দেন বার বার॥
অবচ্ছিন্নভাব অর্থ কহিব তোমারে।
রামানুজ আদি যাহা ভাষ্যেতে প্রচারে॥

যৈছে তৈল, লালাধারা হয় প্রবাহিত।
স্ব-স্ব আধারের সহ হইয়া মিলিত॥
তৈছে কৃষ্ণপদে যেই মন সর্ব্বক্ষণ।
বিচ্ছেদ রহিত হঞা করয়ে গমন॥
ভক্তির স্বরূপ সেই জানিহ নিশ্চয়।
স্ব স্ব ভাষ্যে রামানুজ প্রভৃতি লিখয়॥
হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি সাক্ষাদ্রূপা যেই।
ভক্তির স্বরূপ স্পষ্ট কহিলাম এই॥
এই হেতু ছায়ারূপা ভক্তিকে কহয়।
শ্রীনারদ বাক্য ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি পাদ্মে।

.পাষণং তেন রূপেণ বৈকুণ্ঠে প্রকরোষি চ।
ভূমৌভক্ত বিপোষায় ছায়ারূপং ত্বয়াকৃতং॥ ১৭

স্বরূপে বৈকুণ্ঠে ভক্তে করেন পোষণ।
পৃথিবীস্থ ভক্তগণে করিতে পালন॥
ছায়ারূপা হয় ভক্তি করিনু কীর্ত্তন।
ছায়া শব্দে প্রতিবিম্ব কহে বুধগণ॥
বিম্ব বিনা প্রতিবিম্ব অসম্ভব হয়।
বিম্ব প্রতিবিম্বে স্বরূপাংশে এক কয়॥
অতএব সেথা এথা একরূপ জানি।
তাহাতে প্রমাণ গোপীগণ এই মানি॥

সাধক সিদ্ধের কৃষ্ণসেবা প্রকরণে ।
বিচারি কহিলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনে ॥
অচিতে কায়াদি দ্বারা সাধিবেক যাহা ।
চিতে আশানুরূপেতে লভিবেক তাহা ॥
অচিতে সামান্যরূপে, চিতে পূর্ণভাবে ।
লভিবে সম্পূর্ণ সেবা স্বরূপ-স্বভাবে ॥
অচিতে কায়াদি দ্বারা না সাধিবে যাহা ।
চিতে স্ব-স্বরূপে স্ফূর্ত্তি না হইবে তাহা ॥
চিৎ প্রতিফলনাচিত জানিবে নিশ্চয় ।
"চিদচিন্মিশ্রিত" তেঞি শ্রীজীব লিখয় ॥
চিদচিতে তিন সেবা সমান প্রকাশ ।
চিতে পূর্ণাচিতে ন্যূন রূপের আভাস ॥
এথা যাহা সেথা তাহা কিছু নাহি ভেদ ।
এথা মায়া প্রত্যাযিত কহে যত বেদ ॥
ভাগ্যবান স্নিগ্ধ শিষ্য বিনা অন্যজনে ।
এ সব রহস্য নাহি বুঝিবে কখনে ॥
অস্নিগ্ধ শিষ্যের নাহি ইথে অধিকার ।
শ্রীগুরু প্রসাদে ক্রমে হৈতে পারে তার ॥
এথা খণ্ডানন্দ সেথা পূর্ণানন্দ জানি ।
এই হেতু ন্যূন, পূর্ণ বলিয়া বাখানি ॥
স্নিগ্ধ গুরু প্রসাদেতে এই সব তত্ত্ব ।
স্ফূর্ত্তি হয় শিষ্য হৃদে কহিলাম সত্ত্ব ॥

হ্লাদিনীর কৃষ্ণানন্দকরী বৃত্তিগণ।
গোপীরূপে সমুদিতা শাস্ত্রের লিখন॥
কৃষ্ণ বশঙ্করী বৃত্তি হ্লাদিনীর যেই।
ভক্তি নাম হয় তাঁর কহিলাম এই॥
হ্লাদিনীর অংশ ভক্তি-গোপীগণ হয়।
সিদ্ধান্ত বচন এই জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণপ্রিয় শক্তি ভক্তি হয় অতিশয়।
তেঞি ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব সবে কয়॥
পরোক্ষ স্বভাব হরি ভক্তির কর্ষণে।
ঝটিতি দর্শন দেন কহে ভক্তগণে॥

তথাহি পাদ্মে।

নৃণাং জন্ম সহস্রেণ ভক্তৌপ্রীতিহি জায়তে।
কলৌভক্তিঃ কলৌভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরস্থিতঃ॥ ১৮॥

অন্তর প্রত্যক্ষে হ্লাদিনীর বৃত্তি রহে।
এ হেতু স্বরূপ দুই শাস্ত্রবিজ্ঞে কহে॥
অন্তর স্বরূপ আর স্বরূপ প্রত্যক্ষ।
দুইত স্বরূপ কহে বেদ সর্ব্ব দক্ষ॥
অন্তর স্বরূপে ভক্তি সদা সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণেতে মনের গতি করেন সাধন॥
প্রত্যক্ষ স্বরূপে রহি কৃষ্ণপ্রিয় স্থানে।
কৃষ্ণানন্দ, ভক্তানন্দ করেন আদানে॥

তথাহি তত্রৈব।

যস্তু ভক্তিঃ প্রিয়া তস্য সততং প্রাণতোঽধিকা।
যয়াহুতোঽপি ভগবান্ যাতি নীচ গৃহেষ্বপি॥ ১৯॥

চিন্মূর্ত্তি পরমানন্দ সরব-সুন্দরী।
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণ নগর-নাগরী॥
ভক্তির স্বরূপ এই চিদ্রূপ শ্রীহরি।
স্বরূপে সৃজিলা নিজ শক্ত্যে কৃপা করি॥
ভক্তির স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয়।
সত্য সঙ্কল্পের সৃষ্টি মিথ্যা কভু নয়॥

তথাহি পাদ্মে।

ইতি নিশ্চিত্য চিদ্রূপঃ স্বরূপাং তাং সসর্জ্জহ।
পরমানন্দ চিন্মূর্ত্তিং সুন্দরীং কৃষ্ণবল্লভাং॥ ২০॥

অন্তর প্রত্যক্ষে ভক্তি ভক্তের পোষণ।
কৃষ্ণ আজ্ঞা অনুসারে করে সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি তত্রৈব।

বদ্ধাঞ্জলিং স্বয়াপৃষ্টঃ কিং করোমীতিচৈকদা।
তাং তদাজ্ঞাপয়ৎ কৃষ্ণো মদ্ভক্তান্ পোষয়েতি চ॥ ২১॥

নবীনা নাগরী যৈছে নবীন নাগরে।
নানাভাব ভঙ্গ্যাদিতে বশীভূত করে॥
তদ্রূপ নবীনাভক্তি নওল কিশোরে।
বশীভূত করে সদা কহিলাম তোরে॥

সতত নবীনাভক্তি হরিধাম গণে।
শৌনকে কহেন ইহা সূত তপোধনে॥

তথাহি তত্রৈব।

বৃন্দাবনং পুনঃপ্রাপ্য নবীনেন স্বরূপিণী।
জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপাত্র সাম্প্রতং॥ ২২॥

গোকুল সম্ভবাভক্তি গোকুল পালিকা।
গোকুল বিধুর প্রিয়া তদঙ্ঘ্রি সেবিকা॥
গোকুল মোহিনী দেবী গোকুল-রঞ্জনী।
গোকুলে গোবিন্দপ্রদা মুক্ত্যাদি গঞ্জনী॥
যথা স্বাহ্লাদিনী শক্তি বৃত্তি সহ হরি।
ব্রজে নিত্যলীলা করে নানা ভাব ধরি॥
তথা স্বাহ্লাদিনী শক্তি বৃত্তিতে শ্রীহরি।
অন্তর্বাহ্যে লীলা করে দিবস সর্ব্বরী॥
যথা নিজ প্রতিবিম্বে হইয়া বিভ্রম।
ক্রীড়া করে শিশুগণ করি ক্রীড়া ক্রম॥
তথা কৃষ্ণ স্বাহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিতে।
অন্তর্বাহ্যে ক্রীড়া করে কহে বেদাদিতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ॥ ২৩॥

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি গোপী-ভক্তি হয়।
"সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ীত্যাদি" বাক্যে এই কয়॥
যৈছে গোপী অন্তর্ব্বাহ্যে করি অবস্থান।
কৃষ্ণপ্রীতি লাগি কৃষ্ণে সেবে অবিশ্রাম॥
তৈছে ভক্তি অন্তর্ব্বাহে কৃষ্ণসেবা করে।
ইহার মর্ম্মার্থ জাগে ভক্তের অন্তরে॥
ভক্তির স্বরূপ দুই কহিনু তোমারে।
যাঁর পুত্র জ্ঞান আর বৈরাগ্য প্রচারে॥
শ্রীভক্তির অনুব্রতা দাসী মুক্তি হয়।
যার অনুগত জ্ঞানী গণ এই কয়॥

তথাহি পাদ্মে।

অঙ্গীকৃতং ত্বয়াতস্মৈ প্রসন্নোঽভূদ্ধরিস্তদা।
মুক্তিদাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞানবৈরাগ্যকারিণি॥ ২৪॥

ভক্তি প্রতি নিত্য তুষ্ট কৃষ্ণ-ভগবান।
মুক্তিকে ভক্তির দাসী রূপে করে দান॥
মুক্তি দাসী আর জ্ঞান, বৈরাগ্য তনয়।
শ্রীভক্তির অনুগত সর্ব্বকাল হয়॥
সবার উপর ভক্তি এই ত কারণে।
ইহা নাহি বুঝে যত ভাগ্যহীন জনে॥
স্বগণ সহিত ভক্তি স্বরূপ বর্ণন।
এইরূপে করিলেন ভক্তোত্তমগণ॥

পরোক্ষ বস্তুরে ভক্তি অপরোক্ষ করে।
ভক্তির স্বভাব এই বুঝহ অন্তরে॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ আর বেদ অধ্যয়নে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি কভু নাহি হয় যেন মনে॥
কেবল ভক্তির দ্বারে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।
প্রমাণ তাহাতে ব্রজগোপীকা আছয়॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ন তপোভির্নবেদৈশ্চ ন জ্ঞানৈ নাপি কর্ম্মণা।
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥ ২

সহস্র জন্মের পুণ্যে মনুষ্য সবার।
ভক্তি প্রতি প্রীতি হয় কহিলাম সার॥
কলিতে কেবল ভক্তিদ্বারে ভগবান।
জীবের সম্মুখে শীঘ্র হন অধিষ্ঠান॥

তথাহি তত্রৈবোত্তরখণ্ডে।

নৃণাং জন্ম সহস্রেণ ভক্তৌপ্রীতিহি জায়তে।
কলৌভক্তি কলৌভক্তির্ভক্ত্যাকৃষ্ণঃ পুরস্থিতঃ॥ ২৬॥

কলৌভক্তিঃ কলৌভক্তিঃ নিশ্চয়ার্থে কহে।
শ্রীনারদ বাক্য এই মিথ্যা কভু নহে॥
ব্রত, তীর্থ, যোগ, যাগ, জ্ঞান আদি করি।
কলিতে সকল মিথ্যা কহিনু বিবরি॥
কেবল অচলাভক্তি করে মুক্তি দান।
শ্রীনারদ বাক্য এই পুরাণে প্রমাণ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তি জন্যানন্দ যেই সেই মুক্তি ।
সারগ্রাহীভক্ত সবাকার এই উক্তি ॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি জন্যানন্দ ব্যতীত নিশ্চয় ।
বীজসহ দুঃখ ধ্বংস কভু নাহি হয় ॥
অথবা স্বরূপে স্থিতি মুক্ত্যর্থে জানায় ।
"স্বরূপেণ ব্যবস্থিতং" প্রমাণ তাহায় ॥
জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস ।
পূর্ব্বে করিয়াছি যার সসাক্ষী প্রকাশ ॥
ভক্তিফল মুক্তি ইহা শুনিবে যথায় ।
ভক্তকৃত ঐছে অর্থ করিবে তথায় ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে ভক্তিবিনা আর ।
পাপ নাশিবার শক্তি নাহিক কাহার ॥
ভক্তিরত হয় যদি মহাপাপীজন ।
সেহ অনায়াসে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

[illegible]তাশ্চ যে জীবা ভবিষ্যন্তি কলাবিহ ।
পা[illegible]গমিষ্যন্তি নির্ভয়া কৃষ্ণমন্দিরং ॥ ২৮ ॥

ভূত, প্রেতাসুর আদি পিশাচ রাক্ষসে ।
ভক্তিরত জনে ছুঁতে না করে সাহসে ॥

তথাহি তত্রৈব।

ন প্রেতো ন পিশাচো বা রাক্ষসো বা সুরোঽপিবা।
ভক্তিযুক্তমনস্কানাংস্পর্শনেঽপি প্রভুর্ভবেৎ॥ ২৯॥

কৃষ্ণগুণ লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তনে।
একান্তানুরাগ যেই হয় দরশনে॥
ভক্তির স্বরূপ সেই গর্গ ঋষি কয়।
শ্রীনারদ সূত্র ইথে প্রমাণ আছয়॥
ভক্তির স্বরূপ আত্মরতি সর্ব্বক্ষণ।
শাণ্ডিল্যের মত এই করিনু কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে কর্ম্ম প্রভৃতি অর্পণ।
কৃষ্ণ বিস্মরণে ব্যাকুলতা সক্রন্দন॥
ভক্তির স্বরূপ এই শ্রীনারদ কহে।
সকলের বাক্য সত্য কভু মিথ্যা নহে॥
কিন্তু সকলাঙ্গ পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণ।
ঐছে ঋষিগণ বাক্যে না করি দর্শন॥
সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ভক্তি স্বরূপ বর্ণন।
করিলেন প্রভু বংশী, রূপ, সনাতন॥
বংশীলীলামৃত, বৃহদ্ভাগবতামৃত।
ভক্তিরসামৃত এই তিনামৃত ধৃত॥
শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি বাক্য অনুসারে।
ভক্তির স্বরূপ আদি কহিব তোমারে॥

সর্ব্বভাবে রসনিধি কৃষ্ণের সেবনে।
ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে মহাজন গণে॥
"ভজ" এই ধাত্বর্থেতে কৃষ্ণানুসেবন।
অতএব কৃষ্ণসেবা ভক্তিতে গণন॥

তথাহি গারুড়ে।

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥ ৩০॥

"ভক্তিঃ সেবা ভগবত" ইত্যাদি বচনে।
কৃষ্ণের সেবাই ভক্তি হয় দরশনে॥

পদং।

মনের বাসনা যত,　নদ নদী বেগ মত,
সেই বেগ করিয়া ছেদন।
জ্ঞান, কর্ম্ম আদি যেই,　মুক্তি, ভোগপ্রদ সেই,
তার মুখ না করি দর্শন॥
আনুকূল্যে সর্ব্বক্ষণ,　রাধাকৃষ্ণানুশীলন,
করিব গোকুল অনুসারে।
উত্তমা ভকতি সেই,　তোমারে কহিনু এই,
ইথে আর নাহিক বিচারে॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ৩১॥

অনুশীলনার্থ করে টীকাকার যাহা।
তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা॥
প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা দুই হয়।
সেই দুই চেষ্টা তিনে প্রকাশ করয়॥
শরীর, বচন আর মন এই তিনে।
চেষ্টান্বয়াধার কহে শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণে॥
প্রীত্যাত্মক ভাব যারে শাস্ত্রেতে কহয়।
সেই ভাব মানসিক জানিহ নিশ্চয়॥
কেবল শ্রীকৃষ্ণ আর তদ্ভক্ত কৃপায়।
ঐছে ভাব লাভ হয় কহিনু তোমায়॥
প্রতিকূল হয় যদি কৃষ্ণানুশীলন।
তবে তারে ভক্তি নাহি বলে ভক্তগণ॥
শস্ত্রীকে আনহ এই বচনের দ্বারে।
শস্ত্র আনয়ন যুক্ত নাহি হৈতে পারে॥
কিংবা শস্ত্রী আগমনে শস্ত্র আনয়ন।
লক্ষণার দ্বারে সিদ্ধ করে বুধগণ॥
তথা অনুকূল অনুশীলন বচনে।
আনুকূল্যে ভক্তি সিদ্ধ করে বুধগণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে স্পৃহনীয় প্রবৃত্তিরে।
আনুকূল্য ভক্তি কহে শাস্ত্রজ্ঞ সুধীরে॥
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে হৃদয়ের বৃত্তি যেই।
ভক্তি তার নাম হয় কহিলাম এই॥

অথবানুকূল্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে অভ্যাস।
আনুকূল্যানুশীলন জানিহ নির্যাস॥
প্রাতিকূল্য যথা তথা ভক্তিসিদ্ধ নয়।
অতএব টীকাকার ইহাই লিখয়॥
কৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি যে হয়।
আনুকূল্য কহে তারে জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণোদ্দেশ বিনা অন্য প্রবৃত্তি কেবলে।
প্রাতিকূল্য ভাব কহে পণ্ডিত সকলে॥
আনুকূল্যে মুহুর্মুহু কৃষ্ণানুশীলন।
"অনু" শব্দার্থেতে এই হয় দরশন॥
অনুশীলনার্থে কৃষ্ণসেবা ক্রিয়া কয়॥
অতএব ক্রিয়ারূপা ভক্তি সুনিশ্চয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বৃত্তি সেই ভক্তি।
যাহার আশ্রয়ে হয় কৃষ্ণেতে আসক্তি॥
ভক্তিস্বরূপের এই সম্পূর্ণ লক্ষণ।
ত্রয়ামৃত অনুসারে করিনু কীর্ত্তন॥
তটস্থ লক্ষণ তবে করহ শ্রবণ।
ত্রয়ামৃতে যেইরূপ আছয়ে লিখন॥
শুষ্ক জ্ঞান আর কাম্য কর্ম্মাদি নিচয়।
ভক্তির তটস্থ ভাব জানিহ নিশ্চয়॥
জ্ঞানার্থে নির্ভেদরূপ ব্রহ্মানুসন্ধান।
বুঝিতে হইবে এথা হঞা প্রণিধান॥

ভজনীয়ানুসন্ধান না বুঝিবা কভু।
সেব্যাবশ্যাপেক্ষনীয় কহে জীব প্রভু॥
কর্ম্মার্থে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম জানিবা এখানে।
নিত্য-নৈমিত্তিক আদি যার অভিধানে॥
ভজনীয় পরিচর্য্যা আদি নাহি হয়।
যাহা কৃষ্ণানুশীলন রূপ সুনিশ্চয়॥
"আদি" পদার্থেতে যোগ বৈরাগ্যাদি কয়।
সাংখ্য আদি প্রতিকূল শাস্ত্র সমুদয়॥
কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি এই মাত্র জানি।
সেই ভক্তি ভক্তিশাস্ত্র দৃষ্টে সদা মানি॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নিত্য কৃষ্ণের সেবনে।
ভক্তি বলি শ্রীনারদ করেন কীর্ত্তনে॥
সেইত সেবন আনুকূল্যানুশীলন।
ভক্তি বিনা অন্য ফল কামনা বর্জ্জন॥
অভেদস্বরূপ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান হীন।
স্মৃত্যুক্ত নিত্যাদি কর্ম্ম সম্বন্ধ বিহীন॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ৩২॥

জ্ঞান আদি শূন্য অনুকূলতাচরণে।
সেবনের মুখ্য অর্থ করে শ্রীবদনে॥

ভক্তির বিশুদ্ধ ভাব দেখাবার তরে।
দেহাদি ব্যাপার রূপ গৌণ অর্থ করে॥
মুখ্যার্থে চরম কহে গৌণ তদিতর।
অক্ষপাদাদিতে ইহা হইবে গোচর॥
যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে।
তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধা শান্তি হয় অনায়াসে॥
তথা শ্রবণাদি রূপ কৃষ্ণানুশীলনে।
প্রেমোদয় হয় হৃদে কহে ভক্তগণে॥
তবে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ স্বরূপ-বিকাশ।
নিশ্চয় নিশ্চয় হয় করিনু প্রকাশ॥
তবে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যোপজয়।
এককালে এই তিন সমাপন হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্রচৈযত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নত স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং। ৩৩॥

এইরূপ অনুবৃত্ত্যে অচ্যুত-চরণ।
যেইজন ভজে সেই ভাগবতোত্তম॥
ভক্তি আর প্রাপঞ্চিক সংসারে বিরক্তি।
লভি কৃষ্ণ অনুভবী করে তদাসক্তি॥
আত্যন্তিক ক্ষেম সেই সবাকার হয়।
যার পর ক্ষেম নাই কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্ব্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥৩৪॥

"প্রপদ্যমানস্য" শব্দে তদ্ভজনকারী।
স্বামি, বিশ্বনাথ বাক্যে ইহাই নেহারি ॥
"প্রপদ্যমানস্য" আর "ভজতোঽনুবৃত্ত্যা।"
এই দুই বাক্যে কহে মহাজন রিত্যা ॥
শ্রীহরি-ভজন যেই সেই ভক্তি হয়।
ভজনার্থে সেবা এই শ্রীগারুড়ে কয় ॥
পরেশানুভব ভক্তি সিদ্ধ হয় যথা।
প্রেমরূপাভক্তি সিদ্ধ জানিবেক তথা ॥
প্রেমভক্তি বিনা কৃষ্ণ অনুভব নহে।
বহু বিচারিয়া এই শ্রীরূপাদি কহে ॥
পরেতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তার।
কৃষ্ণের ভজন ভক্তি এই জ্ঞান সার ॥
"ভক্তিরস্যেত্যাদি" শ্রুতি বাক্যের দ্বারায়।
কৃষ্ণের ভজন ভক্তি গোসাঞি জানায় ॥
ইহ মুত্র সুখ আশা করিয়া বর্জ্জন।
কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি শ্রুতির লিখন ॥
উপলক্ষণের দ্বারে কোন কোনজনে।
ভক্তি বলি মানে অন্য দেবানুশীলনে ॥

স্ব-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরাক্ষেপ যেই।
ইত্যুপলক্ষণবিধি কহিলাম এই ॥

তথাহি স্মৃতৌ।

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থে স্বসমর্পণং।
উপাদানং লক্ষণঞ্চেত্যুক্তাশুদ্ধৈব সা দ্বিধা ॥ ৩৫ ॥

মীমাংসা দর্শন তারা না করি দর্শন।
উপলক্ষণেতে ভক্তি করয়ে স্থাপন ॥
সোমযাগে পদধূলি যূপে দিতে হয়।
"সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" শ্রুতি এই কয় ॥
মীমাংসা দর্শন নাহি দেখিল যাঁহারা।
ঐছে বাক্যে মহানর্থ ঘটায়েন তাঁরা ॥
দ্বিজ-পদধূলি দেয় যূপের উপরে।
বাগ্দেবীর কুন্তলাদি শ্বেত ব্যাখ্যা করে ॥
পদধূলি শব্দে গোর পদধূলি হয়।
সর্ব্বশুক্লা অর্থে কুন্তলাদি বর্জ্জি কয় ॥
শ্রুতির মীমাংসা এই না করি দর্শন।
যাগ নষ্ট দেবীভ্রষ্ট করে বিলক্ষণ ॥
তৈছে ভক্তি শাস্ত্রাদির মীমাংসা না জানি।
স্বার্থেতে হইয়া অন্ধ করে টানাটানি ॥
উপলক্ষণেতে অন্য দেবানুশীলনে।
ভক্তি বলি শিক্ষা দেন স্ব-স্ব শিষ্যগণে ॥

"যতস্তে মুক্তি পক্ষগাঃ" মীমাংসা তাহার।
না জানিয়া ঐছে বিধি করেন প্রচার॥
একত্ব অভাব যথা তথোপলক্ষণ।
কদাপি নাহিক হয় শুনহ কারণ॥
সাত্ত্বিক পূজার উপলক্ষণের দ্বারে।
তামসিক পূজা কভু হইতে না পারে॥
একত্ব অভাব হয় তাহাতে কারণ।
তোমারে কহিনু এই মীমাংসা বচন॥
কৃষ্ণ বিনা আর কেহ ভক্তি দিতে নারে।
অন্য দেবগণ মুক্ত্যাবধি দিতে পারে॥
সগুণের নির্গুণেতে নাহি অধিকার।
শাস্ত্রের মীমাংসা এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
নির্গুণা শ্রীভক্তি শুদ্ধ-সত্ব স্বরূপিণী।
কৃষ্ণশক্তি-কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণানুবর্ত্তিনী॥
এই সব না জানিয়া অজ্ঞজনগণে।
সগুণে নির্গুণা ভক্তি করয়ে স্থাপনে॥
সগুণ অধীনা নহে গুণাতীতা ভক্তি।
এই বেদবাক্য খণ্ডে কার হেন শক্তি॥
নির্গুণের সেবা বিনা অন্যের সেবনে।
ভক্তি নাহি সিদ্ধ হয় কহে মহাজনে॥
স্ব-স্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করিবার আশে।
মিথ্যোপলক্ষণ বিধি করিয়া প্রকাশে॥

ভক্তি সিদ্ধ করে অন্য দেবানুশীলনে ।
তাহাদের বাক্য নাহি শুনে বিজ্ঞজনে ॥
শঙ্কর গড়িতে যথা নির্ব্বোধ ভাস্করে ।
মহাকায় হনুমান নিরমাণ করে ॥
তথা কৃষ্ণ বিনা অন্য দেবের ভজনে ।
ভক্তি বলি গণ্য হয় কহে বিজ্ঞগণে ॥
স্নেহ সৌন্দর্য্যাদি গুণগণে বিমণ্ডিত ।
যুবতী সকল নিজগুণেতে নিশ্চিত ॥
পতিরে করিয়া বশ অধিক রূপেতে ।
পতির প্রসাদ লভে সম্পূর্ণ ভাবেতে ॥
তথা ভক্ত ভক্তিরূপ জ্ঞানযোগ দ্বারে ।
কৃষ্ণের বশীভূত করি সকল প্রকারে ॥
কৃষ্ণের করুণাপাত্র হন সর্ব্বক্ষণ ।
শাস্ত্র যুক্তি সিদ্ধ এই করিনু কীর্ত্তন ॥
পত্নীর যেরূপ পতিচরণ সেবায় ।
পতি-বশীকরণের ফল দেখা যায় ॥
সেইরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মানুসেবনে ।
ভক্তের আনন্দোদয় সদা হয় মনে ॥
সেই ত আনন্দে কহে পুরুষার্থ সার ।
এই কথা শ্রুতি-স্মৃতি করেন প্রচার ॥
ভক্তি ভক্তে কৃষ্ণধামে করিয়া গ্রহণ ।
কৃষ্ণের পদারবিন্দ করান দর্শন ॥

ভক্তিবশ ভগবান জ্ঞানাদির নয়।
পরম সাধন ভক্তি কৃষ্ণাপ্তির হয়॥
বিজ্ঞানআনন্দঘন বিগ্রহ শ্রীহরি।
ভক্তিযোগে অবস্থিত দিবা বিভাবরী॥
সচ্চিদানন্দৈকরসরূপাভক্তি হয়।
"ভক্তিরেবৈনমিত্যাদি" শ্রুতি এই কয়॥
ভক্তাধীন ভগবান জানিহ নিশ্চয়।
ভক্ত স্থানে স্বাতন্ত্র্যতা তাঁর নাহি রয়॥
ভক্তজনপ্রিয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয় ভক্ত।
কৃষ্ণের হৃদয় ভক্ত হেতু কৃষ্ণাসক্ত॥
কৃষ্ণেতে আসক্ত মন সদা সর্ব্বক্ষণ।
সাধু সমদর্শী সংসারেতে যেইজন॥
সেই জন কৃষ্ণে বশ করেন নিশ্চয়।
দৃষ্টান্ত তাহাতে সাধুশীলা পত্নী হয়॥
সাধুশীলা পত্নী যথা সাধু স্ব-পতিরে।
বশীভূত করে তথা সেই ভক্ত ধীরে॥
কৃষ্ণকে করিয়া বশ রাখেন স্বাধীনে।
এই কথা কহে ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়োভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ৩৬॥

কামনা বিহীন ভক্তি জ্ঞানোদয় যথা।
মুক্তি অভিলাষ নাহি দেখা যায় তথা॥
মুক্তি শব্দে সালোক্যাদি চারি মুক্তি কয়।
সেই মুক্তি ভক্তিজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ হয়॥
ভোজনে তৃপ্তির ন্যায় সালোক্যাদি মুক্তি।
ভক্তিতে আপনি সিদ্ধ শাস্ত্রে এই উক্তি॥
সাধনভক্তিতে সালোক্যাদি মুক্তিগণ।
আনুষঙ্গক্রমে সিদ্ধ ব্যাসের লিখন॥
ভক্তের প্রার্থনা নাই মুক্তির কারণে।
ভক্তের হৃদিস্থা ভক্তিরাণীর শরণে॥
মুক্তিগণ দাসীরূপে রহে সর্ব্বক্ষণ।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে এইত লিখন॥
কৃষ্ণের সেবায় পরিপূর্ণ ভক্তগণ।
মুক্তির বাসনা নাহি করে কদাচন॥
তাহে কালনাশ্য স্বর্গ আদি সুখ যেই।
কেন বা চাহিবে ভক্ত মনে বুঝ এই॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতং॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বাধা মুক্তি আদি হয়।
অতএব ভক্তে মুক্তি আদি নাহি লয়॥

তথাহি তত্রৈব।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩৮ ॥

সেবা বিনা অন্য সুখ ভক্তে নাহি চায়।
চরম সিদ্ধান্ত এই কহিনু তোমায়॥
সেবন সুখের অন্তর্ভূত সর্ব্বসুখ।
এই কথা কন যত পণ্ডিত প্রমুখ॥
সেই জন অতিশয় স্বার্থপরায়ণ।
যেই জন চাহে সদা কৃষ্ণের সেবন॥

তথাহি তত্রৈব।

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৯ ॥

যৈছে স্বীয় ধর্ম্ম-ভক্তি হীনা স্ত্রী-সেবন।
বারাঙ্গনা সেবা মধ্যে করিয়ে গণন॥
তৈছে কৃষ্ণসেবা ছাড়ি দেবান্যসেবনে।
বারাঙ্গনা সেবা বলি গায় ঋষিগণে॥
"শ্বপচীং বন্দ্যতে হি স" নিদর্শন তার।
স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেতে স্পষ্টরূপেতে প্রচার॥
ইহলোকে পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত।
অন্য ফল কামনাদি হইয়া রহিত॥

শ্রীকৃষ্ণে মনের সদা সংযোগ করণে।
উত্তমা ভকতি বলে শ্রুতি-স্মৃতিগণে ॥
আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণের ভজন।
ভক্তির উত্তমাবস্থা কহে ভক্তগণ ॥
নয়নে কৃষ্ণের রূপ সর্ব্বদা দর্শন।
শ্রবণে কৃষ্ণের নাম আদির শ্রবণ ॥
রসনায় কৃষ্ণনাম আদি সঙ্কীর্ত্তন।
করে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা সর্ব্বদা করণ ॥
নাসায় কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মসৌরভ গ্রহণ।
ত্বক্‌দ্বারে গোবিন্দ অঙ্গ বায়ুর স্পর্শন ॥
মন কৃষ্ণ পাদপদ্মে সংযোগ করণ।
পদে হরি লীলাস্থান আদিতে ভ্রমণ ॥
পদ-পায়ূপস্থেন্দ্রিয়ে গৌণানুশীলন।
অন্যান্যেন্দ্রিয়েতে মুখ্যরূপেতে সেবন ॥
পদ পায়ূপস্থ অপকৃষ্টেন্দ্রিয় হয়।
তাহে মুখ্যানুশীলন হইবার নয় ॥
কৃষ্ণসুখ কামদ্বারে কাম সুখাধারে।
সংযম করিবে সদা সম্পূর্ণ প্রকারে ॥
ইহাতে অক্ষম যেই সে জন কখন।
শ্রীভক্তি দেবীর মুখ না পায় দর্শন ॥
অপকৃষ্টেন্দ্রিয় বর্জ্জি অন্যেন্দ্রিয় দ্বারে।
সেবিবে কৃষ্ণকে আনুকূল্য সহকারে ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥ ৪০॥

কৃষ্ণবিনা অন্য বাঞ্ছা সদা পরিহার।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত অর্থ এই সার॥
কর্ম্মযোগ আদি ত্যাগ নির্ম্মলার্থে কয়।
তৎপরত্ব শব্দার্থেতে আনুকুল্য হয়॥
হৃষীকার্থে শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয় নিচয়।
সেবন ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রেতে লিখয়॥
কায়িক, বাচিক, মানসিক এই তিন।
সেবন শব্দের এই অর্থ সমীচিন॥
নিত্য-নৈমিত্তিক আদি কর্ম্ম পরিহারে।
উপাধি বর্জ্জন কোন শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
নৈষ্কর্ম্ম্য তাহার নাম কহে শ্রীবদনে।
বংশীলীলামৃত সাক্ষী করহ দর্শনে॥
ইহ মুত্র কৃষ্ণ বিনা স্পৃহা ত্যাগ যেই।
উত্তম শব্দের অর্থ কহিলাম এই॥
"সর্ব্বোপাধীত্যাদি" শ্লোক অর্থ এই হয়।
প্রমাণ ইহাতে বলদেব মহাশয়॥
আহ্লাদিনী সম্বিচ্ছক্তি শাস্ত্রে দুই কয়।
সে দুয়ের পরাবস্থা ভক্তিদেবী হয়॥

মধুলোভে অলি যথা পদ্মকোষান্তরে।
বদ্ধ হঞা সদানন্দে মধুপান করে॥
তদ্রূপ ভক্তিতে বদ্ধ হইয়া শ্রীহরি।
ভক্তিসুধা পান করে দিবা বিভাবরী॥
নবীন নাগর যথা নবীনা কান্তার।
প্রেমেতে আবদ্ধ হঞা প্রেমসুধা তার॥
পান করে সর্ব্বক্ষণ লইয়া শরণ।
তদ্রূপ রসিকবর শ্রীনন্দন-নন্দন॥
ভক্ত ভক্ত্যাশ্রয় করি ভক্তি প্রেমামৃীয়া।
সর্ব্বদা করেন পান বশগ হইয়া॥
ভক্ত ভক্তি প্রেমে বশ স্বয়ং ভগবান্।
শ্রুতি-স্মৃতি মধ্যে এর বহুত প্রমাণ॥
ভক্তিবশ ভগবান এই বাক্য দ্বারে।
ভক্তির হ্লাদিনী সম্বিৎ সারত্ব বিস্তারে॥
দিবাভাগে যেইজন না করে ভোজন।
তাহার স্থূলাঙ্গ যদি হয় দরশন॥
অর্থাপত্তি দ্বারে রাত্রি ভোজিত্ব তাহার।
অবশ্য কল্পিত হয় শাস্ত্রেতে প্রচার॥
তদ্রূপ কৃষ্ণের ভক্তিবশ্যত্ব বাক্যেতে।
ভক্তির হ্লাদিনী, সম্বিৎ সারত্ব রূপেতে॥
কল্পনা হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চয়।
সামান্য পদার্থ ভক্তি কভু নাহি হয়॥

সামান্য পদার্থ ভক্তি যদ্যপি হইত।
তবে কি কৃষ্ণকে বশ করিতে পারিত॥
সকল বশেতে যার তারে বশীভূত।
করিতেছে ভক্তিদেবী এ বড় অদ্ভুত॥
ভক্তির আছয়ে তবে কোন গূঢ় বল।
যে বলে কৃষ্ণকে ধরি করেন বিহ্বল॥
আহ্লাদিনী সম্বিতের সারত্ব বিহীনে।
ঐছে বল অসম্ভব কহেন প্রাচীনে॥
কৃষ্ণ বশঙ্করী হেতু ভক্তির স্বরূপ।
হ্লাদিনী-সম্বিত সার কহেন শ্রীরূপ॥
অন্যথা ভক্তির ঐছে বল সিদ্ধ নয়।
বেদ-বিধি-বিজ্ঞ-ভক্তজনে এই কয়॥
ঐছে শাস্ত্র যুক্তি দ্বারে এই সিদ্ধ হয়।
হ্লাদিনী শক্তির সার ভক্তি সুনিশ্চয়॥
ঐছে দুই শক্তি সার ভক্তি সিদ্ধে কহে।
আনুকূল্যময়ী চেষ্টা ভক্তি,-মিথ্যা নহে॥
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর গণাশ্রয়ে।
যেই আনুকূল্যভাব সদা বিরাজয়ে॥
সেই আনুকূল্য স্পৃহা কৃষ্ণের কারণ।
অন্য অভিলাষ শূন্য সদা সর্ব্বক্ষণ॥
কেবল শ্রীকৃষ্ণ হেতু যেই অভিলাষ।
আনুকূল্য অভিলাষ সেই ত নির্যাস॥

আত্মজ্ঞান পরে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান।
যেই জ্ঞান শুদ্ধ করে কৃষ্ণের সন্ধান ॥
সেই জ্ঞানোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণার্থ তৃষ্ণা জানি।
তাহার সহিত সম্মিলিত সদা মানি ॥
কৃষ্ণ-বিষয়িণী আনুকূল্যময়ী চেষ্টা।
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে যিহোঁ সর্ব্ব পরমেষ্টা ॥
সেই পরমেষ্টা চেষ্টা ভক্তি শব্দে হয়।
ভক্তির স্বরূপ এই নিগূঢ় নিশ্চয় ॥
হেন ভক্তি কৃষ্ণনিত্যধামে সর্ব্বক্ষণ।
নিত্যপরিকর মধ্যে শোভে বিলক্ষণ ॥
তথা হৈতে সুরনদী প্রবাহের ন্যায়।
ভক্তরূপ খাত দিয়া স্ববেগে এথায় ॥
সদাবতরণ হয়, সেই ত কারণে।
প্রাপঞ্চিক জীব ভক্তি করেন গ্রহণে ॥
ভক্তির লক্ষণ এই নির্দ্দেশাভিলাষে।
ভক্তির স্বরূপ শ্রুতি ইহাই প্রকাশে ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দরস স্বরূপ ভক্তির।
প্রমাণ "আনন্দঘনেত্যাদি" শ্রুতি ধীর ॥
"ভক্তিরেবৈনমিত্যাদি" বেদের বচনে।
ঐছে ভক্তিবশ কৃষ্ণ কহে বিজ্ঞগণে ॥
অঙ্গাঙ্গী অভেদ সদা তবু অঙ্গাঙ্গীতে।
ভেদজ্ঞান সিদ্ধ করে বেদান্ত আদিতে।

তথা ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তির সহিত।
ভেদ সিদ্ধ হয় এই কহিনু নিশ্চিত ॥
বস্তু বস্তু ধর্ম্মে যথা পার্থক্য প্রতীত।
দর্শনে দর্শন হয় যথা যথোচিত ॥
তথা ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়।
বেদ বিধি বিজ্ঞজন বিচারি করয় ॥
ঐছে ভেদজ্ঞান কভু অমূলক নহে।
"নেহেত্যাদি" শ্রুতি আর স্মৃতিগণ কহে ॥
"প্রতিষেধাচ্চ" ইত্যাদি ন্যায় বাক্য দ্বারে।
ঐছে ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইবারে পারে ॥
যুবার কঠিন কিংবা কোমলাদিকর।
যুবতীর অঙ্গে নিপতিত হৈলে পর ॥
তাহে উভয়ের করে আনন্দ-বর্দ্ধন।
তথা সেই ভক্তিদেবী সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তে সুখ করে দান।
শাস্ত্র যুক্তি বাক্য এই নহে অপ্রমাণ ॥
ভক্তি ভগবানে আর তদ্ভক্ত সবারে।
অতি সুখ দান করে বিবিধ প্রকারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম আর ভক্তের অন্তরে।
অবস্থান করি ভক্তি সুখার্পণ করে ॥
ভক্তিযোগে কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত সবাকার।
অত্যন্ত আনন্দলাভ এই জানি সার ॥

জীবগণে যেই শক্ত্যে স্ব-সাম্মুখ্যভাবে।
আনন্দিত করে হরি স্ব-কৃপা স্বভাবে॥
সেই ত হ্লাদিনী শক্তি তার সার যেই।
ভক্তির স্বরূপ বৎস! কহিলাম সেই॥
সম্বিদাহ্লাদিনী এই দুই শক্তি সার।
রতি-প্রেম নাম ভক্তিশাস্ত্রেতে প্রচার॥
সেই দুই ভক্তি ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
সঙ্ঘটনে সর্ব্বকাল হঞা অনুবন্ধ॥
পরস্পর পরস্পরে করায় রঞ্জিত।
রতি-প্রেমভক্তি ধর্ম্ম এই ত বিহিত॥
ইহাতে প্রমাণ শ্রীমুখের আজ্ঞা আছে।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহি তব কাছে॥
কৃষ্ণের হৃদয় রূপ হয় ভক্তগণ।
ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
ভক্ত কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জানে আর।
ভক্তি বিনা নাহি জানে যশোদা-কুমার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৪১॥

প্রণয়-রজ্জুতে হরি আবদ্ধ হইয়া।
কভু নাহি যান যাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥

সেইজনে ভাগবত প্রধান জানিহ।
কবি যোগেশ্বর বাক্য নিশ্চয় মানিহ॥

তথাহি তত্রৈব।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়াধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ৪২॥

শ্রুতদেব, বহুলাশ্বে দেবকী-নন্দন।
আহ্লাদিনী সম্বিদ্ভক্তি করায়ে দর্শন॥
কিছুদিন মিথিলায় করি অবস্থান।
পুনর্ব্বার দ্বারাবতী করেন প্রয়াণ॥

তথাহি তত্রৈব।

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্ত ভক্তিমান্।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ॥ ৪৩॥

ইত্যাদি বাক্যেতে প্রেমভক্তির লক্ষণ।
প্রদর্শিত হইয়াছে করহ দর্শন॥
কৃষ্ণ প্রতি প্রেম করে ভক্তগণ যথা।
ভক্তের উপর প্রেম শ্রীকৃষ্ণের তথা॥
ভক্তের পরমানন্দ বিধান কারণ।
কৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া কহে ঋষিগণ॥

তথাহি পাদ্মে।

মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৪৪॥

যথা মৎস্য, কূর্ম্ম আর বিহঙ্গম গণ।
দর্শন স্পর্শন ধ্যান দ্বারে সর্ব্বক্ষণ॥
নিজ নিজ শিশুগণে করয়ে পোষণ।
তথা কৃষ্ণ ভক্তে করে পোষণ-রক্ষণ॥

তথাহি তত্রৈব।

দর্শন ধ্যান সংস্পর্শৈর্মৎস্য কূর্ম্ম বিহঙ্গমাঃ।
স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজা॥ ৪৫॥

ভক্ত সুখ দুঃখে তাঁর সুখ দুঃখোদয়।
প্রেমভক্তি প্রিয়জন স্বভাব এ হয়॥
পরম আনন্দ কৃষ্ণ যেই ভক্তি দ্বারে।
আনন্দ করেন লাভ অত্যন্ত প্রকারে॥
তাহাতে স্বরূপানন্দ করেন স্বাদন।
আর ভক্ত পোষ্টৃগুণে ভক্তে সর্ব্বক্ষণ॥
সেই সেই ভক্ত্যানন্দ করান স্বাদন।
ভক্তিশাস্ত্র মধ্যে এই হয় দরশন॥
সত্ত্বগুণজাতানন্দ সে আনন্দ নয়।
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণানন্দ তাহারে কহয়॥
শ্রীসচ্চিদানন্দ রস সর্ব্ব শক্তিমান।
নন্দের-নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান॥
তদানন্দময়ী শক্তি পরাবস্থা যেই।
কৃষ্ণপ্রিয়া পূর্ণানন্দময়ী ভক্তি সেই॥

সর্ব্বশুভ শিরোরূপা ব্যভিচার হীনা।
ভক্তানন্দকরী কৃষ্ণ সেবন প্রবীণা॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে।

সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধণ্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র তব মষ্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ ৪৬॥

"তত্ত্বমসি" আদি জ্ঞান যতেক আছয়।
প্রেমানন্দ উৎপাদিতে কেহ না পারয়॥
একমাত্র ভক্তি প্রেম প্রসবিতে পারে।
বেদের মুখ্যার্থ এই কহিনু তোমারে॥
সাধন ভক্তির দ্বারে প্রেম লাভ হয়।
সেই প্রেম কৃষ্ণ বিনা অন্যে কভু নয়॥
সম্বিদাহ্লাদিনী সারভূতা ভক্তি বিনে।
পরম আনন্দোদয় নহে কোন দিনে॥
যে বলে জ্ঞানেতে হয় প্রেমানন্দোদয়।
প্রেমানন্দ কিবা সেই নাহিক জানয়॥
যৈছে অগ্নি জিহ্ব ভূত জিহ্বার জ্বালায়।
দে জল দে জল বলে করে হায় হায়॥
কালে যদি কেহ প্রেতশিলায় তাহার।
জলপিণ্ড দেয় কৃপা করিয়া বিস্তার॥
তবে সেই অগ্নি জিহ্ব ভূতোদ্ধার হয়।
নতুবা জ্বালায় জ্বলে এই ত নিশ্চয়॥

তৈছে শুষ্ক জ্ঞানী শুষ্ক জিহ্বার জ্বালায়।
রস রস করি দুঃখে ফুকারি বেড়ায়॥
কোন ভাগ্যে যদি কৃষ্ণ ভক্ত কৃপাময়।
তাহার উপর কৃপামৃত বরিষয়॥
তবে তার শুষ্ক জিহ্বা সরসিত হয়।
নতুবা জিহ্বার কষ্ট ভোগিয়া মরয়॥
আকাশ ভাবিয়া তার বাক্যাকাশে যায়।
নিরস জ্ঞানীর লাভ সব শূন্য প্রায়॥
যেবা যেই রূপে ভজে শ্রীকৃষ্ণ তাহারে।
সেই রূপে কৃপা করে কহিনু তোমারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৪৭॥

শুষ্কজ্ঞানী ভূতাকাশ সম কৃষ্ণ কয়।
এ হেতু রসনা তার রসহীন হয়॥
রসহীন রসনার জ্বালা জিহ্বাখ্যান।
তেঞি বাড়বাগ্নি সম তার অভিধান॥

তথাহি বৃদ্ধৈরুক্তং।

মীমাংসক বড়বাগ্নেঃ কঠিনামপি কুণ্ঠয়ন্নসৌ জিহ্বান্।
স্ফুরতু সনাতন সুচিরং তব ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ॥ ৪৮॥

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বাদী যত জন।
মীমাংসক মধ্যে তারা হয় ত গণন॥

তাহাদের জিহ্বা হয় বাড়ব সমান।
যাহে রস কোন কালে নাহি পায় স্থান॥
অতএব ভক্তিরস আস্বাদনাধার।
কভু না হইতে পারে জিহ্বা সে সবার॥
তবে যদি কোন ভাগ্যে মীমাংসক গণ।
কৃষ্ণভক্ত পদে লয় একান্ত শরণ॥
তবে তাহাদের সেই নিরস জিহ্বায়।
ভক্তিরসোদয় হয় কহিনু তোমায়॥
তবে তারা প্রেমানন্দ উপভোগ করে।
নতুবা জিহ্বার কষ্টে ধড়ফড়ি মরে॥
আকাশ ভজিয়া তারা আকাশে মিশায়।
অতএব ভূত তারা কহিনু তোমায়॥
ভূতেতে সাযুজ্য নাহি পায় ভূত বিনে।
এই ত সিদ্ধান্ত স্থির করিলা প্রাচীনে॥
শ্রবণাদি ক্রিয়ারূপা ভক্তিনাম যাঁর।
আনন্দাদি প্রকাশের শক্তি নাই তাঁর॥
এরূপ সংশয় নাহি কর কদাচন।
তাহাতে কারণ এই দেন বিজ্ঞগণ॥
জ্ঞানানন্দ শ্রীবিগ্রহে চিকুর প্রভৃতি।
জড় অবয়ব সব স্বরূপে বিবৃতি॥
তথাপি আনন্দরূপ সকল তাঁহার।
বেদ আদি শাস্ত্র এই করেন প্রচার॥

তথা ভক্তেন্দ্রিয়'আদি চেষ্টারূপা যত।
শ্রবণাদি ভক্তিক্রিয়া দেখি অবিরত॥
নিরানন্দ রূপা সেই ক্রিয়া ভক্তি নহে।
আনন্দ স্বরূপা স্বরূপতঃ শাস্ত্রে কহে॥
ঐছে ক্রিয়ারূপানন্দময়ী ভক্তি যাহা।
অভাগ্য জীবের উপলব্ধি নাহি তাহা॥
যদ্রূপ কুপিত পিত্ত মানব নিচয়।
মৎস্যণ্ডীর মধুরত্ব জানিতে নারয়॥
তদ্রূপ সংসারাসক্তাশুদ্ধ জীবগণ।
আনন্দ সম্বিতসার ভক্তির লক্ষণ॥
কখন নাহিক জানে কহিনু তোমায়।
চিত্তশুদ্ধ হয় যার কৃষ্ণের সেবায়॥
সেই জন অনুভব করে ঐছে ভক্তি।
তদ্বিনা বুঝিতে কার নাহি আছে শক্তি।
মুক্ত সবাকার দেখি এই ত কারণ।
ভক্তি প্রবৃত্তির নাহি বিশ্রাম কখন॥
"আপ্রায়ণাদিতি" সূত্র অর্থে এই কয়।
মুক্তের শ্রীহরি কৈঙ্কর্য্যতা দৃষ্ট হয়॥
ইহাতে ভক্তির পুরুষার্থ সিদ্ধ জানি।
পরংপুরুষার্থ তার যাহে নাহি হানি॥
পরংপুরুষার্থ যেই স্বয়ং-ভগবান।
ভক্তি বিনা নাহি মিলে তাঁহার সন্ধান॥

ভক্তির লাভেই ভক্তিলভ্য ভগবানে।
নিজ ভাবে লভে ভক্ত কহিনু সন্ধানে॥
ভক্ত ভক্তিলভ্য ভক্ত্যাধীন রাধাকান্ত।
পরংপুরুষার্থ সত্য নাহি জানে ভ্রান্ত॥
জারজাত আর কৃষ্ণ ভক্তিহীন জন।
পিতৃ-দেবলোকাগ্রাহ্য কহে ঋষিগণ॥
পরমাত্মা কৃষ্ণে আর নিজ গুরু প্রতি।
পরাভক্তি আছে যার সেই ত সুমতি॥
তার হৃদে ঐছে গূঢ় অর্থ সমুদায়।
সর্ব্বদা প্রকাশ পায় কহিনু তোমায়॥
সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণভক্তি অতি গূঢ় হয়।
শ্রীগুরুপ্রসাদে মিলে বেদ এই কয়॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্য তে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৪৯॥

"পরা" শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেমভক্তি কহে।
যাহে কৃষ্ণ কান্তা বশ কান্তসম রহে॥
কিংবা পরাশব্দে পরাশক্তি বেদ কয়।
সেই পরাশক্ত্যাখ্যান আহ্লাদিনী হয়॥
হ্লাদিনীর সার প্রেমভক্তি সুনিশ্চয়।
ভক্তির স্বরূপ এই করিনু নির্ণয়॥

হ্লাদিনী স্বরূপ শক্তি সারবৃত্তি ভক্তি
কৃষ্ণবশ করণের যার মহাশক্তি ॥

পদং।

গুণত্রয়ান্বিতা মোহিনী প্রকৃতি।
কৃষ্ণেক্ষণশক্ত্যে হইয়া বিকৃতি ॥
সুসাম্যাবস্থায় গুণাতীত ভাবে।
কৃষ্ণে সুখ দেয় হ্লাদিনী স্বভাবে ॥
শুদ্ধসত্বময়ী হ্লাদিনীর ক্রিয়া।
যে ক্রিয়া কহিতে কাঁপয়ে এ হিয়া ॥
ভাবুক গুরুর কৃপায় যে জন।
সে ক্রিয়া বুঝিল করিয়া সেবন ॥
সরম ধরম ছাড়ি সেই জন।
গোপীর স্বভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
হৃদয়ের ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনে।
সেবে চিদানন্দ প্রেম বৃন্দাবনে ॥
উত্তমা ভকতি তাহার আখ্যান।
বেদাদি যাহার না পায় সন্ধান ॥
প্রভু প্রেমলাল নন্দন-চরণ।
শরণ করিয়া কহে অকিঞ্চন ॥ ৫০ ॥

ভক্তির স্বরূপ বহুমতে বহুজন।
শক্তিতত্ত্ব বিচারিয়া করেন স্থাপন ॥

সেই সব হরিপ্রিয় সাধুর বচন।
সত্যজ্ঞানে শিরে ধরি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
নিজাচার্য্যমতে ভক্তি স্বরূপাদি যাহা।
তোমার সাক্ষাতে আমি কহিলাম তাহা॥
অত্যন্ত রহস্য ইহা কহনে না যায়।
তথাপি কহিনু কিছু জানাতে তোমায়॥
অষ্টমে ভক্তির স্বরূপাদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্ত সারঙ্গের করু আনন্দ বর্দ্ধন॥
নবমে সাধন ভক্তি প্রভৃতির কথা।
তোমারে কহিব বাপ! শাস্ত্রে উক্ত যথা॥
শ্রীগুরু, জাহ্নবী, রাম, শ্রীবংশীবদন।
চরণ সরসীরুহ করিয়া শরণ॥
প্রভু দীননাথ প্রীতিবর্দ্ধন কারণ।
অষ্টম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাসে।
অকিঞ্চন কহে ভাগ্য প্রক্ষালন আশে॥
এই "দশমূলরস বৈষ্ণব-জীবন।"
কোন শিষ্যপ্রিয় প্রশ্নে কহে অকিঞ্চন॥
গুরুত্বের ভাব মোর হৃদে কিছু নাই।
তথাপি গুরুত্বভাব লোকেরে দেখাই॥
সেবক হইতে যেই নারিল জীবনে।
সেই গুরু হঞা ফিরে ভবনে-ভবনে॥

গুরু, শিষ্য মিলা ভার শাস্ত্রে, বিজ্ঞে কয়।
এ কথা স্মরণ মোর হৃদে নাহি হয়॥
বিপিনবিহারি কহে শিষ্য হব যবে।
গুরু হঞা লোক মাঝে বেড়াইব তবে॥
এখন শ্রীগুরু হঞা ভ্রমণ আমার।
কেবল শঠতা মাত্র কহিলাম সার॥
যেমন বণিকগণ সাধুবেশ ধরি।
লোকেরে ভুলায় নানাবিধ ছল করি॥
সেইরূপ লোক সবে ভুলাবার তরে।
গুরু হঞা ভ্রমি আমি সংসার ভিতরে॥
হেন শঠ এ বিপিন "দশমূলরসে।"
ভক্তি স্বরূপাদি বর্ণে রহি আত্মবশে॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূলরসে অভিধেয়তত্ত্বে ভক্তি স্বরূপাদি নিরূপণং নামাষ্টম মূলং॥ ৮॥

নবম মূলং।

যদনুগ্রহাদ্ধি নিত্যঞ্চ ভাবভক্তির্ভবেৎ কিল।
তং কৃষ্ণং ভাবরূপঞ্চ সাষ্টাঙ্গং প্রণতোঽস্ম্যহং॥ ১॥
সর্ব্বমূলাধারং প্রেমপারাবারং।
ব্রজজনপালং ভজ নন্দবালং॥ ধ্রু॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পতিত-পাবন॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বারেন্দ্র-ভূষণ।
বৈষ্ণবের বল শান্তিপুর বিমোক্ষণ॥
জয় প্রভু গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর।
শ্রীবংশীবদন প্রভু প্রেমরস পুর॥
জয় প্রভু বীরচন্দ্র খড়দহ শোভা।
জয় রামচন্দ্র প্রভু সর্ব্বচিত্ত লোভা॥
জয় প্রভু প্রেমলাল মোর পিতামহ।
বৈষ্ণবে যাঁহার গুণ গায় অহঃরহ॥
জয় পিতৃদেব মোর প্রভু দীননাথ।
সর্ব্বদা বিহার যাঁর ভক্তগণ সাথ॥
জয় জ্যেষ্ঠতাত মোর প্রভু বনমালী।
যিঁহো শিখায়েন ভক্তে ভক্তির প্রণালী॥

বৈষ্ণবের পদরজ করিয়া ভূষণ।
রূপের সিদ্ধান্ত মতে এই মূর্খজন ॥
কহিছে সাধন ভক্তি আদির লক্ষণ।
প্রণিধান রূপে বাপ! করহ শ্রবণ ॥
যদ্যপি ভক্তির স্বরূপাদি নিরূপণে।
ভক্তির সকল তত্ত্ব অপর্য্যায় ক্রমে ॥
তোমার নিকটে মুঞিও করেছি বর্ণন।
তথাপি পর্য্যায়ক্রমে করহ শ্রবণ ॥
সাধনাদি ভেদে ভক্তি ত্রিবিধ প্রকার।
আদি পদে ভাব, প্রেম কহিলাম সার ॥
বস্তুতঃ সাধন, সাধ্য ভেদে ভক্তি দুই।
সাধ্য ভক্তি হার্দ্দরূপা কহিলাম মুই ॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যাহা সাধনীয়া হয়।
সেই ত সাধন ভক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
সামান্য স্বরূপে তারে করেন নির্দ্দেশ।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু বিশেষ ॥
সাধন ভক্তিতে ভাব, প্রেম সাধ্য হয়।
এ হেতু সাধন নাম প্রকৃতার্থ কয় ॥
ভাব, প্রেম সাধ্য হেতু সাধন ভক্তির।
অকৃত্রিম ভাব বংশী করিলেন স্থির ॥
সাধনাকৃত্রিম হেতু ভাবাদি সকলে।
পণ্ডিতমণ্ডলী সদা অকৃত্রিম বলে ॥

নবম মূলং।

যদর্হয়া হি নিত্যঞ্চ ভাবভক্তির্ভবেৎ কিল।
তং কৃষ্ণং ভাবরূপঞ্চ সাষ্টাঙ্গং প্রণতোঽস্ম্যহং॥ ১ ॥

সর্ব্বমূলাধারং প্রেমপারাবারং।
ব্রজজনপালং ভজ নন্দবালং॥ ধ্রু ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পতিত-পাবন॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বারেন্দ্র-ভূষণ।
বৈষ্ণবের বল শান্তিপুর বিমোক্ষণ।
জয় প্রভু গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর।
শ্রীবংশীবদন প্রভু প্রেমরস পুর॥
জয় প্রভু বীরচন্দ্র খড়দহ শোভা।
জয় রামচন্দ্র প্রভু সর্ব্বচিত্ত লোভা॥
জয় প্রভু প্রেমলাল মোর পিতামহ।
বৈষ্ণবে যাঁহার গুণ গায় অহঃরহ॥
জয় পিতৃদেব মোর প্রভু দীননাথ।
সর্ব্বদা বিহার যাঁর ভক্তগণ সাথ॥
জয় জ্যেষ্ঠতাত মোর প্রভু বনমালী।
যিঁহো শিখায়েন ভক্তে ভক্তির প্রণালী॥

বৈষ্ণবের পদরজ করিয়া ভূষণ ।
রূপের সিদ্ধান্ত মতে এই মূর্খজন ॥
কহিছে সাধন ভক্তি আদির লক্ষণ ।
প্রণিধান রূপে বাপ ! করহ শ্রবণ ॥
যদ্যপি ভক্তির স্বরূপাদি নিরূপণে ।
ভক্তির সকল তত্ত্ব অপর্য্যায় ক্রমে ॥
তোমার নিকটে মুঞি করেছি বর্ণন ।
তথাপি পর্য্যায়ক্রমে করহ শ্রবণ ॥
সাধনাদি ভেদে ভক্তি ত্রিবিধ প্রকার ।
আদি পদে ভাব, প্রেম কহিলাম সার ॥
বস্তুতঃ সাধন, সাধ্য ভেদে ভক্তি দুই ।
সাধ্য ভক্তি হার্দ্দরূপা কহিলাম মুই ॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যাহা সাধনীয়া হয় ।
সেই ত সাধন ভক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
সামান্য স্বরূপে তারে করেন নির্দ্দেশ ।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু বিশেষ ॥
সাধন ভক্তিতে ভাব, প্রেম সাধ্য হয় ।
এ হেতু সাধন নাম প্রকৃতার্থ কয় ॥
ভাব, প্রেম সাধ্য হেতু সাধন ভক্তির ।
অকৃত্রিম ভাব বংশী করিলেন স্থির ॥
সাধনাকৃত্রিম হেতু ভাবাদি সকলে ।
পণ্ডিতমণ্ডলী সদা অকৃত্রিম বলে ॥

শুদ্ধ সত্ত্বরূপে নিত্য সিদ্ধ ভক্তগণে।
ঐছে ভক্তি বিরাজিতা সদা সর্ব্বক্ষণে॥
নিত্য সিদ্ধ ভক্তে ভক্তি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি হয়।
অতএব অকৃত্রিম জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম, লীলা, গুণাদি নিচয়।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কভু নাহি হয়॥
ইথে আর কৃষ্ণশক্তি বৃত্তি বাক্য দ্বারে।
ভক্তির কৃত্রিম বাদ খণ্ডে বারে বারে॥
বাস্তবিক নিত্য সিদ্ধ বস্তু ভক্তি হয়।
ভক্তির সাধন কিছু নাহিক আছয়॥
জীব-হৃদে গুপ্তভাবে প্রেমানন্দ রয়।
যেই সব ক্রিয়া করে তাহার উদয়॥
সাধন তাহার নাম কহিনু তোমায়।
সাধন ব্যতীত সাধ্যবস্তু কেবা পায়॥
সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেম সাধনে মিলয়।
অসঙ্গ সাধন সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি কৃষ্ণানুশীলনে।
ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে বেদ-বিধিগণে॥
অবস্থা ভেদেতে সেই কৃষ্ণানুশীলন।
দুই মত হয় এই জীবের লিখন॥
সাধন ভকতি, ভাব ভক্তি দুই হয়।
টীকামধ্যে প্রভু জীব ইহাই লিখয়॥

প্রাকৃত বিষয় ভোগ সত্ত্বেতে যখন।
কোন ভাগ্যে জীব ছাড়ে দুর্ম্মতি আপন॥
তখন ঈশাত্মা, পরলোক, কর্ম্মফলে।
জীবের বিশ্বাস জন্মে শাস্ত্রে এই বলে॥
সেই ত বিশ্বাসে তত্তদ্বিষয়ক কথা।
বিজ্ঞ স্থানে শুনে জীব শাস্ত্র উক্ত যথা॥
এইরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচন।
করিতে করিতে ক্রমরূপে জীবগণ॥
চরমাবস্থায় সুখে উপনীত হয়।
তবে শ্রবণাদীন্দ্রিয় চেষ্টা উপজয়॥
সাধন স্বরূপে সেই চেষ্টা সমুদায়।
প্রথমে প্রকাশ পায় কহিনু তোমায়॥
সাধনের সার ফল প্রেম সত্য হয়।
সেই প্রেম নিত্যধর্ম্ম জীবের নিশ্চয়॥
যেকাল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জীবের অন্তরে।
কৃষ্ণতত্ত্ব অভ্যুদয় গুরু নাহি করে॥
সে কাল পর্য্যন্ত প্রেম অপ্রকাশ রহে।
বেদ, বিধি, বিজ্ঞগণে এই কথা কহে॥
তাহাতে জীবের শুদ্ধ অবস্থার ভেদে।
কিঞ্চিদভিরুচি থাকে কর্ম্মময় বেদে॥
তাহে নৈমিত্তিক কর্ম্মে কভু কভু ধায়।
অত্যন্ত রহস্য এই কহিনু তোমায়॥

প্রেমাপরিস্ফুটাবধি জীবাবস্থা এই।
যাহাতে সাধন আর ভাবরূপে সেই ॥
কিঞ্চিন্নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে আচরণ।
এই হেতু বিজ্ঞজনে করেন কীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণ-বিষয়ক ভাব বাসনা রূপেতে।
জীব-হৃদে নিত্য রহে অস্ফুট ভাবেতে ॥
সাধক হৃদয়ে সেই ভাবরত্ন সার।
প্রকটে সাধন ভক্তি শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতিত্রিধোদিতা।
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য ভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা ॥ ২ ॥

সাধন ভক্তির দ্বারে সাধনীয় ভাব।
শ্রীরূপ কৃপায় এই সুসিদ্ধান্ত লাভ ॥
স্বাভাবিক রাগোদয় কৃষ্ণেতে যাঁহার।
সাধন ভক্তিতে প্রয়োজন নাহি তাঁর ॥
বহুভাগ্যে স্বাভাবিক রাগ কৃষ্ণে হয়।
সে রাগী দুর্ল্লভ অতি যেথা সেথা নয় ॥
"কোটিষপি মহামুনে" স্মৃতিবাক্যে কয়।
কোটিমধ্যে একজন সে রাগী মিলয় ॥
রাগের লক্ষণ শুনি কলি ধূর্ত্তগণে।
সাধন ছাড়িয়া করে রাগানুকরণে ॥

আত্মসুখ স্বার্থ লাগি সেই ধূর্ত্তগণ ।
লোক ভুলাইতে করে রাগানুকরণ ॥
রাগানুকরণ যত দেখ সে সবার ।
আগানুকরণ মধ্যে সে সব প্রচার ॥
হৃদে আগ পঙ্ক যার ভড় ভড় করে ।
তার রাগ লিঙ্গ যত নরকের তরে ॥
বিষয়াবিষ্টের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আবেশ ।
কখন করিতে নারে কহিনু বিশেষ ॥
গুরু, কাষ্ণর্জন কৃপা যার প্রতি হয় ।
তার চিত্ত কৃষ্ণাবেশ করিতে পারয় ॥
কলিযুগে ধূর্ত্ত রাগী যেথা সেথা হবে ।
বিশেষ না জানি সঙ্গ কার নাহি লবে ॥
রাগ পথ কোন দিকে নাহি জানে যারা ।
কলিযুগে রাগী বলি পূজ্য হবে তারা ॥
অতএব সাবধান হবে সর্ব্বক্ষণ ।
তাহাদের সঙ্গ ভ্রমে না কর কখন ॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।
সাবধান লাগি কিছু করিনু কীর্ত্তন ॥
সপ্তমে নারদ ঋষি-প্রসঙ্গানুসারে ।
সাধন ভক্তির কথা করিলা প্রচারে ॥
যে কোন উপায় দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ।
চিত্ত প্রণিধান কর করিয়া যতনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি ॥ ৩ ॥

বিদ্বেষ, সম্বন্ধ, ভয়, কাম আর ভক্তি।
উপায় শব্দের অর্থ শাস্ত্রে এই ব্যক্তি ॥
যে কোন উপায় দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
করিবে মনের যোগ করিয়া যতনে ॥
এইটী সম্মতি মাত্র, বিধি বাক্য নহে।
ক্রম সন্দর্ভেতে প্রভু জীব এই কহে ॥
যুক্ততম একমাত্র উপায়াভিপ্রায়ে।
যে কোন উপায় ইহা টীকায় জানায়ে ॥
অত্যন্ত আশ্চর্য্য ইহা কহনে না যায়।
কহিতে লাগয়ে দুঃখ তবু কহি তায় ॥
তাদৃশ প্রযত্ন সাধ্য বৈধভক্ত্যাশ্রয়ে।
বহুকালে কৃষ্ণ প্রসন্নতা লাভ হয়ে ॥
সেই শ্রীগোবিন্দ ভাব বিশেষের দ্বারে।
শীঘ্র বাঞ্ছা পূর্ণ করে কহিনু তোমারে ॥
বিদ্বেষাদি সেই ভাব সমূহ মধ্যেতে।
গণনীয় হইয়াছে জানিহ মনেতে ॥
গুণগণ সুমণ্ডিত স্বভাব যাঁহার।
তাঁরে প্রীতি নাহি করে কোন দুরাচার ॥
এই বাক্য দ্বারে রাগানুগা ভক্তি যেই।
যুক্ততম রূপে নিত্য অভিহিত সেই ॥

ভয়, দ্বেষ ভক্তি বলি যদি গণ্য হয়।
তবে অনুকূলানুশীলন ভক্তি নয়॥
এইরূপ আশঙ্কার পরিহার তরে।
প্রসঙ্গে কৌশল ক্রমে ঋষি ব্যক্ত করে॥
ভয় বিদ্বেষের যিনি শুভ সম্পাদন।
সর্ব্বতোভাবেতে করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
কোন্ বা পামর সেই কৃষ্ণের চরণে।
ভক্তি নাহি করিবেক এ তিন ভুবনে॥
চিত্তাভিনিবেশ এই বাক্যার্থে লিখয়।
মানস কল্পিতেন্দ্রিয় চেষ্টা যত হয়॥
ভক্তিরূপে সেই সব শাস্ত্রেতে বিহিত।
তোমার নিকটে এই কহিনু নিশ্চিত॥
স্বমনোনুকূল এক উপযুক্তোপায়ে।
যে কোন উপায় কহে ভক্ত সমুদায়ে॥
বিদ্বেষ ভয়াতিরিক্তোপায় সেই হয়।
সিন্ধুর টীকায় এই প্রভু জীব কয়॥
বৈধী-রাগানুগা এই দ্বিবিধ প্রকার।
সাধন ভকতি ভক্তি শাস্ত্রেতে প্রচার॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ সম্বন্ধেতে রুচি যেই।
রাগার্থ জানিহ এথা কহিলাম এই॥
কৃষ্ণানুরাগের অনুদ্দীপন কারণ।
শাস্ত্রানুশাসন ভয়ে জীবের যখন॥

প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে কৃষ্ণানুশীলনে।
বৈধিভক্তি কহে তারে বেদ-বিধিগণে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।
বৈধিরাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥ ৪ ॥

নিত্য সুখময় পুরুষার্থ চাহে যেই।
তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য শাস্ত্রে কহে এই ॥
হরির শ্রবণ আর কীর্ত্তন-স্মরণ।
করিবে সর্ব্বতোভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
ভববন্ধহারি হরি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর।
সর্ব্বাত্মা, সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য পূর্ণ নিরন্তর ॥
এ হেতু অভয়াকাঙ্ক্ষি বুদ্ধিমান জন।
সর্ব্ব পরিহরি করে হরির ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥ ৫ ॥

সর্ব্বদা করিবে প্রভু বিষ্ণুকে স্মরণ।
তাঁহাকে বিস্মৃত নাহি হবে কদাচন ॥
অবশ্য করিবে সায়ংসন্ধ্যা উপাসন।
ব্রাহ্মণে বিনাশ নাহি করিবে কখন ॥

এই মত যত বিধি-নিষেধ আছয়।
সে সব উহার অনুগত ভৃত্য হয় ॥
স্মরণ করিবে প্রভু বিষ্ণুর চরণ।
তাঁহাকে বিস্মৃত নাহি হইবে কখন ॥
সর্ব্ববিধি নিষেধের প্রভুর স্বরূপ।
ঐছে বিধি আদি এই কহেন শ্রীরূপ ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি বর্ণ সবাকার।
গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের পক্ষে এই সার ॥
যদ্যপিহ নিত্য বিধি ঐছে বিধি হয়।
তথাপি উহার ফল শাস্ত্রেতে লিখয় ॥
যৈছে একাদশ্যাদির ফল শাস্ত্রে কয়।
তদ্রূপ উহার ফল প্রকাশ করয় ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী ব্রতাদ্যকরণে।
প্রত্যবায় হয় এই কহে বিধিগণে ॥
অনুষ্ঠানে ফললাভ হয় অতিশয়।
সেইরূপ শ্রীগোবিন্দ ভজনে নিশ্চয় ॥
গোবিন্দের অভজনে প্রত্যবায় জানি।
ভজনে অতুল ফল এই ত বাখানি ॥
যার অকরণে প্রত্যবায় শাস্ত্রে কয়।
সেই নিত্য বিধি এই জানিহ নিশ্চয় ॥
যৈছে সন্ধ্যা, একাদশী ব্রতাদ্যকরণে।
প্রত্যবায় হয় এই কহে ঋষিগণে ॥

তৈছে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ অসেবনে।
প্রত্যবায় অতিশয় কহে মহাজনে॥
সন্ধ্যাদ্যকরণে যেই প্রত্যবায় হয়।
তার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কল্পিল-নির্ণয়॥
কৃষ্ণবিহীনের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই।
জৈমিনী ভারতে এই দেখিবারে পাই॥

তথাহি শ্রীজৈমিনী ভারতে।

বাসুদেব বিহীনানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ৬॥

প্রায়শ্চিত্তাভাবে প্রত্যবায় অতিশয়।
অতিশয়ার্থেতে এই বুঝিবে নিশ্চয়॥
বিষ্ণুর শ্রবণ আদি সাধন ভক্তির।
মুখ্য অঙ্গ বলি বিজ্ঞে করিলেন স্থির॥
যেই কর্ম্মে আছে শুদ্ধ ভক্তির উদ্দেশ।
সেই কর্ম্ম মুখ্য অঙ্গ কহিনু বিশেষ॥
যেই কর্ম্মে বৈষয়িক সুখের সন্ধান।
বিশেষ রূপেতে বৎস! হয় অনুমান॥
তথাপি ভক্তিকে লক্ষ্য গৌণ রূপে করে।
গৌণাঙ্গ ভক্তির সেই বুঝহ অন্তরে॥
ভক্তিশাস্ত্র অনভিজ্ঞ কোন দুরাশয়ে।
পশুযাগ আদি ক্ষুদ্র কর্ম্ম সমুদয়ে॥
গৌণরূপে ভক্তি অঙ্গ করিলেন স্থির।
কলির সিদ্ধান্ত সেই নাহি শুনে ধীর॥

সত্ত্বাভাবে পশুযাগ আদি কর্ম্মচয়।
গৌণরূপে ভক্তি অঙ্গ হইতে নারয়॥
বৈদিক তান্ত্রিক দুই ক্রিয়াযোগ হয়।
সেই দুই দ্বারে কৃষ্ণ পূজা যে করয়॥
তিহোঁ ইহ পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়।
নিজাভিলষিত সিদ্ধি অনায়াসে পায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তোবিন্দত্যভীপ্সিতাং॥ ৭॥

হরিকে উদ্দেশ করি যেই কার্য্যচয়।
বিহিত বলিয়া শাস্ত্রে করিলা নির্ণয়॥
বৈধী ভক্তি হয় সেই কহিনু তোমারে।
পরম ভক্তির লাভ হয় যার দ্বারে॥
পরম ভক্তির অর্থে প্রেমভক্তি জানি।
যার পর, পর আর কিছু নাহি মানি॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

সুরর্ষেবিহিতাশাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতিপ্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥ ৮॥

সাধুসঙ্গ আদি জাত সংস্কারে যাঁহার।
কৃষ্ণের সেবনে শ্রদ্ধা জন্মিল অপার॥
কর্ম্মযোগ মাত্রে তিহোঁ সদা উদাসীন।
কর্ম্মে অতিসক্তভাব সর্ব্বদা বিহীন॥

কৃষ্ণগুণগান আদি ভিন্ন আন কাজে।
আসক্তি বিহীন হঞা রহে জগমাঝে॥
ভক্তি বিষয়েতে তিঁহো অধিকারী হয়।
প্রভুরূপ এই কথা স্বগ্রন্থে লিখয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ॥ ৯॥

পরম স্বতন্ত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপায়।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয় যেই কৃষ্ণের কথায়॥
কর্ম্মেতে নির্ব্বেদ তাঁর যদিও না হয়।
তবু কৃষ্ণ প্রীতিকর কর্ম্ম আচরয়॥
তাহা বিনা অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার।
আসক্তি নাহিক রহে কহিলাম সার॥
তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি ভক্তিদেবী করে।
শ্রীমুখের বাক্য এই রাখিবে অন্তরে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাত শ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১০॥

উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠানুসারে।
ভক্তি অধিকারী তিন কহিনু তোমারে॥
শাস্ত্র শাস্ত্র অনুগত যুক্তির বিন্যাসে।
বিশেষ নিপুণ এই বিজ্ঞেতে প্রকাশে॥

তত্ত্ব সাধন পুরুষার্থ সুনিশ্চয়ে।
একমাত্র ভগবান উপাস্য মানয়ে॥
সেই ত উপাস্য বস্তু প্রীতির বিষয়।
যাঁহার হৃদয়ে এই সুদৃঢ় নিশ্চয়॥
কর্ণধার বাক্যাদিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
উত্তমাধিকারী সেই করিনু প্রকাশ॥
শাস্ত্র শব্দে ভাগবত বেদান্তের সার।
শাস্ত্র অনুগত যুক্তি যুক্ত্যর্থে প্রচার॥
নিপুণ শব্দেতে শাস্ত্রাদিতে সুপ্রবীণ।
শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস সদা তদীয় অধীন॥
তত্ত্ব শব্দেতে কৃষ্ণ তত্ত্ব এই জানে।
শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত তত্ত্ব কভু নাহি মানে॥
সাধন শব্দেতে কৃষ্ণ শ্রবণাদি কয়।
তদ্বিনা সাধন অন্য নাহিক মানয়॥
পুরুষার্থ শব্দে প্রেম পুরুষার্থ শির।
তদ্বিনান্য পুরুষার্থে মানয়ে অস্থির॥
অস্থিরের হেতু অঙ্গ জ্বলিয়া উঠয়।
জ্বলন কারণ প্রেমভক্ত বেদ্য হয়॥
ভগবান শব্দে কৃষ্ণ নন্দের-নন্দন।
তদ্বিনান্য ভগবান পূর্ণ ভগ নন॥
ভগ শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ কয়।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ নন্দসুত হয়॥

তথাহি শ্রীপরাশরেণোক্তং ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥

বস্তু শব্দে নিত্যোপাস্য বস্তু কৃষ্ণ জানে ।
তদ্বিনান্য বস্তু তদধীন মনে মানে ॥
ভক্তিতে উত্তম অধিকারী সেই হয় ।
তার চিত্তে এই সব সর্ব্বদা স্ফুরয় ॥
শাস্ত্র শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি দেখাইতে ।
বিশেষ সক্ষম নহে লোক সমিতিতে ॥
কিন্তু শ্রদ্ধাবান অতি গুর্ব্বাদির প্রতি ।
মধ্যমাধিকারী সেই কহিনু সম্প্রতি ॥
শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাসাদি শব্দ শাস্ত্রে কয় ।
তোমার নিকটে এই কহিনু নিশ্চয় ॥
শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ কোমল বিশ্বাস ।
কনিষ্ঠাধিকারী সেই জানিহ নির্য্যাস ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

উত্তমো মধ্যমশ্চস্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা ।
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ সভক্তাবুত্তমো মতঃ ।
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান স তু মধ্যমঃ ।
যো ভবেৎ কোমল শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥ ১২ ॥

গীতাশাস্ত্রে ভগবান অর্জ্জুনে কহয়।
মদ্ভক্ত্যধিকারী চতুর্ব্বিধ সুনিশ্চয়॥
আর্ত্ত, তত্ত্ব জিজ্ঞাসার্থী, অর্থ অভিলাষী।
তত্ত্বজ্ঞানী এই চারি কহিনু প্রকাশি॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৩॥

ঐছে চারিজন মধ্যে যাহার উপর।
কৃষ্ণ বা তদ্ভক্ত কৃপা হয় সুদুস্তর॥
বিশুদ্ধ ভক্তিতে তার অধিকার হয়।
গজেন্দ্র প্রভৃতি তাহে প্রমাণ আছয়॥
গজরাজ গ্রাহ দষ্টে হইয়া কাতর।
গোবিন্দপদারবিন্দ স্মরি নিরন্তর॥
আপন সুকৃত হেতু গোবিন্দ কৃপায়।
বিশুদ্ধ ভকতি লভে কহিনু তোমায়॥
রাজলক্ষ্মী ছাড়ি গিরিগহ্বরে থাকিয়া।
মুচুকুন্দ রাজা তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া॥
পুণ্যপুঞ্জ নিবন্ধন কৃষ্ণের ভজনে।
অধিকার লাভ করে কহে ঋষিগণে॥
রাজ্যার্থী হইয়া সেই ধ্রুব মহাশয়।
হরির উদ্দেশে বনে প্রবেশ করয়॥

পুণ্য নিবন্ধন তিনি ঋষির কৃপায়।
হরিভক্তি লভিলেন কহিনু তোমায়॥
সনক, সনন্দ আদি জ্ঞানী সমুদয়।
হরির প্রসাদে শুদ্ধ ভকতি লভয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

তত্র গীতাদিষূক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাং।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপাস্যাত্তৎ প্রিয়স্য বা।
স ক্ষীণ তত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ॥ ১৪॥

ভক্তি সুখ লভিবারে বাসনা যাহার।
অন্য সুখাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর্ত্তব্য তাহার॥
ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যক্ষী জীবের হৃদয়ে।
যতদিন ভাবরঙ্গে বিরাজ করয়ে॥
তত দিন ভক্তিসুখ না হয় উদয়।
নিশ্চয় করিয়া এই গোসাঞি কহয়॥
অপবর্গে লঘুজ্ঞানে অনাদরে যেই।
ভক্তির পরমাদর সুবিদিত সেই॥
শ্রবণাদিরূপ ভক্তি তার প্রাণ মন।
প্রেম দ্বারে একবারে করেন হরণ॥

তথাহি তত্রৈব।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥

তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ।
ভক্তির্হৃত মনঃ প্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান্। ১৫ ॥

কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করে যেই জন।
ব্রহ্মপদ আদি সেই না করে গ্রহণ॥
ব্রহ্মপদাদির কথা রহুক সুদূরে।
অপবর্গ নাহি চাহে সেই ভক্ত সুরে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে অপবর্গ কয়।
এথা অপবর্গার্থেতে মোক্ষ মাত্র হয়॥
সংসারে পুনরাবৃত্তি মুক্তের না মানি।
এহেতু মোক্ষার্থ এথা গ্রহণীয় জানি॥
আত্ম সমর্পণকারী ভক্ত যেই জন।
কৃষ্ণলাভ ইচ্ছা মাত্র তার সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১৬।

মুক্তিবাদীদের মত সিদ্ধা মুক্তি যাহা।
ভক্তের অভীষ্টা মুক্তি নাহি হয় তাহা॥
কৃষ্ণের স্বরূপ অনুভবে সর্ব্বক্ষণ।
যেই সুখ সেই মোক্ষ কহে ভক্তগণ॥

মুমুক্ষাকে ভজনাঙ্গ কেহ কেহ কহে।
ভক্তের ভারতী সেই কভু মিথ্যা নহে॥
ভাবার্থ তাহার এই করহ শ্রবণ।
স্বগ্রন্থে গোসাঞি যাহা করেন বর্ণন॥
প্রথমে মুমুক্ষা হেতু জীবের হৃদয়ে।
ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে জানিহ নিশ্চয়ে॥
ক্রমানুশীলনে সেই ভজন পাকয়।
তবে কৃষ্ণে মন প্রাণ বিনিবিষ্ট হয়॥
মুক্তি ইচ্ছা সেই মনে নাহি পায় স্থান।
তোমারে কহিনু এই ভাবার্থ সন্ধান॥
মোক্ষ অভিলাষ নাহি ভক্তের হৃদয়।
অনুব্রতা ভাবে মুক্তি ভক্ত কাছে রয়॥
মুমুক্ষাই অঙ্গ এই হেরিবে যাহার।
আসনাদি অষ্টযোগ সম্বল তাহার॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন আদি মুখ্য ভক্তি যথা।
অষ্টঅঙ্গযোগাপেক্ষা নাহি করে তথা॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তি জন্য শুদ্ধা বাসনাই তার।
প্রধানাঙ্গ বলি রূপ করেন প্রচার॥
অতএবানন্দমূর্ত্তি শ্রীনন্দ-নন্দনে।
উদ্দেশ করিয়া জীব তদীয় সেবনে॥
প্রবৃত্তি প্রেরণা করে সেই ত কারণ।
ভক্তির প্রাধান্য বেদ করেন কীর্ত্তন॥

'চরণমিত্যাদি' এই শ্রুতির বচনে।
ভক্তির প্রাধান্য গায় মুনি-ঋষিগণে ॥
চরণ বর্ণন ভক্তি বিনা নাহি হয়।
চরণ বর্ণন যথা তথা মূর্ত্তি কয় ॥
সেই মূর্ত্তি ভগবান কৃষ্ণ যাঁর নাম।
যাঁহাকে সকল দেব করেন প্রণাম ॥
'যং সর্ব্বে ইত্যাদি' এই শ্রুতির বচন।
প্রমাণ স্বরূপ ইথে হয় দরশন ॥
অতএব মুক্তগণ শরীর ধরিয়া।
কৃষ্ণ ভজে ভক্তিসুখ ভোগের লাগিয়া ॥
'মুক্তাহ্যেনমুপাসতে' বেদের বচন।
সুস্পষ্ট প্রমাণ ইথে করহ দর্শন ॥
মুক্ত সবাকার পরানন্দ প্রদায়িনী।
কৃষ্ণভক্তি হয় এই বেদের কাহিনী ॥
তেক্রি মুক্তগণ মুক্তি সুখ ত্যাগ করি।
পার্ষদ শরীর ধরি ভজেন শ্রীহরি ॥
'মুক্তোপসৃপ্যাদি' সূত্র বেদের বচন।
প্রমাণ ইহাতে আছে করহ দর্শন ॥
এত শুনি শিষ্য কহে করিয়া বিনয়।
হৃদয়ে আমার এক সংশয় আছয় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাদৃষ্ট মুক্ত সবাকার।
কদাপি নাহিক এই শাস্ত্রের বিচার ॥

দেহ ধারণের প্রতি অদৃষ্ট প্রধান।
কারণ হইয়া থাকে এই ত প্রমাণ॥
এহেতু মুক্তের দিব্য শরীর ধারণ।
কিরূপে সম্ভব হয় না বুঝি কারণ॥
সংসারে আবৃত্তি নাহি মুক্ত সবাকার।
'ন স পুনরাবর্ত্ততে' প্রমাণ তাহার॥
এ হেন সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
কৃপা করি সে সংশয় নাশ কর্ণধার॥
শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বাপ! যে নাহি জানয়।
তো সম সংশয় তার হইতে পারয়॥
সাত্বত পদাবলম্বী জীব সমুদয়।
জীবাত্মার ভেদাভেদ স্বীকার করয়॥
মঙ্গলজনক সেই ভেদজ্ঞান হয়।
এহেতু পারমার্থিক ভেদ তারে কয়॥
জীবাদৃষ্টশালী নিত্য অতিরিক্ত হয়।
এই সুসিদ্ধান্ত তাঁরা স্থাপন করয়॥
অতএব ভাগ্যবন্ত মুক্ত সবাকার।
পূরব ভজনাদৃষ্ট রহে অনিবার॥
অক্ষয় হইয়া সেই অদৃষ্ট রহয়।
তেঞি ভাগ্যবন্ত সেই মুক্তগণে কয়॥
গোবিন্দ ভজন হীন মুক্ত যেই জন।
সেই ত অভাগ্য মুক্ত করিনু কীর্ত্তন॥

ভাগ্যবন্ত যত মুক্ত শাস্ত্রেতে প্রচার।
মুক্ত অবস্থায় মাত্র সেই সবাকার ॥
প্রাকৃত দেহারম্ভক অদৃষ্ট নিচয়।
বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চয় ॥
অতএব বহু জীব তত্ত্বজ্ঞান দ্বারে।
মুক্ত হঞা ভক্তিসুখাস্বাদে অনিবারে ॥
ভক্তদেহ বিনা নহে ভক্তি আস্বাদন।
তেঞিঃ দিব্য দেহ তাঁরা করেন ধারণ ॥
দিব্য দেহার্থেতে কহে পার্ষদ শরীর।
পারিষদ বিনা সেবা নাহি হয় স্থির ॥
'ন স পুনরাবর্ত্ততে' শ্রুতির মর্ম্মার্থ।
সংসারে পুনরাবৃত্তি নিষেধ যথার্থ ॥
ভক্তিতে প্রবর্ত্ত দেখি মুক্ত সবাকার।
ভক্তির প্রাধান্য বেদ গায় বার বার ॥
ব্রহ্মেন্দ্র, বরুণ, শিব, ধর্ম্ম, হনুমান।
বলি, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, জাম্ববান ॥
নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, পৃথু, বিভীষণ।
ভগীরথ আদি করি মহাজনগণ ॥
ভক্তির প্রাধান্য মাত্র করেন স্বীকার।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে ইহাই প্রচার ॥
যদ্যপি ব্রহ্মেন্দ্র আদি মহাজনগণে।
মুক্তি পরিত্যাগ বিধি করিলা স্থাপনে ॥

তথাপি সালোক্য আদি মুক্তি চতুষ্টয়।
ভক্তির সম্পূর্ণ রূপ বিরোধী না হয়॥
কাহার কাহার ঐছে মুক্তি অবস্থায়।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাব অতি বৃদ্ধি পায়॥
সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি আদি শব্দে কয়।
সাযুজ্য না হয় যাতে ব্রহ্মৈক্য নিশ্চয়॥
ঐছে সালোক্যাদি চারি অপবর্গ যেই।
তাহার অবস্থা দুই কহি শুন এই॥
ঐশ্বর সুখের বাঞ্ছা প্রথমাবস্থায়।
প্রধান রূপেতে হয় কহিনু তোমায়॥
দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম স্বভাব সুলভ।
সেবন সর্ব্বদা বাঞ্ছে লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ॥
ভজন রসিকগণ এই ত কারণে।
প্রথমাবস্থায় প্রতিকূল বলি ভণে॥
সাযুজ্য ঐশ্বর সুখ এই অভিপ্রায়ে।
প্রতিকূল আদ্যবস্থা গোসাঞি জানায়ে॥
প্রেমের মাধুর্য্য একবার মাত্র যাঁরা।
অনুভব করিলেন ভাগ্যবান তাঁরা॥
কৃষ্ণৈকান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ।
সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষ নাহি লন॥
শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য গুণে যাঁ সবার।
আকৃষ্ট হইল মন সেই সবাকার॥

মোক্ষ মন হরিবারে নারে কদাচন।
একান্ত ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁরা হন॥
শ্রীপতির প্রসন্নতা সেই সবাকার।
মানস হরিতে নারে কহি বার বার॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অত্রত্যজ্ঞাতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ সর্ব্ববিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যানাতিবিরুধ্যতে।
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরাসেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদিদ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাংমতা।
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্য ভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গী কুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি। ১৮॥

পরমার্থে কৃষ্ণ-বিষ্ণু একতত্ত্ব হয়।
তথাপি শ্রীকৃষ্ণরূপোৎকৃষ্ট সুনিশ্চয়॥
সর্ব্বরস-সর্ব্বগুণ সম্পূর্ণ কারণ।
কৃষ্ণরূপোৎকৃষ্ট স্থির করে বিজ্ঞগণ॥

তথাহি তত্রৈব।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষারসস্থিতিঃ॥ ১৯॥

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণপত্নীগণ পরস্পর।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণে হইয়া কাতর॥
শুন সাধ্বি! সার্ব্বভৌম, ইন্দ্রপদ আর।
প্রাজাপত্য-ব্রহ্মপদ-সিদ্ধ্যষ্ট প্রকার॥

শ্রীপতির সামীপ্যাদি না করি প্রার্থনা।
কেবল কৃষ্ণের সেবা মনের বাসনা॥
ব্রজগোপী যেই কৃষ্ণে সেবিবার তরে।
একান্তে করেন বাঞ্ছান্তরে পরস্পরে॥
যেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে সখাগণ সনে।
নিত্য নিত্যানন্দ মনে করে গোচারণে॥
সেই কৃষ্ণ পদসেবা বাঞ্ছি সর্ব্বক্ষণ।
মনের বাসনা এই করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃপদং।
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধাবোঢ়ুং গদাভৃতঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো যদাঞ্ছন্তি পুলিন্দাস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥ ২০॥

পত্নী আর নাগপত্নীগণের বচনে।
শ্রীশাপেক্ষা কৃষ্ণরূপোৎকর্ষ জানি মনে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মরেণু স্পর্শের কারণ।
হৃদিস্থ কামনা সব করিয়া বর্জ্জন॥
ধৃতব্রতা হঞা লক্ষ্মী তপ আচরয়।
ইহাতে জানিয়ে কৃষ্ণরূপোৎকর্ষ হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ২১ ॥

মন-আঁখি যেইজন করিল ধারণ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ সে করু সেবন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণু কর, নব কৈশোর নটবর,
নরলীলায় হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রুঃ ॥

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

স্ব-সৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপে নিত্য তার ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মনমথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগত শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥

মাধুর্য্য ভগবত্বা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের-নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিলেন জানাইতে,
যাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রভু সনাতন হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা নগরী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥ ২২ ॥

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য সার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম ॥
সখি হে! কোন তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥ ধ্রুঃ ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে।

যেহোঁ সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিহোঁ মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেই ত মাধুর্য্য সার, অন্যসিদ্ধি নাহি তার,
তিহো মাধুর্য্যাদি গুণ খনি।
আর সব পরকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥
গোপীভাব দর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥
কর্ম্ম-তপ-যোগ-জ্ঞান, বিধি-ভক্তি-জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্বা, কৃষ্ণ দত্ত ভগবত্বা,
কৃষ্ণ সর্ব্বঅংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল-মৃদু-বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥
কৃষ্ণ দেখি যত জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারু কর্ণ
ভ্রাজৎ কপোল সুভগং সুবিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেষশ্চ॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাং॥ ২৩॥

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগত কৈল কামময়॥
সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ ধ্রুঃ॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
করনখ চান্দের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্রলীলা কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু-নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥
এ চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন মদ ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যাঁর এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলি সদন, জননেত্র রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ বদন॥
যার পুণ্যপুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে।

দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষাচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে উচিত সৃজন ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
আমার যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, মুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সু-কিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্ম্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ২৪ ॥

সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ ধ্রুঃ ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর।

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক ব্যাপে যার পূর ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনি রূপে পাঞা পরিণামে ॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে হরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোলে হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥
নীবী খসায় পতি আগে, গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক, ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
পুনঃ কহে বাহ্য জ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥
আমি বাউল আন কৈতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে এক করি পুনঃ সনাতনে কহে॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর প্রভুর শ্রীমুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেম সুখে॥
অখিল রসের নিধি মাধুর্য্যের খনি।
সর্ব্বগুণ পূর্ণ, নায়কের চূড়ামণি॥
প্রেমময়, সর্ব্বোপাস্য, মদনমোহন।
বল্লবী বল্লভ, লক্ষ্মী আদি আকর্ষণ॥
সেই কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তিবাঞ্ছা যার।
ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা হৃদে নাহি রহে তার॥
ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা-শূন্য শ্রদ্ধাবান জন।
বিশুদ্ধ ভক্ত্যধিকারী করিমু কীর্ত্তন॥

সকলের অধিকার ভক্তিতে আছয়।
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণে ইহাই লিখয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ॥
দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তির্নৃপং প্রতি।

যথা পাদ্মে।

সর্ব্বেঽধিকারিণোহ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ॥ ২৫॥

গুরু-কৃষ্ণ পাদপদ্মে অনন্যতা যার।
হ্লাদিনী স্বরূপা ভক্তি লাভ হয় তার॥
একের অভাবে হয় আনের অভাব।
এক আন অভাবেতে সকলি অলাভ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত এই করহ শ্রবণ।
দর্শনে দর্শন যার হয় সর্ব্বক্ষণ॥
ভারস্থিত পূর্ণকুম্ভ একের অভাবে।
আনের অভাব সিদ্ধ দেখিবারে পাবে॥
সুখাভাবে দুঃখাভাব সিদ্ধ সুনিশ্চয়।
দুঃখাভাবে সুখাভাব অন্যথা না হয়॥
এক আনাভাবে সর্ব্ব অভাব নিশ্চয়।
ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে বার বার কয়॥

তেঞি কহি গুরু কৃষ্ণে সম নিষ্ঠা যার।
নিশ্চয় নিশ্চয় ভক্তি লাভ হয় তার॥
"যথাদেবে তথাগুরৌ" শ্রুত্যর্থের দ্বারে॥
গুরু কৃষ্ণে সমজ্ঞান বিজ্ঞেতে প্রচারে॥
যথার্থে "সাদৃশ্য" "যেইরূপ" এই কয়।
যথাব্যয় হেতু ঐছে অর্থ সত্য হয়॥
তথা শব্দে "সেইরূপ" "সাদৃশ্য নিশ্চয়।"
তথাব্যয় লাগি ঐছে অর্থ মিথ্যা নয়॥
অব্যয় শব্দের অর্থ "অক্ষর" প্রভৃতি।
অজ্ঞেতে অন্যার্থ করি করয়ে বিবৃতি॥
বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র মানে যেইজন।
গুরু কৃষ্ণে সম নিষ্ঠা তার সর্ব্বক্ষণ॥
শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভে অধিকারী সেই।
তব সন্নিধানে বৎস্য! কহিলাম এই॥
জীব প্রকৃতির পতি শ্রীনন্দ-নন্দন।
পতিসেবা সতীত্বের শুদ্ধৈক কারণ॥
কৃষ্ণপতি ছাড়ি অন্য দেবে ভজে যারা।
পতিরতি হীন মহাব্যভিচারী তারা॥
ব্যভিচার পাপরত সংসারে যাহারা।
ভক্ত্যাদিতে অধিকারী কভু নহে তারা॥
মঞ্জুষা পূরিত অর্থ সঙ্গে দেব স্থানে।
রিক্তহস্তে যাঞা নানা বিনয় বিধানে॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে ওহে দয়াময়!।
দীনের মঙ্গল কর, পূজিব নিশ্চয়॥
কার্য্য ক্রেতা ভণ্ড সেই শ্রীদেব বঞ্চক।
মঙ্গল তাহার দূরে, সম্মুখ নরক॥
হেন ভণ্ডজন ভক্তিমুখ দরশনে।
কভু অধিকারী নহে কহে বিজ্ঞজনে॥
অন্তরে প্রভুত্ব ইচ্ছা বাহ্যে দৈন্যভাব।
সর্ব্বদা চিন্তয়ে কিসে হবে যশলাভ॥
আত্ম ভ্রম-প্রমাদাদি না করে স্বীকারে
পাছে প্রভুত্বের হানি হয় শিষ্য দ্বারে।
হেন ভাক্ত ভক্ত ভক্তি অধিকারী নহে।
শাস্ত্র-বিজ্ঞে এই কথা বার বার কহে।
কণ্ঠে কণ্ঠলগ্ন সূক্ষ্ম তুলসীর মালা।
স্ব-দক্ষ ভাগেতে সর্ব্বতীর্থ রজ থালা॥
তাহে ক্ষুদ্র ঘটে সর্ব্বদেব স্নান জল।
তদুপরি নামাবল্যুত্তরীয় কোমল॥
রক্ষা করি কৃষ্ণার্চ্চন করিবার তরে।
সুন্দর তিলক করে নাসার উপরে॥
যথাজ্ঞান কৃষ্ণার্চ্চন করিয়া যতনে।
ঐছে রজ স্নানবারি করে সু-সেবনে॥
হেন জন ভক্তিলাভে অধিকারী নহে।
বণিগ্ ভক্তি নাম এর শাস্ত্রবিজ্ঞে কহে।

বিনার্চ্চনে যদি কোন দেব রুষ্ট হয়।
এই ভয়ে যেই সর্ব্ব দেবেরে পূজয়॥
সেই ব্যভিচার জন ভক্তির বদন।
দেখিতে না পায় কভু কহে মুনিগণ॥
অনন্য ব্যতীত ভক্তি লাভ নাহি হয়।
বেদ-বিধি এই কথা বার বার কয়॥
শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া যেজন।
আপন যুক্তিতে করে ভক্তি আচরণ।
সেই "অহং" জ্ঞানী মূঢ় ভণ্ড দুরাচার।
ভক্ত্যাদিতে অধিকার হীন কহি সার॥
তৃণাপেক্ষা নীচজ্ঞান নাহিক যাহার।
নামাদিতে অধিকার কিসে হবে তার॥
মায়াবাদী প্রভৃতির প্রলোভ বচন।
দূরেতে বর্জ্জন করি বুদ্ধিমান জন॥
গুরু-কৃষ্ণে সমনিষ্ঠা রাখি সর্ব্বক্ষণ।
গুর্ব্বাদিষ্ট রূপে করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
সেই শুদ্ধা ভক্তি লাভে অধিকারী হয়।
অন্যথা কারীর ভক্তি অলভ্য নিশ্চয়॥
কর্ম্মী, জ্ঞানীগণেত্যাদি প্রণীত দর্শনে।
ভক্তি, ভক্তিগ্রাহ্য কৃষ্ণে করিলা গোপনে॥
সে সব দর্শন মতে ধায় যেইজন।
ভক্তি, ভগবানে সেহ না পায় দর্শন॥

ভক্তিগ্রাহ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ ভগবান।
তোমারে কহিনু এই বেদাদি প্রমাণ॥
সদ্রূপ শ্রীগুরু বাক্যে রাখিয়া বিশ্বাস।
ভক্তিযোগে ভজ কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য আশ॥
নানা মত আশা যেই করে মনে মনে।
ভক্তির শ্রীমুখ সেই না পায় দর্শনে॥
ত্রিবর্ণা-ত্রিকোণা প্রকৃতির অভ্যন্তরে।
কৃষ্ণেক্ষণ শক্তিব্রহ্ম অধিষ্ঠান করে॥
জ্যোতির্লিঙ্গাত্মক ব্রহ্ম সেই শক্ত্যাখ্যান।
হ্রাস-বৃদ্ধি আদি হীন, হীন পরিণাম॥
এই তত্ত্ব বিচারিয়া দার্শনিক গণ।
ভাবিনী প্রলয়াভাব করেন কীর্ত্তন॥
জড় জীব বৈরাগ্যার্থ প্রলয় স্বীকারে।
করিলেন ঋষিগণ শাস্ত্রের মাঝারে॥
প্রাকৃতিক প্রলয়ের বার্ত্তা শুন যাহা।
প্রকৃতি সম্বন্ধীয়ার্থে বুঝিবেক তাহা॥
প্রকৃতি গঠিত যেই দেহ আদি হয়।
সে সবার প্রলয়াদি প্রত্যক্ষ নিশ্চয়॥
হেন দেহাদিতে যেই আসক্ত আছয়।
ভক্তি লাভে অধিকারী সেই জন নয়॥
পরেশাংশ জীবানন্ত স্ব-স্ব কর্ম্ম দ্বারে।
নানা দেহে প্রবেশয়ে নানা বিধাকারে॥

কৃষ্ণাধীন তবু ভুঞ্জে নানাবিধ রস।
সেই হেতু মায়া জীবে করে আত্মবশ ॥
যদ্যপিহ কৃষ্ণাধীন নিত্য জীব চয়।
তথাপিহ মায়ালোকে সদা মুগ্ধ হয় ॥
পরেশাংশ অণ্বাকার হেতু তায় জানি।
অণ্বাকার হেতু অতি দুর্ব্বল বাখানি ॥
জীব শিব হয় সত্য হর্য্যংশ কারণ।
তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ইহা আছয়ে বর্ণন ॥
স্ব-কপোল কল্পিতার্থে মায়াবাদী গণ।
"শিবোহং শিবোহং" মুখে বলে সর্ব্বক্ষণ।
শিবার্থে মঙ্গলময় শ্রীহরি নিশ্চয়।
যাঁর অংশ শিব আদি দেব সমুদয় ॥
ভক্তির কণ্টক রূপ সর্ব্বত্রাহং জ্ঞান।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ ॥
অপরাধী মায়াবাদী সঙ্গ করে যেই।
ভক্তি লাভে অধিকারী কভু নহে সেই।
ভক্তি, ভক্ত হাটে ঘাটে বলে বহুজন ;
লক্ষণে মিলাতে গেলে প্রায় বিবর্জ্জন ॥
অধিকার হইয়াছে ভক্তিতে যাহার।
গুরুপাদাশ্রয় আদি কর্ত্তব্য তাহার ॥
গুর্ব্বাশ্রয় আদি নিত্য ভক্তি অনুষ্ঠান।
না করিলে দোষ জন্মে শ্রীরূপ প্রমাণ ॥

ভক্তিতে হইল যার সম্পূর্ণাধিকার।
আশ্রমিক কর্ম্ম ত্যাগে দোষ নাহি তার॥
দৈব হেতু কভু যদি সেই ভক্ত জন।
নিষিদ্ধ কর্ম্মের ভ্রমে করে আচরণ॥
তাহার লাগিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত নাই।
বৈষ্ণব শাস্ত্রের এই রহস্য জানাই॥
ভক্তির প্রভাবে তার সেই দোষ নাশে।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি এই করিল প্রকাশে॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অননুষ্ঠানতো দোষা ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে।
ন কর্ম্মণামকরণাদেষ ভক্ত্যধিকারিণাঃ।
নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতং।
ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতং॥ ২৬॥

অধিকার লাভ যার হইল যাহায়।
তাহার তাহাতে নিষ্ঠা গুণ বলি গায়।
তার বিপরীতে দোষ অবশ্য ঘটয়।
গুণ-দোষ এই হয় জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীএকাদশে।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ২৭॥

আশ্রম বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম।
পরিত্যাগ করি যেই লভিবারে শর্ম্ম॥

হরির চরণাম্বুজ ভজিতে ভজিতে।
অপক্কাবস্থায় ভ্রষ্ট হয় তাহা হৈতে॥
অথবা জীবন যায় তথাপি তাহার।
অমঙ্গল নাহি হয় কহিলাম সার॥
কৃষ্ণভক্তি রসিকের স্বধর্ম্ম বর্জ্জনে।
অকল্যাণ কভু নাহি হয় জানি মনে॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি করি অনাদর।
কেবল স্বধর্ম্মাচরে যেই কর্ম্মী নর॥
তাহাতে তাহার নাহি হয় অভ্যুদয়।
ভাগবতে এই কথা শ্রীনারদ কয়॥

তথাহি শ্রীপ্রথমস্কন্ধে।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরেঃ
ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ২৮॥

কৃষ্ণাজ্ঞা স্বরূপ বেদ উক্তাশ্রম ধর্ম্ম।
পরিত্যাগ করি যেই লভিবারে শর্ম্ম॥
হেয়োপাদেয়তা গুণ দোষাদি বিচারি।
কৃষ্ণকে ভজনা করে হঞা আজ্ঞাকারী॥
সাধুগণ মধ্যে সেই সাধুতম হয়।
ভক্তোদ্ধবে স্বয়ং কৃষ্ণ এই কথা কয়।

তথাহি শ্রীএকাদশস্কন্ধে।

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। ॥ ॥

পিতৃলোক প্রাপ্তি আদি যাহা শাস্ত্রে কয়।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ফল সেই হয়॥
ক্ষয় হেতু সেই ফল বিজ্ঞ গ্রাহ্য নহে।
সারগ্রাহী জনগণে এই কথা কহে॥
ঐছে কর্ম্ম কামহীন ভক্তি সহকারে।
আচরি অর্পেণ যেই কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি মাঝারে।
তাহাতে তাহার জ্ঞান ফল লাভ হয়।
ভক্তি হীন হৈলে নাহি কোন ফলোদয়
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভক্তি নাহি হয়।
অথবা তাহার ফল না হয় নিশ্চয়॥
ঐছে কর্ম্ম অকরণে পাপোৎপত্তি হয়।
করণে বিক্ষেপ চিত্ত মহাজনে কয়॥
বিক্ষিপ্ত মানস কৃষ্ণপদে প্রবেশিতে।
শীঘ্র নারে শুনি এই সাধু সমিতিতে॥
ঐছে কর্ম্মত্যাগে শীঘ্র কৃষ্ণ নিষ্ঠাজ্ঞান।
জীবের সম্ভব হয় এই ত প্রমাণ॥
ঐছে জ্ঞান ঐছে কর্ম্ম অকরণ পাপ।
কৃষ্ণভক্ত্যাদিতে নাশ কহিলাম বাপ॥

কৃষ্ণভক্তি হীনে কোন ফল সিদ্ধি নাই।
বৃথা জন্ম তার, সেই মহাপাপী গাই॥
স্বীয় সখ্যভক্ত অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করি।
জগতে দিলেন শিক্ষা কৃপাময় হরি॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি যদি জীবগণ।
সর্ব্বতোভাবেতে লয় আমার শরণ॥
আমি করি সে সবার সর্ব্বপাপ নাশ।
আমার প্রতিজ্ঞা এই করিনু প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৩০॥

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদিতি" শাস্ত্রে কয়।
কৃষ্ণভক্তি হীন গুরু-পিতৃদ্রোহী হয়॥
"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যাদি" বাক্যে ইহাই জানায়।
কৃষ্ণভক্তি হীনে জ্ঞান শোভা নাহি পায়॥
এই সব গুণ দোষ করি বিচারণ।
কৃষ্ণাজ্ঞায় কৃষ্ণভক্তি করে যেইজন॥
স্ব-ধর্ম্মাদি ত্যাগে আর নিষিদ্ধাচরণে।
তার পাপ নাহি হয় কহে ঋষিগণে॥
পাপ দূরে রহু তার প্রেমোদয় হয়।
বিচারি গোসাঞি এই করেন নির্ণয়॥

দৈব হেতু বিনা ভক্ত আপন ইচ্ছায়।
নিষিদ্ধ অসাধু কর্ম্মে কভু নাহি ধায়॥
কৃষ্ণে একান্তিতা জন্মে চতুর্ব্বিধোপায়ে।
কৃপা করি প্রভু বংশী জগতে শিখায়ে॥
প্রথমে আশ্রমোচিত ধর্ম্ম অনাদর।
দ্বিতীয়ে কর্ম্মাদ্যপেক্ষা হীন নিরন্তর॥
তৃতীয়ে বিপদ সহে প্রেষ্ঠে অনুরাগ।
চতুর্থে প্রেমৈক নিষ্ঠা জানি মহাভাগ॥
চতুর্ব্বিধাশ্রমোচিত ধর্ম্ম সমুদয়।
পরিত্যাগ করি যেই মানব-নিচয়॥
কায়মনোবাক্যে সেই শরণ্য হরির।
শরণ গ্রহণ করে করি এক স্থির॥
দেব, ঋষি, ভূত, পিতৃ, নর সবাকার।
প্রীতি হেতু কোন কর্ম্ম নাহি সে সবার।
ঐছে পঞ্চ ঋণ হৈতে সেই ভক্তগণ।
মুক্তি লাভ করে এই শুকের বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥ ৩১॥

গৃহস্থ ব্যক্তির পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই শাস্ত্রের বিধান॥
দেবঋণ মোচনার্থ হোমাদি বিহিত।
ঋষিঋণ জন্য শাস্ত্রপাঠ সুনিশ্চিত॥
ভূতঋণ মোচনার্থ বিহিত পূজন।
পিতৃলোকঋণ হেতু শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
নরঋণ মোচনার্থ আতিথ্য-সৎকার।
পঞ্চঋণ বার্ত্তা এই করিনু প্রচার॥
কৃষ্ণ অনুরাগী গৃহী এই পঞ্চ ঋণে।
কভু ঋণী নহে এই কহেন প্রবীণে॥
জ্ঞানাজ্ঞান, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম।
উপদেশ নাহি লয় যাতে নিজ শর্ম্ম॥
অনুরাগ ভক্তিহীন, শিশ্ন পরায়ণ।
আত্মম্ভরী, অবিনয়ী, অবদ্য, কৃপণ॥
পণ্ডিতাভিমানী বৃথা, আত্মরহংকারী।
অহং সর্ব্বগুরুজ্ঞান, ব্রহ্মবৃত্তিহারী॥
সর্ব্বলোক বঞ্চনার্থ বৈষ্ণবের বেশে।
সংসারে ভ্রমণ করে স্ব-স্বার্থ বিশেষে॥
চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদি লোক স্থানে গায়।
অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে ঘৃত অন্ন খায়॥
পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধাতিথ্য, অন্যদেবার্চ্চন।
বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য বলে সর্ব্বক্ষণ॥

এহেন বৈষ্ণবে সদা বৈষ্ণব-সজ্জনে।
কপটী-বঞ্চক জ্ঞানে করেন বর্জ্জনে॥
কপটী-বঞ্চকাপেক্ষা কর্ম্মী-জ্ঞানী জন।
জগতের শুভকারী করিনু কীর্ত্তন॥
কপটী-বঞ্চক অতি অনর্থের মূল।
যাহার সঙ্গতি নাশে একুল-সেকুল॥
অনুরাগ দাগলেশ হৃদে নাহি যার।
অনুরাগী বলি সেই কলিতে প্রচার
সেই মূঢ় পঞ্চযজ্ঞ করিয়া বর্জ্জন।
প্রত্যবায় ভাগী হবে কহে ঋষিগণ।
অনুরাগী সাজে যেই লোক ভুলাইতে।
অবশ্য হইবে তারে নরক দেখিতে
অতএব নিজ নিজ অধিকারোচিত।
কর্ম্মাচরে বুদ্ধিমান গণ যথোচিত॥
ত্যাগী, কৃষ্ণ অনুরাগী গৃহস্থ সকলে।
কার ঋণে ঋণী নহে শাস্ত্রে এই বলে।
কৃষ্ণ কথাদিতে শ্রদ্ধা যাবৎ না হয়।
তত দিনাবধি কর্ম্ম করিবে নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। ৫২॥

শ্রদ্ধা শব্দে কহে ভক্তি, সুদৃঢ় বিশ্বাস।
যাহে কৃষ্ণে অনুরাগ করায় প্রকাশ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ বাঘ হৃদয় কন্দরে।
প্রবিষ্ট হইয়া যবে গরজন করে॥
তাহা শুনি কর্ম্মপশু আদি সমুদায়।
আপনি আপনি সবে দূরেতে পলায়॥
বৈধী ভক্তি লোপ ভয়ে কোন কোন ভক্ত।
প্রভু সনাতন বাক্যে হঞা অনুরক্ত॥
যথোদিত কর্ম্ম যথা সাধ্য আচরয়।
তাহে তাসবার দোষ কিছু নাহি হয়॥
ভক্তি অনুকূল কর্ম্ম আদি আচরণে।
ভক্তের নাহিক দোষ কহে সনাতনে॥
যথা মুক্ত জন বিধি-নিষেধ অতীত।
তথা হরি ভক্ত এই কহিনু নিশ্চিত॥
বীতরাগ হঞা অন্য দেবতার প্রতি।
হরি পাদপদ্ম ভজে হঞা নিষ্ঠামতি॥
হরির নিরতিশয় প্রিয় সেই হয়।
ভক্তি প্রতিকূল কর্ম্ম কভু না করয়॥
নিন্দিত-নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহার।
কদাপি নাহিক হয় কহিলাম সার॥
যদ্যপি কখন তিহোঁ প্রমাদে পড়িয়া।
নিন্দিত-নিষিদ্ধ কর্ম্ম ফেলে ঘটাইয়া॥

তাহার কারণ পাপ আদি যেই হয়।
সেই পাপ আদি তারে স্পর্শিতে নারয়॥
ভক্ত হৃদিপদ্মস্থিত ভগবান হরি।
স্বয়ং সেই পাপ আদি নাশে কৃপা করি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ৩৩॥

যদি কহ পাপ আদি বিনাশ কারণে।
কৃষ্ণ স্থানে দৈন্য যেই না করে প্রার্থনে॥
কেন হরি পাপ আদি নাশিবে তাহার।
ইহা না বুঝিতে পারি কিএর বিচার॥
ওহে বাপ! বস্তু শক্তি জানিহ নিশ্চয়।
প্রার্থনা-দৈন্যাদ্যপেক্ষা কভু না করয়॥
সাধনাঙ্গ বহু ভক্তিবিলাসে কহয়।
তার মধ্যে যেইগুলি প্রসিদ্ধাতিশয়॥
যথা জ্ঞান সেই সব কহিব তোমায়।
যাহাতে বুঝিবে সাধনাঙ্গ সমুদায়॥
যার অবান্তরে ভেদ সদা দৃষ্ট হয়।
অথবা স্বগতভেদ স্পষ্ট যাতে নয়॥

এতাদৃশ বক্ষ্যমাণ করম সকলে।
সাধন ভক্তির মুখ্য অঙ্গ বিজ্ঞে বলে ॥
অঙ্গের লক্ষণ এই করিনু কীর্ত্তন।
প্রমাণ ইহাতে প্রভু রূপ, সনাতন ॥

তথাহি শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ।

হরিভক্তিবিলাসেঽস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষণঃ।
কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দ্দিশ্যন্তে যথামতি।
আশ্রিতাবান্তরানেকভেদং কেবলমেব বা।
একংকর্ম্মাত্র বিদ্বদ্ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

গুরুপদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ।
বিশ্রম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবন ॥
শ্রীগুরু পরমবন্ধু-স্বয়ং ভগবান।
গুরু রূপে সাধে কৃষ্ণ জীবের কল্যাণ ॥
আচার্য্য স্বরূপে কৃষ্ণ ভ্রমেণ সংসারে।
অন্তর্যামী রূপে রন হৃদয় মাঝারে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশস্কন্ধে।

নরকস্তম উন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহংসখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যোহ্যাঢ্য উচ্যতে ॥
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৩৫ ॥

হেন গুর্ব্বাশ্রয় অগ্রে নাহি করে যেই।
কোন ধর্ম্মে আধিকারি নাহি হয় সেই ॥
সর্ব্ব কার্য্যে অগ্রে হয় গুরু প্রয়োজন।
গুরুবিনা কোন কার্য্য না হয় পূবণ ॥
তেঞিও সর্ব্বশাস্ত্র আর মহাজন গণ।
গুরুপাদাশ্রয় অগ্রে করেন কীর্ত্তন ॥
গুর্ব্বাশ্রয় অর্থে মন্ত্র গুরুপাদাশ্রয়।
মহান্ত স্বরূপে সেব্য শিক্ষা গুরু চয ॥
কুতর্ক সংশয় ছাড়ি হইয়া একান্ত।
মন্ত্র গুর্ব্বাশ্রয় অগ্রে করে যত শাস্ত ॥
ওবে বৎস্য ! বাগ্বাহুল্যে নাহি প্রযোজন।
সর্ব্বভাবে লহ অগ্রে গুরুর শরণ ॥
অচিন্ত্য অভিন্ন ভিন্ন গুরু কৃষ্ণে হয়।
তেঞিও কৃষ্ণ প্রিয়গুরু বিজ্ঞজনে কয় ॥
প্রিয়াক্ষেপ হেত্বচিন্ত্য ভেদ লক্ষ হয়।
সেই ত অচিন্ত্য ভেদে "প্রকাশ" কহয ॥
সাক্ষাৎ শ্রীহরিগুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
নিশ্চয় জনিয়া বিজ্ঞে করে গুর্ব্বাশ্রয ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৩৬ ।

পূর্ব্ববিধি হৈতে পরবিধি বলবান।
পর বিধি "অপবাদ" স্বরূপ বিধান॥
পূর্ব্ব পর বিধি এথাভেদ ভেদ হয়।
পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা মূর্খে না বুঝয়॥
সেই ত অভেদ ভেদ অচিন্ত্য নিশ্চয়।
অচিন্ত্য তত্ত্বেরে তর্কে বিজ্ঞে না আনয়
সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন, সাধু সন্নিধানে।
সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা সদা যথোক্ত প্রমাণে
কৃষ্ণ হেতু ভোগ ত্যাগ, দ্বারকাদি বাস
অথবা গঙ্গাদি তীরে কহিনু নির্য্যাস॥
ব্যবহার সবে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিব্রত সকলের সম্মান কথিতা।
* অরুণোদয় বিদ্ধৈকাদশী বিবর্জ্জন।
ষষ্ঠিদণ্ড বিদ্ধা ত্যাগ অন্য ব্রতগণ॥
মহাদ্বাদশীর প্রাপ্তে একাদশী ত্যাগ।
ফলাধিক্য হেতু শাস্ত্রে এই হয় লাভ।
শ্রীবিষ্ণুশৃঙ্খল বর্জ্জি দ্বাদশী গ্রহণ।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই শাস্ত্রের লিখন॥
শ্রীবিষ্ণুশৃঙ্খল মাত্র যোগফল হয়।
তাহে নিত্যব্রত বাধ হইতে নারয়॥
শাব্দ বোধ আদি হীন কোন কোন জন।
দ্বাদশী ছাড়িয়া করে শৃঙ্খল গ্রহণ॥

তাহাদের সেই মত শুদ্ধ নাহি হয়।
বিচারি দেখুন ইহা বুধ সমুদয়॥
ধাত্র্যশ্বত্থাদির সদা গৌরব করণ।
সাধন ভক্তির এই দশ উপক্রম॥
অভক্ত সংসর্গ দূর হইতে বর্জ্জন।
অনধিকারীকে শিষ্য কভু না করণ॥
সু-বৃহন্মন্দির আদি নির্ম্মাণ কারণে।
নিরুদ্যম ভাব যুক্ত কহে মহাজনে॥
বহুগ্রন্থ চতুঃষষ্টি কলা ব্যাখ্যাভাস।
বাদ পরিত্যাগ এই জানিহ নির্য্যাস॥
ব্যবহারে অকার্পণ্য বুদ্ধি প্রকাশিবে।
শোকাদির বশীভূত কভু না হইবে॥
অন্যদেবে কভু না করিবে হেয় জ্ঞান।
প্রাণী মাত্রে করিবেক অভয় প্রদান॥
সেবা, নাম অপরাধ সর্ব্বদা বর্জ্জন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্ত দ্বেষ আদি না করণ॥
এই দশ অঙ্গ বিনা সাধন ভক্তির।
উদয় সম্ভব নাই কহিলাম স্থির॥
এই বিংশ অঙ্গ ভক্তি মন্দির প্রবেশে।
দ্বারের স্বরূপ হয় কহিনু বিশেষে॥
তথাপি শ্রীগুরুপাদাশ্রয় আদি কবি।
ত্রয়াঙ্গ প্রধান দেখি শাস্ত্রের ভিতরি॥

অতিসুখ প্রদ গৃহকর্ম্ম আদি নয় ।
বরঞ্চ দুঃখদ অতি শাস্ত্রে, বিজ্ঞে কয় ॥
উত্তমাতিশয় দুঃখ শূন্য অবচ্ছিন্ন ।
নিত্য শ্রেয়ঃ সুখ যেই তদ্দ্বারে অভিন্ন ॥
কিম্বা আত্যন্তিক দুঃখ শূন্যানন্দময় ।
নিত্য অতিশয় সুখ সাধন নিশ্চয় ॥
সেইত সাধন সুখ সাধ্যত্বাদি হয় ।
অপর সাধনাপেক্ষা যে নাহি করয় ॥
সেই নিত্য সর্ব্বোত্তম পরানন্দময় ।
সাধন জানিতে যার বাসনা আছয় ॥
তিহোঁ শান্তি গুণান্বিত গুরুর আশ্রয় ।
অবশ্য লইবে এই কহিনু নিশ্চয় ॥
বেদরূপ শব্দ ব্রহ্মে ন্যায়ানুমোদিত ।
ব্যাখ্যা দ্বারে তত্ত্ব স্থির করণে পণ্ডিত ।
তাহাতে ভজন পরিপাক নিবন্ধন ।
প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
পরম আনন্দ ব্রহ্ম কৃষ্ণে অবস্থিত ।
তিহোঁ শান্তি গুণান্বিত গুরু সু-নিশ্চিত ॥
উপদেশ প্রদানিতে অধিকার তাঁর ।
তদ্ভিন্ন অন্যের নাই কহিলাম সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমং ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ৩৭ ।

উপদেশ শব্দে মন্ত্র প্রদান কহয়।
শব্দ শাস্ত্রাদিতে এই করিলা নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকায়াং।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্র মাত্র প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥ ৩৮॥

ঐছে শান্তি গুণান্বিত সদ্‌গুরুর স্থানে।
উপদেশ লইবেক যথোক্ত বিধানে॥
"সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেদাদি" শ্রুতি কয়।
সদ্‌গুরু সকাশে মন্ত্র গ্রহণীয় হয়॥
"সদ্‌গুরুমেবাভীত্যাদি" বেদ বাক্য বলে।
অসদ্‌গুরু ত্যজ্য কহে পণ্ডিত সকলে॥
সদ্বলে অসৎ মিলে যথা তথা দ্বারে।
শাস্ত্রের বিচার এই কহিনু তোমারে॥
কৃষ্ণ ভক্তি লভিবারে বাসনা যাহার।
সদ্‌গুরু আশ্রয় করা কর্ত্তব্য তাহার॥

তথাহি শ্রীমদ্ধরিভক্তি বিলাসে।

কৃপয়াকৃষ্ণ দেবস্য তদ্ভক্তজন সঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ॥ ৩৯॥

বেদনাম শব্দব্রহ্মে পারদর্শী যিহোঁ।
শিষ্যের সংশয় নাশে ক্ষমবান তিহোঁ॥
তদ্বিনা শিষ্যের হৃদি সংশয় নাশিতে।
অন্যের সামর্থ্য নাই কহে শাস্ত্রাদিতে॥

শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠ, শান্তি গুণান্বিত।
তাঁর কৃপা ফলবতী হয় সু-নিশ্চিত॥
হেন সদ্‌গুরুর ঠাঞি লবে উপদেশ।
শ্রীভগবানের আজ্ঞা এইত বিশেষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীতমদাত্মকং॥ ৪০।

অসদ্‌গুরু দত্ত মন্ত্রকৃপা শ্রেয়ঃ দিতে।
কভু নাহি পারে এই কহেন বিধিতে॥
অতএব বুদ্ধিমান শ্রেয় লিপ্সু জন।
অসদ্‌বৈষ্ণব গুরু করিয়া বর্জ্জন॥
পুনর্ব্বার মন্ত্র লবে বৈষ্ণবের ঠাঞি।
স্বগ্রন্থ টীকায় এই লিখিলা গোসাঞি॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥ ৪১।

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ তত্ত্বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
মনুষ্য মাত্রের গুরু-পূজ্য সর্ব্বক্ষণ॥
যথা হরি সর্ব্বলোক পূজনীয় হন।
তাঁর সম পূজনীয় ঐছে সদ্‌ব্রাহ্মণ॥

তথাহি পাদ্মে।

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণোবৈগুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেবলোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ ৪২॥

নিন্দ্য অবলিপ্ত গুরু ত্যজ্য সদা হয়।
স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেতে এই পুনঃ পুনঃ কয়॥
ইহা না জানিয়া অজ্ঞ নিন্দ্য গুরু করে।
ভক্তি লাভ দূরে রহু ভবে ডুবে মরে॥
অতএব কামহীন, ষিত্রাদি বিহীন।
কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি শাস্ত্রেতে প্রবীণ॥
সাধুগণ প্রিয় বিপ্রেন্দ্রিয়াপরায়ণ।
তিহোঁত সদ্গুরু এই দীপিকা বচন॥
ভব ক্লেশ নাশকারী উপদেশ যেই।
তাঁহার আশ্রয়ে লবে কহিলাম এই॥

তথাহি ক্রমদীপিকায়াং।

বিপ্রং প্রধ্বস্তকাম প্রভৃতি রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজো রাগিনীমুদ্বহন্তং।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সংসুদান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকংসংশ্রয়েত॥ ১৩॥

সদ্গুরু চরণাশ্রয় করিয়া বর্জ্জন।
অহংগুরু জ্ঞানে যেই অভিমানী জন॥
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জয় করিবারে চায়।
সেই ভব সাগরতে হাবু ডুবু খায়॥
কর্ণধার শূন্য নৌকাশ্রিত বৈশ্য যথা।
সমুদ্রে পড়িয়া কাঁদে সেই কাঁদে তথা॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ।

বিজিত হৃষীক বায়ুভিরদান্ত মনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসন শতান্বিতাঃ সমবহায়গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ্ঞ সন্ত্যক্ত কর্ণধরা জলধৌ ॥ ৪৪ ॥

দীক্ষা বিনা জপ, পূজা, ক্রিয়াদি না হয়।
দীক্ষা বিনা সাধুগতি, সিদ্ধি না মিলয় ॥
দেহান্তে নরক গতি লাভ হয় তার।
সেই নরাধম অতি কহিলাম সার ॥
গ্রন্থেতে দেখিয়া মন্ত্র যে করে গ্রহণ।
তাহার নিষ্কৃতি নাহি দেখি কদাচন ॥
দীক্ষা বিহীনের তপ-ব্রত আদি নাই।
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম তাহার বৃথাই ॥

তথাহি স্মৃতৌ।

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরংতপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেৎ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।
অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজ বৎ।
দেবি দীক্ষা বিহীনস্ত ন সিদ্ধি ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতা ভবেৎ।
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্দীক্ষা প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ।

গ্রন্থে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্নাতি নরাধমঃ ।
মন্বন্তর সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে ।
নাদীক্ষিতস্যকার্য্যংস্যাত্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ।
ন তীর্থগমনে নাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ ॥ ৪৫ ॥

তন্ত্র শব্দে গৌতম্যাদি বৈষ্ণবী সকল ।
বৈষ্ণবের গ্রাহ্য সদা কহে বিজ্ঞ দল ॥
অদীক্ষিত মানবের পৃষ্ট অন্ন, জল ।
বিষ্ঠা মূত্র সম, তার শ্রাদ্ধাদি নিষ্ফল ॥

তথাহি মৎস্যসূক্তে ।

অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষংশৃণু বরাননে ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমংস্মৃতং ।
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিং ॥ ৪৬ ॥

দীক্ষা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয় ।
এই কথা শাস্ত্র বিজ্ঞে পুনঃ পুনঃ কয় ॥
তথাপি অজ্ঞতা হেতু কোন কোন জন ।
দীক্ষা আবশ্যক নাই বলে সর্ব্বক্ষণ ॥
হরিনামাশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধি তারা কহে ।
সেহ সত্য বটে, কিন্তু যা ভাবে তা নহে ॥
দীক্ষা বিনা নামাশ্রয়ে নামীর দর্শন ।
সেবন জনিত প্রেম না মিলে কখন ॥
এই হেতু শ্রুতি কহে তদ্বিজ্ঞান তরে ।
সদ্গুরু আশ্রয় কর নির্ম্মল অন্তরে ॥

সদ্গুরু আশ্রয় বিনা তত্ত্বিজ্ঞান সুখ।
কদাপি নাহিক মিলে কহে বেদমুখ॥
"নো দীক্ষামিত্যাদি" এই নাম মহিমাতে।
বর্ণিত দেখিয়া তারা গায়েন সভাতে॥
কেবল শ্রীনামাশ্রয়ে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
দীক্ষা আবশ্যক তাতে কিছু না আছয়॥
"নো দীক্ষামিত্যাদি" শ্লোকে হেন কথা নাই।
দীক্ষা বিনা শুদ্ধ নামে প্রেম আদি পাই॥
অদীক্ষিত নামাশ্রয়ে সদগতি লভয়।
"নো দীক্ষামিত্যাদি" শ্লোকে এই ভাব কয়॥
এ হেন সিদ্ধান্ত বিনা অন্য মীমাংসাতে।
শ্রুত্যাদি কুপিত হয় শুনহ সাক্ষাতে॥
"তদ্বিজ্ঞানার্থমিত্যাদি" শ্রুতির বচন।
"তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত" স্মৃতির লিখন॥
তদ্বিনা সংহিতা আদি তন্ত্রের তন্ত্রিত।
বচন বিনষ্ট হয় জানিহ নিশ্চিত॥
গুরুপাদাশ্রয় আর শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষার।
নিত্যত্ব শাস্ত্রেতে স্পষ্ট রূপেতে প্রচার॥
এ হেতু "নো দীক্ষেত্যাদি" বচনের দ্বারে।
দীক্ষাদির নিত্যত্বতা খণ্ডিতে কে পারে॥
অতএব কুটি-নাটি করিয়া বর্জ্জন।
সদ্গুরু সকাশে দীক্ষা লয় বিজ্ঞজন॥

সদ্‌গুরু সকাশে যেই দীক্ষা নাহি লয়।
সেই আত্মঘাতী এই জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্‌ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ৪৭॥

শ্রীগুরুর তেজ শিষ্য উপাসনা বলে।
যে দিন ধারণ করে হৃদয়-কমলে॥
সে দিন হইতে সর্ব্ব কার্য্যে সেইজন।
সিদ্ধ মনোরথ হয় বেদের লিখন॥
শ্রীগুরুর তেজ বিনা এ ভব সংসারে।
কোন কার্য্যে সিদ্ধ কেহ হইতে না পারে॥
তাহাতে প্রমাণ ব্রহ্মা করহ দর্শন।
যিঁহ কৃষ্ণগুরু তেজ করিয়া ধারণ॥
সমর্থ হইল বিশ্ব সৃষ্টি করিবারে।
ইহা জানিলাম শ্রীমুখের আজ্ঞা দ্বারে॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

যচ্চং হি বিশ্বস্য চরাচরবীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।
ময়াহিতং তেজ ইদং বিভর্ষি বিধে বিধেহি ত্বমথো যজস্তিঃ॥ ৪৮॥

স্ব-গুরু কৃষ্ণের তেজ পাঞা হংসাসন।
বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন মনের মতন॥

অতএব বৎস্য! তুমি শ্রীগুরু-চরণে।
প্রগাঢ় বিশ্বাসে সদা করহ সেবনে॥
বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দুর।
এই যে শ্রুতির আজ্ঞা বড়ই মধুর॥
গুরুতে কাপট্য যার সেই দুরাচার।
সাধনেও সিদ্ধিলাভ নাহি হয় তার॥
ইহ পরকালে সেই নানা দুঃখ পায়॥
সাধু-গুরু শাস্ত্র বাক্য কহিনু তোমায়॥
শব্দব্রহ্ম পারংগত কৃষ্ণনিষ্ঠ যিনি।
শিষ্যের সন্তাপহর গুরু হন তিনি॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ॥
পরম বিশ্বাস সহ শ্রীগুরু-চরণ।
সেবিবে, যাহাতে হবি পরিতুষ্ট হন॥
গুরু কৃষ্ণে সম রূপে করিবে সেবন।
তবে ত হৃদয়ে তত্ত্ব হইবে স্ফুরণ॥

তথাহি শ্রুতৌ।

যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈ তে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মন॥ ৪৯॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের বচনে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥

"আচার্য্য মাং বিজানীয়াদিত্যাদি" প্রমাণে।
গুরু কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপ কহি তব স্থানে॥
শ্রীসচ্চিদানন্দ তত্ত্ব করিলে শীলন।
গুরু কিবা বস্তু তাহা হইবে দর্শন॥
সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
শ্রীসচ্চিদানন্দে সেই "সদাস্থে" মিলয়॥
পরেতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তার।
তত্রাপি গুরুর ইচ্ছা ভাগ্য সে আমার॥
গুরু পরিতুষ্ট করি প্রিয় দেব জ্ঞানে।
ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা কর তাঁর স্থানে॥
প্রিয়দেব অর্থে জানি স্বোপাস্য দেবতা।
ভক্তিহীন অজ্ঞে করে ইহাতে অন্যথা॥
ভাগবতধর্ম্ম, কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণ।
পাইতে উপায় শুদ্ধ গুরুর সেবন॥
কৃষ্ণের স্বরূপ গুরু সর্ব্বদেবময়।
তাঁহার বিক্রিয়া কভু ভক্তে না দেখয়॥

তথাহি তত্রৈব।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ৫০॥

কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী হেতু তন্মন্ত্রাদি যত।
সর্ব্বমন্ত্রাদির অংশী শ্রুত্যাদি সম্মত॥
এই সব বিচারিয়া বুদ্ধিমান জন।
গুর্ব্বাশ্রয়ি করে কৃষ্ণ মন্ত্রাদি গ্রহণ॥
গুরুপাদাশ্রয় আদি ত্রয়াঙ্গ প্রধান।
তাহার কারণ এই প্রভু রূপ গান॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ।
ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদিকং॥ ৫১॥

হরি মন্দিরাকৃতাদি কার্য্য চিহ্ন ধৃতি।
হরিনামাক্ষরোত্তম অঙ্গেতে বিবৃতি॥
হরির সম্মুখে নৃত্য, নির্ম্মাল্য ধারণ।
রুদ্রের নির্ম্মাল্য আদি সর্ব্বদা বর্জ্জন॥
দণ্ডবৎ প্রণতি, কৃষ্ণ অগ্রে অভ্যুত্থান।
স্বগ্রন্থে গোসাঞি এই কহে সপ্রমাণ॥
অধিষ্ঠান স্থানে গতি, তদনুগমন।
পরিক্রম, পরিচর্য্যা, সঙ্কীর্ত্তনার্চ্চন॥
গীত, জপ, স্তবপাঠ, প্রসাদগ্রহণ।
পাদ্যাম্বাদাদান আর বিজ্ঞপ্তি করণ॥
চিন্ময় বুদ্ধিতে নিত্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
প্রাকৃতিক বুদ্ধি সদা সর্ব্বদা বর্জ্জন॥

ধূপমাল্যাদির ঘ্রাণ, শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শণ।
আরাত্রিকোৎসব আদি ঈক্ষণ করণ॥
কৃষ্ণ কৃপা সন্দর্শন, তদীয় স্মরণ।
ধ্যান, দাস্য, সখ্য আর আত্মনিবেদন॥
নিজ প্রিয়বস্তু কৃষ্ণে উপহার দান।
কৃষ্ণপ্রীতি হেতু সদা চেষ্টানুসন্ধান॥
শরণাপত্ত্যাদি নিত্য সর্ব্ব অবস্থায়।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি এই কন সমুদায়॥
তুলসী, মথুরা, শাস্ত্র, ভক্তাদি সেবন।
স্ববৈভব অনুসারে মহোৎসব করণ॥
শাস্ত্র শব্দে ভাগবত বেদসার হয়।
কৃষ্ণের বাঙ্ময়মূর্ত্তি পুরাণে লিখয়॥
স্ব-মতের অনুকূল সর্ব্বশাস্ত্র বাণী।
গ্রহণ কর্ত্তব্য তায় নাহি কোন হানি॥
ঊর্জ্জাদর, কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা অনুষ্ঠান।
শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্ঘ্রি সেবনেতে অতি প্রীতিজ্ঞান।
ভাগবত অর্থাস্বাদ রসিক সহিত।
স্নিগ্ধ সাধু সঙ্গ সদা কহিনু নিশ্চিত॥
মথুরামণ্ডলে স্থিতি, নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ এইত লিখন॥
চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের প্রমাণ নিচয়।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেতে আছয়॥

যানে বা পাদুকা সহ হরিগৃহে গতি ।
কৃষ্ণ অগ্রে নাহি করা দণ্ডবৎ প্রণতি ॥
গরুড় দক্ষিণে রাখি শ্রীমূর্ত্তি স্ববামে ।
প্রণামের বিধি এই কহে অভিরামে ॥
কৃষ্ণপ্রীতি হেতু কৃত উৎসব আদির ।
সেবন নাহিক করা কহে যত ধীর ॥
উচ্ছিষ্ট বা শৌচে করা বন্দনাদি তাঁর ।
এক হস্ত ভূমে রাখি কৃষ্ণে নমস্কার ॥
কৃষ্ণ অগ্রে প্রদক্ষিণ অন্যের করণ ।
অথবা ক্রীড়াদিচ্ছলে করিমু কীর্ত্তন ॥
শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে নিজ পাদ প্রসারণ ।
পর্য্যঙ্ক বন্ধন করি উৎসবে নর্ত্তন ॥
শয়ন, ভোজন আর অলীক কথন ।
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেতে ভাষণ ॥
কলহ, নিগ্রহ, পরস্পর সম্ভাষণ ।
প্রসাদ প্রকাশ করা, নিষ্ফল রোদন ॥
কৃষ্ণাগ্রে নিষ্ঠুর বাক্য অন্যেরে কহন ।
কৃষ্ণ অগ্রে কৃষ্ণাম্বরে দেহাচ্ছাদন ॥
পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল ভাষণ ।
অধোবায়ুত্যাগ, গৌণোপচার অর্পণ ॥
সামর্থ্য থাকিতে গৌণ উপচার দান ।
কার্পণ্যাদি মহাদোষ সেইত প্রমাণ ॥

কৃষ্ণে অনর্পিত বস্তু ভক্ষণ করণ।
কালোদ্ভব ফল আদি না করা অর্পণ॥
অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণে প্রদান।
শ্রীগোবিন্দে পাছু করি করা অবস্থান॥
কৃষ্ণের সম্মুখে অন্যে প্রশংসা, বন্দন।
গুরুর স্তবন আদি নাহিক করণ॥
আপনার স্তুতি, অন্য দেবের নিন্দন।
বত্রিশাপরাধ এই আগমে লিখন॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীভক্তিবিলাসে।
প্রমাণ দিলেন প্রভু করিয়া প্রকাশে॥
সেবা অপরাধ হয় ইহার আখ্যান।
নাম অপরাধ এবে কর অবধান॥
সাধুনিন্দা, কৃষ্ণাগ্রেতে স্বতন্ত্র ভাবেতে।
শিব নামাদির চিন্তাকরণ মনেতে॥
গুরুর অবজ্ঞা, বেদ শাস্ত্রাদি নিন্দন।
আদি পদে বেদ অনুগত শাস্ত্রগণ॥
শ্রীনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদাদি মনন।
নামের প্রকারান্তরে অর্থ বরণন॥
হরিনাম বলে পাপ কার্য্যে প্রবর্ত্তন।
অন্য শুভ ক্রিয়া সহ সমত্ব চিন্তন॥
অন্য শুভ ক্রিয়া নহে নামের সমান।
বেদবিধি-বিজ্ঞে এই সদা করে গান॥

বিশ্বাস বিহীন জনে নাম উপদেশ।
শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনি অপ্রীতি বিশেষ ॥
নাম অপরাধ এই দশবিধ যেই।
বৈষ্ণবের বর্জ্জনীয় কহিলাম এই ॥
শ্রীভক্তি-বিলাস, পদ্মপুরাণ ইহাতে।
প্রমাণ আছেন কহি তোমার সাক্ষাতে ॥
সামাদির অধিকারী ভক্ত হন যাঁরা।
শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি স্পর্শে অধিকারী তাঁরা ॥
প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শে অধিকার।
প্রতিষ্ঠাধিকারী বিনা নাহিক কাহার ॥
স্মৃত্যুক্ত লক্ষণান্বিত বৈষ্ণব সবার।
শালগ্রাম শিলার্চ্চনে আছে অধিকার ॥
প্রতিষ্ঠা অভাব হেতু শালগ্রামার্চ্চনে।
সর্ব্বভক্ত অধিকারী করিনু কীর্ত্তনে ॥
শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত বৈষ্ণব যাঁহারা।
শূদ্র মধ্যে গণ্য নাহি হয়েন তাঁহারা ॥

তথাহি পাদ্মে।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে চ।

শূদ্রম্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ৫২ ॥

শিলার্চ্চনে শূদ্রাদির নিষেধ বচন।
অবৈষ্ণবপর সেই করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভট্টকৃত কারিকায়াং।

অতো নিষেধকং যদযদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫৩॥

নিরপেক্ষ হঞা মুক্রি বলিবারে পারি।
বৈষ্ণবের শিলার্চ্চনে দোষ না বিচারি॥
মর্কট বৈরাগী প্রভু কন যে সবারে।
সে সবার শিলার্চ্চনে নাহি অধিকারে॥
তবে যে দেখিয়ে তারা শিলাদি পূজয়।
কলির মাহাত্ম্য সেই বুঝিবে নিশ্চয়॥
নীচ ভুলাইয়া তারা শিশ্নোদর ভরে।
শেষে বহু দুঃখ পাঞা যায় যম ঘরে॥
কপট বৈষ্ণবে যদি শিলা স্পর্শ করে।
অশেষ যন্ত্রণা তার হইবেক পরে॥
কপট বৈষ্ণব যেই তাহার লক্ষণ।
নরোত্তম দাস গ্রন্থে করিলা বর্ণন॥

তথাহি শ্রীমন্নরোত্তমেনোক্তং।

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দয়া করি রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে॥ ধ্রু॥

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অ.
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।
পুন যদি দয়া করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং।

চেতঃ কায়বচোভিরেব বিষয়ানাসেবমানং সদা
ধূর্ত্তংত্বচ্চরণারবিন্দভজন ব্যাজাজ্জগদ্বঞ্চকং।
অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং পরধনাদানৈকচিন্তাতুরং
সাধুস্বোদর পূরণং ননু কৃপাসিন্ধো প্রভো পাহিমাং॥ ৫৪॥

মনবাক্যে বিষয়ের সেবা সদা করে।
কৃষ্ণভক্ত বেশ ধরি ধূর্ত্ততা আচরে॥
।রধন লাভ আশা সদা সর্ব্বক্ষণ।
স্বোদর পূরণ লাগি সর্ব্বদা যতন।

মহামূর্খ তবু করে বিদ্যা অভিমান।
সেই ত কপট ভক্ত কহিনু সন্ধান ॥
ভুবন বঞ্চক সেই শঠ দুরাচার।
কপটী শঠের এই লক্ষণ বিস্তার ॥
কভু যদি সেই শূদ্র করে শিলার্চ্চন।
অবশ্য হইবে তার নরকে পতন ॥
মহাপ্রভু গুঞ্জামালা, শিলা গোবর্দ্ধন।
রঘুনাথ দাসে দিলা করিতে অর্চ্চন ॥
শ্রীমহাপ্রভুর ইথে এই অভিপ্রায়।
পাছে বেদ ধর্ম্ম পরে নষ্ট হঞা যায় ॥
নতুবা শ্রীনিত্যসিদ্ধ দাস রঘুনাথে।
পরশিতে অধিকার সম্পূর্ণ শ্রীনাথে ॥
উত্তমের আচরণ করিয়া দর্শন।
অধম জনেতে করে সেই আচরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥

বেদ যাঁর বাক্য সেই শ্রীশচী-নন্দন।
কেমনে করিবে স্বীয় বাক্যের লঙ্ঘন ॥
সত্য সঙ্কল্পেতে মিথ্যা দোষ স্পৃষ্ট নয়।
তেঞি প্রভু রঘুনাথে হইয়া সদয় ॥

গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন শিলা পূজিবারে।
আজ্ঞা করিলেন এই কহিনু তোমারে ॥
বেদাতীত শ্রীগৌরাঙ্গ বেদ অনুসার।
ভাগবত ধর্ম্ম লোকে করেন প্রচার ॥
না জানিয়া অজ্ঞজনে নানা মত কয়।
কেহ কহে জাতিভেদ প্রভু না মানয় ॥
কেহ কহে বেদ-বিধি প্রভু না মানিল।
কেহ কহে প্রভু তন্ত্র মতে রত ছিল ॥
এইমত যার যেই মত ইচ্ছা হয়।
স্বাধীন ভাবেতে সেই সেইমত কয় ॥
কলির মহিমা সেই আর কিছু নয়।
বাউলে [illegible] আদি প্রমাণ আছয় ॥
নিরপেক্ষ হঞা মুঞি পারি বলিবারে।
বেদ বহির্ভূত ধর্ম্ম প্রভু না স্বীকারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বেদঃপ্রণিহিতো ধর্ম্ম হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥

এই হেতু স্বপার্ষদ দাস রঘুনাথে।
গুঞ্জামালা, শিলা দিলা আপনি শ্রীনাথে ॥
বেদাঙ্গ শ্রীরঘুনাথ অঙ্গী রক্ষা তরে।
তাহাই অর্চ্চনা করে আনন্দ অন্তরে ॥
যাঁহার বৈরাগ্য সম বৈরাগ্য সংসারে।
হয় নাই হবে নাই কহিনু তোমারে ॥

সেই শ্রীল রঘুনাথ দাসের অন্তর।
মো সম অজ্ঞের কিসে হইবে গোচর॥
যিহোঁ বেদ-বিধি আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে।
প্রভুর ইঙ্গিতে গুঞ্জামালাদি অর্চ্চয়ে॥
যদ্যপি শ্রীরঘুনাথ সবে অধিকারী।
তথাপি মর্য্যাদা রক্ষা মহত্ত্ব বিচারি॥
"মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন॥"
চৈতন্যচরিতে এই প্রভুর বচন।
ক্ষেত্রে সনাতনাগমে করহ দর্শন॥
এ সব কথায় আর নাহি কোন ফল।
বলিতে বলিতে কথা বাড়িছে কেবল॥
শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত বৈষ্ণব সবার।
স্বীয় মন্ত্রে শ্রীশার্চ্চনে আছে অধিকার॥
ঐছে বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি না করিবে।
জাতি বুদ্ধি কর যদি নরক দেখিবে॥
মর্কট কপটে সদা হবে সাবধান।
ধর্ম্মাদি রক্ষার এই উপায় প্রধান॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব তত্ত্ব শ্রীভক্তিবিলাসে।
প্রকাশিলা সনাতন মনের উল্লাসে॥
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম এবে করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় সংসার মোচন॥

হরিগৃহোপসর্পণ, তদনুগমন।
প্রদক্ষিণ ভক্তিসহ করিনু কীর্ত্তন ॥
এ তিন হইতে হয় পদের শোধন।
পূজার কারণ পত্র-পুষ্প উত্তোলন ॥
ইথে করযুগ শুদ্ধি এইত লিখন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ করিলে কীর্ত্তন ॥
বাক্য শুদ্ধি হয় তাহে কহে মুনিগণ।
সকল কার্য্যেতে ভক্তি করিবে যোজন ॥
কৃষ্ণোৎসব দরশনে, তৎকথা শ্রবণে।
নেত্র, কর্ণ শুদ্ধি হয় পুরাণেতে ভণে ॥
নির্ম্মাল্য, মালিকা, পাদোদক সন্ধারণে।
প্রণামে মস্তক শুদ্ধি জেন সত্য মনে ॥
শ্রীকৃষ্ণে প্রদত্ত গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতির।
আঘ্রাণ গ্রহণে ঘ্রাণ শুদ্ধি হয় স্থির ॥
কৃষ্ণপাদযুগার্পিত পুষ্পাদির দ্বারে।
সর্ব্বাঙ্গ শোধন হয় কহিনু তোমারে ॥
সর্ব্বাঙ্গ শব্দেতে উত্তমাঙ্গ এই হয়।
তদ্বিনা পুষ্পাদি রক্ষা নিষেধ আছয় ॥
এই ত বৈষ্ণব শুদ্ধি দ্বাদশ প্রকার।
পূর্ব্ব মহাজনগণ করিলা প্রচার ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে।
অথ দ্বাদশশুদ্ধিঞ্চ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।

ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যোবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্ব শুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিলিখ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানাঞ্চৈব কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎকথা শ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসব নিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ।
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদে নির্ম্মাল্যস্য তপোধন :
বিশুদ্ধিস্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে।
পত্র পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ॥ ৫৭।

পঞ্চধা অর্চ্চন হয় শুন তার ভেদ।
বিচার করিয়া যাহা কহিলেন বেদ॥
অভিগম, উপাদান, যোগেষ্টা, স্বাধ্যায়।
এই পঞ্চবিধ পূজা কহিনু তোমায়॥
অভিগমনার্থে কৃষ্ণস্থান সংমার্জ্জন।
লেপন নির্ম্মাল্য তাঁর দূরেতে ক্ষেপণ॥
উপাদান শব্দে গন্ধ-পুষ্পাদি চয়ন।
যোগ শব্দে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা সর্ব্বক্ষণ॥
ইষ্টার্থে অর্চ্চন তাঁর যথোক্ত বিধানে।
স্বাধ্যায়ার্থ কহি এবে কর অবধানে॥

অর্থ জানি মন্ত্ররাজ জপন করণ।
সূক্ত, স্তোত্র আদি তাঁর পঠন কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণনামাবলী, কৃষ্ণ শাস্ত্রের অভ্যাস।
স্বাধ্যায়ার্থ এই সব করিনু প্রকাশ॥

তথাহি তত্রৈব।

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ মে।
অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইষ্টাঃ পঞ্চ প্রকারার্চ্চাঃ ক্রমেণ কথয়ামি তে।
তত্রাভিগমনং নাম দেবতা স্থানমার্জ্জনং।
উপলেপন নির্ম্মাল্য দূরীকরণমেব চ।
উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদি চয়নং যথা।
ইষ্টা নাম হি চেষ্টাদেঃ পূজনঞ্চ যথার্থতঃ।
স্বাধ্যায়ো মন্ত্ররাজস্য অর্থসন্ধানতো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদি পাঠশ্চ হরেঃসঙ্কীর্ত্তনং তথা।
তন্নামশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যোগো নামস্থ দেবস্য চাত্মন্যৈ বৈব ভাবনা।
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চাঃ কথিতাস্তব সুব্রতে॥ ৫৮॥

সূক্তার্থেতে বেদমন্ত্র সহস্র শির্ষাদি।
মন্ত্র ভাগবতে যার করিলা ভাষ্যাদি॥
শ্রীভগবদ্গীতা আর স্তবরাজাদয়ে।
স্তব বলি বুধগণ কীর্ত্তন করয়ে॥
পূর্ব্ব সিদ্ধবাক্য বন্ধে স্তোত্র বলি জানি।
স্বীয় ভাবোত্থিত বাক্য বন্ধে স্তব মানি।

সেবা, নাম অপরাধ কভু যদি হয়।
হরি, হরিনামাশ্রয় তাহা বিনাশয়॥
কৃষ্ণস্থানে অপরাধ করে যেই জন।
কৃষ্ণনামাশ্রয় তার হয় বিনাশন॥
নাম সর্ব্ব প্রিয়বন্ধু এই ত কারণে।
আশ্রয়ির অপরাধ করেন মোচনে॥

তথাহি পাদ্মে।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ পাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎস্যাৎতরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ ৫৯॥

নাম লীলা গুণাদির উচ্চ ভাষা যেই।
কীর্ত্তন তাহার নাম কহিলাম এই॥
মন্ত্রের সু-লঘূচ্চারে জপ শাস্ত্রে কয়।
বিজ্ঞপ্তি লালসাময়ীত্যাদি বহু হয়॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রভৃতি শ্রবণে।
শ্রবণ কহয়ে এই করিনু কীর্ত্তনে॥
যথা কথঞ্চিত রূপে কৃষ্ণাদি স্মরণে।
স্মরণ কহয়ে যত মুনি-ঋষিগণে॥
রূপ, গুণ, ক্রীড়াদির সম্পূর্ণ চিন্তনে।
ধ্যান বলি গান করে বিজ্ঞতম জনে॥

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ তাঁর কৈঙ্কর্য্য স্বীকারে ।
কৃষ্ণদাস্য বলে, এই কহিনু তোমারে ॥
শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস আর মিত্রতা স্থাপনে ।
সখ্য বলি ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রকার গণে ॥
অতি প্রিয় দেহ আদি কৃষ্ণে সমর্পণ ।
আত্ম নিবেদন, এই করিনু কীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীযামুনাচার্য্যকৃতস্তোত্রাদৌ ।

বপুরাদিষু যোহপি কোহপি বা গুণতোহসানি যথা তথা বিধঃ ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥
চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ ॥ ৬০ ॥

প্রথম শ্লোকেতে কৃষ্ণে দেহী সমর্পণ ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে দেহার্পণ বিলিখন ॥
প্রাণে-মনে-বাক্যে যেই কৃষ্ণ স্থানে কয় ।
হে কৃষ্ণ ! তোমার আমি আর'কার নয় ॥
শরণাপত্তির এই কহিনু লক্ষণ ।
বিলাস প্রমাণ ইথে করহ দর্শন ॥
কৃষ্ণভক্তি প্রতিপন্ন যেই শাস্ত্র করে ।
সেই শাস্ত্র শাস্ত্র এথা জানিহ অন্তরে ॥
ভক্তিশাস্ত্র মধ্যে যত শাস্ত্র গণ্য হয় ।
সেই শাস্ত্র শাস্ত্রশির ভাগবত কয় ॥

ভক্তি অবিরোধী জ্ঞান, বৈরাগ্য যে হয়।
সেই অনুকূল জ্ঞান, বৈরাগ্য নিশ্চয়॥
সেই দুই ভক্তিমার্গ দেখাইতে জমে।
প্রথমে সহায় হয় কহে ভক্তগণে॥
এই হেতু ঐছে জ্ঞান বৈরাগ্য উভয়।
তদ্ভক্তির অঙ্গ কভু হইতে নারয়॥
জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে মহাজন গণে।
চিত্ত কাঠিন্যের হেতু করে নিরূপণে॥
অতএব জ্ঞান আর বৈরাগ্য উত্তরে।
বরণীয় নাহি হয় বুঝহ অন্তরে॥
ভক্তি প্রবেশের হেতু ভক্তি মাত্র হয়।
বিচার করিয়া রূপ করিলা নির্ণয়॥
সাধন ভকতি ভাব ভক্তি হেতু হয়।
ভাবভক্তি হেতু প্রেম ভক্তির নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্য হেতুপ্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তি স্তদ্ধেতুরীরিতা॥ ৬২॥

ভক্ত সকলের জ্ঞান বৈরাগ্যাদি প্রায়।
শ্রেয়স্কর নাহি হয় কহিনু তোমায়॥
জ্ঞান সাধ্য মুক্তি আর বৈরাগ্যাদি জ্ঞান।
ভক্তিতেই লাভ হয় কহিনু সন্ধান॥

তথাহি তত্রৈব।

তস্মান্মদ্ভক্তি যুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্তৈব সিদ্ধতি॥ ৬৩॥

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, বৈরাগ্যাদি দ্বারে।
যেই যেই শ্রেয় লাভ শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
ভক্তি দ্বারে সেই সেই শ্রেয় লাভ হয়।
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই কভু মিথ্যা নয়॥
স্বর্গ, অপবর্গ, কৃষ্ণ ধামামৃতময়।
ভক্তগণ ইচ্ছা মাত্রে লভিতে পারয়॥
স্বর্গ, অপবর্গ সুখ ভক্তে নাহি চায়।
ভক্ত্যুপযোগিতা লাগি শ্রীরূপ জানায়॥

তথাহি তত্রৈব।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি॥ ৬৪॥

গোবিন্দ ভজনে আস্থা আছয়ে যাহার।
বিষয়ে আসক্তি কভু নাহি রহে তার॥
ভজন প্রভাবে ঐছে আসক্তি আপনি।
বিলয় পাইয়া থাকে যেন গুণমণি॥
অনাসক্ত হঞা নিত্য যথোক্ত বিধানে।
বিষয় ভুঞ্জিয়া কৃষ্ণ লাগি মনে প্রাণে॥
আগ্রহ জন্ময়ে যেই এ স্থলে তাহারে।
সংযুক্ত বৈরাগ্য বলি শ্রীরূপ প্রচারে॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ ৬৫॥

প্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণ প্রসাদাদি ত্যাগে।
অসার বৈরাগ্য কহে রূপ মহাভাগে॥
অসার বৈরাগ্যে ফল্গু বৈরাগ্য কহয়।
সেই মহা অপরাধ জানিও নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম, ভক্ত প্রসাদ তাঁহার।
অপ্রাকৃত রূপ এই কহিলাম সার॥
অল্প পুণ্যবান যেই তাহার উহাতে।
অবিশ্বাস হয় কহি তোমার সাক্ষাতে॥

তথাহি তত্রৈব।

প্রাপঞ্চিক তয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

স্মৃতৌ চ।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যান্মহারাজ বিশ্বাস নৈব জায়তে॥ ৬৬॥

নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, শ্রীচরণামৃত আর।
শ্রীমহাপ্রসাদ, ইথে নাহিক বিচার॥

তথাহি মৎস্যসূক্তৌ।

পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা গ্রাহ্যং বিষ্ণোঃ প্রযত্নতঃ॥ ৬৭॥

কৃষ্ণের প্রসাদ চাহে দেব পিতৃগণ।
অতএব তাঁ' সবারে করিবে অর্পণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ প্রসাদের তরে।
নররূপে আসে কৃষ্ণ ভবন ভিতরে॥

তথাহি উৎকল খণ্ডে।

মহা পবিত্রং হি হরের্নিবেদিতং
নিযোজয়েদ্দৈবঃ পিতৃদেবকর্ম্মসু।
তৃপ্যন্তিতস্মৈ পিতরঃ সুরাশ্চ
প্রয়ান্তি লোকং মধুসূদনস্য॥
নাতঃ পরং হি বস্তুস্তি হব্য কব্যেষু ভো দ্বিজাঃ।
নরাণাং রূপমাস্থায় তদশ্নন্তি দিবৌকসঃ॥ ৬৮॥

কপিল, নারদার্জ্জুন, বলি, বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ, বসু, পবন-নন্দন॥
বিষ্বক্সেন, শিবোদ্ধব, সনকাদ্যক্রূর।
শুকাদি বৈষ্ণব যত মহাজন শূর॥
হরির প্রসাদে পূজা করিবে সবারে।
বৈষ্ণব কর্ত্তব্য নিত্য কহিনু তোমারে॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

বলির্ব্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদচাম্বরীষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ।
বিশ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নতু বৈষ্ণবাঃ॥ ৬৯॥

বৈষ্ণব সকলে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট করি দান।
শেষেতে আপনি খাবে বিধি সপ্রমাণ॥
গৃহস্থ, ভিক্ষুক, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারি।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষ্য শাস্ত্রেতে নেহারি॥
তাহাতে বিচার নাহি কহিনু তোমায়।
স্ব-পুত্র নারদে ব্রহ্মা ইহাই শিখায়॥
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ।
অন্য দেব নৈবেদ্যাদি না করে গ্রহণ॥
অন্য দেব নৈবেদ্যাদি করিলে সেবন॥
চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় প্রয়োজন॥

তথাহি স্কান্দে।

ব্রহ্মচারি গৃহস্থৈৰ বাণপ্রস্থৈৰ ভিক্ষুভিঃ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণা।
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটি ফলং লভেৎ॥ ৭০॥

দেবগণ, সিদ্ধগণ আর ঋষিগণ।
কৃষ্ণের প্রসাদে কহে পরম পাবন॥
বিষ্ণ্বেতর দেবতার নৈবেদ্য ভোজনে।
চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করেন কীর্ত্তনে॥

তথাহি আহ্নিকতত্ত্বধৃতস্কান্দবচনং।

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ ৭১॥

একান্ত ভক্তের পক্ষে শাস্ত্র ঐছে কয়।
স্বগ্রন্থে ভূষণ এই বিচার করয়॥
এই কথা নিজ গ্রন্থে শ্রীরঘুনন্দন।
উদ্ধৃত করিয়া সবে করে বিজ্ঞাপন॥
স্মৃতির ভূষণ যৈছে পণ্ডিত ভূষণ।
তাহা জানিলেন স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন॥
তৈছে ভূষণের ভূষা একান্ত বচন।
উদ্ধৃত করিয়া সবে করান দর্শন॥
শ্রীবিষ্ণু দীক্ষিত বিষ্ণুপরায়ণ আর।
বিষ্ণু ব্রতকারী, বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচার॥

সেই ত বৈষ্ণব তাঁর পক্ষে ঐছে কথা।
একান্ত শব্দের তবে কিবা সার্থকতা॥
যার যেই ইষ্ট তার সেই মিষ্ট হয়।
যারে অজ্ঞ জন গণে "গোঁড়ামি" বলয়॥
যেই ত "গোঁড়ামি" সেই একান্ত নিশ্চয়।
অন্তর্ব্বাহ্যে একভাব যদ্যপি থাকয়॥
বাহ্যেতে তিলক মালা মস্তকমুণ্ডন।
মুখে হরি হরি সদা করে সংকীর্ত্তন॥
অন্তরেতে কাম আদি মিথ্যাপূর্ণ যার।
তার পক্ষে ঐছে বাক্য নহে সারোদ্ধার॥
যদ্রূপ যবনধর্ম্মী বিপ্র দুরাচারে।
বিপ্রের সম্মান আদি পাইতে না পারে॥
তদ্রূপ কপটাচারী মর্কট বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণব বলিয়া গ্রাহ্য কভু নাহি হবে॥
মর্কট কপটে যদি লোক ভুলাইতে।
অবজ্ঞা করয়ে অন্য দেবোচ্ছিষ্টাদিতে॥
তাহার পতন তাতে হইবে নিশ্চয়।
বিজ্ঞজন বিচারিয়া ইহাই স্থাপয়॥
নিরীশ্বর সাংখ্য কহে না মান ঈশ্বর।
কিন্তু মানিবেক বেদ শাস্ত্র নিরন্তর॥
নতুবা সংসার সুখ হইবে বিনাশ।
তদ্বিনাশে আত্মদুঃখ জানিহ নির্য্যাস॥

সংসার বন্ধের বেদ প্রধান কারণ।
তেঞি বেদ মানে অনীশ্বর বাদীগণ॥
তদ্রূপ গোবিন্দ ভক্তিহীন ধূর্ত্তজন।
বৈষ্ণব জগতে মান লবার কারণ॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি বৈষ্ণব জগতে।
বকাদির ভাবে ভ্রমে নানাবিধ মতে॥
তেঁহ যদি অন্য দেব নৈবেদ্য না খায়।
সেই পাপে পরে নানা মত দুঃখ পায়॥
বৈষ্ণব বিদ্বেষ ভাবে অন্য দেবতার।
নৈবেদ্য প্রভৃতি নাহি করে পরিহার॥
পূর্ণ সত্ত্ব গুণাভাব অন্য দেব হয়।
পূর্ণ সত্ত্বময় বিষ্ণু শাস্ত্রে এই কয়॥
এই হেতু সত্ত্ব তনু বিষ্ণুভক্ত গণ।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য বিনা না করে গ্রহণ॥
ইহাতে তাঁদের দ্বেষ প্রকাশ না হয়।
না বুঝিয়া বিজ্ঞেতরে বিদ্বেষ ভাবয়॥
অভেদ-বুদ্ধিতে কার্য্য সর্ব্ব দেবতারে।
সম্মানংপ্রণতি করে যথা অনুসারে॥
ভেদজ্ঞানে অন্যদেব পূজা হয় যথা।
বৈষ্ণবে প্রসাদ নাহি গ্রাহ্য করে তথা॥
অভেদ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণ উচ্ছিষ্টের দ্বারে।
যথা বুদ্ধিমান পূজে অন্য দেবতারে॥

তথাহি শ্রীশ্রীধরস্বাম্যাদিধৃতবচনং।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদনন্তায় কল্প্যতে ॥ ৭২ ॥

শ্রাদ্ধতত্ত্বে কহে স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রাদ্ধাগ্রাংশ কৃষ্ণে কিছু করিবে অর্পণ ॥
স্মার্ত্তের হৃদ্গত ভাব ইথে বোধ হয়।
কৃষ্ণ সর্ব্বমূল স্মার্ত্ত স্বীকার করয় ॥
নতুবা শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ নারায়ণে।
দিতে অনুমতি কেন করিবে যতনে ॥
আবার শ্রদ্ধাদি অন্তে তৎফল নিচয়।
কৃষ্ণে সমর্পণ করি হরি হরি কয় ॥
এই সব বাক্য দ্বারে স্পষ্ট জানা যায়।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে অন্য দেব পূজনাভিপ্রায় ॥
রঘুনন্দনের হৃদে ছিল বিলক্ষণ।
বহির্ম্মুখ ভয়ে তাহা করিল গোপন ॥
কিম্বা তিঁহ দেশ-কাল-পাত্র বিচারিয়া।
রাখিলা হৃদয়-ভাব হৃদে লুকাইয়া ॥
তথাপি হৃদ্গত ভাব সম্পূর্ণ রূপেতে।
লুকাতে নারিলা স্মার্ত্ত কৃষ্ণেচ্ছা ক্রমেতে ॥
যৈছে শ্রীশঙ্কর স্বামি কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
কৃষ্ণকে লুকাতে যাঞা ছলে কৃষ্ণ গায় ॥

তৈছে স্মার্ত্ত দেশ আদি করিয়া বিচার।
স্বরূপ লুকাতে যাঞা ইচ্ছায় তাহাঁর ॥
কৌশলে স্বরূপ কিছু করিলা প্রকাশ।
যাহাতে বিজ্ঞের হয় হৃদয় উল্লাস ॥
শ্রীক্ষেত্র পদ্ধতি গ্রন্থে স্মার্ত্ত মহাশয়।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে পিতৃ-দেবার্চ্চন স্পষ্ট কয় ॥
শ্রীবিষ্ণু দীক্ষিত বিষ্ণুব্রতপরায়ণ।
বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচার বৈষ্ণব লক্ষণ ॥
লব নিমিষার্দ্ধ কৃষ্ণপদ হৈতে যার।
মন নাহি সরে যেই বৈষ্ণবাগ্রাধার ॥
সেই ত বৈষ্ণব বিষ্ণু প্রসাদ ব্যতীত।
অন্য দেবোচ্ছিষ্ট নাহি খায় কদাচিত ॥
কৃষ্ণ শঙ্খোদক তীর্থবর শ্রেষ্ঠ হয়।
পাদোদক তীর্থগণোত্তম সুনিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের প্রসাদ কোটি যজ্ঞের সমান।
নির্ম্মাল্যাবশেষ ব্রত-দানতুল্য গান ॥
হেন পাদোদক আদি যে করে সেবন।
তীর্থ-যজ্ঞাদির ফল পায় সেই জন ॥

তথাহি স্কান্দে।

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী।

সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ।
বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥

একাদশে।

ত্রিভুবন বিভব হেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্ব্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

স্কান্দে চ।

শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং
পাদোদকং তীর্থগণাদ্গরিষ্ঠং।
নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটি পুণ্যং
নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যং॥
নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটি পুণ্যং॥ ৭৩॥

হরি সদারাধ্য, সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর।
ব্রহ্ম-রুদ্র আদি দেব তদীয় কিঙ্কর॥
অতএব ব্রহ্ম-রুদ্র আদি দেবতারে।
বৈষ্ণবে অবজ্ঞা নাহি পারে করিবারে॥

তথাহি পাদ্মে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥ ৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণভজনে বাপ ! নাহি কার রোষ ।
বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্রের সন্তোষ ॥
"তরোর্মূল নিষেচনেনেত্যাদি" প্রমাণ ।
"তস্মিস্তুষ্টে জগত্তুষ্ট" পুনঃ শাস্ত্রে গান ॥
"সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ" শাস্ত্রে এই কয় ।
হরি ভিন্ন কোন দেব পূজাদি না হয় ॥
এহেতু বৈষ্ণব গণ সদা সর্ব্ব ঠাঁই ।
হরির ব্রহ্মত্ব দৃষ্টি করেন সদাই ॥
হরিতে উৎপন্ন রতি বৈষ্ণব সকল ।
সর্ব্বত্রে তাঁহার স্ফূর্ত্তি করেন কেবল ॥
অতএব বৈষ্ণবের নিন্দার বিষয় ।
হরির সংসারে কেহ দৃষ্ট নাহি হয় ॥
অজ্ঞজনে বৈষ্ণবতা দেখাবার তরে ।
দুর্গা, কালী নাম আদি মুখে নাহি করে ॥
দুর্গা স্থলে দশভূজা নাম উচ্চারয় ।
কালী স্থলে লোলজিহ্বা কন্যাটী বলয় ॥
বিল্বপত্র স্থলে কহে ত্রিশিরা পল্লব ।
শিব স্থলে বলে দশভুজার বল্লভ ॥
অজ্ঞ বৈষ্ণবের এই দেখি ব্যবহার ।
অজ্ঞজনে মনে মনে করয়ে বিচার ॥
বৈষ্ণব-শাস্ত্রেতে বুঝি ঐছে ব্যবহার ।
করিবারে শাস্ত্রাচার্য্য করিলা প্রচার ॥

বিদ্বেষ বুদ্ধিতে দুর্গা প্রভৃতির নাম।
পরিত্যাগ করে যেই সেই ত অজ্ঞান ॥
বৈষ্ণব তাহারে নাহি কহে বিজ্ঞ গণে।
সাবধান লাগি এই করিনু কীর্ত্তনে ॥
তবে যে শরণাপত্তি লক্ষণে কহয়।
বৈষ্ণব কৃষ্ণকে ছাড়ি অন্যে না ভজয় ॥
একান্ত শরণাগত বৈষ্ণব যে জন।
তাহার লক্ষণ এই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥
কৃষ্ণে পরিত্যাগ করি অন্যের অর্চ্চন।
নমস্কার, স্তব, স্পৃহা, গান, নিরীক্ষণ ॥
নিকটে গমন আর মূর্ত্ত্যাদি স্মরণ।
একান্ত শরণাগত না করে কখন ॥

তথাহি স্কান্দে।

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন।
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা ॥ ৭৫ ॥

শরণাগতের ছয় প্রকার লক্ষণ।
কেহ কেহ স্ব-সন্দর্ভে করেন কীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণ ভজনের অনুকূলতা নিয়ম।
ভজন বিষয়ে প্রাতিকূলতা বর্জ্জন ॥

কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বিশ্বাস করণ।
কৃষ্ণকে স্বপতি রূপে প্রার্থন বরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে আত্ম সমর্পণ।
কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে এই নিবেদন ॥
শরণাগতের এই ষড়্বিধ লক্ষণ।
নিজ গ্রন্থে প্রভু ভট্ট করিলা বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে।

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৭৬ ॥

একান্তশরণাগত লক্ষণ ভিতরে।
অন্যদেব অবজ্ঞাদি না হয় গোচরে ॥
একান্ত শরণাগত ভক্ত যেইজন।
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বক্ষণ ॥
সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবাদি হেরয়ে।
এই কথা শ্রীরূপাদি কীর্ত্তন করয়ে ॥
শরণাগতের অন্য দেব চিন্তাদিতে।
অবসর নাহি লব নিমিষার্দ্ধ মিতে ॥
ঐছে কাল যদি অন্য চিন্তাদি করয়।
শরণাপত্তিত্ব তাতে ব্যভিচার হয় ॥
একান্ত শরণাগত ভক্ত ব্যবহার।
বিজ্ঞের নহেক বেদ্য তাহে মুঞি ছার ॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।
পরম্পরা এই বাক্য প্রসিদ্ধ আছয়॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ মধ্যে যাহা যাহা।
বিশেষ জ্ঞাতব্য বাখানিমু তাহা তাহা॥
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
একনিষ্ঠ হৈলে উঠে প্রেমের তরঙ্গ॥
পরীক্ষিত শ্রবণাঙ্গে কৃষ্ণ লাভ করে।
শ্রীশুক কীর্ত্তন অঙ্গে বুঝহ অন্তরে॥
তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মী, শ্রীপৃথু পূজনে।
অক্রূর বন্দনে আর প্রহ্লাদ স্মরণে॥
সখ্যেতে অর্জ্জুন, দাস্যে পবন-নন্দন।
সর্ব্বস্বাত্মার্পণে বলি করিমু কীর্ত্তন॥
এক এক অঙ্গ সাধি এই সব জন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিলেন কহে বিজ্ঞগণ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণেতদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথসখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥ ৭৭॥

"শ্রবণমিত্যাদি" এই নবধা ভক্তির।
ঐছে নব ভক্ত শাস্ত্রে করিলেন স্থির॥

"আত্মা বা" ইত্যাদি শ্রুতি নববিধা ভক্তি।
প্রকাশ করিয়া কন যতদূর শক্তি॥
শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি বেদসিদ্ধ হয়।
অজ্ঞজন নাহি জানে বিজ্ঞেতে জানয়॥
"ধর্ম্মমদ্ভক্তিকৃৎ" একাদশে ভগবান।
স্বভৃত্য উদ্ধব স্থানে করেন প্রমাণ॥
বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি সিদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম।
যার আচরণে সর্ব্বলোক লভে শর্ম্ম॥
এ হেন ভক্তির এক অঙ্গ কেহ সাধে।
কেহ বা অনেক অঙ্গ সাধয়ে অবাধে।
যার যেই ভাব তার সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
ভাবনিষ্ঠ হঞা ভজে ভক্ত সমুদয়॥
নিষ্ঠাবিনা প্রেম লাভ নহে কদাচন।
শাস্ত্র-বিজ্ঞ দ্বারে ইহা করিনু শ্রবণ॥
কভু কর্ম্মী কভু যোগী কখন বা ভক্ত।
কভু আমি সেই জ্ঞানে হয় অনুরক্ত॥
অনন্যতা বিনা কিছু সিদ্ধি নাহি হয়।
বেদ বিধি-বিজ্ঞে এই করিলা নিশ্চয়॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

ক্বচিৎকর্ম্মী ক্বচিদ্যোগী ক্বচিদ্ভক্তরহং ক্বচিৎ।
অনন্যভাবহীনশ্চ সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলঃ॥ ৭৮॥

যাহে যার অনন্যতা তার সিদ্ধি তায়।
সরব সম্মত বাক্য কহিনু তোমায়॥
অনন্য হইয়া গুরু, কৃষ্ণে ভজে যেই।
নির্ম্মল শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করে সেই॥
একাঙ্গ সাধনে আর বহ্বঙ্গ সাধনে।
নিষ্ঠায় সমান ফল করিনু বর্ণনে॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণে।
বাক্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তনে॥
করযুগার্পণ হরিমন্দির মার্জ্জনে।
শ্রবণ যুগলার্পণ তদ্বার্ত্তা শ্রবণে॥
চক্ষুর্দ্বয়ে শ্রীহরির প্রতিমা দর্শনে।
স্বীয়াঙ্গ অর্পণ কৃষ্ণভক্তাঙ্গ স্পর্শনে॥
তদঙ্ঘ্রি সরোজ গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ার্পণে।
জিহ্বাকে তৎপদার্পিত তুলস্যাস্বাদনে॥
নিজ পদার্পণ কৃষ্ণ-ধামাদি গমনে।
স্ব-মস্তক সমর্পণ তদঙ্ঘ্রি বন্দনে॥
সমস্ত বিষয় কাম করিয়া বর্জ্জন।
মহারাজ অম্বরীষ সদা সর্ব্বক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস্য কার্য্যে করিতেন অবস্থান।
অধিকন্তু ভক্তাশ্রয় লাভ অনুষ্ঠান॥
সর্ব্বাঙ্গীন রূপে করিতেন সর্ব্বক্ষণ।
বহ্বঙ্গ সাধন এই করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

স বৈ মনঃকৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎ কথোদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেহঙ্গ সঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভি বন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম কাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৭৯॥

বৈধী ভক্তি প্রকরণ করিনু বর্ণন।
রাগানুগা ভক্তি এবে করহ শ্রবণ॥
অভিব্যক্তরূপে ব্রজবাসি জনাদিতে।
যেই ভক্তি বিরাজয়ে ভাবের সহিতে॥
রাগাত্মিকা ভক্তি হয় আখ্যান তাহার।
হরিপ্রিয়া যেই ভক্তি, কহিলাম সার॥
সেই ভক্তি অনুগতা ভক্তি যেই হয়।
রাগানুগা ভক্তি সেই জানিহ নিশ্চয়॥
হেন রাগানুগা ভক্তি বিবেক কারণ।
অগ্রে রাগাত্মিকা ভক্তি করিব বর্ণন॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসি জনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে॥ ৮০॥

নিজাভিলষিত ইষ্ট বস্তুর উপর।
স্বতঃসিদ্ধাবেশ নিষ্ঠা যেই নিরন্তর॥
রাগাখ্যান হয় তার জানিহ নিশ্চয়।
সেই রাগময়ী ভক্তি যাহারে কহয়॥
তার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি ভক্তে ভণে।
সেই ভক্তি দুই রূপ করহ শ্রবণে।
স্ব-কাম স্বরূপা আর সম্বন্ধ স্বরূপা।
ব্রজবাসি গোপী, গোপ, বৃষ্ণি অনুরূপা॥

তথাহি তত্রৈব।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।
সা কামরূপা সম্বন্ধ রূপাচেতি ভবেদ্দ্বিধা॥ ৮১॥

নিজাভিলষিত ইষ্টবস্তু কৃষ্ণ হয়।
তাঁর প্রতি স্বাভাবিকী যেই রাগোদয়॥
সেই রাগানুগা ভক্তি তদনুসারিকা।
ব্যক্ত রাগময়ী আত্মা তাতে রাগাত্মিকা॥
এই মত অর্থ করে রসবল্লী কার।
তোমা বুঝাইতে তাহা করিনু প্রচার॥

স্বকাম স্বরূপা আর সম্বন্ধ স্বরূপা ।
রাগাত্মিকা ভক্তি গোপী গোপ অনুরূপা ॥
তদনুসারিকা অর্থে এই মত কয় ।
প্রমাণ আছয়ে ইথে শুক মহাশয় ॥
কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ, ভক্তি, হেতু আর ।
কৃষ্ণে চিত্তাবিষ্ট করি চৈদ্যাদি অসার ॥
দ্বেষ-ভয় নিবন্ধন পাপ পরিহরি ।
যথাযোগ্য স্ব-স্ব গতি পায় দৃষ্ট করি ॥
কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস অধিপতি ।
দ্বেষে শিশুপাল আদি যতেক নৃপতি ॥
সম্বন্ধে যাদবগণ, কুন্ত্যাদি স্নেহেতে ।
ভক্তিতে নারদ আদি বৈষ্ণব সবেতে ॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিলেন শুনি পুরাণেতে ।
প্রমাণ কহিয়ে এবে তোমার কাছেতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৮২ ॥

ভয়, দ্বেষ, ভক্তি করে প্রেমাপহরণ ।
কংস, চৈদ্য আদি রাজা তার নিদর্শন ॥

মুক্তি ইচ্ছা যার ভয়-দ্বেষ ভক্তি তার।
শাস্ত্র, বিজ্ঞে এই কথা কহে বার বার॥
আপনার রাগ রাগ বিশেষের নাম।
স্ব-কাম কামার্থ কহে কহিনু সন্ধান॥
স্ব-কাম স্বরূপা আর কামরূপা যেই।
উভয়ের এক অর্থ বুঝিবেক এই॥
সম্বন্ধ হেতুক যেই কৃষ্ণে রাগোদয়।
সম্বন্ধ স্বরূপা যেই প্রভু জীব কয়॥
সম্বন্ধ হেতুক স্নেহে যাদব-পাণ্ডবে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিলেন কন বিজ্ঞ সবে॥
ভাগবত টীকা মুক্তাফল গ্রন্থ যেই।
তাহাতে গোসাঞি বোপদেব কন এই॥
মুক্তা না চিনিয়া যত অজহরী কয়।
এ মুক্তা যাহার সেই মুক্তাকর হয়॥
অজ্ঞ বণিকের চক্ষে ঝুঁটা হয় সার।
কভু ঝুঁটা সার হয় এই ত প্রচার॥
মুক্তা স্বামিকের মুক্তানিধি যেই কহে।
সেই অজহরী এই বাক্য মিথ্যা নহে॥
কৃষ্ণে চিত্ত আবেশের কভু অঙ্গ হয়।
তথাপিহ কেন কাম সম্বন্ধ বলয়॥
তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ!
আনুকূল্যাভাব হেতু ভয়-দ্বেষগণ॥

বর্জ্জনীয় হইয়াছে জানিহ নিশ্চয়।
আর যদি স্নেহ শব্দ সখ্য বাচী হয় ॥
তবে বৈধী ভক্তি মধ্যে উল্লেখ তাহার।
হইয়াছে, এথা নাহি প্রয়োজন তার ॥
রাগানুগাভক্তি মধ্যে তার প্রয়োজন :
কদাপি হইতে নারে করিনু কীর্ত্তন ॥
কিম্বা যদি স্নেহ শব্দ প্রেমবাচী হয়।
সাধনভক্তিতে তবে তাহার নিশ্চয় ॥
কোন প্রয়োজন নাহি হয় দরশন।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি এই করেন বর্ণন ॥
ভক্তিতে লভিনু কৃষ্ণ আমরা সকলে!
রাজা যুধিষ্ঠিরে এই শ্রীনারদ বলে ॥
এথা ভক্তি শব্দে বৈধীভক্তি এই জানি।
কামাদি হইতে ভক্তি ভিন্ন রূপ মানি ॥
অতএব রাগানুগা ভক্তি উহা নয়।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি ইহা করেন নির্ণয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

আনুকূল্য বিপর্য্যাস্যাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্য বাচিত্বাদ্বৈধী ভক্ত্যনুবর্ত্তিতা।
কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোহত্র সাধনে।
ভক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধীভক্তিরুদীরিতা ॥ ৮৩ ॥

রশ্মি আর সূর্য্যরূপ ব্রহ্ম কৃষ্ণ আর।
ঐক্যতা কারণ আর ভক্ত সবাকার॥
যেই গতি তাহা একরূপ প্রায় ভাসে।
তথাপি বিভিন্ন রূপ শ্রীরূপ প্রকাশে॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্তি শক্র সবাকার।
ভক্তের ভগবল্লাভ শাস্ত্রেতে প্রচার॥
কিরণ স্থানীয় ব্রহ্ম বহিশ্চর হয়।
শ্রীসূর্য্য স্থানীয় কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ ৮৪॥

ব্রহ্মের আশ্রয় কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন।
"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" গীতায় বর্ণন॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রায় কৃষ্ণ রিপু গণ।
লীন হঞা রহে এই ব্যাসের লিখন॥
তার মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্য আভাস।
লাভ করি সেই সুখে সর্ব্বদা উল্লাস॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাযুষোঃ।

ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥ ৮৫ ॥

সিদ্ধ আর কৃষ্ণ হস্ত হত দৈত্যগণ।
ব্রহ্মসুখে মগ্ন হঞা সদা সর্ব্বক্ষণ॥
যেই সিদ্ধলোকে সবে আছে অধিষ্ঠিত।
সেই সিদ্ধ লোক মায়া হইতে অতীত॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

সিদ্ধলোকস্তুতমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ ৮৬ ॥

শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্তগণ।
বাক্যাতীত কোন অনুরাগে অনুক্ষণ॥
ভজন করিয়া তাঁরে তৎপ্রেম স্বরূপ।
তদঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাস্বাদে অনুরূপ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অংঘ্রিপদ্ম সুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়াজনাঃ॥ ৮৭ ॥

প্রাণ আদি পঞ্চবায়ু, মনেন্দ্রিয়গণে।
সংযত করিয়া দৃঢ়রূপে যেই জনে॥
হৃদয়ে করেন ব্রহ্ম তত্ত্ব উপাসন।
স্মরণে আবিষ্ট চিত্ত হঞা অরিগণ॥
সেই তত্ত্ব লাভ করে শ্যামল বরণ।
তাহে ভুয়া সু-ললিত বাহু সুশোভন॥

তাহাতে আসক্ত চিত্ত হঞা গোপীগণে।
তদঙ্ঘ্রি কমল সুধা করে আস্বাদনে॥
তৎপ্রেম মাধুর্য্য ভোগ করিলেন তাঁরা।
ধন্য! ধন্য! ধন্য! সেই ব্রজগোপীকারা॥
মোরা সবে গোপী হঞা গোপীর সমান।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজ সুধা করিবারে পান॥
সর্ব্বদা বাসনা করি শ্যামল বরণ!।
মোদের ভাগ্যে কি তাহা ঘটিবে কখন॥

তথাহি শ্রীশ্রুতিস্তুতৌ।

নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢযোগযুজো
হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥ ৮৮॥

কৃষ্ণের কৃপায় কালে সেই শ্রুতিগণ।
গোপীরূপে জন্ম লভে বামনে বর্ণন॥
বৃহদ্বামনেতে এই স্পষ্ট করি কয়।
শ্রুতিগণ গোপীরূপে ব্রজে জন্ম লয়॥
এবে শুন কামরূপা ভক্তির লক্ষণ।
স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি যাহা করেন বর্ণন॥
নিজাভীষ্ট বিষয়ক রাগাত্মক প্রেম।
কাম শব্দে অভিহিত যেন শুদ্ধ হেম॥

সম্ভোগ তৃষ্ণাকে যেই ভক্তি অবিরত।
প্রেমময় রূপে বাপ! করে পরিণত॥
তাহার আখ্যান কামরূপা ভক্তি হয়;
ঐছে ভক্তি শুদ্ধমাত্র কৃষ্ণ-সুখময়॥
কৃষ্ণ-সুখ বিনোদ্যম না হেরি উহাব।
কারিকা করিয়া রূপ করেন প্রচার॥

তথাহি শ্রীভক্তিবসামৃতসিন্ধৌ।

সা কামরূপা সম্ভোগ তৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণ সৌখ্যার্থমেব কেবল মুদ্যমঃ। ৮৯॥

ঐছে সুপ্রসিদ্ধ কামরূপাভক্তি সার।
কেবল গোপীর হৃদে সর্ব্বদা বিস্তার।
ঐছে যুক্ত প্রেম যাহা গোপীব দেখিযে।
সেই প্রেম কোন চিত্র মাধুরী পাইয়ে॥
সেই সেই বিলাসের হেতু হয় জানি।
তেঞিঃ ঐছে প্রেমে কাম বলিয়া বাখানি॥

তথাহি তত্রৈব।

ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেম বিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপিমাধুরীং।
তত্তৎ ক্রীড়া নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ৯০॥

অধনী, অমানী জন ধন-মান তরে।
যথা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে॥

তৈছে প্রেম-লিপ্সু জন প্রেমের কারণ।
ব্যাকুল অন্তরে চিন্তে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
গোপীকার যেই প্রেম সেই কাম হয়।
এই হেতু উদ্ধবাদি ভক্ত সমুদয়॥
গোপীকার ঐছে প্রেম করেন প্রার্থন।
তন্ত্র, ভাগবতাদির এই ত লিখন॥

তথাহি তন্ত্রে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥ ৯১॥

রাস ছাড়ি কৃষ্ণ যবে করে অন্তর্ধান।
তখন দুঃখেতে গোপী করে এই গান॥
তুয়া মৃদুপদ মোরা কঠিন হৃদয়ে।
ধীরে ধীরে রক্ষা করি অতি ভয়ে ভয়ে॥
সেই মৃদু পদ এবে অরণ্য ভিতরে।
কেমনে ভ্রমিছে শিলাতৃণাঙ্কুরোপরে॥
তাই ভাবি মোরা সবে হতেছি কাতর।
তুমি মোসবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর॥
গোপীকার এই শুদ্ধ প্রেম যেই হয়।
সেই শুদ্ধ প্রেম নাহি কুব্জাতে আছয়॥
উত্তরীয় আকর্ষণ কার্য্যেতে কুব্জার।
কাম প্রায়া রতি সুষ্ঠু হইল প্রচার॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

কাম প্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা॥ ৯১॥

শুনহ সম্বন্ধ রূপা ভক্তির বিষয়।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি যাহা করিলা নির্ণয়॥
আমিই কৃষ্ণের পিতা আমি তার মাতা।
আমিহ কৃষ্ণের খুড়া আমি তার ভ্রাতা॥
ইত্যাদি প্রকার মনে অভিমান যেই।
সম্বন্ধ স্বরূপা ভক্তি মনে জেন সেই॥
"সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ" এই বৃষ্ণি শব্দ দ্বারে।
গোপগণ গ্রাহ্য উপলক্ষণানুসারে॥
বৃষ্ণি আর গোপগণ সম্বন্ধাভিমানে।
ভক্তি করিলেন সেই কৃষ্ণ ভগবানে॥
কৃষ্ণেশ্বর জ্ঞানাভাব হেতু গোপগণ।
রাগাত্মিকা ভক্তি অধিকারী শ্রেষ্ঠ হন॥

তথাহি তত্রৈব।

সম্বন্ধ রূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ।
যদৈশ্য জ্ঞান শূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা॥ ৯২।

প্রেম মাত্র হেতু যেই দ্বিধা ভক্তি হয়।
সেই দ্বিধাখ্যান কাম, সম্বন্ধ নিশ্চয়॥
সেই কামরূপা আর সম্বন্ধ স্বরূপা।
ভক্তিদ্বয় নিত্যসিদ্ধ গণে অনুরূপা॥

নিত্যসিদ্ধ ব্রজেশ্বর আদির আশ্রিত।
ঐছে ভক্তিদ্বয়, এই শাস্ত্রে অভিহিত॥
এহেতু সাধন ভক্তি মধ্যে সে সবার।
বিচারের প্রয়োজন কিছু নাহি আর॥

তথাহি তত্রৈব।

কাম স্বম্বন্ধ রূপে তে প্রেমমাত্র স্বরূপিকে।
নিত্য সিদ্ধাশ্রয় তয়া নাত্র সম্যগ্বিচারিতে॥ ৯৪॥

রাগাত্মিকা ভক্তি হয় দ্বিবিধ প্রকার।
স্বয় কাম, স্ব-সম্বন্ধ স্বরূপা বিস্তার॥
ঐছে হেতু রাগানুগা ভক্তি দুই হয়।
কামানুগা, সম্বন্ধঅনুগা সু-নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধা রাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগাচেতি নিগদ্যতে॥ ৯৫

রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসী গণ।
তাহা সবাকার ভাব প্রাপ্তির কারণ॥
একমাত্র লুব্ধচিত্ত হয়েন যাঁহারা।
রাগানুগা ভক্তি অধিকারী হন তাঁরা॥

তথাহি তত্রৈব।

রাগাত্মিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসি জনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥ ৯৬॥

শাস্ত্র যুক্ত্যপেক্ষা ছাড়ি শুদ্ধ যেই জন।
নন্দাদির ভাব আদি করিয়া শ্রবণ॥

যার অপেক্ষায় বুদ্ধি বৃত্ত্যুন্মুখী হয়।
লোভ উৎপত্তির সেই লক্ষণ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং ॥ ২৭ ।

শাস্ত্র শব্দে বিধিবাক্য চোদনা লক্ষণ।
যুক্তি শব্দে ন্যায় আদি কহে বিজ্ঞগণ ॥
অপেক্ষার্থে অনুরোধ প্রভৃতি কহয়।
নন্দাদি শব্দেতে নন্দ, যশোদাদি কয় ॥
ভাব আদি শব্দে ভাবমাধুর্য্য বলয়।
শ্রবণার্থ কহি এবে করিয়া নিশ্চয় ॥
ভাগবত আদি সিদ্ধ শাস্ত্রবাক্য দ্বারে।
ভাবাদি শ্রবণ যাহা করি বারে বারে ॥
শ্রবণ শব্দেতে এথা জানিবে তাহাই ॥
টীকার মধ্যেতে এই লিখিলা গোসাঁই ॥
যত দিনাবধি ভাবোদয় নাহি হয়।
তত দিনাবধি লোকে লোক সমুদয় ॥
করিয়া থাকেন বৈধীভক্তি আচরণ।
বৈধীভক্তি অধিকারী যেই সব জন ॥
তারা শাস্ত্র অনুকূল তর্কাপেক্ষা করে।
এই কথা দেখি রূপ বাক্যের ভিতরে ॥

তথাহি তত্রৈব।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ ৯৮॥

বিধিমার্গ অনুসারে কৃষ্ণের ভজন।
বৈধীভক্তি তার নাম, কহে বিজ্ঞগণ॥
লোভে প্রবর্ত্তিত হঞা বিধিমার্গে যেই।
কৃষ্ণের ভজন,—রাগানুগা ভক্তি সেই॥
বৈধী, রাগানুগা দুই ভক্তির প্রভেদ।
তোমারে কহিনু এই কহে যাহা বেদ॥
কৃষ্ণ আর স্বভাবের আশ্রয়ালম্বন।
কৃষ্ণ প্রিয়তম ভক্তে করিয়া স্মরণ॥
অনুরক্ত চিত্ত হঞা কৃষ্ণাদি কথায়।
ব্রজেতে করিবে বাস শাস্ত্রে এই গায়॥

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৯৯॥

সামর্থ্যে শরীর দ্বারে ব্রজে সদা বাস।
অসামর্থ্যে মনঃদ্বারে করিনু প্রকাশ॥
সাধক রূপের দ্বারে, সিদ্ধরূপ দ্বারে।
কৃষ্ণসেবা হয় দুই গোসাঞি বিচারে॥
স্বভাবের যিনি হন আশ্রয়ালম্বন।
তাঁর ভাবলিপ্সু হঞা অধিকারীগণ॥

কৃষ্ণ প্রিয়তম ভক্ত করিয়া শরণ ।
কৃষ্ণের সেবায় রত হবে সর্ব্বক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১০০ ।

সাধক রূপের দ্বারে কৃষ্ণসেবা যেই ।
দেহাদির চেষ্টা দ্বারে সুসাধিত সেই ॥
নিজান্তশ্চিন্তিত তাঁব পরিকর রূপে ।
যেই সেবা সুসাধিত হয় অনুরূপে ॥
সিদ্ধরূপে সেবা সেই কহিনু তোমায় ।
শ্রীসিদ্ধ প্রণালী তেঞি আচায্য জানায় ॥
আচার্য্য বংশের মাঝে কোন কোন জন ।
শ্রীসিদ্ধ প্রণালী নাহি মানে কদাচন ॥
ব্রজলোক অনুসার সেবা তত্ত্ব যেই ।
তাহা তারা নাহি জানে কহিলাম এই ।
কোন অপরাধ হেতু সেই সব জন ।
ঐছে সেবা তত্ত্ব নাহি পায় দরশন ॥
বৈধীভক্তি অভ্যন্তরে শ্রবণাদি যত ।
ভক্ত্যঙ্গ স্বীকার আছে শাস্ত্রাদি সম্মত ॥
সেই সেই অঙ্গ রাগানুগা ভক্তি মাঝে ।
যথাযোগ্য রূপে আছে শুনি সৎসমাজে ॥

তথাহি তত্রৈব।

শ্রবণোৎ কীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ১০১ ॥

নিজ নিজ উপযোগী অঙ্গের গ্রহণ।
"বৈধভক্ত্যুদিতানীতি" অর্থে জীব কন॥
কামরূপা ভক্তি অনুগামী তৃষ্ণা যেই।
তার নাম কামানুগা ভক্তি জানি এই॥
সেই কামানুগা হয় দ্বিবিধ প্রকার।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা আর॥
স্বীয় স্বীয়াভীষ্ট ব্রজদেবী সবাকার।
ভাব বিষয়িণী ইচ্ছা যেই ত বিস্তার॥
সেই রাগানুগা ভক্তি প্রবর্ত্তিকা যেই।
মুখ্য কামানুগা ভক্তি মাত্র জানি সেই॥

তথাহি তত্রৈব।

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥ ১০২ ॥

সম্ভোগ শব্দের মর্ম্ম কেলি মাত্র হয়।
কেলি মর্ম্মময়ী যেই ভক্তি শাস্ত্রে কয়॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি তাহার আখ্যান।
শ্রীরূপ গোসাঞি আছে ইহাতে প্রমাণ॥
নিজ নিজ যুথেশ্বরী সবাকার ভাব।
মাধুর্য্যেচ্ছা হৃদে যেই বিস্তারে প্রভাব॥

তত্তদ্ভাব ইচ্ছাত্মিকা কহয়ে তাহারে।
বিস্তার করিলা ইহা রসবল্লী-কারে ॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী কেলি তাৎপর্য্য যাহার।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা ভাব মাধুর্য্যেচ্ছা আর ॥
কামানুগা দুইরূপ হৈল যেই মতে।
তাহার বিশেষ কহি শুন বিধিমতে ॥
এক কামরূপা ভক্তি দুই ভেদ তার।
এক যুথেশ্বরীগণ সখীগণ আর ॥
যুথেশ্বরী গণ কৃষ্ণ-প্রেম অনুরাগী।
ইচ্ছায় সম্ভোগ নিত্য কৃষ্ণসুখ লাগি ॥
যে করে ভকতি যুথেশ্বরী অনুসার।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী নাম জানিহ তাহার ॥
ইথে অধিকারী দণ্ডকারণ্য নিবাসী।
গোপীদেহ ধরি কৃষ্ণ পায় ব্রজে আসি ॥
সাধন সুসিদ্ধা গোপী সেই সব জন।
বৈষ্ণব তোষিণী মধ্যে কহে সনাতন ॥

তথাহি তত্রৈব।

কেলিতাৎপর্য্য বত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্য কামতা ॥ ১০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির চিত্র মাধুরী দর্শনে।
অথবা তাঁহার লীলা করিয়া শ্রবণে ॥

যেই যেই জন সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হয়।
সেই সেই জন লোকে জানিহ নিশ্চয়॥
দুই মত কামানুগা ভক্তি অধিকারী।
এই হেতু ঋষিগণ কহেন বিচারি॥
কামানুগা ভক্তি শুদ্ধ নারী মাত্রে নয়।
পুরুষের কামানুগা ভক্ত্যুৎপন্ন হয়॥

তথাহি তত্রৈব।

শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাব কাঙ্ক্ষিনৌ যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ।
পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ং॥ ১০৪॥

পূর্ব্বেতে দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ।
শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি করিয়া দর্শন॥
তদপেক্ষা রমণীয় শ্রীশ্যাম-সুন্দরে।
সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন অন্তরে॥
এ হেতু তাঁহারা গোপীদেহ লাভ করি।
জনম লইয়া নন্দ গোকুল ভিতরি॥
সঙ্কল্প মাত্রেতে সবে গৃহ অভ্যন্তরে।
কৃষ্ণকে পাইয়া নিজ নিজ হৃদিপরে॥
কৃষ্ণের সম্ভোগ সুখ করি আস্বাদন।
ভবার্ণব পার সুখে হয় সর্ব্বজন॥

তথাহি পাদ্মে।

পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবর্ণবাৎ॥ ১০৫॥

ধ্যানেতে পাইয়া সবে শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গন।
সুখরূপ সাগরেতে হইলা মগন॥
তাহে পুণ্যবন্ধ দূরে গেল সে সবার।
সেই হেতু গুণময় শরীর অসার॥
ভবনাভ্যন্তরে সবে করিয়া বর্জ্জন।
অপ্রাকৃত দেহে রাসে হয়েন মিলন॥
সাধনের ভাব্য বস্তু সিদ্ধেতে মিলয়।
"যাদৃশী ভাবনা যস্যেত্যাদি" ব্রহ্মা কয়॥
অতএব তাঁ সবার কৃষ্ণ সহ রাস।
কবির কল্পনা নহে জানিহ নির্য্যাস॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্দে।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোহলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনা যুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ।
দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপ ধুতা শুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥ ১০৬॥

তাঁরা যদি রাস নাহি পায় সিদ্ধ রিত্যা।
"ময়ে মারস্যথ ক্ষপাঃ" তবে হয় মিথ্যা ॥
অত্যন্ত রিরিংসৈষণা করিয়া কেবল।
বিধিমার্গ অনুসারে যেজন সকল ॥
কৃষ্ণের সেবন করে সেই সব জন।
মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন করিনু কীর্ত্তন ॥
স্ব-স্ব যুথেশ্বরী ভাব করিয়া বর্জ্জন।
কৃষ্ণের সম্ভোগ ইচ্ছে যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁহারাই মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন জানি।
তোমার নিকটে এই স্বরূপ বাখানি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে ॥ ১০৭ ॥

বিধিমার্গ অনুসারে অগ্নিপুত্রগণ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া সেবন ॥
রমণীত্ব প্রাপ্ত হঞা সেই বাসুদেবে।
পতিরূপে লাভ করি মনে প্রাণে সেবে ॥

তথাহি শ্রীকূর্ম্মপুরাণে।

অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥ ১০৮ ॥

পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্বাদি আর।
সম্বন্ধ মনন যেই কৃষ্ণে অনিবার ॥

সেই ত সম্বন্ধানুগা ভক্তি নাম ধরে।
তদাত্মিকা ভাব তাতে সদা স্ফূর্ত্তি করে॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

সা সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদি সম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥ ১০৯॥

বাৎসল্য, সখ্যাদি করি ভাব যেই হয়।
সেই সব ভাব লুব্ধ সাধক নিচয়॥
ব্রজেন্দ্র সুবলাদির ভাব চেষ্টা দ্বারে।
শ্রীগোবিন্দে ভক্তি করে কহিনু তোমারে॥

তথাহি তত্রৈব।

লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্র সুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিত মুদ্রয়া॥ ১১০॥

পিত্রাদির সহাভেদ চিন্তা অনুচিত।
তাহার প্রমাণ শুন হঞা অবহিত॥
কৃষ্ণ সহ আপনার অভিন্ন জ্ঞানেতে।
যেই মত অপরাধ জন্মে হৃদয়েতে॥
তথা তাঁর নিত্যসিদ্ধ পরিকর সহ।
অভেদ জ্ঞানেতে বৎস! জানি অহরহ॥
হস্তিনা নিবাসী কোন বৃদ্ধ সূত্রধর।
নারদের উপদেশ করিয়া গোচর॥
পুত্র ভাবে ভজি সদা কৃষ্ণ প্রতিমাকে।
সিদ্ধি লাভ করিলেন কহিনু তোমাকে॥

তথাহি তত্রৈব।

তথাহি শ্রূয়তে শাস্ত্রে কশ্চিৎ কুরুপুরীস্থিতঃ।
নন্দসূনোরধিষ্ঠানং তত্রপুত্র তয়া ভজন্।
নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধোভূদ্বৃদ্ধবর্দ্ধকিঃ॥ ১১১ ॥

বৃন্দাবনে বাল, বৎস হরণ লীলায়।
তৎ-পিতৃগণের সিদ্ধি লাভ শুনা যায়॥
এই হেতু নারায়ণ ব্যূহ স্তবে কয়।
উদ্যমের সহ সেই জন সমুদয়॥
কৃষ্ণকে পুত্রাদিরূপে করেন ভজন।
সেই সব জনে নতি করি সর্ব্বক্ষণ॥
পতি, পিতা, ভাই, বন্ধু, সুহৃম্মিত্র আর।
আদি শব্দ অর্থ এই কবিনু প্রচার॥

তথাহি শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে।

পতিপুত্র সুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ॥ ১১২ ॥

হেন রাগানুগাভক্তি লাভের কারণ।
কৃষ্ণ আর তদ্ভক্তের করুণা ঈক্ষণ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত কৃপা বিনা কভু।
ঐছে ভক্তি নাহি মিলে কহে রূপ প্রভু॥
প্রেমভক্তি পুষ্টিকারী রাগানুগা হয়।
কোন কোন বিজ্ঞজন এই কথা কয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

কৃষ্ণ তদ্ভক্ত কারুণ্য মাত্র লাভৈক হেতুকা।
পুষ্টিমার্গ তয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য আদি গৌরভক্ত গণ।
পুষ্টিমার্গ বলি গ্রন্থে করেন বর্ণন ॥
সাধন ভক্তির কথা হৈল সমাপন।
ভাবভক্তি কহি এবে করহ শ্রবণ ॥
শুদ্ধ সত্ব বিশেষাত্মা যাহারে কহয়।
ভাবের স্বরূপ সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
প্রেমসূর্য্য অংশু সাম্যশালী তাহা হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি অভিলাষ যাহে উপজয় ॥
যৈছে সূর্য্য অংশু পৃথ্বী রস আকর্ষয়;
তৈছে প্রেমসূর্য্য অংশু হঞা তেজময় ॥
সর্ব্ব রসনিধি কৃষ্ণে করে আকর্ষণ।
কিবা চিত্র ভাব এই না যায় বর্ণন ॥
অবিজ্ঞাত স্থান স্থিত অয় যেই ভাবে।
চুম্বক টানিয়া আনে আপন স্বভাবে ॥
সেইরূপ ভাব কৃষ্ণে টানিয়া আনয়।
ভাবুক ভাবের ধর্ম্ম এইরূপ কয় ॥
সৌহার্দ্দানুকূল্য অভিলাষ সদা হয়।
চিত্তের স্নিগ্ধতাকারী ভক্তি তারে কয়।

সেইত ভক্তির নাম ভাব ভক্তি জানি।
হ্লাদিনী শক্তির সার স্বরূপ বাখানি॥
প্রেমের প্রথমচ্ছবিঃ পরম সুন্দরী।
ভাব ভক্তি হয় এই ভাবে দৃষ্ট করি॥

তথাহি তত্রৈব।

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ১১৪॥

প্রেমাঙ্কুর রূপ ভাব ভক্তির প্রকৃতি।
প্রাকৃতিক ক্ষোভ সব করায় বিস্মৃতি॥
প্রেমের প্রথমাবস্থা কিম্বা প্রেমাঙ্কুরে।
ভাব বলি ব্যাখ্যা করে ভাবুক চতুরে॥
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক নিচয়।
ভাব আবির্ভাবে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয॥

তথাহি তন্ত্রে।

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুবত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ ১১৫॥

মহারাজ অম্বরীষ ইহাতে প্রমাণ।
তিষ্ঠৌ শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পুনঃ পুনঃ করি ধ্যান॥
বিক্রিয়মানাত্মা অল্প হইয়া রাজন।
করিলেন কৃষ্ণ লাগি অশ্রু বিসর্জ্জন॥

তথাহি পাদ্মে।

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা।
ঈষদ্বিক্রিয়মানাত্মা সাদ্রদৃষ্টিরভূদসৌ॥ ১১৬॥

শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ ভাব হৃদয় বৃত্তিতে।
আবির্ভূত হঞা রতি মনের সহিতে॥
একাত্মতা প্রাপ্ত হঞা সদা সর্ব্বক্ষণ।
স্ব-প্রকাশ রূপাবস্থা করেন ধারণ॥
সমাধি দশায় ব্রহ্ম দর্শনের প্রায়।
হৃদয় বৃত্তিতে নিত্য প্রকাশ্যের ন্যায়॥
ঐছে রতি ভাসমানা হয় অনুক্ষণ।
তোমার নিকটে এই করিনু কীর্ত্তন॥
আস্বাদন রূপা হঞা ঐছে কৃষ্ণ রতি।
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদির অনুভব প্রতি॥
কারণ হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চয়।
রতি শব্দে কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতি কয়॥
দ্বিবিধ প্রকার ভাব শাস্ত্রে নিরূপিল।
সাধনাভিনিবেশজ প্রথম কহিল॥
কৃষ্ণ আর তদ্ভক্তের প্রসাদজ যেই।
সেইত দ্বিতীয় ভাব কহিলাম এই॥
সাধনাভিনিবেশজ আদ্য ভাব প্রায়।
সবার হইয়া থাকে কহিনু তোমায়॥

কৃষ্ণাদির প্রসাদজ পর ভাব যেই।
বিরল প্রচার সেই কহিলাম এই॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

আবির্ভূয়মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাং।
স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ।
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদ স্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদ হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে॥
সাধনাভিনিবেশণে কৃষ্ণস্তদ্ভক্তযোস্তথা।
প্রসাদেনাতি ধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভি জায়তে।
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ে বিরলোদয়ঃ॥ ১১৭॥

সাধনের দ্বারা লভ্য যেই ভাব হয়।
সাধনাভিনিবেশজ ভাব তারে কয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত কৃপা লভ্য ভাব যেই।
কৃষ্ণ আর তদ্ভক্তের প্রসাদজ সেই॥
সাধনাভিনিবেশজ ভাব দ্বি-প্রকাব।
বৈধী-রাগানুগা ভেদে এইত প্রচার॥
বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব যেই।
সাধক হৃদয়ে রুচি উৎপাদিয়া সেই॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ জন্মাইয়া।
রতিকে প্রকাশ করে কহি বিবরিয়া।

তথাহি তত্রৈব।

বৈধী রাগানুগা মার্গ ভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলুভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ।

সাধনাভিনিবেশস্তু তত্রনিষ্পাদয়ন্ রুচিং।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ॥ ১১৮॥

ইহাতে প্রমাণ সেই ব্রহ্মার নন্দন।
চারি মাস তিহোঁ শ্রদ্ধা সহ সর্ব্বক্ষণ॥
কৃষ্ণগুণ গান শীল ঋষি সবাকার।
আজ্ঞাধীন রহি দ্বিজ দাসীর কুমার॥
তাঁহাদের অনুগ্রহে অতি মনোহর।
কৃষ্ণকথা করিলেন শ্রবণগোচর॥
শ্রবণে প্রবৃত্ত হঞা হরিতে তাঁহার।
রতি সমুৎপন্ন হয় শাস্ত্রেতে প্রচার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধায়ামেনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ ১১৯॥

রতি শব্দে রুচি এথা রতি কভু নয়।
পরবর্ত্তি শ্লোকে তাহা প্রকাশ আছয়॥
অগ্রে নারদের শ্রীগোবিন্দে রতি হয়।
তাহার পরেতে ভক্তি জন্মে সুনিশ্চয়॥
ভক্তি শব্দে প্রেম এথা কহিনু তোমায়।
পর শ্লোকে ঋষিবর ব্যাসেরে জানায়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।
রত্যাতু ভাব এবাত্র ন তু প্রেমাভিধীয়তে।
মমভক্তিঃ প্রবৃত্তেতি বক্ষ্যতে স যদগ্রতঃ॥ ১২০॥

শরদ্বর্ষা দুই ঋতু হৃদয়ের সুখে।
শ্রীগোবিন্দ-পরায়ণ মুনিগণ মুখে॥
সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্ত্যমান পরম নির্ম্মল।
কৃষ্ণ যশোরাশি সর্ব্বলোক সুমঙ্গল॥
শুনিতে শুনিতে রজস্তমো নিরসনী।
ভক্তি লভে শ্রীনারদ ঋষির অগ্রণী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।
ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূহরে-
র্বিশৃণ্বতোমেন্নুপদং যশোঽমলং।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা॥ ১২১।

সাধুগণ সমবেত হইয়া যখন।
পরস্পরানন্দে করে কথোপকথন॥
তখন আমার মহা মহত্ত্ব-সূচক।
হৃদি কর্ণরসায়নী, তাপাদি নাশক॥
কথার প্রস্তাব হয় যাহার শ্রবণে।
অপবর্গ গতি রূপ আমার চরণে॥
যথাক্রমে শ্রদ্ধা রতি ভক্ত্যুৎপন্ন হয়।
এই কথা শ্রীকপিল জননীকে কয়॥

তথাহি তত্রৈব।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১২২ ॥

অপবর্গানন্যভক্তি জানিহ এথায়।
পঞ্চম স্কন্ধাদি আছে প্রমাণ ইহায় ॥
পুরাণ-নাটক শাস্ত্রে রতি আর ভাবে।
তুল্যরূপে ব্যাখ্যা করে দেখিবারে পারে ॥
এহেতু এ ভক্তিশাস্ত্রে রতি-ভাবোভয়।
একরূপে কহিলাম করিয়া নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তরতিভাবয়োঃ।
সমানার্থ তয়াহত্রদ্বয়মৈক্যেণ লক্ষিতং ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্ণসহ রাসনৃত্য মনেতে করিয়া।
নৃত্যোৎসুকাবলা সারা রজনী জাগিয়া ॥
নিভৃতে করেন নৃত্য শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিতে।
রাধার বিভূতি সেই বালা সু-নিশ্চিতে ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেতে যেই বালিকার।
সখীগণ ভাব চিত্তে হয় সু-বিস্তার ॥
সেই ভাবে অনুরাগী হইয়া বালিকা।
সাধন সিদ্ধার ন্যায় পায় রাসালিকা ॥

কৃষ্ণকণ্ঠাশ্লেষ আদি রাস যেই হয়।
কৃষ্ণসহ নাচি বালা সমস্ত সাধয় ॥
বহু নারী মধ্যে কৃষ্ণ তাঁহার উপর।
অতি প্রীতি হন ভাব করিয়া গোচর ॥

তথাহি পাদ্মে।

ইত্থং মনোরথং বালা কুর্ব্বতী নৃত্য উৎসুকা।
হরি প্রীত্যা চ তাং সর্ব্বাং রাত্রিমেবাত্যবাহয়ৎ ॥
বহ্বীম্বন্যাসু নারীষু মত্যেবাধিক প্রীতিমান্।
নৃত্যে তাসৌ ময়াসার্দ্ধং কণ্ঠশ্লেষাদি ভাবকৃৎ ॥ ১২৪

শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ যেই স্বভাব নিশ্চয়।
তার নাম ভাব এই ভাবুকে বুঝায় ॥
রাধার বিভূতি রূপ সেই ভাব হয়।
অতএব ভাব রূপা সখীগণে কয় ॥
মহাভাব হৈতে হয় ভাবের উদ্ভব।
মহাভাব অংশীরূপ, ভাবাংশ সম্ভব ॥
মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি যাঁহারে বাখানি ॥
অংশী অংশগণ সহ সর্ব্ববৃত্তি দ্বারে।
সদা স্বাদে কৃষ্ণ-প্রেম কহিনু তোমারে ॥
স্নিগ্ধ শিষ্য তুমি সেই হেতু তুয়া স্থানে।
সঙ্কেতে কহিনু ইহা যথোক্ত বিধানে ॥

শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভক্ত প্রসাদজ যারে কয়।
এবে তাহা কহি শুন করিয়া নিশ্চয়॥
সাধন ব্যতীত যেই ভাবোৎপন্ন হয়।
শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত প্রসাদজ তারে কয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।
সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্ত প্রসাদজ ইতীর্য্যতে॥ ১২৫॥

বাচিক-আলোকদান-হার্দ্দ আদি ভেদে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ বহু কহে এই বেদে॥

তথাহি তত্রৈব।
প্রসদা বাচিকালোক দান হার্দ্দাদয়োহরেঃ॥ ১২৬॥

রূপ প্রদর্শনাখ্যানালোক দান কয়।
হঠাচ্ছ্রী-গোবিন্দ রূপ যেই দৃষ্ট হয়॥

তথাহি শ্রীমৎপিতৃদেবপ্রভুপাদেনোক্তং পদং।
হৃদয়ে কখন যারে নাহিক ভাবিনু।
কেন বা তাহারে আজ দেখিতে পাইনু॥
তবে কি পূরবে এই কালিয়ার সনে।
কোন বা সম্বন্ধ ছিল বুঝিয়ে কারণে॥
সম্বন্ধ বিনু হি কালা না দেয় দর্শন।
দীননাথ গুরুমুখে করিল শ্রবণ॥ ১২৭॥

বাচিক প্রসাদ লভ্য ভাব যেই হয়।
স্বয়ং ভগবান তাহা শ্রীনারদে কয়॥

পূর্ণানন্দময়ী-সর্ব্বশুভ শিরোমণি।
অব্যভিচারিণী-সর্ব্বদুঃখ নিরসনী॥
ভক্তি মমোপরি তুয়া হউ সর্ব্বক্ষণ।
বাচিক প্রসাদ লভ্য এই ত লিখন॥

তথাহি শ্রীনাবদীয়ে।

সর্ব্ব মঙ্গল মূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ ১২৮॥

বনবাসি ঋষিগণাদৃষ্টচর কৃষ্ণে।
দৃষ্ট করি সার্দ্র চিত্ত হঞা স্ব-স্ব দৃষ্টে॥
ফিরাতে সক্ষম কেহ নাহি হন বনে।
আলোক দানজ এই করিনু কীর্ত্তনে॥

তথাহি স্কান্দে।

অদৃষ্টপূর্ব্বমালোক্য কৃষ্ণং জাঙ্গলবাসিনঃ।
বিক্লিদ্যদন্তরাত্মানো দৃষ্টিং না ক্রষ্টুমীশিবে॥ ১২৯॥

গোবিন্দের আন্তরিক প্রসাদের নামে।
হার্দ্দ প্রসাদাখ্য হয়, কহিনু সন্ধানে॥
অনেক সাধন লভ্য হরিভক্তি যেই।
বিনা সাধনেতে শুক হৃদে উঠে সেই॥

তথাহি শ্রীশুকসংহিতায়াং।

মহাভাগবতো জাতঃ পুত্রস্তে বাদরায়ণ।
বিনোপায়ৈ রূপেয়াভূদ্বিষ্ণুভক্তিরিহোদিতা॥ ১৩০॥

সাধন ব্যতীত অর্থে অপর সাধন।
নিষেধ করিলা প্রভু শ্রীজীব-চরণ ॥
মাতৃগর্ভে বাসকালে শুকের হৃদয়ে।
শ্রীকৃষ্ণস্মরণরূপা ভক্ত্যুৎপন্ন হয়ে ॥
অতএব হার্দ্দ প্রসাদাখ্য সেই হয়।
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ইহা করিলা নিশ্চয় ॥
নারদের প্রসাদেতে প্রহ্লাদের যাহা।
শুভ বাঞ্ছা হয় এথা নিসর্গাখ্য তাহা ॥
সেই সে নিসর্গ হেতু হৃদয়ে তাঁহার।
যেই রতি জন্মে নৈসর্গিকী নাম তার ॥
বাসুদেবে স্বাভাবিকী জাত রতি যার।
তাঁহার মাহাত্ম্য অতিশয় সুবিস্তার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥
নারদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে শুভবাসনা।
নিসর্গঃ সৈব তেনাত্র রতির্নৈসর্গিকী মতা ॥ ১৩১ ॥

স্বাভাবিকী রত্যাখ্যানে নৈসর্গিকী কয়।
গর্ভে রহি হৃদে যাহা হইল উদয় ॥
নারদের অনুগ্রহে পশুহন্তা ব্যাধে।
কৃষ্ণে রতি লাভ সদ্য করিল অবাধে ॥

ভক্তের প্রসাদ লভ্য রতির প্রমাণ।
পুনর্ব্বার তব স্থানে করিলাম গান॥

তথাহি স্কান্দে।

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে॥ ১৩২॥

ভক্ত ভেদ হেতু রতি পঞ্চরূপ হয়।
পরেতে কহিব ইহা করিয়া নিশ্চয়॥
ভাবাঙ্কুর মাত্র চিত্তে জন্মিল যাহার।
নব অনুভাব তার হেরি অনিবার॥
প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয়
প্রাকৃতার্থে প্রাপঞ্চিক শাস্ত্রে এই কয়॥
তৎসম্বন্ধ বিনা ব্যথ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি-সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সতত আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।

আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ১২৩ ॥

ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিল যাহার।
ক্ষান্তি আদি অল্প অল্প দেখা দেয় তার ॥
প্রগাঢ় হইলে ভাব ক্ষান্ত্যাদি নিচয়।
প্রগাঢ় হইয়া উঠে জানিহ নিশ্চয় ॥
উপস্থিত হয় যদি ক্ষোভের কারণ।
অক্ষুব্ধ চিত্ততা তাতে ক্ষান্তিব লক্ষণ ॥
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া কহে উত্তরা-নন্দন।
অনুগত জানি মোরে এই বিপ্রগণ ॥
মো প্রতি করুন সবে কৃপা বিতরণ।
ভগবানে ধৃত চিত্ত কবিয়া দর্শন ॥
জননী-জাহ্নবী করু করুণা ঈক্ষণে।
কিম্বা বিপ্রশাপরূপ তক্ষক দংশনে।
জীবন যাইবে মোর তাহে ক্ষোভ নাই।
এবে মোর প্রতি কৃপা কবিয়া সবাই ॥
কুলের নিয়ন্তা সেই কৃষ্ণগুণ গাও।
যদ্যপি আমার কেহ বন্ধু হৈতে চাও ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃত চিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৩৪ ॥

নিরন্তর বাক্যে স্তব, মনেতে স্মরণ।
শরীরের দ্বারা নতি করি সাধুগণ॥
তৃপ্ত না হইয়া দুই নয়নের জলে।
অভিষিক্ত হঞা কৃষ্ণ উদ্দেশে সকলে॥
করিলেন সর্ব্ব পরমায়ু সমর্পণ।
অব্যর্থ কালত্ব এই করিনু বর্ণন॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে।

বাগ্‌ভিঃস্তুবন্তোমনসাস্মরন্ত স্তন্বা নমন্তোপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবণনেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥ ১৩৫।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের স্বাভাবিকী যেই।
অরোচক ভাব সদা বিরক্ত্যাখ্যা সেই॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি ইচ্ছা করি মহাত্মা ভরত।
চিত্র-পুত্তলিকা ন্যায় হৃদয়ে সতত॥
বিরাজিত পত্নী-পুত্র-মিত্রাদি-স্বগণ।
যৌবনেতে মল প্রায়-করেন বর্জ্জন॥

তথাহি শ্রীপঞ্চমে।

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ১৩৬॥

আত্মোৎকর্ষ সত্বে সদা অমানিত্ব যেই।
মানশূন্য তার নাম কহিলাম এই॥
হরিতে একান্ত রত হঞা ভগীরথ।
ভিক্ষা লাগি শত্রুপুরে গমন করত॥

চণ্ডাল পর্য্যন্ত করি করেন বন্দন।
ধন্য সেই রাজাগ্রণী সৎকীর্ত্তি বর্দ্ধন॥

তথাহি পাদ্মে।

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥ ১৩৭॥

অন্তর্যামি রূপে কৃষ্ণ সত্বা সর্ব্বত্রেতে।
বিদ্যমান আছে এই জানিয়া মনেতে॥
চণ্ডাল আদিকে রাজা করেন প্রণাম।
কবিরাজ সাক্ষী ইথে কর অবধান॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তন্মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনা দৃঢ়তর যেই।
আশাবন্ধ তার নাম কহিলাম এই॥
প্রেমের নাহিক লেশ হৃদয়ে আমার।
নববিধা ভক্তি যেই কারণ তাহার॥
সে কারণ কিছু মাত্র হৃদয়েতে নাই।
ধ্যানাদি বৈষ্ণব যোগ যাহা শাস্ত্রে পাই॥
সে যোগে অযোগ মোর সর্ব্বদা জানিয়ে।
জ্ঞান কিম্বা শুভ কর্ম্ম চক্ষে না দেখিয়ে॥
সর্ব্ব সাধনের মূল সজ্জাতিত্ব হয়।
তাহার অভাব মোর দেখিয়ে নিশ্চয়॥

যথাপি হে গোপীজনবল্লভ ! তোমাতে।
মোর যেই আশা সদা সে আশা সাক্ষাতে॥
করিতেছে নিরন্তর ব্যথিত আমায়।
হা গোপীজনবল্লভ ! কি করি উপায়॥

তথাহি শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুনোক্তং।
ন প্রেমাশ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিক সাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্য মূলাসতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং॥ ১৩৮॥

সজ্জাতিত্বাভাব যাহা কহে সনাতন।
দৈন্যোক্তি নিশ্চয় সেই করিনু কীর্ত্তন॥
দৈন্যোক্তি ব্যতীত সেই ব্রাহ্মণ-নন্দনে।
সজ্জাতিত্বাভাব কেন করিবে বর্ণনে॥
নিজাভীষ্ট লাভ জন্য গুরুতর যেই।
লোভ হয় হৃদয়েতে সমুৎকণ্ঠা সেই॥

তথাহি মৎপিতৃদেব প্রভুচরণৈরুক্তং পদং।
নতভ্রূ-পক্ষ্মল তরল নয়ন।
মধুর হইতে মধুর বচন॥
বিম্বোষ্ঠ মধুর মুরলী বদন।
সরব ভুবন জন-বিমোহন॥
কৃষ্ণের মধুর মুরতি সুঠাম।
দেখিবারে মরু আঁখি অবিরাম॥

বাসনা করয়ে কি করি উপায়।
ভাবিয়া হৃদয় স্থির নাহি পায়॥
দীন দীননাথ করে নিবেদন।
কৃষ্ণ কি এ দীনে দিবে দরশন॥ ১৩২।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।

শ্যানব্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষ্বালোলামনুরাগিণোর্নয়নয়োরাদ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লান বংশীস্বনে-
ম্বাশাস্তে মমলোচনং ব্রজপতের্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং।

অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া রাধিকা।
হএগাছেন কৃষ্ণগানে উন্মত্তা অধিকা॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

.বাদনবিন্দুমরন্দস্যন্দি দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুবস্বর কণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা॥ ১৪১।

নামগানে সদা রুচি ইহারে কহয়।
স্বশাস্ত্রে শ্রীপ্রভু রূপ করিলা নিশ্চয়॥
আসক্তি সর্ব্বদা কৃষ্ণগুণাখ্যানে যাহা:
শ্রীবিল্বমঙ্গল বাক্যে কহি এবে তাহা॥

তথাহি মৎপিতৃদেবেনোক্তং পদং।

মাধুর্য্য হইতে পরম মধুর।
চাপল্য হইতে চপল চতুর॥

কৃষ্ণের কিশোর মূরতি মোহন।
কহনে না যায় কিবা সে রঞ্জন ॥
সেই সে কিশোর ভাব সর্ব্বক্ষণ।
আমার চিত্তকে করিছে হরণ ॥
হায়! আমি কিবা করিব উপায়।
কহ কহ সখি! কহ না আমায় ॥
দীননাথ কহে নন্দের-নন্দন।
প্রাণাদি হরণে পটু বিলক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীকর্ণামৃতে।

মাধুর্য্যাদপিমধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরং।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ ॥ ১৬৩

তদ্বসতি স্থলে প্রীতি করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥

তথাহি মৎপিতৃদেবেনোক্তং পদং।

এথায় আছিল নন্দের-ভবন।
মাণিক নির্ম্মিত নয়ন-রঞ্জন ॥
এথায় গোবিন্দ মনের আনন্দে।
শকট ভাঙ্গিলা বাল-লীলা ছন্দে ॥
এথায় যশোদা দাম রজ্জু দিয়া।
বাঁধে দামোদরে রাগিণী হইয়া ॥
যেই করে ভব বন্ধন মোচন।
পুত্র ভাবে তারে করেন বন্ধন ॥

ব্রজবাসী বৃদ্ধ গোপের বদনে।
ঐছে কথামৃত সদা সর্ব্বক্ষণে ॥
শ্রবণে সেবন করিতে করিতে।
সজল-নয়নে শ্রীব্রজপুরীতে ॥
ভ্রমণ করিয়া হইব কৃতার্থ।
দীননাথ কহে এই পরমার্থ ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

অত্রাসীৎকিলনন্দসদ্ম শকটস্যাত্রাভবদ্ভঞ্জনং
বন্ধচ্ছেদ করোপিদামভিরভূদ্বদ্ধোঽত্র দামোদরঃ।
ইত্থং মাথুরবৃদ্ধবক্ত্রবিগলৎ পীযূষধারং পিব-
ন্নানন্দাশ্রুধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্যশ্চরিষ্যাম্যহং ॥ ১৪৫ ॥

ভাবঙ্কুর যার হৃদে নাহিক প্রকাশ।
তাহার ভাবুক সাজা লোকে পরিহাস ॥
বাহ্যিক ক্রিয়াতে বিজ্ঞে বুঝয়ে অন্তর।
বিজ্ঞের বিজ্ঞত্ব এই অজ্ঞ অগোচর ॥
তথাপিহ যেইজন বঞ্চনার আশে।
ভাবুক সাজিয়া বুলে লোকের আবাসে ॥
ভাবের ভবন কোথা তাহা নাহি জানে।
তথাপি ভাবুক বলি আপনাকে মানে ॥
গুরুপাদাশ্রয় আদি বিনা ভাবোদয়।
হৃদয়ে নাহিক হয় জানিহ নিশ্চয় ॥

বঞ্চকে দেখিয়ে যদি ভাবের আবেশ।
অহি সম ভাব সেই কহিনু বিশেষ ॥
গানাদি শ্রবণ করি ভুজঙ্গ যেমন।
দোলায় স্ব-ফণা ভাবে হইয়া মগন ॥
কিন্তু তার লক্ষ্য রহে দংশন কারণ।
তদ্রূপ বঞ্চক মূর্ত্তি ভাবকারী জন ॥
কৃষ্ণগুণগান আদি শুনিতে শুনিতে।
শিরাদি কাঁপায়ে কান্দি পড়য়ে ভূমিতে ॥
গোঁ-গোঁ-গোঁ শবদে করে আছাড় বিছাব।
যাহা দেখি অজ্ঞ জনে লাগে চমৎকার ॥
অহি সম ধূর্ত্ত ঐছে ভাবকারী জন।
অধুনা ভাবুক বলি হইবে গণন ॥
তিহোঁ সভাস্থলে প্রেমধর্ম্ম সনাতন।
উপদেশ দিবে ভাবে হইয়া মগন ॥
কলির মাহাত্ম্য এই অতি চমৎকার।
বিপরীত ভাব সব হইবে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমত্তুলসীদাসেনোক্তং।

পণ্ডিত সব্ মূরখ হোয়ে ঠগ্ পড়নেকো গীতা।
ঠগ্ ঠকায়ে ভাল খায়ে পণ্ডিত সব্ দুঃখিতা ॥
চোর্‌কো ছাড়ি সাধ্‌কো বান্ধে পথিত্‌কো লাগায়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেড়ি তামাসা দেখে লাগয়ে হাঁসি ॥ ১৪৬ ॥

বঞ্চক ভাবুক ঠাঞি হবে সাবধান।
তাহার কুহক নারী নাগিনী সমান ॥
ভাব যারে কয়, ভাব হয় যার দ্বারে।
কহিয়াছি তুয়া কাছে রূপ অনুসারে ॥
রতির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ।
অন্তর স্বচ্ছতা হয় রতির লক্ষণ ॥
রতির লক্ষণ যদি মুমুক্ষু আদিতে।
ভাসমান হয় সব অঙ্গের সহিতে ॥
তবু সেই রতি রতি শব্দ বাচ্য নহে।
স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি ইহা প্রকাশিয়া কহে ॥
বিষয়াদি সর্ব্ব তৃষ্ণাশূন্য মুক্তগণ।
যেই রতি অন্বেষণ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা তাহা রাখেন গোপনে।
ভক্তগণে শীঘ্র নাহি দেন কদাচনে ॥
ভুক্তি-মুক্তিকামী শুদ্ধ ভক্তি বিরহিত।
কর্ম্মী-জ্ঞানী হৃদে সেই রতি কদাচিত ॥
নাহিক উদয় হয় কহিনু তোমায়।
শ্রীরূপ গোসাঞি কৃপা করিয়া জানায় ॥
ঐছে ভাগবতী রতি চিহ্ন হয় যাহা।
মুমুক্ষু আদিতে যদি দেখা যায় তাহা ॥
তবে সেই রত্যাভাস জানিবে নিশ্চয়।
যাহা দেখি অজ্ঞ জন আশ্চর্য্য মানয় ॥

প্রতিবিম্ব ছায়া ভেদে রত্যাভাস দুই।
তোমার নিকটে এই কহিলাম মুই॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণং।
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেত্তবেদেষারতির্নহি।
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যামুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতি গোপ্যাশু ভজদ্ভোঽপি ন দীয়তে
সা ভুক্তি মুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ।
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধামতঃ॥ ১৪৭॥

অনায়াসে যাহাভীষ্ট করে সম্পাদন।
যাহা বাস্প আদি রতি চিহ্ন বিলক্ষণ॥
লক্ষিত হইয়া থাকে মানব অন্তরে।
যাহা ভোগ-অপবর্গ সুখ ব্যক্ত করে॥
হেন রত্যাভাসে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস।
কহেন পণ্ডিতগণ করিনু প্রকাশ॥

তত্রৈব।

আশ্রমাভীষ্ট নির্ব্বাহী রতিলক্ষণ লক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গ সৌখ্যাংশ ব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥ ১৪৮

নিরুপাধি যেই রতি সেই মুখ্য হয়।
সোপাধিক রতি রত্যাভাস সু-নিশ্চয়॥

সোপাধিক হেতু তারে গৌণ রতি কয়।
ভক্ত সবাকার যাহা স্পৃহনীয় নয়॥
রতি রত্যাভাস প্রতিবিম্ব, ছায়া ভেদে।
দ্বিবিধ প্রকার হয় এই কহে বেদে॥
শ্রীগোবিন্দ গুণ আদি করি আলম্বন।
ভোগ-অপবর্গ ইচ্ছে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ভোগাদি দাতৃত্ব গুণ কৃষ্ণে বিরাজিত।
শাস্ত্রাদির দ্বারে এই হইয়া বিদিত॥
বুভুক্ষু-মুমুক্ষুজন শ্রীকৃষ্ণের ঠাঁই।
ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা করে সদা সর্ব্বদাই॥
সেই হেতু সোপাধিক রতি তার হয়।
সোপাধিক যেই তারে প্রতিবিম্ব কয়॥
ভোগ-মোক্ষাদিতে অনুরক্ত যেই জন।
ভুক্তি-মুক্তি প্রায় তিহোঁ বাঞ্ছে সর্ব্বক্ষণ॥
কভু যদি নিজাভীষ্ট লাভের কারণ।
সদ্ভক্ত সঙ্গেতে রহি হইয়া প্রবণ॥
সংকীর্ত্তনাদির করে নিত্যানুকরণ।
যাহে ভাব চন্দ্রবিম্ব করে উদয়ন॥
ভক্ত সঙ্গ প্রভাবেতে হৃদয়ে তাহার।
সদ্ভক্তের হৃন্নভস্থ ভাব চন্দ্রমার॥
প্রতিবিম্ব সমুদিত হয় সু-নিশ্চয়।
স্বরূপাকারেতে নহে প্রভু জীব কয়॥

সোপাধিক কৃষ্ণ রতি যথা দৃষ্ট হয়।
স্বরূপ আকারে ভাব তথা নাহি রয়॥
অন্য বস্তু অস্পৃশত্ব হেত্বাকাশ যথা।
সর্ব্বদা নির্ম্মল ভক্ত হৃদাকাশ তথা॥
এ হেতু প্রেমেন্দূদয় ভক্ত হৃদে হয়।
ভক্ত হৃন্নভস্থ অর্থ এই ত নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

দৈবাৎসদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাং।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাং।
কেষাঞ্চিদ্হৃদিভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্তহৃন্নভস্থস্য তৎসংসর্গ প্রভাবতঃ। ১৪৯॥

ক্ষুদ্র-কৌতূহলময়ী-চঞ্চলা-চপলা।
ভব-দুঃখ-প্রশমনী-সামান্যা-দুর্ব্বলা॥
রতির সদৃশী কিঞ্চিদ্রতি কান্তি যেই।
ছায়া রতি তার নাম কহিলাম এই॥
ক্ষুদ্রার্থে পারমার্থিক চিত্ত কৌতূহলে।
লোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিজ্ঞগণে বলে॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন আদি ভক্ত ক্রিয়া যত।
জন্ম যাত্রা আদি কৃষ্ণ কাল অভিমত॥
শ্রীব্রজ মথুরা আদি কৃষ্ণধাম চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মরত ভক্ত সমুদয়॥

এ সবার আনুষঙ্গ যুগপন্মিলনে।
কখন কখন দেখি অজ্ঞ ব্যক্তি জনে॥
ভগবদ্রতির ছায়া হয় সমুদিত।
যার উদয়েতে অজ্ঞ জন সুনিশ্চিত॥
ক্ষেমাস্পদীভূত হয় জানিহ নিশ্চয়।
সৌভাগ্য ব্যতীত সেই ভাবচ্ছায়োদয়॥
কদাপি নাহিক হয় অজ্ঞের হৃদয়ে।
স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি ইহা বিচারি লিখয়ে॥
ভক্তের প্রসাদ হেতু কভু ভাবভাস।
ভাবরূপে শীঘ্র হৃদে হয় পরকাশ॥
ভক্ত ঠাঞি অপরাধে শ্রেষ্ঠ ভাবাভাস।
শশি সম দিনে দিনে ক্ষীণ সুনির্যাস॥
শ্রেষ্ঠ ভাবাভাস অর্থ প্রতিবিম্ব জানি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ শশি কৃষ্ণপক্ষে মানি॥

তথাহি তত্রৈব।

ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়াভবেৎ কিঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী।
হরিপ্রিয় ক্রিয়াকাল দেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষাক্কচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে।
কিন্তু ভাগ্যং বিনানাসৌভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্রস্যাদুত্তরোত্তরং।
হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি।

তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণক্ষয়মাপ্নোতি খস্থপূর্ণশশী যথা ॥ ১৫০ ॥

আকাশেতে পূর্ণচন্দ্র যথোদয় হয়।
তথা ভক্ত হৃদাকাশে ভাব চন্দ্রোদয় ॥
পত্নী ঠাঞি অপরাধে দক্ষের আজ্ঞায়।
ক্ষয়গ্রস্ত হয় চন্দ্র যক্ষ্মা কহি যায় ॥
ঘোরা কুহরণী কুহু কুহকীর প্রায়।
চন্দ্রে গ্রাসি সর্ব্বলোক তিমিরে ডুবায় ॥
ভক্ত ঠাঞি অপরাধে কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
হৃন্নভস্থ ভাব চন্দ্র তৈছে ক্ষয় পায় ॥
তবেত প্রপঞ্চ পঙ্ক কুহু প্রায় তারে।
গ্রাসিয়া ঘুরায় চক্র সম অন্ধকারে ॥
কৃষ্ণের নিকটে আর ভক্ত সন্নিধানে।
অপরাধ যদি হয় সামান্য প্রমাণে ॥
তবে জানি ক্রমে ক্রমে হৃন্নভস্থ ভাব।
আভাসতা আদি পাঞা শেষে পূর্ণাভাব ॥
আশ্চর্থে ছায়াত্ব কহে জীব মহাশয়।
পূর্ণাভাব শব্দে অতিশয়াভাব কয় ॥
মুমুক্ষুতে গাঢ়াসক্তি হইবা মাত্রেতে।
ভাব আভাসতা প্রাপ্ত হয়ত ক্রমেতে ॥
অথবাহংগ্রহোপাসনাতে সেইজন।
প্রবেশ করিয়া থাকে করিনু কীর্ত্তন ॥

অভীষ্ঠ দেবের অভিমান মনে যেই।
অহংগ্রহ উপাসনা মনে জেন সেই॥
মুক্তিপক্ষগামী এই ঈশ ভাব যাহা।
কোন কোন নব্য ভক্তে নৃত্যাদিতে তাহা॥
ক্ষণ দৃষ্ট হঞা থাকে কহিনু তোমায়।
স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি ইহা লিখিয়া জানায়॥
সাধনেক্ষা বিনা কোন সাধক হৃদয়ে।
অকারণ্ণ যেই ভাব সমুদিত হয়ে॥
তাহাতে কারণ তাঁর প্রাক্তন-সাধন।
অপরাধ বিঘ্ন দ্বারে ছিল আচ্ছাদন॥
নতুবা সাধন বিনা ভাবোদয় নাই।
"প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনং" অর্থে এই পাই॥
পূর্ব্ব সাধনের ফলে বৃত্রাদি হৃদয়ে।
অকারণ ভাবোদয় শ্রীজীব লিখয়ে॥
হঠাদর্থে অকারণ প্রয়োগ এথায়।
ছন্দানুরোধেতে এই কহিনু তোমায়॥
সর্ব্বশক্তিপ্রদ লোকাতীত চমৎকার।
বিপুল যে ভাব হৃদে জাগে অনিবার॥
তাহাতে কারণ শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ।
তোমারে কহিনু ইহা প্রমাণের সহ॥
জাত ভাব জনে দুরাচারতার ন্যায়।
যদি কোন ব্যভিচার দৃষ্ট করা যায়॥

তথাপি তাহার প্রতি অসূয়া না কর।
তার হেতু শাস্ত্র এই কহে নিরন্তর॥
বিষয়েতে অনাসক্তি হেতু সেইজন।
কৃতার্থ সর্ব্বতোভাবে কহে কবিগণ॥
দুরাচার অর্থে বহির্দুরাচার হয়।
টীকায় শ্রীপ্রভু জীব ইহাই লিখয়॥

তথাহি তত্রৈব।

ভাবোপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্ন জাতীয়তামপি।
গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে।
আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাং।
অতএব ক্বচিত্তেষু নব্যভক্তেষু দৃশ্যতে।
ক্ষণমীশ্বরভাবোঽয়ং নৃত্যাদৌ মুক্তিপক্ষগঃ।
সাধনেক্ষাং বিনাবস্মিন্নকস্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে।
বিঘ্নস্থগিত মত্রোহ্যং প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনং।
লোকোত্তর চমৎকারকারকঃ সর্ব্বশক্তিদঃ।
যঃ প্রথীয়ান্ ভবেদ্ভাবঃ স তু কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।
জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যাতথাপি নাস্থয়ঃ কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥ ১৫১॥

কৃষ্ণেতে অনন্যচেতা শুদ্ধ ভক্তজন।
বহির্দুরাচার রত কভু যদি হন॥
তথাপি হৃদ্গত ভক্তি প্রভাবে সেজন।
সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত করিমু কীর্ত্তন॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত কলঙ্কিত সুধাকর।
তিমির পুঞ্জের অন্তে রহি নিরন্তর॥
তিমিরের কাছে কভু পরাভূত নয়।
তৈছে বহির্দুরাচার রত ভক্তচয়॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে।

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশ কলুষচ্ছবিঃ কদাচি-
ত্তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥ ১৫২

শ্রীকৃষ্ণে অনন্যচিত্ত সর্ব্বদা যাঁহার।
বহির্দুরাচার কিসে ঘটিবে তাঁহার॥
ভক্তির প্রভাবোৎকর্ষ দেখাইতে জনে।
ঐছে শ্লোক নারসিংহে করেন বর্ণনে॥
হরিতে অনন্যভাব আছে যে জনার।
অন্তর্ব্বাহ্য সম তাঁর কহিলাম সার॥
অন্তর্ব্বাহ্য সম যাঁর তাঁর দুরাচার।
স্বেচ্ছায় নাহিক ঘটে কহি বার বার॥
ভক্তির প্রভাবোৎকর্ষ বচন দর্শনে।
সর্ব্বদা কহয়ে এই নীচ-মূর্খ জনে॥
ভক্তের পাতক কভু নাহি দুরাচারে।
যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ত পারে করিবারে।

ভক্ত্যাদির প্রভাবেতে পাতক তাঁহারে।
কদাপি স্পর্শিতে নারে শুনি শাস্ত্র দ্বারে॥
ইত্যাদি প্রকার বাক্য কহে নীচ জনে।
যাহা শুনি বিজ্ঞগণ হাসে সর্ব্বক্ষণে॥
নিষিদ্ধ আচার যদি দৈবাৎ ঘটয়।
তাহাতে ভক্তের পাপ ভোগ নাহি হয়॥
হৃদয়স্থা ভক্তি তাঁর সেই পাপ নাশে।
শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ এই শ্রীরূপ প্রকাশে॥
পাপ কর আর ভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ।
শাস্ত্রেতে এমন বাক্য না হয় দর্শন॥
ভক্তির দোহাই দিয়া পাপ করে যারা।
নরক যন্ত্রণা বহু ভোগ করে তারা॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
রতির স্বভাব এক করহ শ্রবণ॥
নিরন্তর অভিলাষ বৃদ্ধির কারণ।
রতির স্বভাব উষ্ণ কহে বিজ্ঞগণ॥
প্রবল আনন্দরূপ রতি সর্ব্বক্ষণ।
উষ্ণতোদ্গীরণ করে এই ত লিখন॥
কিন্তু কোটি সুধাকর হৈতে ঐছে রতি।
সুস্বাদু হইয়া থাকে কহি তুয়া প্রতি॥
উষ্ণ শব্দে তীব্র এথা উত্তপ্ত না হয়।
কোটি সুধাকর হৈতে তীব্র-স্নিগ্ধময়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

রতিরনিশনিসর্গোষ্ণ প্রবলতরতানন্দপূররূপৈব।
উষ্মানমপি বমন্তি সুধাংশু কোটিরপি স্বাদ্বী॥ ১৫৩॥

অশান্ত স্বভাবা রতি এইত কারণে।
উষ্ণতা স্বভাবা কহে কোন কোন জনে॥
কৃষ্ণের সঙ্গম লাগি রতি সর্ব্বক্ষণ।
অশান্ত স্বভাব ভক্তে করায় দর্শন॥
ইহার মর্ম্মার্থ রতিজ্ঞের বেদ্য হয়।
অরতিজ্ঞে কোটি কল্পে বুঝিতে নারয়॥
হেন রতি যার চিত্তে হইল উদয়।
সেই ধন্য ধন্য লোকে ধন্য সুনিশ্চয়॥
সাধন ভাবাদি ভক্তি-তত্ত্ব বিবরণ।
শ্রীগুরু কৃপায় এই হৈল সমাপন॥
অত্যন্ত নিগূঢ় ঐছে ভক্তিতত্ত্ব হয়।
অভিধেয় বলি যারে বিজ্ঞে নিরূপয়॥
অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি তার তত্ত্ব যেই।
বুঝিতে সক্ষম মহাভাগ্যবান সেই॥
আমি অতি নীচমতি নীচ সঙ্গে বাস।
নীচ কর্ম্ম রত নীচ ক্রীড়াতে উল্লাস॥
অভিধেয় তত্ত্ব মোর স্পর্শ যোগ্য নয়।
তথাপি করিয়ে স্পর্শ দুঃখের বিষয়॥

কলির মাহাত্ম্য সব বিপরীত হয়। ।
নীচ উচ্চ কথা কহে উচ্চ নীচ কয় ॥ ব ॥
পণ্ডিত মূর্খের ন্যায় ফিরে ঘরে ঘরে।
মূর্খগণ সুরপ্রায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে ॥
ব্রাহ্মণের প্রভু হয় দাস শূদ্রগণ।
বর্ণ প্রভু বিপ্র করে শূদ্রের সেবন ॥
শূদ্র বেদ গুরু আদি ব্রাহ্মণের হয়।
পাত্রাপাত্রা পাত্রপাত্র হয় সুনিশ্চয় ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান আর ভক্তি এ তিনে আমার।
নাহি দেখি বিন্দুমাত্র আছে অধিকার ॥
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠ নিত্য সংসারেতে।
জনম হইল মোর পূর্ব্ব সাধনেতে ॥
কর্ম্ম দোষে এবে তাহা গেল ছারে খারে।
প্রভু "সং" সাজিয়া ফিরি সর্ব্ব লোক-দ্বারে ॥
লোকে নাহি মানে তবু আপনি মণ্ডল।
তৈছে মোর প্রভুত্বাদি কেবল সম্বল ॥
বারাঙ্গনা প্রভৃতির ভবন গমনে।
আমার নাহিক বাধা কহে মুনিগণে ॥
পতিত-পাবন আমি অধম-তারণ।
অতএব সর্ব্ব গৃহে আমার গমন ॥
কোন মুনি মোর গতি রোধিবারে নারে।
পতিত-পাবন আমি সকল সংসারে ॥

ইত্যাদি প্রকার মোর জন্ম অভিমান।
হৃদয়ে কেবল সদা আছে বর্ত্তমান॥
সেই হেতু কর্ম্মদোষ ঘটিল আমার।
তেঞিঁ নাশ হৈল কর্ম্মাদির অধিকার॥
অতএব অভিধেয় তত্ত্বের ব্যাখানে।
অধিকার নাহি মোর শাস্ত্রাদি প্রমাণে॥
তথাপি কহিয়ে এই সাহস আমার।
নাহি জানি সাহসের প্রতি বল কার॥
তিনের করুণা বল বিনা বল নাই।
সে বল আমাতে কিছু দেখিতে না পাই॥
তবে কোন্ বলে আমি হঞা বলবান।
অভিধেয় তত্ত্ব রাজে করিনু সন্ধান॥
তিন জন জানে তাহা চৌঠা নাহি জানে।
অকপটে কহিলাম এই তুয়া স্থানে॥
নবমে সাধন আদি ভক্তি সংকীর্ত্তন।
বৈষ্ণবের করু সদা প্রীতি সংবর্দ্ধন॥
বিধি নিষেধাদি সব করিয়া বর্জ্জন।
ভাব ভক্তি দ্বারা সেব গোবিন্দ চরণ॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে।

নিসেধবিধীসংত্যজ্য শ্রীমৎকৃষ্ণপদাম্বুজং।
ভজরে ভজরে নিত্যং ভাবভক্ত্যা ভবচ্ছিদে॥ ১৫৪॥

দশম মূলেতে কহি প্রেম প্রয়োজন।
যাহা বিনা অবশেষ না হয় দর্শন॥

শ্রীগুরু, জাহ্নবী, রাম, শ্রীবংশীবদন।
শ্রীবল্লভ আদি প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥
এ সবার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নবম মূলের তত্ত্ব করিনু প্রকাশ ॥
প্রভু প্রেমলালানন্দ বর্দ্ধন কারণ ॥
নবম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥
পিতামহ প্রেমলাল বাল্যেতে আমায়।
দিতেন স্বোচ্ছিষ্ট বলি "ভাই" আয় আয় ॥
সেই হেতু এই মূল আনন্দ তাঁহার।
বর্দ্ধন করিবে সদা জানি অনিবার ॥
পুত্রাপেক্ষা পৌত্র প্রতি স্নেহ বেশী হয় ॥
স্বতঃসিদ্ধ বাক্য এই কহিনু নিশ্চয় ॥
সেই স্নেহাসক্ত হঞা প্রভু প্রেমলাল।
নপ্তৃ বাক্যে পরিতুষ্ট হউ সর্ব্বকাল ॥
অকিঞ্চন এ বিপিন প্রীত্যর্থে তাঁহার।
নবম মূলের তত্ত্ব করিল প্রচার ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা
বিরচিতে দশমূলরসে অভিধেয়তত্ত্বে সাধনাদি
ভক্তি নিরূপণং নাম নবম মূলং ॥ ৯ ॥

দশম মূলং।

গোবিন্দং সচ্চিদানন্দং রাধালিঙ্গিত বিগ্রহং।
তং বন্দে প্রেমরূপঞ্চ প্রেমভক্তিপ্রদং হরিং ॥ ১ ॥

সর্ব্ববিপদভঞ্জনং ভক্তহৃদয়রঞ্জনং।
পাষণ্ডগর্ব্বখণ্ডনং ভজ গোকুলমণ্ডনং ॥ ধ্রু ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ সর্ব্ব লোক প্রাণ।
রামের জীবন-ধন জনাশ্রয় স্থান ॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচী-নন্দন।
শ্রীবংশীবদন প্রাণ ত্রিলোক-তারণ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ দীন হীন ত্রাতা।
ব্যাস বৃন্দাবন প্রিয় নাম প্রেমদাতা ॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য প্রভু গোপেশ্বর।
পার্ব্বতী সীতার পতি শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর ॥
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য অদ্বৈত গোঁসাই।
জ্ঞানভক্ত মধ্যে যাঁর বিশেষ বড়াই ॥
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত প্রবর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম গোরা অনুচর।
জয় জয় দ্বিজরাজ শ্রীবংশীবদন।
সর্ব্বদা বদনে যাঁর শ্রীগৌর-কীর্ত্তন ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তগণ।
যাঁহারা করেন গৌর গুণানুবর্ণন ॥
জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব জীবন।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তি বিলোচন ॥
জয় ভট্ট রঘুনাথ প্রেমানন্দময়।
জয় রঘুনাথ দাস বৈরাগ্য নিলয় ॥
জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাশয়।
গৌরাঙ্গ প্রভুর পাত্র স্বরূপে উদয় ॥
জয় রামচন্দ্র জয় শ্রীশচী-নন্দন।
ঠাকুর চৈতন্য সুত পতিত পাবন ॥
বংশী অবতার পুনঃ ঐছে দুই ভাই।
যাঁর পুত্র শ্রীবল্লভ আদি তিন গাই ॥
বৈষ্ণবের প্রিয় তিন কার্য্যে অগ্রগণ্য।
যাঁহাদের কার্য্যে লোক করে ধন্য ধন্য ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব গণে করি নমস্কার।
যাঁদের আশ্রয়ে ভক্তি হয়ত সবার ॥
নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের শ্রীচরণোদক।
পানান্তে শোধন করি আপন মস্তক ॥
বৈষ্ণবের পদরেণু অঙ্গের ভূষণ।
বৈষ্ণবের নাম করি উষায় কীর্ত্তন ॥
বৈষ্ণব যেখানে তথা করিয়ে বসতি।
বৈষ্ণব সকল মোর সর্ব্বকাল গতি ॥

বৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা কহি প্রয়োজন।
প্রয়োজন সিদ্ধ যাঁরা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ হন॥
দশম মূলেতে প্রেম-প্রয়োজন তত্ত্ব।
তব সন্নিধানে কহি সহিত মহত্ত্ব॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সান্দ্রানন্দময়।
যাহাতে হৃদয় স্নিগ্ধ সম্যক করয়॥
মমতাতিশয় কৃষ্ণে মদীয়তা ভাব।
এইত জানিহ কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাব॥
কৃষ্ণে মদীয়তা ভাব গাঢ় যবে হয়।
প্রেম নাম ধরে তবে কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

সম্যঙ্‌মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
চৈতন্যচরিতে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
সুন্দর রূপেতে ইহা করিলা প্রকাশ॥
প্রেমের স্বরূপ নিত্য সান্দ্রাত্মত্ব হয়।
সান্দ্র শব্দে ঘনীভূত আনন্দ বলয়॥
চিত্ত মসৃণিত আর মমতাতিশয়।
তটস্থ লক্ষণ এই দুই বিজ্ঞে কয়॥

মদীয়তা ভাব আর মমতাতিশয়ে।
তটস্থ লক্ষণ কেহ কেহ বা কহয়ে॥
অন্যেতে মমতাশূন্য সর্ব্বদা যাঁহার।
কৃষ্ণেতে মমতা একমাত্র অনিবার॥
প্রেম নাম হয় তার কহিলাম সার।
সেই প্রেমে ভীষ্মোদ্ধব-প্রহ্লাদাদি আর॥
ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে সদা সর্ব্বক্ষণ।
ভক্তি শব্দে ভাব এথা জীবের লিখন॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥ ৩॥

অন্যেতে মমতাশূন্য মমতা যে হয়।
ভীষ্মাদি ভক্তেতে তারে প্রেম-ভক্তি কয়॥
সেই প্রেম ভাবোত্থাতিপ্রসাদোত্থ ভেদে।
দ্বিবিধ প্রকার হয় কহে সর্ব্ব বেদে॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্ম মুখৈর্যত্র তু সঙ্গতা।
মমতান্য মমত্বেন বর্জ্জিতেত্যত্র যোজনা।
ভাবোত্থোঽতি প্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি স দ্বিধা॥ ৪॥

অতি প্রসাদোত্থ মর্ম্ম শাস্ত্রে এই কয়।
যে প্রসাদ হৈতে ভাব প্রেমরূপ হয়॥

প্রেমের গাঢ়ত্ব জন্মে প্রসাদাতি হৈতে।
গাঢ়ত্ব জন্মিলে প্রেম হৈল সুনিশ্চিতে॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বদা সেবনে।
পরম উৎকর্ষ ভাব পায় যেইক্ষণে॥
ভাব উত্থ প্রেম তবে জানিহ নিশ্চয়।
সেই ভাব বৈধভাব গোসাঞি লিখয়॥

তথাহি তত্রৈব।

ভাব এবান্তরাঙ্গানামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ভাবোত্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫॥

বৈধভাব উত্থ প্রেম হয় যেই মত।
তাহা কহি শুন এবে শ্রীমুখ সম্মত॥
সাধন নিয়ম বদ্ধ হঞা সর্ব্বক্ষণ।
জাতানুরাগের সহ স্ব-প্রিয় কীর্ত্তন॥
করিতে করিতে নিরপেক্ষ ভক্তগণে।
দ্রবীভূত চিত্ত হঞা তদ্ভাব শরণে॥
উন্মত্তের ন্যায় সবে কভু হাস্য করে।
কভু বা রোদন কভু উচ্চ রবাচরে॥
কখন করেন কৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন।
বৈধভাব উত্থ প্রেম এই নিরূপণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত-উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥ ৬ ॥

পুনঃ পুনঃ অতিশয় ক্রন্দন কারণ।
"রৌতীতি" প্রয়োগ এথা করে নারায়ণ ॥
ব্রতের ভাবার্থ বৈধী সম্বন্ধ কারণ।
কৃষ্ণানন্দ হৃদয়েতে এইত লিখন ॥
সাধন নিয়ম বদ্ধ শব্দে ব্রত কয়।
সাধন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত যেই হয় ॥
প্রিয় শব্দ ভাবোত্থত্ব জানিবে এখানে।
মমতাযুক্তত্ব স্বেতি কহি তুয়া স্থানে ॥
জাত অনুরাগ এই বাক্যের দ্বারায়।
তদতিশয়িত্ব স্পষ্ট রূপেতে জানায় ॥
রাগ অনুগীয় ভাব উত্থ যেই হয়।
তোমার নিকটে কহি সেই সমুদয় ॥
বর্ত্তমান মন্বন্তরে প্রেমবীর বালা।
বিনষ্ট করিয়া সব প্রপঞ্চের জ্বালা ॥
কৃষ্ণপ্রিয় বার্ত্তাদিতে হইয়া সুস্নিগ্ধা।
ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরায়ণা সেই দিগ্ধা ॥
চন্দ্রকান্তি বরাননা মৃদু-মধুস্মিত।
সর্ব্বঅঙ্গ পুলকেতে করিয়া ভূষিত ॥
করিতে করিতে প্রিয় কৃষ্ণগাথা গান।
সেই শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণমূর্ত্তি করি অনুধ্যান ॥

অন্য জনে নাহি করে পতিত্বে বরণ।
তুয়া পাশ পরমার্থ করিনু বর্ণন॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্ব্রহ্মচর্য্য স্থিতা সদা।
তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা।
শ্রীকৃষ্ণ গাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্মন্বন্তরে স্নিগ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া॥ ৭॥

পূরব হইতে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে।
ভাবজাত ছিল এই কহে টিপ্পনীতে॥
সেই হেতু কৃষ্ণমূর্ত্তি করে অনুধ্যান।
"তামেব" ইত্যাদি বাক্য তাহাতে প্রমাণ॥
অন্য জনে পতি ইচ্ছা কভু নাহি করে।
প্রগাঢ় মমতা ইথে বুঝহ অন্তরে॥
প্রগাঢ় মমতা হেতু প্রেম পরিচয়।
প্রেম পরিচয় যথা তথা সিদ্ধা কয়॥
শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রসাদোত্থ প্রেম যাহা।
তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা॥
শ্রীহরিরে স্ব-স্ব সঙ্গ দান আদি যেই।
অতি প্রসাদোত্থ প্রেম মনে জেন সেই॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু সেই ব্রজ-গোপীগণ।
কভু করে নাই কেহ বেদ অধ্যয়ন॥

কোন রূপ ব্রত কোন তপস্যাচরণ।
কভু করে নাই নিত্য সিদ্ধা গোপীগণ ॥
সেহ দূরে রহু ভক্ত সঙ্গ করে নাই।
কেবল শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রভাবে সবাই ॥
কৃষ্ণপ্রেম লভি কৃষ্ণ প্রাপ্তি করে সবে।
আপনি কহেন হরি স্ব-ভক্ত উদ্ধবে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে।

তে নাধীত শ্রুতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ।
অব্রতা তপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৮ ॥

অগ্রে সঙ্গদান নিত্যসিদ্ধ গোপীকার।
যাহা সুগোচর হয় রসিক সবার ॥
অতি প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ প্রকার।
তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত কেবলা যে আর ॥
কেবলা শব্দেতে এথা মাধুর্য্যৈক জ্ঞান।
তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত কর অবধান ॥
তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানান্বিত সুদৃঢ় নিশ্চয়।
সর্ব্বাধিক স্নেহ কৃষ্ণে সদা যেই হয় ॥
তাহাকেই ভক্তি কহে মহাজন গণে।
যাহা বিনা সার্ষ্টি আদি না মিলে কখনে ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

মহাত্ম্য জ্ঞান যুক্তস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহোভক্তি রিতি প্রোক্ত স্তয়াসার্ষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ ৯ ॥

কেবলার কথা তবে করহ শ্রবণ।
যে কথা শ্রবণ করে কর্ণ রসায়ন॥
অভিসন্ধিশূন্য প্রেম পরিপ্লুত আর।
শ্রীকৃষ্ণে মনের গতি যেই অনিবার॥
তাহাকেই ভক্তি কহে ভক্ত কবিগণ।
সেই ভক্তি বিষ্ণু বশঙ্করী সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি তত্রৈব।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌপ্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধি বিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুর্বশঙ্করী॥ ১০॥

বিধিমার্গ অনুবর্ত্তি ভক্তের অন্তরে।
অতি প্রসাদোত্থ প্রেম যাহা সু-সঞ্চরে॥
তন্মহিমা জ্ঞান যুক্ত সেই প্রেম হয়।
রাগানুগাশ্রিত সবাকার তাহা নয়॥
তাঁহাদের প্রেম প্রায় জানিহ কেবল।
ইহা বুঝিবার লোক অত্যন্ত বিরল॥
প্রায় বলিবার মর্ম্ম জীব এই কহে।
বিধ্যুক্ত ভক্তির কোন অংশ যুক্ত নহে।
বিধ্যুক্ত ভক্তির অংশ যুক্ত যথা হয়।
তথায় কেবল প্রেম হইতে নারয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাং॥
রাগানুগাশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ১১॥

প্রেমোদয়ে বহুতর ক্রম শাস্ত্রে কয়।
সে হেতু প্রায়িক ক্রম কহে মহাশয়॥
আদৌ শ্রদ্ধা তারপর সাধুসঙ্গ জানি।
তবেত ভজন ক্রিয়া এইত বাখানি॥
অনর্থ নিবৃত্তি তবে নিষ্ঠা তার পর।
তবে রুচি তার পর আসক্তি অন্তর॥
তবে ভাব, পরিশেষে প্রেমোদয় হয়।
প্রেমাবির্ভাবের এই ক্রম সু-নিশ্চয়॥
এই ক্রম অনুসারে সাধক অন্তরে।
কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় বিজ্ঞে ব্যাখ্যা করে॥

তথাহি তত্রৈব।

আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ১২॥

সাধু সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণের দ্বারে।
শ্রদ্ধা উপজায় চিত্তে কহিনু তোমারে॥
শ্রদ্ধা হৈতে হৃদে হয় বিশ্বাস উদয়।
তবে পুনঃ সাধু সঙ্গে সর্ব্ব শ্রেয়ময়॥
ভজনের ক্রম শিক্ষা, ভজন করয়।
তবে নিষ্ঠা চিত্তে আসি বিরাজ করয়॥

অভিলাষ হয় তবে রুচি যার নাম।
তবেত আসক্তি কৃষ্ণে হয় অবিশ্রাম॥
সেইত আসক্ত্যাখ্যান স্বারসিকী হয়।
টীকায় শ্রীপ্রভু জীব ইহাই লিখয়॥
যাঁহার হৃদয়ে নব প্রেমোদয় হয়।
সেই প্রেম পরিপাটী বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেমিকের অন্তর্বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা যেই।
অতিশয় সুদুর্গম কহিলাম এই॥

তথাহি তত্রৈব।

ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমাযস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ১৩॥

শ্রীগোবিন্দ ভাবোন্মত্ত সিদ্ধ ভক্তগণ।
নিমগ্ন পরমানন্দে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সেই হেতু আত্মসুখ দুঃখ নাহি জানে।
মহাদেব কন ইহা পার্ব্বতীর স্থানে॥

তথাহি পঞ্চরাত্রে।

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥ ১৪॥

সুখ প্রাপ্তি দুঃখ হানি পুরুষার্থ হয়।
শাস্ত্রজ্ঞ সকলে এই করিলা নিশ্চয়॥
ভক্তগণ বাহ্যে সেই সুখ-দুঃখ জানে।
অন্তর তাঁদের সুখ-দুঃখ নাহি মানে॥

আনন্দে নিমগ্ন হেতু কৃষ্ণ-ভক্তগণ।
অন্তরেতে সুখ-দুঃখ না জানে কখন॥
কৃষ্ণ লাভালাভে তাঁরা সুখ-দুঃখ জানে।
তাহা বিনা অন্য সুখ-দুঃখ নাহি জানে॥
প্রেমময় চিত্ত হয় যেই সবাকার।
সুখ-দুঃখাদিতে তাঁরা সদা নির্ব্বিকার॥
স্নেহ, প্রণয়াদি যেই প্রেমের বিলাস।
সাধক হৃদয়ে তাহা না হয় প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভুচরণৈরুক্তং।
প্রেম এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধকেষ্বপি।
অত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য নহি শংসিতা॥ ১৫॥

মৎপিতৃদেবপ্রভুকৃত প্রেমাবলী-প্রেমাপবাদ।
প্রেম প্রেম প্রেম কহয়ে সকলে।
প্রেম জানে দুই এক জন ফলে॥
প্রেম কেহ কভু দেখিতে না পায়।
ক্রিয়ার দ্বারেতে কিছু বুঝা যায়॥
প্রেম পরিপাটী বিষম কঠিন:
প্রবীণ সেথায় হয় অপ্রবীণ॥
প্রেমের ধরম প্রেমের ভবন।
প্রেমের মরম প্রেমের গঠন॥
প্রেমের বরণ জানে যেই জন।
সেইত প্রেমিক ভুবন-পাবন॥

প্রেম অনুভব, অতি অসম্ভব,
ভাগ্যেতে কাহার হয়।
প্রাকৃত বিলাসে, প্রেম নাহি আশে,
প্রেম অপ্রাকৃত ময় ॥
সান্দ্রানন্দ শ্যাম, প্রেম অনুপাম,
প্রকৃতি আধার তায়।
সেই সে প্রকৃতি, সদা অবিকৃতি,
প্রপঞ্চে বিরল প্রায় ॥
প্রাকৃত ক্রীড়ায়, প্রেম বলি গায়,
অতি মূঢ় জন সেই।
সান্দ্রানন্দ প্রেম, যেন শুদ্ধ হেম,
নিশ্চয় কহিনু এই ॥
হেন প্রেম ধন, লভিল যে জন,
তাহার চরণে আশ।
করে যেই জন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
দীননাথ তার দাস ॥ ১৬ ॥

প্রভু দীননাথ দেব জনক আমার।
তাঁর কৃত প্রেমাবলী ঐছে সুবিস্তার ॥
তুয়া সন্নিধানে তাহা করিনু প্রকাশ।
যাহাতে হইবে তুঁয়া হৃদয় উল্লাস ॥
রামানন্দ কৃত প্রেম-বিলাস বিবর্ত্ত।
শ্রবণ করহ যাহা প্রভুর সম্মত ॥

গীতং।

পাহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি! সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকো মিলনে মধ্যে পাঁচ বাণ॥
অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রিতি॥ ১৭॥

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা প্রেমসাধ্য যেই।
সখী অনুগত যিঁহ লভিবেক সেই॥
সখী অনুগত বিনা অন্যোপায় দ্বারে।
সাধ্য বস্তু কেহ কভু পাইতে না পারে॥
প্রেমের আধার সখী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা হয়।
প্রকৃত্যবিকৃতি সখী বিনা অন্যে নয়॥
তেঞি মম পিতৃদেব স্বপদ মাঝার।
প্রকৃতি আধার আদি করেন প্রচার॥
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা প্রেমসাধ্য হয়।
সেই সাধ্য বস্তু, যারে প্রয়োজন কয়॥

সাধ্য বস্তু বিনা আর নাহি প্রয়োজন।
ইহার মরম জানে গৌরভক্ত গণ ॥
পরম সম্বন্ধ যেই সেই প্রয়োজন।
সেই সাধ্যবস্তু, সিদ্ধার্থেতে নিরূপণ ॥

তথাহি প্রাঞ্চঃ।

সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধ শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ স প্রয়োজনঃ ॥ ১৮ ॥

পরম সম্বন্ধ যেই প্রেম কহি তারে।
অনুভবে বুঝ ইহা না পাবে বিচারে ॥
প্রেম পরিপাকে স্নেহ-রাগাদি উদয়।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি এই করিলা নির্ণয় ॥
এবে শুন স্থায়ীভাব যাতে যেই হয়।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে করি তাহার নির্ণয় ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য, উজ্জ্বল।
পঞ্চভক্তে পঞ্চ স্থায়ী ভাব সুনির্ম্মল ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসগুণ পর পর ভূতে।
তৈছে এই পঞ্চগুণ বসয়ে মধুতে ॥
শান্তে শান্তভাব স্থায়ী পরমাত্মা জ্ঞান।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি মানে ভগবান।
দাস্যে দাস্য স্থায়ী ভাব সম্ভ্রম অপার।
পিতৃত্বাদি ভাবাদর এই ব্যবহার ॥

সখ্যে সখ্য স্থায়ী ভাব না করে সম্ভ্রম।
প্রগাঢ় বিশ্বাসে মানে তুমি আমি সম॥
বাৎসল্যে বৎসল স্থায়ী, মধুরে প্রিয়তা।
পঞ্চে পঞ্চ স্থায়ী এই জানিহ সর্ব্বথা॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসোভবেৎ॥ ১৯॥

বিভাবানুভাব আর সাত্ত্বিক নয়ন।
ব্যভিচারিগণ এই বেদ নিরূপণ॥
এই চারি শ্রবণাদ্যে ভক্ত হৃদয়েতে।
আবির্ভূত হয় এই জানিহ মনেতে॥
স্থায়ীভাবে আসি যবে এ চারি মিলয়।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় জানিহ নিশ্চয়॥
রতি আস্বাদনে হেতু বিভাব কহয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত বিনা অন্যে না ঘটয়॥
বিভাব দ্বিবিধ আলম্বন, উদ্দীপন।
তাহার বিশেষ কহি শুন দিয়া মন॥
সেই আলম্বন হয় দ্বিবিধ প্রকার।
বিষয়ালম্বনাশ্রয় আলম্বন আর॥
বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
বিষয়েতে বিভাবিত হয় ভক্তগণ॥

ভাবযুক্ত যেই সেই আশ্রয়ালম্বন।
এহেতু আশ্রয় আলম্বন ভক্তজন॥
যাতে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় সেই উদ্দীপন।
শ্রীবংশী-মুরলী-বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণ॥
বসন্ত-কোকিলরব-চন্দ্রাদি দর্শন।
ময়ূর নৃত্যাদি এই হয় উদ্দীপন॥

তথাহি তত্রৈব।

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবস্তু রত্যাস্বাদন হেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥
বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদি বিষয়ত্বেন তথাধার তয়াপি চ॥ ২০॥

শ্রীমুরল্যাদির অংশী বংশী শাস্ত্রে কয়।
অতএব উদ্দীপনে বংশী শ্রেষ্ঠ হয়॥
সেই হেতু বংশী চিহ্ন শ্রবণের দ্বারে।
ধারণ করেন ভক্তে কহিনু তোমারে॥
অনুভাব কহি যাতে ভাব বোধ হয়।
অলঙ্কার বাচিকাদি বাহ্যে প্রকাশয়॥
নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠন, অঙ্গের মোটন।
অত্যুৎকট শব্দ আর হুঙ্কার জম্ভন॥

শ্বাসভূমা, হিক্কা, লোক অপেক্ষা বর্জ্জন।
লালাস্রাব, অট্টহাস আর বিঘূর্ণন॥
ইত্যাদি বিক্রিয়া সব অনুভাবে জানি।
হৃদয়ে উদয় ভাব বাহ্যে এই মানি॥

তথাহি তত্রৈব।

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমালোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ॥ ২১॥

বাহ্যিক বিকার প্রায় অনুভাব যেই।
উদ্ভাস্বর নামে খ্যাত কহিলাম সেই॥
ইথে যদি তনু-মন করয়ে ক্ষোভিত।
সাত্বিকাষ্ট তবে সেই জানিহ নিশ্চিত॥
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ ভক্তি যাহাতে সঞ্চয়।
রস আস্বদনী ভক্তি তাহাতে উদয়॥
সাত্বিকাদি ভাব সব তাতে নিরূপিল।
পুনরুক্তি লাগি পুন ইহা না লিখিল॥
অবশেষ মাত্র এই করিয়ে বর্ণন।
ধূমায়িত আদি ভেদ সাত্বিক লক্ষণ॥
সাত্বিকাষ্ট ভাব হয় নিত্য সিদ্ধময়।
সাধক হৃদয়ে যবে করয়ে উদয়॥

এক দুই উদয়েতে ধূমায়িত নাম।
ঈষত প্রকটে সুখ সাধ্যে সমাধান ॥
দুই তিন উদয়েতে জ্বলিতা আখ্যান।
সুব্যক্ত প্রকটে কৃচ্ছ্র সাধ্যে সমাধান ॥
তিন চারি পঞ্চোদয়ে ধরে দীপ্তাখ্যান।
সুব্যক্তাতিশয় যত্নে নহে সমাধান ॥
পঞ্চ ষষ্ঠ কিবা সর্ব্বভাবের উদয়ে।
উদ্দীপ্ত বলিয়া খ্যাতি জানিহ নিশ্চয়ে ॥
প্রাকট্যাতিশয় যত্নে নহে সমাপন।
এইত কহিনু ভাব উদ্দীপ্ত লক্ষণ ॥
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কৃষ্ণ কিবা আচ্ছাদনে।
যে ভাব উদয়ে চিত্ত করে আক্রমণে ॥
সেই সত্ত্ব চিত্ত এই কহে বুধগণ।
তচ্চিত্ত উদ্ভব রতি সাত্ত্বিক লিখন ॥
সেইত সাত্ত্বিক হয় ত্রিবিধ আকার।
স্নিগ্ধা, দিগ্ধা, রুক্ষা এই শাস্ত্র অনুসার ॥
দ্বিবিধা প্রকার স্নিগ্ধা মুখ্য-গৌণ আর।
তাহার বিশেষ এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥
হাস্যাদ্ভুত, বীর, দয়া, রৌদ্র পঞ্চ এই।
ভয়, বীভৎসক দুই মিলি সপ্ত যেই ॥
গৌণরস মধ্যে এই সপ্ত গণ্য হয়।
শান্তাদি করিয়া পঞ্চ মুখ্য রস কয় ॥

সপ্ত গৌণসহ স্থায়ী ভাব বার হয়।
বিচার করিয়া রূপ স্ব-গ্রন্থে লিখয় ॥
পঞ্চরস ব্যাপি স্থায়ী রহে ভক্ত মনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে ॥
মুখ্য পঞ্চোৎকর্ষে রতি মুখ্য নাম ধরে।
গৌণ সপ্তোৎকর্ষে গৌণ বুঝহ অন্তরে ॥
মুখ্যোৎকর্ষে রতি কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।
কিঞ্চিদ্ব্যবধান যবে গৌণোৎকর্ষ বন্ধ ॥
জাত রতি জনে ব্যভিচারি ভাব যেই।
মুখ্য-গৌণাভাবে রতি দিগ্ধা নাম সেই ॥
কৃষ্ণের মধুরাশ্চর্য্য বার্ত্তার শ্রবণে।
বিস্ময় উপজে চিত্তে রতিশূন্য জনে ॥
বিস্ময় জনিত হয় ভাব চিহ্নগণ।
এইত জানিহ ভাব রুক্ষার লক্ষণ ॥
সাত্বিকাষ্ট চতুর্ব্বিধ প্রকার নিশ্চয়।
রত্যাভাস-সত্ত্বাভাস-নিঃসত্ত্বা ত্রিতয় ॥
প্রতীপ লইয়া চারি শাস্ত্রে এই কয়।
বিস্তার সিন্ধুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত আছয় ॥
মুমুক্ষু আদিতে ভাব চিহ্ন দেখি যাহা।
আদি ভাব নহে সেই প্রতিবিম্ব তাহা ॥
প্রতিবিম্ব ভাব কভু স্থায়িভাব নহে।
ভাবজ্ঞ সুধীরগণ এই কথা কহে ॥

পদং।

বাহ্যভাব চিহ্নাদির শুনহ লক্ষণ।
দেখি যদি অজ্ঞজনে,   বাহ্য ভাব চিহ্ন গণে,
ভাবচ্ছায়া মাত্রাবলম্বন ॥ ধ্রুঃ ॥
হৃদি অশ্মসার সম,   বাহ্যে স্বচ্ছ আচরণ,
ঐছন পিচ্ছল চিত্ত যার।
কিম্বা তদভ্যাস পরে,   ভাবাভাস চিহ্ন ধরে,
নিঃসত্বা জানিহ নাম তার ॥
শ্রীকৃষ্ণ নিন্দুকে যদি,   ভাবাভাস চিহ্নাবধি,
কভু কালে হয় দরশন।
সে হয় প্রতীপাখ্যান,   কংস আদি পবমাণ,
ভয়ে কম্প আদির লক্ষণ ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া রতি স্থায়ী ভাবাখ্যান।
তাতে এক মুখ্য আর গৌণ অভিধান ॥
মুখ্য রতি শুদ্ধ সত্ব বিশেষ স্বরূপ।
বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ গৌণ রতি দুই রূপ ॥
অবিরুদ্ধ হাস্যাদ্ভুত, বীর, দয়া হয়।
বিরুদ্ধ সংক্রোধ, ভয়, নিন্দা, গৌণ কয় ॥
মুখ্যার বিভেদ স্বার্থা, পরার্থা নিশ্চয়।
নিজোৎকৃষ্টে গৌণাচ্ছন্ন মুখ্যা নাম হয় ॥
গৌণ বৃদ্ধ্যে মুখ্য রতি যবে সঙ্কোচয়।
গৌণের লক্ষণ তবে শাস্ত্রে নিরূপয় ॥

শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য আর বাৎসল্য, মধুর।
এই পঞ্চ রতি মুখ্য সর্ব্বরস পূর॥
সামান্য বিশেষে রতি পাত্র বৈশিষ্টেতে।
ভাসমানা হয় এই বুঝহ মনেতে॥
সূর্য্য প্রতিবিম্ব যৈছে স্ফটিকাদ্যে ভাসে।
পাত্র বৈশিষ্টেতে রতি তৈছে পরকাশে॥
আদ্যা শুদ্ধা রতি হয় ত্রিবিধা প্রকার।
সামান্যা ও স্বচ্ছা, শান্তি কহিনু বিস্তার॥
সামান্যা স্বচ্ছার আগে করিয়ে লক্ষণ।
শান্তাদি বিশেষ পাছে করিব বর্ণন॥
নাহি যার শান্ত আদি কোন ভাবাশ্রয়।
কোন হেতু তার চিত্তে রতি উপজয়॥
তার বিবরণ কহি শুন মন দিয়া।
মধুপুরে কৃষ্ণসূর্য্য উদয় দেখিয়া॥
অকস্মাদুদয় রতি সামন্যা হৃদয়ে।
দ্রব করে শিক্থ যেন রবির উদয়ে॥
ত্রিবর্ষ বয়স পূর্ণা বালিকার গণে।
উপজে ঐছন রতি কৃষ্ণ দরশনে॥

তথাহি তত্রৈব।

কশ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণ জনস্যাস্না।
বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সা সামান্যা রতির্মতাঃ॥ ২৩

বালিকা ত্রিবর্ষবয়া কেহ কেহ কয়।
কেহবা অক্ষত যোনি করেন নিশ্চয়॥
অর্থ ফল এক হয় বুঝহ মনেতে।
অক্ষতযোনির কথা কহে পুরাণেতে॥

তথাহি শ্রীদেবীপুরাণে।

কন্যা দেব্যা স্বয়ং প্রোক্তা কন্যারূপা তু শালিনী
যাবদক্ষতযোনিঃ স্যাত্তাবদ্দেবী সুরারিহা॥ ২৪॥

এক রসনিষ্ঠ ভক্ত সঙ্গ নাহি করে।
সামান্য স্বভাব ভক্তি সামান্যা আচরে॥
সামান্য ভজন পরিপক্ক যবে হয়।
সাধারণ রতি স্থায়ী ভাবের উদয়॥
এইত কহিল ভাব সামান্য লক্ষণ।
স্বচ্ছা স্বরূপের এবে শুন বিবরণ॥
শান্ত আদি পঞ্চ ভক্তে বিশেষ না করে।
সবার সহিত সঙ্গ সরল অন্তরে॥
সেই সে ভজন পক্কে পঞ্চবিধা রতি।
তত্তদ্ভক্ত সঙ্গে যবে যথায় বসতি॥
শান্ত ভক্ত সহ যবে করয়ে মিলন।
শান্ত রসে চিত্ত তবে হয় নিমগন॥
দাস ভক্ত সহ যবে করয়ে বসতি।
দাস্যভাবে তবে মগ্ন হয় তার মতি॥

সখ্যাদি মধুরে এইমত ব্যবহার।
একনিষ্ঠ চিত্ত কভু না হয় তাহার ॥
জীব ব্রহ্মে প্রায় এক সম করি কয়।
মমতা রহিত চিহ্ন শান্তের নিশ্চয় ॥
চতুর্ভুজ ধরে পরংব্রহ্ম নরাকার।
পরমাত্মা রূপে সর্ব্বভূতেতে বিহার ॥
নিরাকার ব্রহ্ম যে স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়।
নরাকৃতি ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মের আশ্রয় ॥
এই মত মানে কৃষ্ণে শান্ত ভক্তগণ।
ইত্যাদিক গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ॥
শান্তভক্ত সনক-সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমারাদি এই আশ্রয়ালম্বন ॥
পর্ব্বত-বনাদি বাসি তপস্বীর সঙ্গ।
সিদ্ধক্ষেত্র আদি তত্ত্ব বিচার প্রসঙ্গ ॥
শান্তরসে এই সব হয় উদ্দীপন।
এবে কহি শুন অনুভাবের লক্ষণ ॥
জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞাত সদা নাসাগ্রে দর্শন।
মমতা রহিত মৌনাবধূত লক্ষণ ॥
ভগবদ্বিষয়ে নাহি করে দ্বেষ মতি।
তত্তদ্ভক্তে প্রতি ভক্তি নাহি করে অতি ॥
এ সব জানিহ অনুভাবের লক্ষণ।
অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥

পুলকাশ্রু-রোমাঞ্চাদি-প্রণয় বর্জ্জিত।
শান্তের সাত্ত্বিক এই জানিহ বিহিত ॥
নির্ব্বেদ মানস, ধৃতি সঞ্চার্য্যাদি করি।
ভাবগণ যত হেরি শাস্ত্রের ভিতরি ॥
শান্তভক্তে এত আদি গত ব্যভিচার।
রস শাস্ত্রে মতে এই কহিনু বিস্তার ॥
শান্তে শান্ত স্থায়ী পূর্ব্বে করিল বর্ণন।
এবে কহি শুন দাস্য ভাবের লক্ষণ ॥
প্রীতি আদি করি যেই কহি রতিত্রয়।
গাঢ় আনুকূল্যে সেই রতি উপজয় ॥
মদীয়তা ভাব কৃষ্ণে মমতাতিশয়।
ঐছে ভক্তে ঐছে রতিত্রয় নিবসয় ॥
দাস্যে প্রীতি, সখা সখ্যে, বাৎসল্যে বাৎসল্য।
সবার অনন্য কৃষ্ণে কহিনু সাকল্য ॥
ঐছে রতিত্রয় পুনঃ পাত্র অনুসারে।
কেবলা, সঙ্কুলা নামে দ্বিবিধ প্রচারে ॥
ভাবান্তর প্রাপ্ত নহে কেবলার রিতি।
বাৎসল্যাদি শ্রীদামাদি বয়স্য প্রভৃতি ॥
ব্রজনাথ আদি করি গুরুবর্গ যত।
কেবলায় সুপ্রসিদ্ধ জানিহ সতত ॥
ভক্তশ্রেণী মধ্যে ঐছে গুরুবর্গ হয়।
শাস্ত্র দৃষ্টে এই যুক্তি কহিনু নিশ্চয় ॥

সঙ্কুলায় দুই তিন ভাবের গণন।
উদ্ধব-ভীমাদি-মুখরাদি নিরূপণ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

রত্যন্তরস্য গন্ধেন বর্জ্জিতা কেবলা ভবেৎ।
ব্রজানুগে বৎসলাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে।
গুরৌ চ ব্রজনাথাদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ ॥
এষাদ্বয়ো স্ত্রয়ানাম্বা সন্দীপতিশ্চ সংকুলা।
উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা।
যস্যাধিক্যং ভবেদ্যত্র স তেন ব্যপদিশ্যতে ॥ ২৫

সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ-শেখর।
প্রপন্ন পালক প্রভু সর্ব্বানন্দকর ॥
স্বভক্ত বৎসল সর্ব্বদুঃখ বিনোদন।
গোকুলবিহারি হরি সবার জীবন ॥
এইমত স্মরে কৃষ্ণে দাস ভক্তগণ।
ইত্যাদিক গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ॥
আশ্রয়ালম্বন ইথে চতুর্ব্বিধ হয়।
অধিকৃতাশ্রিতা, পারিষদানুগা কয় ॥
ব্রহ্ম-শঙ্করেন্দ্র-চন্দ্রআদি অধিকৃত।
ত্রিবিধ প্রকার পুন গণিয়ে আশ্রিত ॥
শরণ সংপ্রাপ্ত-জ্ঞানিচর-সেবা পর।
ত্রিবিধ আশ্রিত দেখি শাস্ত্রের ভিতর ॥

শরণ সংপ্রাপ্ত প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ।
জ্ঞানীচর শৌনকাদি এই নিরূপণ॥
শৌনকাদি মুনি পূর্ব্বে জ্ঞান পথে ছিল।
কৃষ্ণ কৃপাবলে দাস্যে প্রবিষ্ট হইল॥
চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্বাদয়।
সেবানিষ্ঠ এই সব জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রুতদেব আদি আর দারুক, উদ্ধব।
পার্ষদ ভকত মধ্যে গণি এই সব॥
ব্রজানুগ পয়োদাদি-মধুকণ্ঠ আর।
বক্তক, পত্রক আদি দাস্য ভাব যার॥
ইহা মধ্যে কৃষ্ণে যার যথোচিত ভক্তি।
মাধুর্য্য ভকত সেই শাস্ত্রে এই ব্যক্তি॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী বর্গে যুক্তাদর যার।
দাসগণ মধ্যে সেই বীরভক্ত সার॥
কৃষ্ণ কৃপা গর্ব্বে যেই কাহাঁ না গণয়।
বিবিক্ত বলিয়া তারে রস শাস্ত্রে কয়॥
এসবার কৃষ্ণে প্রীতি সম্ভ্রম মিলিত।
প্রদ্যুম্ন আদির প্রীতি গৌরব অন্বিত॥
প্রদ্যুম্ন-সাম্বাদি সবে শ্রীকৃষ্ণের লাল্য।
পুরে পরিবার রূপে সদা প্রতিপাল্য॥
ইহা মধ্যে কেহ নিত্য সিদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ।
কেহ বা সাধক কেহ সাধনেতে সিদ্ধ॥

দাস্যরসে এই সব আশ্রয়ালম্বন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদাদি হয় উদ্দীপন ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদাদি হয় অনুভাব।
স্তম্ভাদি করিয়া অষ্ট সাত্বিক স্বভাব ॥
হর্ষাদি করিয়া ইথে সঞ্চারি উদয়।
শাস্ত্র অনুসারে এই করিনু নিশ্চয় ॥
হৃদয়ে সম্ভ্রম কৃষ্ণে প্রভু জানে মনে।
পিতৃত্বাদি ভাবাদর স্থায়ির লক্ষণে ॥
দাস্যে প্রেম-স্নেহ আর রাগ উপজয়ে।
মন দিয়া শুন তার বিভাব যে হয়ে ॥
অধিকৃতাশ্রিতে স্থায়ি প্রেমাবধি কয়।
পারিষদে রতি স্থায়ি স্নেহান্ত বলয় ॥
রাগ ব্যক্ত পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুকে।
সকলহি স্থায়ি রক্তকাদি ব্রজানুগে ॥
পুরেতে প্রদ্যুম্নাদির জানিহ ঐছন।
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥
যতক্ষণ দেখা নাই ততক্ষণাযোগ।
দর্শন বিচ্ছেদ হৈলে মানয়ে বিয়োগ ॥
জাগরে, শয়নে, স্বপ্নে, যাহার বদন।
দরশন করি আশা না হয় পূরণ ॥
সে প্রিয় বিরহে সখে! এ পাপ জীবন।
কত দিন বল আর করিব ধারণ ॥

বিয়োগে বিলাপ হয় বিহ্বল অন্তর।
শ্রীবিল্বমঙ্গল ইথে হইবে গোচর॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।

অমূন্য ধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথ বন্ধো করুণৈক সিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ২৬॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাব গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কিসে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায়॥

"অমূন্য ধন্যানীত্যাদি" বচনার্থ এই।
কহিলাম কবিরাজ লিখিলেন যেই॥
অঙ্গতাপ, কৃশ আর সদা জাগরণ।
অধৃতি, জড়িমা, ব্যাধি শূন্য আলম্বন॥
উন্মাদ, মূর্চ্ছিত, মৃত্যু দশা দশ হয়।
স্বগ্রন্থে গোসাঞি ইহা করেন নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যালম্ব শূন্যতা।
অধৃতি জড়িমা ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ॥ ২৭॥

বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
বুদ্ধিমান, সুষ্ঠু বেশ, সদানন্দঘন॥
সর্ব্বগুণ পরিপূর্ণ, সর্ব্ব বিভূষণ।
সর্ব্বরস রত্নাকর, সরব জীবন॥
এইমত দেখে কৃষ্ণে সখ্য ভক্ত গণ।
ইত্যাদি গুণেতে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন॥
চতুর্ব্বিধ হয় ইথে আশ্রয়ালম্বন।
সুহৃৎ, সখা, প্রিয় সখা, প্রিয়-নর্ম্ম গণ॥
কৃষ্ণ হৈতে বয়োধিক হয় যেই যেই।
সুহৃদ বলিয়া গণ্য জানি সেই সেই॥
সুভদ্র, মণ্ডলিভদ্র, বল আদি আর।
কৃষ্ণের সুহৃদ যত শাস্ত্রেতে প্রচার॥
কৃষ্ণ হৈতে ন্যূন বয়ঃ যেই যেই হয়।
সখা মধ্যে গণ্য সেই সেই সুনিশ্চয়॥
বৃশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ আদি আর।
গোবিন্দের সখা এই করিনু প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বয়ঃ প্রিয় সখা হয়।
শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম এই কয়॥
প্রেয়সী রহস্যে সহায়তা সদা করে।
শৃঙ্গারের ভাব স্পৃহা প্রিয়নর্ম্মান্তরে॥
শ্রীমধুমঙ্গল, সুবলার্জ্জুন, উজ্জ্বল।
ঐছে ভাব অধিকারি হয়েন কেবল॥

ত্রিবিধ কৃষ্ণের বয়ঃ প্রথম কৌমার।
দ্বিতীয় পৌগণ্ড পরে কৈশোর প্রচার॥
শৃঙ্গ-বেণু-দল বাদ্য হয় উদ্দীপন।
বিশেষ গোসাঞি এই করে নিরূপণ॥

তথাহি তত্রৈব।

কৌমারংপঞ্চমাব্দন্তং পৌগণ্ডংদশমাবধিঃ।
কৈশোরমাপঞ্চদশ যৌবনন্তু ততঃপরং॥ ২৮॥

অষ্টমাসাধিক দশ বৎসর পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণের প্রকট লীলা ব্রজে গুণবন্ত॥
অতএব তার মধ্যে বিভাগ করিল।
কৌমার-পৌগণ্ড আর কৈশোর লিখিল॥
মাস চতুষ্টয়াধিক বর্ষত্রয় যেই।
কৃষ্ণের কৌমার বয়ঃ কহিলাম এই॥
ষড়বর্ষ অষ্টমাস পৌগণ্ড গণন।
দশম বৎসরাবধি কৈশোর লিখন॥
দশবর্ষ শেষ কৈশোরেতে সদা স্থিতি।
সপ্তবর্ষ বৈশাখেতে কৈশোর প্রবৃত্তি॥
পৌগণ্ডে প্রেয়সী গণ সহিত শ্রীহরি।
রাসাদি বিলাস করে দিবা বিভাবরী॥
রাসাদি বিলাস কিবা হয় চমৎকার।

নিত্য রাসাদিক লীলা ঐছে কালে হয়।
বহির্ম্মুখ জনে তবু বুঝিতে নারয়॥
তেঞিঃ অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত কহয়।
দুঃখের বিষয় এই দুঃখের বিষয়॥
কৃষ্ণের বয়স অনুক্রম অনুসারে।
ব্রজাঙ্গনা সকলের শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
এহেতু রাসাদি লীলা কিবা চিত্রময়।
কি মাধুরী ? কি চাতুরী ? কার বেদ্য হয় ?॥
তাহা মুঞিঃ কিছু নাহি পারি বুঝিবারে।
যে বুঝে তাহার পদে করি নমস্কারে॥
বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া আদি শয্যাদি-শয়ন।
সখ্য রসে এই অনুভাবের লক্ষণ॥
অশ্রু-পুলকাদি সর্ব্ব সাত্ত্বিক উদয়।
হর্ষ-গর্ব্ব আদি ব্যভিচারি সঞ্চরয়॥
তুমি আমি সম দৃষ্টি সম্ভ্রম রহিত।
সখ্যে স্থায়ীভাব এই জানিহ নিশ্চিত॥
প্রেমা, স্নেহ, প্রীতি, রাগ, সখ্য রস যেই।
সেই পঞ্চোদয় সখ্যে কহিলাম এই॥
ভীমসেনার্জ্জুন আর দ্রুপদ কুমারী।
শ্রীসুদামা বিপ্র আদি অন্যত্র বিচারি॥
অত্রাপি বিয়োগে দশদশা পূর্ব্ব মত।

বাৎসল্য রসের কথা করহ শ্রবণ।
বাৎসল্য রসের ভক্তানন্দ বিবর্দ্ধন॥
কোমলাঙ্গ, সুবিনয়ী, সর্ব্ব সুলক্ষণ।
এই মত গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন॥
কৃষ্ণে অনুগ্রহ ভাব মাতা পিতা আদি।
নন্দোপনন্দাদি তাঁহা সবার পত্ন্যাদি॥
অন্যত্র দেবকী, কুন্তী, বসুদেবাদয়।
আশ্রয়ালম্বন এই জানিহ নিশ্চয়॥
স্মিত-জল্পিতাদি বাল্য চেষ্টা উদ্দীপন।
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন॥
শিরাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, লালন-পালন।
এসব জানিহ অনুভাবের লক্ষণ॥
স্তম্ভ-স্বেদ আদি অষ্ট সাত্ত্বিক উদয়।
স্তনস্রাব সহ বাৎসল্যেতে গ্রহ হয়॥
হর্ষ-শঙ্কা আদি সঞ্চরয়ে ব্যভিচার।
বাৎসল্যে বাৎসল্য রতি স্থায়ীভাব সার॥
প্রিয়তা লক্ষণ এবে কর অবধান।
রসিক ভক্তের যাতে হরে মন প্রাণ॥
রূপ-প্রেম-লীলা-বংশী মাধুর্য্যের সিন্ধু।
অজ-ভব নাহি পায় যার এক বিন্দু॥
ঐশী, পারমৈশী লীলা শ্রীকৃষ্ণের যত।
সর্ব্বোত্তম নরলীলা শাস্ত্রাদি সম্মত॥

ঐশী-পারমৈশী ভাব মানবী লীলায়।
সংগোপন রাখে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছায়॥
স্ব-চিচ্ছক্তি যোগমায়া করিয়া আশ্রয়।
নরলীলা করে ব্রজে শ্রীনন্দ-তনয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
শ্রীকৃষ্ণস্য রূপ নিরূপণং।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণু কর, নব কৈশোর নটবর,
নর লীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রুঃ॥ ইত্যাদি
শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রময় স্বরূপ বর্ণন।
শ্রবণ করহ মন-প্রাণ রসায়ন॥
কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগত কৈল কাম ময়॥
সখি হে! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সিন্ধু,　　মুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন,　　লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ২৯ ॥

মধু মধু মধু মন্ত্রে কার্য্য সমাধান।
মধু মধু মধু তেঞি কহে যজমান ॥
কৃষ্ণ রূপ আদি যজ্ঞে শ্রীশচী-নন্দন।
যজমান এই শাস্ত্রে হয় দরশন ॥
পুরোহিত গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর।
পূর্ব্বভাবে হাসি মন্ত্র বলান মধুর ॥
যজ্ঞ বেদী প্রভু নিত্যানন্দ পূর্ব্ব মতে।
যজ্ঞোপকরণ রূপ কহে শাস্ত্র মতে ॥
যজ্ঞের সম্ভার করে শ্রীবংশী বদন।
সহযোগী শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ॥
বেদ বক্তা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুর।
জ্ঞানভক্ত মধ্যে যাঁর মহিমা প্রচুর ॥
যজমান হঞা প্রভু স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ।
যজ্ঞপূর্ণ করে নিত্য বিধিমত সাঙ্গ ॥

কৃষ্ণ রূপ যজ্ঞে কৃষ্ণ রূপ মধু মন্ত্র।
শ্রুত্যাদি সকলে কহে হইয়া স্বতন্ত্র॥
শ্রুত্যাদ্যনুবর্ত্তি প্রভু গৌরাঙ্গ ঠাকুর।
মধুর মধুর কহে মধুর মধুর॥
সনাতন কাছে সেই মন্ত্রার্থ করয়।
শুনিয়া লিখয়ে কবিরাজ মহাশয়॥

যথা রাগঃ।

সনাতন! কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥ ধ্রুঃ॥ ইত্যাদি
মধুর মন্ত্রার্থ করি গোবা রস বীর।
সেই সঙ্গে বর্ণে গুণ যজ্ঞ সম্ভারীর॥
যজ্ঞের সম্ভারী বংশী এই লাগি তাঁয়।
নিজ শ্রীবদনে রাখি সুখে শ্যাম রায়॥
শ্রীবংশীবদন ছিদ্রে লাগায়ে অধর।
বংশ্যাধারে যজ্ঞ মন্ত্র গায় সুনাগর॥
সেই মহা যজ্ঞ মন্ত্রে বংশী গীত কয়।
"বংশী গীতি প্রকাশী শ্রীবংশী" তেঞি হয়॥
রূপ-প্রেম আদি যজ্ঞ শ্রীবংশীর দ্বারে।
সাধন করেন কৃষ্ণ কহিনু তোমারে॥
বংশীর আশ্রয় বিনা যজ্ঞ নাহি হয়।
সেই হেতু কৃষ্ণ লন বংশীর আশ্রয়॥

প্রেম প্রেহেলিকা তবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে ভাবুক চিত্ত করয়ে রঞ্জন॥

চিত্র পদং।

বাজল গোকুলে প্রেমের বেণু।
ধাওল ভকত মানস ধেনু॥
প্রকৃতি বিকৃতি হইয়া রঙ্গে।
মিলল রসিক ভকত সঙ্গে॥
রসিক ভকত প্রকৃতি সাজে।
প্রকৃতি মণ্ডলে অধিক রাজে॥
প্রকৃতি পুরুষ পৃথক জ্ঞানে।
বাঁশীর শবদ বধল প্রাণে॥
মদন বেদন পাইয়া মনে।
গোকুল ছাড়িয়া হতাশ গণে॥
ধরম করম গোকুল ছাড়ি।
বিধি রাজ্যে যাঞা করয়ে জারি॥
জ্ঞান মনে অতি পাইয়া ভয়।
কাশীধামে যাঞা শরণ লয়॥
বৈরাগ্য মনের বিরাগ-লাজে।
গোকুল ছাড়ল ভিখারী সাজে॥
প্রেম বাঁশী রব শুনিল যারা।
পূরবের ভাব ছাড়িল তারা॥

যে মদন তনু হীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার এ শরীরে, বিন্ধি কৈল জর জরে,
দুঃখ দেয় না লয় জীবন॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য কবিবার॥
কৃষ্ণ কৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
ততদিন জীবে কোন্ জন॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যাতে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অবিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘারিয়া দুঃখের কপাট।

ভাবের তরঙ্গ-বলে,　　নানা রূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ৩২ ॥
সেই শ্লোক অর্থ এথা নহে প্রয়োজন।
প্রয়োজন যাহা তাহা করহ শ্রবণ ॥
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম,　　যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ,　　না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসুত,　　শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুহেঁ একমন হঞা।
আপন হৃদয় কায,　　কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজ বীজ খাঞা ॥ ৩৩ ॥

তথাহি পীঙ্গলে।

কই অবর হিদং পেম্নং নহ্নি হোই মানুসে লোএ।
জই হোইক্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৩৪ ॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ,　　কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন,　　স্ব-সৌভাগ্য প্রক্ষালন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ,　　না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।

নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধ-প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৩৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

ন প্রেম গন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ।
ক্রন্দামি সৌভাগ্য ভরং প্রকাশিতুং ॥
বংশী বিলাসানন লোকনং বিনা।
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিদগ্ধমাধবে চ।

পীড়াভির্নব কালকূট কটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো।
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে॥
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্যবক্র মধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ৩৭॥

প্রেমের স্বভাব আদি এইত কহিনু।
গুরুপাদ সন্নিধানে যাহাই শুনিনু॥
লীলার ধর্ম্মাদি কহি কর অবধান।
যাহাতে সুস্নিগ্ধ হয় ভক্ত তনু প্রাণ॥

পদং।

কৃষ্ণলীলা কি মনমোহিণী।
গোকুলে গোপাল রঙ্গে,　গোপ শিশুগণ সঙ্গে,
সর্ব্বজন আনন্দ-বর্দ্ধিনী॥ ধ্রুঃ॥

রিঙ্গণ ক্রীড়ার ছলে,　গো-পুচ্ছাকষণ বলে,
যাহা দেখি হাসে গোপীগণে।
কভু অহি পুচ্ছ ধরে,　কভু বা কর্দ্দমে পড়ে,
কভু ধূলী করয়ে ভক্ষণে॥
কভু জল ধারে যায়,　কভু আগি দেখি ধায়,
কভু ধাঞা কণ্টকে পড়য়।
মায় গেলে ধরিবারে,　হুঁ-হুঁ রবে একাধারে,
নাগ প্রায় গমন করয়॥

দেখিবারে নিজ মায়, কভু পাছুদিকে চায়,
মৃদু মধু হাসিয়া হাসিয়া।
এই রূপে শিশুলীলা, ব্রজে বহু প্রকাশিলা,
শিশু নাট্য আনায় পাতিয়া॥
কত মন মৃগ তায়, পরি সব পাসরায়
আনায়ের জড়নে জড়িয়া।
যেই বিধি সে আনায়, বপন করিল তায়,
নতি করি ভূমেতে পড়িয়া॥
তবে কালে শ্যাম রায়, মৃদু মৃদু মৃদু ধায়,
রাম বামে করি অবস্থান।
কভু রাম স্কন্ধোপরি, মৃদু ভুজাপণ করি,
অর্জ্জুনের তলে অধিষ্ঠান॥
কখন বা রাম হরি, করি স্কন্ধ ধরাধরি,
সখাগণ সঙ্গে সরণিতে।
ভ্রমণ করেন সুখে, হেরি যত দেবমুখে
ভাবে ধন্য গোকুল ক্ষিতিতে॥
ধন্য! গোপ গোপীগণ, ধন্য! ধন্য! মহাবন,
ধন্য! নন্দ গোপ সর্ব্বোপরি।
গোপী যশোমতি ধন্যা, নারীকুল অগ্রগণ্যা,
যার স্তন্য পিয়ে স্বয়ং হরি॥
গুপ্তে রহি দেবগণ, হেন মতে বহুক্ষণ,
ব্রজাদির ভাগ্য বরণিয়া।

রাম-কানু হেরি নিতি, হারায়ে বেদের স্মৃতি,
নিজ লোকে যায়েন চলিয়া ॥
রাম-শ্যাম চংক্রমণ, হেরিয়া বল্লবী গণ,
পরস্পর কহয়ে সকলে।
শ্যাম সুত পাই যদি, তবে সবে নিরবধি,
রাখি এই হৃদয় কমলে ॥
স্তন্য দিয়া চাঁদমুখে, ঘুচাই সকল দুঃখে,
নারী জন্ম ধন্য হয় তবে।
কেহ কহে স্তন সার, হেন ভাগ্য মো'সবার,
কিবা পুণ্যে বল দেখি হবে ॥
কহিতে কহিতে হেন, শ্যেন প্রায় সবে যেন,
কৃষ্ণ মীনে হরিবারে চায়।
কেহ করতালি দিয়া, কেহ গাল বাজাইয়া,
মন সাধে দুয়েরে নাচায় ॥
কেহ তা তা থৈয়া তালে, বাজাইয়া করতালে,
কহে কানু নাচ হেরি মোরা।
এইরূপে নিতি নিতি, গোপীগণ হঞা প্রীতি,
গোপালে নাচায় হঞা ভোরা ॥
যার নাচে বিশ্ব নাচে, সে নাচে গোপীর কাছে,
কি আশ্চর্য্য নরলীলা হয়।
ধন্য! ধন্য! গোপীগণ, ধন্য! ব্রজবাসী জন,
ধন্য! ব্রজ কৃষ্ণপ্রেম ময় ॥

কাল প্রাপ্তে তবে হরি, সখাগণ সঙ্গে করি,
গোচারণ করিবারে যায়।
মস্তকে মোহন চূড়া, জনমুগ্ধ শক্তি পূরা,
তন্নিম্নে অলকা শোভা পায়॥
মকর কুণ্ডল কাণে, বংশী শোভে শ্রীবয়ানে,
নাসায় তিলক মনোহর।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
শ্রেণীরূপে শোভে নিরন্তর॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ,
তাহে বাঁকা যুগল নয়ন।
যোড়-ভ্রু মদন চাপে, যা দেখি মদন তাপে,
ব্রজ ছাড়ি করে পলায়ন॥
গলে বনমালা সাজে, মাঝে মুক্তামালা রাজে,
কণ্ঠে চিক চন্দ্রশ্রেণী শোভে।
তার নিম্নে নিষ্কাবলী, যাহা দেখি মত্ত অলি,
পদ্ম ভ্রমে উড়ে পরে লোভে॥
মণির বলয় করে, তদঙ্গদ বাহুপরে:
স্বচ্ছ পীত ধড়া পরিধান।
কটিদেশে কাঞ্চি সাজে, তন্নিম্নে ঘুঙ্গুর বাজে,
পদে পাদাঙ্গদ অনুপাম॥
হেমশৃঙ্গ বাম করে, দক্ষিণে পাঁচনী ধরে,
প্রিয় বংশী কটিতে বান্ধয়।

চরণ কমলোপর, চিত্র পদ্ম মনোহর,
যাহে ভক্ত মনমুগ্ধ হয়॥
হেন গোষ্ঠ বেশে হরি, সখাগণ সঙ্গে করি,
মাঝে রহি করেন গমন।
পীতমণি সখাগণ, কৃষ্ণ সুনীল রতন,
মধ্যে শোভা হয় বিলক্ষণ॥
সেই শোভা বর্ণিবারে, কেবা দক্ষ হৈতে পারে,
তাহা মোর বুদ্ধি অগোচর।
গোষ্ঠলীলা ইচ্ছা করি, হেন রূপ নিতি ধরি,
গোষ্ঠে যায় শ্রীশ্যামসুন্দর॥
গোষ্ঠে সখাবৃন্দ সনে, নানা রস উদ্দীপনে,
নানা ক্রীড়া করে গোষ্ঠ সূর।
কখন গেণ্ডুক লঞা, কভু মেষাকৃতি হঞা,
কখন বা সাজিয়া ময়ূর॥
কখন দর্দ্দুর প্রায়, কখন মর্কট ন্যায়,
ক্রীড়া করে সখাগণ সঙ্গে।
কভু বস্ত্রে মুখ ঢাকি, কভু কোন পণ রাখি,
কর মুষ্টি ক্রীড়া করে রঙ্গে॥
কভু ধূলী বন্ধ করি, শর্করা তাহাতে ধরি,
কর যুগ চাপি ক্রীড়া করে।
কভু কাক পক্ষ ন্যায়, কভু কোকিলের প্রায়,
কভু শুক সম রবাচরে॥

কভু লাফালাফি করে, কভু বা বৃক্ষেতে চড়ে,
কভু বৃক্ষ হৈতে ভূমে পড়ে।
কভু জলে সন্তরণ, কভু গিরি আরোহণ,
কভু গুপ্তে রহে বনান্তরে ॥
কভু রাজ নাট্যে হরি, বসিয়া প্রস্তরোপরি,
সখাগণে রাজ আজ্ঞা করে।
কভু দৌড়াদৌড়ি করে, কভু কার স্কন্ধে চড়ে,
কভু কাঁহো নিজ স্কন্ধে ধরে ॥
কভু হঞা দুই দল, করি কোন পণ ছল,
ভাণ্ডীর নিকটে রাম শ্যাম।
করয়ে অদ্ভুত খেলা, যেন সখ্য রসমেলা,
সর্ব্ব আঁখি মন অভিরাম ॥
স্ব-স্ব পণ সত্যবন্ধে, যে হারে সে করে স্কন্ধে,
ঠাকুরালী বুদ্ধি তাতে নাই।
পরস্পর সমজ্ঞান, পরস্পর সম প্রাণ,
এক ভাব ধরেন সবাই ॥
এইমত অনুদিন, গোষ্ঠ রস পরবীণ,
বলরাম কৃষ্ণ বৃন্দাবনে।
গোষ্ঠক্রীড়া করে রঙ্গে, শ্রীদামাদি প্রিয় সঙ্গে,
দেখি মুগ্ধ হয় দেবগণে ॥
গোষ্ঠক্রীড়া হয় যত, কে বর্ণিতে পারে তত,
অনন্ত হইল ক্ষান্ত তায়।

তাহা মুনি ঋষিগণ, কি করিবে বরণন,
সরস্বতী যাহে মোহ পায় ॥
একদিন সখা সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
ভোজন বিলাস করে শ্যাম।
চক্র সম সখাচয়, শ্রীকৃষ্ণে ঘেরি বৈঠয়,
মাঝে শ্যাম শোভে অনুপাম ॥
স্বর্ণ পদ্মদল হেন, শোভে সখাগণ যেন,
কর্ণিকার লীনমণি হরি।
এই হেতু সখাগণে, সবে করে দরশনে,
তন্মুখে স্বমুখ এক করি ॥
তবে সবে স্ব-স্বোচ্ছিষ্ট, ফল আদি যাহা মিষ্ট,
তাহা দেয় শ্রীকৃষ্ণ-বদনে।
দেখি এ ভোজন লীলা, ব্রহ্মা অতি মুগ্ধ হৈলা,
ভাবে মনে কি দেখি নয়নে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম বেদ সার, 'এ হেন ভোজন তাঁর,
কি ভাব এ বুঝিতে না পারি।
ইহা ভাবি তপোধন, বিচারিয়া বহুক্ষণ,
মোহাচ্ছন্ন হইলেন ভারি ॥
ব্রজ ভাব হয় যাহা, কৃপা বিনা কেহ তাহা,
কোটি কল্পে বুঝিতে নারয়।
আন কথা বহু দূরে, স্বয়ং রাম ব্রজপুরে,
যার ভাবে বিমোহিত হয় ॥

হেন মতে গোষ্ঠ করি, বেলি অবসানে হরি,
ব্রজরজে হঞা বিভূষিত।
গো-পাল অগ্রেতে লঞা, গোষ্ঠরসে মগ্ন হঞা,
গাইতে গাইতে সুললিত ॥
শ্রীদামাদি সখা সনে, প্রবেশেন বৃন্দাবনে,
বংশী রব করিতে করিতে।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে তদা, হরিপ্রিয়া আনন্দদা,
গোপীগণ গোবিন্দ দেখিতে ॥
নয়ন ভঙ্গিতে শ্যাম, তা'সবার হৃদে কাম,
শুদ্ধভাবে করিয়া অর্পণ।
প্রবেশে আপন বাসে, করি বৃন্দাবনোল্লাসে,
দেখি মাতা আনন্দে মগন ॥
যশোদা রোহিণী তবে, আয় বাপ! আয় রবে,
মুঞ্ছনী লইয়া বেগে ধায়।
পাঞা শ্বেত নীলমণি, ভাগ্যবতী শিরোমণি,
দুয়ে সুত শ্রীঅঙ্গ মুছায় ॥
অঙ্গ মুঞ্ছনাদি করি, নানা ভক্ষ্য থালি ভরি,
ভোকি বারে দেন রাম-শ্যামে।
তবে বাই শয্যোপরে, দু ভাই শয়ন করে,
দাসী সেবে পদানন্দ ধামে ॥
পরে একদিন কৃষ্ণ, হইয়া করুণাকৃষ্ট,
গোষ্ঠচ্ছলে যমুনায় যাঞা।

কাত্যায়নীব্রত পরা, যতেক কুমারী বরা,
তা-সবার বস্ত্র হরি ধাঞা ॥
উঠিয়া কদম্বোপরে, মৃদু-মধু হাস্য করে,
তাহা হেরি কুমারিকাগণ।
জলে রহি অধোমুখে, হাস্য করি মনসুখে,
বলে দাও মোদের বসন ॥
বস্ত্র দিলে তোমা হব, নতুবা রাজারে কব,
শীতে মরি দাও হে নাগর ! ।
তা-সবার শুদ্ধমতি, দরশনে শ্রীশ্রীপতি,
তুষ্ট হঞা করেন উত্তর ॥
তীরে উঠি লহ বাস, পূর্ণ হবে মন-আশ,
নহিলে হইবে ব্রতভঙ্গ।
যদি মোর বোল ধর, সূর্য্যে নমি বাস পর,
হেনমতে করে হরি রঙ্গ ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, শুনি সবে ছাড়ে পানী,
করে করি যোনি আচ্ছাদন।
তাহা দরশন করি, নর্ম্মবাক্যে কন হরি,
শিরে সবে করি করার্পণ ॥
সূর্য্যদেবে কর নতি, তবে তোমাদের প্রতি,
প্রসন্ন হইবে সেই জন।
সঙ্কেত আশ্বাস-বাণী, সত্য দৃঢ় করি মানি,
আনন্দেতে হইয়া মগন ॥

প্রিয় বাক্য অনুসারে, সূর্য্যে করে নমস্কারে,
তবে শ্যাম লাজ আচ্ছাদন।
সবাকারে করে দান, সবে করে পরিধান,
তবে সবে করি সম্ভাষণ ॥
কহেন গোকুলচাঁদ, কেমন এ রঙ্গফাঁদ,
পতিয়া ধরিনু তোমা সবে।
এখন কহিয়ে যাহা, সকলে শুনহ তাহা,
যাহাতে সবার সুখ হবে ॥
আগামিনী এই রাত্রে, সবে মোর আনন্দার্থে
মোর সঙ্গে করিবে বিলাস।
ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে, কহিলাম সবা কাছে,
এবে সবে যাহ স্ব-স্ব বাস ॥
হেনমতে গোষ্ঠছলে, যাইয়া কদম্ব-তলে,
লীলা করে বসন-হরণ।
কভু কুঞ্জে আন্দোলন, কভু দোল বিহরণ,
কভু দান লীলার সাধন ॥
কভু নিধুবনে শ্যাম, নিধুবন অবিশ্রাম,
অস্খলিত ভাবেতে করয়।
প্রিয়া গোপীগণ সঙ্গে, হেনমতে নানা রঙ্গে,
নানা মত বিলাস সাধয় ॥
অপ্রাকৃত লীলা তাহা, মন্মথের গতি যাঁহা,
অবরুদ্ধ সকল প্রকারে।

অপ্রাকৃত নরলীলা, ব্রজে কৃষ্ণ প্রকাশিলা,
দেখ তাহা শ্রীরাস-বিহারে ॥
শ্রীরাস বিহার যেই, অপ্রাকৃত ক্রীড়া সেই,
যাহে কন্দর্পের দর্প নাশ।
যোগমায়াশ্রয় করি, সর্ব্ব আত্মারাম হরি,
রাকাচন্দ্রে করিলেন রাস ॥
শারদীয় রাত্রে হরি, বনে বংশীধ্বনি করি,
আকর্ষিয়া বল্লবী সকলে।
শ্যাম শুচি রস বন্ধে, ক্রীড়া করে নানাছন্দে,
প্রিয়াগণে করিয়া কবলে ॥
নৃত্য-গান-প্রহেলিকা, সর্ব্ব চিত্ত রসালিকা,
পরস্পর করে আরম্ভন।
প্রিয়া বক্ষঃস্থল হরি, সুখে আলভন করি,
মুখশশি করেন চুম্বন ॥
ধরি কোন গোপীকারে, ভাসিয়ানন্দ পাথারে,
করে কৃষ্ণ প্রেম-আলিঙ্গন।
এই মতে ভগবান, রাসলীলা অনুষ্ঠান,
করে করি ভাব উদ্দীপন ॥
বাস সুর কৃষ্ণ যৈছে, গোপীগণ হয় তৈছে,
কেহ উন কেহ বেশী নয়।
সবাই সমান রাসে, সবাই সমান ভাষে,
[illegible] আত্মাপর্ণ হয় ॥

রাস রস বিজ্ঞ যেই, রাসলীলা বুঝে সেই,
অনভিজ্ঞে বুঝিতে না পারে।
কিবাশ্চর্য্য রাসলীলা, ব্রজে কৃষ্ণ প্রকাশিলা,
যাহানুভবিতে দেবে নারে॥
হেন লীলাতত্ত্ব আনে, বুঝিবেক কোন জ্ঞানে,
তাহে মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
পুরীষের কীট হৈতে, মুঞি ক্ষুদ্র অবনীতে,
দৈন্য বাক্য নহে এ আমার॥
সদা কুল-অভিমানে, আমি বড় করি জ্ঞানে,
এই সত্য কহিনু তোমায়।
সকল দুর্দ্দৈব মোর, মায়ায় হইয়া ভোর,
না করিনু শেষের উপায়॥
কৃষ্ণলীলা শিখরিণী, সর্ব্ব-চিত্ত-বিনোদিনী,
তাহা নাহি আস্বাদন যার।
বৃথা জন্ম হৈল তার, সেই পশু দুরাচার,
সে কেবল ধরণীর ভার॥
তাহার নয়নদ্বয়, অন্ধের সমান হয়,
তার শ্বাস ভস্ত্রার সমান।
কাণা কড়ি ছিদ্র প্রায়, তাহার শ্রবণ ভায়,
তপ্ত তৈল তাহে করু দান॥
ভেক জিহ্বা সম তার, জিহ্বা জানি অনিবার,
যে কহয় কেবল সদা [illegible]

বাতাচ্ছন্ন করদ্বয়,　　তাহে শ্বেত কুষ্ঠময়,
সেই কর কোন কাজে লাগে ॥
তেছৈ তার করদ্বয়,　　অপবিত্র সদা হয়,
সত্য ইহা জানি মনে মনে।
হৃদয় কঠিন তার,　　ঠিক যেন অশ্মসার,
কিবা সুখ তাহার ধারণে ॥
যে হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা,　　রস নাহি প্রবেশিলা,
সে হৃদয় যাউক জ্বলিয়া।
কৃষ্ণলীলা রস সার,　　গোপ্যাদি আধার যার,
সেই রসে বঞ্চিত হইয়া ॥
বিপিন বিহারি কয়,　　প্রাণ মোর কেন রয়,
ভব-দুঃখ ভোগের লাগিয়া।
কাল মোরে দয়া কর,　　এ পাপ পরাণ হর,
কহি তব চরণে ধরিয়া ॥ *

নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ছাড়া ভক্ত দুই যেই।
যুক্ত্যাদ্যাখ্যা সে দুয়ের কহিলাম এই ॥
কৃষ্ণরূপ আদি যাঁরা প্রত্যক্ষ করয়।
যুকত যুঞ্জান ভক্ত তাঁহারাই হয় ॥
শ্রুত্যাদ্যুক্ত যোগাভ্যাসোদ্ভবধর্ম্ম যেই।
যোগজ তাহার নাম কহিলাম এই ॥
যুকত যুঞ্জান ভেদে যোগী দ্বি-প্রকার।
সে দুয়ের ধর্ম্ম ভিন্ন কহি বার বার ॥

ভক্ত যুক্ত যোগী যোগ ধর্ম্মী মন দ্বারে।
সর্ব্বদা সকল ভাব জানিবারে পারে॥
ভকত যুঞ্জান যোগী চিন্তিয়া হিয়ায়।
সদা সর্ব্বভাব জানে কহিনু তোমায়॥
যুক্ত যোগী মনে আর যুঞ্জান চিন্তনে।
সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করে সর্ব্ব ভাব গণে॥
ভক্ত যুক্ত যোগী নারদাদি মহাশয়।
ভকত যুঞ্জান যোগী ব্যাস আদি হয়॥
উভয় যোগীর ভিন্ন ধর্ম্ম যেই হয়।
সেই ধর্ম্ম অর্থে গুণ জানিহ নিশ্চয়॥
দ্বিভক্তের সার্ব্বজ্ঞত্ব গুণের কারণ।
দর্শনাদি শাস্ত্রে এই করেন বর্ণন॥
শ্রীগুরু প্রসাদে এই সংসারে যে জন।
দর্শনাদি শাস্ত্রজ্ঞান করিয়া অর্জ্জন॥
গুরু-কৃষ্ণ পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি করে।
সেই জন ঐছে তত্ত্ব বুঝয়ে অন্তরে॥
কবিরাজ অনুরোধে ক্রমভঙ্গ দ্বারে।
কৃষ্ণ রূপাদির কথা কহিনু তোমারে॥
রূপ-প্রেম-লীলা বংশী মাধুর্য্য সাগর।
যথাজ্ঞান করিলাম তোমার গোচর॥
রূপ আদি গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।
আশ্রয়ালম্বন ইথে প্রেয়সীর গণ॥

বসন্ত, কোকিল নাদ, শ্রীবংশী নিঃস্বন।
চন্দ্র, মেঘ, শিখী দর্শনাদি উদ্দীপন॥
কটাক্ষ, স্মিতাদি করি অনুভাব হয়।
স্তম্ভাদি-সাত্ত্বিক সুদীপ্তাবধি লিখয়॥
সর্ব্ব ব্যভিচারি এই মধুরে বিহিত।
আলস্য, উগ্রতা মাত্র জানিহ বর্জ্জিত॥
মধুরে প্রিয়তা রতি স্থায়ী ভাব নাম।
প্রেমা-স্নেহ আদি সর্ব্ব উজ্জ্বল প্রমাণ॥
এবে কহি শুন মিত্র বৈরি স্থিতি যেই।
শান্ত দাস্যে পরস্পর মৈত্র কহে এই॥
সখ্য বাৎসল্যকে ইথে তটস্থেতে ধরি।
মধুরের সূত্র শান্ত-দাস্যে ব্যাখ্যা করি॥
সখ্যোজ্জ্বল দুহেঁ মৈত্র পরস্পর হয়।
শান্ত বৎসলতা বৈরি উজ্জ্বলে ভণয়॥
শান্তেতে তটস্থ সখ্য জানিহ নিশ্চয়।
বাৎসল্যের মৈত্রী সবে কেহ নাহি হয়॥
শঙ্কুলায় ভাব মিশ্র কহিলেন যাহা।
বিশেষ করিয়া কহি তুয়া ঠাঞি তাহা॥
সখ্য-বৎসলতা-দাস্যে রাম আদি করি।
সখ্য-বৎসলতা মিশ্র মুখরাদি ধরি॥
বৎসলতা সখ্য-দাস্যে রাজা যুধিষ্ঠির।
সখ্য-বৎসলতা মিশ্র ভীম এই স্থির॥

শ্রীনকুল, সহদেব দাস্য-সখ্যে স্থিত।
শ্রীউদ্ধব দাস্য-সখ্যে জানিহ নিশ্চিত॥
উগ্রসেনাক্রূর আদি দাস্য-বাৎসল্যেতে।
দাস্য-সখ্যে অনিরুদ্ধ আদি সাকল্যেতে॥
সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শুদ্ধ প্রেম ভক্তি যাহা।
তোমার নিকটে এই প্রকাশিনু তাহা॥
মুখ্য-গৌণী ভেদে প্রেম ভক্তি দুই হয়।
মুখ্যা সর্ব্ব অঙ্গপূর্ণা শুদ্ধা সুনিশ্চয়॥
মুখ্যা পঞ্চরস এই কৈল নিরূপণ।
এবে শুন গৌণী সপ্ত রসের লক্ষণ॥

তথাহি শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ।

বিভাবোৎকর্ষজো ভাব বিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে।
সঙ্কুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা স গৌণী রতিরুচ্যতে॥
হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা।
জুগুপ্সাচেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতাঃ॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাগ দ্বিবিধ প্রকার।
এক স্বাভাবিকী নাম আগন্তুকী আর॥
স্বাভাবিকী সদা ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
আগন্তুকী হয় মাত্র পাইয়া কারণে॥
মঞ্জিষ্ঠার রাগ যৈছে বাহির ভিতরে।
স্বাভাবিকী তৈছে ভক্ত বাহ্য-অভ্যন্তরে॥

শুক্ল বস্ত্রে আসি যেন রক্তবর্ণ ধরে।
আগন্তুকী ভক্ত হৃদে তদ্রূপ সঞ্চরে ॥
বিভাব বৈশিষ্টে আর ভক্তের বিভেদে।
ভাবের বৈশিষ্ট হয় এই কহে বেদে ॥
বিবিধ ভক্তের ভাব বিবিধ প্রকার।
প্রাকট্যের ন্যূনাধিক্য চিত্ত অনুসার ॥
ইহার সম্যক অর্থ বর্ণন করিতে।
সন্দর্ভ বাহুল্য হয় নারি সমাপিতে ॥
অতএব সার অর্থ কহিব তোমারে।
শ্রীমদ্রসামৃত-সিন্ধু-বিন্দু অনুসারে ॥
সমুদ্র সদৃশ চিত্ত গম্ভীর যাহার।
হৃদয়ে উৎকট ভার যদ্যপি তাহার ॥
তথাপিহ বাহ্যে কিছু না হয় প্রকাশ।
অথবা অত্যল্প মাত্র দেখিয়ে আভাস ॥
ক্ষুদ্র খাত বার প্রায় তরল চিত্তীর।
হৃদয়ে কিঞ্চিত ভাব দেখিয়ে সুস্থির ॥
বাহ্যেতে প্রকাশে বহু হইয়া বিস্তার।
লঘিষ্ঠ চিত্তের এই জানি ব্যবহার ॥
গম্ভীর হৃদয়-জাত রতি কদাচন।
প্রকাশে উৎকট বাহ্যে কহে কোন জন ॥
এ হেতু বিস্তার তার না করি বর্ণন।
[illegible] ভাব জানিবা লক্ষণ ॥

শৃগাল হইয়া সেই রম্য বৃন্দাবনে।
জন্ম লাভ, তবু নাহি চাহি মুক্তিগণে ॥

তথাহি মুক্তিবাদে।

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং।
ন চ বৈশেষিকিং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন ॥ ৩৯ ॥

তোমারে হরিলে যদি শির মোর যায়।
তাহে কিছু দুঃখ নাই কহিনু তোমায় ॥
সীতার লাগিয়া সেই রাজা দশানন।
দশমুণ্ড রাম করে করিল অর্পণ ॥
তাহে মোর এক মুণ্ড এর কিবা কথা।
হে খঞ্জ মঞ্জুল অক্ষি! শুন হৃদ্বারতা ॥
উৎকটার্থ গদাধর মুক্তি বাদে এই।
যাহা করিলেন আমি কহিলাম সেই ॥

তথাহি কস্যচিৎকাব্যে।

যুষ্মৎকৃতে খঞ্জন মঞ্জুলাক্ষি
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু।
নীতানি নাশং জনকাত্মজার্থে
দশাননেনাপি দশাননানীতি সমস্তং ॥ ৪০ ॥

উৎকট রাগাদি কভু গুপ্তে নাহি রয়।
অতএব কোন জন বাক্য ভ্রান্ত নয় ॥
প্রেম পূর্ব্বাবস্থা হয় উৎকটানুরাগ।
ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রে দেখ মহাভাগ ॥

অনুরাগোদয়ে সব করে পলায়ন।
ধামালী প্রমাণে তাহা করহ শ্রবণ ॥

ধামালী।

এ কোন্ বনের বাঘ।
বাঘবন্ধি মন্ত্রে এহ নাহি মানে বাগ॥
সেই অনুরাগ বাঘ।
বায়বন্ধিতেও তেঞি নাহি মানে বাগ ॥
এর বড় দেখি দাপ।
তেঞি হৃদে মারে ঝাঁপ ॥
এ বাঘের এই গুণ।
অদর্শনে করে খুন ॥
এ বাঘের ভয়ে সবে দূরেতে পলায়।
কেহ কোনরূপে সখি! নাহিক এড়ায় ॥
তবে কর অবধান।
এ বাঘের গুণ গান ॥

(পদং।)

অনুরাগ বাঘ যার হৃদে প্রবেশিল।
করম শৃগাল তার দূরে পলাইল ॥
অহংজ্ঞানরূপ বাজি করিয়া চিৎকার।
অতি বেগে পলাইল বনের মাঝার ॥

মদান্ধ গরব করি করিয়া গর্জ্জন।
কাল-কালীদহে যাঞা হইল মগন॥
কাম অজা, ক্রোধ বৃষ আর লোভ শ্বান।
মোহ মেষ আদি করি করল পয়ান॥
অনুরাগ বাঘ ভয়ে কেহ নাহি রয়।
হেন বাঘ সখি! যার হৃদে প্রবেশয়॥
তার গতি, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞ অগোচর।
শাশুড়ী-ননদী মুখে শুনি নিরন্তর॥
অনুরাগ বাঘ সঙ্গে হৈল দেখা যার।
কোথাও তাহার রক্ষা নাহি দেখি আর॥
কোন মন্ত্র কোন দেব তারে রাখিবারে।
কখন নাহিক পারে কহিনু তোমারে॥
মন্ত্র আদি নানা বাঘ অনুরাগ নয়।
সে বড় বিষম বাঘ কহিনু নিশ্চয়॥
বিপিনবিহারি কহে সে বাঘের সনে।
কোন্ পথে দেখা হবে ভাবি তাই মনে॥ ৪১॥
এই ত করিনু সাধ্য-সাধন নির্ণয়।
ভক্ত যেই সেই বুঝে অন্যে না বুঝয়॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সমুদ্র অপার।
ব্রহ্মা-শিব আদি যোগী সবাকার পার॥
মুঞি ক্ষুদ্র জীব অতি তুচ্ছ হীনমতি।
পরশিতে বিন্দু কিবা আছয়ে শকতি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতৌ।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
ক বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীরসি যোগমায়াং॥
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৪২।

যৈছে পরপতি রতি ইত্বরী নিচয়।
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে গোপন করয়॥
তৈছে আত্মভাব আদি বুদ্ধিমান জন।
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে করেন গোপন॥
যৈছে জারজাত পুত্রে জারা প্রায় জানে।
তথাপি না কহে সেহ কোন জন স্থানে॥
তদ্রূপ সাধক জন আপন ভজন।
কাহার নিকটে নাহি করেন কীর্ত্তন॥
পক্ষ যেন আকাশেতে উঠিবারে চায়।
শক্তি নাহি তবু সদা উঠিবারে যায়॥
হৃদয় বাসনা কার ক্ষুদ্র নাহি হয়।
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ফলবতী নয়॥
দরিদ্রের ইচ্ছা দেখ তাহাতে প্রমাণ।
হৃদয়ে জন্মিয়া হৃদে করে অধিষ্ঠান॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং।

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বাল বৈধব্য দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচা ইব ॥ ৪৩ ॥

নীচ উচ্চ পদ যদি পারে লভিবারে।
তৃণ সম দেখে সেই সংসারে সবারে ॥
"তৃণাদপি সুনীচেন" ধর্ম্ম মূল যেই।
ভুলি আত্মগরীমায় সদা রহে সেই ॥
এ হেতু নীচের উচ্চ পদ ভাল নহে।
নীতি-শাস্ত্রে এই কথা বার বার কহে ॥
সর্ব্ব উচ্চ ভক্ত-কবি পদ দেখি যাহা।
আমার সম্বন্ধে অতি মন্দ জানি তাহা ॥
প্রেমের উৎপত্তি আর প্রেমের বিচার।
তব সন্নিধানে এবে করিব বিস্তার ॥
মমতাতিশয়ে যেই ঘনানন্দোদয়।
সেই ঘনানন্দ প্রেম-প্রয়োজন হয় ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বৎসল, শৃঙ্গারে।
যেই ঘনানন্দোদ্ভব হৃদয় মাঝারে ॥
সেই গাঢ়ানন্দ প্রেম অতি চমৎকার।
সেবোপকরণ লোভ জানিহ যাহার ॥
পঞ্চবিধ প্রেম মধ্যে রত্যুদ্ভব-প্রেম।
শ্রেষ্ঠতম হয়, যাহে নাহি ক্ষেমাক্ষেম ॥

শান্ত ভাবোদ্ভব প্রেমাপেক্ষা দাস্য-প্রেম।
শ্রেষ্ঠ বলি গণনীয়, যাহে শুদ্ধ ক্ষেম ॥
দাস্যোদ্ভব প্রেমাপেক্ষা সখ্য-প্রেমোত্তম।
সখ্যোদ্ভব প্রেমাপেক্ষা বৎসলানুপম ॥
বৎসল হইতে শ্রেষ্ঠ রত্যুদ্ভব-প্রেম।
তুলনা রহিত যেন জাম্বুনদ হেম ॥
শান্ত-প্রেম ইক্ষুরস সম এই জানি।
দাস্য-প্রেম গুড় সম সদাকাল মানি ॥
সখ্য-প্রেম খণ্ড সম কহিনু নিশ্চয়।
বৎসল শর্করা সম কবিগণ কয় ॥
উজ্জ্বল-মধুর-প্রেম মৎস্যণ্ডী সমান।
যার আস্বাদনে রত সদা ভগবান ॥
শান্ত প্রেমপাত্র সনকাদি ঋষিচয়।
দাস্য প্রেমপাত্র রক্তকাদি সমুদয় ॥
সখ্য প্রেমপাত্র শ্রীদামাদি গোপ মানি।
বৎসল প্রেমের পাত্র নন্দাদি বাখানি ॥
মধুর প্রেমের পাত্র ব্রজগোপীগণ।
যাঁ সবার প্রেমে ঋণী শ্রীনন্দ-নন্দন ॥
"ন পারয়েঽহমিত্যাদি" শ্রীমুখ বচনে।
উজ্জ্বল-মধুর প্রেম প্রেমশির ভণে ॥
রত্যুদ্ভব প্রেম অবশেষ প্রেম হয়।
তেঞি সে মধুর প্রেম ঐছে প্রেমে কয় ॥

প্রেমের উৎপত্তি আর পাত্রাদি বিচার।
তব সন্নিধানে এই করিনু প্রচার॥
সন্দর্ভের স্থানে স্থানে প্রেমতত্ত্ব কথা।
আচ্ছাদিয়া কহিয়াছি শাস্ত্রে উক্ত যথা॥
প্রেম-পরিচয় আর প্রেমের সেবন।
শ্রবণ করহ তবে কর্ণ রসায়ন॥

(চিত্র পদং)

দুহুঁকো নয়ন, শ্রবণ বচন,
মানস পরশ ঘ্রাণ।
দুহুঁকো গমন, দুহুঁকো আসন,
বরণ ভোজন ধ্যান॥
দুহুঁকো করম, দুহুঁকো ধরম,
ভরম সরম প্রাণ।
তিল ভিন্ন নহে, এক ভাবে রহে,
সুখে দুঃখে এই জ্ঞান॥
পরস্পরান্তরে, এক ভাব ধরে,
সে ভাব অচিন্ত্য হয়।
স্বদেশ-বিদেশ, বিশেষাবিশেষ,
মনে অনুভব নয়॥
দুঁহে ঘনানন্দে নানাবিধ ছন্দে,
সদা বন্দে বন্দ্য পায়।

বিচিত্রিত ভাবে, স্বরূপ স্বভাবে,
নিভৃতে সেবয়ে তায় ॥
বেদ বিধি ছাড়া, সে সেবার ধারা,
লোভ উপচার তার।
সে সেবার ঠাঁই, নিরূপণ নাই,
কালাকাল নাহি যার ॥
নিত্য-বৃন্দাবনে, ঘনানন্দ মনে,
রসজ্ঞ প্রেমিক জনে।
লোভ উপচারে, নিকুঞ্জ মাঝারে,
করে সে সেবানুক্ষণে ॥
সরব উত্তম, প্রেমের সেবন,
বেদ বিধি আদি গায়।
করমের দোষে, কর্ণধার রোষে,
বিপিন বঞ্চিত তায় ॥ ৪৪ ॥
তবে কহি শুন এবে প্রেম-অপবাদ।
যাহাতে ভক্তের হয় সতত আহ্লাদ ॥

(চিত্র পদং)

সো প্রেম পিরীতি, অতি বিপরীতি,
না পাই তাহার দিশা।
পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি,
চুণক হলিদী মিশা ॥

দুহুঁকো মিলনে, ভাগল মদনে,
ছাড়িয়া পূরব আশ।
ছাড়ি পঞ্চশর, গণিয়া ফাঁপর,
লুকাল রতির পাশ॥
মোহন মাদন, শোষণ তাপন,
স্তম্ভন পঞ্চম শর।
পাঞা অবসরে, পাঁচের অন্তরে,
ভেল আঁখি অগোচর॥
ভূমিতে মোহন, জলেতে শোষণ,
বায়ুতে মাদন জানি।
আগিতে তাপন, আকাশে স্তম্ভন,
মিশাওল অনুমানি॥
উভয় স্বরূপ, ভেল হি বিরূপ,
পুরুখ হওল নারী।
রমণী রমণ, ভেল বিমোহন,
প্রেম গতি সুবিচারী॥
নিরমল হেম, সমতুল প্রেম,
কতবালঙ্কার তায়।
বিধি শিল্পকার, করিল প্রচার,
তাহা গণা নাহি যায়॥
প্রেম ভিক্ষাকারী, বিপিনবিহারী,
নিবেদে প্রেমিক পাশ।

প্রেম অপবাদে, পূরাইবে সাধে,
জানি অনুগত দাস ॥ ৪৫ ॥

প্রেম-বিবরণ আর প্রেমের স্বরূপ।
শ্রবণ করহ যাহা কহে কবি ভূপ ॥

(চিত্র পদং)

প্রেম কিবা রূপ হয়।
কি জাতি-মূরতি, কোথা গতাগতি,
কোন বা দেশেতে রয় ॥ ধ্রুঃ ॥

প্রেম-বিবরণ, অতি অনুপম,
কহনে না যায় তাহা।
তথাপি কহিয়ে, নিলাজ হইয়ে,
শ্রীগুরু কহান যাহা ॥

জাতিহীন প্রেম, হীন ক্ষেমাক্ষেম,
মূরতি বিহীন হয়।
কমলে কমলে, কুটিল সরলে,
গতাগতি তার কয় ॥

রস-বৃন্দাবনে, নিকুঞ্জ-কাননে,
কমল আসনোপরি।
সদা শোভা পায়, কহিনু তোমায়,
গুরু আজ্ঞা হৃদে ধরি ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে, প্রেম যা প্রকাশে,
আভাসে সে প্রেম কথা।

কহিনু তোমায়, শ্রীগুরু কৃপায়,
নাহি কহ যথা তথা ॥
রায়, বিদ্যাপতি, জয়দেব, গতি,—
প্রেমের কহিলা যাহা।
সে সবার সার, করিয়া উদ্ধার,
প্রকাশিনু এবে তাহা ॥
প্রেম-বিবরণ, অতি গূঢ়তম,
কহনে নাহিক যায়।
প্রেম-বিবরণ, বিদগধ জন,
রাখে হৃদি মঞ্জুষায় ॥
প্রেম ভিক্ষাকারী, বিপিনবিহারি,
করম কুহকে পড়ি।
প্রেমের আস্বাদে, না পাঞা বিষাদে,
কাঁদে গুরুপদ ধরি ॥ ৪৬ ॥
প্রেম-নিদর্শন তবে করহ শ্রবণ।
যাহাতে প্রেমিক চিত্ত করয়ে রঞ্জন ॥

(চিত্র পদং)

গোকুল বালার হৃদয় তড়াগে।
কমল কলিকা উঠিল সুরাগে ॥
মধুপান আশে লম্পট সারঙ্গ।
তেয়াগিল আন কুসুমের সঙ্গ ॥

তড়াগ তীর্থেতে রাখিয়া নয়ন।
দিন ক্ষণ গণে কালীয়া বরণ॥
মনের আনন্দে চারি দিকে ধায়।
আন আন ফুল পানে নাহি চায়॥
যার যথা প্রেম তার তথা প্রাণ।
যথা তথা এই দেখিয়ে প্রমাণ॥
যেমন চুম্বক স্বভাব ধরমে।
হেম ছাড়ি লোহ করে আকর্ষণে॥
তেমতি কমল কাঞ্চন পতঙ্গে।
ছাড়ি আকর্ষয়ে শ্যামল-সারঙ্গে॥
অতি নিরমল স্ফটিক উপরে।
দিনমণি প্রেম যেমন সঞ্চরে॥
তেমতি শীতল কমল উপরে।
ভ্রমরের প্রেম সতত সঞ্চরে॥
যার যথা ব্যথা তার তথা হাত।
পরাপর এই আছে সিদ্ধ বাত॥
কমলিনী জলে আকাশেতে মিত্র।
দুহেঁ প্রেমাস্বাদে প্রেম কিবা চিত্র॥
প্রেম ব্যভিচার ভয়ে কমলিনী।
নিশায় মুদিত হয় প্রেমোদিনী॥
প্রেমের ধরম প্রেমিক বুঝয়।
কর্ম্মী-জ্ঞানী তথা ঘুরিয়া মরয়॥

প্রেম পরায়ণ হয় যেই জন।
সে নাহি হেরয়ে আনের বদন ॥
প্রেম জানিবারে বাসনা যাহার।
গুরুপাদাশ্রয় উচিত তাহার ॥
গুরুকৃপা বিনু কোটি কল্পে কেহ।
বুঝিবারে নারে অপ্রাকৃত লেহ ॥
বিপিনবিহারি দাস প্রেম আশে।
রোদন করয়ে গুরুপদ পাশে ॥
বণিগ্বুদ্ধ্যে করি তোমার সেবন।
হারাইনু প্রেম অমূল্য রতন ॥
কায়স্থ জ্ঞানেতে সেবিলে তোমায়।
এতদিন প্রেম জাগিত হিয়ায় ॥
শর্ম্ম অভিমানে অ-শর্ম্ম লভিনু।
হায়! হায়! আমি কেন জনমিনু ॥
অতি অনুপম প্রেম-নিদর্শন।
দীননাথ সুত করিল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥
দর্শন-পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি প্রমাণে।
প্রেম-অপূর্ব্বতা তবে কর অবধানে ॥

ধামালী।

প্রেমইন্দু সুখসিন্ধু গোবিন্দেন্দু তায় হে।
ভাব ভরে ক্রীড়া করে পদ্মকর্ণিকায় হে ॥

রাগোদ্দেশে রাসাবেশে নবীন-মদন হে।
কাম চেষ্টা সহ শ্রেষ্ঠা করেন হরণ হে ॥
ভাব শ্রেষ্ঠা পর প্রেষ্ঠা চিত্রা-সখীগণ হে।
রাধাকৃষ্ণে বেড়ি হৃষ্টে করেন সেবন হে ॥
ভাবভক্ত অনুরক্ত ভৃঙ্গরূপে তথা হে।
মধু আশে পদ্মপাশে রহে ছাড়ি কথা হে ॥
কৃপাতীত অত্যদ্ভুত সেই পদ্ম হয় হে।
বাত গতি হীন তথি দেবগম্য নয় হে ॥
প্রেম-অপূর্ব্বতা এই বুঝে যেই জন হে।
বিপিনবিহারি তার সেবয়ে চরণ হে ॥ ৪৮ ॥

রসিক ভক্তের প্রীতি বর্দ্ধন কারণ।
প্রেম-রস তত্ত্ব কহি করহ শ্রবণ ॥
অত্যন্ত রহস্য রম্য প্রেম-রস হয়।
তথাপি কহিব তাহা পূরাতে আশয় ॥
বহির্মুখ ভয়ে প্রেম-রসের বিলাস।
সঙ্কেতে কহিব স্পষ্ট না করি প্রকাশ ॥
যিনি শৃঙ্গারাদি সর্ব্ব রসের আশ্রয়।
যাঁর উরুদ্বয় অতি মনোহর হয় ॥
বিলাস কারণ লীলাপদ্ম যাঁর করে।
ভক্তের অবিদ্যাচ্ছেদী অসি যিঁহ ধরে ॥
ভক্ত কাম-ক্রোধ আদি অসুরারি যিঁহ।
রিরংসু হইয়া রাসে সুশোভিত তিঁহ ॥

রাসক্রীড়া রত সেই রসধারাময়।
শৃঙ্গার মূরতি শ্রীকৃষ্ণের জয় জয়॥

তথাহি চিত্রকাব্যে।

রসাসার সুসারোরুরসুরারিঃ সসারসঃ।
সংসারাসিরসৌ রাসে সুরিরংসুঃ সসারসঃ॥ ৪৯॥

অপ্রাকৃত শুচিরস শুনি বহু স্থানে।
কিন্তু তাহা কিবা রূপ অনেকে না জানে॥
অপ্রাকৃত রস হয় রস-অপবাদ।
রসিক ভক্তের চিত্তে যাহাতে আহ্লাদ॥
যোনি-লিঙ্গাত্মক ব্রহ্ম শুচিরস হয়।
সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনন্দ-তনয়॥
"রসো বৈ সেত্যাদি" শ্রুতি প্রমাণ তাহার।
চিন্ময় আনন্দ রস আখ্যান যাহার॥
চিন্ময় আনন্দরস শ্রীনন্দ-নন্দন।
সয়ম্ভু স্ব-সংহিতায় করেন কীর্ত্তন॥
যোন্যর্থে প্রকৃতি সর্ব্ব কারণ-রূপিণী।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণা লীলা-বিলাসিনী॥
লিঙ্গার্থে পুরুষ কৃষ্ণ সরব কারণ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ, প্রকৃতি মোহন॥
লিঙ্গার্থে কারণ কৃষ্ণ, যোন্যর্থে করণ।
সেইত করণ রাধা করিনু কীর্ত্তন॥

সর্ব্ব কারণের অংশী পরম-কারণ।
নিত্য-ব্রজ ক্রীড়ারত মদনমোহন॥
নিত্য-ব্রজ অধিষ্ঠাতৃ, নিত্য ব্রজাশ্রয়।
তমালবরণ কৃষ্ণ যশোদা-তনয়॥
সর্ব্ব কার্য্যাংশিনী রাধা ভানুর নন্দিনী।
নিত্য-ব্রজ অধিষ্ঠাত্রী মদনমোহিনী॥
ব্রহ্মের আশ্রয় নিত্য প্রকৃতি নিশ্চয়।
প্রকৃতির নিত্যাশ্রয় পুরুষ যে হয়॥
উভয়ে উভয়াশ্রয় তেঞিঁ শাস্ত্রে কয়।
উভয় সংযোগ রস আনন্দ চিন্ময়॥
কারণ-করণ মিলি যেই রস হয়।
সেই ত শৃঙ্গাররস মহামৃতময়॥
আনন্দ-চিন্ময় রস তত্ত্ব ভগবান।
সেই ভগবান কৃষ্ণ বেদ পরমাণ॥
তাঁহার প্রকৃতি রাধা আনন্দরূপিণী।
শৃঙ্গার-স্বরূপা কৃষ্ণ চিত্ত-বিমোহিনী॥
সর্ব্বশক্ত্যংশিনী তিঁহ স্বয়ং পরাশক্তি।
কৃষ্ণ অঙ্গে রহি কৃষ্ণে সদা করে ভক্তি॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

যঃ শৃঙ্গার রসঃ প্রোক্তো রসোবৈ স ইতি শ্রুতঃ।
আনন্দ চিন্ময় রসো ব্রহ্মণা কথিতঃ স্বয়ং॥

আনন্দাধার লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মেতি শিবভাষিতং।
লিঙ্গরূপং হি তদ্ব্রহ্ম প্রকৃত্যা চ সমং মুদা।
সিসৃক্ষতি জগৎসর্ব্বং গুণেন গুণবান্ প্রভুঃ।
লিঙ্গ যোন্যাত্মিকা জাতাস্তস্মাদেতাঃ প্রজাঃ কিল ॥
যা যোনিঃ সা পরাশক্তিঃ সা শক্তিঃ প্রকৃতির্ম্মতা।
প্রকৃতিঃ সা ব্রহ্মযোনিঃ কবিভির্গীয়তে সদা।
ব্রহ্মযোনি নমস্তে তু প্রমাণং তত্র দৃশ্যতাং ॥
শক্তিমান্ পুরুষো যোহি সানন্দরসরূপকঃ।
স রসো ভগবান্ কৃষ্ণো নিত্য রাসরসে রতঃ ॥ ৫০ ॥

শৃঙ্গার-স্বরূপ কৃষ্ণ মদন-মথন।
শৃঙ্গার রসেতে মগ্ন সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
রাধাকৃষ্ণ একাত্মতা সর্ব্বকাল হয়।
সেই একাত্মতা ভাব শৃঙ্গার নিশ্চয় ॥
আনন্দ চিন্ময়রস সেই ত শৃঙ্গার।
শৃঙ্গার-রসের এই তত্ত্ব চমৎকার ॥
আনন্দ আধার লিঙ্গ শিব যারে কয়।
কারণ স্বরূপ সেই লিঙ্গ সু-নিশ্চয় ॥
কারণ স্বরূপ সদানন্দাধার হরি।
ব্রহ্মসংহিতায় ইহা দেখ নেত্র ভরি ॥
সেই ত কারণ রূপ নিত্যানন্দাধার।
স্ব-প্রকৃতি সহৈক্যতা সদা, কহি সার ॥

সেই ত ঐক্যতা ভাব শুচিরস হয়।
আনন্দ-চিন্ময়রস যেই রসে কয়॥
শক্তি আর শক্তিমানে সর্ব্বদা অভেদ।
মোর বাক্য নহে ইহা,—কহে যত বেদ
সেই শক্তি পরাশক্তি রাধা যাঁর নাম।
যিঁহ পূরায়েন সদা শ্রীকৃষ্ণের কাম॥
শক্তিমান্ পুরুষ কৃষ্ণ নিত্যানন্দরস।
যেই রস শুচিরস যাহে সর্ব্ব বশ॥
সেই শুচিরসাখ্যান আনন্দ-চিন্ময়।
শুচিরস তত্ত্ব এই কহিনু নিশ্চয়॥
রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণরাধা ছাড়া কভু নহে।
"রাধয়ামাধবেনৈবেত্যাদি" ঋক কহে॥
তেঞিঃ শ্রীশৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি হরি।
ক্ষেত্রধামে রামানন্দ দেখে নেত্র ভরি॥
রসরাজ, রসেশ্বর, বহুজন কয়।
সেই দুই কৃষ্ণচন্দ্র চিদানন্দ ময়॥
শ্যামরস পরব্রহ্ম সর্ব্বরস সার।
সবার দুর্ল্লভ সেই রস চমৎকার॥
শ্যামার্থে শৃঙ্গার রূপ স্বয়ং ভগবান।
সেই ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্র পরমাণ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতা ভাব যেই।
মূর্ত্তিমান শুচিরসানন্দ হয় সেই॥

তথাহি-রসেশ্বর দর্শনাদৌ।

রসোবৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি।
রসস্য পরব্রহ্মণা সাম্যমিতি। শৃঙ্গারঃ সখি
মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধ হরিঃ ক্রীড়তীতি চ ॥ ৫১ ॥

"সঃ" শব্দার্থে সেই কৃষ্ণ পরংব্রহ্ম হয়।
আনন্দার্থে আহ্লাদিনী রাধিকা নিশ্চয় ॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের ঐক্যভাব চিত্র যেই।
শৃঙ্গার আনন্দ রস সু-নিশ্চয় সেই ॥
নিশ্চয়ার্থে "বৈ" শব্দ বেদ প্রকাশয়।
সাম্যার্থে সমতৈক্যতা শব্দ শাস্ত্রে কয় ॥
মূর্ত্তিমচ্ছৃঙ্গার হরি জয়দেব বাণী।
অপ্রাকৃত শুচিরস কহিনু বাখানি ॥
আনুকূল্য সেবালব্ধ ঐছে রস সার।
উত্তমা ভকতি হয় আখ্যান যাহার ॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐছে রস গ্রাহ্য হয়।
পঞ্চরাত্রে মুনিবর ফুকারিয়া কয় ॥

তথাহি শ্রীমন্নারদপঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ৫২ ॥

তৎপরত্ব বিনা কোটি জন্মে কোন জন।
উত্তমা ভক্তির মুখ না পায় দর্শন ॥

কৃষ্ণের কৃপায় শ্রীভরত-মুনিবর।
শৃঙ্গার রসের তত্ত্ব হন সু-গোচর॥
তাঁর মুখে ঐছে তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
রসাবেশে ব্রজে আসি শ্রীনন্দ-নন্দন॥
স্বাহ্লাদিনীর অংশা ব্রজ বল্লবীর সঙ্গে।
স্বাহ্লাদিনী সহ শুচি রসাস্বাদে রঙ্গে॥
আপ্তকাম যদুপতি শ্যাম রসময়।
ভক্ত প্রীতি তরে ঐছে রস আস্বাদয়॥
গোপী সঙ্গে রসক্রীড়া পরিপাটী যাহা।
ভাগবতে শুকদেব বর্ণিলেন তাহা॥
রস কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রস আনন্দ-চিন্ময়।
পূর্ণতম রূপে যার গোকুলে উদয়॥
গুরু কৃপা বিনা ঐছে রস আস্বাদন।
কোটি কল্পে কার নাহি হয় কদাচন॥
এ রসে রসিক্ এবে দেখি তিনজন।
তিনেতে গোপতে করে রস আস্বাদন॥
সেই তিন জন পাদপদ্ম করি আশ।
রস অপবাদ এই করিনু প্রকাশ॥
হেন রস আস্বাদন করে যেই জন।
বিধি-নিষেধাদ্যতীত সেই সর্ব্বক্ষণ॥
পরংপরমার্থী সেই সংসার মাঝারে।
তাঁর ক্রিয়ামুদ্রা আদি কে বুঝিতে পারে॥

কভু শিশু কভু যুবা কভু বৃদ্ধ সেই।
কভু ভক্ত কভু দেব কহিলাম এই ॥
কভু রাজা কভু দীন কভু শোকাতুর।
কভু বা আনন্দময় অতি সুমধুর ॥
কভু বা কঠোর ভাষী কভু সর্ব্বত্যাগী।
কভু ভোগী কভু যোগী কভু বা বিরাগী ॥
কভু হাসে কভু কাঁদে কভু নাচে গায়।
কভু বা ভ্রমণ করে অবধূত প্রায় ॥
কৃষ্ণে, কৃষ্ণ তরে করি ইন্দ্রিয় সংযোগ।
বিচিত্র ভাবেতে রহে ছাড়ি ভোগাভোগ ॥
প্রকৃতি অতীত সেই পরমার্থী যথা।
রে হৃদয়! অবিলম্বে চল চল তথা ॥
তথায় বুঝিবে অপ্রাকৃত শুচিরস।
কেন এ জড়ীয় রসে হইছ বিবশ ॥
হায়! হায়! অদ্বৈতীর কিবা বিড়ম্বনা।
নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে করে রসের কল্পনা ॥
পুরুষ প্রকৃতি বিনা জড় জড়াতীতে।
রসের সম্ভব নাই বুঝে দেখ চিতে ॥
কোন্ শাস্ত্র যুক্তি বলে মায়াবাদীগণ।
নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে করে রসের কল্পন ॥
এ সব কথায় আর নাহি কোন ফল।
কথায় কথায় কথা বাড়িবে কেবল ॥

যুবকের শিরোমণি নায়ক-প্রবর।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ রসরত্নাকর॥
প্রেম-কল্পতরু নর-নারী বিমোহন।
পরম মাধুর্য্যময় সর্ব্ব আকর্ষণ॥
যুবতীর শিরোমণি নায়িকা-প্রবরা।
ভানুর ঝিয়ারি রাধা মানেতে প্রখরা॥
প্রেম-কল্পলতা-শ্যামরস বিনোদিনী।
শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী সর্ব্ব গোপীর অংশিনী॥
যুবক কৃষ্ণের আর যুবতী রাধার।
পরস্পর সম্মিলন রস যে শৃঙ্গার॥
রত্যবলম্বন কিংবা রতিরালম্বন।
যুবতী যুবার যুব যুবতীর হন॥
উদ্দীপন হেতু তায় মাল্যাদি চন্দন।
আলম্বন, উদ্দীপন এই ত গণন॥
রত্যামোদ ভাব যেই শৃঙ্গারাখ্যা তার।
যুবা-যুবতীতে উৎপাদিত অনিবার॥
যুবার-যুবতী যুবতীর-যুবা আর।
সংযোগের স্পৃহা যেই সেই ত শৃঙ্গার॥
রতিক্রীড়া আদি তার হেতু মাত্র হয়।
শৃঙ্গার রসার্থ এই শ্রীভরত কয়॥

তথাহি শ্রীভরতালঙ্কারে।

পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সম্ভোগ প্রতি যা স্পৃহা।
স শৃঙ্গার ইতি প্রোক্তঃ রতিক্রীড়াদি কারণং॥ ৫৩॥

রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাস কারণ।
নিভৃতে করয়ে যেই গণ্ডাদি-চুম্বন ॥
শ্রীআনন্দ-রসকেলী আখ্যান তাহার।
বেদ-বিধি অগোচর কহিলাম সার ॥
বাসরঙ্গ-রাসরঙ্গ রাস-রস যেই।
বিলাস নিদান সেই কহিলাম এই ॥
বস রসনাদি দ্বারা গ্রহণীয় হয়।
ইঙ্গিতে কহিনু এই করিয়া নিশ্চয় ॥
প্রাকৃত রসিক ভয়ে অপ্রাকৃত রসে।
অপ্রাকৃত ভক্ত রাখে স্বপ্রকৃতি বশে ॥
অপ্রাকৃত রসিকের অপ্রাকৃত সর্ব্ব।
যাঁর আগে নত রহে স্মরাদির গর্ব্ব ॥
শৃঙ্গারাখ্য রতিক্রীড়া বহু মত কয়।
তার মধ্যে সুষ্ঠু যাহা তাহা এই হয় ॥

(চিত্র পদং।)

দেখ সখি! রাধাগোবিন্দ বিলাস।
দেখাইতে হৃদে লাগয়ে তরাস ॥ ধ্রুঃ ॥
চাঁদের উপরে পড়ল চন্দ।
চকোরে চকোরে লাগল দ্বন্দ্ব ॥
ধনুতে ধনুতে হওল স্পর্শ।
নিশাসে নিশাসে পবন ধর্ষ ॥

অধরে অধরে চুম্বনানন্দ।
অমৃত ক্ষরয়ে সুমন্দ-মন্দ॥
তরুতে লতাতে জড়িত ভেল।
সুতাল ফলক চেপটি গেল॥
সরোজ উপরে সরোজ মেল।
মদন আবেগে হানল শেল॥
তরুণ তরুণী হৃদয় দাহে।
মদনে জিনিতে ত্বরিত চাহে॥
জঘন শবদ ডিণ্ডিম বাজে।
বিপিন বিলাস সমর মাঝে॥
প্রকৃতি অতীত এ রাস রঙ্গ।
পরকীয়াভাবে গোকুলে অঙ্গ॥
রসিক ভকত এ রস সারে।
বুঝিবে রসিক গুরুর দ্বারে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দে বিপিনে রাস।
বিপিন-হৃদয় বিপিনে আশ॥
ভ্রান্তাশান্তাদান্ত অনুগ যেহ।
বুঝিতে নারিবে সে এই লেহ॥
প্রাকৃত ভাবেতে বুঝিয়া সেই।
নরকে যাইবে কহিনু এই॥
শুকবাক্য এই পুরাণে আছে।
এ বিপিন কহে তোমার কাছে॥ ৫৪॥

কর্ণাট রাগঃ।

ধব পরাভব হেরি কহে রতি সতী।
হা বিধাতঃ! করিলে কি পতির এ গতি॥
ভুবন বিজয়ী যিনি তাঁর পরাজয়।
এ কথা কহিতে লোকে বিদরে হৃদয়॥
শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ কত বল ধরে।
আমার পতিরে তিঁহ পরাজয় করে॥
ব্রহ্মেন্দ্র-শঙ্কর আদি দেব সমুদয়।
যাঁর কাছে পরাভূত তাঁর পরাজয়॥
যাঁর পঞ্চশর দর্পে ভুবন কাঁপয়।
সেই পতি কাঁপে এবে হঞা পরাজয়॥
যাঁর ধনুষ্টঙ্কারেতে চকিত ভুবন।
লাজে আজ হেরি তাঁর মলিন বদন॥
নিরন্তর মম রামারণ্যে ক্রীড়া যাঁর।
গোপী গূঢ় রামারণ্যে পরাজয় তাঁর॥
এতদিন জানিতাম মো-পতি সমান।
ভুবন ভিতরে কেহ নাহি বলবান॥
সেই গরবেতে আমি গরবিনী হয়ে।
দিয়াছি অনেক দুঃখ রুমণী-হৃদয়ে॥
এবে মোর সে গরব গোপ-রমাগণ।
ভাঙ্গিয়া করিল চূর্ণ জন্মের মতন॥

কিবা মন্ত্র জানে সেই ব্রজগোপীগণ।
যাহাতে হইল মোর গরব চূর্ণন॥
হায়! হায়! মন দুঃখ কহিব কাহায়।
লাজে-দুঃখে এবে বুঝি প্রাণ বাহিরায়॥
কাম পরাজয়ে এই রতির বিলাপ।
শ্রবণে-পঠনে দূরে যায় স্মর তাপ॥
বৃন্দাবন বিহারেতে সবার গরব।
গোপ-গোপীগণ সঙ্গে নাশিলা মাধব॥
যথা প্রেমময়ী লীলা গোবিন্দের হয়।
তথায় গর্ব্বাদি ভাব রাহিতে নারয়॥
ভক্তগণে এই শিক্ষা দিবার কারণ।
ব্রজে সর্ব্ব গর্ব্ব আদি নাশে শ্রীরমণ॥
শ্রীরতি-মঞ্জরী সহ মদনমোহন।
সর্ব্বকাল জয়যুক্ত জানি সর্ব্বক্ষণ॥
মন্মথ বিজয়-লীলা গোবিন্দের যাহা।
প্রাকৃত করিয়া বর্ণে যেই জন তাহা॥
সেই জন মহামূর্খ-পাপী দুরাচার।
ভাগবত আদি এই কহে বার বার॥
কর্ম্মদোষে গুরু রোষে এ বিপিন দাস।
বুঝিতে নারিল রাধা গোবিন্দ বিলাস॥ ৫৫॥
পবিত্র শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ হয়।
তেঞিঃ সে শৃঙ্গার রসে শুচিরস কয়॥

শৃঙ্গারাধিষ্ঠাতা দেব শ্রীনন্দ-নন্দন।
দক্ষিণ বিভাগ অন্তে রূপের লিখন॥
অপ্রাকৃত শৃঙ্গারের প্রতিবিম্ব যেই।
প্রাকৃতিক জগতেতে শুচিরস সেই॥
চিদ্রসের প্রতিবিম্ব অচিতে পড়য়।
তত্ত্বজ্ঞে বুঝয়ে ইহা মূর্খে না বুঝয়॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত দুই দৃষ্টান্তের দ্বারে।
কহিব রসের তত্ত্ব ক্রমশঃ তোমারে॥
চিদচিতে সর্ব্বরস নিত্য বিরাজিত।
ইহাতে অন্যথা নাহি হয় কদাচিত॥
নাট্যরস নববিধ শাস্ত্রে যাহা কয়।
সেই সব রস চিজ্জগতে বিরাজয়॥
আনন্দাদি স্থায়িভাব হয়ত যাহার।
সেই ত মধুর রস শৃঙ্গারাখ্যা যার॥
দান-ধর্ম্ম-যুদ্ধাদিতে অত্যুৎসাহ যেই।
বীররসাখ্যান তার কহিলাম এই॥
শোক স্থায়িভাব যার করুণাখ্যা তার।
কৌতুক উদ্ভব হাস্য করিনু প্রচার॥
মানবের অন্তরীক্ষ আদিতে গমন।
অসম্ভব কার্য্য সব করিয়া দর্শন॥
হৃদয়েতে যেই ভাব সমুদিত হয়।
অদ্ভুতাখ্য রস সেই জানিহ নিশ্চয়॥

ক্রোধ-রাক্ষসাদি জন্ম হৃদে যেই ভয়।
ভয়ানক রস সেই,—রস বিজ্ঞে কয়॥
ঘৃণাকর পূয়ঃ রস প্রভৃতি জনিত।
ঘৃণোদয় যেই,—সেই বীভৎস বিহিত॥
সর্ব্বাভিভাবিতা যেই,—রৌদ্ররস সেই।
নব নাট্য রস-তত্ত্ব কহিলাম এই॥
শান্তরস অলৌকিক হয় সুনিশ্চয়।
অতএব শান্তরস ব্যক্তযোগ্য নয়॥

তথাহি রত্নকোষে।

শৃঙ্গার বীর বীভৎস রৌদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ নবনাট্যা রসাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৬॥

রসনার গ্রাহ্য রস চুম্বনাদি দ্বারে।
রসিক সকল এই কহে বারে বারে॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে।

রসো হি রসনাগ্রাহ্যশ্চুম্বনাদ্যৈর্বিশেষতঃ।
ইত্যাহু রসিকাঃ সর্ব্বে কথয়ামি তবাগ্রতঃ॥ ৫৭॥

রসনাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যাহা হয়।
রসাখ্যান হয় তার কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদাদৌ।

রসস্তু রসনা গ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা।
সহকারী রসজ্ঞায়া নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ॥
রসো হি চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শৃঙ্গারাদিরনেকধা॥ ৫৮॥

স্বাসন জ্ঞানেতে রস কারণ নিশ্চয়।
সহকারী অর্থে এই মুক্তাবলী কয়॥

তথাহি সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাং।

সহকারীতি স্বাসনজ্ঞানে রসকারণমিত্যর্থঃ। পূর্ব্ববদিতি জলপরমাণো রসোনিত্যঃ অন্যঃ সর্ব্বোঽপিরসোঽনিত্য ইত্যর্থঃ॥ ৫৯॥

চিদ্রসানভিজ্ঞ যত নৈয়ায়িক গণ।
শুদ্ধ জল পরমাণু রস নিত্য কন॥
অনিত্য বলিয়া অন্য সর্ব্ব রসে গান।
হায়! হায়! তাঁসবার কিবাশ্চর্য্য জ্ঞান॥
কষায়াম্ল, কটু, তিক্ত, মধুরাদি যেই।
সর্ব্ব রসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য কহিলাম এই॥
সপ্ত গৌণ, পঞ্চ মোক্ষ, কাব্য রস যাহা।
সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুঝে দেখ তাহা॥
রূপ, গুণ, নাম, লীলা রস যেই হয়।
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সব কহিনু নিশ্চয়॥
রত্যুৎসাহ, শোক, হাস্য, জুগুপ্সা, বিস্ময়।
ক্রোধ, ভয় আদি এই স্থায়ি ভাব হয়॥

তথাহি শ্রীভরতালঙ্কারে।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ংতথা॥
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী॥ ৬০॥

শৃঙ্গারেতে রত্যানন্দ, অত্যুৎসাহ বীরে।
করুণেতে শোক স্থায়িভাব কহে ধীরে॥

হাস্যেতে কৌতুক আর অদ্ভুতে বিস্ময় ।
বীভৎস রসেতে ঘৃণা, ভয়ানকে ভয় ॥
সর্ব্বাভিভাবিতা রৌদ্ররসে জানি নিতি ।
শান্তরসে আত্মানন্দে সদা অবস্থিতি ॥
যদ্যপিহ শান্তরস অলৌকিক হয় ।
তথাপি কহিনু মুঞি যথা জ্ঞানোদয় ॥
স্থায়িভাব অর্থ বিজ্ঞে নানা মত করে ।
সারার্থ কহিনু মুঞি অতি অল্পাক্ষরে ॥
ইথে মোর যেই দোষ হবে দরশন ।
তাহা সংশোধিয়া লবে শ্রোতা-বক্তা গণ ॥
নিরস আমার দেহ, নাহি জ্ঞান লেশ ।
মনের আগ্রহে লিখি কহিনু বিশেষ ॥
চতুর্থ মূলেতে উক্ত শুদ্ধারতি যেই ।
সামান্যাতি-নিরমল শান্তি ভেদে সেই ॥
শুদ্ধারতি তিন রূপ জানিহ নিশ্চয় ।
অনুভাবাবস্থা যার ত্রিবিধ কহয় ॥
শরীর কম্পন আর নয়ন মিলন ।
উন্মীলন আদি এই ত্রিবিধ গণন ॥
সামান্য জনার আর বালিকা সবার ।
ভাবহীন কৃষ্ণরতি "সামান্যাখ্যা" তার ॥
নানাবিধ ভক্ত সঙ্গ কারণে সাধনে ।
বহু ভাবাপন্না রতি "স্বচ্ছা" জানি মনে ॥

যা সবার চিত্তবৃত্তি নিষ্ঠাভাব হীন।
তা সবার "স্বচ্ছা রতি" জানিহ প্রবীণ॥
হৃদয়ের নির্ব্বিকল্প ভাব যেই হয়।
প্রাচীন সকল তার "শমাখ্যা" লিখয়॥
অনুগ্রাহ্য, সখা, পূজ্য, ভক্তত্রয় যেই।
অনুক্রমে সেই তিনে রতিত্রয় এই॥
প্রীতি, সখ্য, বৎসলতা, কহিনু নিশ্চয়।
এ তিনের অনুভাবাবস্থা এই হয়॥
নেত্রাদির প্রফুল্লতা, ঘূর্ণন, জৃম্ভন।
অনুভাবাবস্থা এই করিনু কীর্ত্তন॥
কবলা, সঙ্কুলা ভেদে ঐছে রতিত্রয়।
বিধ প্রকার হয়,—শাস্ত্র বিজ্ঞে কয়॥
অন্যবিধ রতিগন্ধ হীন রতি যেই।
কবলাখ্য" রতি সেই কহিলাম এই॥
দুই-তিন রতি যদি সংমিশ্রণ হয়।
"সঙ্কুলাখ্যা" রতি সেই জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণই আরাধ্য মোর এই ধ্রুব জ্ঞানে।
"প্রীতি" বলি ব্যক্ত এই কহিনু সন্ধানে॥
কৃষ্ণাসক্তি কৃষ্ণ বিনা অপ্রীতি অপরে।
অনুভাবাবস্থা তার শাস্ত্রেতে প্রচরে॥
হে কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা যেই মত হয়।
সেইমতাবস্থা মোর হউক নিশ্চয়॥

শারদারবিন্দ শোভা নিন্দি আপনার।
শ্রীপদ-যুগল যেন ভাবি অনিবার॥

তথাহি শ্রীমন্মুকুন্দমালায়াং।

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামং।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ-
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥ ৬১॥

কৃষ্ণ তুল্য অভিমানী গণে সখা কয়।
"বিস্রম্ভ" স্বরূপা রতি সে সবার হয়॥
সখা রতি হেতু তার "সখ্যরতি" নাম।
অসঙ্কোচে পরিহাস আদি অনুপাম॥
শ্রীকৃষ্ণের গুরু অভিমানী পূজ্য আর।
কৃষ্ণে অনুগ্রহময়ী রতি সে সবার॥
"বাৎসল্যাখ্যা রতি" সেই বৎসলজ হয়।
চেষ্টা তার বহুবিধ জানিহ নিশ্চয়॥
চিবুক স্পর্শন আদি লালন-পালন।
শুভ আশীর্ব্বাদ, শুভ বাঞ্ছা সর্ব্বক্ষণ॥
কৃষ্ণ আর মৃগাক্ষীর পরস্পর যেই।
সম্ভোগাদি হেতু "প্রিয়তাখ্য" রতি সেই॥
মধুরা-উজ্জ্বলা রতি নামান্তর তার।
নানাবিধ চেষ্টা যার শাস্ত্রেতে প্রচার॥

কটাক্ষ, ভ্রূ-ভঙ্গী, প্রিয়বাণী, স্মিতহাস।
উরসাদি সন্দর্শন জানিহ নির্যাস॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরা পরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাংকটাক্ষ ভ্রূক্ষেপ প্রিয়বাণী স্মিতাদয়ঃ॥ ৬২॥

ভাবে ভাব মিশ্র হঞা ভিন্ন ভাব ছাড়ে।
"পরাপ্রীতি" নাম তার কহিনু তোমারে॥
হেন পরাপ্রীতি যথা তথা কৃষ্ণোদয়।
অত্যন্ত রহস্য এই ব্যক্তযোগ্য নয়॥
উৎ[illegible] [illegible]বিস্ময়, হাস, শোক, ক্রোধ, ভয়।
জুগুপ্সা [illegible]তে গৌণী রতি সাত হয়॥
প্রধানা রতির অধীনতার কারণ।
উৎসাহাদি ষটকের কৃষ্ণ আলম্বন॥
জুগুপ্সার শরীরাদি আলম্বন হয়।
তব সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয়॥
চন্দ্রালোক, রত্নকোষ, ভরতালঙ্কার।
দর্শন, দর্পণ, রসামৃতসিন্ধু আর॥
এই সব মতে গৌণ, মুখ্য রসতত্ত্ব।
কহিনু তোমার স্থানে সহিত মহত্ত্ব॥
স্থানে স্থানে নানা মতে রসের সিদ্ধান্ত।
গুর্ব্বাশ্রয়ে করিয়াছি দেখিবে সুশান্ত॥

কান্ত-কান্তা মিলনাদি শুচিরস হয়।
মধুর রসাদি যার নামান্তর কয়॥

তথাহি সংস্কৃতসারসংগ্রহে।

স্পর্শনাল্লিঙ্গনাদ্যস্য স্মরণাচ্ছ্রবণাদপি।
রস্যতে সকলো দেহঃ স রসো মধুরঃ স্মৃতঃ॥
বৎসলাদি রসাঃ সর্ব্বে বর্ত্তন্তে মধুরে পরে।
তস্মাচ্ছেষ রসঃ প্রোক্ত মধুরঃ পর সংজ্ঞকঃ॥ ৬৩।

বৎসলাদি রস পরে মধুরে মিলয়।
অতএব শেষ রস মধুর নিশ্চয়॥
মধুর-উজ্জ্বল-শুচি-শৃঙ্গারাখ্য-রতি।
মধুরের পর নাম জানিহ সুমতি॥
সর্ব্বোত্তমোত্তম রস মধুর নিশ্চয়।
পরম আনন্দ রস শাস্ত্রে যারে কয়॥
সকলের অবশেষ মধুর প্রচার।
"মধুরেণ সমাপয়েৎ" প্রমাণ তাহার॥
শান্ত শ্বেত, প্রীত চিত্র, অরুণ প্রেয়ান।
বৎসল সু-শোণ, শ্যাম মধুর ধীমান্॥
হাস্য সু-পাণ্ডুর বর্ণ, পিঙ্গল অদ্ভুত।
বীর গৌর, করুণহি ধূম্রবর্ণ সুতঃ॥
রৌদ্র রক্ত, কালবর্ণ ভয়ানক ধরে।
বীভৎস সু-নীল বর্ণ,—শাস্ত্রে গান করে।

দ্বাদশ রসের বর্ণ করিনু বিস্তার।
দ্বাদশ দেবতা যার শাস্ত্রেতে প্রচার॥
কপিল, মাধবোপেন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ আর।
শ্রীনন্দ-নন্দন, বলদেব, কূর্ম্মাকার॥
কল্কীদেব, শ্রীরাঘব, ভার্গব, শূকর।
শ্রীমীন, দ্বাদশ এই করিনু গোচর॥

তথাহি দক্ষিণবিভাগে।

শ্বেতশ্চিত্রোরুণঃ শোণঃ শ্যাম পাণ্ডর পিঙ্গলৌ।
গৌরো ধূম্রস্তথা রক্তঃ কালো নীলঃ ক্রমাদমী॥
কপিলো মাধবোপেন্দ্রো নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ।
বলঃ কূ' স্তথা কল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিবিঃ॥
মীন ইত্যেষু কথিতাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশ দেবতাঃ॥ ৬৪।

চরাচর সর্ব্ব জগদানন্দ যাহায়।
মধুর আনন্দ রস সেই,—বিজ্ঞে গায়॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে।

অথবা মোদয়েৎ সর্ব্বং জগচ্চৈতচ্চরাচরং।
রসহ্যানন্দ স্তস্মাচ্চ মধুরং রসিকা বিদুঃ॥ ৬৫॥

শান্তরসে চিত্ত পূর্ত্তি, প্রীতাদি পঞ্চেতে।
চিত্তের বিকাশ ভাব বুঝহ মনেতে॥
বীরাদ্ভুত রসে জানি চিত্তের বিস্তার।
করুণায়, রৌদ্রে, ভয়ে হৃদ্বিক্ষেপ সার॥

বীভৎস রসেতে ক্ষোভ জানিহ নিশ্চয়।
রস বিজ্ঞজন গণে এই কথা কয়॥
চিন্তাপথাতীত চমৎকার রাশ্যাকর।
শুদ্ধ সত্ত্ব উজ্জ্বলিত চিত্তে নিরন্তর॥
অত্যাস্বাদ উৎপাদন নিত্য করে যেই।
তাহাকেই রস বলে,—কহিলাম এই॥
অনন্যবুদ্ধিতে বুধ প্রগাঢ় সংস্কারে।
ভাবনার পদ চিত্তে অনুভবে যারে॥
ভাবাখ্যান হয় তার কহিনু তোমায়।
এই রস-তত্ত্ব কথা রাখিবে হিয়ায়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

ব্যতীত্যভাবনা বর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥
ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্য বুদ্ধিনা।
ভাব্যতে গাঢ় সংস্কারেশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে॥ ৬৬॥

পিতৃসত্ত্ব, মাতৃসত্ত্ব, দেবসত্ত্ব আর।
অভ্যাগত সত্ত্ব আদি যত আছে যার॥
সর্ব্বসত্ত্ব হরি হত কলি পুত্রগণ।
স্বপ্রিয়া পদারবিন্দে করে সমর্পণ॥
তৈছে প্রেমরসলিপ্সু ভাগ্যবন্ত জন।
সকল লোকের সত্ত্ব করিয়া হরণ॥

কায়-মনো-বাক্য সহ গোবিন্দ-চরণে।
সমর্পিয়া,—প্রেমরস করে আস্বাদনে॥
সর্ব্বধর্ম্ম-সর্ব্বস্পৃহা না করিলে ত্যাগ।
প্রেম-রসাস্বাদ নাহি মিলে মহাভাগ॥
ফল্গু বৈরাগ্যেতে দগ্ধ-শুষ্ক জ্ঞান যার।
তর্কনিষ্ঠ মীমাংসক জন জানি আর॥
ভক্তিরস আস্বাদনে এ দুই জনার।
অধিকার নাহি এই কহি বার বার॥
তস্কর হইতে মহানিধি প্রাপ্ত ন্যায়।
গোপনে রাখিবে রস হৃদি মঞ্জুষায়॥

তথাহি তত্রৈব।

ফল্গু বৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্ক জ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদ বহির্মুখাঃ।
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জরন্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তি রসঃ সদা॥ ৬৭॥

ভক্তে ভক্তিরস পিয়ে, কর্ম্মী-জ্ঞানী দূরে।
কর্ম্মী-জ্ঞানী হৃদে ভক্তিরস নাহি স্ফূরে॥
কেবা কৃষ্ণভক্ত কেবা কৃষ্ণাভক্ত হয়।
ভক্তের লক্ষণে তাহা-বুঝিবে নিশ্চয়॥
স্বাভীষ্ট ভাবেতে সদা ভাবিতান্তঃ যাঁর।
কৃষ্ণভক্ত সেই জন,—উদ্ধারে সংসার॥

সত্য বাক্য আদি ঊনত্রিংশৎ গুণ যাহা।
কৃষ্ণ সম কৃষ্ণ ভক্তে বিরাজিত তাহা॥

তথাহি তত্রৈব।

তদ্ভাব ভাবিত স্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ॥
যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ।
প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽন্যে ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥ ৬৮॥

ঊনত্রিংশৎ গুণ ছাড়া কোন কোন গুণ।
কৃষ্ণভক্তে শোভা পায় কহি পুনঃ পুনঃ॥
কৃষ্ণভক্ত হয় জানি দ্বিবিধ প্রকার।
সাধক, শ্রী-সিদ্ধ, এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
কৃষ্ণে জাত রতি কিন্তু বিঘ্ন একবারে।
দূরীভূত হয় নাই কভু বা প্রচারে॥
কৃষ্ণের দর্শন লাভে যোগ্য সু-নিশ্চয়।
সেই ত সাধক ভক্ত শ্রীরূপ কহয়॥

তথাহি তত্রৈব।

উৎপন্ন রতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬৯॥

সর্ব্বদুঃখহীন, কৃষ্ণ হেতু সর্ব্বক্রিয়া।
প্রেম সুখাস্বাদে রত সদা যাঁর হিয়া॥
তিঁহ সিদ্ধভক্ত,—এই প্রভু রূপ কয়।
সু-সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ, নিত্য সিদ্ধ দুই হয়॥

তথাহি তত্রৈব।

অবিজ্ঞাতাখিল ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত প্রেমসৌখ্যাস্বাদ পরায়ণাঃ।
সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা নিত্য সিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা ॥ ৭০ ॥

শ্রী-সাধন সিদ্ধ, কৃপা সিদ্ধ ভেদে দুই।
শ্রী-সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ হয় কহিলাম মুই ॥

তথাহি তত্রৈব।

সাধনৈঃ কৃপয়াচাস্ত দ্বিধা সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল তুল্য যেই সব জন।
সাধক মধ্যেতে গণ্য তাঁহারাই হন ॥
মার্কণ্ডেয় ঋষি আদি যতেক লিখন।
শ্রী-সাধন সিদ্ধ তাঁরা করিনু কীর্ত্তন ॥
যজ্ঞ পত্নী, বলি, শুক আদি সমুদায়।
কৃপাসিদ্ধ ভক্ত,—এই কহিনু তোমায় ॥
আত্মকোটি গুণ কৃষ্ণে যেই সবাকার।
সর্ব্বোত্তম প্রেম হৃদে শোভে অনিবার ॥
কৃষ্ণ সম গুণরাজি যাহাদের হয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তারা সদানন্দময় ॥
ব্রজ গোপ, গোপী আদি যাদব নিচয়।
নিত্যসিদ্ধ রূপে গণ্য জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ সম লোক, ন্যায় চেষ্টা সবাকার।
নিত্য সিদ্ধ তত্ত্ব এই করিনু প্রচার ॥

ঐছে সবাকার কর্ম্মবন্ধ-জন্মাভাব।
এ হেন সিদ্ধান্ত ঋষি বাক্যে হয় লাভ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

যথা সৌমিত্রি ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্যদৃচ্ছয়া।
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরং।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥ ৭২॥

বৈষ্ণবার্থে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত এথা কয়।
মূলের সারার্থ এই জানিহ নিশ্চয়॥
বহির্বাস, কৌপীনাদি ধারণ, মুণ্ডন।
বৈষ্ণবার্থ নহে এথা,—কহে বিজ্ঞগণ॥
কৃষ্ণের পঞ্চাশদ্‌গুণ ভিন্ন অন্য গুণ।
সিদ্ধগণে বিদ্যমান, কহি এই শুন॥
সিদ্ধিপ্রদত্বাদি শংসনীয় গুণ গণ।
সিদ্ধভক্তগণে বিদ্যমান সর্ব্বক্ষণ॥
ভাবভেদে শান্ত, দাস, সুত আদি আর।
সখা, গুরুবর্গ, প্রিয়-প্রেয়সী বিস্তার॥
এই সব ভক্ত হয় ভক্তি অধিকারী।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু বিচারি॥
ভক্তবিনা অন্যে ভক্তি অধিকারী নহে।
বেদ-বিধি-বিজ্ঞে এই বার বার কহে॥

ভাবগণে সু-প্রকাশ নিত্য করে যেই।
উদ্দীপনাধার সেই কহিলাম এই॥
ভাব শব্দে এথা রত্যবধি মহাভাব।
প্রভু শ্রীরূপের বাক্যে এই হয় লাভ॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, স্মিত, প্রসাধন।
শ্রীঅঙ্গ সৌরভ, বংশী, নূপুর মোহন॥
শৃঙ্গ, শঙ্খ, ক্ষেত্র, ভক্ত, বাসর প্রভৃতি।
পদাঙ্ক, তুলসী, উদ্দীপনেতে বিস্তৃতি॥
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন হেরি কন্দর্প বাণেতে।
ব্যথিত হয়েন রাধা যমুনা তীরেতে॥
রাধার কন্দর্প ভাবোদয়ে উদ্দীপন।
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন এথা করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীপদাঙ্কদূতে।

গোপী ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিত কবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালং।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটীতি যমুনামঞ্জু কুঞ্জং জগাম॥
অপ্রাপ্যৈব ব্রজপতি সুতং তত্র কালং কিয়ন্তং
মূর্চ্ছা প্রাণপ্রিয়তম সখী সঙ্গতা সঙ্গময্য।
তস্যোপান্তে কুলিশকমলস্যন্দনাঙ্কাদিযুক্তং
পদ্মাকারং মুরহরপদশ্চারুচিহ্নং দদর্শ॥
তস্মিন্ নূত্নবজলধর ধ্যান মাকর্ণ্য ভূয়ঃ
কন্দর্পেণ ব্যথিত হৃদয়োন্মত্ত তুল্যা যযাচে।

প্রজ্ঞাহীনং বচন রহিতং নিশ্চলং শ্রোত্রহীনং
দৌত্যং কর্ত্তুং মুরহর পদো লক্ষ্মণং পক্ষ্মলাক্ষী॥ ৭৩

অবতারাদির মধ্যে শ্রীনন্দ-নন্দন।
যার আলম্বন,—সেই রত্যানন্দ ঘন॥
আশ্চর্য্যের পরিসীমা সেই রতি হয়।
যে রতির বিন্দু কণা ভুবন মোহয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ যেই আলম্বন সেই।
ভূষণাদি উদ্দীপন কহিলাম এই॥
কৌমার, পৌগণ্ড আর কৈশোর মোহন।
ত্রিবিধ কৃষ্ণের বয়ঃ করিনু কীর্ত্তন॥
পঞ্চম বৎসরাবধি সুরম্য-কৌমার।
দশম বৎসরাবধি পৌগণ্ড প্রচার॥
ষোড়শ বৎসরাবধি কৈশোর-রঞ্জন।
তদূর্দ্ধ্বে যৌবন এই শাস্ত্রের লিখন॥

তথাহি ভাবার্থদীপিকাধৃতবচন।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং॥ ৭৪

বৎসলাদি রসাশ্রয়-বিষয় কৌমারে।
পৌগণ্ডে সখ্যাদি রসাশ্রয়াদি প্রচারে॥
রতি রসাশ্রয় আদি কৈশোরে শ্রীহরি।
প্রকাশেন নিত্য ব্রজে ভক্তে কৃপা করি॥

"অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি" প্রমাণ।
দশমে ভাবুক গণ করুন সন্ধান॥
রত্যাদ্যূন পঞ্চাশৎ ভাব, ভাব যেই।
পরানন্দ-তন্ময়ত্ব হেতু সব সেই॥
স্বপ্রকাশ-পরিপূর্ণ, জানিহ নিশ্চয়।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি রূপ ইহাই লিখয়॥
যিঁহ আহ্লাদিনী মহাশক্তির বিলাস।
যাঁহার স্বরূপ চিন্তাতীত সুনির্যাস॥
"রতি" যাঁর আখ্যা সেই ভাবে তর্ক দ্বারে।
বাধিত করণোচিত হইতে না পারে॥
অচিন্ত্য ভাবেরে তর্কে না কর যোজন।
প্রকৃতি অতীত হয় অচিন্ত্য লক্ষণ॥

তথাহি মহাভারতে।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণং॥ ৭৫॥

অচিতে না করে যেই রসের সাধন।
চিদ্রসে কেমনে সেই হইবে মগন॥
সাধনে সাধিবে যাহা,—সিদ্ধে পাবে তাই।
সাধন তত্ত্বেতে এই লিখিলা গোঁসাই॥
অতএব বুদ্ধিমান ভক্ত সমুদয়।
নিঃসঙ্গ ভাবেতে রস স্বভাবে সাধয়॥

রসের প্রসঙ্গে এথা ভক্ত সুখ তরে ।
ভক্তিতত্ব আদি কিছু কৈনু অল্পাক্ষরে ॥
ভক্তগণ পাদপদ্মে নিবেদন এই ।
রসের বিচারে মোর অপরাধ যেই ॥
সেই সব অপরাধ করিয়া মার্জ্জন ।
প্রসন্ন হৃদয়ে কর রস আস্বাদন ॥
রহস্য রসের কথা করিতে বর্ণন ।
বাসনা আমার নাহি ছিল কদাচন ॥
প্রিয় অনুরোধ সেই বাসনা আমার ।
বিনাশিলা,—তেঞি রস রহস্য অপার ॥
তীরে রহি রসবিন্দু কণামু হরিয়া ।
তোমা সবে ভেট দিনু ভকতি করিয়া ॥
ভক্তে এক গুণ দিলে কোটিগুণ পায় ।
ইথে মোর এই স্বার্থ কহিনু সবায় ॥
স্বার্থবিনা কোন কার্য্য কেহ নাহি করে ।
লোক-শাস্ত্রে এই নীতি হেরি বারে বারে ॥
সকাম-নিষ্কাম ভেদে স্বার্থ দুই হয় ।
নিষ্কাম স্বার্থেরে পরমার্থ স্বার্থ কয় ॥
পরমার্থ স্বার্থ যেই নিঃস্বার্থাখ্য তার ।
সেই ত নিঃস্বার্থ স্বার্থ ইহাতে আমার ॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।
উজ্জ্বলের মতে রস করহ শ্রবণ ॥

নায়ক নায়িকা আদি রসের বিচার।
উজ্জ্বলে গোঁসাঞি রূপ করিলা বিস্তার॥
ঐছে তত্ত্বজ্ঞান বিনা মাধুর্য্যাস্বাদন।
কভু নাহি হয়,—এই কহে বিজ্ঞগণ॥
শৃঙ্গার সাধকে শাস্ত্রে নায়ক কহয়।
সেই ত নায়ক-চিহ্ন বহুমত হয়॥
শ্রেষ্ঠ কেলী কলালাপে স্ব-প্রিয়ার মন।
সন্তুষ্ট করয়ে সু-নায়ক সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে।

শৃঙ্গার সাধকো যঃ স নায়কো নায়িকা প্রিয়ঃ।
নিত্যং কেলীকলালাপৈস্তোষতি স্বপ্রিয়াং সদা॥ ৭৬

নায়কের শিরোমণি শ্রীরাধা-রমণ।
শৃঙ্গারাখ্য রস যাঁর সরবস ধন॥
শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ নরাকারাশ্রয়।
সর্ব্বলোকাশ্রয় তিহ, লীলাশুক কয়॥

তথাহি মহাভক্তশ্রীলীলাশুকেনোক্তং।

শৃঙ্গার রসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছ বিভূষণং।
অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং॥ ৭৭॥

পতি, উপপতি, প্রত্যেকের বৃত্তি মত।
অনুকূল, দক্ষিণাদি নায়ক সম্মত॥
শ্রীকৃষ্ণ নায়কে কোন ভাবাযুক্ত নয়।
সকল সম্ভব কৃষ্ণে,—জানিহ নিশ্চয়॥

অন্য নারী রতি স্পৃহা করি পরিহার।
স্বকীয়া নারীতে অতি আসক্তি যাহার॥
অনুকূল নায়কাখ্যা হয় ত তাহার।
প্রমাণ তাহার রাম-সীতাতে প্রচার॥
অত্যন্ত গম্ভীর আর বিনয় অন্বিত।
ক্ষমাগুণপূর্ণ, অতি করুণ নিশ্চিত॥
দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘা বিহীন সদাই।
উদার মানস নিত্য দেখিবারে পাই॥
ধীরোদাত্ত অনুকূল নায়ক সে জন।
ধীরললিতানুকূল করহ শ্রবণ॥
পরিহাসপটু আর রসিকাতিশয়।
সুতরুণ, চিন্তাহীন আদি যেই হয়॥
প্রেয়সীর বশীভূত প্রায় সর্ব্বক্ষণ।
ধীরললিতানুকূল জান সেই জন॥
শান্তমতি, বিবেচক, ক্লেশসহ্যকারী।
বিবেকাদি গুণান্বিত, সর্ব্বদা নেহারি॥
ধীর শান্ত অনুকূল আখ্যান তাহার।
ধীরোদ্ধতানুকূলের শুনহ বিচার॥
আত্মশ্লাঘী, অহঙ্কারী, মায়াবী, চঞ্চল।
মাৎসর্য্য অন্বিত, ক্রোধী, জানিহ কেবল॥
ধীরোদ্ধত অনুকূল সেই ত নিশ্চয়।
দক্ষিণ নায়ক চিহ্ন শাস্ত্রে এই কয়॥

এক রমণীতে অগ্রে হইয়া আসক্ত।
কভু অন্য রমণীতে হয় অনুরক্ত॥
কিন্তু পূর্ব্ব প্রেয়সীর গৌরবাদি ভয়।
দাক্ষিণ্যাদি নাহি ভুলে, দক্ষিণ সে হয়॥
অথবা অনেক নারী প্রতি সদা যার।
সমভাব দেখা যায় দক্ষিণাখ্যা তার॥
সম্মুখেতে প্রিয় কহে পরোক্ষে অপ্রিয়।
গুরুতর অপরাধী,—তেঞি নিন্দনীয়॥
শঠাখ্যান হয় তার জানিহ নিশ্চয়।
ধৃষ্ট নায়কের চিহ্ন এই মত হয়॥
অন্য যুবতীর ভোগ চিহ্ন সমুদয়।
প্রকাশে নির্ভয় চিত্ত, মিথ্যা কথা কয়॥
ধৃষ্টাখ্যান হয় তার কহিনু তোমারে।
নায়কের ভেদ আর করিব প্রচারে॥
ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীর শান্ত আর।
ধীর ললিত,---নায়ক চতুর্থ প্রকার॥
পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ ভেদ মতে।
ঐ চারি নায়ক ভেদ দ্বাদশ সম্মতে॥
পতি, উপপতি ভেদে দ্বাদশ নায়ক।
চব্বিশ প্রকার হয় শৃঙ্গার সাধক॥
অনুকূল, দক্ষিণাদি ভেদে পুনর্ব্বার।
চব্বিশ নায়ক ছিয়ানব্বই প্রকার॥

ধূর্ত্তাদি নায়ক যাহা নায়ক লক্ষণে।
সেই সব নাহি হেরি ভরত বর্ণনে॥
মহামুনি ভরতের অসম্মত যাহা।
প্রকাশ নাহিক করি এখানেতে তাহা॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

উদাত্তাদ্যৈশ্চতুর্ভেদৈস্ত্রিভি পূর্ণতমাদিভিঃ।
দ্বাদশাত্মা চতুর্ব্বিংশত্যাত্মা পত্যাদি যুগ্মতঃ।
নায়কঃ সোঽনুকূলাদ্যৈঃ স্যাৎষণ্ণবতিধোদিতঃ।
নোক্ত ধূর্ত্তাদি ভেদস্তু মুনেঃ সম্মত্যভাবতঃ॥ ৭৮॥

নায়ক সহায় হয় পঞ্চম প্রকার।
চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ আর॥
প্রিয়নর্ম্ম সখা,—এই পঞ্চমত হয়।
এ পাঁচের গুণ শুন শাস্ত্রে যাহা কয়॥
পরিহাস-প্রিয়, বাক্য প্রয়োগ সাধক।
গাঢ়ানুরাগিত্ব, কৃষ্ট,.গোপী প্রমোদক॥
দেশকালজ্ঞতা, গূঢ় মন্ত্রণাদায়ক।
চতুর, সুদক্ষ, বাগ্মী, প্রিয় আহ্লাদক।

তথাহি তত্রৈব।

অথ তস্য সহায়াস্যুঃ পঞ্চধা চেটকো বিটঃ।
বিদূষক পীঠমর্দ্দঃ প্রিয়নর্ম্ম সখস্তথা।
নর্ম্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদাগাঢ়ানুরাগিতা।
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং কৃষ্ট গোপী প্রসাদনং।
নিগূঢ় মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ॥ ৭৯॥

সন্ধানে চতুর, গূঢ় কর্ম্ম সম্পাদক।
প্রত্যুৎপন্নমতীত্যাদি গুণ প্রকাশক ॥
চেটাখ্যান হয় তার, কহিনু তোমায়।
ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার আদি প্রমাণ তাহায় ॥
বেশ ক্রিয়া স্থর, সেবা নিপুণাতিশয়।
ধূর্ত্ত, গোষ্ঠী বশকারী সতত যে হয় ॥
স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রৌষধী ভাল জানে।
বিটাখ্যান হয় তার, কহিনু সন্ধানে ॥
কড়ার, ভারতীবন্ধ আদি গোপগণ।
শ্রীকৃষ্ণের বিট সখা করিনু কীর্ত্তন ॥
ভোজন লোলুপ অতি, কলহাতি রত।
বিকৃতাঙ্গ বাক্য বেশে স্মিতাস্য সতত ॥
বিদূষক নাম তার বিদুষে কহয়।
বসন্তাদি গোপে ব্রজে বিদূষক কয় ॥
গুণেতে নায়ক তুল্য হঞা যেই জন।
নায়কের অনুবৃত্তি করে সর্ব্বক্ষণ ॥
পঠীমর্দ্দ সখা সেই, কৃষ্ণের সহায়।
ব্রজেতে শ্রীদাম নিত্য, কহিনু তোমায় ॥
আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ সখীভাবাশ্রিত।
প্রণয়ী গণের মধ্যে প্রিয় সুবিহিত ॥
প্রিয়নর্ম্মসখা সেই,—ব্রজেতে সুবল।
দ্বারকায় শ্রীঅর্জ্জুন হেরিয়ে কেবল ॥

সখা চতুষ্টয় মধ্যে চেটক সেবক।
পীঠমর্দ্দ বীর রসে সাহায্য-কারক॥

তথাহি তত্রৈব।

সন্ধানশ্চতুরশ্চেটৌ গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্‌ভধীঃ।
স তু ভঙ্গুর ভৃঙ্গারাদিকঃ প্রোক্তোহত্র গোকুলে।
বেশোপচারকুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠী বিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে।
কডারো ভারতীবন্ধো ইত্যাদি বিট ঈরিতঃ॥
বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহ প্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গ বচো বেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।
বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাহসৌ মধুমঙ্গলঃ।
গুণৈর্নায়ক কল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবৃত্তিমান।
পীঠমর্দ্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামাস্যাদ্যথা হরেঃ॥
আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞঃ সখীভাব সমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোহসৌ প্রিয়নর্ম্মসখো বর।
চতুর্ব্বিধাঃ সখায়োহত্র চেটঃ কিঙ্কর ঈর্য্যতে।
পীঠমর্দ্দস্য বীরাদাবপি সাহায্য কারিতা॥ ৮০।

স্বয়ং দূতী, আপ্তদূতী ভেদে দূতী দুই।
কটাক্ষ, শ্রীবংশী গানে স্বয়ং জানি মুই॥
বীরা, বৃন্দা আদি ব্রজে আপ্তদূতী হয়।
বীরার প্রগল্‌ভ বুদ্ধি হেরি অতিশয়।
বৃন্দার মনোজ্ঞ-চাটু বচন বিন্যাস।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করেন প্রকাশ॥

তথাহি তত্রৈব।

বীরা বৃন্দাদিরপ্যাপ্ত দূতী কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা।
বীরা প্রগল্‌ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তি পেশলঃ॥ ৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ বল্লভাদির বিশেষ বিচার।
চতুর্থ মূলেতে করিয়াছি সুবিস্তার॥
কল্যাণেচ্ছু জীবগণ সদা সর্ব্বক্ষণ।
ভক্ত অনুসারে করিবেন আচরণ॥
কৃষ্ণ তুল্য ব্যবহার না করিবে কভু।
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই,—কহে রূপ প্রভু॥

তথাহি তত্রৈব।

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ।
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥ ৮২॥

চতুর্থ মূলেতে বৎস! ইহার শাসন।
যথেষ্ট রূপেতে করিয়াছি সমর্পণ॥
স্বরূপ-লাবণ্য-বেশ প্রভৃতির দ্বারে।
স্বপ্রিয় মানস যেই হরে নানাকারে॥
নায়কের অতি প্রিয় শৃঙ্গার সাধিকা।
রসিক সবার মতে সেই ত নায়িকা॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে।

শৃঙ্গার সাধিকা যা সা নায়িকা নায়িকপ্রিয়া।
রূপলাবণ্য বেশাদ্যৈর্হরতি প্রিয়হৃৎ সদা॥ ৮৩॥

স্বকীয়াদি ক্রমে হরি প্রিয়া দুই হয়।
তার মধ্যে পরকীয়া প্রিয়া শ্রেষ্ঠা কয়॥
স্বকীয়া বাদির মতে করি দোষার্পণ।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ করি করেন স্থাপন॥
মহামুনি শুকদেব স্বীয় সংহিতায়।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ বলি সবারে জানায়॥

তথাহি তত্রৈব।

আঃ কিম্বান্যদ্দয়তস্তস্যামিদমেব মহামুনিঃ।
জগৌ পারমহংস্যাঞ্চ সংহিতায়ং স্বয়ংশুকঃ॥ ৮৪॥

শুচি রস আলম্বন-বিভাব-রূপিণী।
সেই ত নায়িকা জানি নায়ক মোহিনী॥
কন্যকা, পরোঢ়া আদি,—ভেদ অনুসারে
হরিপ্রিয়া বহুবিধা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
সেই সব যথাস্থানে ক্রম অনুসারে।
অল্পাক্ষরে বলিয়াছি,—না করি বিস্তারে॥
অতিশয় প্রয়োজন যাহা যাহা হয়।
"দশমূলে" সেই সব পাইবে নিশ্চয়॥
কন্যকা-পরোঢ়া ভেদে পরকীয়া দুই।
ললিতাদি পরকীয়া কহিলাম মুই॥
নন্দব্রজ-নিবাসিনী যত গোপীগণ।
পরকীয়া বলি প্রায় সবার গণন॥

যদ্যপিহ গোপীগণ পরোঢ়া নিশ্চয়।
তথাপি পতির সহ সঙ্গম না হয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

মায়াকল্পিত তাদৃক্ স্ত্রী শীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ৮৫ ॥

যোগমায়া বিরচিত বল্লবী নিচয়।
অভিসারাদির কালে পতি পাশ রয় ॥
অতএব গোপগণ শ্রীনন্দ-নন্দনে।
অসূয়া প্রকাশ নাহি করে কদাচনে ॥
অবিবাহ অবস্থায় জনক ভবনে।
লজ্জিতা হইয়া রহে সদা সর্ব্বক্ষণে ॥
সখী সহ ক্রীড়া লাগি সমুৎসুকান্বিতা।
সেইত কন্যকা-, প্রায় মুগ্ধা-গুণান্বিতা ॥
কন্যা মধ্যে ধন্যা আদি কুমারিকা গণ।
কাত্যায়নী ব্রতপরা,—ঋষির বর্ণন ॥
গোপ সহ যা সবার হৈল পরিণয়।
কৃষ্ণ সহ সম্ভোগার্থ লালসাতিশয় ॥
যা সবার গর্ভে নাহি হইল সন্তান।
সেই সব বল্লভার পরোঢ়া আখ্যান ॥

তথাহি তত্রৈব।

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগ লালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজ নার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ ॥ ৮৬ ॥

সাধন-পরাদি ভেদে পরোঢ়া ত্রিতয়।
শ্রী-সাধন পরা পুন দুই মত হয়॥
যৌথিক্য-যৌথিকী,—এই শাস্ত্রেতে লিখয়।
সগণ সাধনপরা যৌথিকী নিশ্চয়॥
মুনি, উপনিষদ্ভেদে যৌথিকী দ্বিমত।
গোপীভাবে অনুরাগী হইয়া সতত॥
সাধন করিয়া গোপী ভাব সিদ্ধি করে।
অযৌথিকী তার নাম,—বুঝহ অন্তরে॥
প্রাচীনা-নবীনা ভেদে অযৌথিকী দুই।
যথা শাস্ত্র তুয়া পাশ কহিলাম মুই॥
প্রাচীনা সুদীর্ঘকালে অব্যয় প্রিয়ার।
সালোক্য করয়ে লাভ,—শাস্ত্রেতে প্রচার॥
দেব, নর, গন্ধর্ব্বাদি জন্মের উত্তরে।
নবীনা ব্রজেতে আসি জন্ম লাভ করে॥
স্বাংশ কৃষ্ণ দেবরূপে জন্মেন যখন।
তাঁর সন্তোষার্থ নিত্য প্রিয়াংশ তখন॥
দেবযোনি মধ্যে জন্ম লভেন নিশ্চয়।
তাঁহারাই ব্রজে নিত্যা প্রাণতুল্যা হয়॥
শ্রীরাধিকা আর চন্দ্রাবলী দুইজন।
নিত্য কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ তুল্য গুণে হন॥
যিনি নিজানন্দ আর আনন্দ-চিন্ময়।
রূস রূপা শক্তি সহ গোলোকে শোভয়॥

সেই অখিলাত্মভূত গোবিন্দ চরণ।
অনন্যে ভজনা করি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮৭ ॥

রাধা, চন্দ্রাবলী, শ্যামা, বিশাখা, ললিতা।
পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, গোপালী কথিতা ॥
ধনিষ্ঠা, পালিকা, চিত্রা, তুঙ্গভদ্রা আর।
ইন্দুরেখা আদি নিত্য প্রেয়সীর সার ॥
খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, শঙ্করী, বিমলা।
লীলা, কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, শারী, কুম্কুমা, মঙ্গলা ॥
বিশারদা, শৈলবালা, তুলসী, সরলা।
তারাবলী, চকোরক্ষী, হেমাঙ্গী, কমলা ॥
রসবতী, রসালিকা আদি গোপীগণ।
নিত্য প্রিয়াগণ মধ্যে করিয়ে গণন ॥
রাধা, চন্দ্রাবলী মধ্যে শ্রীরাধা অধিকা।
মহাভাব স্বরূপিণী—সর্ব্ব রসালিকা ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বক্ষণ মুগ্ধা হয় কন্যার লক্ষণ।
মুগ্ধার প্রভেদ স্বীয়া, পরোঢ়া গণন॥
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, তিন যেই হয়।
প্রত্যেকে স্বীয়াদি ভেদে ষড়বিধ কয়॥
মধ্যা, প্রগল্‌ভা, ধীরা আদি ভেদত্রয়ে।
ষড়বিধ ভেদ,—ইহা রসিকে বুঝয়ে॥
কন্যা, স্বীয়া, পরোঢ়েতি ভেদে মুগ্ধা তিন।
সাকল্যে নায়িকা সংখ্যা পঞ্চদশ চিন॥
কন্যা, মুগ্ধা আর স্বীয়া, পরোঢ়ানুসারে।
চতুর্দ্দশ নায়িকার লক্ষণ প্রচারে॥
স্বীয়া সপ্ত হয় আর পরোঢ়া সপ্তম।
সাকল্যেতে চতুর্দ্দশ করিনু কীর্ত্তন॥
নববয়া-অল্পকাম, রতিতে বাম্যতা।
শৃঙ্গার চেষ্টায় লাজ, সখী বশংগতা॥
অথচ গোপন ভাবে রতি চেষ্টা করে।
দয়িতাপরাধে তাঁরে বাস্পাক্ষে নেহরে॥
প্রিয়াপ্রিয় বাক্যাশক্তা, বিমুখী মানেতে।
মুগ্ধাখ্যান হয় তার, বুঝ হৃদয়েতে॥
লজ্জা আর কাম দুই সমান গণনা।
নবীন যৌবনা, কিছু প্রগল্‌ভ বচনা॥
শৃঙ্গারেতে মূর্চ্ছাবধি ক্ষমতা প্রচার।
কোন স্থানে মানে করে মৃদুতা বিস্তার॥

কভু বা কোথাও মানে কার্কশ্য প্রকাশ।
মধ্যার লক্ষণ এই জানিহ নির্যাস ॥
মান প্রাপ্তা কান্তা হয় দ্বিবিধ প্রকার।
ধীরা-ধীরা, ধীরা-ধীরা, করিনু প্রচার ॥
ধীরা শবদের অন্ত মধ্যা শব্দ যাহা।
সুখবোধ অর্থে তুমি বুঝিবেক তাহা ॥
কভু কভু অপরাধী নিজ প্রিয় জনে।
বক্রোক্ত্যুপহাস করে ধীরার লক্ষণে ॥
রোষেতে নিষ্ঠুর কহে স্ব-রমণে যেই।
অধীরা আখ্যান তার কহিলাম এই ॥
অশ্রুবিমোচন করি প্রিয়তম প্রতি।
বক্রোক্তি প্রয়োগ করে ধীরাধীরা মতি ॥
সম্পূর্ণ যৌবন আর মদান্ধাতিশয়।
বিপরীত রত্যুৎসুকা কহিনু নিশ্চয় ॥
বহুভাবোদ্গমাভিজ্ঞা, রসে স্ব-রমণে।
আক্রমণ করে,—প্রৌঢ় চেষ্টা সর্ব্বক্ষণে ॥
মানেতে কার্কশ্য ভাব করে সুপ্রকাশ।
প্রগল্‌ভা রমণী সেই কহিনু নির্যাস ॥
মানেতে সম্ভোগ কার্য্যে উদাসীন হয়।
অবহিত্থা-আদরিণী ভাব প্রকাশয় ॥
ধীর প্রগল্‌ভার এই দ্বিবিধ লক্ষণ।
অধীর প্রগল্‌ভা চিহ্ন করহ শ্রবণ ॥

ক্রোধেতে নিষ্ঠুর বাক্যে স্ব-কান্তে ভৎর্সয়।
অধীর প্রগল্‌ভা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
ধীরাধীরা নায়িকার যেই গুণ গণ।
ধীরাধীরপ্রগল্‌ভার তাহাই গণন ॥
বাসক সজ্জিকাভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা আর খণ্ডিতা মণ্ডিতা ॥
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, বিপ্রলব্ধাবস্থা আর।
কলহান্তরিতা এই অষ্টম প্রকার ॥
প্রিয় তরে ভাব ভরে অঙ্গ ভূষা করে।
সুখময় রতালয় সাজায় স্ব-করে ॥
কান্ত আগমনানন্দ প্রতীক্ষা করিয়া।
দ্বারদেশে আঁখি রাখি ভাবয়ে বসিয়া ॥
"বাসক সজ্জিকা" সেই রমণী রসিকা।
কান্তানন্দপ্রদা-কান্ত হৃদয় মোদিকা ॥

তথাহি শ্রীমৎসনাতন প্রভুনোক্তং।
ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গ রতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণ পরায়ণা ॥ ৮৯ ॥

পদং।

সখি! শুন শুন বচন আমার।
ফুলময় শেয করহ বিস্তার ॥
ফুলহার রাখ শিথান উপর।
তাম্বুল রাখহ বীটিকা ভিতর ॥

স্ুবাসিত নীর রাখহ ঢাকিয়া।
নানা গন্ধ রাখ যতন করিয়া॥
নীর ভরি ঝারি মুঞ্জনী সহিত।
প্রদীপ কিনারে রাখহ ত্বরিত॥
বিপিন কহয়ে স্ব-স্বরূপাবেশে।
পাছে দোষ দাও মোরে অবশেষে॥ ৯০॥

স্ব-যৌবন মদ আর মদন কারণ।
পর্য্যুৎসুক চিত্তে ধায় যথা স্ব-রমণ॥
তাহাকেই কহে "অভিসারিকা" নায়িকা।
কান্ত চিত্ত বিমোহিনী রস-প্রদায়িকা॥

তথাহি শ্রীমৎসনাতনপ্রভুপাদেনোক্তং।
যা পর্য্যুৎসুকচিত্তাতি মদেন মদনেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা॥ ৯১॥

পদং।

সখি! শুন শুন মঝু উপদেশ।
মুক্তাহারে রচিয়াছ কুচ বেশ॥
তুয়া স্মিত হাস্যে চন্দ্রের কিরণ।
দ্বিগুণিত শ্বেত করি দরশন॥
তেঞি কহি তোয় শুভ্র বেশ ধরি।
অভিসার কর যথা প্রিয় হরি॥
মহিষ দুগ্ধের দধির সমান।
ঘন শুক্লাম্বর কর পরিধান॥

অঙ্গেতে চন্দন করহ অর্পণ।
শ্বেতোৎপলে কর শ্রবণ ভূষণ॥
ধীরে ধীরে ধীরে ফেলিয়া চরণ।
চল চল যথা মদনমোহন॥
বিপিন কহয়ে স্ব-স্বরূপাবেশে।
মোরে সঙ্গে লবে নিজ কৃপালেশে॥ ৯২ ॥
যথোক্ত সময়ে যেই কান্ত কান্তা ঠাম।
গমন নাহিক করে পুরাইতে কাম॥
কান্ত অনাগম হেতু মনের দুঃখেতে।
অধীরা হইয়া ধনী ভাবে হৃদয়েতে॥
সেই নায়িকার হয় "উৎকণ্ঠিতা"খ্যান।
যিঁহ সঙ্গ মাত্র কান্তে রতি করে দান॥

তথাহি গীতাবল্যাং।

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতিক্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্ত্যাঃ শুচা ভৃশং॥ ৯৩ ॥

পদং।

সখি! কি কহব তুয়া পাশ আর।
অনুমানী চন্দ্রা বৈরিণী আমার॥
নাথে রুদ্ধ করি আপনার পাশে।
রাখিয়া সাধিছে আপন বিলাসে॥
দেখ এই নিশা ঘন অন্ধকারে।
আবৃত হইয়া ঘো ঘো ঘো বিছারে॥

এখন শ্রীহরি আসিয়া আমায়।
দেখা নাহি দিল কি করি উপায়॥
কিম্বা মোর পাপ বিপাকে নাগর।
করিলা আমায় মনের অন্তর॥
অথবা আহব প্রিয় সেই হরি।
দেবারি সঙ্গেতে রণারম্ভ করি॥
ভুলিলা আমায় এ হেন নিশায়।
হায় হায় সখি! ভেবে প্রাণ যায়॥
বিপিন কহয়ে ভাবনা কি তার।
তুয়া প্রেমে বাঁধা শ্রীহরি তোমার॥ ৯৪॥

যেই নারী স্বয়ং দূতী প্রেরণ করিয়া।
প্রিয় অনাগম হেতু অধীরা হইয়া॥
যথাকালে অনাগত প্রিয়ের কারণ।
শোক করে,—সেই "বিপ্রলব্ধাতে" গণন॥

তথাহি তত্রৈব।

যস্যা দূতী স্বয়ং প্রেষ্য সময়েনাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তি তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধা চ সা স্মৃতা॥ ৯৫॥

পদং।

শুন শুন সখি! বচন হামার।
ফুল শেয কর দূরে পরিহার॥
নাথ আজু নাহি আওল সময়ে।
রহব হাম রে! কাহার আশ্রয়ে॥

হায়! হায়! কেবা আছে হেন জন।
করাইবে মোরে শ্রীহরি দর্শন॥
বিধৃত সুন্দর এ গন্ধ বিলাস।
মনোহরতর পীত পটবাস॥
নিক্ষেপ করহ যমুনার তীরে।
নিশা শেষ যাম হইল সখিরে॥
প্রিয় আগমন আশায় আমার।
ভসম পড়ল কিবা কব আর॥
বিপিন কহয়ে তোমার আশায়।
শ্যাম এই ব্রজে গোধন চড়ায়॥
তুমি যদি রাই! ছাড় শ্যাম আশ।
তবে দেখি তাঁর জড়ের প্রকাশ॥ ৯৬॥

অন্য কান্তা রতি চিহ্ন করিয়া দর্শনে।
ঈর্ষা হেতু অতিশয় ক্রোধান্বিত মনে॥
স্ব-নাগর প্রতি করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
"খণ্ডিতা" রমণী সেই,—কহে সনাতন॥

তথাহি তত্রৈব।

অন্যয়া সহ কান্তস্থ দৃষ্টে সম্ভোগ লক্ষণে।
ঈর্ষা কষায়িতাত্মাসৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে॥ ৯৭॥

পদং।

শুন শুন শঠ! নিরদয় শ্যাম!।
তুয়া সনে আর নাহি কোন কাম॥

যাহারে ভাবিছ সতত হৃদয়ে।
তার সহ রতি কর সুখী হয়ে॥
রূপহীনা মোরে কিবা প্রয়োজন।
মঝু পাশ আর না কর ছলন॥
তুয়া রঙ্গ কোন নারী নাহি জানে।
নয়ন ঘুরিছে ঘুমের বিধানে॥
শয্যায় যাইয়া করহ শয়ন।
চন্দনাদি অঙ্গে করহ লেপন॥
নখচিহ্ন তবে ঘুচিবে সকল।
সত্যবাদী ভাল দেখালে শ্যামল!॥
ঐ দেখ!—মুখরা সখীরা তোমায়।
পরিহাসচ্ছলে কত না জানায়॥
যাও যাও তুয়া দুই পদে ধরি।
মোর দ্বারে আর নাহি রহ হরি॥
সরব রজনী করি জাগরণ।
করিলে বঞ্চক! যাহার সেবন॥
সে রমণী তোমারে করিয়াছে জয়।
তোমার চাতুরী কেবা না জানয়॥
মিছা মিছা মোর কাছে বল হরি।
আমি ত তোমারি জানহ কিশোরি॥
এ হেন কপট বচন তোমার।
সখিগণ কাছে হইল প্রচার॥

আর নাহি কর শপথ নাগর।
তোমার স্বভাব হইল গোচর॥
সনাতনরূপ—সিন্ধু প্রেম যাহা।
অবহেলে ত্যাগ করিয়াছ তাহা॥
বিপিন কহয়ে কিবা কহ রাই।
তুয়া প্রেমে বাঁধা নাগর কাণাই॥ ৯৮॥

নায়ক বিনম্র হঞা যেই নায়িকারে।
বার বার সাধে বহু চাটুবাক্য দ্বারে॥
তথাপি সক্রোধে যেই রমণী আপন।
নাগরে তাড়াঞা পুনঃ করে বিলপন॥
"কলহান্তরিতা" সেই নায়িকারে কয়।
প্রভু সনাতন ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি তত্রৈব।

নিরস্তোমন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুনঃ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥ ৯৯॥

পদং।

হায় সহচরি! কি কব বিশেষ।
না শুনিনু কাণে সুহৃদুপদেশ॥
কত চাটুবাকে মাধব আমার।
সাধনা করিল সীমা নাহি তার॥
লেশ মাত্র তাঁহা না শুনি শ্রবণে।
এবে বুঝি সখি! হারাই জীবনে॥

সে গোকুল বীবে এ কুঞ্জ কাননে।
রাগেতে মাতিয়া না কৈনু সেবনে ॥
সেই খেদে এই হৃদয় আমাব।
বিদীর্ণ হইছে,—কিবা কব আর ॥
সেই প্রিয়,- প্রিয কুসুমেব হার।
দিযা মোবে নতি কৈল বাব বাব ॥
আমি তাবে নাহি হেবিনু নযনে।
অধোমুখে বনু না তুলি বদনে ॥
গুণবন্ত সেই নিত্য প্রিয ধনে।
কেন না বাখিনু হৃদি পদ্মাসনে ॥
হায সখি ! এবে কি কবি উপায।
বিপিন কহযে বোদন কি তায ॥
এখনি মিলিবে শ্যাম রসবায।
অধীবা না হও, —কহিনু তোমায ॥ ১০০

তথাহি শ্রীসনাতনোক্তং পদং।

নাকর্ণযমতি সুহৃদুপদেশং।
মাধব চাটুপটলমপিলেশং।
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীবং।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরং ॥ ধ্রুঃ ॥

নালোকয়মর্পিত মুবহাবং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারং ॥

হন্ত সনাতন গুণমভিযান্তং।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তং॥ ১০১॥

যার পতি কোন হেতু বিদেশ যাইয়া।
অবস্থিতি করে তথা কর্ম্মঠ হইয়া॥
সেই পতি বিরহেতে আর্ত্তা যেই নারী।
"প্রোষিত ভর্ত্তৃকা" সেই,—কহিনু বিস্তারি॥

তথাহি গীতাবল্যাং সনাতনঃ।

কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গমদুঃখার্ত্তা সা স্যাৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥ ১০২।

পদং।

শুন শুন সখে! চিকণ কালা।
তোমার বিরহে ভানুর বালা॥
কোকিল গণের মধুর নাদে।
অসম বিষম বিরহ বাধে॥
পতিতা হইয়া বিষাদ সহ।
বজ্রপাত ভয়ে কহিছে অহ!॥
"জৈমিনি! জৈমিনি!" রাখহ মোরে।
পড়িয়াছি আমি বিপদ ঘোরে॥
হেন কহি রাই ধূলার পড়ি।
কেবল বদনে বলিছে হরি॥
সোনার পুতলী হঞাছে কালী।
প্রবোধ দিতেছে যতেক আলি॥

কিছু না মানিছে নবীনা বালা।
এমনি তোমার বিরহ জ্বালা॥
নীলাম্বুজ হার করি দরশন।
"গরুড়! গরুড়!" বলে ঘন ঘন॥
কাল সাপ ভ্রমে মনের শঙ্কায়।
গরুড়ে ডাকয় কহিমু তোমায়॥
মৃগনাভি সহ অগুরু-চন্দন।
দরশনে ভাবি শ্যামাঙ্গ-মদন॥
"শিতিকণ্ঠে" ধ্যান করিতেছে রাই।
তছুপর লক্ষ্য কিছু তার নাই॥
হায় হায় সখে! কি কাজ তোমার।
বিয়োগে হরিলে জীবন রাধার॥
তুয়া প্রতি প্রেম করে যেই নারী।
তার হেন দশা এ কি হে মুরারি!॥
ছি ছি ছি কাণাই! এ ত ভাল নয়।
নারীবধ পাপ ঘটিবে নিশ্চয়॥
মোর বোল যদি ধরহ অন্তরে।
তবে ত্বরা ছাড়ি মথুরানগরে॥
মিল গিয়া সেই শ্রীরাধার সনে।
নিবেদিনু তুয়া যুগল চরণে॥
বিপিন কহয়ে বাঁচালে উদ্ধব।
তুয়া মুখে হরি শুনিলেন সব॥ ১০৩॥

পুনরুক্তিরিয়ং।

পদং।

ওহে শ্যাম ! গুণধাম ! একি কাম করিলে।
অবলা সরলা ব্রজবালা প্রাণে বধিলে॥ ধ্রুঃ॥
কৃশোদরী সে কিশোরী দিবা বিভাবরী হে।
উন্মাদিনী প্রায় ধনী কহে কোথা হরি হে॥
আঁখিজলে স্ব-অঞ্চলে স্থলে জলে মুছে হে।
হরি কোথা এই কথা সখীগণে পুছে হে॥
কমলিনী বিষাদিনী মিত্রাস্ত দর্শনে হে।
মনোদুঃখে ম্লানমুখে মুদিল নয়নে হে॥
আঁখিনীরে শম্ভুশিরে অভিষিক্ত করে হে।
পাছে বক্ষ গণাধ্যক্ষ হৃদি তাপে মরে হে॥
এবে শ্যামা মনোরমা শ্রীমতী রাধার হে।
তব সম অভ্রোপম বরণ প্রচার হে॥
কোথা শান্তি কোথা কান্তি গিয়াছে তাহার হে।
হরে ! কৃষ্ণ ! রাম ! নাম করিয়াছে সার হে॥
এত জ্বালা রাজবালা সহিতে কি পারে হে।
ওহে কৃষ্ণ ! আর কষ্ট দিও না রাধারে হে॥
যে তোমারে সার করে দুঃখ প্রায় তার হে।
হে মাধব ! একি তব মহিমা প্রচার হে॥
একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ! বুঝিতে নারিনু হে।
বাঁকা যেই তার এই স্বভাব কহিনু হে॥

ছি ছি কৃষ্ণ ! এত কষ্ট কেন লোকে দাও হে।
ত্বরা করি প্রিয় হরি ব্রজপুরে যাও হে ॥
তোমা বিনে বৃন্দাবনে সবে মৃতপ্রায় হে।
গোপীকার আঁখি বার বক্ষঃ বহি ধায় হে ॥
পাখী সব ছাড়ি রব তরুর উপরে হে।
মনোদুঃখে অধোমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে হে ॥
গাভীগণ তৃণাশন করিয়া বর্জ্জন হে।
মধুপুরী হেরি হরি করিছে রোদন হে ॥
কৃশোদরী পরিহরি বণিক-নন্দিনী হে।
মধুপুরে আসি হরে ! করিলে সঙ্গিনী হে ॥
শ্যামবিধু পদ্মমধু করিয়া বর্জ্জন হে।
পূরণীর মধুখর করিলে সেবন হে ॥
কাকপেয় অতি হেয় দ্রব মধু যার হে।
কিবা স্বাদে পিয় সাধে সে মধু তাহার হে ॥
ক্ষার গন্ধা স্মর অন্ধা যত পুরনারী হে।
তারা সবে প্রিয় এবে তোমার নেহারি হে ॥
চির বেশ্যা সদাস্পৃশ্যা গেলে তার ঘরে হে।
পুররাজ ! নাহি লাজ কিছু কি অন্তরে হে ॥
ধন্য শুচি ! ধন্য রুচি ! দেখিয়ে তোমার হে।
ওহে শ্যাম ! প্রেমধাম ! একি ব্যবহার হে ॥
ত্যজি রাধা স্মর বাধা হনন কারণ হে।
কুব্জী সঙ্গে রস রঙ্গে হইলে মগন হে ॥

ছি ছি হরি! ত্বরা করি ব্রজপুরে যাও হে।
হে ত্রিভঙ্গ! স্বকলঙ্ক লোকে না রটাও হে॥
সরোজিনী বিনোদিনী তারে পরিহরি হে।
কুব্জী সঙ্গে রস রঙ্গে মজিলে শ্রীহরি হে॥
মধুপান ছাড়ি শ্যাম! কোতড়া চাটিলে হে।
হেন রুচি শ্যামরুচি! কেন বা করিলে হে॥
ধিক্ ধিক্! শত ধিক্! রুচিতে তোমার হে।
রসজ্ঞান নাহি শ্যাম! হৃদয় মাঝার হে॥
সাক্ষী কহে মিথ্যা নহে উদ্ধব বচন হে।
মধুপুরী ছাড়ি হরি চল বৃন্দাবন হে॥
কুঞ্জশোভা মনোলোভা ফেলি তা অন্তরে হে।
হর্ম্ম্যোদরে প্রেমভরে ভৃঙ্গ কি বিহরে হে॥
পুবচর নামাক্ষর না হেরি তোমারি হে।
তব নাম ওহে শ্যাম! বিপিনবিহারি হে॥
কুব্জী মাথা খেয়ে এথা কত কাল রবে হে।
ব্রজবালা আর জ্বালা কত কাল সবে হে॥
ওহে শ্যাম! ধর্ম্মজ্ঞান কিছুই কি নাই হে।
তুয়া সম শঠজন দেখিতে না পাই হে॥
শ্রীউদ্ধব যেই সব কহিল তোমায় হে।
সব সত্য ওহে ধূর্ত্ত! শঠ শ্যাম রায় হে॥
সত্য পাঠ করি পাঠ এ বিপিন কয় হে।
চল হরে! ব্রজপুরে বিলম্ব না সয় হে॥ ১০৪॥

প্রেমগুণাকৃষ্ট হঞা রমণ যাহার।
ক্ষণ পাশ নাহি ছাড়ে প্রিয় লাগি তার॥
বিচিত্র বিলাসাসক্ত হঞা সর্ব্বক্ষণ।
স্বভাবে সন্তোষ করে রমণীর মন॥
"স্বাধীন ভর্ত্তৃকা" সেই রমণীরে কয়।
গরবে তাহার পদ ভূমে না পড়য়॥

তথাহি শ্রীসনাতনপ্রভুপাদেনোক্তং।

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্র সংভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥ ১০৫॥

পদং।

শুন শুন প্রিয়বর বনমালি!।
মম হৃদে মৃগমদে রচ পত্রাবলী॥ ধ্রুঃ॥

সর্ব্ব অঙ্গে বেশভূষা করহ সুন্দর।
কেশ পাশে ফুলমালা বাঁধহ সত্বর॥
শ্রবণে লবঙ্গ পুষ্প করহ যোজন।
বিলম্ব নাহিক কর শ্যাম নবঘন!॥
ইহা কহি ললিতারে ডাকি কহে রাই।
দেখ দেখ দেখ সখি! শ্যামের বড়াই॥
নয়ন তরঙ্গ শ্যাম আমার উপর।
বিস্তার করিছে কেন বল নিরন্তর॥
কুমুদিনী কভু নাহি ভজয়ে ভাস্করে।
পদ্মিনী নাহিক ভজে স্নিগ্ধ শশধরে॥

তেঞি কহি সখি! এই কাম মতোয়াল।
শ্যামেরে নিষেধ কর ঘটাতে জঞ্জাল॥
মোর অঙ্গ স্পর্শ শ্যাম যেন নাহি করে।
আমার নিষেধ এই বুঝহ অন্তরে॥
দেখ সখি! মম কর হইয়া কম্পন।
লবঙ্গ কুসুম গুচ্ছ হইছে স্খলন॥
অনাদি সময় প্রাপ্ত ধর্ম্ম-সনাতন।
হৃদয়ে সংলগ্ন হঞা আছে সর্ব্বক্ষণ॥
সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমি শ্যাম সহবাসে।
বিলসিতে না পারিব কভু তুয়া পাশে॥
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ভাব ভাগ্যে যার ঘটে।
বিপিন কহয়ে সেই নারী এই রটে॥ ১০৬॥

তথাহি শ্রীসনাতনোক্তং পদং।

পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদবিন্দুভিরর্পয় শৌরে॥
শ্যামল সুন্দর বিবিধ বিশেষং।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বল বেষং॥ ধ্রুঃ॥

পিঞ্ছমুকুট মম পিঞ্ছ নিকাশং।
বরমবতংসয় কুন্তলপাশং॥
অত্র সনাতনশিল্পলবঙ্গং।
শ্রুতিযুগলে মম লম্বয় সঙ্গং॥ ১০৭॥

দ্বিতীয় পদং।

কিময়ং রচয়তি নয়ন তরঙ্গং।
কৈরবিণী নহি ভজতি পতঙ্গং॥
বারয় মাধব মূদয়দনঙ্গং।
স্পৃশতি যথায়ং ন সখি মদঙ্গং॥ ধ্রুঃ॥
কম্পি করান্মম পততি লবঙ্গং।
ত্বমপি তথাপি ন মুঞ্চসি রঙ্গং॥
কমপি সনাতন ধর্ম্মমভঙ্গং।
ন পরিহরিষ্যে হৃদি কৃতসঙ্গং॥ ১০৮॥

সকল নায়িকাবস্থা করিনু প্রচার।
জ্যোৎস্না, তমোভেদে হয় দুই অভিসার॥
জ্যোৎস্নায় চন্দন লেপ, সুশ্বেত বসন।
অন্ধকারে নীলাম্বরে স্বাঙ্গ আচ্ছাদন॥
কান্তেতে কান্তার প্রীতি যেইরূপ হয়।
কান্তাতে কান্তের প্রীতি তদ্রূপ নিশ্চয়॥
উত্তমা মধ্যমা আর কনিষ্ঠানুসারে।
ত্রিবিধ নায়িকা হয় কহিনু তোমারে॥
নায়কের সুখ লাগি আপনার সুখ।
পরিহরি কান্ত সুখে সদাই উন্মুখ॥
উত্তমা নায়িকা সেই কহিনু নিশ্চয়।
যার গুণে সদা মুগ্ধ সুনায়ক হয়॥

দুষ্ট মানে বহু মান দিয়া যেই জন।
কান্ত হৃদে ব্যথা দিয়া করয়ে গমন ॥
অনুরাগ বিসর্জ্জন দেয় দুষ্ট মানে।
মনে ভাবে কিছু পরে দিব আলিঙ্গনে ॥
বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ কেমন প্রকার।
অনুভব করি বুঝ নাগর আমার ॥
বুঝিলে বিচ্ছেদ দুঃখ এরূপ অন্যায়।
কভু না করিবে আর,—কহিনু তোমায়।
মানে কান্ত ত্যজি স্ব-সখীরে এই কয়।
মধ্যমা নায়িকা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
অভিসার করণার্থ প্রস্তুতা হইয়া।
পাছে কেহ দেখে,—এই মনেতে ভাবিয়া ॥
নব মেঘ হেরি বৃষ্টি পতনের ভয়ে।
অভিসারে কিছু যেই বিলম্ব করয়ে ॥
প্রীতির ন্যূনতা হেতু সেই সে কান্তারে।
কনিষ্ঠা নায়িকা বলি শ্রীরূপ প্রচারে ॥
নিখিল নায়কাবস্থা কৃষ্ণে বিদ্যমান।
এই কথা রসশাস্ত্র গণ পরমাণ ॥
যৈছে কৃষ্ণে সর্ব্বকান্তাবস্থা শোভা পায়।
তৈছে সর্ব্বকান্তাবস্থা শোভয়ে রাধায় ॥
মধ্যমা-কনিষ্ঠাবস্থা নায়িকার যেই।
শ্রীরাধায় নাহি,—তাহা কহিলাম এই ॥

অতিশয়াধিকা, আত্যন্তিকী, লঘু আর।
সমালঘু, সম, মধ্যাধিক-মধ্যাকার॥
অধিক প্রখরা, লঘুমধ্যা সুপ্রচার।
সম-লঘুপ্রখরেতি, সমমৃদ্বী আর॥
লঘুমৃদ্বধিকমৃদ্বী, দ্বাদশ প্রকার।
যূথেশ্বরীগণ ভেদ শাস্ত্রেতে প্রচার॥
ছলা করি কথনের ব্যপদেশাখ্যান।
সেই "ব্যপদেশ" দুই প্রকার বিধান॥
শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ, অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ আর।
এ দুয়ের ব্যাখ্যা করি শাস্ত্র অনুসার॥
ওহে মত্ত করীবর! মদান্ধ হইয়া।
উত্তম-অধম জ্ঞান ফেলিলে নাশিয়া॥
অগ্রে সুর-তরঙ্গিণী করহ দর্শন।
প্রফুল্লিত কুবলয়ে শোভিছে কেমন॥
ভাবোন্মত্ত সৌম্যাকৃতি রাজহংসগণ।
নিজানন্দে নানা ভাবে দিছে সন্তরণ॥
ঘন রস শোভোল্লাসী সুর-তরঙ্গিণী।
তারে ত্যজি মলীমস সলিলশালিনী॥
পঙ্কপূর্ণা-কর্ম্মনাশা নদীর সেবন।
অনুক্ষণ করিতেছ শ্রীমধুসূদন!॥

তথাহি তত্রৈব।

ত্যজন্ কুবলয়াধিকাং ঘনরসশ্রিয়োল্লাসিনীং
পুরঃ সুরতরঙ্গিণীং মধুর মত্তহংসস্বনাং।

মলীমসপয়োধরামপি মদান্ধ পদ্মিনীমাং।
ত্যজন্ কিমিব পঙ্কিলামহহ কর্ম্মনাশামসি॥ ১০৯॥

সুরতরঙ্গিণী অর্থে গঙ্গা এই জানি।
সুরত-রঙ্গিণী এই ছল অর্থে মানি॥
মগধস্থা কর্ম্মনাশা নদী সবে জানে।
বিপক্ষার কর্ম্মনাশা গুণাদি বাখানে॥
“কু” শব্দে পৃথিবী, বলয়ার্থে ভূমণ্ডল।
ভূমণ্ডলে মমাপেক্ষা কেবাধিকা বল॥
“ঘনরস” শব্দে জল আর ত শৃঙ্গার।
শৃঙ্গার নিপুণা আমি সম্মুখে তোমার॥
হেন মোরে পরিহরি করম নাশায়।
ভজনা করিছ, ধিক্! কি কব তোমায়॥
মলীমসপয়োধরা শবদের দ্বারে।
মলিন জীবন শব্দ শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
শ্লেষার্থে কঠিন কুচ লৌহপিণ্ড প্রায়।
তাহে তুয়া রতি ধিক্! কি কব তোমায়॥
কোন এক যূথেশ্বরী কৃষ্ণ সন্নিধানে।
এই অভিযোগে নিজ উৎকর্ষ বাখানে॥
ওহে মদমত্ত পিক! একি তব ভুল।
মধুপবৃন্দের অনাঘ্রাতাম্রমুকুল॥
পরিত্যাগ করি বৃথা এই বৃন্দাবনে।
ভ্রমণ করিছ মধুপানের কারণে॥

বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে অধুনা তোমার।
তাই কহি অন্য আশা করি পরিহার॥
সদাম্রমঞ্জরী সুখে কর উপভোগ।
যে রোগে গিয়াছে বুদ্ধি যাবে সেই রোগ॥

তথাহি তত্রৈব।

মধুপৈরনবঘ্রাতাং বিমুচ্য মাকন্দ মঞ্জরীং মধুরাং
ভ্রাম্যসি মদকল কোকিল কথমিব বৃন্দাবনে পরিতঃ॥ ১১০

"মধুপ" শব্দের অর্থে কহয়ে ভ্রমর।
শ্লেষার্থে দক্ষিণানিল জানি নিরন্তর॥
মম অঙ্গ পরিমল দক্ষিণ পবন।
বস্ত্রাবৃত হেতু নাহি করিল হরণ॥
অতএব অন্যাসক্তি দিয়া বিসর্জ্জন।
পদ্মগন্ধা রমণীর করহ সেবন॥
পিকে উপলক্ষ করি শ্রীকৃষ্ণের পাশে।
অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গে কোন গোপীকা প্রকাশে॥
মালতীরে লক্ষ্য করি কৃষ্ণ সন্নিধানে।
স্বয়ং দূতী কহে এই অল্লাড় বয়ানে॥
হে মালতি! অলিরবে ডাকিয়া আমায়।
স্বপুষ্প তুলিতে কহ ভাবে বুঝা যায়॥
কিন্তু আমি অগ্রবর্ত্তী পুন্নাগাহরণে।
বাঞ্ছা করিয়াছি,—বৃথা না কর প্রার্থনে॥

"পুন্নাগ" শব্দেতে নাগ কেশর কহয়।
শ্লেষার্থে পুরুষোত্তম,—শ্রীজীব লিখয়॥
পুরস্থ বিষয় শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ যেই।
উজ্জ্বলের মতে তাহা কহিলাম এই।
গোবর্দ্ধনে লক্ষ্য করি শ্রীকৃষ্ণের পাশে।
স্বয়ং দূতী ব্যক্ত করে নিজ অভিলাষে॥
ওহে শৈলরাজ! ফুল্ল-কুসুম লতায়।
মনোহর শোভান্বিত হেরিয়ে তোমায়।
খগবৃন্দ নিরভয়ে তোমার উপরে।
অবস্থিতি করি নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে।
মোর অভিলাষ এই তোমার উপরে।
কিছুকাল বিচরণ করি ফুল্লান্তরে॥
কিন্তু তুমি হেনোপায় কর প্রকটন।
যাহাতে আমার বাঞ্ছা হয় প্রপূরণ॥
স্বয়ং দূতী সাক্ষাদ্রতি এই বাক্য দ্বারে।
প্রিয়নাথ সান্নিধানে সু-স্পষ্ট প্রচারে॥
পুরস্থ বিষয় অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ যেই।
শ্রীনীলমণির মতে কহিলাম এই॥
স্থাবর-জঙ্গম আদি পুরস্থ বিষয়।
এই কথা লিখিলেন রূপ মহাশয়॥
গর্ব্বাক্ষেপ-যাচ্ঞাদি ভেদেতে বিস্তর।
শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ হয়, কহে কবিবর॥

সুনায়ক গণ তাহা নায়িকা লক্ষণে।
বুঝিবেন যথামত,—রূপের শরণে ॥
আঙ্গিক লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ।
যে কথা শ্রবণে হয় সুরসিত মন ॥
কৃষ্ণ-নাগরের অগ্রে অঙ্গুলি স্ফোটন।
কোন ছল করি সম্ভ্রমাদি প্রকটন ॥
শঙ্কা-লজ্জা হেতু স্বীয় অঙ্গ আবরণ।
অধোমুখে পদ দ্বারা ভূমিতে লিখন ॥
কর্ণ কণ্ডূয়ন আর তিলক রচন।
বেশক্রিয়া, ভ্রূবিক্ষেপ, সখী আলিঙ্গন ॥
সখীকে ভর্ৎসনা, স্বীয় অধর দংশন।
হারাদি গুম্ফন, বাহুমূল উদঘাটন ॥
স্বাঙ্গভূষা সকলের শবদ করণ।
স্বগণ্ডে কুম্‌কুমে কৃষ্ণনাম বিলিখন ॥
তরু সহ মাধব্যাদি লতার মিলন।
ইত্যাদি অনেক রূপ আঙ্গিক লক্ষণ ॥
সতীশ্রেষ্ঠা বিশাখার অঙ্গ সঙ্গ আশে।
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রান্ত হঞা যান তাঁর পাশে ॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া তবে বিশাখা সুন্দরী।
করাঙ্গুলি গ্রন্থি স্ফোট করে দৃঢ় করি ॥
তাহে বিপর্য্যস্ত বেশ হইয়া নাগর।
তদঙ্গ সঙ্গার্থ হন ব্যাকুল অন্তর ॥

করাঙ্গুলি স্ফোটনের তাৎপর্য্যার্থ যাহা।
তুয়া সন্নিধানে মুঞিও কহিলাম তাহা।
ব্যাজ সম্ভ্রমাদি হেতু অঙ্গ সম্বরণ।
তোমার নিকটে এবে করিয়ে বর্ণন॥
নাগর সম্মুখে হেরি নাগরী তখন।
বস্ত্রাবৃত বক্ষে দেয় বস্ত্র আচ্ছাদন॥
আচ্ছাদিত মুখ পুনঃ ঘোমটা টানিয়া।
সংগোপন করে ত্বরা নাগরে হেরিয়া॥
ইথে অনুমানি ধনী মদনের শরে।
বিশেষ আহত হঞা থাকিবে অন্তরে॥
নতুবা চিত্তের কেন বিভ্রম এমন।
ভূ-লেখন ভাব কহি করহ শ্রবণ॥
নাগরের আঁখিভৃঙ্গ নাগরীর পাশে।
অতিথি হইল যাঞা মধুপান আশে॥
তাহা দেখি অধোমুখে নাগরী তখন।
পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমিপৃষ্ঠে করেন লিখন॥
ইথে বোধ হয় ধনী মদন রাজার।
পট্ট দ্বারা সহ লভি প্রিয় মনঃসার॥
স্ব-বলে ধরিয়া কুচগিরি সন্ধিস্থানে।
কীলকে বাঁধিল ধনী বন্ধন বিধানে॥
তাহে তাঁর লুব্ধ মনঃ হইয়া নিশ্চল।
প্রিয়া হৃদি লগ্ন হঞা রহিল কেবল॥

কর্ণকণ্ডূয়ন ভাব করহ শ্রবণ।
যে কথা শ্রবণে হয় সুরসিত মন॥
নায়কে দর্শন করি নায়িকা আপন।
বাম কর কনিষ্ঠিকা লোহিত বরণ॥
তার অগ্রভাগ বাম-শ্রবণ-বিবরে।
প্রবেশ করাঞা দেয় স্বীয় ভাবভরে॥
তাহাতে তাঁহার কর কঙ্কনের রব।
মদনের ভেরী রব হয় অনুভব॥
সে ভেরী শবদে ভীত হইয়া নাগর।
প্রিয়া কর্ণ কণ্ডূয়ন ভাবে নিরন্তর॥
কর্ণাঙ্গুলি প্রবেশের এই অভিপ্রায়।
তিলক ক্রিয়ার ভাব কহিব তোমায়॥
নাগরে বারেক হেরি নাগরী উল্লাসে।
অরুণ বরণ কর কমলে স্ব-বাসে॥
আপনার শরদিন্দু সুন্দর বদন।
সিন্দূরে উজ্জ্বল করে মনের মতন॥
প্রিয় দরশন আশে কমল আনন।
অল্প বক্র করে,—তায় কুণ্ডল মোহন॥
পুনঃ পুনঃ গণ্ডদ্বয়ে পতিত হইয়া।
দোলে নাগরের মনঃ মোহিত করিয়া॥
ইথে অনুমান হয় ধনীর অন্তরে।
অনুরাগাঙ্কুর যাহা সদা শোভা করে॥

সেই অনুরাগাঙ্কুর হইয়া উদ্গত।
নাগরের আশাবারি চাহে অবিরত॥
তিলক ক্রিয়ার মর্ম্ম করিনু বর্ণন।
বেশ রচনার কথা করহ শ্রবণ॥
কোন দিন সুনাগরে হেরি নিজ পাশে।
হৃষ্টচিত্ত হঞা ধনী সুকলা বিলাসে॥
মরন্দ-ক্ষরণশীল লবঙ্গ স্তবক।
স্ব-কর পল্লবে ধরি ভুলাতে নায়ক॥
শ্রবণাগ্রে পরিধান করেন যতনে।
বেশ ক্রিয়া ভাব এই সুরসিকে ভণে॥
ভ্রূ-ধূতির ভাব এবে কহিব তোমায়।
হৃদ্বন্ধন ভাব যাহে নাগরী জানায়॥
নাগরে দর্শন করি বিশাখা যখন।
মদন ধনুর সম ভ্রূ-যুগ আপন॥
কম্পিত করিয়া বৃথা খেদান্বিতা হয়।
তাহা দেখি বৃন্দা সখী বিশাখারে কয়॥
তুয়ানন চন্দ্রকান্তি শৃঙ্খলা এবারে।
উন্মত্ত করীন্দ্র মধুরিপু সু-দুর্ব্বারে॥
দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছে করি দরশন।
ভ্রূ-ধূতির তুয়া আর কিবা প্রয়োজন॥
ভ্রূ-কম্পন ভাব এই করিনু কীর্ত্তন।
সখী আলিঙ্গন কথা করহ শ্রবণ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরীরে কয়।
চিত্রার চিত্রিত ভাব চমৎকার হয়॥
নাগর চিত্রার আঁখি পথের মাঝারে।
নবীন অতিথি হঞা স্ব-ভাব বিস্তারে॥
তাহা দেখি চিত্রা করি অপাঙ্গ বিস্তার।
স্ব-সখীরে আলিঙ্গন করে বার বার॥
তাহাতে তাহার দুই করের কঙ্কন।
সু-ঝঙ্কারে করে কৃষ্ণানঙ্গ বিবৰ্দ্ধন॥
চিত্রার এ ভাব অনুভব করা ভার।
তোমার নিকটে এই করিনু বিস্তার॥
সুচিত্রা সু-চিত্র ভাবে যে ভাব প্রকাশে।
তাহাতে নাগর হাসে মনের উল্লাসে॥
এ ব্রজে সুচিত্রা সম ভাব কেবা জানে।
নাগর অতিথি যার আঁখি সন্নিধানে॥
সুবল কৃষ্ণকে কহে করি সম্বোধন।
বিশাখার প্রতি বশীকরণ-কারণ—॥
কারণান্বেষণ সখে! করহ বৰ্জ্জন।
বিশাখা তোমতে অর্পিয়াছে আত্মা মন॥
তোমার চরণপদ্মে রাখি স্বনয়নে।
সখী অঙ্গে পুষ্পাঘাত করিছে যতনে॥
অতএব বৃথা বশীকরণ প্রয়াশ।
তব আশা পূর্ণ হৈল করিনু প্রকাশ॥

অধর দংশন কথা করহ শ্রবণে।
শ্যামা ললিতারে কয় অমীয় বচনে॥
শ্রী চন্দ্রবদনা পাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মৃদু মৃদু হাসি আসি দিলা দরশন॥
নাগরে হেরিয়া রাই মদনে মাতিয়া।
বিশাখার প্রতি বাহে ক্রোধ প্রকাশিয়া॥
নিজ অধ ওষ্ঠ দন্তে করেন দংশন।
অতঃপর কহি শুন হারাদি গুম্ফন॥
সুবলে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ করিয়া ছলনা।
আমার সম্মুখে সখে! এ কেবা বল না॥
ধনীর নয়নপদ্ম কিবা চমৎকার।
শরত সরোজে যেন দিতেছে ধিক্কার॥
গ্রীবাবক্র করি যেন আমার উপর।
নয়ন নিক্ষেপ করিতেছে নিরন্তর॥
বোধ করি ধনী নিজ মৌক্তিক মালায়।
মোর চিত্তমণি হরি পদক লাগায়॥
সেই লাগি মম চিত্ত হইল চঞ্চল।
কি করি উপায় সখে! শীঘ্র তাই বল॥
মণ্ডন শিঞ্জিত ভাব কর অবধান।
উজ্জ্বলে বর্ণিলা যাহা রূপ মতিমান।
সুবলে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন।
শ্যামলা আমায় দূরে করিয়া দর্শন॥

স্ব-করের মণিময় কঙ্কন নিচয়।
পরস্পর সংঘটন কি লাগি করয়॥
কঙ্কনের বার বার শবদে আমার।
মনে বড় হইয়াছে ভয়ের সঞ্চার॥
বোধ করি ঐছে শব্দ মদন রাজার।
শাসন স্বরূপ ভেরী রূপেতে প্রচার॥
কার্য্যান্তর বিরহিতা কামিনী নিচয়।
সংশ্লেষ বিশ্লেষ ভূষা নির্হেতু করয়॥
তবে কহি শুন বাহুমূল প্রকটন।
নাগরে দর্শন করি শ্যামলা যখন॥
মৃদু হাসি নিজ বাহু করে উত্তোলনে।
তাহা হেরি হরি কহে মধুর বচনে॥
এই দিব্য বৃন্দাবনান্তরে লতাগণ।
স্ব-স্ব অগ্রে ফলভার করিয়া বহন॥
দর্শকের নেত্র, মন পরিতৃপ্ত করে।
ইহাপেক্ষাশ্চর্য্য ভাব শুন অতঃপরে॥
যবে তুমি আপনার বলয় শালিনী।
বাহুবল্লী উত্তোলন কর প্রমোদিনী॥
তখন তাহার মূলে অত্যাশ্চর্য্যময়।
মন, প্রাণ মুগ্ধকর ফল দৃষ্ট হয়॥
সে ফল দেখিয়া কৃষ্ণ পিকানন্দ ভরে।
উপভোগ লাগি অতি ব্যগ্র হঞা পড়ে॥

হেন চিত্র ফল মোর দৃষ্টচর নয়।
ইহার পরীক্ষা করা উচিত নিশ্চয় ॥
কৃপা করি আজ্ঞা দেহ পরীক্ষা কারণ।
মৃদু কি কঠিন দেখি করি আলভন ॥
তবে কহি শুন কৃষ্ণ নামাভিলেখন।
বৃন্দাকে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন ॥
দৌত্যকার্য্যে আর নাহি কোন প্রয়োজন।
তব প্রিয়সখী মোরে করিয়া দর্শন ॥
কুম্‌কুম পঙ্কেতে নিজ গণ্ডের উপরে।
মোর নাম লিখিতেছে আনন্দ অন্তরে ॥
হে সুন্দরি! তব প্রিয় ইন্দুমুখী রাই।
মো প্রতি প্রীতির একি দেখান বড়াই ॥
সহসা ইহার ভাব বুঝিতে না পারি।
তরুতে লতার যোগ তবে পরচারি ॥
সরোজাক্ষি রাধিকায় হেরিয়া নাগর।
মন্মথ পীড়ায় হন বিকল অন্তর ॥
তাহা দেখি চন্দ্রমুখী প্রিয় তমালেতে।
হেম যূথিকার যোগ করে আহ্লাদেতে ॥
তাহা হেরি সু-নাগরী সুস্থির হইয়া।
হেমাঙ্গীর মুখ হেরে দূরে দাঁড়াইয়া ॥
সঙ্কেতে বুঝিলা তবে সুনাগর বরু।
শোভিবে নাগরী মম হৃদয় উপর ॥

চাক্ষুষের ভাব এবে করহ শ্রবণ।
নেত্রার্দ্ধ মুদ্রন আর নেত্রান্ত ঘূর্ণন॥
নেত্র হাস্য, বক্রদৃষ্ট, নেত্র সঙ্কোচন।
কটাক্ষাদি, বামনেত্র দ্বারা দরশন॥
নেত্রার্দ্ধ মুদ্রন আদি দ্বারা আপনার।
অভিপ্রায় ব্যক্ত করা রীতি নায়িকার॥
চাক্ষুষ ক্রিয়ার দ্বারা সুনাগরী গণ।
সুনায়কে স্বানুরক্তি করে সর্ব্বক্ষণ॥
চাক্ষুষের তাৎপর্য্যার্থ অনেক প্রকার।
সে সব বর্ণিতে সাধ্য নাহিক আমার॥
উজ্জ্বলে উজ্জ্বল রস প্রিয়ভক্ত গণ।
রূপের আশ্রয়ে যেন করেন দর্শন॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ।

অঙ্গুলিস্ফোটনং ব্যাজসংভ্রমাদঙ্গ সংবৃতিঃ।
পদাভূলেখনং কর্ণকণ্ডূতিস্তিলক ক্রিয়া।
বেশক্রিয়াভ্রুবোধূ্র্তিঃ সখ্যামাশ্লেষতাড়নে।
দংশোঽধরস্য হারাদিগুম্ফোমণ্ডন শিঞ্জিতং।
দোর্ম্মূলাদিপ্রকটনং কৃষ্ণনামাভিলেখনং।
তরৌলতায়া যোগাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাগ্রেস্যুরাঙ্গিকাঃ॥ ১।

স্বয়ং দূতী বলি গণ্য আঙ্গিক লক্ষণ।
আপ্তদূতী তত্ত্ব এবে করহ শ্রবণ॥

প্রাণান্তে বিশ্বাস ভঙ্গ নাহি করে যেই।
সুস্নিগ্ধা, বাগ্মিনী অতি "আপ্তদূতী" সেই ॥
উভয় মিলন কার্য্যে ঘটকত্ব যাহা।
দূতীর লক্ষণ এই,—কহিলাম তাহা ॥
অমিতার্থা, নিস্থষ্টার্থা, পত্রহারী আর।
আপ্তদূতী হয় এই ত্রিবিধ প্রকার ॥
একের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝি অভিপ্রায়।
যে কোন উপায়ে দুয়ে মিলন করায় ॥
"অমিতার্থা দূতী" সেই জানিহ নিশ্চয়।
তবে শুন "নিস্থষ্টার্থা দূতী" যেই হয় ॥
নায়ক নায়িকা মধ্যে একজন দ্বারে।
কার্য্যভার প্রাপ্ত হঞা স্ব-যুক্তি বিচারে ॥
নায়ক নায়িকা দুয়ে করায় মিলন।
নিস্থষ্টার্থা দূতী সেই করিনু কীর্ত্তন ॥
নায়ক কি নায়িকার বার্ত্তা বহে যেই।
"পত্রহারী দূতী" সেই কহিলাম এই ॥
দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, বনদেবী, শিল্পকারী।
সেবাপরা, সখী আর ধাত্রেয়ী বিচারি ॥
এই সব আপ্তদূতী বলি খ্যাত হয়।
গণনা কারিণী দূতী দৈবজ্ঞা নিশ্চয় ॥
পৌর্ণমাসী তুল্য তপোবেশ ধারিণীরে।
লিঙ্গিনী কহয়ে যত রসিক-সুধীরে ॥

যে নারীর সনে কোন কালে দেখা নাই।
সে ষাঞা যাহার কাছে করয়ে বড়াই ॥
বর্ত্তমান ক্রিয়াদির কথা ছলে কয়।
"বনদেবী দূতী" সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
চিত্রাদিতে বিজ্ঞা যেই "শিল্পকারী" সেই।
নায়কে নায়িকা স্থানে শীঘ্র আনি যেই ॥
নায়িকার স্থানে আজ্ঞা মাগে পুনর্ব্বার।
কি করিবে কহ আর কিঙ্করী তোমার ॥
"সেবাপরা সখী" এই করিনু বিস্তার।
সখী ব্যবহার এবে করিব প্রচার ॥
ছল পরিহার করি উভয়ের প্রতি।
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রীতি করে অতি ॥
উভয়ের হয় অতি বিশ্বাসভাজন।
বয়ঃ বেশাদিতে স্ব-সখীর সম-গণ ॥
নায়িকার ধাত্রী হঞা নায়কের স্থানে।
গমন করিয়া যেই সুকলা বিধানে ॥
নায়িকার মনোদুঃখ নায়কে জানায়।
"ধাত্রেয়ী" লক্ষণ এই কহিনু তোমায় ॥
নায়ক নায়িকানিষ্ঠ সখী-দূত্য জানি।
বাক্য-ব্যঙ্গ ভেদে সখী-দূত্য দুই মানি ॥
তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধারে কহিলেন সখি।
নূতন মিলন তোমাদের একি লখি ॥

এ মিলন অনুভব করে নাই যেই।
ভূমিষ্ঠ হইয়া কেন না মরিল সেই ॥
এবে তুমি যাহা মোর দণ্ড কর রাই।
তাহাতে আমার হৃদে কিছু দুঃখ নাই ॥
তোমাদের মিলনের আগ্রহে আমার।
চিত্ত সদা ব্যগ্র,—এই কহিলাম সার ॥
অতএব কৃষ্ণ উপাসনার কারণ।
নিশ্চয় করিব আমি এখনি গমন ॥
"বাচ্যদূত্য" অর্থ এই করিনু কীর্ত্তন।
"ব্যঙ্গদূত্য" অর্থ তবে করহ শ্রবণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গার্থ রাই ব্যগ্র যবে হয়।
কোন সখী আসি রাই অগ্রে ছলে কয় ॥
হে চকোরি! শীঘ্র তুমি কর অভিসার।
অবশ্য তৃষ্ণার শান্তি হইবে তোমার ॥
ব্যঙ্গদূত্য অর্থ এই কহিনু তোমায়।
আর বহু অর্থ এর শাস্ত্রে দেখা যায় ॥
সন্দর্ভ বিস্তার ভয়ে না কহিনু তাহা।
এবে শুন নায়িকার অলঙ্কার যাহা ॥
নায়িকাদিগের ব্যক্ত যৌবন সময়।
স্ব-কান্তের প্রতি সদা চিত্তাবেশ রয় ॥
তাহে যেই সমুদয় সত্ত্বজালঙ্কার।
নায়িকার শোভে, তাহা বিংশতি প্রকার

হাব, ভাব, হেলা, তিন অঙ্গজালঙ্কার।
শোভা, কান্তি, দীপ্তি, ধৈর্য্য, প্রগল্‌ভতা আব
মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, সাত অযত্নজ জানি।
আর দশ স্বভাবজঃ বলিয়া বাখানি॥
বিলাস, বিচ্ছত্তি, লীলা, বির্ব্বোক, ললিত।
বিভ্রম, বিকৃত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত॥
সুকিল কিঞ্চিত, দশ নায়িকা হৃদয়ে।
স্বভাবত শোভা পায়,—রসিকে ভণয়ে॥
শৃঙ্গার রসেতে চিত্ত সদা নির্ব্বিকার।
রতি নাম স্থায়িভাব তাহাতে প্রচার॥
প্রথম বিক্রিয়া তার যাহা দেখা যায়।
ভাবাখ্যান ধরে সেই কহিনু তোমায়॥
গ্রীবা বক্র, ভ্রূ-নেত্রাদি বিকাশনকারী।
ভাবাপেক্ষা কথঞ্চিত বিকাশ বিস্তারি॥
"হাবা"খ্যান হয় তার জানিবে নিশ্চয়।
হেলার লক্ষণ কহি শুন সদাশয়॥
হাব যদি স্পষ্ট হয় শৃঙ্গার সূচক।
"হেলা"খ্যান ধরে সেই হৃদয় মোহক॥
রূপ-ভোগাদিতে যেই অঙ্গ বিভূষণ।
অযত্নজা, "শোভা" সেই করিনু কীর্ত্তন॥
মন্মথের তুষ্টিকরোজ্জ্বল শোভা যেই।
"কান্তি" নাম ধরে সেই,—কহিলাম এই॥

বয়ঃ, বেশ, দেশ, কাল, গুণাদির দ্বারে।
কান্তি অত্যধিক রূপে সতত বিস্তারে॥
"দীপ্তি" নাম হয় তার,—কহিলাম সার।
তবে শুন প্রিয় প্রিয় মাধুর্য্য বিচার॥
রসিকা নারীর সর্ব্ব অবস্থায় যেই।
চেষ্টার চারুতা সদা "মাধুর্য্যাখ্যা" সেই॥
সম্ভোগে নির্ভয় চিত্ত "প্রগল্‌ভতা"খ্যান।
সর্ব্বকাল অতি নম্রো-"দার্য্য" তার নাম॥
উন্নতি সময় চিত্ত সুস্থির করণে।
"ধৈর্য্য" বলি ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রবিজ্ঞগণে॥
রম্যবেশ, ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ানুকরণে।
"লীলা" বলি ব্যাখ্যা করে সুরসিক জনে॥
গতি, স্থানা-সন, মুখ, নেত্রাদি ক্রিয়ার।
কান্ত সঙ্গ হেতু যেই বৈশিষ্ট প্রচার॥
"বিলাস" আখ্যান তার জানিহ নিশ্চয়।
বিচ্ছত্তির অর্থ এবে শুন সদাশয়॥
বেশ রচনার কিছু ন্যূনতাতে যার।
কান্তিপুষ্টিকারী ভাব হেরি অনিবার॥
"বিচ্ছত্তি" আখ্যান তার কহিনু তোমায়।
বিভ্রমার্থ কহি শুন প্রাকৃত ভাষায়॥
নিজ কান্ত সন্নিধানে গমন সময়।
প্রবল মদনাবেগে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়॥

হার-মাল্য আদি পরে বিপরীত স্থানে।
"বিভ্রমের" কার্য্য এই পুরাণে ব্যাখানে॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ।

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশ সম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদি ভূষাস্থান বিপর্য্যয়ঃ॥ ১১২॥

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে চ।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যো অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্ত বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ১১৩॥

গর্ব্ব, হাস্য, অভিলাষ, অসূয়া, রোদন।
ভয়, ক্রোধ, এই সপ্ত করিয়ে গণন॥
হর্ষ হেতু এই সপ্ত একবারে যেই।
প্রকাশ করয়ে "কিলকিঞ্চিত" যে সেই॥
অন্তঃস্মের শব্দে "হাস্য" কবিগণ কয়।
জলকণা হেতু "অশ্রু" জানিহ নিশ্চয়॥
পাটল বরণে "ক্রোধ" হয় সুপ্রকাশ।
রসিকতোৎসিক্তা হেতু জানি "অভিলাষ"।
সম্মুখ কুঞ্চিত লাগি "আশঙ্কা" অন্তরে।
কুটিল উত্তার জন্য গর্ব্বাসূয়া ধরে॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং।

অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়া পথি মাধবেন মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনীদৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ

কেবলাঙ্গ স্পর্শাদিতে এ "কিলকিঞ্চিত।"
প্রকাশিত হয়, ইহা নহে কদাচিত॥
এ কিলকিঞ্চিত ভাববর্ত্ম রোধাদিতে।
কভু বা প্রকাশ হয় বুঝি দেখ চিতে॥
কান্তস্মৃতি আর কান্তগুণাদি শ্রবণে।
কান্ত-বিষয়ক স্থায়ীভাব সুচিন্তনে॥
হৃদয়ে যে অভিলাষ প্রকাশিত হয়।
"মোট্টায়িত" ভাব সেই কহিনু নিশ্চয়॥
স্তন অধরাদি কান্ত করিলে ধারণ।
হৃদে প্রীতি হয়, তবু লজ্জাদি কারণ॥
ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশয়।
"কুট্টমিত" ভাব সেই জানিহ নিশ্চয়॥
গর্ব্ব, মান, হেতু কান্ত দত্ত দ্রব্যে যেই।
অনাদর প্রকাশয়ে "বিব্বোকাখ্যা" সেই॥
সর্ব্বাঙ্গ বিন্যাসভঙ্গি-সৌকুমার্য্য আর।
ভ্রূক্ষেপের সুন্দরত্ব যাহাতে প্রচার॥
"ললিত" আখ্যান তার করিনু কীর্ত্তন।
বিকৃতার্থ কহি এবে করহ শ্রবণ॥
লজ্জা, মান, ঈর্ষাদির দ্বারা যেই স্থানে।
নিজ বিবক্ষিত ব্যক্ত না করে বয়ানে॥
"বিকৃত" আখ্যান তার জানিহ নিশ্চয়।
বিবক্ষিত অর্থে ব্যক্ত করণেচ্ছা হয়॥

আঙ্গিক, চিত্তজ অলঙ্কার বিংশ যাহা।
তোমার নিকটে বক্ত করিলাম তাহা॥
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বিংশ অলঙ্কার।
যথোচিত রূপে নিত্য হয় সুপ্রচার॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ।

অলঙ্কারা নিগদিতা বিংশতির্গাত্র চিত্তজাঃ।
অমী যথোচিতং জ্ঞেয়া মাধবেঽপি মনীষিভিঃ॥ ১১৫

জ্ঞাত বস্তু প্রিয় অগ্রে করি দরশনে।
অজ্ঞবৎ জিজ্ঞাসারে "মৌগ্ধ্য" বলি ভণে॥
ভয়ের অস্থানে কান্ত অগ্রে বড় ভয়।
"চকিত" আখ্যান তার জানিহ নিশ্চয়॥
এই দুই অলঙ্কার মুনিগ্রাহ্য নয়।
তথাপি মাধুর্য্য পুষ্টিকারী কেহ কয়॥
"উদ্ভাস্বর" অর্থ এবে করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় চিত্ত বিনোদন॥
ভাবুক রমণী অঙ্গে ভাব যাহা যাহা।
ব্যক্ত হয়, "উদ্ভাস্বর" জানি তাহা তাহা॥
নীবী, উত্তরীয় বস্ত্র, ধর্ম্মিল্ল স্রংশন।
নাসিকার প্রফুল্লতা, জৃম্ভাঙ্গ মোটন॥
নিশ্বাস প্রভৃতি উদ্ভাস্বর, সুনিশ্চয়।
মোট্টায়িত, বিলাসের, অন্তর্ভূত হয়॥

বাচিক লক্ষণ তবে কর অবধান।
চাটু প্রিয়োক্তির জানি "আলাপ" আখ্যান॥
দুঃখজ বাক্যের নাম "বিলাপ" কহয়।
উক্তি-প্রত্যুক্তিরে কহে "সংলাপ" নিশ্চয॥
কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে! কর "তরৌ" শীঘ্রোত্থান।
রাই কহে বৃক্ষোত্থান নহে মোর কাম॥
কৃষ্ণ কহে বৃক্ষ নহে এ "তরণি" হয়।
রাই কহে সূর্য্যে মোর কি প্রীতি আছয়॥
কৃষ্ণ কহে কহিতেছি "নৌ" কথা তোমায়।
রাই কহে উভয়ের কি কথা এথায়॥
এইরূপ উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিরে।
সংলাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন সুধীরে॥
তরি, তরু, এই দুই শব্দ যাহা হয়।
তার সপ্তমীর এক বাক্যে "তরৌ" কয়॥
"তরণি" শব্দের করি সূর্য্যার্থ গ্রহণ।
প্রত্যুক্তি করেন রাই নাবিক সদন॥
অস্মদের ষষ্ঠীর দ্বিবচনে "নৌ" হয়।
"নৌ" অর্থ উভয় এই জানিহ নিশ্চয়॥
তেঞি ধনী কহে এথা তোমার আমার।
কি কথা আছয়ে তাই করিব প্রচার॥
শ্রীরাধার প্রত্যুক্তিতে শ্রীশ্যামসুন্দর।
পরাজিত হঞা হাস্য করে মনোহর॥

স্মিতাস্য বদন সেই শ্রীশ্যাম-সুন্দরে।
অনন্য ভাবেতে ভজি আনন্দ অন্তরে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরণি মম তরোঃ শক্তিরারোহণে কা
সাক্ষাদাখ্যামি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে।
বার্ত্তেয়ং নৌ প্রসঙ্গে কথমপি ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা
বার্ত্তাপীতি স্মিতাস্যংজিতগিরমজিতং রাধয়ারাধয়ামি॥ ১১৬

ব্যর্থ আলাপের হয় "প্রলাপ" আখ্যান।
"রনং থনং জতে জতে রলীতি" প্রমাণ॥
বার বার কথনেরে "অনুলাপ" কয়।
নেত্র নহে নেত্র নহে উহা পদ্ম হয়॥
পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যেই অন্যার্থ কল্পন।
"অপলাপ" তার নাম বলে বুধগণ॥
বিশাখা কহয়ে রাই! চাহ কি মাধবে।
রাই কহে অভিলাষ বসন্ত দুর্ল্লভে॥
প্রবাসী কান্তার কাছে স্ব-বার্ত্তা প্রেরণে।
"সন্দেশ" বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণে॥
অমানিশা সবে চন্দ্রাবলী সমুদয়।
বিকলা হইয়া কোথা লয় প্রাপ্ত হয়॥
ঐছে প্রহেলির অর্থ এইত নিশ্চয়।
চন্দ্রাবলী শব্দে চন্দ্রাবলী সখী কয়॥

কুহু শব্দে অমাবস্যা কৃষ্ণ পিকধ্বনি।
কৃষ্ণ কাছে এই বার্ত্তা চালে সুবদনী॥
প্রিয়ার সন্দেশবার্ত্তা পাইয়া নাগর।
পান্থ পাশ হেঁয়ালীর করে অর্থান্তর॥
কুহু সকলের দ্বারা সেই চন্দ্রাবলী।
যদি নিজ স্বভাবেতে হয়েন বিকলী॥
তবে তাঁর হয় জানি হরিতে বিলয়।
হরি শব্দে সূর্য্য, অঘমর্দ্দন নিশ্চয়॥
লয় শব্দে ক্ষয় আর হয় আলিঙ্গন।
প্রহেলীর উত্তরার্থ করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি উজ্জ্বলরসবল্ল্যাং।

চন্দ্রাবলী চেদ্বিকলীকৃতা স্যাৎ কুহুভিরাপ্নোতি হরৌ লয়ং সা।
হরির্ব্বিবস্বানঘমর্দ্দনশ্চ লয়ঃ ক্ষয়ঃ স্যাদুপগূহনঞ্চ॥ ১১৭॥

তার উক্তিতেই মোর উক্তি এই মত।
কথা যথা, সেই "অতিদেশ" সুসম্মত॥
স্ব-ব্যক্তব্য বিষয়ের অন্যার্থ কল্পনে।
"অপদেশ" কহে এই করিনু কীর্ত্তনে॥
নান্দীমুখী দেবীস্থানে কহেন যতনে।
আশ্চর্য্য বারতা এক করুন শ্রবণে॥
একদিন সে শ্যামলা গুরুজন পাশে।
দাঁড়াইয়া আছে,—কথা শ্রবণের আশে॥

হেনকালে কোন সখী হেরি শ্যামলায়।
স্ব-বক্তব্য অন্যরূপে মৃদু হাসি গায়॥
এনব দাড়িমী শুক চঞ্চুর ঘাতনে।
ক্ষতোজ্জ্বল দুই ফল করিছে ধারণে॥
রক্তবর্ণ দুই পুষ্পে মত্ত ভৃঙ্গবর।
ইচ্ছা ভরি মধু পিলা জানি নিরন্তর॥
এ লাগি যুগল পুষ্প বিক্ষত হইল।
ইহা শুনি সে শ্যামলা চমকি উঠিল॥
...স্থ হঞা তবে নিজ উচ্চ কুচদ্বয়।
...ল দিয়া আচ্ছাদয়॥
...ক্রে আবরণ।
...করহ শ্রবণ॥
...ষ্ঠে আর।
...সুপ্রচার॥
...ব্য বিষয়।
...সখী পাশ কয়॥
...ক্য কহা যায় শিক্ষার কারণ।
...উপদেশ" বলে তারে শাস্ত্রকার গণ॥
তুঙ্গবিদ্যা মানময়ী রাধারে কহয়।
যৌবন চঞ্চলা সম চঞ্চল নিশ্চয়॥
ত্রিলোকের ম... ...প মনোহর।
গোবিন্দ তু... ...রিনু গোচর

অতএব মুগ্ধে ! তুমি গুঞ্জত্তৃঙ্গ বনে।
শ্যাম সহ মিলি কেলি কর নিজ মনে ॥

তথাহি ছন্দোমঞ্জর্য্যাং।

মুগ্ধে যৌবনলক্ষ্মীর্বিছ্যদ্বিভ্রমলোলা
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতরূপো গোবিন্দোঽতি দুরাপঃ।
তদ্বৃন্দাবন কুঞ্জে গুঞ্জত্তৃঙ্গ স নাথে
শ্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দং কুরু কেলিং॥ ১১৮ ॥

সেই এই আমি হই ইত্যাদি ভাষণে।
"নির্দ্দেশ" বলিয়া ব্যাখ্যা করে সুধীজনে ॥
ছলা করি স্বাভিলাষ প্রকাশ করণে।
"ব্যপদেশ" বলে, এই করিনু কীর্ত্তনে ॥
কুসুম চুম্বন ত্যজি মত্ত অলিবরে।
কেন বা চুম্বেন তুম্বি না বুঝি অন্তরে ॥
ভ্রমর জাতির এই স্বভাব কি হয়।
কি আর বলিব তোমা,—হয় লাজোদয় ॥
বাচিকানুভাব গণ সর্ব্ব রসে হয়।
মাধুর্য্য রসের অতি পোষক নিশ্চয় ॥
সেই লাগি এথা মুঞি করিনু বর্ণন।
সাত্বিক ভাবাদি এবে করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণকে হেরিয়া হর্ষে চন্দ্রাননী রাই।
"স্তম্ভ ভাব" লভি রহে প্রিয়মুখ চাই ॥

অঙ্গে স্বেদ-বারি ঝরে, অঙ্গভূষা তায়।
অভিষিক্ত হয়,—চিত্র কহনে না যায়॥
পাঁচ সখী সঙ্গে তাঁর তথাপি শ্রীরাই।
পঞ্চালিকা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন তথাই॥
আনন্দ জনিত "স্তম্ভ ভাব" এই হয়।
"ভয় হেতু স্তম্ভ" এবে করিব নিশ্চয়॥
ঘনস্তনী ব্রজাঙ্গনা ঘন গরজনে—।
চকিত মানসে করে হরি আলিঙ্গনে॥
ভাবের উৎপন্ন হেতু "দিগ্ধ" এর নাম।
আশ্চর্য্য নিমিত্ত "স্তম্ভ" কর অবধান॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-ধুর্য্য করিয়া দর্শন।
চিত্রান্বিতা হঞা রাই না ফেলে নয়ন॥
নিশ্চল হইয়া ধনী বঁধু-মুখ চায়।
আশ্চর্য্য জনিত স্তম্ভ কহিনু তোমায়॥
"বিষাদ কারণ স্তম্ভ" করহ শ্রবণে।
শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দর্শনে॥
বিপ্রলম্ভ ভয়ে চিত্রা সঙ্কেত কুঞ্জেতে।
পথপানে চাঞা রহে স্তম্ভিত ভাবেতে॥
"ভয় লাগি স্তম্ভ" যেই করহ শ্রবণ।
রাত্রে কৃষ্ণ শ্যামা সঙ্গে করিয়া শয়ন॥
স্বপ্নে প্রিয়াপালি! বলি ডাকেন বদনে।
এই কথা শ্রীশ্যামলা শুনিয়া শ্রবণে॥

দেব রমণীর ন্যায় নিশ্চল নয়ানে।
ক্ষণ কান্তিশূন্য হঞা চায় বঁধু পানে॥
"হর্ষ হেতু স্বেদ" তবে করিব কীর্ত্তন।
কান্তভুজ-কান্তাগণ্ড পাইয়া স্পর্শন— ॥
পুলকে স্বেদাম্বু কণ করে বরিষণ।
"ভয় হেতু স্বেদ" তবে করহ শ্রবণ॥
বিপিনে বিপিনপ্রিয় প্রিয় কৃষ্ণ সনে— ।
বিলাস করিছে বিশাখিকা-নন্দ মনে॥
হেনকালে স্ব-পতির আগমন কথা।
কোনরূপে শুনি ভীতা হঞা পায় ব্যথা॥
তবে কৃষ্ণ বিশাখার নির্ভয়াদি তরে।
হাসিয়া কহেন ভয় না কর অন্তরে॥
তব পতি অতি দূরে—তাহে এই বন।
অত্যন্ত নিবিড়—এথা ভয় কি কারণ॥
সংকৃত মকরী পত্র স্বেদাম্বু কণায়— ।
বিলোপ হতেছে প্রিয়ে! ত্যজ আশঙ্কায়॥
ভয় হেতু স্বেদ এই কহিনু তোমারে।
"ক্রোধ হেতু স্বেদ" এবে করিব প্রচারে॥
শ্রীহরি পালীর অগ্রে ডাকে শ্যামলায়।
তাহা শুনি পালী ছলে শীলতা দেখায়॥
ভাল ভাল ভাল বঁধু সুখী হইলাম।
শ্যামলার নাম তুয়া মুখে শুনিলাম॥

এহেন শীলতা ভাব পালী প্রচারয়।
তথাপি তাহার অঙ্গে স্বেদাম্বু পড়য় ॥
ইহাতে প্রকাশ এই হইল নিশ্চয়।
পালীর অন্তরে বড় ক্রোধের উদয় ॥
"আশ্চর্য্য দর্শন হেতু রোমাঞ্চ" লক্ষণ।
[illegible]তুয়া সন্নিধানে এবে করিব বর্ণন ॥
ধারণ ক[illegible]ময় কৃষ্ণ গোপিনী সবারে— ।
[illegible] একবারে ॥
তাহা দেখি ব্যোমাঙ্গনে দেবাঙ্গন[illegible] ।
রোমাঞ্চ শরীর হঞা বিস্তৃত নয়নে ॥
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করে দরশন।
"হর্ষেতে রোমাঞ্চ ভাব" করহ শ্রবণ ॥
প্রিয়তমে সমাগত হেরিয়া নয়নে।
নেত্ররন্ধ্র দ্বারা কোন অবলা তখনে ॥
প্রিয়তমে হৃদিপদ্মে রাখিয়া যতনে।
আঁখি নিমীলন করি করে আলিঙ্গনে ॥
তাহাতে পুলক অঙ্গ হইয়া অবলা।
আনন্দ সাগরে ভাসে যেন শশিকলা ॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে।

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দ সংপ্লুতা ॥ ১১৯ ॥

"বিষাদে রোমাঞ্চ ভাব" কর অবধানে।
কোন সখী যাঞা কয় শ্রীকৃষ্ণের স্থানে॥
তোমার লাগিয়া রাই বাসক-সজ্জায়।
সরব রজনী ধনী জাগিয়া কাটায়॥
ওহে শঠ! এই কিহে ধরম তোমার।
তথা না যাইয়া কর যথেচ্ছা বিহার॥
তোমার লাগিয়া ধনী মনোবেদনায়।
অন্তরে বিলাপ করিতেছে শ্যামরায়! ॥
"বিস্ময় কারণ স্বরভেদ" যাহা হয়।
তোমারে কহিব তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
রাই ললিতারে কহে স্মিতাস্য-বদনে।
অভিসারে লাজে মঝু না স্ফুরে বচনে॥
এ লাগিয়া কর চালি সঙ্কেতে তোমায়—।
বহুবার কহিলাম লইতে আমায়॥
কি আশ্চর্য্য সখি! এই কর দরশন।
কৃষ্ণের মুরলী রবে হৈল পুষ্পোদ্গম॥
দেখিতে কি নাহি পাও দুনয়নে তাহা।
এ বড় বিস্ময় সখি! মরি আহা! আহা! ॥
"কোপ হেতু স্বরভঙ্গ" করহ শ্রবণ।
সোদ্গার করি সেই শ্রীরাধারমণ॥
হাসি হাসি বিশাখারে কহেন নির্জ্জনে।
প্রিয়া আছে মোর এই বৃন্দাবনে॥

সে সবার মহোজ্জ্বল নয়নভঙ্গিতে।
মোর তত তৃপ্তি নাই—কহিনু নিশ্চিতে॥
শ্রীরাধার রোষান্বিত বচন আমার।
অতিশয়ানন্দপ্রদ,—কহিলাম সার॥
ক্রোধভরে রাই মোরে অস্ফুট বচনে।
দূরীভূত হও! এই বলে যেই ক্ষণে॥
তাহা শুনি প্রাণ মোর সুশীতল হয়।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয়॥
রাধার সহিত করি সঙ্কীর্ণ রমণ।
বিশাখায় কহে এই শ্রীনন্দ-নন্দন॥
"হর্ষ হেতু স্বরভঙ্গ" এই মত হয।
কেন সখি! ব্যগ্র এত তোমার হৃদয়॥
চল কোন ছলে মোরা যাঞা পুনর্ব্বার।
নাগরে দর্শন করি,—তাহে কিবা আর॥
সখীর বচন শুনি রুক্মিণী তখনে।
অবহিত্থা প্রকাশিয়া সক্রোধ বদনে॥
সখী প্রতি করিলেন তর্জ্জন গর্জ্জন।
কিন্তু স্বরভঙ্গ প্রীতি করে প্রকটন॥
"ভয় হেতু স্বরভঙ্গ" করহ শ্রবণে।
কৃষ্ণ কন বিশাখারে মধুর বচনে॥
প্রথম সঙ্গম দিনে চন্দ্রবদনীরে।
পরিহাস করি কহিলাম ধীরে ধীরে॥

হে পদ্মিনী ! কৃপা করি তৃষার্ত্ত ভ্রমরে— ।
মকরন্দ দান কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥
মোর এই বাক্য শুনি খঞ্জনাক্ষী রাই ।
আধ স্বরে নহি নহি বলিলা তথাই ॥
সেই নহি নহি নবসুধা প্রবাহিনী— ।
তরঙ্গিণী মম শ্রুতি তট বিলাসিনী ॥
"ত্রাস হেতু কম্প" এবে বুঝহ অন্তরে ।
রাই অবরুদ্ধা আছে গৃহের ভিতরে ॥
হেনকালে নারীবেশ করিয়া ধারণ ।
রাই পাশ গিয়া কৃষ্ণ দিলা দরশন ॥
অভিমন্যু সেইকালে আসি আচম্বিতে ।
রাই গৃহে প্রবেশিলা হাসিতে হাসিতে ॥
পতিরে হেরিয়া ধনী কাঁপিতে লাগিলা ।
তাহা দেখি বিশাখিকা রাধারে কহিলা ॥
না কাঁপ না কাঁপ রাই ! কিবা তব ভয় ।
কেশব যুবতী বেশে দাঁড়ায়ে আছয় ॥
অতিমূর্খ অভিমন্যু কিছু না বুঝিবে ।
এখনি তোমার বাঞ্ছা পূরণ হইবে ॥
নাহি কাঁপ বাতাহত কদলীর ন্যায় ।
ধীরে ধীরে সখী ইহা রাই পাশ গায় ॥
"হর্ষ হেতু কম্প" এই করহ শ্রবণ ।
কুসুম চয়নকালে শ্রীরাধা-রমণ ॥

রাই অগ্রে মিলে আসি হাসিতে হাসিতে।
তাহা দেখি রাই ধনী লাগিলা কাঁপিতে॥
রাধার কম্পন হেরি ললিতা কহয়।
আমি তুয়া পাশ তার ভয় কি আছয়॥
"ক্রোধ লাগি কম্প" তবে করিব কীর্ত্তনে।
মানিনী পদ্মাকে কৃষ্ণ কন হাস্থাননে॥
ওহে পদ্মে! তুমি যদি নহ কোপান্বিতা।
তবে কেন সখি! তোমা হেরি সুকম্পিতা॥
সস্নেহ প্রদীপ শিখা নির্ব্বাত প্রদেশে।
কভু নাহি কাঁপে,—এই কহিনু বিশেষে॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ।

যদি কুপিতাসি ন পদ্মে কিং তনুরুৎকম্পতে প্রসভং।
বিচলতি কুতো নিবাতে দীপশিখা নির্ভর স্নিগ্ধা॥ ১২০॥

"বিষাদে বৈবর্ণ্য ভাব" করহ শ্রবণে।
বিপ্রলব্ধা রাই সখী কৃষ্ণ সন্নিধানে॥
আসি কহে বকীরিপো! এর পর আর—।
বিড়ম্বনা কিবা আছে ভৃঙ্গাক্ষী রাধার॥
ক্ষয়পীড়া আদি গ্রস্ত এ মৃগলাঞ্ছন।
রাই মুখ শশী সম হইল এখন॥
কলঙ্কিত করে যার মাধুর্য্য কেশরে।
সেই মুখচন্দ্র সম শ্বেত আভা ধরে॥

হায়! হায়! এর পর কষ্ট কিবা আর।
বুঝিয়া দেখহ মনে শ্রীনন্দকুমার॥
"রোষেতে বৈবর্ণ্য ভাব" কহি বিবরিয়া।
হরি বক্ষঃস্থলে রাই স্ব-ছায়া হেরিয়া॥
অন্য কান্তা ভ্রমে রোষে হঞা বিবরণ।
মানভরে কৃষ্ণে কন করি সম্বোধন॥
ওহে প্রিয়তম! বল গোকুল মণ্ডলে।
কত নারী সেবে তুয়া চরণ কমলে॥
রাইবাক্য শুনি কৃষ্ণ কন হাস্যমুখে।
ওহে প্রিয়ে! ভ্রমে পড়ি কেন পাও দুঃখে॥
তুয়া প্রতিবিম্ব মম হৃদয়ে শোভয়।
তুমি মোর সরবস কহিনু নিশ্চয়॥
শ্রীরাধা যমুনা তীরে মাধবের সঙ্গে—।
বিহার করিতেছিলা পরিহাস রঙ্গে॥
আচম্বিতে নিজ অগ্রে স্ব-পতি দর্শনে—।
কালিমা হইয়া চাহে কাতর নয়নে॥
আয়ান রাধারে দেখি চিনিতে নারয়।
"ভয়েতে বৈবর্ণ্য" এই জানিহ নিশ্চয়॥
গণ্ড প্রফুল্লতা আর রোমঞ্চাবস্থায়।
যেই বাষ্প ঝরে তারে "আনন্দাশ্রু" গায়॥
"হর্ষ হেতু অশ্রু" এই করিনু কীর্ত্তন।
"রোষ হেতু অশ্রু" তবে করহ শ্রবণ॥

খণ্ডিতা রাধারে কন সু-নাগরবর।
আমি অপরাধী নহি তোমার গোচর॥
কি লাগি কুপিতা তুমি হঞা আচম্বিতে।
মো প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য লাগিলা বলিতে॥
কেন তুয়া কুচযুগে হার অনুকারা—।
দর দর পড়িতেছে তরলাশ্রুধারা॥

তথাহি শ্রীবিল্বমঙ্গলে।

রাধেঽপরাধেন বিনৈব কস্মাদস্মাসুবাচঃ পরুষারুষা তে।
অহো কথন্তে কুচয়োঃ প্রথন্তে হারানুকারাস্তরলাশ্রুধারাঃ॥ ১২১॥

ঈর্ষা লাগি স্ত্রীগণের যেই অশ্রু ঝরে।
তাহে শিরঃকম্প, শ্বাসত্যাগ, ওষ্ঠ নড়ে॥
কপোলের স্ফূর্ত্তি আর অপাঙ্গ দর্শন।
বদন ভ্রূকুটীযুক্ত হয় সর্ব্বক্ষণ॥
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধারে সখী কহে।
হে বরোরু! নয়নাম্বুধারা কেন বহে॥
বদনচন্দ্রিমা আর মলিন না কর।
কৃপানিধি কৃষ্ণ পুনঃ তোমার উপর—॥
করুণা বিস্তার সখি! করিবে নিশ্চয়।
ওহে বৎস! “বিষাদাশ্রু” ইহারে কহয়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

মলিনং নয়নাম্বুধারয়া মুখচন্দ্রং করভোরু মা কুরু।
করুণা বরুণালয়ো হরিস্ত্বয়ি ভূয়ঃ করুণাং বিধাস্যতি॥ ১২২॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি শ্রীমতী রাধার।
জঙ্ঘা স্থাবরতা ভাব করিল প্রচার॥
কণ্ঠের কুণ্ঠিত ধ্বনি, নয়ন স্পন্দন।
নাসাপুটে শ্বাস সখি! হয় বিঘটন॥
মুনিজন সম মনঃ সমাধি ধরিয়া—।
নিশ্চেষ্ট হইয়া রহে—কম্বু বিস্তারিয়া॥
"সুখেতে প্রলয়" এই করিনু কীর্ত্তন।
"দুঃখেতে প্রলয়" তবে করহ শ্রবণ॥
কংসে অভিশাপ দিয়া পৌর্ণমাসী কন।
কৃষ্ণ সর্প তার বুকে করুক দংশন॥
দুষ্ট গোষ্ঠ তড়াগের জীবন হরিয়া—।
দূরে লঞা গেল মোসবারে কষ্ট দিয়া॥
আভীর শফরী আর কাহার আশ্রয়ে—।
এ ব্রজে করিবে বাস নির্ভয় হৃদয়ে॥
অতি অন্তর্ব্বেদনায় আভীর সকল—।
শ্বাসহীন ভূমে পড়ি লুঠিছে কেবল॥
দশমীক দশা সবে পাইল নিশ্চয়।
"ধূমায়িতা ভাব" কহি শুন সদাশয়॥
ঐছে ভাবগণ এক কিবা দুই সঙ্গে—।
মিলি অল্প প্রকাশিত হয় যার অঙ্গে॥
তার যদি সেই ভাব গোপনীয় হয়।
তবে "ধূমায়িতা ভাব" জানিহ নিশ্চয়॥

বিমানচারিণী এক দেবীকে দেখিয়া।
কোন সিদ্ধা নারী কহে মুচকি হাসিয়া॥
তুমি দেবপত্নী এই করি দরশনে।
তুয়া কেন হেন ভাব কৃষ্ণাবলোকনে॥
যদি কহ কিবা ভাব দেখিলে আমার?।
যুগল নয়নে কেন বহে অশ্রুধার॥
তোমার ভাবের সাখী তুয়া নেত্রদ্বয়।
কেন বা ত্বদীয় গণ্ডে পুলক উদয়॥
দুই কিবা তিন ভাব একবারে যার।
অতিশয় ভাগ্যে করে হৃদয়াধিকার॥
অতি কষ্টে সেই ভাব যে করে গোপন।
"জ্বলিতা" আখ্যান তার—করিনু বর্ণন॥
তিন, চারি কিম্বা পাঁচ প্রৌঢ় ভাব যার।
একবারে দেখা দেয় হৃদয় মাঝার॥
সেই ভাব যদি সেহ সম্বরিতে নারে।
"দীপ্তা" তার নাম—এই কহিনু তোমারে॥
পাঁচ, ছয় কিম্বা সর্ব্বভাবের উদয়।
একবারে হয় যার অন্তরে নিশ্চয়॥
প্রেমের পরমোৎকর্ষ তাহে দেখা যায়।
"উদ্দীপ্তা" তাহার নাম,—কহিনু তোমায়॥
উদ্দীপ্তা ভাবের ভেদ কোন কোন জনে—।
সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়,—এই জানি মনে॥

সাত্বিক সকল কিন্তু ভাবউদ্দীপ্তায়—।
পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় সর্ব্বথায়॥
নির্ব্বেদ, বিপ্রিয় হেতু নির্ব্বেদ, বিদ্বেষ।
বিষাদ, প্রারব্ধাসিদ্ধে বিষাদ বিশেষ॥
বিপত্ত্য-পরাধ লাগি বিষাদ বিভিন্ন।
দুঃখ, ত্রাস, অপরাধ হেতু দৈন্য চিহ্ন॥
শ্রম, মনঃপীড়া, রতি হেতু গ্লানি হয়।
পথ, নৃত্য, রতি লাগি শ্রমে গ্লানি কয়॥
কন্দর্প চিহ্নিত রতি কেলি সমরেতে।
কৃষ্ণকে জিনিতে রাই ইচ্ছিলা মনেতে॥
কিন্তু রতিযুদ্ধে তথা রসিকা রাধার।
জঘন নিস্পন্দ হৈল, কি কহিব আর॥
বাহুদ্বয় শিথিলতা, উরস কম্পন।
নেত্রে মুদ্রা উপস্থিত হইল বিষম॥
হায়! হায়! রমণীর পৌরুষ কেমনে—।
সুসিদ্ধ হইতে পারে,—নাহি বুঝি মনে॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে।

মারাঙ্কে রতিকেলি সঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস
প্রায়ংকান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।
নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্ব্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষোমীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিদ্ধ্যতি। ১২৩॥

মধুপান হেতু যেই মদোদ্ভব হয়।
বিবেক হরণকারী "মদ" তারে কয়॥
স্ব-সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয়।
ইষ্টলাভ হেতু "গর্ব্ব" পঞ্চবিধ হয়॥
অন্যের ক্রূরতা, চৌর্য্য, অপরাধ তরে।
আশঙ্কা যে হয়, সেই "ত্রাস" নাম ধরে॥
তড়িন্মালা, ভয়ানক জন্তু দরশনে।
আশঙ্কা জনক উগ্র শবদ শ্রবণে॥
অন্তরে যে ভয় হয়,—সেহ জানি ত্রাস।
অনন্তরাবেগ অর্থ করিব প্রকাশ॥
প্রিয় দরশনে, প্রিয় শ্রবণেতে আর।
চিত্তের বিভ্রম যেই "আবেগাখ্যা" তার॥
অত্যন্ত আনন্দ হেতু বিরহেতে আর।
হৃদয় বিভ্রম যেই "উন্মাদাখ্যা" তার॥
অত্যন্ত দুখোত্থ ধাতু বৈষম্য জনিত।
হৃদয় বিক্লব যেই হয় সুনিশ্চিত॥
"অপস্মার" নাম তার রসজ্ঞেতে গায়।
শরীর বিক্ষেপ আদি যাহে দেখা যায়॥
জ্বর আদি প্রতিরূপ বিকারের নাম।
"ব্যাধি" বলি রস সুধাকর আদি গান॥
গোবিন্দ বিরহে রাই সন্তাপ জরায়—।
অত্যন্ত কাতর হঞা কুসুম শয্যায়—॥

শয়ন করিয়া করে উলটি পালটি।
অঙ্গেতে পরাগ শোভে, বিষম মালটি॥
ব্যজনের পদ্মদল অঙ্গের উষ্মায়।
ঘন ঘন ম্লান হয়, মরি হায়! হায়!॥
স্তন মণ্ডলের পঙ্ক চন্দন লেপন।
শুষ্ক হঞা শয্যোপরি পড়ে ঘন ঘন॥
স্নিগ্ধ হইবার আশে মৃণালাভরণ।
অঙ্গেতে ধারণ করে করিয়া যতন॥
অঙ্গ তাপে উষ্ণ হয় মধ্যদেশ তাঁর।
অগ্রভাগে ফেনোদ্গারে,—কি কহিব আর॥

তথাহি রসসুধাকরে।

শয্যা পুষ্পময়ী পরাগময়তামঙ্গার্পণাদশ্নুতে
তাম্যন্ত্যস্তিক তালবৃন্ত নলিনী পত্রাণি গাত্রোষ্ময়া।
ন্যস্তঞ্চ স্তনমণ্ডলে মলয়জং শীর্ণান্তরং লক্ষ্যতে
ক্বাথাদাশুভবন্তি ফেনিলমুখাভূষামৃণালাঙ্কুরাঃ॥ ১২৪॥

নাগরের কর আদি স্পর্শন জনিত।
"হর্ষ হেতু ব্যাধি" তবে কহিব নিশ্চিত॥
অল্প উন্মীলিত নীলোৎপল দল শোভা।
কৃষ্ণ কর সরোরুহ স্পর্শ মনোলোভা॥
হেন কর স্পর্শে ধনী মনঃ ক্ষোভে কয়।
কোথা আমি, কিবা মরি, না জানি নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীবিদগ্ধমাধবে।

দরোন্মীলন্নীলোৎপলদলরুচস্তস্য নিবিড়া-
দ্বিরূঢ়ানাং সদ্যঃকরসরসিজস্পর্শকুতুকাৎ।
বহন্তী ক্ষোভানাং নিবহমিহ নাজ্ঞাসিষমিদং
কবাহং কাবাহং চকর কিমহংবা সখি তদা॥ ১২৫॥

সমর্থা রতিতে "মোহ" কহিলাম এই।
"সাধরণ্যাভাস" "মোহ" কহি শুন যেই॥
বনিতা উৎসব রূপ কৃষ্ণ দরশনে।
অসঙ্কীর্ণ বংশী গান করিয়া শ্রবণে॥
বিমানে গমনকারী দেবাঙ্গনা গণ।
পতি অঙ্কে রহি কামে "মোহ" প্রাপ্ত হন॥
কুসুম কবরী, নীবি, দেবী সবাকার।
স্খলিত হইয়া পড়ে প্রমাণ তাহার॥

তথাহি শ্রীদশমে।

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণু বিবিক্তগীতং।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রস্যৎপ্রসূন কবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥ ১২৬॥

"বিশ্লেষ লাগিয়া মোহ" এই মত হয়।
গোপীমধ্যে শ্রীরাধার এই পরিচয়॥
কিশলয় বিনির্ম্মিত শীতল শয্যায়—।
শয়ন করিয়া যিঁহ অনিমীখে চায়॥

সাশ্রুনেত্রা সখীগণ যাঁরে রক্ষা করে।
অতিশয় কৃশ অঙ্গ প্রাণ মাত্র ধরে॥
হেন দশাপন্ন সখে! দেখিবে যাহায়।
সেই মোর প্রিয়া রাই কহিনু তোমায়॥
উদ্ধবেরে এই মত কহিয়া নাগর।
ব্রজে পাঠাইয়া দিলা নন্দরাজ ঘর॥

তথাহি শ্রীমদুদ্ধব সম্বাদে।

সা পল্যঙ্কে কিশলয়কুলেঃ কল্পিতে তত্র সুপ্তা
গুপ্তা নীরস্তবকিত দৃশাং চক্রবালৈঃ সখীনাং।
দ্রষ্টব্যা তে কৃশিমকলিতা কণ্ঠনালোপকণ্ঠে
স্পন্দেনান্তর্ব্বপুরনুমিত প্রাণসঙ্গা বরাঙ্গী॥ ১২৭॥

ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ, পদ্ম, চিহ্নিত চরণে।
ব্রজের খুরদ ব্যথা করি নিবারণে॥
বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।
গোচারণে যান যবে সুবিলাস রঙ্গে॥
তখন তাঁহার সেই সবিলাসানন—।
আমাদের হৃদে স্মর করেন অর্পণ॥
তাহাতে মোদের দশা তরু সম হয়।
কবরী বন্ধন, নীবী, খসিয়া পড়য়॥
মোহ হেতু তাহা মোরা জানিতে না পারি।
"বিষাদেতে "মোহ" এই,—কহিনু বিচারি॥

তথাহি শ্রীদশমে শ্রীবেণুগীতায়াং।

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজ বজ্রনীরজাঙ্কুশ বিচিত্র ললামৈঃ।
ব্রজভূবঃশময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্ম ধুর্য্য গতিরীরিত বেণু॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস বীক্ষণার্পিত মনোভব বেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদাম কশ্মলেন বসনং কবরম্বা॥ ১২৮॥

মরণের চেষ্টা কিন্তু সক্ষাম্মৃত্যু নয়।
এথায় "মৃতির" অর্থ তাহাই নিশ্চয়॥
তাহাতে কারণ এই করহ শ্রবণ।
ত্রিবিধা রতির যত কৃষ্ণ প্রিয়াগণ॥
নিত্য সিদ্ধ হেতু মৃত্যু নাহি সে সবার॥
সাধক অবস্থা কোন গোবিন্দ প্রিয়ার—॥
মরণ সম্ভব হয়,—সত্য এই কথা।
তথাপি বর্ণিতে তাহা হৃদে পাই ব্যথা॥
অমঙ্গল হেতু তাহা করিনু বর্জ্জন।
দৃষ্টান্ত বচন একে করহ শ্রবণ॥
যতদিন অক্রূরের অনুবন্ধাশয়—।
নিশ্চয় স্বরূপে সখি! ব্যক্ত নাহি হয়॥
সেই কালাবধি তোরে প্রণাম আচরি—।
প্রার্থনা করিয়ে এক শুন সহচরি!॥
যার পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাভরণ—।
নির্ম্মাণ করিনু মুঞি করিয়া যতন॥

সেই এই ফুল্লা প্রিয় মালতী লতায়।
সযত্নে পালিহ মোর প্রাণ যদি যায়॥
ললিতার কর ধরি রাই এই কয়।
উদ্ধব সন্দেশ ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি শ্রীউদ্ধব সন্দেশে।

যাবদ্ব্যক্তিং ন কিল ভজতে গান্ধিনেয়ানুকম্প-
স্তাবন্নত্বা সুমুখি ভবতীং কিঞ্চিদভ্যর্থয়িষ্যে।
পুষ্পৈর্যস্যা মুহুরকরবং কর্ণপূরান্মুরারেঃ
সেয়ং ফুল্লা গৃহপরিসরে মালতী পালনীয়া॥ ১২৯॥

সামর্থ্য থাকিতে নিজ কর্ত্তব্যাকরণে।
"আলস্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণে॥
ইষ্টা-নিষ্ট শ্রবণেতে, ইষ্টা-নিষ্ট হেরি।
আর বিরহেতে "জাড্য"—কহে এই বেড়ি
নবীন সঙ্গমে আর অন্যায়াচরণে।
"লজ্জা" উপজয়,—এই বুঝে দেখ মনে॥
অবজ্ঞা লাগিয়া আর স্তবের কারণ।
"লজ্জা" হয়, এই কথা কহে কোন জন॥
"অবহিত্থা ভাব" তবে করহ শ্রবণ।
অবহিত্থা অর্থ জানি আকার গোপন॥
চন্দ্রবদনীর স্নিগ্ধ-মধুর বচন—।
সাদরে শ্রবণ করি শ্রীগোপী-রমণ॥

উন্মত্ত হইয়া শিরঃ করেন কম্পন।
মদন আবেশে নিজ হৃদ্বিকার গণ— ॥
গোপন করিয়া হাস্য বদনেতে কন।
হায়! একি ভাবাশ্চর্য্য করি দরশন ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভে।

অমুষ্যাঃ প্রোন্মীলৎকমল মধুধরাইব গিরো
নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকং।
উদঞ্চৎ কামোঽপি স্বহৃদয়কলা গোপনপরো
হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিতসুভগমূচে কথময়ং ॥ ১৩০ ॥

জৈক্ষ্য হেতু "অবহিত্থা" ইহারে কহয়।
জৈক্ষ-লজ্জা হেতু "অবহিত্থা" আর কয় ॥
দাক্ষিণ্য লাগিয়া "অবহিত্থা" এই মত।
চন্দ্রাবলী ক্রোধ করি কহে কথা যত ॥
সেই সব কথা তাঁর চন্দ্রসুধা ন্যায়।
শ্রীচন্দ্রবদন হৈতে যেন বাহিরায় ॥
কিন্তু সেইকালে তাঁর অতি দুর্নিবার।
গূঢ় মনোব্যথা শ্বাসে করে সুপ্রচার ॥
ঈষদুষ্ণ শ্বাস বহে নাসারন্ধ্র দিয়া।
অল্প অল্প কাঁপে স্তন,—কহি বিবরিয়া ॥
তাহাতে তাঁহার রোষ পরকাশ হয়।
শ্রীমধুমঙ্গল পাশ কৃষ্ণ এই কয় ॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে।

উদ্ধত্যাস্মিত কৌমুদী ন মধুরা বক্ত্রেন্দু-বিম্বাত্তয়া
মৃদ্বীনাং ন নিরাকৃতা নিজ গিরাং মাধুর্য্যলক্ষীরপি।
কোকৈশ্চরস্থ দুরাবরৈর্নিজমনোগূঢ়ব্যথা সংসিভিঃ
শ্বাসৈরেবদরোদ্ধুত স্তনপটৈস্তস্যা রুষঃ কীর্ত্তিতাঃ॥ ১৩১॥

দাক্ষিণ্য লাগিয়া অবহিত্থা এই হয়।
লজা, আর লজ্জা ভয় হেতু আর কয়॥
গৌরব দাক্ষিণ্য লাগি অবহিত্থা আর।
স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করেন প্রচার॥
পূর্ব্বানুভূতার্থ বৎস! প্রতীতির নাম।
"স্মৃতি, কহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি, সুরগ্রাম॥
মথুরা গমনোদ্যত হংসে সখী কন।
তমালের দরশনে মুকুন্দ স্মরণ—॥
হইয়াছে,—সেই লাগি পুলিন্দী নিচয়।
উত্তপ্ত শরীরে গিরি প্রস্থেতে আছয়॥
তুমি ধীরে ধীরে সেই কালিন্দী জীবন।
শীতলিত করি পক্ষ বাতে অনুক্ষণ॥
পুলিন্দী সবার খেদ দূরীভূত করি।
প্রিয় হংস! যাবে তুমি মথুরানগরী॥

তথাহি হংসদূতে।

তমালস্যালোকাচ্চারি পরিসরে সন্তি চপলাঃ
পুলিন্দ্যো গোবিন্দ স্মরণ রভসোত্তপ্ত বপুষঃ।

শনৈঃ স্বেদং তাসাং ক্ষণমপনয়ন্ যাস্যতি ভুবা-
মবশ্যং কালিন্দী সলিল শিশিরৈঃ পক্ষপবনৈঃ ॥ ১৩২ ॥

অত্যন্ত অভ্যাস হেতু "স্মৃতি" আর হয়।
বিতর্কের অর্থ তবে করিব নিশ্চয় ॥
সংশয়েতে করি পক্ষদ্বয় উদ্ঘাটন।
নিশ্চয়ার্থ নিরূপিতে নারে যেইক্ষণ ॥
"বিতর্ক" তাহার নাম শাস্ত্রেতে কহয়।
চিন্তার সদর্থ তবে শুন সদাশয় ॥
ইষ্টালাভ, অনিষ্টের প্রাপ্তির কারণ—।
হৃদয়ে ভাবনা যেই "চিন্তা" তারে কন ॥
নায়িকার ন্যায় বৎস! নায়কে নিশ্চয়।
সঞ্চারি ভাবের ব্যক্ত সমুচিত হয় ॥
রাধার সৌন্দর্য্য হেরি পদ্মার চিন্তন।
নিদর্শন দিয়া,—কন চন্দ্রার ভাবন ॥
অহে চন্দ্রাবলি! তুমি রাই ভাগ্য দৃষ্টে।
মলিনা না হও? সব ফলে নিজাদৃষ্টে ॥
জ্যোতির্ব্বিদগণ এই কন সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণপক্ষে তারকাই বলবতী হন ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

মা চন্দ্রাবলি মলিনা ভব রাধায়াঃ সমীক্ষ্য সৌভাগ্যং।
জ্যোতির্ব্বিদোঽপি বিদুঃ কৃষ্ণে কিল বলবতী তারা ॥ ১৩৩ ॥

বিচারোত্থ অর্থ নির্দ্ধারণে "মতি" কয়।
দৃষ্টান্ত তাহার কহি শুন সদাশয়॥
যাহার স্বভাব যেই তাহা নাহি যায়।
দুঃখ নাই প্রিয় শ্যাম বিরহ ব্যথায়॥
আমি তাঁর পাদরতা দাসী সুনিশ্চয়।
তিঁহ যদি আলিঙ্গিয়া পেষণ করয়॥
অথবা না দেখা দিয়া মর্ম্মাহত করে।
যা করে করুন শ্যাম যা আছে অন্তরে॥
তিঁহ মোর প্রাণনাথ পর কভু নহে।
মোর প্রাণ তাঁর পদে সদা বাঁধা রহে॥

তথাহি শ্রীশ্রীমদ্ভগবতশ্চৈতন্যদেবেনোক্তং।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্ম হতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ১৩৪॥

সমর্থার নিদর্শন দিয়া তার পর।
সমঞ্জসোদাহরণ দেন কবিবর॥
রুক্মিণী কহেন, ওহে পুরুষ রতন!।
দেবগণারাধ্য তব যুগল চরণ॥
তাহে অতি অল্পপুণ্য নৃপতি সবার।
কি কথা কহিব, নাথ! ভাবি অনিবার॥
মাধুর্য্য সাগর তুমি জানে সর্ব্বজন।
কোন নারী নাহি সেবে তোমার চরণ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

ভবাম্বুজ ভবাদয়স্তব পদাম্বুজোপাসনা-
মুশন্তি সুরবন্দিতাঃ কিমুত মন্দপুণ্যা নৃপাঃ।
অতস্তব জগৎপতে মধুরিমাম্বুধের্ম্বিধো
ন দাস্যমিহ ব্যষ্টি কঃ পুরুষরত্ন কন্যাজনঃ॥ ১৩৫॥

মনের স্থৈর্য্যতা যেই "ধৃতি" তার নাম।
সেই ধৃতি দুই মত শাস্ত্র পরমাণ॥
দুঃখের অভাবে আর উত্তম প্রাপ্তিতে।
ধৃতি লাভ হয়,—এই কহিনু নিশ্চিতে॥
অভীষ্ট দর্শন আর অভীষ্ট লাভেতে।
"হর্ষ" উপজয় চিত্তে জানিহ মনেতে॥
ইষ্ট ইক্ষা ইষ্ট প্রাপ্তি স্পৃহা যেই হয়।
"ঔৎসুক্য" তাহার নাম জানিহ নিশ্চয়॥
"উগ্রতা" ভাবের অঙ্গ সাক্ষাৎ না হয়।
এই লাগি বৃন্দাদিতে উগ্রতা নিশ্চয়॥
অসহিষ্ণু, অধিক্ষেপ, অপমান তরে।
"অমর্ষ" উদয় হয়,—বুঝহ অন্তরে॥
অমর্ষার্থে ক্রোধ এই জানিহ নিশ্চয়।
পরের সৌভাগ্যে দ্বেষে "অসূয়া" কহয়॥
চিত্তের লঘুতা হেতু চাপল্য উদয়।
রাগ, দ্বেষ হেতু যাহা দুই মত হয়॥

চিত্ত নিমীলনে নিদ্রা কহে মুনিগণ।
ক্লম হেতু নিদ্রা এই জানি সর্ব্বক্ষণ॥
সুপ্তি অর্থে স্বপ্ন যাহা নিদ্রাকালে হয়।
"প্রবোধ" অর্থেতে নিদ্রা ত্যাগ এই কয়॥
শ্রীরাধা পর্ব্বতোপরি শ্রীহরির সনে।
কেলি কলা কালে অতি আনন্দিত মনে॥
ললিতার সুললিত চিত্রিত বদন।
হাস্যাননে করাম্বুজে করেন মার্জ্জন॥
সখী প্রতি নিজ স্নেহভাব এই হয়।
অসম্ভব লাগি কহি প্রমাণ নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

শৈলমূর্দ্ধ্নি হরিণা বিহরন্তী রোম কুট্মল করম্বিত মূর্ত্তিঃ।
রাধিকা সললিতং ললিতায়াঃ পত্রমাষ্টিলুলিতালকামাস্যং॥ ১৭৬।

উৎপত্তি, শাবল্য, সন্ধি, শান্তি, দশা চারি।
রসশাস্ত্র মতে এই কহিনু বিস্তারি॥
ভাবোদ্ভব যেই তার "উৎপত্তি" আখ্যান।
রসশাস্ত্র আদি ইথে সুস্পষ্ট প্রমাণ॥
উত্তর উত্তর সম্মর্দ্দতা যেই হয়।
"শাবল্য" তাহার নাম জানিহ নিশ্চয়॥
উভয় ভাবের যেই একত্রী করণ।
"সন্ধি" তার নাম,—এই কহে বুধগণ॥

ভাবের বিলয় যেই সেই "শান্তি" হয়।
ব্যভিচারি ভাব এই সব সদাশয়! ॥
শৃঙ্গারে মধুরা রতি যেই দৃষ্ট হয়।
"স্থায়ীভাব" নাম তার জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

স্থায়ীভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরাকৃতিঃ॥ ১৩৭॥

কালাহি বদন বিলাসিত রসনার—।
অগ্র সম গোপী দৃগঞ্চল চমৎকার ॥
যার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করে সর্ব্বক্ষণে।
যিনি নিজারুণবর্ণ নয়ন ক্ষেপণে ॥
সতীর হৃদয় চূর্ণ করেন সতত।
সেই কৃষ্ণ সুখদাতা সবার নিয়ত ॥

তথা শ্রীমদ্গোবিন্দবিলাসে।

কালাহি বক্ত্র বিলসদ্রসনাগ্রজাগ্রদ্গোপী দৃগঞ্চল চমৎকৃত বিদ্ধমর্ম্মা।
মর্ম্মাদিশত্বরুণ ঘূর্ণিতলোচনান্ত সঞ্চার চূর্ণিত সতীহৃদয়ো মুকুন্দঃ।১৩৮

বিষয়, সম্বন্ধ, অভিযোগ, অভিমান।
তদীয় বিশেষো-পমা, স্বভাব, প্রমাণ ॥
এই সাতে রতি নিত্য আবির্ভাব হয়।
উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ্য জানিহ নিশ্চয় ॥
স্বয়ং কিংবা পর দ্বারে স্ব-ভাব প্রকাশে।
"অভিযোগ" কহে,—এই জানিহ নির্য্যাসে ॥

রাধারে দেখাঞে কৃষ্ণ নবীনা লতার— ।
নবীন পল্লব দন্তে দংশে বার বার ॥
স্বাভিযোগ এর নাম জানিহ নিশ্চয় ।
পর দ্বারে অভিযোগ শুন সদাশয় ! ॥
পত্রহারী দূতী যাঞা রাধিকার পাশে ।
রাই প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ভাষে ॥
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাঁচ যেই ।
"বিষয়" তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥
নীপবৃক্ষান্তর হৈতে কোন এক ধ্বনি ।
উদগত হইয়া মম শ্রবণ সরণি ॥
আশ্রয় করিল আসি,—তাহা না জানিয়ে ।
হা ! হা ! ঐছে নাদ আজি মোরে কি লাগিয়ে ॥
কুলীন-গৃহিণী সম কোন এক দশা— ।
প্রাপ্ত করাইল ?—আর কাহার ভরসা ॥

তথাহি শ্রীমদ্বিদগ্ধমাধবে ।

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন কোনামকর্ণ-
পদবীমবিশন্ন জানে । হা হা কুলীন গৃহিণীগণ
গর্হনীয়াং যেনাদ্য কামপি দশাংসখি লম্ভিতাস্মি ॥ ১৩৭ ॥

"কৃষ্ণ" এই নামাক্ষর শ্রবণে আমার— ।
বিলোপ করিছে বুদ্ধি কি করিব আর ॥
গোবিন্দের বংশীনাদ প্রবেশি শ্রবণে ।
উন্মাদিত করে মোরে, কি করি এক্ষণে ॥

চিত্রপটে সেই শ্যামে হেরিনু যখন।
তখনি সে মম মনে হৈল বিলগন॥
এক পুরুষের রতি হৃদয় আমার—।
ব্যাকুলিতা করে সদা, তাহাতে আবার॥
পুরুষত্রয়ের রতি বহিব কেমনে।
মরণ মঙ্গল মোর জেন সখি! মনে॥

তথাহি তত্রৈব।

এতস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশী কলঃ।
এষ স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতি মনসি মে লগ্না সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরাভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥ ১৪০॥

শব্দের প্রমাণ এই করিনু কীর্ত্তন।
স্পর্শ হেতু অভিযোগ করহ শ্রবণ॥
গোকুল আচ্ছন্ন হৈল নিবিড় অন্ধেতে।
সেই কালে যাই আমি ভিতর পথেতে॥
যাইতে যাইতে কোন পুরুষ রতনে।
আচম্বিতে ছুনু আমি না হেরি নয়নে॥
সেই দিন হৈতে সখি! মমাঙ্গে শঙ্কিত—।
লোমোদ্গম হইতেছে,—কি করি বিহিত॥
নয়ন মেলিয়া দেখ অদ্যাপি তাহার—।
ক্ষণিক নিবৃত্তি নাই, কি বলিব আর॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

ব্রজংমুষ্টি গ্রাহ্যৈতমসি নিগরত্যঙ্গমিহ মে
সখি স্পর্শং দৈবাদ্যদবধি পরং কস্যচিদগাৎ।
গৃহীতা জাগর্য্যা তদবধি সদৈবাঙ্গজগণৈঃ
স শঙ্কের্য্যা পশ্য ক্ষণমপি ন সাদ্যাপ্যুপরতা॥ ১৪১॥

রূপ লাগি অভিযোগ করিব প্রচার।
ললিতা হংসকে কহে বিরহ রাধার॥
ওহে মুরহর! আকর্ষণ ক্রীড়া যার।
হেন প্রেমানন্দ রূপ স্বরূপ তোমার॥
দূর হৈতে সেই তোমা বারেক হেরিয়া।
মম সখী হিতাহিত দিয়াছে ছাড়িয়া॥
অগ্নির স্বরূপ হেরি পতঙ্গী যেমন।
তাহে প্রবেশিতে চেষ্টা করে সর্ব্বক্ষণ॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে আগুনে পড়িয়া।
স্ব-দেহ দগধ করে,—কহি বিবরিয়া॥
পতঙ্গীর ন্যায় এবে রাধিকা তোমার।
তব প্রেমানল ত্যাগ ইচ্ছি,—পুনর্ব্বার॥
তব প্রেমাগ্নিতে ধনী করিছে প্রবেশ।
তাহে অঙ্গ দগ্ধ করে কহিনু বিশেষ॥

তথাহি হংসদূতে।

কৃতাকৃষ্টি ক্রীড়ং কিমপি তব রূপং মমসখী
সকৃদ্দৃষ্ট্বা দূরাদহিতাহিত বোধোজ্ঝিতমতিঃ।

হতাশেয়ং প্রেমানলমনুবিশন্তী সরভসং
পতঙ্গীবাত্মানং মুরহর মুহুর্দাহিতবতী ॥ ১৪২ ॥

রস লাগি অভিযোগ করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥
কোন সখী নিজ যূথেশ্বরী শ্রীরাধার-- ।
কৃষ্ণে রতি বাঞ্ছা করি, সদুপায় তার ॥
কৃষ্ণের চর্ব্বিত গন্ধ তাম্বূল সেবন।
মনেতে নিশ্চয় করি, মনের মতন ॥
তাম্বূল করঙ্কে, কৃষ্ণভুক্ত শেষ পান— ।
লইয়া, রাধার গেহে করেন পয়ান ॥
অলক্ষিতে সেই পান সখীরে যতনে।
ভোজন করায় সখী আনন্দিত মনে ॥
হরিভুক্ত অবশেষ তাম্বূল সেবনে।
রাই হৃদে রতিচিহ্ন দিলা দরশনে ॥
কিশোরীর হেন ভাব করিয়া দর্শন।
কোন সখী তাম্বূলদা সখী প্রতি কন ॥
কহ সখি! তুয়া মুগ্ধ সখী আচম্বিতে— ।
কেমনে পুলক আদি লভিলা নিশ্চিতে ॥
অনুরাগ সমুদ্রের তরঙ্গ ইহার।
হৃদি উচ্ছলিত করে একি চমৎকার ॥
ইথে বোধ হয় তুমি কৃষ্ণভুক্ত শেষে— ।
তাম্বূল ইহারে দিলা প্রিয়ভাবাবেশে ॥

নহি আচম্বিতে কেন মুগ্ধী রাধার।
মহাশ্চর্য্যময় এই হৃদয় বিকার॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

পুলকয়তি যদঙ্গং সেবতে গাত্রভঙ্গং
বহতি হৃদি তরঙ্গং সন্থ এবাদ্য মুগ্ধা।
তবঘদমন বক্ত্রোদ্গীর্ণ তাম্বূলমল্লং
স্ফুটমবিদিতমাস্ত ন্যপ্তমস্যাস্তয়ালি॥ ১৪৩॥

গন্ধ লাগি অভিযোগ কহিব তোমায়।
কোন সখী নিজ সখী দর্শিত পন্থায়॥
শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তী মালার আঘ্রাণে।
প্রথমে পরমানন্দে হয়েন অজ্ঞানে॥
কিছুকাল পরে পুন লভিয়া চেতনে।
বিস্ময় হইয়া কহে সখীরে যতনে॥
যাহাদের পুষ্পে এই বৈজয়ন্তী হার।
নির্ম্মিত হইল,—তাহা কহ ত বিস্তার॥
কোথা সেই সব প্রিয়তরু বিরাজয়।
কাহারে বা তারা নিজ কুসুম অর্পয়॥
কি আশ্চর্য্য! দেখ সখি! মেলিয়া নয়ন।
বাসি মালা তবু ইথে মধুকর গণ॥
মধুলোভে আসি পড়ে গুণ-গুণ-স্বরে।
পরিমলে মত্ত চিত্ত স্তব্ধ ভাব ধরে॥

তথাহি তত্রৈব।

বিভ্রাজন্তে ক সখি সুখিনঃ শাখিনো মোহনাস্তে
যেষাং পুষ্পৈরিয়মনুপমা বৈজয়ন্তী কৃতাস্তি।
পশ্চাকৃষ্ট ভ্রমরপটলা যাত যামাপি কামং
যা ভূয়োভির্মম পরিমলৈঃ স্তম্ভয়ত্যদ্য চেতঃ॥ ১৪৪॥

শব্দ কর্ণে বিরাজয়, স্পর্শ অঙ্গে জানি।
রূপ নেত্রদ্বয়ে, রস রসনায় মানি॥
গন্ধ নাসিকায়,—এই কহিনু নিশ্চয়।
বিষয় পঞ্চক ভাব অর্থ গূঢ় হয়॥
রূপ হৈতে আলম্বন নিশ্চয় কারণ।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রত্যুৎপত্তি ন্যায্য কন॥
যার তত্ত্ব জানা নাই এ হেন প্রকার।
শবদ রূপাদি হৈতে অতি চমৎকার॥
বিষয়ালম্বন তত্ত্ব অজ্ঞান কারণ।
কিরূপ রতির চিহ্ন হয় দরশন॥
এইরূপ আশঙ্কার করি সমাধান।
স্ব-গ্রন্থে লিখিলা প্রভু রূপ মতিমান॥
মণিমন্ত্র মহৌষধ আদির প্রভাব।
প্রতিবন্ধ হীন, শাস্ত্রে এই হয় লাভ॥
তখন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শব্দাদির।
কথা আর কি বলিব, চিত্ত কর স্থির॥

কৃষ্ণ-বিষয়ক শব্দ আদি চমৎকার।
সেই সব চিত্র রতি এক বারে আর॥
রতি-বিষয়ক আলম্বন ত্বরা করি।
হৃদে প্রকটিত করে,—কহিনু বিবরি॥

তথাহি তত্রৈব।

লোকোত্তর পদার্থানাং প্রভাবঃ কোপ্যনর্গলঃ।
রতিং তদ্বিষয়ং চাসৌ ভাবয়েত্তূর্ণমেকদা॥ ১৪৫॥

বিলাসের আধিক্যতা কারণ এথায়।
অভিযোগানুভাবাদি উদ্দীপন গায়॥
ব্রজ গোপী সবাকার গোবিন্দ চরণে।
স্বভাব সুসিদ্ধ রতি প্রায় জানি মনে॥

তথাহি তত্রৈব।

প্রোক্তা অত্রাভি যোগাদ্যা বিলাসাধিক্য হেতবে।
রতি স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুল সুভ্রুবাং॥ ১৪৬॥

সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা ভেদেতে।
ত্রিবিধা শ্রীকৃষ্ণ রতি জানিহ মনেতে॥
মণি সম সাধারণী কহিনু বাখানি।
চিন্তামণি সম সমঞ্জসা এই জানি॥
কৌস্তুভ মণির সম সমর্থা নিশ্চয়।
ত্রিবিধা রতির ভেদ এই মত হয়॥
কুব্জাদি ব্যতীত সাধারণী রতি প্রায়।
সুলভ নাহিক হেরি,—কহিনু তোমায়॥

শ্রীকৃষ্ণ মহিষী বিনা সমঞ্জসা রতি।
অন্যত্র সুলভ নহে,—কহিনু সম্প্রতি॥
সমর্থা রতির ব্যক্তি ব্রজ গোপীকায়।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ যাহা,—বুঝহ হিয়ায়॥

তথাহি তত্রৈব।

সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাঽসৌ সমর্থা চ
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুল দেবীষু চ ক্রমতঃ।
মণিবচ্চিন্তামণিবৎ কৌস্তভমণিবিত্রিধাভিমতা
নাতি সুলভেয়মভিতঃ সুদুর্ল্লভা স্যাদনন্য লভ্যা চ॥ ১৪৭

যেই রতি অতিশয় গাঢ় নাহি হয়।
কৃষ্ণ দরশনে প্রায় চিত্তে উপজয়॥
সম্ভোগ ইচ্ছাই মাত্র পরিণাম যার।
সাধারণী রতি সেই, কুব্জাতে প্রচার॥
গাঢ়তা অভাব হেতু কুব্জাদি সবার।
সম্ভোগ ইচ্ছাই সদা হৃদয় মাঝার॥
সম্ভোগেচ্ছা হ্রাসে সদা রতি হ্রাস হয়।
এহেতু সম্ভোগ ইচ্ছা এথায় নিশ্চয়॥
রত্যুৎপত্তির হেতু, বিজ্ঞজনে কহে।
সাধারণী নাম তেঞি, কভু মিথ্যা নহে॥

তথাহি তত্রৈব।

নাতি সান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শন সম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছা নিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥

অসান্দ্রত্বাদ্রতে রস্যাঃ সম্ভোগেচ্ছা বিভিদ্যতে।
এতস্যা হ্রাসতো হ্রাস স্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি॥ ১৪৮ ॥

গোবিন্দের গুণ আদি শুনিয়া শ্রবণে।
পত্নীভাব অভিমান হয় মনে মনে॥
তাহাতে সম্ভোগ তৃষ্ণা হৃদয়ে উঠয়।
সমঞ্জসা রতি সেই জানিহ নিশ্চয়॥
সমঞ্জসা হৈতে সম্ভোগেচ্ছা হৃদয়েতে।
ভিন্ন ভাবে উঠে যবে, সেই সময়েতে॥
সম্ভোগেচ্ছা সমুদ্ভব হাবাদির দ্বারে—।
হরির বশ্যতা অতি দুষ্কর, বিস্তারে॥

তথাহি তত্রৈব।

পত্নী ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি শ্রবণাদিজা।
ক্বচিদ্ভেদিত সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা।
সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগ স্পৃহায়া ভিন্নতা যদা।
তদাতদুত্থিতৈর্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ ১৪৯ ॥

সাধারণী, সমঞ্জসা ভাবাপেক্ষা যার।
কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভোগেচ্ছা অনিবার॥
তাহাতে তাদাত্ম্য ভাব পায় সুনিশ্চয়।
সমর্থা তাহার নাম পুরাণে রটয়॥
সুনায়ক নায়িকার একীভাব যেই।
তাদাত্ম্য তাহার নাম,—কহিলাম এই॥

কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা আদি সমুদয়।
সমর্থা উদয়ে সব দূরীভূত হয়॥
অতি গাঢ় হেতু ঐছে রতি ভাবান্তরে—।
ভেদ করিবারে নারে,—বুঝহ অন্তরে॥

তথাহি তত্রৈব।

কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে।
স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ব্ববিস্মারি গন্ধা সান্দ্রতমা মতা॥ ১৫॥

সমর্থারতির কভু সম্ভোগেচ্ছা হৈতে।
বিশেষ নাহিক হয়,—বুঝে দেখ চিতে।
সমর্থা রতিতে শুদ্ধ কৃষ্ণ সুখ তরে।
উদ্যম লক্ষিত হয় বুঝহ অন্তরে॥
সমর্থা রতির বৃদ্ধি হইলে হিয়ায়।
মহাভাবাবস্থা প্রাপ্তি নিশ্চয় করায়॥
এ কারণ মুক্ত আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত গণ।
সমর্থা রতির সদা করে অন্বেষণ॥
তথাপি তাঁদের উহা লাভ নাহি হয়।
কেবল গোপীর লভ্য ভাগবতে কয়॥

তথাহি তত্রৈব।

সম্ভোগেচ্ছা বিশেষোঽস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে।
ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥

ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাং ॥ ১৫১ ॥

যথা শ্রীদশমে। শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ।

এতাঃপরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব-
মখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো
বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্ত কথা রসস্য ॥ ১৫২ ॥

যদ্যপি সমর্থা রতি বিরুদ্ধ ভাবেতে—।
বিচলিত নাহি হয়,—জানিহ মনেতে ॥
সমর্থা রতিকে তবে প্রেম বলা যায়।
যাহার উদয়ে স্নেহ আদি উপজায় ॥
স্নেহ, মান, প্রীতি, রাগ, অনুরাগ আর।
ভাবে পরিণত হয়,—কহি বার বার ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥ ১৫৩ ॥

যৈছে ইক্ষুগ্রন্থি হৈতে ইক্ষু উপজয়।
সেই ইক্ষু হৈতে রস, গুড় আদি হয় ॥
তৈছে রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হৈতে রাগ।
রাগ হৈতে অনুরাগ রূপ মহাদাগ ॥
অনুরাগ হৈতে মহাভাবাদি জন্মায়।
ক্রমোৎপন্ন কথা এই কহিনু তোমায় ॥

৩

প্রেমের বিলাস হেতু স্নেহ আদি ছয়।
প্রেম বলি ব্যবহৃত প্রায় জানি হয়॥
ধ্বংসের কারণ সত্বে ধ্বংস নাই যার।
এ হেন যুবক আর যুবতী সবার॥
পরস্পর ভাবানুবন্ধনে প্রেম কয়।
প্রেমের লক্ষণ এই জানিবে নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনঃ যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৪॥

প্রেমোদয় ধারা আর করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে মিলে বিশুদ্ধ ভজন॥

পদং।

বিধি ভক্তি পাকে রাগের উদয়।
রাগ পরিপাকে ভাবোদয় হয়॥
ভাবের ভিয়ানে প্রীতির জনন।
প্রীতিপাকে মিলে প্রেমামৃতধন॥
পূরব সাধন ফলে বা কাহার—।
একবারে হয় প্রেমের সঞ্চার॥
প্রেমামৃত ধনে নন্দের বাজারে—।
কিনিতে পাইবে যশোদা কুমারে॥
যশোদা কুমারে যেজন কিনিল।
রাধার প্রসাদ সেজন লভিল॥

রাধার প্রসাদে শ্রীরাস বিলাস—।
দেখিতে সে পায়,—কহিনু নির্যাস॥
কিশোরী কৃপায় কভু বা সে জনে।
ভাব যোগ্য সেবা পায় বৃন্দাবনে॥
ভাব যোগ্য সেবা লাভ করে যেই।
সবার দুর্ল্লভ জন হয় সেই॥
শ্রীগুরু কৃপায় ক্রমোন্নতি ধারা।
সংসার ভিতরে লাভ করে যারা॥
সে সবার কৃপা লভিবার তরে।
[illegible] বিপিন দাস সদা বাঞ্ছা করে॥ ১৫৫॥
[illegible]রে প্রেমোদয় ধারা এই হয়।
[illegible] বিরোধ কার নাহিক আছয়॥
স্ব-স্ব আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে।
প্রেমোদয় ধারা শিক্ষা উচিত সংসারে॥
প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ ভেদে প্রেম ত্রি-প্রকার।
বিলম্ব আদির দ্বারা প্রিয় নায়িকার—॥
সুদ্বৃত্তি অজ্ঞাত হৈলে নায়কের প্রাণে।
যেই ক্লেশ,—সেই প্রৌঢ় কহিনু সন্ধানে॥
যেই প্রেম অন্য কান্তা সঙ্গমানুভব—।
সহ্য করে, সেই প্রেম মধ্য অনুসব॥
শারদ নিশায় কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী সঙ্গে।
মনোহর রতিক্রীড়া করি নানা রঙ্গে॥

রাধার লাগিয়া খেদ করি এই কন।
যাঁর ক্রীড়া উর্ম্মি সেই কন্দর্প মোহন॥
সেই মোর প্রিয়া রাধা কোথায় আছয়।
তাঁর তরে চিত্ত বড় ব্যাকুলিত হয়॥

তথাহি তত্রৈব।

সর্ব্বারম্ভ মনোহরাং সপদি মে চন্দ্রাবলীং বিন্দতো
রঙ্গঃ শারদ শর্ব্বরী সমুচিতঃ পর্য্যাপ্তিমেবা যয়ৌ।
তাং কন্দর্প চমৎকৃতিকর ক্রীড়োর্ম্মি কির্ম্মীরিতাং
রাধাং হন্ত তথাপি চিত্তমধুনা সাক্ষান্মমাপেক্ষতে॥ ১৫৬॥

সদাকাল পরিচিত অতিশয় রূপে।
তথাপি যে প্রেম অন্য কান্তার স্বরূপে॥
উপেক্ষা অপেক্ষা কোনরূপে নাহি হয়।
"মন্দ প্রেম" তার নাম বুঝহ অন্তরে॥
ব্রজে মন্দ প্রেমোদয় সম্ভব না হয়।
মন্দ প্রেম দ্বারকায়,—জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

অমুনীয় রূঢ়মানামানয় ভামা সখীমশোকলতাং।
ভবতী প্রেমবতীনাং মনাগুপেক্ষাপি দোষায়॥ ১৫৭॥

অথবা যে প্রেম কভু হয় বিস্মরণ।
সেই প্রেম মন্দ,—এই কহে কবিগণ॥
প্রতিপক্ষ সকলের ঈর্ষার কারণ—।
বনমালা গাঁথিবারে নাহিক স্মরণ॥

তথাহি তত্রৈব।

প্রতিপক্ষ জনের্ষ্যয়া ন মে স্মৃতিরাসীদ্বনমালাগুম্ফনে।
অপি কিং করবৈ গবাং পুরো ঘন হম্বধ্বনিরেষজৃম্ভতে॥ ১৫৮॥

ঈর্ষারূপ বহিরঙ্গ ভাবের স্মরণ।
কান্ত লাগি বনমালা গাঁথা বিস্মরণ॥
এখানে ইহাই প্রেম মান্দ্যে যুক্তি হয়।
প্রেম বিনাশের হেতু ঈর্ষাই নিশ্চয়॥
কিন্তু ঈর্ষা সহে প্রেম কহিনু তোমায়।
ঈর্ষা রস পুষ্টিকারী,—এই শাস্ত্রে গায়॥
এই প্রেম পরাকাষ্ঠা ভাব লভি নিতি।
দীপ্ত জ্ঞানের হয় প্রকটন ভিতি॥
চিত্ত দ্রবীভূত করে, 'স্নেহ' নাম তার।
হেন স্নেহ হৃদি মাঝে উদয় যাহার॥
প্রিয় দর্শনাদি দ্বারা কদাপি তাহার।
তৃপ্তি নাহি হয়,—এই কহি বার বার॥
পরশ-সঙ্গমে চিত্তে লালসা বাড়য়।
তাহা বিনা পূর্ণ তৃপ্তি কভু নাহি হয়॥

তথাহি ক্রমদীপিকায়াং।

জয়তি মধুরবক্ত্ররূপশোভামৃতরসপান বিধা
ন লালসাভ্যাং। প্রণয় সলিলপূরবাহিনী না-
মলস বিলোল লোচনাম্বুজাভ্যাং॥ ১৫৯॥

অঙ্গসঙ্গ, দরশন, শ্রবণ আদিতে।
মনোদ্রব তিনরূপ বুঝে দেখ চিতে॥
ঘৃত স্নেহ, মধুস্নেহ, স্নেহ দুই হয়।
অত্যন্ত আদরময়ে ঘৃত স্নেহ কয়॥
"তুমি আমারই হও" ইত্যাদি বিষয়ে।
যেই স্নেহ সেই মধু স্নেহ সুনিশ্চয়ে॥
যাহার মাধুর্য্য স্বয়ং প্রকটিত হয়।
যাহে সম্যক্‌রূপে নানা রস বিরাজয়॥
যাহা হৃদিমত্তকারী উষ্ণভাবধারী।
মধুসহ সাম্য তার বুঝহ বিচারী॥
অন্য বস্তু যোগ বিনা মাধুর্য্য মধুর--
স্বয়ং প্রকাশিত হয়, মধু রস পূর
নানাবিধ পুষ্পরস মধুতে আছয়।
মাদকত্ব শক্তি, পানে অঙ্গ উষ্ণ হয়॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়স্নেহো ভবেন্মধু।
স্বয়ং প্রকট মাধুর্য্যো নানা রস সমাহৃতিঃ।
মত্ততোষ্মধরঃ স্নেহো মধু সাম্যান্মধুচ্যতে॥ ১৩০॥

স্নেহরূপ মাধুর্য্যের সারাংশের দ্বারে।
শ্রীরাধা গঠিত হঞা,—ভুবন মাঝারে॥
সুধাময়ী প্রতিমার ন্যায় অতি ঘনা।
ভাব উষ্মা দ্বারা নিত্য বিদ্রুতা, শোভনা॥

এ হেন শ্রীরাধা নাম প্রসঙ্গে আমার— ।
কর্ণে প্রবেশিঞা হয় সুখময়ী সার ॥
সর্বলোক স্মৃতি মোর সেই কালে নাশে ।
স্বয়ং কৃষ্ণ কন এই সুবলের পাশে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

রাধা স্নেহনয়েন হন্ত রচিতামাধুর্য্যসারেণ সা
সৌধীব প্রতিমা ঘনাপ্যরুগুণৈর্ভাবোষ্মনা বিদ্রুতা ।
যন্নামান্যপি ধামনি শ্রবণয়োর্যাতি প্রসঙ্গেন মে
সান্দ্রানন্দময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যো জগদ্বিস্মৃতিঃ ॥ ১৬১ ॥

স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তির কারণ ।
মাধুর্য্য নিত্য করায় স্বাদন ॥
অদাক্ষি কৌটিল্য ভাব করয়ে ধারণ ।
"মান" তার নাম,—এই করিনু কীর্ত্তন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

স্নেহ স্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং ।
যো ধারয়ত্যাদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥ ১৬২ ॥

উদাত্ত, ললিত, এই দ্বি-প্রকার মান ।
ঘৃত স্নেহ যেই সেই "উদাত্ত" বিধান ॥
সেই ত উদাত্ত পুনঃ দুই মত হয় ।
দুরবোধ ভাব ধরি দাক্ষিণ্যে ভজয় ॥
অথবা প্রকৃত ভাব অদাক্ষিণ্য হয় ।
উদাত্ত এই,—জানিহ নিশ্চয় ॥

হিরে কিঞ্চিৎ কোপ করি প্রকটন।
অদাক্ষিণ্য ভাব ধরি করয়ে ভজন॥
দ্বিতীয় "উদাত্ত" অর্থ এইত বিস্তার।
সন্দেহ লাগিয়া কহি প্রমাণ ইহার॥

তথাহি তত্রৈব।

উদাত্ত ললিতশ্চেতি মানোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ।
উদাত্তঃ স্যাদ্ঘৃত স্নেহো ধারয়ন্ গহনং ক্রমং।
দাক্ষিণ্যভাগদাক্ষিণ্যং বাম্য গন্ধঞ্চ কুত্রচিৎ॥ ১৬০

কোন এক গোপ যোষা হরিকে হেরিয়া।
ললাট ফলককে ভ্রূ-ভঙ্গুর করিয়া॥
নেত্র ভৃঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ মুখপদ্ম পান।
রাসান্তর্দ্ধানানন্তর করেন,—বিধা

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিং।
বিলোক্য নেত্র ভৃঙ্গাভ্যাং পাপৌ তন্মুখপঙ্কজং॥ ১৬১

পাশক সভায় আলিঙ্গন পণ করি।
পাশা খেলা আরম্ভিলা চন্দ্রা আর হরি॥
চন্দ্রা পরাজিতা হৈলা হরি সন্নিধানে।
হরি কন দেহ মোরে আলিঙ্গন দানে॥
আলিঙ্গিতে ব্যগ্র দেখি কৃষ্ণে চন্দ্রা ক
কি কর! কি কর! ইহা উচিত না হয়

হেন কহি বক্রদৃষ্টে হরি-মুখ চায় ।
কর দ্বারা সুনাগর রোধিবারে ধায় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ ।

অক্ষী সংসদি জিতাপি মৃগাক্ষী মাধবেন পরিরম্ভপণেন । ভুগ্ন দৃষ্টিরিহ বিপ্রতিপন্নাং তং করেন রুরুধে পরিরিপ্সুং ॥ ১৬৫ ॥

নেত্র বক্র হেতু বহির্বাম্য ভাব জানি ।
কর দ্বারা রোধ হেতু দাক্ষিণ্য বাখানি ॥
"বাম্য গন্ধোদাত্ত মান" কহিনু তোমারে
[illegible]র" কথা তবে করিব বিস্তারে ॥
[illegible]হ স্বাতন্ত্র্যতা ভাবেতে যখন— ।
[illegible]কান্ত মনোহর কৌটিল্য ধারণ ॥
আর কোন গূঢ় নর্ম্ম ভাবেরে ধরয় ।
সেই ত "ললিত মান" জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মধু স্নেহস্ত কৌটিল্যং স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ঙ্গমং ।
বিভ্রন্নর্ম্ম বিশেষঞ্চ ললিতোহয়মুদীর্য্যতে ॥ ১৬৬ ॥

রাসান্তর্দ্ধানানন্তরে কোন গোপীজন ।
প্রীতি কোপাবেশে করি ভ্রূকুটি ধারণ ॥
দন্তে অধরোষ্ঠদ্বয় দংশন করিয়া ।
একদৃষ্টে কৃষ্ণ পানে রহেন চাহিয়া ॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে।

কাচিদ্ ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেম সংরম্ভ বিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈর্নিদ্দিষ্ট দশনচ্ছদা॥ ১৬৭॥

রাধার সুহৃৎগণে মধুস্নেহ জানি।
কৌটিল্য ললিত যাহে হয় সত্য মানি॥
"কৌটিল্য ললিত মান" করিনু কীর্ত্তন।
তবে করি শুন "নর্ম্ম ললিত" বর্ণন॥
"কখন আমার জিহ্বা মিথ্যা নাহি কয়।
কভু হস্তদ্বয় হঠ বৃত্তি না জানয়॥"
এইরূপ উক্তিকারী শ্রীকৃষ্ণে তখন
ললিতা হাসিয়া কহে, অঘ বিনাশন
তোমার রসনা মিথ্যা বলিবে কেম
সহস্র সাধ্বীর মুখামৃত সুসেবনে— ॥
পবিত্র হঞাছে, ইহা জানে সর্ব্বজন।
হস্তের পবিত্র গুণ করহ শ্রবণ॥
সুন্দরী বৃন্দের নীবি বন্ধন দেখিয়া—।
অসহিষ্ণু হঞা দেয় মোচন করিয়া॥
অপর বন্ধের কথা কি বলিব আর।
অবহেলে তাহা মুক্ত করিবে এবার॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং।

মিথ্যা জল্পতু তে কথং নু রসনা সাধ্বী সহস্রস্য যা।
বিম্বোষ্ঠামৃত সেবনাদঘরিপো পুণ্যা প্রযত্নাদভূৎ।

কস্মাদেষ বলাৎ করোতু চ করঃ সোঢুং ক্ষমং স্বভ্রুবাং
রক্তঃ শুষ্ঠু ন নীবি বন্ধমপি যঃ কাবাস্য বন্ধে কথা ॥ ১৬৮

"নরম ললিত মান" কহিনু তোমারে।
তবে শুন শাস্ত্রে কহে "প্রণয়" যাহারে ॥
ওহে বৎস! মান যদি বিস্রম্ভ ধরয়।
"প্রণয়" তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।
মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৬৯ ॥

"বিস্রম্ভ" শব্দের অর্থ সুদৃঢ় বিশ্বাস।
[illegible]ত্য ভাব যাহাতে প্রকাশ ॥
[illegible]প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, দেহাদির সহ—।
[illegible] পরাণ আদি সহ অহরহ— ॥
ঐক্যতা ভাবন হেতু ঐছে সুবিশ্বাস।
রস শাস্ত্রে কবিগণ করেন প্রকাশ ॥
বিনয় অন্বিত বিস্রম্ভকে "মৈত্র" কয়।
ভয়হীন বিস্রম্ভের নাম "সখ্য" হয় ॥
সুমৈত্র, সুসখ্য, এই দুই ভেদ যাহা।
গোপী আর রাধিকায় নিত্য শোভে তাহা ॥
প্রণয় উৎকর্ষ হেতু দুঃখ অতিশয়—।
সুখরূপে অনুভব হৃদয়েতে হয় ॥
তাহার আখ্যান "রাগ" কহিনু নিশ্চয়।
নীলিমা, রক্তিমা ভেদে রাগ দুই হয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে।
নীলিমা রক্তিমাচেতি রাগোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ॥ ১৭০

যে রাগের ব্যয় কভু সম্ভাবনা নাই।
যাহা বাহ্যে অতি অল্প প্রকাশ সদাই॥
স্বলগ্ন ভাবকে সদা করে আবরণ।
"নীলীরাগ" নাম তার কহে কবিগণ॥
হেন রাগ চন্দ্রা আর কৃষ্ণে দৃষ্ট হয়।
দুঃখে সুখ জ্ঞান করি সতত মান

তথাহি তত্রৈব।

ব্যয় সম্ভাবনা হীনো বহির্নাতি প্রকাশবা
স্বলগ্নোভাবাবরণো নীলীরাগঃ সতাং মতঃ।
যথাবলোক্যতে চৈষ চন্দ্রাবলী মুকুন্দয়োঃ॥ ১৭১॥

কুসুম্ভ, মাঞ্জিষ্ঠোদ্ভব রাগ যেই হয়।
রক্তিমা তাহার নাম জানিহ নিশ্চয়॥
যেই রাগ অতি শীঘ্র চিত্ত লগ্ন হয়।
অন্য রাগচ্ছবি যথোচিত প্রকাশয়॥
"কুসুম্ভ" আখ্যান তার করিনু কীর্ত্তন।
মঞ্জিষ্ঠা রাগের কথা করহ শ্রবণ॥
যেই রাগ কোন ক্রমে না হয় বিনাশ।
অন্যের অপেক্ষা হীন স্বয়ং সুপ্রকাশ॥

আপনার কান্তি দ্বারা সদা বৃদ্ধি পায়।
"মঞ্জিষ্ঠা" আখ্যান তার কহিনু তোমায়॥
শ্রীরাধা মাধবে পরস্পর রাগ যেই।
"মঞ্জিষ্ঠা" প্রমাণ সেই,—কহিলাম এই॥

তথাহি তত্রৈব।

রাগঃ কুসুম্ভ মাঞ্জিষ্ঠা সম্ভবো রক্তিমা মতঃ॥
কুসুম্ভ রাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতং।
অন্য রাগচ্ছবি ব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতং॥
আহার্য্যোঽনন্য সাপেক্ষা যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেৎ মাঞ্জিষ্ঠ রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥ ১৭২॥

যেই রাগ নব নব ভাবে সর্ব্বক্ষণ।
অনুভূত প্রিয়জন আনন্দ কারণ--॥
সদা নব নব ভাবে সমুদিত হয়।
"অনুরাগ" তার নাম;—জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগোঽভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ১৭৩॥

অনুরাগ কভু যদি পরিণামাশ্রয়—।
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হঞা স্বয়ং বেদ্য যোগ্য হয়॥
স্বয়ং বেদ্য অর্থে স্বীয় ভাবের উন্মুখ—।
অবস্থা লভিয়া অতি বাড়ায়েন সুখ॥

"ভাবাখ্যান" হয় তার জানিহ নিশ্চয়।
যাহে চিত্ত সুরঞ্জিত সর্ব্বদা করয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

অনুরাগঃ স্বয়ং বেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৭৪ ॥

উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক ভাবে অতি অলঙ্কৃত— ।
শ্রীরাধা কৃষ্ণের মহাভাবাশ্চর্য্যান্বিত— ॥
তাহাতে আনন্দ প্রকাশিয়া বৃন্দা কয়।
ওহে শ্যাম! তুমি অদ্রি শোভকরী চয় ॥
নিকুঞ্জ কুঞ্জররাজ-নিকুঞ্জ আশ্রয়।
স্বকার্য্য কুশল শিল্পী শৃঙ্গারে নিশ্চয় ॥
অন্তর্ব্বাহ্য দ্রব রূপ সাত্ত্বিক বৃত্তিতে।
তোঁহা দুই চিত্তজতু গলিত নিশ্চিতে ॥
তাহাতে অভিন্ন ভাবে বিশ্ব হর্ম্ম্যোদরে।
চিত্র লাগি নবরাগ হিঙ্গুলের ভরে— ॥
রঞ্জিত করিছে সদা,—কহিনু তোমারে।
আমি তুয়া বৃন্দা দূতী এ ব্রজ মাঝারে ॥

তথাহি তত্রৈব।

রাধায়াভবতশ্চচিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্যক্রমাৎ
যুঞ্জন্নদ্রি নিকুঞ্জ কুঞ্জরপতে নির্ধৃত ভেদ ভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্ব রঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োহভিনবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার কারুকৃতী ॥ ১৭৫

"কারু" শব্দে শিল্পী, সেই শিল্পীই শৃঙ্গার।
"কৃত" শব্দে কর্ম্মপটু শাস্ত্রেতে প্রচার॥
এই দুই বাক্যে রতি সুস্পষ্ট প্রমাণ।
রাধা আর তাঁহাকার,—এই বাক্য মান॥
ঔপপত্য ভাব হেতু দ্বিলোক নিন্দার—।
অনবেক্ষণেতে প্রেম,—শাস্ত্রেতে প্রচার॥
উভয়ের চিত্তজতু প্রেম উষ্মা দ্বারে—।
"দ্রবীভূত" এই বাক্যে স্নেহার্থ বিস্তারে॥
"একীভাব" এই অর্থে জানি যে প্রণয়।
"ক্রমাদর্থে" ধীরে ধীরে বাম্য প্রকাশয়॥
বাম্যহেতু মান এই,—কহিনু সন্ধান।
ভেদ ভ্রম নিধূতার্থে সুসখ্য প্রমাণ॥
"অদ্রিশোভকরী কুঞ্জে কুঞ্জর ভূপতি।"
এই অর্থে হয় তুয়া গজেন্দ্র সঙ্গতি॥
গজেন্দ্রোপলব্ধি হেতু-গজেন্দ্র সমান।
লীলাশালী তুয়া যুগ্ম চরণ সুঠাম॥
পর্ব্বত গহ্বর কুঞ্জাদিতে পরস্পর—।
মহারাগে সম্মিলন তরে নিরন্তর॥
অভিসারকারী যেই তোঁহ দুই জন।
"যুব-যুবতীয় ক্লেশ, আনন্দ জনন॥"
এই বাক্যে রাগ অর্থ সর্ব্বত্র বুঝায়।
নিত্য নব নব ভাবে যে রাগ হিয়ায়—॥

তাহাই হিঙ্গুল ভর কবিগণ কয়।
"ভর" শব্দে রাশি তেঞি অনুরাগ হয়॥
"ভূয়" শব্দে বহুতর, এইত কারণে।
মহাভাব উপলব্ধি হয় মনে মনে॥
"নবরাগ" অর্থে জানি হিঙ্গুল বরণ।
যাহে চিত্তজতুনীর রক্তিমা করণ॥
হিঙ্গুল আরক্ত জতু বাহির অন্তরে।
হিঙ্গুল আকার এই বিজ্ঞে ব্যক্ত করে॥
উভয় চিত্তের স্থষ্ঠু মহাভাবাকার।
অনুরাগ উৎকর্ষের স্ব-সংবেদ্য আর॥
বিশ্ব হর্ম্ম্যোদরে চিত্রকরণ কারণ।
অন্যার্থে ব্রহ্মাণ্ডচয়ে ধনির ভবন॥
তাহার মধ্যেতে স্থিত ধনির হৃদয়ে।
এই অত্যুক্তিতে ব্যক্ত ভক্ত হৃদাশয়ে—॥
বিস্ময় নিমিত্ত মহাভাব ক্রিয়া ক্ষোভ—।
অনুভবনীয়, যাহে পুনঃ পুনঃ লোভ॥
"চিত্র" শব্দে ঐছে অর্থ উপলব্ধি হয়।
যাহাতে যাবদাশ্রয় বৃত্তি প্রকাশয়॥
ঐছে ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সকলে।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ,—এই বিজ্ঞজনে বলে॥
কেবল গোকুল রমাগণের হৃদয়ে।
ঐছে ভাব শোভা পায়,—জানিহ নিশ্চয়ে॥

ঐছে ভাব মহাভাব নামে ব্যক্ত হয়।
তব সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয় ॥
"শ্রীকৃষ্ণ মহিষী গণে দুর্ল্লভাতিশয়।"
এই বাক্যে নিত্য পরকীয়া সিদ্ধ হয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

মুকুন্দ মহিষী বৃন্দৈরপ্য সাবতি দুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেক সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥ ১৭৬ ॥

ঐছে মহাভাব শ্রেষ্ঠামৃত সম হয়।
স্বরূপ সম্পত্ত্যে নিজ স্বরূপ অর্পয় ॥
ঐছে মহাভাব রূঢ়, অধিরূঢ়াখ্যানে।
সর্ব্বকাল ভেদ,—এই পণ্ডিতে বাখানে ॥
যাহাতে সাত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত করয়।
সেই রূঢ় মহাভাব জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

বরামৃতস্বরূপ শ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ ॥
সরূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ।
উদ্দীপ্তা সাত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে ॥ ১৭৭ ॥

স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ, রোমাঞ্চ, কম্পন।
বৈবর্ণ, রোদন, মূর্চ্ছা, সাত্বিক গণন ॥

তথাহি কৌস্তভালঙ্কারটীকায়াং।

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গশ্চ বেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭৮ ॥

নিমেষাসহন-কল্প ক্ষণত্ব, নিশ্চয়।
আসন্ন সবার হৃদি বিলোড়ন ময় ॥
প্রিয় সখ্যে আর্ত্তি, ভয়ে ক্ষীণ কলেবর।
মোহাদি অভাবে আত্মা আদি প্রিয়তর ॥
সর্ব্ব বিস্মরণ, ক্ষণ কল্পতা, প্রভৃতি।
অনুভাব যোগ আর বিয়োগাবধৃতি ॥
ইথে রূঢ় ভাব যথাযথ ব্যক্ত হয়।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি এই প্রকাশিয়া কয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

নিমেষাসহতাসন্ন জনতা হৃদ্বিলোড়নং।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেপ্যার্ত্তি শঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেপ্যাত্মাদি সর্ব্ব বিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতে ত্যাদ্যা যত্র যোগ বিয়োগয়োঃ ॥ ১৭৮

আসন্ন সবার হৃদি বিলোড়ন ভাব।
শুনহ! যাহাতে হয় গোপ্যুৎকর্ষ লাভ ॥
গোপীগণ অনুরাগ সমুদ্রোর্ম্মি যাহা।
কুরুবংশগণে আপ্লাবিত করে তাহা ॥
মহারাজা সকলের মস্তক ঘুরায়।
সতীর সতীত্ব ভাব শৈথিল্য করায় ॥
সকল জনের চিত্ত করয়ে প্লাবন।
বিক্রমে সত্যার হৃদি করি আক্রমণ ॥

রুক্মিণী দেবীকে নিত্য স্তিমিত করয়।
আসন্নজনহৃদ্বিলোড়ন এই হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং।
সখ্যঃ প্রেক্ষ্য কুরূন্ গুরুক্ষিতিভৃতামাঘূর্ণয়ন্তী শিরঃ
স্বস্থা বিশ্লথয়ন্তঃশেষ মুরলীরাপ্লাব্য সর্ব্বং জনং।
গোপীনামনুরাগ সিন্ধুলহরী সত্যান্তরং বিক্রমৈ-
রাক্রম্যস্তিমিতাং ব্যধাদপি পরাং বৈকুণ্ঠকণ্ঠশ্রিয়ং॥ ১৮০॥

রূঢ় ভাব উক্ত অনুভাব সমুদয়—।
বিশেষ আশ্চর্য্যাবস্থা যদি প্রাপ্ত হয়॥
অধিরূঢ় মহাভাব তাহার আখ্যান।
মোদন, মাদন, এবে কর অবধান॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের অঙ্গে সাত্বিক নিচয়—।
যেই অধিরূঢ় ভাবে সমুদিত হয়॥
মোদন তাহার নাম কহিনু তোমারে।
যে মোদন শ্রীরাধার যূথেই বিস্তারে॥
হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়বর সুবিলাস।
"মোদন" নিশ্চয়,—এই করিনু প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।
রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ।
যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনী শক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবরঃ॥ ১৮১॥

এ হেন মোদন ভাব বিশ্লেষ দশাতে।
"মোহন" নামেতে ব্যক্ত,—কহিনু সাক্ষাতে॥

বিরহ বৈবশ্য লাগি সাত্ত্বিক নিচয়।
যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করয়॥

তথাহি তত্রৈব।

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষ দশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহ বৈবশ্যং সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ ১৮২।

সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে মৃত্যুদশা যাহা।
অনুভব লাগি মাত্র প্রকাশিব তাহা॥
ললিতা সখীরে রাই কহেন কাতরে।
কৃষ্ণ যদি নাহি আসে এ ব্রজ কান্তারে॥
তবে আমি আর শ্যামে না পাব দর্শন।
এ তনু রক্ষার আর কিবা প্রয়োজন॥
মরিলে আমার এই দেহ সযতনে।
কভু না রাখিবে সখি! করি নিবেদনে॥
পঞ্চত্ব লভিয়া এই শরীর আমার।
স্ব-স্ব ভূতে প্রবেশিয়া রহু অনিবার॥
নতশিরে প্রণিপাত করিয়া এক্ষণে।
প্রার্থনা করিয়ে এই বিধির চরণে॥
কৃষ্ণের বিহার যোগ্য দীর্ঘিকা জীবনে।
দেহের জলাংশ যেন করে সম্মিলনে॥
অগ্ন্যাংশ যাইঞা মিলু দর্পণে তাঁহার।
আকাশাংশ তদঙ্গন আকাশ মাঝার॥

ভূম্যংশ মিলুক তাঁর ভ্রমণ পন্থায়।
বায়ু অংশ যেন তাঁর তালবৃন্তে যায়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূত নিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তুস্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষুপয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনিধরাতত্তাল বৃন্তেঽনিলঃ॥ ১৮৩॥

বাক্যাতীত কোন বৃত্তি লব্ধ এ মোহন—।
ভাব ভ্রম তুল্যাশ্চর্য্য দশায় যখন—॥
পরিণাম প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতে তখন—।
দিব্যোন্মাদাবস্থা বলি করেন কীর্ত্তন॥
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্র জল্পাদি বহু ভেদ তার।
নানাবিধ বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টার॥
"উদ্‌ঘূর্ণা" আখ্যান,—এই জানিহ নিশ্চয়।
উদ্ধবের বাক্য ইথে প্রমাণ আছয়॥
উদ্ধব কহেন বন্ধো! রাধিকা তোমার—।
বিরহোন্মেতে ব্যথা লভি দুর্নিবার॥
বহুতর দশা রাই করেন ধারণ।
সে সব বর্ণিতে দুঃখে না স্ফুরে বচন॥
কভু ভ্রান্তা হঞা ধনী নিকুঞ্জ ভবনে।
বাসক সজ্জার ন্যায় রচেন শয়নে॥

কভু বা খণ্ডিতা ভাব করিয়া আশ্রয়।
অতি কোপে লীলাপদ্মে তর্জ্জন করয়॥
অভিসারিকার ভাবে নিবিড়ান্ধকারে।
কভু বা ভ্রময়ে প্রিয় কান্তারে কান্তারে॥
প্রেমের বিচিত্রা গতি বুঝন না যায়।
প্রকাশিয়া সব কথা কহিনু তোমায়

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।
স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানা বৈবশ্য চেষ্টিতং॥ ১৮৪॥

যথা।

শয্যাং কুঞ্জ গৃহে কচিদ্বিতনুতে সা বাসক সজ্জায়িতা
লীলবদ্ধং ধৃত খণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিত্তর্জ্জতি।
আঘূর্ণত্যভিসার সংভ্রমবতী ধ্বান্তে কচিদ্দারুণে
রাধা তে বিরহোদ্ভ্রম প্রমথিতা ধত্তে ন কাংবা দশাং॥ ১৮৫॥

প্রেষ্ঠের সুহৃদ জনে করিয়া দর্শন।
গূঢ় রোষে ভূরি ভাবময় যে জল্পন॥
"চিত্র জল্প" নাম তার,—অন্তেতে যাহার।
তীব্রোৎকণ্ঠা হয়, এই শাস্ত্রেতে প্রচার॥
ঐছে চিত্র জল্প অঙ্গ দশম নিশ্চয়।
প্রজল্প, বিজল্প, পরিজল্প, তিন হয়॥

উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, তিন আর।
অভিজল্প, প্রতিজল্প, সুজল্প, বিস্তার॥
এই দশ অঙ্গ চিত্রজল্প দেখি যাহা।
দশমে ভ্রমর গীতে প্রকটিত তাহা॥
এই চিত্রজল্পভাব সংখ্যাতীত হয়।
ভাব বৈচিত্রতা হেতু চমৎকার ময়॥
চমৎকার হেতু জানি অত্যন্ত দুস্তর।
তথাপি করিয়ে কিছু তোমার গোচর॥
অসূয়ের্ষ্যা-মদযুক্ত অবজ্ঞা মুদ্রায়।
প্রিয় অকৌশলোদ্গারে প্রজল্প বুঝায়॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

অসূয়েৰ্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণ মুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ততে॥ ১৮৬॥

তথাহি শ্রীদশমে ভ্রমর গীতায়াং চ।

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ—
কুচ বিলুলিতমালা কুঙ্কুম শ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতি স্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ ১৮৭॥

পদং।

দিব্যোন্মাদবতী ভানুর ঝিয়ারি।
ভ্রমরে কহেন হৃদয় উঘারি॥

হে মধুপ! তুমি ধূর্ত্ত বন্ধু হও।
মোদের চরণ স্পর্শযোগ্য নও॥
প্রসন্ন প্রার্থনা নমস্কার দ্বারে।
কেন করিতেছ?—বল বারে বারে॥
সতিনীর কুচে কৃষ্ণ পুষ্পহার।
মর্দ্দিত হঞাছে,—তাহাতে তোমার॥
শ্মশ্রুতে কুঙ্কুম করি দরশন।
মোদের প্রসন্নে কিবা প্রয়োজন॥
মধুপতি সেই মানিনী সবারে—।
প্রসন্ন করুন কায়-বাক্য দ্বারে॥
ওহে দূত! তুমি কেন বা এমন।
তোমার লাগিয়া শ্যাম নবঘন॥
যদু সভামাঝে পাইবেন লাজ।
দূত হঞা নাহি কর হেন কাজ॥
দিব্যোন্মাদে রাই ইহাই প্রকাশে।
স্ব-স্বরূপাবেশে এ বিপিন ভাসে॥ ১৮৮॥

"কিতব" শব্দেতে জানি অসূয়া প্রকাশ।
"সপত্নী" বাক্যেতে ঈর্ষ্যা জানিহ নির্যাস॥
"চরণ না স্পর্শ" বাক্যে মদ সুপ্রচার।
"ক্ষত্রিয় রমণীবৃন্দ প্রসাদ বিস্তার॥"
বহন করুন বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ।
"যদুসদসিতে তাঁর বিড়ম্বনা" ভাস॥

এই বাক্যে অকৌশল উদ্গার কহয়।
"মধুপ কিতব বন্ধো" ইত্যাদি লিখয় ॥
স্ব-প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা, চাপল্যে— ।
বিচক্ষণতায় আর,—পণ্ডিত সাকল্যে ॥
"পরিজল্প" বলি সদা করেন কীর্ত্তন।
উজ্জ্বল প্রমাণ তার করহ শ্রবণ ॥

তথাহি উজ্জ্বলে।

প্রভোর্নির্দ্দয়তা শাঠ্যচপলাদ্যুপপাদনং।
স্ব বিচক্ষণতা ব্যক্তি র্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং ॥ ১৮৯

তথাহি শ্রীভ্রমরগীতায়াঞ্চ।

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেহস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃ শ্লোকজল্পৈঃ ॥ ১৯০ ॥

পদং।

শুন শুন কালীয়া ভ্রমর ! ।
তোমার বেভার সবার গোচর ॥ ধ্রুঃ ॥

তুয়া সম দুষ্টবুদ্ধি জন যেইরূপ — ।
কুসুমেরে ত্যাগ করে,—শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ— ॥
মোহিনী অধরসুধা আমা সবাকারে— ।
বারেক করায়ে পান,—ছাড়িলা সবারে ॥

ধূর্ত্তরাজ শ্রীকৃষ্ণের অলীক বচন—।
হরিলা পদ্মার বুঝি মানস রতন ॥
সেই হেতু পদ্মা তাঁর পাদপদ্ম দ্বয়।
পরিত্যাগ নাহি করে বুঝিনু নিশ্চয় ॥
মোরা অবিদগ্ধা নহি পদ্মার সমান।
তোমার নিকটে এই,—করিলাম গান ॥
প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস।
পরিজল্প ভাব এই করিল প্রকাশ ॥ ১৯১ ॥
"মোহ উৎপাদিকাধর সুধা দিয়া দান।"
এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা প্রমাণ ॥
"সদ্যঃ ত্যাগ হেতু" তাঁর নির্দ্দয়ত্ব জানি।
"তুয়া-তব তুল্য" ইথে চপলতা মানি ॥
"পদ্মার সারল্য" এই উক্তির দ্বারায়।
স্ব-বিচক্ষণতা গোপী গোবিন্দে দেখায় ॥
"সকৃদধরসুধাং স্বাং" ইত্যাদি প্রমাণে।
পরিজল্প ভাব ব্যক্ত, কনু তুয়া স্থানে ॥
গূঢ়রূপে মানমুদ্রা মধ্যবর্ত্তী যাঁর—।
সুস্পষ্ট অসূয়া দ্বারা কৃষ্ণে অনিবার— ॥
কটাক্ষপাতের নাম,—বিজল্প কহয়।
শ্রীরূপ গোসাঞি ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ় মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তি র্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ ॥ ১৯২ ॥

হে ষড়ঙ্ঘ্রে ! তুমি এই গোপীর সভায়।
কি গান গাইছ, অজ্ঞ ! কিবা অভিপ্রায় ॥
বারম্বার কেন গাও মোসবার কাছে।
মধুপুরে ফিরে যাও যথা শ্যাম আছে ॥
শ্যাম গুণ গান আর না কর এথায়।
তাঁর গান তার কাছে গাইতে জুয়ায় ॥
পুরস্কার পাবে তথা কহিনু সন্ধান।
বনচরী মোরা কিবা করিব প্রদান ॥
যদি কহ অঙ্গোত্তীর্ণ বস্ত্র, মাল্য যাহা।
গানেতে সন্তুষ্ট হঞা ভিক্ষা দেহ তাহা ॥
তদুত্তরে কহি শুন শ্যামল ভ্রমরা।
তাঁর গান পুরাতন জানিয়ে আমরা ॥
অক্রোধে তোমারে কহি যাঞা তাঁর স্থানে।
তাঁর গুণ গাও সুখে, পাবে বহু দানে ॥
কাম যুদ্ধে শঠ শ্যাম যাঁহাদের পাশ— ।
পরাভূত হঞা, হইয়াছে কৃতদাস ॥
সেই সব নাগরীর অগ্রে গিয়া গাবে।
তবেত স্ব-ইচ্ছা মত পুরস্কার পাবে ॥
শ্যাম রস ধাম সেই নাগরী সবার।
কুচরোগ খণ্ডি সুখ দেন অনিবার ॥
এ লাগি কহিয়ে অলি ! গাইলে তথায়।
অভীষ্ট পূরণ তুয়া হইবে নিশ্চয় ॥

এই সব বাক্যে মানগর্ব্বাসূয়া ভাব—।
উপহাসাত্মক কটাক্ষের হয় লাভ ॥
গোবিন্দ বিরহাতুরা গোপীর বচনে।
"বিজল্প" ভাবের ব্যক্ত, বুঝে দেখ মনে ॥
"কিমিহ" ইত্যাদি শ্লোক প্রমাণ এথায়।
উজ্জল্প যাহারে কয় কহিব তোমায় ॥
গরব গর্ব্বিত ঈর্ষ্যা দ্বারা যেইক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা করেন কীর্ত্তন ॥
অসূয়া সহিত সদা আক্ষেপ থাকয়!
"উজ্জল্প" তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ব্বিতয়ের্ষ্যয়া।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে ॥ ১৯৩ ॥

"মোরা কোথাকার কেবা" এইত বচনে।
গোপীর দৈন্যতা ব্যক্ত, বুঝে দেখ মনে ॥
"কা শব্দে কাতর স্বর" প্রযুক্ত এথায়।
গর্ব্ব গর্ব্বি ঈর্ষ্যা ব্যক্ত, কহিনু তোমায় ॥
"নারায়ণ প্রিয়া" কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ আশে।
তাঁর পদধূলি সেবে মনের উল্লাসে ॥
তখন আমরা তাঁর কোথাকার কে।
আমরা মানুষী—তাতে গোপজাতি যে ॥

কেমনে থাকিব মোরা গণনায় তাঁর।”
এ বাক্যেও গর্ব্ব গর্ভি ঈর্ষ্যার প্রচার॥
“দিবি ভুবি” এই বাক্যে কুহকতাখ্যান।
“দীন হীন জনে সুখ করেন প্রদান॥
এ লাগি উত্তমশ্লোক নাম তাঁর হয়।”
এ বাক্যে অসূয়া সহ আক্ষেপ লিখয়॥
“দিবি ভুবি চ” ইত্যাদি শ্লোক পরমাণে।
উজ্জ্বল ভাবের ব্যক্ত,—কহিনু সন্ধানে॥
দুর্গম-সোল্লুণ্ঠ কোন আক্ষেপের দ্বারে।
কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা গোপীকা প্রচারে॥
“সংজল্প” তাহার নাম জানিহ নিশ্চয়।
প্রমাণ কহিয়ে তার নাশিতে সংশয়॥

তথাহি তত্রৈব।

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপ মুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তি সংজল্প কথিতো বুধৈঃ॥ ১১৮॥

ক্ষমার্থী প্রণত ভৃঙ্গরাজে গোপী কহে।
পদ ছাড়ি দূর হও আর নাহি সহে॥
যাঁর কাছে শিখিয়াছ পদ ধরিবারে।
তাঁর পদে পড় গিয়া কহিনু তোমারে॥
দৌত্যকর্ম্ম আর অতি মধুর বচনে—।
প্রার্থনা করিতে তুমি পটু বিলক্ষণে॥

পতি, পুত্র, বন্ধু আদি ইহলোক সার—।
ধর্ম্ম সাধ্য পরলোক দিয়া ছারখার॥
শরণ লইনু তাঁর যুগল চরণে।
তিঁহ কিন্তু অনায়াসে করিল বর্জ্জনে॥
তাঁর কথা কিছু আর কহনে না যায়।
"বিসৃজ্য শিরসীত্যাদি" প্রমাণ এথায়॥
কাঠিন্য, কামিত্ব, ধূর্ত্ততাদি করি আর।
ভয়েতে ঈর্ষ্যার সহযোগে অনিবার॥
অযোগ্য কথন যেই "অবজল্প" সেই।
তোমার নিকটে বৎস! কহিলাম এই॥

তথাহি তত্রৈব।

হরৌ কাঠিন্য কামিত্ব ধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥ ১৯৫

বালিকে বিঁধিলা তিঁহ জানি অকারণ।
ইহাতে কাঠিন্য তাঁর গায় সর্ব্বজন॥
সীতা পরতন্ত্র হঞা সে সূর্পনখার।
নাসা, কর্ণ কাটিলেন, এই কি বিচার॥
সীতা পরতন্ত্র হেতু স্ত্রী-জিতত্ব তাঁর—।
প্রকাশ হইল এই ধরণী মাঝার॥
স্ত্রী-জিতত্ব হেতু তাঁর কামুকতা ভাব।
বুঝিয়া দেখহ ভৃঙ্গ? হয় কিনা লাভ॥

বলিদত্ত পূজা দ্রব্য করিয়া আহার।
সর্ব্বস্ব হরণে,—তাঁর ধূর্ত্ততা প্রচার॥
হেন অসিতের সখ্যে নাহি প্রয়োজন।
যা হবার হইয়াছে ?—দুস্ত্যজ্য এখন॥
ইথে আসক্তির অযোগ্যতা আর ভয়ে।
ঈর্ষ্যা যেন প্রকাশিল গোপীর হৃদয়ে॥
"মৃগয়ু" রিত্যাদি শ্লোক প্রমাণ ইহার।
"অভিজল্প" ভাব তবে করিব বিস্তার॥
পক্ষীগণে খেদান্বিত করেন যখন।
তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা সর্ব্বোত্তম॥
ভঙ্গিক্রমে এইরূপ অনুতাপ যেই।
"অভিজল্প" তার নাম,—কহিলাম এই॥

তথাহি তত্রৈব।

ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ।
যত্র সানুনয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতং॥ ১৯৬॥

গোপীবরা কহে শুন ওহে মধুকর !।
কৃষ্ণ সহ সখ্যে দুঃখ পাই নিরন্তর॥
অত্যাশ্চর্য্য নহে ইহা, শুনহ কারণে।
তাঁর লীলা কথা দুঃখ দেয় সর্ব্বজনে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ লতার।
উৎপাটনী কথা তাঁর,—ভুবনে প্রচার॥

কৃষ্ণের চরিত লীলা কর্ণ সরণির।
অমৃত স্বরূপ,—এই কহিলাম স্থির॥
তার কণামাত্র পান করি একবার।
দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম নষ্ট হৈল যে সব জনার—॥
মৃতপ্রায় সেইরূপ বহু বহু জন—।
আচম্বিতে দীন গৃহ কুটুম্ব স্ব-গণ—॥
পরিত্যাগ করি ভোগহীন খগ সম—।
কণ ভিক্ষা দ্বারে প্রাণ করেন ধারণ॥
এ লাগি তাঁহার কথা ত্যাগ যোগ্য হয়।
কিন্তু ত্যাগ করিবারে শক্তি না আছয়॥
"যদনুচরিত লীলা" ইত্যাদি প্রমাণে।
"অভিজল্প" কহে রূপ কহিনু সন্ধানে॥
নির্ব্বেদ কারণ তাঁর কৌটিল্য ব্যাখ্যানে।
আর্ত্তিপ্রদ ভঙ্গি দ্বারে সুখদ প্রমাণে॥
"আজল্প" বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণ।
শ্রীরূপ প্রমাণ ইথে করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি তত্রৈব।

জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতং।
ভঙ্গ্যান্য সুখদতঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥ ১৯৭॥

গোপী কহে ওহে উপমন্ত্রী ভৃঙ্গরাজ!।
নির্ব্বোধ হরিণীগণ কুলিকের ব্যাজ—॥

সঙ্গীত না বুঝি, তাহা সত্য করি মানে।
তৈছে বাণে বিদ্ধ হঞা দুঃখ পায় প্রাণে॥
তৈছে মোরা সে কুটিল কৃষ্ণের বচন—।
সত্য করি মানি এবে দুঃখে জ্বালাতন॥
হেন দুঃখ তাঁর নখ পরশ কারণ।
তীব্র শরে জন্মিয়াছে,—করিনু কীর্ত্তন॥
অতএব তাঁর কথা করিয়া বর্জ্জন।
অন্য সুখপ্রদ বার্ত্তা করহ বর্ণন॥
অন্যার্থে ভঙ্গির দ্বারে অন্যের বুঝায়।
"বয়মৃতমিবে" ত্যাদি শ্লোকে এই গায়॥
আজল্প ভাবের এই করিনু বর্ণন।
"প্রতিজল্প" ভাব তবে করহ শ্রবণ॥
তাঁহার মিথুনী ভাব দুস্ত্যজ্য সদাই।
প্রাপ্তি তার অনুচিত দেখিবারে পাই॥
দূতের সম্মান যেই বাক্যে ব্যক্ত হয়।
"প্রতিজল্প" তার নাম জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

দুস্ত্যজ দ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতং।
দূত সম্মাননেনোক্তং যত্র সঃ প্রতিজল্পকঃ॥ ১৯৮॥

কলহান্তরিতাবস্থা প্রাপ্ত বিনোদিনী।
মধুকরে কন ধীরে হঞা উন্মাদিনী॥

ওহে মধুকর ! তুমি সে প্রিয় সখার।
প্রিয় সখা বুঝিতেছি হেরি ব্যবহার ॥
আমার বচন শরে তাড়িত হইয়া।
স্ব-সাদগুণ্যে অপরাধ মনে না গণিয়া ॥
ব্রজে আসিয়াছ, তেঞি বুঝিলাম মনে।
সে প্রিয় আমার বশ জীবনে-মরণে ॥
মোর কোটি অপরাধ মনে না গণিয়া।
তোমাকে এ বৃন্দাবনে দিল পাঠাইয়া ॥
তোমার ঈপ্সীত বর করহ শ্রবণ।
মথুরা যাইতে মোরে না কর প্রার্থন ॥
সর্ব্বদা পুরস্ত্রী গণে হইয়া বেষ্টিত।
তথায় থাকেন তিনি জানিয়ে নিশ্চিত ॥
সেই ভাবে তাঁরে যদি হেরয়ে নয়ান।
তবেই অন্তরে মোর দেখা দিবে মান ॥
সে মিথুনী ভাব কভু ছাড়িতে নারিবে।
ওহে ভৃঙ্গ ! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥
শ্রীনাম্নী বধূর সঙ্গে রহি রঙ্গে সেহ।
নানারঙ্গে সদা তাঁর বাড়ায়েন লেহ ॥
"প্রিয় সখ পুনবাগে" ত্যাদি শ্লোক দ্বারে।
"প্রতিজল্প" ভাব রূপ করেন বিস্তারে ॥
সরলতা নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্যতা—।
চাপলতা সহ প্রিয় বার্ত্তা প্রশ্ন যথা ॥

"সুজল্প" তাহার নাম কহিনু তোমারে।
প্রমাণ শুনহ তার শাস্ত্র অনুসারে॥

তথাহি তত্রৈব।

যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে॥ ১৯৯॥

ওহে সৌম্য! আর্য্য পুত্র অবন্তী হইতে।
পণ্ডিত হইয়া আসি, আছেন পুরীতে॥
পিতৃগৃহ-বন্ধুগণে আছে কি স্মরণে।
মোরা তাঁর দাসী ছিনু এই বৃন্দাবনে॥
প্রসঙ্গে মোদের কথা কন কি কখন?।
হায়! প্রিয় কবে আসি দিবেন দর্শন॥
অতি স্নিগ্ধ-গন্ধান্বিত স্ব-করকমল—।
কবে মো সবার শিরে দিবেন তা বল॥
"অপিবতে" ত্যাদি শ্লোক প্রমাণানুসারে।
সুজল্প ভাবের ব্যাখ্যা শ্রীরূপ বিস্তারে॥
হ্লাদিনীর সার যেই প্রেম নাম তার।
সেই প্রেম-যদি কভু অতি চমৎকার—॥
রতি আদি মহাভাবোদ্গমোল্লাসী হয়।
তবে তার "মাদনাখ্যা" হয়ত নিশ্চয়॥
মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাদন।
যাহা রাধাতেই বিরাজিত সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি তত্রৈব।

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ ২০০॥

শ্রীরাধা দনুজ জয়ী শ্রীকৃষ্ণের জয়।
উভয়ের ভাবচন্দ্র অত্যাশ্চর্য্যময়॥
সেই ভাব পূর্ণচন্দ্রে করি নমস্কার।
অক্ষয় স্বরূপ যাহা সদৈক প্রকার॥
হৃদিচন্দ্র কান্তমণি দ্রবীভূতকারী।
পূর্ণ ?—তবু বক্রভাব সদাই নেহারি॥
স্ব-কান্তি সমূহে নাশে ভয় অন্ধকার।
সর্ব্ব জগতের হর্ষপ্রদ অনিবার॥
মাদন শব্দের দ্বারে ঐছে অর্থ পাই।
"হর্ষপ্রদ" এই শব্দে প্রদোষ বাখাই॥
প্রদোষ কালীন ধৃত নব নব শোভা—।
বিস্তার করিছে নিত্য জগমনো লোভা॥
দ্বিতীয় রহিত ঐছে শোভা সুনিশ্চয়।
অতএবাদ্বৈত বলি শ্রীরূপ লিখয়॥
কিম্বা মাদনত্ব হেতু অদ্বৈতার্থ হয়।
মাদন শব্দেতে "মদধাতু" এই কয়॥
মদধাতু অর্থে হর্ষ গণে দেখা যায়।
অদ্বৈতার্থে মহাভাব অবধি বুঝায়॥

মাদনের শ্লেষ অর্থে স্মর সম্বন্ধীয়।
চুম্বনালিঙ্গন আদি সদা গ্রহণীয় ॥
শ্রীরাধা দনুজ জয়ী অর্থের দ্বারায়।
আশ্রয়, বিষয় এই গোসাঞি জানায় ॥
হৃদিচন্দ্র কান্তমণি দ্রবীভূতকারী।
এই বাক্যে স্নেহভাব সদাই নেহারি ॥
পূর্ণ তবু বক্রভাব এই বাক্যে মান।
স্ব-শবদ দ্বারে হয় প্রণয় প্রমাণ ॥

তথাহি শ্রীমন্মাধবে।

আস্পষ্টৈরক্ষয়িষ্ণুং হৃদয়বিধুমণিদ্রাবণং বক্রিমাণং
পূর্ণস্ত্বেপ্যুদ্বহন্তং নিজ রুচি ঘটয়া সাধ্বসং ধ্বংসয়ন্তং।
ভ্যানং শং প্রদোষে ধৃত নবনবতা সম্পদং মাদনত্বা-
দদ্বৈতং নৌমি রাধা দনুজবিজয়িনোরদ্ভুতং ভাবচন্দ্রং ॥ ২০১ ॥

সম্ভোগ সময়ে কোন বিচিত্র মাদন।
সমুদিত হঞা করে হৃদয় রঞ্জন ॥
মাদনের নিত্যলীলা বিলাস নিচয়।
সহস্রধা রূপে নিত্য বিরাজ করয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্র কোঽপি মাদনঃ।
যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা ॥ ২০২ ॥

সম্ভোগে মাদন রস সমুদিত হয়।
বিপ্রলম্ভে কভু নহে মাদন উদয় ॥

মাদনের সুষ্ঠু গতি রোধ করিবারে।
মদনের সাধ্য নাই,—কহিনু তোমারে॥
এ লাগি ভরত মুনি বিশেষ বর্ণিতে—।
অসমর্থ হইলেন, জানিহ নিশ্চিতে॥

তথাহি তত্রৈব।

মাদনস্থ গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্তেব দুর্গমা।
ন নির্ব্বক্তুং ভবেচ্ছক্যং তেনাসৌ মুনিনাপ্যলং॥ ২০

সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত লভয়।
সমঞ্জসা অনুরাগাবধি প্রাপ্ত হয়॥
সমর্থা রতির সীমা ভাবাবধি জানি।
স্থায়িভাব সার এই কহিনু বাখানি॥

তথাহি তত্রৈব।

আদ্যা প্রেমান্তিমাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা।
রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥ ২০৪॥

শৃঙ্গার রসের ভেদ দুই মত হয়।
বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ যে কহিনু নিশ্চয়॥
নায়ক-নায়িকা দুয়ে যুক্তাযুক্ত কালে।
সম্মিলিত হঞা যথাযোগ্য অন্তরালে॥
নায়িকার প্রিয়োত্তম শৃঙ্গার সাধক।
নিত্যকেলীকলালাপী সেই ত নায়ক॥
নায়কের প্রিয়োত্তমা শৃঙ্গার সাধিকা।
রূপলাবণ্যাদি যুতা সেই ত নায়িকা॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে।

শৃঙ্গারসাধকো যঃ স নায়কোনায়িকাপ্রিয়ঃ।
নিত্যং কেলীকলালাপৈ স্তোষতি স্বপ্রিয়াং সদা॥
শৃঙ্গারসাধিকা যা সা নায়িকা নায়কপ্রিয়া।
রূপলাবণ্যবেশাদ্যৈর্হরতি প্রিয়হৃৎ সদা॥ ২০৫॥

অভিমত আলিঙ্গন চুম্বনাদ্যভাবে।
হৃদয় মধ্যেতে যেই ভাব করে লাভে॥
বিপ্রলম্ভাখ্যান তার সম্ভোগ বর্দ্ধক।
বর্দ্ধকার্থে সম্ভোগের উন্নতি কারক॥
বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগের পুষ্টি নহে।
প্রাচীন রসজ্ঞ গণে এই কথা কহে॥
রঞ্জিত বসন পুনঃ করিলে রঞ্জিত।
অত্যধিক রাগ বাড়ে জানিহ নিশ্চিত॥
তৈছে বিপ্রলম্ভে সম্ভোগের পুষ্টি হয়।
বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগানাস্বাদ্য কয়॥
পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস।
এই চারি বিপ্রলম্ভ, করিনু প্রকাশ॥

তথাহি তত্রৈব।

স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতিদ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ॥
যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যে মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি কারকঃ॥

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে।
পূর্ব্বরাগস্তথামানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ২০৬॥

সঙ্গমের পূর্ব্বে দৃষ্ট-শ্রুত আদি দ্বারে।
যেই রতি জন্মি স্বচ্ছ হৃদয় মাঝারে॥
নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন।
"পূর্ব্বরাগ" নাম তার কহে বুধগণ॥
উন্মীলন শব্দে বিভাবাদি সংমিশ্রণে।
স্বাদময়ী হয়,—এই করিনু বর্ণনে॥

তথাহি তত্রৈব।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ ২০৭

চিত্রপটে, স্বপ্নে, দরশন কহা যায়।
বন্দী, দূতী, সখী মুখে, গীতাদি দ্বারায়॥
প্রিয় রূপ-গুণ আদি শ্রবণে শ্রবণ।
শ্রবণ বলিয়া শাস্ত্রে করেন বর্ণন॥
রতি উৎপন্নের হেতু যেই সমুদায়।
অভিযোগ আদি অগ্রে বলেছি তোমায়॥
বিপ্রলম্ভ স্থলে পূর্ব্বরাগে সেই সব।
বুধগণ যথোচিত করে অনুভব॥

অগ্রেতে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগোদয় হয় ।
শাস্ত্রে, বিজ্ঞে, এই কথা ফুকারিয়া কয় ॥
তথাপি অগ্রেতে ব্রজ মৃগাক্ষী সবার ।
রাগোদয়ে চারুতার আধিক্য প্রচার ॥
চারুতাধিক্যতা হেতু মৃগাক্ষী সবার ।
পূর্ব্বরাগ প্রথমেই বর্ণে শাস্ত্রকার ॥
মৃগাক্ষীগণের প্রেমাধিক্য অতিশয় ।
যাহে লাজ ধর্ম্মাদির নিবারণ হয় ॥
এই সব হেতু লাগি শাস্ত্রের মাঝার ।
মৃগাক্ষী সবার রাগ অগ্রেতে প্রচার ॥

তথাহি তত্রৈব ।

পুরোক্তা যেঽভিযোগাদ্যা হেতবো রতি জন্মনি ।
অত্র তে পূর্ব্বরাগেঽপি জ্ঞেয়া ধীরৈর্যথোচিতং ॥
অপি মাধব রাগস্য প্রাথম্যে সংভবত্যপি ।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তাস্যাচ্চারুতাধিকা ॥ ২০৮ ॥

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই হয় ।
ভক্তিরস ভক্তাশ্রয়ে প্রথমে উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের রাগ ভক্ত রাগের উত্তর ।
এ হেতু গোপীর রাগ প্রথম গোচর ॥
ব্যাধি, শঙ্কা-সূয়া, আর নির্ব্বেদাদি, শ্রম ।
উৎসুকতা, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, বোধ-ক্রম ॥

বিষাদ, জড়তো-ন্মাদ, মোহ, মৃত্যাদয়।
এ সব সঞ্চারিভাব পূর্ব্বরাগে হয়॥
ঐছে রতি সমর্থাদি ভেদে ত্রিপ্রকার।
সমঞ্জসা, সাধারণী, দ্বিবিধ বিস্তার॥
ঐছে রতি অর্থে পূর্ব্বরাগ রতি কয়।
সমর্থা রতির নাম প্রৌঢ় রতি হয়॥
লালসাদি মরণান্ত দশ দশা যাহা।
সমর্থা রতিতে দেখিবারে পাই তাহা॥
লালসা, উদ্বেগ আর জাগর্য্যা, তানব।
জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ এ সব॥
মোহ, মৃত্যু, এই দশ দশা শাস্ত্রে কয়।
বিশ্বাস লাগিয়া কহি প্রমাণ নিচয়॥

তথাহি তত্রৈব।

অত্র সঞ্চারিণো ব্যাধিঃ শঙ্কাসূয়া শ্রমঃ ক্লমঃ।
নির্ব্বেদৌৎসুক্য দৈন্যানি চিন্তা নিদ্রা প্রবোধনং।
বিষাদো জড়তোন্মাদো মোহ মৃত্যাদয়ঃ স্মৃতা॥
প্রৌঢ়ঃ সমঞ্জসঃ সাধারণশ্চেতি সতু ত্রিধা॥
সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে॥
লালসাদিরিহ প্রৌঢ়ে মরণান্ত দশা ভবেৎ॥
লালসোদ্বেগ জাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্রতু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দ্দশা দশ॥ ২০৯॥

স্বীয়াভীষ্ট লাভেচ্ছায় আকাঙ্ক্ষাতিশয়ে।
লালসা বলিয়া ব্যাখ্যা পণ্ডিতে করয়ে॥

ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা, শ্বাস আদি যত।
লালসাতে সমুৎপন্ন হয় অবিরত॥
চিত্ত চাঞ্চল্যের নাম উদ্বেগ কহয়।
দীর্ঘশ্বাস, স্তব্ধ, চিন্তা, অশ্রু, স্বেদোদয়॥
বৈবর্ণ্য প্রভৃতি হয় উদ্বেগের দ্বারে।
জাগর্য্যা নিদ্রায় ক্ষয়, কহিনু তোমারে॥
স্তম্ভ, শোষ, রোগ আদি জাগর্য্যায় হয়।
অঙ্গ কৃশতার নাম "তানব" নিশ্চয়॥
দৌর্ব্বল্য, ভ্রমণ আদি তানবেতে হয়।
কেহ কেহ তানবার্থে বিলাপ কহয়॥
যাহে ইষ্ট অনিষ্টের পরিজ্ঞান নাই।
জিজ্ঞাসিলে নিরুত্তর থাকয়ে সদাই॥
দর্শন, শ্রবণাভাব হয় সর্ব্বক্ষণ।
"জড়িমা" তাহার নাম করিনু কীর্ত্তন॥
হুঙ্কার, স্তব্ধতা, শ্বাস, ভ্রমাদি নিচয়।
অপ্রস্তাবে জড়িমায় হয় অভ্যুদয়॥
ভাবের গাম্ভীর্য্য হেতু বিক্ষোভ যে হয়।
বিক্ষোভের অসহনে "বৈয়গ্র্য" বলয়॥
বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ, অসূয়া প্রভৃতি।
বৈয়গ্র্যে প্রকাশ, এই শাস্ত্রেতে বিবৃতি॥
অভীষ্ট অলাভ হেতু অঙ্গ পাণ্ডুতায়।
আর অঙ্গ তাপাদিরে ব্যাধি বলি গায়॥

শীত, স্পৃহা, মোহ, শ্বাস, পতনাদি আর।
ব্যাধিতে উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রেতে প্রচার॥
সর্ব্ব অবস্থায় সদা সর্ব্বত্র তন্ময়ে।
দ্রব্যে দ্রব্যান্তর ভ্রান্তি যে হয় উদয়ে॥
উন্মাদ আখ্যান তার,—কহিনু তোমায়।
যাহে ইষ্ট প্রতি দ্বেষ, শ্বাস বাহিরায়॥
নিমেষ, বিরহ আদি সম্ভব সদাই।
উন্মাদ লক্ষণ এই দেখিবারে পাই॥
বিপরীত ভাব চিত্ত ধরয়ে যখন।
মোহ বলি মনে মনে বুঝিবে তখন॥
নিশ্চলতা, পতনাদি মোহ দ্বারা হয়।
তবে কহি শুন বৎস! মৃত্যু যারে কয়॥
স্ব-দূতী প্রেরণ, স্বীয় প্রেমাধিখ্যাপনে।
যদ্যপি কান্তের নাহি হয় সমাগমে॥
কন্দর্পের তীব্রশরে পীড়ন কারণ।
মরণের চেষ্টা হৃদে হয় সর্ব্বক্ষণ॥
নিজ প্রিয়বস্তু করে সখীরে অর্পণ।
ভৃঙ্গ, মন্দানিল, জ্যোৎস্না, নীপাদি, চন্দন॥
অনুভব হয় সদা, মৃত্যু অবস্থায়।
উজ্জ্বলাদি অলঙ্কারে এই মত গায়॥

তথাহি তত্রৈব।

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতিকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ॥
কন্দর্পবাণ কদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ।

তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যানুসমর্পণং।
ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্না কদম্বানুভবাদয়ঃ॥ ২১০॥

জিজ্ঞাসাকারিণী পৌর্ণমাসীরে কাতরে।
রাধার অবস্থা বৃন্দা নিবেদন করে॥
স্ব-রোপিতা মুকুলিনী মল্লিকা লতারে।
আলিঙ্গিয়া সুবদনী ভাসি অশ্রুধারে॥
প্রশস্ত সুন্দর নিজ হীরকের হার।
ললিতার করে দিয়া কিশোরী আমার॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া ধনী হৈলা অচেতনে।
তাহা দেখি বিশাখাদি প্রিয় সখীগণে॥
ভ্রমর গুঞ্জিত কেলীকদম্ব কাননে।
প্রবেশিয়া হরিনাম করে উচ্চারণে॥
হরেকৃষ্ণ নাম আদি করিয়া কীর্ত্তন।
রাখিয়াছে সখীগণ রাধার জীবন॥

তথাহি তত্রৈব।

রাধা রোদসি রোপিতাং মুকুলিনীমালিঙ্গ্য মল্লীলতাং
হারং হীরময়ং সমর্প্য ললিতা হস্তে প্রশস্ত প্রিয়ং।
মূর্চ্ছা প্রাপ্তবতী প্রবিশ্য মধুপৈর্গীতাং কদম্বাটবীং
নাম ব্যাহরতা হরেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সংধুক্ষিতা॥ ২১১॥

স্ব-রোপিতা মল্লীলতা আলিঙ্গিলা রাই।
তার অভিপ্রায় এই দেখিবারে পাই॥

মল্লিরে কহেন চাহি শুন মল্লিলতে ! ।
উপস্থিত হইয়াছি আমি মহাপথে॥
তুমি এই ব্রজে মোর সখীগণ দ্বারে।
সিচ্যমানা হঞা স্বীয় পুষ্প উপহারে॥
শ্রীকৃষ্ণের সুখ দান করিবে যখন।
তখন আমারে সুখ করিহ অর্পণ॥
এই অনুলাপ করি স্ব-হীরার হার।
কণ্ঠ হৈতে ছিঁড়ি করে দিলা ললিতার॥
সেই কালে কেশ বাঁধা না ছিল রাধার।
এই হেতু ছিঁড়িলেন হীরকের হার॥
ললিতারে হার দিয়া কহেন যতনে।
আমার স্মারক এই হার সর্ব্বক্ষণে॥
স্ব-কণ্ঠে পরিয়া সেই দুল্লর্ভ রমণে।
আলিঙ্গিয়া চিরঞ্জীবী হও বৃন্দাবনে॥
অচেতন হইবার এই অভিপ্রায়।
সখীরা যদ্যপি হরিনামাদি শুনায়॥
সঞ্জীবনৌষধ হরিনামামৃত হয়।
মূর্চ্ছার তাৎপর্য্য এই বিজ্ঞগণ কয়॥
তবে রাই বিশাখারে করি সম্বোধন।
দেহোত্তর ক্রিয়া কথা করেন বর্ণন॥
কৃষ্ণ যদি মোর প্রতি করুণা বিহীন।
এবে তবে নহি মুঞি অপরাধাধীন॥

বৃথা আর কেন সখি ! করিছ রোদন।
উত্তম চরম কার্য্য করিহ সাধন ॥
কালি হ্রদে মোর দেহ না কর বর্জ্জন।
অনলে দগধ নাহি কর কদাচন ॥
প্রোথিত না কর কভু ব্রজ ভূমিতলে।
কহিলাম শেষ কথা, শুনিলে সকলে ? ॥
মোর তনু এই কৃষ্ণ তমাল শাখায়—।
বাঁধিয়া রাখিবে যত্নে কহিনু সবায় ॥
এই দেহ বৃন্দাবনে নিশ্চল ভাবেতে।
চিরকাল রহে যেন, এ আশা মনেতে ॥
কৃষ্ণ যদি কভু আইসেন বৃন্দাবনে।
তাঁহারে দেখাবে মোর দেহ সযতনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বিদগ্ধমাধবে।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মারোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত ভুজাবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ২১২ ॥

কৃষ্ণে আলিঙ্গিতে এ দেহের ছিল সাধ।
নিরদয় বিধি তাহে সাধিলেক বাদ ॥
তেঞি কহি কৃষ্ণ তুল্য তমালালিঙ্গনে।
এ দেহ সফল যেন হয় বৃন্দাবনে ॥

এই বাক্যে মাদনের অংশ স্পর্শ করি।
মোদন রসের ব্যক্ত করিলা সুন্দরী ॥
সমঞ্জসারতি রূপ যেই রতি হয়।
“সমঞ্জস” নাম তার বিজ্ঞজনে কয় ॥
চিন্তা, স্মৃতি, ব্যাধি গুণ কীর্ত্তনে জড়িতা।
অভিলাষ সবিলাপ, উন্মাদোদ্বেগতা ॥
মৃত্যু, এই দশাগণ ক্রমশঃ রূপেতে।
সমঞ্জসে সমুৎপন্ন জানিবে মনেতে ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

ভবেৎ সমঞ্জস রতি স্বরূপোঽয়ং সমঞ্জসঃ
অত্রাভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণ সংকীর্ত্তণোদ্বেগাঃ।
সবিলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা মৃতিশ্চতাঃ ক্রমশঃ ॥ ১১৩ ॥

প্রিয়সঙ্গ লালসায় চেষ্টা যেই হয়।
“অভিলাষ” তার নাম, রস শাস্ত্রে কয় ॥
স্বমণ্ডনান্তিক প্রাপ্তি রাগ ব্যক্তকারী।
ঐছে অভিলাষ এই শাস্ত্রেতে নেহারি ॥
অভীষ্ট সিদ্ধির লাগি হৃদে যেই ধ্যান।
অলঙ্কার মতে তার হয় চিন্তাখ্যান ॥
নিজ শয্যা সুবিস্তার পুনঃ পুনঃ আর।
নিশ্বাস, নির্ল্লক্ষ দৃষ্টি চিন্তায় প্রচার ॥
অনুভূত প্রিয়াদির গুণাদি চিন্তনে।
স্মৃতি বলি ব্যাখ্যা করে মহাজনগণে ॥

কম্পাঙ্গ, বৈবশ্য, শ্বাস, স্মৃতিতে প্রকাশে।
সৌন্দর্য্যাদি স্বগুণের শ্লাঘা সমুল্লাসে॥
গুণ সংকীর্ত্তন বলে, কহিনু তোমায়।
পুনর্ব্বার কহি রসশাস্ত্রে যাহা গায়॥
কণ্ঠ গদগদ, কম্প, রোমাঞ্চাদি যত।
গুণ সংকীর্ত্তন কালে হয় সুবেকত॥
উদ্বেগাদি ছয় পূর্ব্বে প্রৌঢ়ের ব্যাখ্যায়।
ভব স্থানে কহিয়াছি,—স্মরিবে হিয়ায়॥
"সামঞ্জস্য" হেতু যেই সমঞ্জসা হয়।
তাহে যথোচিত হয় ভাবের উদয়॥
সাধারণ প্রায় যেই রতির প্রকাশ।
"সাধারণী রতি" সেই কহিনু নির্য্যাস॥
বিলাপাদি করি ষড়দশ সুকোমল।
সাধারণ রত্যুদয়ে উদ্ভব কেবল॥
চিন্তনাদি আর যত ভাব দেখা যায়।
যথা যথা স্থানে তাহা বুঝিবে হিয়ায়॥
পূর্ব্বরাগে কৃষ্ণ নিজ বয়স্যের দ্বারে।
কামলেখ, মাল্য আদি পাঠান রাধারে॥
যেই লেখা নিজ প্রেম পরকাশ করে।
"কামলেখ পত্র" সেই বুঝহ অন্তরে॥
ঐছে কামলেখ পত্র যুবতীর দ্বারে।
যুবার নিকটে যায় গোপন প্রকারে॥

কভু বা যুবক দ্বারা যুবতীর স্থানে।—
প্রেরিত হইয়া থাকে,—কহিনু সন্ধানে ॥
অক্ষর বিহীন আর স্বাক্ষর ভেদেতে।
"কামলেখ" দুই মত বুঝহ মনেতে ॥

তথাহি তত্রৈব।

সলেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ।
যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে।
নিরক্ষরঃ স্বাক্ষরশ্চ কামলেখো দ্বিধোমতঃ ॥ ২১৪ ॥

সুরক্ত পল্লবে যদি অর্দ্ধচন্দ্রাকার।—
নখাঙ্ক থাকয়ে—বর্ণহীন হয় আর ॥
"নিরক্ষর কামলেখ" তাহারে কহয়।
গাথাময়ী লিপি যাহা স্বকরে লিখয় ॥
তাহাকে "স্বাক্ষর কামলেখ" বলি জানি।
কস্তুরিকা আদি যাহে মসীতুল্য মানি ॥
প্রথমে নয়ন প্রীতি, চিন্তা তারপর।
তৎপরে আসক্তি পরে সঙ্কল্প বিস্তর ॥
তারপর নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা তৎপরে।
বিষয় নিবৃত্তি পরে লজ্জানাশান্তরে ॥
তৎপরে উন্মাদ পরে মূর্চ্ছা এই জানি।
অবশেষ মৃত্যু,—এই কাম দশা মানি ॥
পূর্ব্বরাগে এই দশ স্মরদশা হয়।
কোন কোন প্রাজ্ঞজনে এই মত কয় ॥

যৈছে রাধিকার পূর্ব্বরাগের বর্ণন।
তৈছে শ্রীকৃষ্ণের এই করিনু কীর্ত্তন॥
অত্যন্ত কঠিন পূর্ব্বরাগ ব্যাখ্যা হয়।
মোর সাধ্য নাহি তাহা করিতে নির্ণয়॥
পরস্পর অনুরক্ত একত্রাবস্থিত।
নায়ক নায়িকা উভয়ের পূর্ণেপ্সিত—॥
আশ্লেষ, বীক্ষণ আদি নিরোধীই মান।
ভিন্ন স্থিতি স্থলেতেও হয়,—কেহ গান॥
নির্ব্বেদ, আশঙ্কা-মর্ষ, গর্ব্বা-সূয়া আর।
মানের কারণ হয় বহুত প্রকার॥
চপলতা, অবহিত্থা, গ্লানি, সঞ্চিন্তন।
এ সব সঞ্চারি মানে হয় দরশন॥
সহেতু, নির্হেতু ভেদে মান দ্বিপ্রকার।
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি রূপ করেন প্রচার॥

তথাহি তত্রৈব।

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদি নিরোধীমান উচ্যতে॥
শঙ্কাসূয়াবহিত্থাশ্চ গ্লানিশ্চিন্তাদয়োঽপ্যমী॥
অস্য প্রণয় এবাস্যাম্মানস্য পদমুত্তমং।
সোঽয়ং সহেতু নির্হেতু ভেদেন দ্বিবিধো মতঃ॥ ১১৫॥

মানের উত্তম হেতু প্রণয় নিশ্চয়।
প্রণয় ব্যতীত মান কভু নাহি হয়॥

সহেতু, নির্হেতু ভেদে দ্বিপ্রকার মান।
মানের কারণ ঈর্ষা কহিনু সন্ধান॥
হেতু শূন্য মান জয়দেব মহাশয়।
শ্রীগীতগোবিন্দে প্রকাশিলা প্রেমময়॥
বাজে অষ্টতাল সামাল সামাল।
গাও?—রাগদেশ বরাড়ী রসাল॥ (তুড়ী)

পদং।

প্রিয়ে! চারুশীলে! মান অকারণ।
কেন মম প্রতি?—করহ বর্জ্জন॥
তব মুখশশি করিয়া দর্শন।
কামানলে হৃদি করিছে দহন॥
শ্রীমুখকমল সুধামৃত সারে।
কৃপা করি দেহ?—পান করিবারে॥
রাধে! মানময়ি! প্রসন্ন হইয়া।
কিছু কথা কহি স্নিগ্ধ কর হিয়া॥
তব দন্তজ্যোতি কৌমুদী আমার—।
নাশুক হৃদিস্থ ঘোর অন্ধকার॥
তব চন্দ্রানন মমাক্ষি চকোরে।
সুধামৃত লোভে করিছে বিভোরে॥
করুণা করিয়া চকোরে আমার।
শ্রীঅধরামৃত দেহ একবার॥—ও শ্রীরাধে! ধ্রুঃ॥

সত্য সত্য যদি আমার উপর।
কোপিনী হইয়া থাক ঘোরতর॥
তবে তীক্ষ্ণ আঁখি শরাঘাত দ্বারে।
বিদ্ধ কর মোরে,—কহি বারে বারে॥
ভুজলতাপাশে করিয়া বন্ধন।
দন্তাঘাতে অঙ্গ করহ ছেদন॥
অথবা যাহাতে সুখ তব হয়।
সেই দণ্ড দেহ?—সহিব নিশ্চয়॥—ও শ্রীরাধে!
হে সুন্দরি! তুমি মম বিভূষণ।
তুমি হে আমার জীবন-রতন॥
তুমি মম ভবনিধি-রত্ন রাই!।
তোমা বিনা কিছু দেখিতে না পাই॥
হৃদয়ে বাসনা একান্ত আমার।
মোর প্রতি কর করুণা বিস্তার॥—ও শ্রীরাধে!
তন্বি! তব নীলনলিন'লোচন—।
রাগে আজ দেখি অরুণ বরণ॥
নীলপদ্ম রক্তপদ্ম নাহি হয়।
তব রাগে তার বিপরীতোদয়॥
কিবা নাহি হয় রাগেতে তোমার।
বিধির নিয়ম যায় ছারখার॥
রাগময়ি! সানুরাগে মমোপর—।
দৃষ্টিপাত কর,—জানি অনুচর॥

সুশীলা সবার উচিত এ হয়।
কৃতাঞ্জলি হঞা কহিনু নিশ্চয় ॥—ও শ্রীরাধে!
মণিহার তব কুচকুম্ভোপরি—।
শোভিত হউক দিবস শর্ব্বরী ॥
তাহাতে কোমল হৃদয় তোমার—।
রঞ্জিত হউক ?—কাঞ্চীদাম আর ॥
তোমার বিশাল নিতম্বে সদাই।
শব্দিত হইয়া কামাদেশ রাই! ॥
ঘোষণা করুক এ ব্রজমণ্ডলে।
এই নিবেদন চরণে ?—সরলে! ॥
হে স্নিগ্ধ মধুর বাক-বিন্যাসিনি!।
মোরে অনুমতি কর সৌদামিনি! ॥
কামের সহায় স্থলপদ্ম শোভা।
তাহার গঞ্জন মম হৃদি লোভা ॥
তব পাদপদ্ম যুগল স্ব-করে।
সুরঞ্জিত করি মিতি প্রেম ভরে ॥—ও শ্রীরাধে!
মন্মথ গরল খণ্ডন-মণ্ডন—।
তোমার চরণযুগল রঞ্জন ॥
মম শিরোপরি করহ স্থাপন।
যাহে শিরোশোভা করে সম্পাদন ॥

"দেহি পদপল্লব মুদারং।

শ্রীকর লিখনমতিসারং ॥"

দুরন্ত মদন বহ্নিতে আমার— ।
সরব শরীর দহে অনিবার ॥
সে দহন জ্বালা তোমার কৃপায় ।
দূরীভূত হউ ?—কহিনু তোমায় ॥ ও শ্রীরাধে !
চাটুপটু হরি প্রিয়োক্তি বচনে ।
এইরূপ কহে শ্রীরাধা-চরণে ॥
পদ্মাবতীপ্রিয় জয়দেব বাণী ।
মনোহর পর,—কহিনু বাখানি ॥
দেবী নর্ম্মসখী জননী যাহার ।
পিতা দীননাথ বিখ্যাত সংসার ॥
উভয় চরণ ধরিয়া হিয়ায় ।
জয়দেব বাক্য রচিনু ভাষায় ॥
শ্রীকৃষ্ণকামিনী প্রিয়-দুরাচার— ।
বিপিনবিহারি কৃত গীতসার ॥
ভক্তানন্দ যদি করে বিবর্দ্ধন ।
তবে জানি মম সার্থক জীবন ॥
ইথে দোষ যাহা হইবে দর্শন !
ভক্তগণ তাঁহা করুন মার্জ্জন ॥
এ বিপিন দাস সবার চরণে ।
করযোড়ে এই করে নিবেদনে ॥ ২১৬ ॥
রতি, প্রীতি, প্রেমধারা শ্রীমানভঞ্জনে ।
প্রকাশ করেন হরি স্বয়ং শ্রীবদনে ॥

রতি, প্রীতি, প্রেমধারা অত্যাশ্চর্য্যময়।
যে ধারায় অভিষিক্ত রসিক নিচয়॥

পদং।

শুন হে জীবন সহচরি!।
তুয়া পদে নিবেদন করি॥
লাখ লাখ অপরাধ মোর।
ক্ষম ?—কহি গলে দিয়া ডোর॥
কৃপাময়ি! তুমি কৃপাপারা।
তুমি মঝু আঁখিযুগ তারা॥
তুমি মোর জপ্য মূলমন্ত্র।
রতি, প্রীতি, প্রেমানন্দ তন্ত্র॥
তুমি সুখপ্রদ কর্ণধার।
তুয়া পাদপদ্ম মঝু সার॥
একুলে সেকুলে তুমি গতি।
তছু পদে মোর সদা মতি॥
তোমা বিনু নাহি জানি আন।
তুমি মম প্রাণের পরাণ॥
যাত্রাকালে স্মরিয়া তোমায়।
যাত্রা করি নির্ভয় হিয়ায়॥
জাগিয়ে ঘুমায়ে হেরি তোয়।
পদ ছাড়া নাহি কর মোয়॥

তন্ময় জগত মোর প্রিয়ে! ।
কহ ত দেখাই চিরে হিয়ে ॥
তুমি মোর সর্ব্বসুখ রাতা ।
তুমি কর্ম্মফলপ্রদ ধাতা ॥
রতি, প্রীতি, প্রেম, এই ধারা ।
এ বিপিন ভেবে তাই সারা ॥ ২১৭ ॥

প্রিয়মুখে বিপক্ষের গুণাদি শ্রবণে ।
প্রণয় প্রধান ভাবে ঈর্ষা হয় মনে ॥
সেই ঈর্ষা মান প্রাপ্ত হয় ত নিশ্চয় ।
মানের কারণ ঈর্ষা তেঞি শাস্ত্রে কয় ॥
ঈর্ষার কারণ কোন বিপক্ষ কান্তার ।
কান্তমুখে গুণ আদি শ্রবণ বিস্তার ॥

তথাহি তত্রৈব ।

হেতুরীর্ষ্যা বিপক্ষাদের্বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে ।
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোয়মীর্ষ্যা মানত্বমৃচ্ছতি ॥ ২১৮ ॥

স্নেহ বিনা অন্তরেতে নাহি হয় ভয় ।
প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা কভু নাহি হয় ॥
এই হেতু সুনায়ক আর নায়িকার ।
প্রেম প্রকাশক মান শাস্ত্রেতে নির্দ্ধার ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ।

স্নেহং বিনা ভয়ং নস্যান্নের্ষা চ প্রণয়ং বিনা ।
তস্মান্মান প্রকারোহয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ ॥ ২১৯ ॥

রুষিতার ন্যায় সত্যা হয়েন যখন।
স্নেহের কারণ তবে শ্রীযদুনন্দন॥
সঙ্কল্প করার ন্যায় অতি ভয়ে ভয়ে।
ধীরে ধীরে প্রবেশেন সত্যার আলয়ে॥
স্বরূপ যৌবনৈশ্বর্য্য-সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা।
কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা শাস্ত্রেতে কীর্ত্তিতা॥
তিঁহ সখী মুখে এই করেন শ্রবণ।
পারিজাত পুষ্প পেল রুক্মিণী এখন॥
এই কথা শ্রুতমাত্রে অত্যন্তাভিমানে।
ঈর্ষান্বিতা হইলেন প্রণয় প্রধানে॥
যেই রমণীর হৃদে সখ্যাদি শোভয়ে।
বিপক্ষ উৎকর্ষ তার সহ্য নাহি হয়ে॥
এই হেতু সত্যা বিনা অন্যের অন্তরে।
সুরপুষ্প দান করি শ্রবণগোচরে॥
মানিনী না হন,—এই শ্রীরূপ লিখয়।
শ্রুত, অনুমিত, দৃষ্ট, ভেদেতে নিশ্চয়॥
বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য তিন কহিনু সন্ধানে।
বিশ্বাস লাগিয়া কহি শাস্ত্রের প্রমাণে॥

তথাহি শ্রীশ্রীহরিবংশে।

রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সংকল্পয়ন্নিব।
ভীতভীতোঽতি শনকৈর্ব্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥

রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা।
অভিমানবতী দেবী শ্রুতৈস্তৈরের্ষ্যা বশংগতেতি॥
তত্রাপি চ সুসখ্যাদি হৃদি যস্যা বিরাজতে।
তস্যা বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যে নস্যাদেব সহিষ্ণুতা॥
অতঃ সত্যাং বিনান্তাসাং সুসখ্যাদেরভাবতঃ।
শ্রুতেঽপি সুরপুষ্পস্য দানে মানো নচাভবৎ॥
শ্রুতং চানুমিতং দৃষ্টং তদ্বৈশিষ্ট্যং ত্রিধামতং॥ ২২০

প্রিয়সখী, শুকপাখী প্রভৃতির দ্বারে।
শ্রবণে শ্রবণ বলে, কহিনু তোমারে॥
অন্য নারী সম্ভোগাঙ্ক, আনে আন জ্ঞানে।
আহ্বানের নাম "গোত্র স্খলন" বাখানে॥
আর স্বপ্ন ভেদে অনুমান তিন হয়।
"অনুমিতি" অর্থ এই জানিহ নিশ্চয়॥
বিপক্ষ অথবা প্রিয় অঙ্গ চিহ্ন যেই।
"ভোগাঙ্ক" তাহার নাম,—কহিলাম এই॥
বিপক্ষের নাম ধরি অন্যে যে আহ্বান।
তাহার আখ্যান গোত্র স্খলন প্রমাণ॥
কিম্বা বিপক্ষের নাম করিয়া ধারণ।
আহ্বানের নাম গোত্র স্খলন লিখন॥
নায়িকার প্রতি অতি ঈর্ষার কারণ।—
মরণ অপেক্ষা দুঃখপ্রদ সর্ব্বক্ষণ॥

ঐছে গোত্রস্খলন যে কহিনু নিশ্চয়।
কৃষ্ণ আর বিদূষকে স্বপ্নে স্বপ্ন কয়॥
অকারণে কিম্বা কোন কারণাভাসেতে।
প্রণয় উদিত যেই উভয় চিত্তেতে॥
নির্হেতু মানতা কভু প্রাপ্ত তাহা হয়।
প্রণয়ের পরিণাম আদ্য মান কয়॥
প্রণয় বিলাস হেতু বৈভবের নাম।
দ্বিতীয়াখ্য মান যার নির্হেতু আখ্যান॥
প্রণয় মানাখ্য এই দ্বিতীয়াখ্য মান।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করিলা বিধান॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতাস্তথা।
প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজন্নির্হেতু মানতাং।
আদ্যং মানং পরীণামং প্রণয়স্য জগুর্ব্বুধাঃ।
দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভর বৈভবং।
বুধৈঃ প্রণয় মানাখ্য এষ এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২২১॥

সর্পের কুটিল গতি স্বভাবত হয়।
তদ্রূপ প্রেমের গতি বিজ্ঞ জনে কয়॥
কারণাকারণে তেঞি যুব-যুবতীর।
মানের উদয় হয় কহিলাম স্থির॥
অবহিত্থা আদি ব্যভিচারি ভাবগণ।
ঐছে মানে শোভা পায়,—করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং।

অহেরিব গতি প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতীতি॥
অবহিত্থাদয়োঽত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥ ২২২॥

উত্তমে অধমে প্রেম প্রায় নাহি হয়।
কর্ম্ম, কৃপা হেতু কার ভাগ্যেতে ঘটয়॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল চিন্তামণিময়ী আর।
চণ্ডীদাস রাগী আদি নিদর্শন তার॥
রামের মিত্রতা-প্রেম গুহকাদি সনে।
কৃপা হেতু হয়,—এই গায় রামায়ণে॥
শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী প্রতি সেই স্নেহ।
ভক্তোত্তমা হয়,—কৃপা হেতু জানি সেহ॥
কুব্জা, বণিক্ভার্য্যা গণে কৃষ্ণ প্রেম যাহা।
কর্ম্ম আর কৃপা হেতু জানিবেক তাহা॥
কোন এক হেতু বিনা উত্তমে অধমে।—
কভু প্রেম নাহি হয়,—কহে বিজ্ঞগণে॥
সমানে সমানে প্রেম প্রায় সর্ব্বঠাঁই।
শাস্ত্র, বিজ্ঞমুখে এই শুনিবারে পাই॥
প্রায় যাহা ঘটে তাহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
ব্যতীরেক পরিণামে দুঃখ আদি হয়॥
ভয়াদির সম্ভাবনা আছে যার স্থানে।
তার সঙ্গে প্রেম প্রায় দুঃখ পরিণামে॥

অতএব বিজ্ঞজন বিশেষ বুঝিয়া।
প্রেম-মৈত্রী করিবেন অপেক্ষা ছাড়িয়া॥
যথাপেক্ষা তথা কভু প্রেম-মৈত্রী নয়।
তোমারে কহিনু বৎস! করিয়া নিশ্চয়॥
নীতি, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম-রসায়ন।
সম্বন্ধ তত্ত্বাদি শাস্ত্রে যতেক বর্ণন॥
নিদর্শন সহ এই বৈষ্ণব জীবনে।
প্রকাশিনু সর্ব্বজন প্রীতির কারণে॥
এই "দশমূলরস-বৈষ্ণব জীবন।"
যে নাহি দেখিল তার বৃথাই নয়ন॥
ঐছে তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায়।—
তব প্রশ্নে রচিলাম আনন্দ হিয়ায়॥
নিরপেক্ষ জন এই গ্রন্থ দরশনে।
বিশেষ আনন্দ পাবে,—জানি মনে মনে॥
প্রেমের বিবর্ত্ত এক করহ শ্রবণ।
বেদবিধি ছাড়া ইহা,—রসিক-রঞ্জন॥

চিত্র পদং।

প্রেমের-বিবর্ত্ত অতি চিত্রাকার।
প্রেমিক ভক্তের যাহাতে বিহার॥
বিপরীতাধ্যাস অনুক্ষণ যাহা।
প্রেমের-বিবর্ত্ত জানিবেক তাহা॥

প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি-প্রকৃতি।—
প্রেম-বিবর্ত্তের ঐছন বিবৃতি ॥
স্ব-ভাব-অভাব, অভাব-স্বভাব।
প্রেম বিবর্ত্তের এই ত প্রভাব ॥
এই আমি জ্ঞান বিরহিত যেই।
প্রেম-বিবর্ত্তের জ্ঞান সার সেই ॥
সব বিপরীত প্রায় যথা ভায়।
প্রেমের বিবর্ত্ত জানিহ তথায় ॥
রমণ-রমণী, রমণী-রমণ।
গমন-শয়ন, শয়ন-গমন ॥
সে রতি-বিরতি, বিরতি সে রতি।
সব বিপরীতি দেখিবেক তথি ॥
মদন কদন তথা জানি নিতি।
বচন মরন্দ সদা প্রবাহিতি ॥
বিজাতি-স্বজাতি, স্বজাতি-বিজাতি।
অভাতি-সুভাতি, সুভাতি-অভাতি ॥
শীতল পবন অশীতল ভায়।
অশীতলে মানে শীতল কায়ায় ॥
প্রিয়জনে দেখে অপ্রিয় সমান।
অপ্রিয় জনেরে করে প্রিয়জ্ঞান ॥
অবিধি জ্ঞানেতে বিধি নাহি মানে।
অবিধিরে কভু বিধি করি জানে ॥

অনাচারে কভু মানয়ে আচার।
আচারে কভু বা মানে অনাচার॥
সে বিধি অবিধি অতীত সদাই।
ক্রিয়া-মুদ্রা তার কিছু স্থির নাই॥
কুল-লাজ-মান-ধরম-সরম।
সব বিরহিত,—কহিনু মরম॥
সবার মুখেতে দিয়া ছানাছাই।
আপন ভাবেতে ভ্রময়ে সদাই॥
কখন কি ভাবে রহে সেই জন।
বুঝিবারে নারে দেব-দেবী গণ॥
কোথা তার ঘর খুঁজিয়া না পাই।
কোন দেশ হতে আইল এথাই॥
কে তার দোসর কে তার বাহন।
খুঁজিয়া না পাই করিয়া যতন॥
জিজ্ঞাসিলে কথা মৃদু মৃদু হাসে।
কখন বা কিছু ঠারে ঠোরে ভাসে॥
আহা মরি মরি কিবা তার শোভা।
জগত জনের প্রাণ-মন-লোভা॥
ভাবেতে বুঝিয়ে গোকুল হইতে।
সে জন আসিল এই অবনীতে॥
কার অনুগতাশ্রয় সেই জন।
কে মোরে কহিবে ভাবিয়া আপন॥

তাহারে যে জন পারে ধরিবারে।
সেই জন ডুবে প্রেমের পাথারে ॥
বিপিন বিহারি দাসে কহে এই।
মোরে কি কখন দেখা দিবে সেই ॥
প্রেমের-বিবর্ত্ত, প্রেমিক লক্ষণ।
যেই নাহি জানে সেই অভাজন ॥
কলিভূত তারে চণ্ডীদাসে কয়।
যার অনুগত এ বিপিন হয় ॥
এর পর প্রেম-বিবর্ত্তাদি যাহা।
মোর বেদ্য নহে রাই জানে তাহা ॥
শ্রীগুরু-চরণ ধরিয়া হৃদয়ে।
প্রেম-বিবর্ত্তাদি বিপিন কহয়ে ॥ ২২৩ ॥

প্রেমের তটস্থ, চিত্র-স্বরূপ লক্ষণ।
তুয়া সন্নিধানে কহি করহ শ্রবণ ॥
স্বহৃদে প্রতিজ্ঞা তুমি করিবেক এথা।
প্রেম আলাপন নাহি কর যেথা সেথা ॥
ব্যভিচারী সন্নিধানে প্রেম আলাপন।
মরণ সমান,—এই করিনু কীর্ত্তন ॥

চিত্র পদং।

প্রেমের তটস্থ স্বরূপ যাহা।
রতি পরিপাকে উপজে তাহা ॥

জড়ীয় দেহের ধরম কর্ম্ম।
তথা নাহি,—এই কহিনু মর্ম্ম॥
এক ভাবে সেই আনন্দ কুঞ্জে।
ঘন-প্রেম রস সদাই ভুঞ্জে॥
স্ব-ভাব-অভাব অচিন্ত্য ভাবে।
বিপরীত ভাবে করয়ে হাবে॥
রতি পরিপাকে তন্ময় ধর্ম্মে।
বিপরীত ভাব উঠয়ে মর্ম্মে॥
দাবানল শিখা জীবন হয়।
জীবনাগ্নি শিখা স্বরূপ কয়॥
সুধা বিষ সম গুণহি ধরে।
বিষ সুধাসম হৃদয়ে চরে॥
মরণ বরণ দেখিয়ে তথা।
পীড়াদি বৈভব জানিবে যথা॥
বিপরীত জ্ঞান প্রেমেতে স্ফূরে।
এই কথা কহে প্রেমিক সুরে॥
ঘন-হীমরাশি রহয়ে যেথা।
আগি সম স্পর্শ মানয়ে সেথা॥
সম্ভোগ আনন্দে প্রেম-স্বভাবে।
বিরহেতে হয় দুঃখানুভাবে॥
প্রেমের স্বরূপ নন্দ কি শোক।—
এথায় জানয়ে দু-এক লোক॥

যার প্রেম সেই স্বরূপ তার।
কহিনু প্রেমের স্বরূপ সার॥
এর পর প্রেম বুঝিবেক যে।
শ্রীরাধার কাছে যেন যায় সে॥
প্রেমের নিগূঢ় স্বরূপ যাহা।
তটস্থ লক্ষণে কহিনু তাহা॥
বিপিন বিহারি প্রেমের আশে।
কাঁদে কর্ণধার চরণ পাশে॥ ২২৪॥

সাবধান হঞা তবে করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী রঙ্গিণী কেমন॥

চিত্র পদং।

ব্রজ-বিহারিণী,　　প্রেম-তরঙ্গিণী,
সহস্র বদন তার।
প্রকৃকি অতীতা,　　ভাবোর্ম্মী শোভিতা,
সু-শীতল গুণ যার॥
ভকত মকরে,　　সদা ক্রীড়া করে,
যাহার মাঝারে সুখে।
অগাধ সলিলা,　　মৃদু-স্রোতশীলা,
পরশে নাশয়ে দুঃখে॥
কুল-কর্ম্মমীন,　　সদাকালি হীন,
জ্ঞান কুম্ভি নাহি তায়।

বৈরাগ্য বারণ, সিনান কারণ,
যার নীরে নাহি যায়॥
কূর্ম্ম অভিমান, জলচর আন,
সদা বিবর্জ্জিতা হয়।
মহামৃত সার, জীবন তাহার,
স্নানে জরা নাহি রয়॥
পানে মৃত্যু ভয়, দূরীভূত হয়,
কি কব শোকাদি কথা।
যার রম্য তীরে, ভাবুক সুধীরে,
খেলে হঞা অনুগতা॥
ভাবের বাতাসে, ফাঁপয়ে উল্লাসে,
জুয়ার কহিয়ে তায়।
কর্ম্মাদি পবন, করিলে দর্শন,
ন্যূনতা হইয়া যায়॥
রম্য দ্বীপে যার, নিকুঞ্জ মাঝার,
রতন মন্দির লোভা।
তাহার ভিতরে, যোগ পীঠোপরে,
বিচিত্র কমল শোভা॥
তার কর্ণিকায়, অটল হিয়ায়,
প্রেমানন্দময় শ্যাম।
শ্রীরাধার সঙ্গে, বিলসয়ে রঙ্গে,
সে বিলাস অনুপাম॥

পদ্ম দলে দলে, প্রিয়ালি সকলে,
নিজ নিজ সেবা লঞা।—
শ্রীরাধা মাধবে, সেবা করে সবে,
প্রেমভরান্বিতা হঞা॥
শ্যাম-সোহাগিনী, প্রেম-তরঙ্গিণী,
যাহারে লইলা টানি।
সদা সর্ব্বক্ষণ, হেরয়ে সেজন,
ঐছন বিলাস খানি॥
ব্রজ-বিহারিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী,
যেই পুণ্য দেশে আছে।
গুরু পদ পাশে, এ বিপিন দাসে,
তথায় জনম যাচে॥ ২২৫॥

সহেতু, নির্হেতু মান যুব-যুবতীর।
অবশ্য উদয় হয়,—কহে যত ধীর॥
তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহেতুক মান।
সম্ভব না হয়,—এই শাস্ত্রের বিধান॥
হেত্বাভাস মান কৃষ্ণে কভু দেখা যায়।
রাধার বিলম্বে কভু মানে শ্যাম রায়॥
রাধারে স্বপাশ হেরি ম্লানে শ্রীবদনে।—
অবনত করি রন নিকুঞ্জ ভবনে॥
স্বয়ং শান্তিলাভ করে হেতু হীন মান।
আশ্লেষ, চুম্বন, অশ্রু, যার পরিণাম॥

সাম, ভেদ, ক্রিয়োপেক্ষা, নতি আর দান।—
প্রভৃতির রসান্তর যোগে মতিমান ! ॥—
উপশম প্রাপ্ত হয় সহেতুক মান।
ঐছে মানে অশ্রু, হাস্য আদি পরিণাম ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

হেতুর্যস্ত সমং যাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ।
সামভেদ ক্রিয়াদান নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ।
মানোপশমনস্থাক্ষ্যা বাষ্পমোক্ষ স্মিতাদয়ঃ॥ ২২৬ ॥

আকস্মিক ভয়াদির প্রস্তাবনা যেই।
রসান্তর তার নাম,—কহিলাম এই ॥
"যাদৃচ্ছিক" আর "বুদ্ধি পূর্ব্বক" ভেদেতে।
রসান্তর দ্বিপ্রকার জানিহ মনেতে ॥
মেঘধ্বনি আদি যাহা আচম্বিতে হয়।
যাদৃচ্ছিক তার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥
মেঘধ্বনি শুনি ভদ্রা সভয় অন্তরে।
মান ভুলি ধাঞা শ্যামে জড়াইয়া ধরে ॥

তথাহি তত্রৈব।

আকস্মিক ভয়াদীনাং প্রস্তুতিঃ স্যাদ্রসান্তরং ॥
যাদৃচ্ছিক বুদ্ধি পূর্ব্বমিতি দ্বেধা তদুচ্যতে ॥
উপস্থিত মকস্মাদযত্তদ্যাদৃচ্ছিকমুচ্যতে॥ ২২৭ ॥

জলধর নাদ কাম উদ্দীপক হয়।
তাহে মান ভঙ্গ তেঞি সমুচিত কয় ॥

প্রত্যুৎপন্ন কান্ত দ্বারা যাহা কৃত হয়।
"বুদ্ধি পূর্ব্ব রসান্তর"—সেই ত নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

বুদ্ধিপূর্ব্বস্তু কান্তেন প্রত্যুৎপন্ন ধিয়াকৃতং॥ ২২৮॥

অন্যোপায় বিনা দেশকাল বল দ্বারে।
কিম্বা বংশী শ্রবণেতে গোকুল মাঝারে॥
গোপীর নির্হেতু মান লয়প্রাপ্ত হয়।
হেতু তারতম্যে নির্হেতুক মান ত্রয়॥
লঘু, মধ্য, জ্যেষ্ঠ, এই তিন মত কয়।
যেই মান অল্প আয়াসেতে সাধ্য হয়॥
"লঘু" মানাখ্যান তার,—করিনু কীর্ত্তন।
যত্নে সাধ্য যেই সেই "মধ্যম" লিখন॥
শ্রেয়োপায়ে যেই মান দুঃসাধ্য জানিবে।
সেই ত "দুর্জ্জয় মান" মনেতে বুঝিবে॥

তথাহি তত্রৈব।

তারতম্যাত্তু মানস্য হেতো স্যাত্তারতম্যতঃ।
স্যাল্লঘুর্মধ্যমশ্চাসৌ মহিষ্ঠশ্চেত্যতস্ত্রিধা॥
সুসাধ্যঃ স্যাল্লঘুর্মানো যত্নসাধ্যস্তু মধ্যমঃ।
দুঃসাধ্যঃ স্যাদুপায়েন মহিষ্ঠঃ শ্রেয়সাপ্যয়ং॥ ২২৯॥

"বঞ্চকের শিরোমণি, কিতবেন্দ্র, বাম।—
মহাধূর্ত্ত, ধর্ম্মধ্বংসি, স্ত্রী-চোর, স্বকাম।—

হায়! হায়! এ ব্রজের দশা কি হইবে।
শ্যাম বিনা সবে বাম ভাবেতে ধাইবে॥
বৃন্দাবন বন সম হইবে নিশ্চয়।
"ভাবী বুদ্ধি পূর্ব্ব" এই,—রসশাস্ত্রে কয়॥
"হে হৃদয়! তোরে এই করি নিবেদন।
উদয় গিরিতে ভানু বিম্ব সুরঞ্জন॥—
সমুদিত দেখি, ক্রূর গান্ধিনী—নন্দন।—
প্রাণহর রথোপরি করি আরোহণ॥—
যদবধি যাত্রানান্দী করিছে পঠন।—
সেই কাল মধ্যে শীঘ্র হও বিদীরণ॥
নতুবা ভূস্ফুটকারী অশ্ব সমুদয়।
স্ফুটিত করিবে তোরে, কহিনু নিশ্চয়॥"
"ভবং বুদ্ধি পুরবক" সুদূর প্রবাস।
তুয়া সন্নিধানে এই,—করিনু প্রকাশ॥
"নিজেচ্ছায় কংসবৈরী মথুরা নগরে।—
অবস্থিতি করিলেন আনন্দ অন্তরে॥
লোকাতীত মহা বিপদ্দুর্দ্দিন আমায়।—
কেন পীড়া নাহি দেয়,—কি করি উপায়॥
কিন্তু প্রাণরক্ষা তরে যে আশা শঙ্কুরে।—
হৃদয়ে ধরিয়াছিনু সে এবে মধুরে॥
নিবিড় বড়বানল সদৃশ হইয়া।
বড় পীড়া দিছে সখি! মরিনু জ্বলিয়া॥"

"ভূত বুদ্ধি পূর্ব্বক সুদূর প্রবাস।"
ললিত মাধব দৃষ্টে করিনু প্রকাশ॥
"বুদ্ধি পূর্ব্বক ভূত সুদূর প্রবাসে।"
যুব-যুবতীর বার্ত্তা প্রেরণ প্রকাশে॥
উদ্ধব সম্বাদ ইথে প্রমাণ আছয়।
উদ্ধবের দ্বারা কৃষ্ণ গোপীগণে কয়॥
"কেন প্রিয়ে গোপীগণ? আমার কারণে।
মদন বিভ্রমান্বিত প্রখর তাপনে॥—
সন্তাপিত হইতেছ সদা সর্ব্বক্ষণ।
আমার প্রতিমা করি করহ সেবন॥
দুই তিন দিন মধ্যে তোমা সবা স্থানে।—
নিশ্চয় যাইব আমি স্থির কর প্রাণে॥"

তথাহি শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশে।

সোঢ়ব্যং তে কথমপি বলাচ্চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা
তীব্রোত্তাপং হৃতমনসিজোদ্দাম বিক্রান্তি চক্রং।
দ্বিত্রৈরেব প্রিয়সখি দিনৈঃ সেব্যতাং দেবি শৈলে
যাস্যামি ত্বৎপ্রণয় চটুল ভ্রূযুগাড়ম্বরাণাং। ২৩২।

পরাধীন হৈতে যাহা সমুৎপন্ন হয়।
"অবুদ্ধি পূর্ব্বক" সেই জানিহ নিশ্চয়॥
ঐছে পারতন্ত্র্য জানি দিব্যাদি জনিত।
অনেক প্রকার হয়,—কহিনু নিশ্চিত॥

প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা আদি করি।
দশ দশা ঘটে,—এই কহিনু বিবরি॥
প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে যৈছে নায়িকার।—
দশ দশা ঘটে,—তৈছে নায়কে বিচার॥
বিপ্রলম্ভ ভেদ এই করিনু কীর্ত্তন।
সম্ভোগের ভেদ তবে করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণের প্রকট লীলা বিশেষানুসারে।
গোপীর বিরহাবস্থা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
চিন্ময়, আনন্দ, দিব্য, নিত্য-বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বিহার নিত্য করি দরশনে॥
রাস আদি ক্রীড়ামুর সুরগুরু—শ্যাম।—
রাসাদি ক্রীড়ায় মগ্ন ব্রজে অবিশ্রাম॥
দিব্য অপ্রকট নিত্য-লীলায় শ্রীহরি।
বৃন্দাবনে সদা রন,—কহিনু বিবরি॥
নিত্য বিলাসেতে তাঁর গোপ্যাদির সনে।—
কখন বিচ্ছেদ নাই, কহে ঋষিগণে॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

হরের্লীলা বিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ।
বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ॥
বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদি বিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥

তথাচ পাদ্মে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যেচ।
গো গোপ গোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি ॥২৩৪॥

"ক্রীড়তীতি" বর্ত্তমান প্রয়োগ কারণ।
কৃষ্ণের লীলাদি নিত্য কে করে খণ্ডন ॥
দর্শনালিঙ্গন আদি আনুকূল্য তরে।
যুব-যুবতীর যেই ক্রীড়া রহাস্তরে ॥
তাহার উল্লাসোপরি ভাব উঠে যেই।
সম্ভোগ তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥
গৌণ, মুখ্য ভেদে এই সম্ভোগ দ্বিমত।
স্বশাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করিল বেকত ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

দর্শনালিঙ্গনাদিনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ ॥ ২৩৫ ॥

পূর্ব্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ্দূর, বহুদূর।
এই চারি ভেদে মুখ্য সম্ভোগ নিব্যূঢ় ॥
সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ আর সম্পন্নর্দ্ধিমত।
চতুর্ব্বিধ হয় মুখ্য, সম্ভোগ সুরত ॥
পূর্ব্বরাগ অনন্তর সংক্ষিপ্ত-প্রকাশ।
"সংকীর্ণ" মানের পর,—কহিনু নির্যাস ॥
কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসান্তে "সম্পন্ন" নিশ্চয়।
সুদূর প্রবাস পর "সমৃদ্ধিমান্" কয়।

এই চতুর্ব্বিধ মুখ্য সম্ভোগ যে হয়।
জাগ্রদবস্থায় ইহা,—স্বপ্নাদিতে নয়॥

তথাহি তত্রৈব।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥ ২৩৬॥

লজ্জা আদি ভয় হেতু সম্ভোগ সময়।
ভোগ্যবস্তু অল্প দুইজনে নিষেবয়॥
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ সেই, জানিহ নিশ্চয়।
আদি শব্দে অসহিষ্ণু ভাব কেহ কয়॥

তথাহি তত্রৈব।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বস ব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥ ২৩৭॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ যেই নায়কের দ্বারে।—
পরকাশ হয়,—তাহা কহিব তোমারে॥
শ্রীকৃষ্ণের যেই হস্তগিরিগোবর্দ্ধন।—
উত্তোলন করি রক্ষা করে বৃন্দাবন॥
প্রথম মিলনে সেই হস্ত সুকোমল।
শ্রীরাধার স্তন স্পর্শে হইল বিকল॥
সেই হস্ত রক্ষা করু তোমা সবাকারে।
এই ভিক্ষা মাগি মুঞি বিবিধ প্রকারে॥

তথাহি সপ্তসত্যাং।

লীলাহিতু লিঅ সৈলো রক্ খ উ বো
রাহিয়া খেণপ্ ফংসে। হরিগোপঃচুম
সমাগম সজ্ঝস বেবল্লিও হথো ॥ ২৩৮ ॥

' নবীন সঙ্গমে রাই আপন বদন।—
কৃষ্ণের চুম্বনে বস্ত্রে করে আচ্ছাদন ॥
আলিঙ্গনে অঙ্গ সব সঙ্কুচিত করে।
কেলি কথা শুনি বাক্য মুখে নাহি সরে ॥
তথাপি আমোদ করে নাগরের সনে।
"সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ" এই নায়িকার ভণে ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

চুম্বে পটাবৃতমুখী নবসঙ্গমেভূ-
দালিঙ্গনে কুটিলতাঙ্গলতা তদাসীৎ।
অব্যক্ত রাগজনি কেলিকথাসু রাধা
মোদং তথাপি বিদধে মধুসূদনস্য ॥ ২৩৯ ॥

অত্যন্ত অপ্রিয় বৈরি গুণাদি কীর্ত্তন।
আত্ম বঞ্চনাদি চিত্তে স্মরণ কারণ ॥
আশ্লেষ-চুম্বন আদি রতি উপচার।—
সঙ্কুচিত হয় যথা "সঙ্কীর্ণাখ্য" তার ॥
তপ্তেক্ষু চর্ব্বণ কালে স্বাদু, উষ্ণতার।—
অনুভব হয় যৈছে তৈছে ভাব তার ॥

তথাহি তত্রৈব।

যত্র সঙ্কীর্য্যমানাঃ স্যুর্ব্যলীক স্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥ ২৪০ ॥

প্রবাস হইতে কান্ত আসিয়া ভবনে।
যে সম্ভোগ আচরয়ে নিজ কান্তা সনে ॥
"সম্পন্ন" তাহার নাম সম্পূর্ণ সঙ্গম।
সেই ত সঙ্গম দুই অতিশয়োত্তম॥
লোক ব্যবহার দ্বারা আগমন যেই।
"আপত্তি" তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥
বিহ্বল মানসা-রূঢ়ভাব বিক্রমণে।—
হেন প্রিয়াগণ অগ্রে অকাস্মাদ্গমনে ॥
"প্রাদুর্ভাব" বলি বাখ্যা করে বুধগণ!
রাসপঞ্চাধ্যায় যার স্পষ্ট নিদর্শন ॥

তথাহি শ্রীদশমে।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২৪১ ॥

রূঢ় ভাবে বিপ্রলম্ভ সম্বন্ধী সম্ভোগ।
যদ্যপি কখন বৎস! হয় সুসংযোগ ॥
সেই ত সম্ভোগ পূর্ণানন্দ সীমা হয়।
যাহার বিরহে আর্ত্তি বৈগুণ্য উদয় ॥
আর যদি তাহে অনুরাগের কারণ।

কভু স্ফূর্ত্তি প্রাদুর্ভাব হয় দরশন ॥
তবে তার সর্ব্বাভীষ্ট সুখোদয় হয়।
সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের শুন পরিচয় ॥
পারতন্ত্র্য হেতু যেই যুব-যুবতীর।
বিচ্ছেদ ঘটন হয় জানিহ সুধীর ॥
অথচোভয়ের হয়, দুর্ল্লভ দর্শন।
হেন অবস্থায় যেই সম্ভোগোন্নয়ন ॥
সেই ত "সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ" নিশ্চয়।
বিচ্ছেদান্তে রতি অতি সুখকর হয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

দুর্ল্লভালোকয়োর্য্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ২৬২ ॥

এই ত মধুর রস পরিপাক হয়।
পূর্ব্বে করিয়াছি যেই সম্ভোগ নিশ্চয় ॥
প্রচ্ছন্ন, প্রকাশ ভেদে সে চারি সম্ভোগ।
দুই রূপ হয়, যাহে উল্লাসের যোগ ॥
স্বপ্নকালে নায়কের আলিঙ্গন যেই।
"গৌণ সম্ভোগাখ্য" তার, কহিলাম এই ॥
সামান্য, বিশেষ ভেদে স্বপ্ন দ্বিপ্রকার।
ব্যভিচারি ভাবে দেখ "সামান্য" বিস্তার ॥
জাগর্য্যা বিশেষ যেই সেই ত "বিশেষ।"
বিশেষ অদ্ভুত অতি,—কহিলাম শেষ ॥

ভাবোৎকণ্ঠাময় স্বপ্ন সম্ভোগ যে চারি।
উল্লাস লাগিয়া তাহা কহিব বিচারি॥
"রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নিকুঞ্জ মাঝার।
বিহরিতে বিহরিতে স্বপ্নেতে আমার॥
অনুদিন করে সখি! বদন চুম্বন।"
পূর্ব্বরাগবতী রাই বিশাখারে কন॥

তথাহি তত্রৈব।

বিহারং কুর্ব্বাণস্তরণিতনয়াতীর বিপিনে
নবাম্ভোদশ্রেণী মধুরিম বিড়ম্বি দ্যুতিভরঃ।
বিদগ্ধানাং চূড়ামণিরনুদিনং চুম্বতিমুখং
মম স্বপ্নে কোঽপি প্রিয়সখি বলীয়ান্নবযুবা॥ ২৪৩॥

স্বপ্নেতে সংক্ষিপ্ত এই করিনু কীর্ত্তন।
সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ স্বপ্নে করহ শ্রবণ॥
"সেই ধূর্ত্ত স্বপ্নে মম হৃদয় অঙ্গনে।—
রসবৃষ্টি করে তেঞি মানাগ্নি আপনে॥—
উপশম হইয়াছে, কহিনু তোমারে।
বিস্তীর্ণ মানাগ্নি নিভে তার রস ধারে॥"

তথাহি তত্রৈব।

সখিক্রুদ্ধা মাভূর্লঘুরপি ন দোষঃ সুমুখি মে
ন মানাগ্নি জ্বালামশময়মহং তামসময়ে।
স ধূর্ত্তস্তে স্বপ্নে ব্যধিত রসবৃষ্টিং ময়ি তথা
যতো বিস্তীর্ণাপি স্বয়মিয়মভূদাসীদুপশমং॥ ২৪৪॥

"নাগরী সংসর্গ লাগি নিঠুর শ্রীহরি।
মোরে ত্যাগ করি গেলা মথুরা নগরী॥
তথা নিজানন্দে করু নাগরী বিলাস।
কিন্তু মম মৃত্যু দশা করিলা প্রকাশ॥
স্বপ্নছলে বৃন্দাবনে করি আগমন।
স্ববলে আমায় ধরি করয়ে রমণ॥
হায়! কোন্ নারী ইহা সহিতে পারয়?"
সম্পন্ন সম্ভোগ স্বপ্নে এইত লিখয়॥

তথাহি হংসদূতে।

প্রযাতো মাং হিত্বা যদি কঠিন চূড়ামণিরসৌ।
প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্ম্মঃ কিলগতিঃ॥
ইদং সো-ঢ়ুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্ন কপটা—
দিহায়াতো বৃন্দাবন ভূবি বলান্মাং রময়তি॥ ২৪৫॥

"আয়াস্যামীতস্ত" এই কৃষ্ণ বাক্য যেই।
সময় ধর্ম্মের অর্থ ভাষ্যে দেখি সেই॥
"সময় শপথাচার" করি দরশন।
তেঞি বুঝি নিত্য তাঁর রাধাতে রমণ॥
"অনেক যতনে সখি? বহুদিন পরে।
মম স্বপ্ন উপগতে নয়ন চহরে॥
প্রাণহরি কৃপা করি কৈলা আগমন।
হা কষ্ট? অক্রূর আসি করিলা হরণ॥"

তথাহি শ্রীললিতমাধবে।

চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধ যত্নাদুপগতে
প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি নয়নয়োরঙ্গণ ভুবং।
গৃহীত্বা হা হন্ত ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং।
কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পুরুষো বীজপুরুষঃ ॥ ২৪৬ ॥

স্বপ্নেতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ যে হয়।
সপ্রমাণ তুয়া ঠাঞি কহিনু নিশ্চয় ॥
যৈছে অনিরুদ্ধ আর উষার স্বপন।
অবাধে সম্পন্ন হয়, করি দরশন ॥
তৈছে যুব-যুবতীর স্বপ্ন কদাচন।—
তুল্যরূপে সত্য হয়, কহে মুনিগণ ॥
অতএব সিদ্ধ ভক্তগণ কদাচন।
জাগ্রদবস্থাতে পান মাল্যাদি চন্দন ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ।

তুল্য স্বরূপ এবায়ং প্রোদ্যন্ যূনোর্দ্বয়োরপি।
উষানিরুদ্ধয়োর্যদ্বৎ ক্বচিৎ স্বপ্নোপ্যবাধিতং ॥
অতএব হি সিদ্ধানাং স্বপ্নোঽপি পরমাদ্ভুতে।
প্রাপ্তানি মণ্ডনাদীনি দৃশ্যন্তে জাগরেঽপিচ ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল, হরিবংশ, বংশীদাস।
শ্রীবিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণদাস, শ্রীনিবাস ॥
রাধা-কৃষ্ণ কৃপাদত্ত মাল্যাদিচন্দনে।
জাগ্রদবস্থায় পান,—কহে ভক্তগণে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য স্বপ্নবিলাসঃ।

পদং।

রসিক-রঞ্জন, স্বপ্ন সম্মিলন,
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যেই।
কহিতে হৃদয়, ভয়েতে কাঁপয়,
তথাপি কহিয়ে এই॥
নিভৃতে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
সুবলে কহেন শ্যাম।
বিগত নিশায়, স্বপনে পিয়ায়,
দেখিনু আপন ঠাম॥
সে পিয়া আসিয়া, মুচকী হাসিয়া,—
বৈঠল আমার পাশে।
কমল বদন, হেরিয়া নয়ন,—
ভ্রমর পরমোল্লাসে॥—
সোমুখ কমল, সুধা নিরমল,
পিতে করে অভিলাষে।
তাহা বুঝি ধনী, কমল-বদনী,
মৃদু-মৃদু হাসি ভাষে॥
কহে সুবদনী, কেন গুণমণি,
ডাকিলা নিশায় মোয়।
পিয়ার বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিলাম ?—কহি তোয়॥

তোমার লাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
কণ্টক হইল শয্যা।
এ পাশ সে পাশ, করয়ে এ দাস,
কহিনু ছাড়িয়া লজ্জা॥
ইহা শুনি প্রিয়া, নিশ্বাস ছাড়িয়া,
চুম্বিলা বদন মোর।
আমি তারে ধরি, হৃদি-পদ্মোপরি,—
রাখিনু হইয়া ভোর॥
ভুজলতা দিয়া, পিয়ারে বাঁধিয়া,
চুম্বিনু বদন যত।
তাহে সুধামৃত, হইল ক্ষরিত,
মঝু ভাগ্যগুণে কত॥
ক্ষণকাল পরে, নিদ গেলান্তরে,
জাগিয়া দেখিনু আঁধা।
হৃদয় হরিয়া, কোথা গেল প্রিয়া,
পরাণ পুতলি রাধা॥
সুবলের পাশ, স্বপন বিলাস,
শ্রীমুখে কহেন যাহা।
হইয়া গোপন, সখী একজন,
শ্রবণ করেন তাহা॥
তাঁহার বদনে, করিয়া শ্রবণে,
বিপিন বিহারি দাসে।

মনের উল্লাসে,　　স্বপন বিলাসে,
প্রকাশে রসিক পাশে॥ ২৪৮॥

শ্রীশ্রীরাধায়াঃ স্বপ্নবিলাসঃ।

চিত্র পদং।

শুনলো সজনি! স্বপন বিলাস।
বিগত নিশায়,　　সে রসিক রায়,
আওল হামারি পাশ॥ ধ্রুঃ॥
সখীগণ সনে,　　শ্যাম আলাপনে,
ঘুমানু আপন ঘরে।
হাসিয়া হাসিয়া,　　নাগর আসিয়া,
বৈঠল শিথানোপরে॥
চিবুক ধরিয়া,　　চুম্বন করিয়া,
পরশিলা মোর বুকে।
তবে ত নাগর,　　শেজের উপর,
শুইলা আপন সুখে॥
মোরে আলিঙ্গিয়া,　　হৃদয়ে তুলিয়া,
রাখিলা যতন করে।
হঞা কুতূহলী,　　শ্রবণে অঙ্গুলী,—
দিলা মন্ত্র মহাদরে॥
নিদ তেয়াগিয়া,　　সিহরী উঠিয়া,
বৈঠনু শয়নে সুখে।

চারিদিক চাঞা, তারে নাহি পাঞা,
মরিনু মরম দুখে ॥
সরবস ধন, হৃদয় হরণ,—
করিয়া আমার সেহ।
হইলা গোপন, কহিনু স্বপন,
নাহি শুনে যেন কেহ ॥
সজনি! তোমায়, সরল হিয়ায়,
কহিনু স্বপন কথা।
বিলাস মঞ্জরী, কহে ও সুন্দরি!
আমি ত ছিলাম তথা ॥ ২৪৯ ॥

বিশ্ব-তৈজসাদি তুর্য্য অবস্থা অতীত।
প্রেমময়াবস্থাপন্না গোপীর নিশ্চিত ॥
অতএব রজোগুণ জন্য স্বপ্ন যেই।
গোপীকার নাহি হয়,—কহিলাম এই ॥
তদ্রূপ সিদ্ধ সবার জানিহ নিশ্চয়।
শাস্ত্র-যুক্তি সিদ্ধ ইহা মিথ্যা কভু নয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং
পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাং। ন সম্ভবত্যেব হরি
প্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তি বিজৃম্ভিতো যঃ ॥ ২৫০ ॥

শ্রীহরি-ভাবের অতি আশ্চর্য্য বিলাস।—
অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন হৃদে করিয়া প্রকাশ ॥—

অত্যধিকভাবে কৃষ্ণে সঙ্গম করায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় এই কহিনু তোমায়॥

তথাহি তত্রৈব।

ইত্যেষ হরিভাবস্য বিলাসঃ কোঽপি পেশলঃ।
চিত্র স্বপ্নমিবা তন্বন্ কৃষ্ণং সঙ্গময়ত্যলং॥ ২৫১।

নিত্য সিদ্ধ-সিদ্ধগুরু করিয়া সেবন।
ঐছে ভাব, তত্ত্ব, শিক্ষা করে ভক্তগণ॥
দর্শন, স্পর্শন, জল্প, বর্ত্ম সংরোধন।
জলকেলি, নৌকাখেলা, স্ত্রীবেশ ধারণ॥
বৃন্দাবন ক্রীড়া, রাস, চুম্বনা-লিঙ্গন।
লীলা দ্বারা চৌর্য্য, ঘট্ট, কুচনখার্পণ॥
কুঞ্জে লুক্কায়িত, দ্যূতক্রীড়া, মধুপান।
ছলনিদ্রা, বিম্বাধর সুধাপান, ঘ্রাণ॥
কর আদি বিনিয়োগ, বসনাকর্ষণ।
ইত্যাদিক অনুভব দশার গণন॥

তথাহি তত্রৈব।

অথৈতেম্ নিরূপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ সুপেশলাঃ।
যেন ভাবদশামস্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি রতেঃ স্ফুটং॥
তে তু সন্দর্শনং জল্পং স্পর্শনং বর্ত্মরোধনং।
রাস বৃন্দাবন ক্রীড়া যমুনাম্বুনি কেলয়ঃ॥
নৌখেলা লীলয়াচৌর্য্যং ঘট্টঃ কুঞ্জাদিলীনতা।
মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপট সুপ্ততা॥

দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বনাশ্লেষৌ নখার্পণং।
বিম্বাধর সুধাপানাং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ॥ ২৫২॥

নিরজনে স্ত্রীসম্ভোগ দুই মত হয়।
সম্প্রয়োগ আর লীলাবিলাস নিশ্চয়॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাসাস্বাদনে।—
যেমন আনন্দ লভে সুরসিক গণে॥
তদ্রূপ আনন্দ নারী সম্ভোগে না পান।
বেদ, বিধি, এই কথা সদা করে গান॥

তথাহি তত্রৈব।

বিদগ্ধানাং মিথোলীলা বিলাসেন যথাসুখং।
ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥ ২৫৩॥

হে বিধাতঃ! তুয়া পদে করি নিবেদন।
যথেচ্ছা ইতর তাপ করিহ অর্পণ॥
তাহাও করিব সহ্য, হে চতুরানন!।
তথাপি রসানভিজ্ঞে রস নিবেদন॥—
কপালে আমার নাহি লিখ কদাচন।
তব দত্ত তাপে যায় যাউক জীবন॥
অরসিক সন্নিধানে রস সঙ্কীর্ত্তন।
অতিশয় বিড়ম্বনা,—কহে কবিগণ॥
উত্তপ্ত শিলায় যৈছে বীজের বপন।
তৈছে অরসিক স্থানে রস নিবেদন॥

বিষাণাদি হীন পশু যৈছে কদাকার।
তৈছে অরসিক নর ঘৃণিত সবার॥
এই সব হেতু কহি অরসিক ঠাঁই।
রস নিবেদনাপেক্ষা দুঃখ আর নাই॥
দন্তে তৃণ ধরি বিধে! করি নিবেদন।
ঐছে দুঃখ মোরে নাহি দিবে কদাচন॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং।

ইতরতাপ বিতর তানি যথেচ্ছয়া সহে চতুরান।
অরসিকে রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ॥ ২৫৪॥

নীচের নীচত্ব যায় কোন ভাগ্যোদয়ে।
সেই ভাগ্য নীচভাগ্যে প্রায় না ঘটয়ে॥
অতএব নীচ সঙ্গে রসাদ্যাস্বাদন।
বিজ্ঞজন নাহি করে,—কহে শাস্ত্রগণ॥
নীচ সঙ্গে রসাদির আস্বাদন যেই।
সেই ত মরণ দুঃখ, কহিলাম এই॥
রস পিপাসায় যদি যায় এ জীবন।
তাহে হৃদে দুঃখ না গণিবে কদাচন॥
তথাপিহ রসতৃষ্ণা শান্তির কারণ।
নীচ সঙ্গে নাহি কর রস আস্বাদন॥
অরসিক আর নীচ দুই তুল্য হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় এই নিশ্চয় নিশ্চয়॥

কাশক্ষেত্রে বীজক্ষেপ ব্যর্থ হয় যৈছে।
নীচে রস আদি উপদেশ ব্যর্থ তৈছে ॥
তৃণাপসারিত ক্ষেত্র বিনা বীজ ক্ষেপে।—
ফল লাভ দূরে রহু,—বাড়য়ে আক্ষেপে ॥
নীচ নীচ উপদেশ গ্রাহ্য করে যৈছে।
মহদুপদেশ গ্রাহ্য নাহি করে তৈছে ॥
অতএব পরীক্ষান্তে বিচক্ষণ জন।
নীচে রস আদি শিক্ষা দেন সর্ব্বক্ষণ ॥
অর্থলোভী-ব্যবসায়ী আচার্য্য যাঁহারা।
পরীক্ষা প্রভৃতি নাহি করিয়া তাঁহারা ॥
যারে তারে তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া প্রদান।
ভক্ত হৃদে দুঃখশেল করেন সন্ধান ॥
শ্রীস্বরূপ রায় সনে শ্রীশচীনন্দন।
যেই রস আস্বাদেন হইয়া গোপন ॥
সেই রতি রস এবে যথায় তথায়।—
গাইছে গায়কগণ অর্থাদি আশায় ॥
অরসজ্ঞ-ভক্তিহীন জনের বদনে।
ঐছে রস ভক্তগণ না করে শ্রবণে ॥
চৌঠাজন সনে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
যেই রস কভু নাহি করে আস্বাদন ॥
এবে সমিতির মাঝে সাধারণ ঠাঁই।
সেই রস সঙ্কীর্ত্তন শুনিবারে পাই ॥

ঐছে অপ্রাকৃত রস স্নিগ্ধ ভক্ত বিনে।
শ্রবণ উচিত নহে,—কহেন প্রাচীনে ॥
গুহ্যতম যেই রস শাস্ত্রে বিজ্ঞে কহে।
সে রস সমিতি মাঝে কভু গেয় নহে ॥
কি কব দুঃখের কথা বারনারীগণ।
ঐছে রস সার এবে করিছে কীর্ত্তন ॥
ভক্ত-বিজ্ঞ বলি পরিচিত বহুজন।
সেই সঙ্কীর্ত্তন দেখি করেন শ্রবণ ॥
না জানি এ কলিযুগে পরে কিবা হবে।
তত্ত্ব শিক্ষা দিবে বুঝি বারনারী সবে ॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
ওরে বৎস্য! মোর বাক্য করহ শ্রবণ ॥
অনধিকারির মুখে রসসার গান।—
শ্রবণ না কর কভু হবে সাবধান ॥
প্রিয় কর্ণধার পদ করিয়া সেবন।
শিখিবে বিলাস আদি তত্ত্ব প্রয়োজন ॥
"শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্ম দৈবতৈ" রিত্যাদি বচন।
ভাগবত গ্রন্থ মধ্যে করহ দর্শন ॥
যদি কোন হেতু প্রিয়দেব কর্ণধার।—
শিষ্যে শিক্ষা প্রদানিতে না হন স্বীকার ॥
তবে তাঁর আজ্ঞা লঞা সিদ্ধভক্ত পাশ।
শিখিবে রহস্য তত্ত্ব,—করিনু প্রকাশ ॥

সংক্ষেপে করিনু তব প্রশ্নোত্তর দান।
শ্রীগুরু কৃপায় সব পাইবে সন্ধান॥
যাঁর করে ভক্তি রস আদি করি দান।
মর্ত্ত্যলীলা সম্বরিলা গৌর ভগবান্॥
সেই বংশী তত্ত্ব আর তদ্বংশ বর্ণন।
শ্রবণ করহ হৃদি-কর্ণ রসায়ন॥
গুরুতত্ত্ব আদি বহু তত্ত্বের সন্ধান।
যাহার শ্রবণে মিলে,—বিজ্ঞজনে গান॥
সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস, ভগবান দাস।
আমারে কহিলা এই করিয়া প্রকাশ॥
একরূপে ধরে বংশী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত।
আর রূপে সপত্নীক কৃষ্ণকার্য্যে রত॥
দুইরূপ ধরি বংশী গৌরাঙ্গ আজ্ঞায়।
বহু জীব উদ্ধারিলা,—কহিনু তোমায়॥
কুলদেব পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
সেই দুই রূপ লীলা করিব কীর্ত্তন॥

পদং।

হে রাম! হে কৃষ্ণ! পদে করি নিবেদন।
কৃপা করি আকিঞ্চনে, দিয়া পদ নিসেবনে,
কেন পুনঃ করিলে হরণ॥ ধ্রু॥
বৃথা এই করি রোষ, সব নিজ কর্ম্মদোষ,
এবে তাহা বুঝিনু নিশ্চয়।

পাইয়া উত্তম জন্ম, করিলাম অপকর্ম্ম,
ম্লেচ্ছ আদি যেমন করয় ॥
সর্ব্বদা অসাধু সঙ্গে, বিলাস আমার রঙ্গে,
সাধু সঙ্গ নাহি করি ভ্রমে।
নাহিক সাধন লেশ, কিন্তু প্রেমিকের বেশ,
ধারণ করিয়া অনুক্রমে ॥
কামিনী-কাঞ্চন আশে, গৃহস্থের বাসে বাসে,
সর্ব্বক্ষণ করিয়ে ভ্রমণ।
আমার কপট ভক্তি, সাত্ত্বিক ভাবের ব্যক্তি,
লখিবারে নারে কোন জন ॥
তৃণাদপি ভাব যাহা, দেখাইতে সবে তাহা,
সবে নতি করি যোড়করে।
আমার ধূর্ত্ততা যত, তাহা নিবেদিব কত,
সকল জানহ রাম! হরে! ॥
হৃদয়ের ভাব যাহা, সব নিবেদিনু তাহা,
যাহা হয় করহ বিচার।
জগন্নাথ তুহুঁ তুই, জগ ছাড়া নহ মুই,
হৃদয়ে ভরসা এই সার ॥
কুলের ঠাকুর মোর, তুহুঁ তুই,—এই জোর,
তুহুঁ তুই চরণে আছয়।
কৃপা কর রামকৃষ্ণ, তুহুঁ তুই প্রেমাকৃষ্ণ,
মঝু মন সদা যেন হয় ॥

কর্ম্মচক্রে ঘুরে মরি, এইবার কেশে ধরি,
টানি রাখ চরণের পাশ।
নাহি চাই বৃন্দাবন, নাহি চাই গোবৰ্দ্ধন,
নাহি চাই রাধাকুণ্ডে বাস॥
কোন তীর্থে অবস্থান, নাহি চায় মোর প্রাণ,
ব্রহ্ম আদি লোক নাহি চাই।
শ্রীপাটে করিয়া বাস, তুহুঁ দুই সেবা আশ,
করে মন সদা সর্ব্বদাই॥
কর্ম্ম গতি অনুসারে, বহু জন্ম হৈতে পারে,
তাহে মোর কোন দুঃখ নাই।
প্রতি জন্মে তুহুঁ দুই, নিসেবনে যেন মুই,
শ্রীপাটেতে রহিবারে পাই॥
তুহুঁ দুই প্রেম সার, সুখময় পারাবার,
তার বিন্দু আস্বাদন তরে।
নিবেদন শ্রীচরণে,— করি ধরা বিলুণ্ঠনে,
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরে॥
কাম-ক্রোধ ছয়জনে, মোরে চালে সর্ব্বক্ষণে,
পরিত্রাণে না দেখি উপায়।
প্রভুত্বাদি অভিমানে, যথা তথা উচ্চ স্থানে,
বসি যাঞা শাখামৃগ ন্যায়॥
এ হেন ঘৃণিত জনে, দশমূল আহরণে,
কভু যোগ্য হইতে নারয়।

তবে করি আহরণ, খুঁজি শাস্ত্র ঘন-বন,
তাহে তুঁহু দুই মূলাশ্রয় ॥
মো-সম নিলাজ জন, নাহি করি দরশন,
জগমাঝে আর কোন্ জনে।
গুণ লেশ নাহি মোর, সর্ব্বদা কু-কাজে ভোর,
বিপিনের এই নিবেদনে ॥ ২৫৫ ॥

দ্বিতীয় পদং।

শ্রীগৌরাঙ্গ দয়া কর মোরে।
আমি অতি অভাজন, হীন-শোচ্য সর্ব্বক্ষণ,
স্বরূপ কহিনু প্রভু তোরে ॥ ধ্রুঃ ॥
গোপন তোমার কাছে, জগতে না কিছু আছে,
সকল বিদিত আছ হরে!।
মহাধূর্ত্ত কবি যারা, তব দাস সাজি তারা,—
বাহিরে দৈন্যতা বহু করে ॥
তা দেখি সরল জনে, ভাবে সদা মনে মনে,
হেন গুণ ঐছে সবে ধরে।
"এমন দৈন্যতা ভাব, বহু ভাগ্যে হয় লাভ,
এই মত সদা ব্যাখ্যা করে ॥"
তাহা শুনি ধূর্ত্তগণে, কহে এই মনে মনে,
"অতি বাধ্য হৈল এ সবাই।"
এবে এ সবার দ্বারে, বহু লাভ হৈতে পারে,
তাহাতে সন্দেহ কিছু নাই ॥

তাঁহার তনয় হাযো বুদ্ধিমান অতি।
তাঁর পুত্র দক্ষ জ্ঞান দক্ষ শুদ্ধমতি ॥
দক্ষের তনয় শ্রেষ্ঠ দেব সুলোচন।
তাঁর সুত নাইদেব,—জানে সর্ব্বজন ॥
বরাহ তাঁহার পুত্র পণ্ডিত প্রবর।
তাঁর পুত্র সুরোত্তম ঠাকুর শ্রীকর ॥
বহুরূপ পুত্র তাঁর বহু রূপ প্রায়।
গোবিন্দ নন্দন তাঁর গোবিন্দের ন্যায় ॥
তাঁর পুত্র চক্রপাণি চক্রপাণি সম।
তাঁর দুই পুত্র হয় পণ্ডিত উত্তম ॥
শ্রীকর-শ্রীগুণাকর জানে সর্ব্বজন।
শ্রীকর খনের চট্ট,—বিখ্যাত ভুবন ॥
পাটুলীর চট্ট গুণাকর মহাশয়।
যার বংশে গুণাকর বহু পুত্র হয় ॥
গুণাকরাত্মজ শ্রেষ্ঠ অর্কচাঁদ জানি।
অর্কসম তেজ যাঁর সত্য করি মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রায়।
মিশ্র গ্রন্থাদির মধ্যে এই দেখা যায় ॥
গোপ অপবাদ কৃষ্ণ দূর করিবারে।
কৃষ্ণচট্ট রূপে জন্মে অর্কের সংসারে ॥
কৃষ্ণের নন্দন লোকনাথ মহাশয়।
লোকনাথ সুত শ্রীমান্ সর্ব্বলোকে কয় ॥

শ্রীমানের পুত্র শ্রীগোপাল বাচস্পতি।
তপন তাঁহার সুত তেজীয়ান অতি॥
তাঁর পুত্র গদাধর গদাধর প্রায়।
হরিদাস পুত্র তাঁর সর্ব্ব লোকে গায়॥
হরিদাস সম হরিভক্ত ত্রিভুবনে।
তৎকাল ব্রাহ্মণকুলে ন হয়া দর্শনে॥
শ্রীবিদ্যাবাগীশ ধনপতি পুত্র তাঁর।
যুধিষ্ঠির তাঁর পুত্র ধর্ম্ম অবতার॥
শ্রীমাধব দাস দেব তাঁহার নন্দন।
ছকড়ি বলিয়া খ্যাত যিহোঁ এ ভুবন॥
কুলীনপ্রবর সর্ব্বানন্দী মেল তাঁর।
সর্ব্বগুণ বিভূষণ লোকেতে প্রচার॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় তিহোঁ ত্যজি নিজালয়।
নবদ্বীপ কুলীয়ায় নিবাস করয়॥
সেই গৃহে ভক্তসহ গৌর-ভগবান।—
কয়েক দিবস সুখে কৈলা অবস্থান॥
ছকড়ি চট্টের পুত্র শ্রীবংশীবদন।
যিহোঁ সর্ব্বজন চিত্ত-নয়নরঞ্জন॥
গৌরাঙ্গ প্রভুর তাঁহা সম প্রিয়জন।
চৌঠা আর নাহি,—সবে করেন কীর্ত্তন॥
বংশীর মাহাত্ম্য ভক্ত পুরাবিদ্‌গণ।—
নিজ নিজ সন্দর্ভেতে কারন বর্ণন॥

সংক্ষেপে তাহার সার করহ শ্রবণ।
জগদানন্দের বাণী অমৃত বর্ষণ ॥

তথাহি শ্রীবংশীলীলামৃতে।

শ্রীমদ্বিষ্ণোঃ সুতোব্রহ্মা তৎসুতাঃ মরীচিমুখাঃ।
মরীচেস্তনয়ান্ প্রাহুঃ কশ্যাপাদীন্ প্রজাপতীন্।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ কাশ্যপো গোত্রবর্ত্তকঃ।
সুতস্তস্যশম্বরারিস্তৎসুতো গৌতমো মহান্।
তৎসুতো বীতরাগশ্চ তৎসুতঃ শ্রীকলাধরঃ।
শ্রীমদ্রত্নাকরো দেবস্তৎসুতঃ স্মর্য্যতে বুধৈঃ।
হামস্ত তৎসুতোধীমান্ তৎসুতো দক্ষ উচ্যতে।
সুলোচনশ্চ তৎপুত্রঃ নাইদেবশ্চ তৎসুতঃ।
তৎসুতঃ শ্রীবরাহশ্চ তৎসুতঃ শ্রীকরঃ সুধীঃ।
বহুরূপশ্চ তৎপুত্রঃ গোবিন্দস্তৎসুতোবরঃ।
তৎসুতশ্চক্রপাণিশ্চ চক্রপাণি সমোগুণৈঃ।
তৎসুতৌ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠৌ শ্রীকরশ্রীগুণাকরৌ।
শ্রীকরোঽভূৎখনেশ্চটুঃ পাটুলেঃ শ্রীগুণাকরঃ।
গুণাকরসুতঃ শ্রীমদ্রর্কোঽর্ক সদৃশোগুণৈঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্তৎসুতঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বরঃ।
বসুদেবসুতকৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চটুস্সুতোবুধৈঃ।
মিশ্রগ্রন্থাদিকং দৃষ্ট্বা বর্ণয়ামি যথাযথং।
কৃষ্ণস্য নন্দনঃ শ্রীমল্লোকনাথো মহাযশাঃ।
লোকনাথসুতঃ শ্রীমান্ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ।
বাচস্পতি শ্রীগোপালদেবস্তৎসুত উচ্যতে।
তপনস্তৎসুতঃ শ্রীমান তৎসুতঃ শ্রীগদাধরঃ।

হরিদাসশ্চ তৎপুত্রঃ শ্রীমদ্ধরিপরায়ণঃ।
শ্রীমদ্ধনপতি বিদ্যাবাগীশস্তৎসুতঃস্মৃতঃ।
যুধিষ্ঠিরশ্চ তৎপুত্রঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো যুধিষ্ঠিরঃ।
ছকড়ীত্যাখ্যয়াখ্যাতিঃ শ্রীমাধবশ্চ তৎসুতঃ।
কুলীনপ্রবরো দেবঃ সর্ব্বানন্দীতি বিশ্রুতঃ।
তাস্থা স্বভবনং যেন পুণ্যে ভাগীরথীতটে।
কুলীয়াগ্রামকে রম্যে বাসশ্চক্রে নবদ্বীপে।
যদ্গৃহে ভগবান্ গৌরদিনানি কতিচিন্মুদা।
আস্থিতঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধমাগত্য দেবদর্শনাৎ।
শ্রীবংশীবদনোদেবস্তৎ পুত্রোজনরঞ্জনঃ।
গৌরাঙ্গপ্রভুনাসার্দ্ধং যস্য সখ্যমভূন্মহৎ।
বংশীবদনদেবস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তরং।
পুরাবিদঃ প্রগায়ন্তি শৃণ্বন্তু ভুবিপণ্ডিতাঃ॥ ২৫৭॥

কৃষ্ণমুখ-পদ্মোৎপন্না বংশিকা নিশ্চয়।
রাধার অনুজা তেঞি বংশীরে কহয়॥
যেমন কৃষ্ণের প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা।
তৈছে কৃষ্ণপ্রিয়া হয় সরলা বংশিকা॥
রাধা আর বংশী দুয়ে যেই করে ভেদ।
সেই ত পাষণ্ড হয়,—কহে এই বেদ॥
কৃষ্ণানন্দ প্রদায়িনী রাধা যৈছে হয়।
তৈছে বংশী কৃষ্ণানন্দ দায়িনী নিশ্চয়॥
হ্লাদিনীর সার অংশ মহাভাব যেই।
সেই মহাভাব রাধা ... কহিলাম এই॥

রাধার অনুজা হেতু ঐছে ভাবাত্মিকা।
অভেদাংশে হয় বংশী,—যিহোঁ রসালিকা ॥
যৈছে রাধা প্রিয়সখী গোবিন্দের হয়।
তৈছে বংশী,—এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা কয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, ব্রাহ্মী শ্রীরাধিকা।
তথা শব্দ স্বরূপিণী শ্রীমতী বংশিকা ॥
হরিমুখোৎপন্না বংশী-হরিমুখস্থিতা।
কামবীজাধাররূপা,—পুরাণে কীর্ত্তিতা ॥
বীজাধার শব্দরূপা, কাম-প্রসাধিকা।
সর্ব্বচিত্তহরা, সর্ব্ব প্রাণ উন্মাদিকা ॥
বংশীকে আশ্রয় করি রসান্তকারী।—
মন্ত্র গান করে বনে শ্রীরাস বিহারী ॥
সেই মন্ত্র কামবীজ "কল" শব্দে কয়।
তোষিণী প্রভৃতি ইথে প্রমাণ আছয় ॥
ত্রয়ী মন্ত্রময় হরি আর বংশী হয়।
ইত্যাদি ব্রহ্মার বাক্য ভ্রান্ত কভু নয় ॥
সেই মন্ত্রময়ী বংশী বৃন্দাবনে বনে।
যোগমায়া রূপে শোভে সদা সর্ব্বক্ষণে ॥
ভক্তে কৃষ্ণ দিতে বংশী একা বল ধরে।
অতএব বংশীগুরু গোকুল ভিতরে ॥
গোপীর বল্লভা পরা বংশী সুনিশ্চয়।
যোগমায়া রূপে রাস বিস্তার করয় ॥

রাস বিহারের যত সংযোগ করণ।
বংশীদ্বারে হয়,—এই শাস্ত্রেতে লিখন॥
সংযোগ সাধন হেতু যোগমায়াখ্যান।
বংশিকার হয়,—এই কহিনু সন্ধান॥
পরাখ্য অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়া যেই।
স্বরূপ শক্তির মূর্ত্ত্যন্তর জানি সেই॥
রাসের সংযোগ লাগি যোগমায়া রূপে।
বিহারে স্বরূপ শক্তি কহিনু স্বরূপে॥
সেই যোগমায়া হয় বংশীর প্রকাশ।
তিহোঁ সর্ব্ব আকর্ষিণী জানিহ নির্য্যাস॥
এই কথা কোন কোন ভক্ত কবি কয়।
তাঁহাদের বাক্য কভু ব্যভিচার নয়॥
কৃষ্ণাধরস্থিতা-শ্রীস্বরূপ শক্তি যেই।
অনঙ্গমঞ্জরী সখী রাসে জানি সেই॥
সেই ত অনঙ্গ সখী শ্রীবংশিকা হয়।
তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞগণে এই তত্ত্ব কয়॥
কৃষ্ণের সকল লীলা সাধন কারণ।
তাঁহার স্বরূপ শক্তি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
পঞ্চমূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণধামে বিরাজয়।
তত্ত্বদর্শীগণ এই সিদ্ধান্ত স্থাপয়॥
একামূর্ত্তি শ্রীবংশিকা কামবীজাধার।
কৃষ্ণাধরে বাস নিত্য,—শাস্ত্রেতে প্রচার॥

"অনঙ্গমঞ্জরী" সখী দ্বিতীয়া মূরতি।
তিহোঁ সাক্ষাদ্বলরাম কৃষ্ণপ্রিয় অতি॥
শয্যা আদি রূপ ধরি প্রভু-বলরাম।—
সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূরায়েন কাম॥
তৃতীয়া মূরতি "যোগমায়া সখী" হয়।
চতুর্থী "সরলা সখী" কহিনু নিশ্চয়॥
পঞ্চমী মূরতি "ব্রহ্ম যজ্ঞাস্থা" কহয়।
যজ্ঞ হৈতে উঠি যজ্ঞ সাধন করয়॥
বেদগান আদি প্রসাধিনী কহে তাঁরে।
যাজ্ঞিকের মত এই,—কহিনু তোমারে॥
অনঙ্গমঞ্জরী বংশী ভক্তি প্রদানিতে।—
"সরলা" রূপেতে ভ্রমে শ্রীব্রজ-পুরীতে॥
কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যেই,—বংশী সেই হয়।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা-জ্ঞানরূপিনী নিশ্চয়॥
মায়াতীতা শ্রীস্বরূপ শক্তি নিত্য যেই।
সেই ত পরাখ্যা শক্তি,—কহিলাম এই॥
এ হেতু পরাখ্যা আর চিচ্ছক্তি উভয়ে।
অভেদ করিয়া কহে জ্ঞানী সমুদয়ে॥
কৃষ্ণের সুখদানন্দ যে করে প্রকাশ।
সেই ত স্বরূপ শক্তি বংশিকা নির্যাস॥
পরাখ্যা অচিন্ত্যরূপা অনঙ্গবর্দ্ধিনী।—
বংশিকা হয়েন,—এই শাস্ত্রের কাহিনী॥

অনঙ্গ বর্দ্ধন হেতু অনঙ্গ মঞ্জরী।—
কেহ কেহ এই কথা কন দৃঢ় করি॥
সেই ত মঞ্জরী বংশী কৃষ্ণপ্রদায়িনী।
ত্রিলোকের মন-প্রাণ আদি উন্মাদিনী॥
অনঙ্গ মোহকানঙ্গ বংশিকা বাড়ায়।
অপ্রাকৃতানঙ্গ বিবর্দ্ধিনী তেঞি গায়॥
গোপীর অন্তরে নিত্য যে কাম শোভয়।
সে কাম বাড়ায় বংশী,—জানিহ নিশ্চয়॥
বংশী আলিঙ্গন করি কৃষ্ণ আলিঙ্গন।—
সুখলাভ করে যত ব্রজ-গোপীগণ॥
কৃষ্ণের তুষ্টিদানঙ্গ করিয়া বর্দ্ধন।—
বলে আকর্ষয়ে বংশী গোপ্যাদির মন॥
বংশীর আশ্রয়ে কৃষ্ণ লাভ সুনিশ্চয়।
অতএব বিজ্ঞে বংশী আশ্রয় করয়॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্য ভিন্ন শক্তি যেই।
সেই ত স্বরূপ শক্তি,—কহিলাম এই॥
নিজ শব্দে গোকুলাদি করি আকর্ষণ।—
হরি সন্নিধানে সবা করে আনয়ন॥
এ হেতু বংশীর নাম আকর্ষিণী হয়।
কৃষ্ণানন্দে সদা যেই গোকুল নিচয়॥—
আনন্দিত করে তেঞি বংশীর আখ্যান।—
আনন্দিনী হয়,--বেদ এই করে গান॥

গোকুলাদি সবাকার চিত্ত বিমোহন।
শ্রীস্বরূপ শক্তি বংশী করে সর্ব্বক্ষণ॥
এ লাগি বংশীর নাম "সম্মোহিনী" হয়।
অংশাদি ভেদেতে বংশী বহুরূপ কয়॥
যে বস্তুর যেই গুণ শাস্ত্রে উক্ত হয়।
সেই ত স্বরূপ তার, জানিহ নিশ্চয়॥
অগ্নির দাহিকা গুণ-শৈত্যাদি জীবনে।
স্বরূপ দৃষ্টান্ত এই,—কহে বিজ্ঞগণে॥
তৈছে বংশিকার গুণ কর্ষণাদি হয়।
বংশীর স্বরূপ আদি এই শাস্ত্রে কয়॥
অনঙ্গ মঞ্জর্য্যানন্দ-চিদ্রূপিণী শক্তি।—
নিগূঢ় স্বরূপ যাঁর শাস্ত্রগণে ব্যক্তি॥
সেই কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী লোকগুরু হয়
কৃষ্ণপ্রদায়িনী-বাঞ্ছাকল্পতরুময়॥
দুর্ঘট ঘটনী শক্তি শাস্ত্র কহে যারে।
সেই ত চিচ্ছক্তি,—এই কহিনু তোমারে॥
সেই শক্তি যোগমায়া সরলা বংশিকা।
কৃষ্ণানন্দে যেই করে নানা প্রহেলিকা॥
তর্কাতীতা যোগমায়া কৃষ্ণপ্রিয়া যেই।
সেই ত চিচ্ছক্তি বংশী,—কহে জীব এই॥
তৈলের আধার পাত্র যেই রূপ হয়।
সেইরূপ শব্দাধার বংশিকা নিশ্চয়॥

পরাখ্যা শক্তির বৃত্তি একা বংশী জানি।
সন্ধিনী শকতি সেই বৃত্তি,—এই মানি ॥
শব্দাধার হেতু বংশী সন্ধিনী নিশ্চয়।—
তেঞি কৃষ্ণাধরে বাস সর্ব্বদা করয় ॥
একাকী সন্ধিনী শক্তি সবার আধার।
স্ব-গ্রন্থে শ্রীজীব প্রভু করিলা বিচার ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তিন শ্রেষ্ঠা হয়।
হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ,—শাস্ত্রে এই কয় ॥
পরাখ্যা শক্তির বৃত্তি গণনার দ্বারে।—
এই ত নিষ্পন্ন হয়,—কহিনু তোমারে ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দ হেতু পরাখ্যা শক্তির।—
তিন মত ভেদ,—শাস্ত্রে করিলেন স্থির ॥
পরাশক্তি বংশী-বংশীগীত প্রকাশিনী।
বৈষ্ণবাভিধানে এই অমৃত কাহিনী ॥
গোপী আর ভুবনের গুরু বংশী হয়।
বিদগ্ধমাধবাদিতে রূপ প্রভু কয় ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী এই কবিকর্ণপূর।—
স্ব-গ্রন্থে লিখিলা অতি করিয়া মধুর ॥
সেই প্রিয়া বংশী পরাশক্তি বেদ কয়।
তব সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয় ॥
শ্রীবংশীর তত্ত্ব হয় অনন্ত অপার।
তাহা স্পর্শিবারে শক্তি নাহিক আমার ॥

তৎপ্রিয় প্রসাদে মুঞি শুনিলাম যাহা।
তোমার নিকটে সব প্রকাশিনু তাহা॥
সেই কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী কৃষ্ণ প্রীতি তরে।
গৌড়দেশে নবদ্বীপে-কুলীয়ানগরে॥
কুলীন ব্রাহ্মণ গৃহে জনম লভিলা।
নদীয়ার ভক্তগণ ইহাই কহিলা॥
শ্রীরাধার মানবহ্নি স্ব-ফুৎকার দ্বারে।—
শান্ত করে যেই বংশী প্রণমি তাঁহারে॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী বিনা আনে।
পুরাণে নাহিক পাই করিয়া সন্ধানে॥
সেই কৃষ্ণপ্রিয়া সিদ্ধ বংশীর চরণ।
বহু মত স্তব করি করিনু বন্দন॥

তথাহি স্তবপুষ্পাঞ্জল্যাং।

দূতীভিশ্চটুবারিভিঃ সখিগণৈর্ভেদার্দ্রশাখাহতি-
ব্রাতৈঃ পাদলুঠচ্ছিরঃ শ্রিতরজোবৃষ্ট্যা বকীবিদ্বিষা।
রাধায়াঃ সখি শক্যতে শময়িতুং যো মানবহ্নির্যথা-
তং নির্ব্বাপয়তীহ ফুৎকৃতিকনৈস্তাং সিদ্ধবংশীং স্তুমঃ॥ ২৫৮॥

শ্রীশ্রীমদ্বংশীলীলামৃতে চ।

শ্রীকৃষ্ণবদনোৎপন্না বংশিকা রাধিকাত্মজা।
একংবস্ত্বেব তত্ত্বেন ন রাধা বংশিকা পৃথক্॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথৈব বংশিকা প্রিয়া।
ভেদবুদ্ধিস্তয়োর্যস্য স পাষণ্ডো ন সংশয়ঃ॥

যথা শ্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণানন্দ প্রদায়িনী।
তথা শ্রীবংশিকা নিত্যা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণী॥
হ্লাদিনী শক্তিসারাংশ মহাভাব স্বরূপিণী।
যথা শ্রীরাধিকা বিষ্ণোস্তথৈব বংশিকা সখী।
বংশীপ্রিয় সখীতি শ্রীব্রহ্মণা কথিতং স্বয়ং॥
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমং ব্রহ্ম ব্রাহ্মীশ্রীরাধিকা পরা।
তথৈব বংশিকা মন্যে যতস্তচ্ছন্দরূপিণী।
কৃষ্ণমুখাদ্বিনিষ্পন্না তন্মুখাবস্থিতা সদা।
ক্লীমাধার স্বরূপাচ বংশিকা সরলাভিধা॥
শ্রীকৃষ্ণবদনাজ্জাতা তন্মুখাশ্রাশ্রিতা সদা।
বীজাধারা শব্দরূপা বংশিকা কামসাধিকা।
শ্রীবংশ্যাশ্রয়ণং কৃত্বা গোপীকানাং মনোহরং॥
জগৌ মন্ত্রং স্বয়ং কৃষ্ণো রাসারম্ভ করং পরং।
তন্মন্ত্রং কামবীজং বৈ কলংশব্দেন বোধ্যতে॥
ত্রয়ীমন্ত্রময়ী বংশী ত্রয়ীমন্ত্রময়ো হরিঃ।
ইত্যাদি মুনিবাক্যন্তু ত্রাহ্মং প্রলপিতং নহি॥
সা চ মন্ত্রময়ী বংশী শ্রীমদ্বৃন্দাবনে বনে।
যোগমায়াস্বরূপেণ সদাক্রীড়তি কৃষ্ণদা॥
শ্রীমদ্রাসবিহারে তু যোগমায়েতি যা স্মৃতা।
সা চ বংশী সদা জ্ঞেয়া গোপীনাং বল্লভা পরা॥
পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তির্যা যোগমায়েতি বিশ্রুতা।
মূর্ত্ত্যন্তরেণ সা বংশী স্বরূপা শক্তিরুচ্যতে॥
কৃষ্ণস্য রাসলীলাদৌ সংযোগায়ৈব তৎপ্রিয়ান্।
যা যোগমায়ারূপেণ বিহরেদ্ব্রজমণ্ডলে॥

পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তি শ্রীযোগমায়েতি যা স্মৃতা।
বংশিকায়াশ্চ সা শক্তিঃ প্রকাশপরিকীর্ত্তিতা॥
সাধিতুং রাসলীলাদীন্ বংশিকাকর্ষণী মতা।
যোগমায়াস্বরূপেণ বর্ত্ততে ব্রজমণ্ডলে।
কেচিদ্বদন্তি তদ্ভক্তাস্তন্মৃষা ন ভবেদিহ॥
স্বরূপা শক্তিরুক্তা যা শক্তিঃ কৃষ্ণাধরস্থিতা।
সা শক্তী রাসলীলায়ামনঙ্গমঞ্জরী সখী।
সানঙ্গমঞ্জরী বংশী কথিতা তত্ত্ব দর্শিভিঃ॥
সাধিতুং শ্রীহরের্লীলাং বংশিকা প্রিয়বাদিনী।
বিধৃত্য পঞ্চমীঃ মূর্ত্তীস্তদ্ধামাদৌ বিরাজতে॥
একামূর্ত্তির্ভবেদ্বংশী দ্বিতীয়ানঙ্গমঞ্জরী।
সানঙ্গমঞ্জরী সাক্ষাদ্বলরামেতি বিশ্রুতং॥
স দেবো বলরামশ্চ ভূত্বা শয্যাদি রূপকং।
সেবতে নিতরাং কৃষ্ণং সাক্ষান্মন্মথমন্মথং॥
তৃতীয়া যোগমায়াতু চতুর্থী সরলা সখী।
ব্রহ্মযজ্ঞোদ্ভবা সা তু পঞ্চমী বেদগায়িকা॥
অনঙ্গমঞ্জরীবংশী ভক্তিং দাতুং ব্রজে সদা।
সরলাবল্লবীভূত্বা বিহরেদ্ঘোষমন্দিরে॥
চিচ্ছক্তি র্যা হরেনিত্যা সা শক্তির্বংশিকা মতা।
তত্ত্বজ্ঞানৈকদাত্রী চ চৈতন্যরূপিণী পরা॥
স্বরূপাশক্তিঃ প্রোক্তা যা মায়াতীতা ভবেৎ সদা।
সা পরাখ্যা চ চিচ্ছক্তিস্তদভেদে ন সংশয়ঃ॥
মঞ্জরয়তি যা শক্তিরনঙ্গং হরিহর্ষদং।
অনঙ্গমঞ্জরী সেতি কথ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অনঙ্গবর্দ্ধনীশক্তিঃ পরাখ্যাচিন্ত্যরূপিণী।
সা শক্তিঃ শ্রীহরের্বংশী ইতিতত্ত্ববিদাংমতং॥
অনঙ্গবর্দ্ধনত্বাচ্চানঙ্গমঞ্জরীতি কচিৎ।
সানঙ্গমঞ্জরী-বংশী কৃষ্ণসঙ্গপ্রদায়িনী॥
যমনঙ্গংবর্দ্ধয়েৎ সা সোঽনঙ্গোঽনঙ্গমোহকঃ।
অতস্তু বংশিকা নিত্যাপ্রাকৃতানঙ্গবর্দ্ধিনী॥
গোপীনাং হৃদয়েশশ্বদ্যোঽনঙ্গো বর্ত্ততে সদা।
তং বর্দ্ধয়তি সৈবৈকা বংশিকানঙ্গমঞ্জরী॥
অনঙ্গং বর্দ্ধয়িত্বাতু কৃষ্ণস্যতুষ্টিদং পরং।
বলাদাকর্ষয়েদ্বংশী গোপ্যাদীনাং মনাংসি চ॥
বংশ্যাশ্রয়াদতো সদ্যঃ কৃষ্ণপ্রাপ্তির্নচান্যথা।
কৃষ্ণাদভিন্না যা শক্তিঃ সা স্বরূপা নিগদ্যতে॥
সেয়ং বংশীতি জানীয়াৎ সর্ব্বানন্দবিধায়িনী।
কর্ষয়েদ্গোপ যুবতীঃ শব্দেন হরিসন্নিধৌ॥
অতঃসা স্বরূপাশক্তির্বংশিকাকর্ষণী মতা।
সম্মোহয়তি সর্ব্বেষাং মনো গোকুলবাসিনাং॥
অতঃ সা স্বরূপা শক্তিঃ পরাসম্মোহিনীমতা।
কৃষ্ণানন্দেন যা নিত্যমানন্দয়তি গোকুলং॥
স্বরূপা শক্তিঃ সা বংশী আনন্দিনীতিসম্মতা।
বস্তুনো যো গুণঃপ্রোক্তঃ স তৎস্বরূপরূচ্যতে॥
সন্তাপোগ্নের্যদোগন্ধো জলস্য শীততাদিকং।
দুর্ঘটঘটনী শক্তিশ্চিচ্ছক্তি র্যা জীবেরিতা॥
সা শক্তির্যোগমায়াতু সরলা বংশিকাভিধা।
দুস্তর্কা যোগমায়া যা চিচ্ছক্তিঃ সা হরেঃপ্রিয়া॥

সা সদ্রূপা ভবেদ্বংশী সর্ব্বেষাং জ্ঞানদায়িনী।
তৈলাধারং যথা পাত্রং শব্দাধারা তথৈব সা॥
একাবংশী পরাশক্তের্বৃত্তিরূপা ভবেদিহ।
সা বৃত্তি সন্ধিনী শক্তিঃ কবিভির্গীয়তে সদা॥
শব্দাধার নিমিত্তত্বাৎ সন্ধিনী শক্তিরূপিণী।
বংশিকাতু বিজানীয়াচ্ছ্রী কৃষ্ণাধরবাসিনী॥
একা তু সন্ধিনীশক্তিঃ সর্ব্বাধার তয়ামতা।
অতস্তবংশিকা নিত্যা সন্ধিনী-শক্তিরূপিণী।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্রিবিধা সৈব কীর্ত্তিতা॥
পরাখ্যাশক্তি রীশস্য বিবিধা শ্রূয়তেশ্রুতৌ।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ প্রধানা পরিকীর্ত্তিতা॥
পরাখ্যাশক্তিবৃত্তিনাং গণনায়াং বিচারিতং।
একস্যাএব শক্তের্হি ত্রিবিধো ভেদো জায়তে।
সত্বাচ্চিত্বাদানন্দত্বাৎ পুরাণেষু বিনির্ণীতং॥
গোপীনাং ভুবনানাঞ্চ গুরুর্বংশী হরিপ্রিয়া।
ইত্যাদি মাধবাদৌ চ রূপেণ বর্ণ্যতে স্বয়ং॥
সা চ কৃষ্ণপ্রিয়াবংশী গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে।
লেভেজন্ম বিপ্রকুলে শ্রীগৌর প্রীতিকাম্যয়া॥
বংশীকৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ বংশীবদনঠকুরঃ।
ইত্যাদি দীপিকাদৌ চ কবিভির্গীয়তে পুরা॥
পুরাদেবব্রতোনামা বিপ্রো যো বেদপারগঃ।
সহি কৃষ্ণপ্রসাদেন বংশ্যাং সাযুজ্যতাং গতঃ।
ততঃ সা বংশীবিপ্রস্য কুলেজাতো কলৌযুগে।
বংশীবদন নামাসীৎ চট্টোপাধিঃ সতাং বরঃ॥ ২৫৯॥

নাদাদি প্রকাশী বংশী সমস্ত বোধিকা।
সকল কৌশল গুরু সর্ব্বরসালিকা॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে।

সমস্ত গমকজ্ঞানং রাগরাগাঙ্গ বেদিকা।
ক্রিয়াভাষা বিভাষাসু দক্ষতা গীতবাদনে।
স্বস্থানে চাপি দুঃস্থানে নাদনির্ম্মাণকৌশলং।
গাতৄণাং স্থান দাতৃত্বং তদ্দোষাচ্ছাদনং তথা।
বংশিকস্য গুণাএতে ময়া সংক্ষিপ্য দর্শিতাঃ॥ ২৬০॥

রাই হাতে দিয়া বংশী গোলোক জীবন।—
গোকুলে আসিয়া হন নন্দের-নন্দন॥
তবে রাই বংশী লঞা শ্রীভানু নগরে।—
উদয় হয়েন বৃষভানু রাজঘরে॥
যেই দিন করে রাই কৃষ্ণ দরশন।
সেই দিন বংশী তাঁরে করেন অর্পণ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

নিবৃত্তে কামযুদ্ধে চ সস্মিতা বক্রলোচনা।
প্রদদৌ মুরলীঃ প্রীত্যা শ্রীকৃষ্ণায় মহামুনে॥ ২৬১॥

বংশীর রহস্য আর করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় প্রফুল্লিত মন॥
সান্তপন আদি ব্রত পরায়ণ-দান্ত।
কর্ম্মকাণ্ড বিশারদ-বৈদিক-সুশান্ত॥—

দেবব্রত নামে এক বিপ্র পূর্ব্বে ছিল।
বিষ্ণুর শ্রবণ সেহ কভু না করিল॥
অবৈষ্ণব দল মাঝে তিহোঁ একজন।
বিষ্ণুর সেবন হীন ক্রিয়া পরায়ণ॥
সেইত বিপ্রের গৃহে দৈবে একদিন।
বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রবীণ॥
কোন এক বিষ্ণু ভক্ত করি আগমনে।
বিষ্ণু পূজা করি ফল মূলোপকরণে॥—
স্নানবারি সহ কিছু ফল অবশেষ।
দেবব্রতে দিলা প্রীতি হইয়া বিশেষ॥
ভক্ত দত্ত স্নান বারি আর সেই ফল।
অশ্রদ্ধা করিয়া লয় বিপ্র অসরল॥
সেই পাপে জীবনান্তে অত্যন্ত কঠিন।
বেণু জন্ম হয় তার জানিহ প্রবীণ॥
স্নানবারি পান আদি পুণ্যে দেবব্রত।
বেণু হঞা হরিপ্রিয়া হইলা সতত॥
কেতুমাল দেশে এবে ভূপতির প্রায়।
বিরাজ করিছে তিহোঁ কহিনু তোমায়।
কলিযুগে সেই বেণু ব্রাহ্মণ ভবনে।
হরিভক্ত রূপে জন্ম করিবে গ্রহণে॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে।

বেণুর্যঃ শৃণুতং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা।
দ্বিজ আসীচ্ছান্ত মনাঃ কৃত সান্তপনাদিভিঃ।

নাম্না দেবব্রতো দাস্তঃ কর্ম্মকাণ্ডবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবজনব্রাতমধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াপরঃ।
একদাপি ন শুশ্রাব যজ্ঞেশোহস্তীতি ভূপতে।
তস্য গেহমথাভ্যাগাদ্বেদান্তকৃতনিশ্চয়ঃ।
মদ্ভক্তঃ কোহপি পূজাং স তুলসীদল ধারিণা।
কৃতবাংস্তু গৃহে কিঞ্চিৎ ফলমূলং ন্যবেদয়ং।
স্নানবারি ফলং কিঞ্চিৎ তস্মৈ প্রীত্যা দদৌ সুধীঃ।
তেন পাপেন সংজাতং বেণুত্বমতি দারুণং।
তেন পুণ্যেন তস্যার্থো মদীয়প্রিয়তাং গতঃ।
অধুনা সোহপি রাজেব কেতুমালে বিরাজতে।
যুগান্তে তু বিষ্ণু পরো ভূত্বা ব্রহ্মত্বমাপ্স্যতি॥ ২৬২॥

ঐছে পাদ্ম বচনের মর্ম্মার্থ যে হয়।
কৃষ্ণ কৃপা বিনা অন্যে বুঝিতে নারয়॥
দেবব্রত বেণুজন্ম করিল গ্রহণ।
"অশ্রদ্ধাপরাধে" এই দেখিয়ে বর্ণন॥
"স্নানবারি অবশেষ ফলাদি সেবন।
পুণ্যে হরিপ্রিয়া হয় করি দরশন॥"
ইহার মর্ম্মার্থ যেই গ্রন্থান্তরে কয়।
তোমার নিকটে কহি করিয়া নিশ্চয়॥
দেবব্রত কৃষ্ণ নিত্যপ্রিয়া বংশিকাতে।—
দেহান্তে সাযুজ্য লভে,—কহিনু সাক্ষাতে॥
বংশী অঙ্গে রহি কালে কৃষ্ণের কারণ।
রাই সঙ্গে ব্রজে আসি দেয় দরশন॥

অনঙ্গমঞ্জরী দেবী বহু রূপ ধরি।
কৃষ্ণেচ্ছা পূরণ করে দিবস শর্ব্বরী॥
সেই শ্রীমঞ্জরী বংশী জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণলীলা লাগি বহু মূরতি ধরয়॥
"বেণু মূর্ত্ত্যে ব্রাহ্মণের দারুণত্ব সিদ্ধ।"
এই ত কহিনু ভক্তি শাস্ত্রাদির ঋদ্ধ॥
পাদ্মের মর্ম্মার্থ এই কহিনু তোমায়।
এই অর্থ পূর্ব্বাচার্য্য কৃত ভক্তে গায়॥
হেন অর্থ বিনা সেই বংশীর নিত্যত্ব।
কদাপি নাহিক রহে কহিলাম সত্য॥
কৃষ্ণ মুখোৎপন্না বংশী-ত্রয়ী মূর্ত্তি রূপা।
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া রসের স্বরূপা॥
গোলোকের প্রিয় সখী অনঙ্গ বংশিকা।
কৃষ্ণ সনে সদা করে রস প্রহেলিকা॥
বংশী প্রিয় সখী নিত্য শ্রীগোলোকে হয়।
নিজ সংহিতায় ব্রহ্মা স্পষ্ট এই কয়॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ
কল্পতরবোদ্রুমাভূমিশ্চিন্তামণিগুণময়ী তোয় মমৃতং
কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাদ্যং স্বমপি চ॥

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহ মিহ গোলোকমিতি
যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥২৬৩॥

ব্রাহ্মণের বেণু রূপে জন্মের কারণ।
তোমার নিকটে এই করিনু কীর্ত্তন ॥
বংশীর স্বরূপ-নিত্যত্বাদি যে না জানে।
সেহ পাষণ্ড বাক্য মিথ্যা করয়ে ব্যাখ্যানে ॥
গোপ অপবাদ দূর করিবারে হরি।
যৈছে জন্ম লভিলেন দ্বিজরূপ ধরি ॥
তৈছে বংশী কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সেবনাপবাদে।
দূর করিবারে নিজ মনের আহ্লাদে ॥
কুলীন ব্রাহ্মণ গৃহে জনম লভিল।
রভসের কথা এই রসিকে বলিল ॥
প্রভাবাদি গুণে বংশী ব্রাহ্মণ সভাতে।
"প্রভু" আখ্যা পাইলেন,—কহিনু সাক্ষাতে ॥
অদ্যাবধি যাঁর বংশ কুলীন সভায়।
পরম আদরে মাল্য-চন্দনাদি পায় ॥
যৈছে বৈদ্য কর্ণপূর প্রভৃতির দ্বারে।—
"প্রভু" বলি খ্যাতাদ্বৈত আদি এ সংসারে ॥
তৈছে সর্ব্ব বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ সভায়।
প্রভাবাদি গুণে বংশী "প্রভু" খ্যাতি পায় ॥

তথাহি শ্রীবংশীলীলামৃতে।

সর্ব্বেষাং প্রভবত্বাচ্চেত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণতঃ।
বদন্তি পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে প্রভুর্গৌরো হরিঃ স্বয়ং॥
প্রভাবাদি গুণৈঃ প্রোক্তাঃ প্রভবো বহবো জনাঃ।
অতঃ স চৈতন্যদেবো মহাপ্রভুরিতীরিতঃ।
নিত্যানন্দাদয়ো শ্রীমদ্গৌরাঙ্গচরণাম্বুজং
সেবন্তে নিতরাং ভক্ত্যা ততস্তে সেবকা মতাঃ॥ ২৬৪॥

যেই যাঁরে অবিরত করয়ে সেবন।
সেইত সেবক তাঁর পুরাণে বর্ণন॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

কিঙ্করঃ কিঙ্করী বাপি সর্ব্বথা প্রষ্টুমীশ্বরং।
যো যস্য সেবা নিরতঃ স কং পৃচ্ছতি তং বিনা॥ ২৬৫॥

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহা প্রভুর চরণ॥"
কবিরাজ বাক্যে ঐছে প্রভু দুইজন।
শ্রীমহাপ্রভুর নিত্য সেবকে গণন॥
ব্রাহ্মণের দত্তোপাধি পরিত্যজ্য নয়।
সেই জ্ঞানে প্রভূপাধি শ্রীবংশী ধরয়॥
যৈছে হরি বিপ্র পদচিহ্ন বক্ষে ধরে।
তৈছে বিপ্রদত্তোপাধি বংশী ভূষা করে॥
ইন্দ্রিয় সকল যার আত্মবশে রহে।
সেইত গোস্বামী-প্রভু শাস্ত্রবিজ্ঞ কহে॥

এবে বিপরীত তার দেখিবারে পাই।
ইন্দ্রিয় তর্পণ পরে হতেছে গোসাঁই ॥
নিগ্রহানুগ্রহ কার্য্যে সমর্থ যাঁহার।
অথবা প্রভাব আদি গুণ পূর্ণাকার ॥
“প্রভু”পদ বাচ্য তিঁহ জগত-সংসারে।
তদিতর জন “প্রভু” হইবারে নারে ॥
বংশগতোপাধি নহে প্রভু বা গোস্বামী।
পণ্ডিত সভায় ইহা শুনিয়াছি আমি ॥
ভট্টাচার্য্য বংশোদ্ভব মূর্খেরে যেমন।—
ভট্টাচার্য্য বলি লোকে করে আবাহন ॥
বংশ গৌরবাদি রক্ষা করণ কারণ।—
ঐছে আবাহন,—এই কহে বিজ্ঞগণ ॥
তৈছে গোস্বাম্যাদি বংশোদ্ভব অজ্ঞজনে।
গোস্বাম্যাদি বলি লোকে করে আবাহনে ॥
পূর্ব্বে তালতরু ছিল যে পুষ্করিণী পাড়ে।
এবে তালতরু হীন দেখি যে তাহারে ॥
তথাপি সকলে সেই পুষ্করিণীরে কয়।
এই “তাল পুষ্করিণী”, “বেঙ ডোবা” নয় ॥
তৈছে গোস্বাম্যাদি বংশোদ্ভব অজ্ঞজনে।
গোস্বামি প্রভৃতি বলি করে সম্বোধনে ॥
স্বরূপ বিচারে মূর্খ ভট্টাচার্য্য যৈছে।
অজ্ঞা-সচ্ছূদ্রী গোস্বাম্যাদি জানিবেক তৈছে।

গোস্বাম্যাদ্যুপাধি মম গ্রন্থাদি মাঝার।—
পরিচয় লাগি মাত্র স্বীকার প্রচার ॥
"নীচশূদ্রাধম" আমি গুণলেশ হীন।
ভক্তবেশে অপকর্ম্মে রত রাতি দিন ॥
অতএব গোস্বাম্যাদ্যুপাধি মম যেই।
পরিহাস রূপমাত্র,—কহিলাম এই ॥
নীচ-অজ্ঞ কাছে প্রায় প্রভূপাধি মোর।
হায় প্রভূপাধি! কিছু লাজ নাহি তোর ॥
বাঁচি যদি পরে আর উপাধি ব্যাধিতে।—
আচ্ছন্ন করিবে দেহ,—কহিনু নিশ্চিতে ॥
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে শ্রীচৈতন্য হরে।
উপাধি কণ্ডূতে দেহ সর্ সর্ করে ॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূলকথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে ব্রজে বহু করি লীলাখেলা।
গৌড়দেশে বসাইতে প্রেমভক্তি মেলা ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে বংশী নদীয়ানগরে।
জনম লভিলা দ্বিজ ছকড়ির ঘরে ॥
ছকড়ি মাধব শিবাবেশ অবতার।
যাঁর কৃত বহু তন্ত্র লোকেতে প্রচার ॥
তাঁর পত্নী সাধ্বাসতী পার্ব্বতীর অংশা।
রমণীকুলের যিহোঁ হয় অবতংসা ॥

তাঁর গর্ভ সিন্ধু হৈতে পূর্ণ শশী প্রায় ।—
উদয় হইলা বংশী,—কহিনু তোমায় ॥
চৌদ্দশত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায় ।
বংশীর প্রকটোৎসব হয় ত সন্ধ্যায় ॥

তথাহি শ্রীবংশীলীলামৃতে ।

ভাগীরথীতটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে ।
কুলীয়ায়াং শুভে শাকে রসেন্দুবেদ চন্দ্রমে ।
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোঽভুদ্দ্বিজালয়ে ।
সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দেঽহং মধুপূর্ণিমাং ॥ ২৬৬ ॥

যথা রাগঃ ।

নদীয়ার মাঝখানে,　　সকল লোকেতে জানে,
কুলীয়া পাহাড় নামে স্থান ।
তথায় আনন্দ ধাম,　　শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজী কুলীন সন্তান ॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর,　　রমণী কুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান ।
তাহার গর্ভেতে আসি,　　কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
দশমাস দশদিনে,　　রাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে,
চৈত্রমাস সন্ধ্যার সময় ।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে,　　তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥

হুলুধ্বনি শঙ্খ রব, করেন রমণী সব,
গোরাচাঁদ আনন্দে নাচয়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, জয় দেয় ঘন ঘন,
নানা মত বাজনা বাজয়॥
শ্রীঅদ্বৈত আদি কয়, সরলা বংশিকোদয়,
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল।
বংশীর জনম লীলা, প্রেমদাস প্রকাশিলা,
ভক্ত মুখে যাহাই শুনিল॥ ২৬৭॥
বংশীলীলামৃত আর মুরলী বিলাস।
বংশী-শিক্ষা আদি গ্রন্থে বংশীর প্রকাশ॥
বিস্তার লিখিলা ঐছে গ্রন্থকারগণ।
তাহার সারাংশ মুঞি করিনু কীর্ত্তন॥
অস্ফুট জানিয়া তাঁরা না বর্ণিলা যাহা।
ভক্ত মুখে শুনি এবে প্রকাশিনু তাহা॥
স্ফুটাস্ফুট জ্ঞানহীন মুঞি দুরাচার।
তথাপি প্রকাশি এই সাহস আমার॥
জ্ঞানহীন মীন যৈছে আড়ার জীবনে।—
পাখনায় ভর দিয়া উঠে উর্দ্ধাননে॥
শেষে আড়াশাড়ি গর্ত্তে হইয়া পতন।
ধীবরের হাতে প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন॥
ক্রীড়া আশে মহানন্দে ঐছে মীনগণ।
অগাধ জীবন ছাড়ি হারায় জীবন॥

তৈছে মুঞি স্ব-সাহসে করিয়া নির্ভরে।—
কবিপদ উদ্ধে ধাই আনন্দ অন্তরে॥
তথা অধিকার স্থান না করি দর্শন।
ক্লিষ্ট হঞা নিজ স্থানে হই যে পতন॥
তথাপি মনের আশা উচ্চ অধিকারে।
নীচ হৈতে কেহ নাহি চায় এ সংসারে॥
বংশীর চরিত্র আদি সমুদ্র অপার।—
মোর মন ক্ষুদ্র মীন তাহে অনিবার॥—
ক্রীড়া করিবারে ধায় হৃদি খাত ছাড়ি।
এ বড় লজ্জার কথা কহিতে না পারি॥
পুত্রের জনম হেরি চট্ট মহাশয়।
জাতকর্ম্ম আদি মহা আনন্দে করয়॥
যথাকালে নাম-অন্নাশন আদি সারি।
যজ্ঞ উপবীত দিলা স্মৃত্যাদি বিচারি॥
বিবাহের কথা যবে মায়ে উত্থাপিল।
তাহা শুনি প্রভু বংশী ভাবিতে লাগিল॥
এবে পিতা-মাতা মোরে মায়ারজ্জু দ্বারে।—
বন্ধন করিয়া এই অনিত্য সংসারে॥—
যুড়াবার চেষ্টা করিছেন সর্ব্বক্ষণ।
ইত্যাদি ভাবিয়া বংশী করে পলায়ন॥
মায়াপল্লো মিশ্রাবাসে গৌরাঙ্গ সকাশে।—
উপনীত হঞা আত্ম দুঃখ পরকাশে॥

ইহা শুনি গোরাচাঁদ কহেন তাঁহারে।
বিভা কর তুমি মোর বাক্য অনুসারে ॥
সপত্নী সহিত সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধ হয়।
পুত্রাদির দ্বারে স্বর্গ আদি লাভ কয় ॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥
লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ ॥
তত্রৈব টীকায়াং বাচস্পতিধৃত স্মৃতিবচনঞ্চ।
পুত্রেন লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্যপৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতিপিষ্টপং ॥ ২৬৮ ॥

তবে শ্রীবংশীর কর করিয়া ধারণ।
পরিহাস করি কন শ্রীশচীনন্দন ॥
সংসারের সার অর্থ এই হয় ভাই।
"সং" শব্দে পুরুষ "সার" প্রকৃতিরে গাই ॥
উভয় সংযোগ দ্বারে নিষ্পন্ন সংসার।
প্রকৃতি বিহনে নর হয় সঙাকার ॥
পরিহাসচ্ছলে এই সংসারার্থ সার।
কাব্যকার গণ কাব্যে করিলা বিস্তার ॥

তথাহি গ্রন্থকারেণোক্তং।

সংশব্দাৎ পুরুষঃ প্রোক্তঃ সারঃ প্রকৃতিরেব চ।
সংসারসারহীনশ্চেৎ সং সং সং ধ্রুবমেব হি ॥ ২৬৯ ॥

প্রভুর বচন শুনি শ্রীবংশীবদন।
হাস্য করি প্রভু স্থানে করে বিজ্ঞাপন॥
গার্হস্থ্য বিহিত ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারে।
কেন বিশ্বম্ভর তুমি ভুলাও আমারে॥
ধনান্বয় হেতু আর আরোগ্য কারণ।—
গৃহস্থের হরিভক্তি প্রায় সঙ্ঘটন॥
ধনান্বয়ারোগ্য লাভে সেই ভক্তিনাশ।—
প্রায় হয়,—এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
তবে হাসি কহিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আমার রহস্য নাহি তুয়া অগোচর॥
পরে তোঁহা সঙ্গে সেই গোকুল বিলাস।
পুনর্ব্বার গৌড়দেশে করিব প্রকাশ॥
সেই লাগি গৃহী তোমা করিবারে চাই।
দেখিবে সকল লোকে তোমার বড়াই॥
তোমার বংশেতে মোর হবে বহু লীলা।
এই কথা শাস্ত্রগণ আগে প্রকাশিলা॥
তুহুঁ তুয়া পুত্রবধূ গর্ভে পুনর্ব্বার।—
জনম লভিবে দুই অংশে গুণাধার!॥
সেই জন্মে গৌড়ে গুপ্ত মম প্রিয় বনে।—
করিব বিবিধ ক্রীড়া তোমা দুই সনে॥
তোর বংশ মোর প্রিয় পাণ্ডুবংশ ন্যায়।
নিগূঢ় রহস্য এই কহিনু তোমায়॥

এত শুনি প্রভুপদে প্রণাম করিয়া ।
স্ব-গৃহে আইলা বংশী আনন্দ লভিয়া ॥
তবে যথাকালে বিভা করিলা স্ব-ঘরে ।
বধূ দেখি সর্ব্বজন আশীর্ব্বাদ করে ॥
নিতাই-নিমাই সম হউক সন্তান ।
পক্ক শিরে দেহ নাগ সন্তবানুপাম ॥
বিবাহ করিয়া বংশী ভাবে মনে মনে ।
কি উপাধি দিলা প্রভু না জানি কারণে ॥
কৌলীন্য মর্য্যাদা আদি মোর যত বল ।
গৌরদাসোপাধি তাহা নাশুক সকল ॥
"ভক্তির কণ্টকোপাধি সমুদয় জানি ।
এ লাগি উপাধি মুঞি কভু নাহি মানি ॥"
শ্রীবংশী প্রভুর এই শ্রীমুখ বচন ।
শ্রীপাটবাসীর মুখে করিনু শ্রবণ ॥
বংশীর বিবাহ আদি বংশীলীলামৃতে ।
মুরলী বিলাসাদিতে যথামত রিতে ॥—
বর্ণিলা জগদানন্দ আদি ভক্তগণ ।
বাহুল্য ভয়েতে মুঞি না করি বর্ণন ॥
বংশীরে যে সব শিক্ষা দিলা গোরা রায় ।
প্রেমদাস মিশ্র তাহা লিখিলা ভাষায় ॥
বংশীলীলামৃত অনুসারে প্রেমদাস ।
সেই সব নিজ গ্রন্থে করিলা প্রকাশ ॥

তন্মধ্যে বিরুদ্ধ যাহা হয় দরশন।
সহজ বাদীর তাহা প্রক্ষিপ্ত বর্ণন ॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥
একদিন মহাপ্রভু বংশী কর ধরি।
স্বরূপ কহেন পরিহাস ছলা করি ॥
সন্ন্যাসী হইব মুঞি না রব হেথায়।
দেখ দেখ মায়ে আর দুঃখিনী ভার্য্যায় ॥
ভক্তিস্রোত রক্ষা কর গৌড়েতে রহিয়া।
নিশ্চিন্ত হইনু তোরে তিন ভার দিয়া ॥
সাহায্য করিবে তুয়া নন্দাই-ঈশান।
সকল কহিনু বংশী তুয়া বিদ্যমান ॥
রামাঞি-নন্দাই মো.. প্রিয় ভৃত্য হয়।
যার জলপানে স্নিগ্ধ হয় ত হৃদয় ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং।

পয়োদবারিদৌ প্রাদাদেবৌ নীরসংস্কারকারিণৌ।
ভাবদ্যভৃত্যৌ রামায়ির্নন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ॥ ২৭০ ॥

প্রভুর বচন শুনি শ্রীবংশীবদন।—
করিতে লাগিলা ঘন অশ্রু বরিষণ ॥
তবে তিন দিন পরে শ্রীশচী-নন্দন।
সংসার ছাড়িয়া গুপ্তে করে পলায়ন ॥

স্বগৃহে রহিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।—
শুনিলেন পলাঞাছে শ্রীশচী-নন্দন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে ভক্তগণ সনে।
তাড়াতাড়ি যান প্রভু প্রভুর ভবনে ॥
শাশুড়ী-বধূর তথা দেখিয়া রোদন।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যান শ্রীবদন ॥
এই কথা নহে মোর স্ববুদ্ধি রচিত।
প্রভুর নিজের পদে হইনু বিদিত ॥

পদং।

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলক সাজ।
আর না হেরিব সোণার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিব শ্রীবাসমন্দিরে ভকত চাতক লঞা।
আর না নাচিব আপনার ঘরে আর না দেখিব চাঞা ॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাঞি করিয়া ফুকরি সদাই নিমাঞি কোথাও নাই ॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে বংশী গড়াগড়ি যায় ॥২৭১॥
গৌরাঙ্গ বিরহে যেই শ্রীবংশীবদন।
লোকেরে স্বমুখ নাহি করান দর্শন ॥

সেই প্রভু বংশী বংশে মুঞি অভাজন।
গৌরাঙ্গ পদারবিন্দ না করি স্মরণ॥
লাজ শির খাঞা সদা হাসিয়া হাসিয়া।
লোক মাঝে ভ্রমি সাধু পুত্তলি সাজিয়া॥
মোর মুখে উল্কাপাত যদি বিধি করে।
তবে জানি জ্ঞান আছে তাহার অন্তরে॥
বিধাতা অজ্ঞান বড় পরিচয় তার।
আমা হৈতে জগমাঝে হইল প্রচার॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ॥
তবে নন্দায়ির ভাই রামাঞি ঠাকুর।
বংশীকে কহেন শূন্য হৈল নদেপুর॥
ওহে প্রভো! আর নাহি রব নদীয়ায়।
যাইব যেখানে গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
রামাঞির কথা শুনি কহেন গোসাঞি।
ধন্য! ধন্য! ধন্য তুমি পণ্ডিত রামাঞি॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় ভৃত্য তুমি সর্ব্বকাল।
তাঁর জল সেবা কার্য্যে তুয়া মতি ভাল॥
এখনি যাইয়া তুমি মিল প্রভু সনে।
প্রভু সঙ্গে রহি জল করিবে সেবনে॥
মন্দবুদ্ধি দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ আমারে।—
অনুমতি করিলেন রহিতে সংসারে॥

নহিলে তোমার সঙ্গে যাইয়া এখনি।—
দেখিতাম কিবা করে গোরা দ্বিজমণি॥
ইহা শুনি তিহোঁ বংশী পদে নমস্করি।
মিলিতে চলিলা যথা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে প্রভু বংশীদাস শাশুড়ী-বধূরে।—
প্রবোধিয়া কহিলেন ঈশান ঠাকুরে॥
মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আমায়।
সেবিতে মাতায় আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়॥
প্রভুর বচন শুনি কহেন ঈশান।
"আজ্ঞা বলবান এই বেদের বিধান॥"
তবে শ্রীবংশীর কর ধরি কন আই।
তোরে কি বলিয়া গেছে আমার নিমাই॥
শ্রীবংশী কহেন মাগো নাহি কাঁদ আর।
সকল বলিয়া গেছে নিমাই তোমার॥
প্রভু আজ্ঞা অনুসারে ঈশান-বদন।—
করিতে লাগিলা উভয়ের সুসেবন॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ শ্রীশচীনন্দন।
করিতে না পারি তাঁর মস্তক মুণ্ডন॥
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নবদ্বীপ লীলা কৈল বেদ গুহ্যতর॥
তহি মধ্যে বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি করিল।
তহি মধ্যে পূর্ব্বদেশ প্রভৃতি ভ্রমিল॥

আর চতুর্ব্বিংশ বর্ষ সন্ন্যাস করিয়া।
দক্ষিণাদি ভ্রমিলেন ভক্তি প্রচারিয়া॥
তহি মধ্যে একবার দেশে আগমন।
এ সব বর্ণিলা শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন॥
কিছুদিন পরে তবে চাখন্দী জীবন।
আসিলেন নবদ্বীপ করিতে দর্শন॥—
শ্রীবংশীবদনে দেখি ঠাকুর নমিলা।
উঠা বদনানন্দ কোলেতে ধরিলা॥
শ্রীনিবাস ঠাকুরের হেরিয়া বদন।
রোদন করেন প্রভু মাধবনন্দন॥
তবে শ্রীনিবাসে লঞা ঠাকুর বদন।
প্রভুর আলয়ে দুঃখে করেন গমন॥
আচার্য্য ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণে।
প্রণাম করিয়া বহু করেন রোদনে॥
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নরহরি দাস।
এ সব বিস্তার রূপে করিলা প্রকাশ॥
চল্লিশাষ্ট বর্ষ প্রভু শচীর কুমার।
নিজেচ্ছায় করিলেন প্রকট বিহার॥
চল্লিশাষ্ট বর্ষ অন্তে টোটা গোপীনাথে।
অপ্রকট হইলেন ভক্ত প্রাণনাথে॥
প্রকটাপ্রকট দুই লীলা নিত্য হয়।
বেদাগম শাস্ত্রে এই করিলা নিশ্চয়॥

প্রভুর প্রকট লীলা বৃন্দাবন দাস।
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে করিলা প্রকাশ ॥
অপ্রকট লীলা তার জানে ভক্তগণ।
তেঞি ভাগবতে নাহি কহে বৃন্দাবন ॥
অদ্যাবধি করে লীলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥
গৌরাঙ্গের অপ্রকট দারুণ সংবাদে।—
শুনিয়া বদনাদির হইল বিষাদে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া আর তিহোঁ গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কাঁদে সদা সর্ব্বক্ষণে ॥
দুইজনে অন্ন-পান করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ! বলি ডাকে অনুক্ষণ ॥
তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কন দুইজনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে ॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যেই নিম্বতলে মাতা দিলা মোরে স্তন ॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।—
সেবন করহ মোর স্বরূপ জানিয়া ॥
সেই দারুমূর্ত্তি মধ্যে হবে মোর স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি ॥
স্বপ্নাদেশ অনুসারে শ্রীবংশীবদন।
পক্ষের ভিতরে মূর্ত্তি করায়ে গঠন ॥

ঠাকুর আনন্দে শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করেন লিখনে॥
মূর্ত্তির মাধুর্য্য হেরি বংশী ভাবে মনে।
সেই ত পরাণ নাথে পানু দরশনে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
প্রণাম করিয়া এই ভাবেন অন্তরে॥
সেই মোর প্রাণনাথে পুনহি পাইনু।
যাঁর লাগি কাম বাণে দহিয়া মরিনু॥
দিন স্থির করি তবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্ব ঠাঞি পত্র দিলা চট্টের কুমার॥
নিরূপিত দিনে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইল।
সে আনন্দ কথানন্ত বর্ণন করিল॥
সেই দিনাবধি সর্ব্ব নদীয়া-নগরে।
"শ্রীঠাকুর প্রভু বংশী" বলে ঘরে ঘরে॥
অদ্যাপি "ঠাকুর প্রভু বংশ" সর্ব্বজনে।—
বলেন বংশীর বংশ্য প্রভুপাদগণে॥
বিষ্ণুপ্রিয়ানুজে স্বীয় অনুগত করে।
শ্রীমূর্ত্তি সেবার ভার দিলানন্দান্তরে॥
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা আদি শ্রীবংশী শিক্ষায়।
যথামত বর্ণিলেন মিশ্র কবি রায়॥
চতুর্থ উল্লাসে তাহা করিবে দর্শন।
অথবা প্রাচীন মুখে করিহ শ্রবণ॥

সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস আদি ভক্তগণ।
"শ্রীবংশীর গৌর বিধু" করিত কীর্ত্তন॥
শ্রীপ্রাণবল্লভ আর গৌরাঙ্গ সুন্দর।
দুই সেবা শ্রীবংশীর নদীয়া ভিতর॥
শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগোকুল-শ্রীমোহন।
মনোহর-শ্যামদাস আদি বিজ্ঞজন॥
ঠাকুর বংশীর শাখা ভুবন বিদিত।
দক্ষিণ পবিত্রকারী দক্ষিণে আস্থিত॥
জগতীমঙ্গল পুরে কেহ বিরাজয়।
কেহ বা ময়ূরভঞ্জে বিরাজ করয়॥
এইমত নানাস্থানে প্রভু শাখাগণ।
অবস্থান করি করে প্রেম বিতরণ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় শাখা শ্রীবংশীবদন।
নিত্যানন্দ শাখা কেহ করেন বর্ণন॥
সেই মত শুদ্ধ নহে শুনহ কারণ।
যাহা হৈতে যেই সেই শাখা নিরূপণ॥
অনঙ্গমঞ্জরী বংশী এই তত্ত্ব দ্বারে।
নিত্যানন্দ প্রভু শাখা হইবারে পারে॥
কিন্তু ঐছে মত শুদ্ধ বলিতে না পারি।
"কৃষ্ণমুখোৎপন্নেত্যাদি" দেখহ বিচারি॥
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
বিচারি করুন স্থির মহাজন গণ॥

গৌর-কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী আর।
যতেক রচিলা বংশী সংখ্যা নাই তার॥
বংশীবদনের পদ, নিকুঞ্জ বিহার।
বৈষ্ণবগণের হয় কণ্ঠমণিহার॥
শ্রীবংশীর লীলাগুণ—দেশ পর্য্যটন।—
তত্ত্ব আদি বর্ণিলেন পূর্ব্ব ভক্তগণ॥
পূর্ব্বভক্ত শ্রীস্বরূপ আদি অনুসারে।
বংশীলীলামৃত গ্রন্থ হইল প্রচারে॥
তাহার সংক্ষেপ সার মুরলী-বিলাস।
শ্রীরাজবল্লভ প্রভু করেন প্রকাশ॥
মুরলী-বিলাসে প্রভু যাহা না কহিলা।
দ্বিজ হরি, প্রেমদাস তাহা বিস্তারিলা॥
সেই সব মহাজন বাক্য অনুসারে।
আর যাহা শুনিলাম সিদ্ধভক্ত দ্বারে॥
সকলের সারভাগ করিয়া হরণ।—
সংক্ষেপে বংশীর কথা করিনু কীর্ত্তন॥
শ্রীবংশীর দুই পুত্র ভুবনে প্রকাশ।
প্রথম চৈতন্য দাস জানিহ নির্য্যাস॥
দ্বিতীয় শ্রীনিত্যানন্দ দাস মহাশয়।
দুই ভাই গৌর-নিত্যানন্দ সম হয়॥
চৈতন্য বিলাস আদি চৈতন্য রচিল।
প্রেমলীলামৃত নিত্যানন্দ প্রকাশিল॥

শ্রীচৈতন্যাত্মজ কৃত শ্রীপাটাধিকার।
নাহি পাঞা পুত্রদ্বারে নিত্যানন্দোদার॥
শ্রীগোকুলচন্দ্র আদি দ্বাদশ বিগ্রহ।
প্রকাশ করেন অতি করিয়া কলহ॥
দুই মূর্ত্তি রাখিলেন শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়।
আর দশ মূর্ত্তি দশ স্থানেতে পাঠায়॥
সেই দশ মূর্ত্তি শোভে যেই যেই স্থানে।
সেই সেই স্থান পাট নিত্যানন্দাখ্যানে॥
নিত্যানন্দ দাসাত্মজ রঘুরাম হয়।
তিহোঁ রাম সঙ্গে ছলে কলহ করয়॥
কলহ করিয়া দুয়ে গৌড়েতে যাইয়া।—
দরবার করে কাজী স্থানে ক্রুদ্ধ হৈয়া॥
তবে কাজী বিচারিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
শ্রীপাটের সত্বে রঘু নিঃসত্ব হইলা॥
রামে রাজি রঘুরামে না রাজ ঠাকুর।
হামকো হুকুমে রঘু হইল ফতুর॥
হিন্দুর বিরুদ্ধ কাম রঘু কৈল যাহা।
হামকো হুকুমে ঝাঁট নাশ কর তাহা॥
কাজীর হুকুম শুনি শ্রীরঘু তখন।
লজ্জিত হইয়া পাটে দিলা দরশন॥
তবে কাজী শ্রীরামের প্রভাব দেখিয়া।
পাঁচ পাঞ্জা-ঘড়ী দিলা মামাঙ্ক করিয়া॥

বহু বৃদ্ধ মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ।
ভক্ত গণে নিবেদিনু আনন্দ কারণ॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুত শ্রীরঘু ঠাকুর।
রাম সহ বাদ যাঁর হইল প্রচুর॥
অগ্রজাত্মজের প্রতি হঞা ক্রোধান্বিত।—
লিখিলেন নিত্যানন্দ প্রেমলীলামৃত॥
অগ্রজাত্মজের তত্ত্ব মহিমা প্রভৃতি।
অস্ফুট করিয়া গ্রন্থে করিলা বিবৃতি॥
কোন কোন স্থলে তত্ত্ব করি বিপর্য্যয়।—
অগ্রজাত্মজেরে লঘু করিয়া লিখয়॥
নিত্যানন্দ গোস্বামির কৃত গ্রন্থ যত।
চৈতন্যাত্মজের কিছু বিরুদ্ধ সম্মত॥
আর আর গ্রন্থ তাহে আছয়ে প্রমাণ।
আমারে কহিলা সিদ্ধ দাস ভগবান॥
গ্রন্থ সব দেখি তাহা হইনু বিদিত।
নিত্যানন্দ লিখে গ্রন্থ হঞা ক্রোধান্বিত॥
প্রভু নিত্যানন্দ চট্টে করি নমস্কার।
ওহে প্রভো! অপরাধ ক্ষমিহ আমার॥
ভ্রাতষ্পুত্র কৃত পাটে তদীয়াধিকার।—
কখন নাহিক রহে এই ত বিচার॥
তথাপি তোমার ক্রোধ তাঁহার উপর।
তোমার স্নেহাদি হউ তোমার গোচর॥

তোমার অগ্রজ যিহোঁ তিহোঁ মহাশয়।
তাঁর পুত্র প্রতি ক্রোধ উচিত না হয় ॥
ঠাকুর চৈতন্য দাস গোসাঞির তত্ব।
প্রকাশিলা নরহরি সাহিত মহত্ব ॥
ভক্তি রত্নাকর আদি গ্রন্থে নরহরি।
চৈতন্যের মহিমাদি বর্ণে স্ফুট করি ॥
বিলাসের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সঙ্গে।
চৈতন্যের ভোজনাদি দেখি নানা রঙ্গে ॥
বিলাসার্থে নরোত্তম বিলাস কহয়।
ঘনশ্যাম নরহরি কৃত যাহা কয় ॥
চৈতন্য দাসের গুণ লীলাদি বর্ণন।—
করিলেন পূর্ব্বাপর মহাজন গণ ॥
শ্রীচৈতন্য দাস গোসাঞির পুত্র তিন।
কনিষ্ঠাল্প বয়সেতে হইয়া প্রবীণ ॥—
ইহলোক ছাড়ি নিত্য লোক লাভ করে।
শ্রবণ করিনু ইহা বিজ্ঞের গোচরে ॥
জ্যেষ্ঠ প্রভু রামচন্দ্র শ্রীরাম-সমান।
তাঁহার অনুজ শচীনন্দন আখ্যান ॥
শচীনন্দনের ক্রীড়া শ্রীশচীনন্দনে।
তেঞি সে বিলাস কহে বিজ্ঞ ভক্তগণে ॥
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা আর স্ব-সত্য কারণ।
দুই অংশে পুন জন্মে শ্রীবংশী বদন ॥

নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গর্ভ রত্নাকরে।
জনম লভেন বংশী দুই অংশ ধরে॥
প্রথমাংশ রাম নাম জানে সর্ব্বজন।
দ্বিতীয়াংশ গুণ নিধি শ্রীশচীনন্দন॥
অদার-সদার দুই বৈরাগ্য কারণ।
দুই অংশে পুনঃ জন্মে শ্রীবংশী বদন॥
গৌরাঙ্গের চেষ্টা জীব বুঝিবে কেমনে।
একদিন স্বপ্নে প্রভু কহেন বদনে॥
ওহে বংশি! এই লীলা কর সম্বরণ।
ভুলিয়া গেছ কি মোর সে সব বচন॥
স্বপ্নেতে প্রভুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জাগিয়া মনেতে ভাবে শ্রীবংশী বদন॥
এমন দয়াল প্রভু না দেখি ভুবনে।
ভুলিলে নাহিক ভুলে নিজ ভৃত্য জনে॥
তবে রাত্রি শেষে প্রভু পীড়া করি ছল।
উভয় আত্মজে ডাকি কহেন সকল॥
প্রভু কন ওরে পুত্র চৈতন্য-নিতাই!।
ত্রিমুর্ত্তির সেবা কর অনন্যে সদাই॥
এ দেহ ছাড়িব মুঞি অদ্য নিশামুখে।
তাহা দেখি তুহুঁ দুই নাহি পাও দুঃখে॥
প্রভুর বচন শুনি চৈতন্য-নিতাই।
কান্দিতে লাগিলা কাতরেতে দুই ভাই॥

সেই কালে গোসাঞির পুত্রবধূগণ।
শ্বশুরের পদ ধরি করেন রোদন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যের পত্নী সাধ্বী সতী।
কাঁদিতে লাগিলা বহু করিয়া বিনতি॥
গোসাঞি কহেন মাগো নাহি কাঁদ আর।
তোমার গর্ভেতে জন্ম লব পুনর্ব্বার॥
তুয়া ভক্তি বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার।
মোর এই কথা কাঁহা না কর প্রচার॥
বংশী অপ্রকট লীলা শ্রীবংশী শিক্ষায়।—
বলিলেন প্রেমদাস মিশ্র কবি রায়॥
শ্রীবংশী বদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্য।
পরম উদার তিহোঁ পণ্ডিতাগ্রগণ্য॥
চৈতন্য গোসাঞি বিনা নাহি জানে আর।
গৌরলীলা স্ফুরে সদা অন্তরে যাহার॥
একদিন শ্রীজাহ্নবী তাঁহার ভবনে।
অম্বিকা হইতে গেলা আনন্দিত মনে॥
জাহ্নবীর আগমন করিয়া দর্শন।
বসিতে আসন দিলা বংশীর-নন্দন॥
ভাগ্য মানি শ্রীচৈতন্য প্রেমানন্দে ভাসে।
সেই কালে তাঁর পত্নী জাহ্নবীর পাশে॥
আসিয়া প্রণাম করে মনের উল্লাসে।
শিরে হাত দিয়া দেবী আশীষ প্রকাশে॥

জাহ্নবী কহেন মাগো! শুনহ বচন।
তোর দুই পুত্র হবে ভুবন পাবন ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দিবে করিব পালন।
আমারে বঞ্চনা নাহি কর কদাচন ॥
মুঞি জন্মবন্ধ্যা মোর পুত্র-কন্যা নাই।
সেই লাগি তোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিক্ষা চাই ॥
ঠাকুরাণী কহে মাগো! কৃপা কর মোরে।
দুই পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিব তোরে ॥
তবে কহিলেন প্রভু বংশীর-নন্দন।
তোমারে অদেয় মোর নাহি কোন ধন ॥
জাহ্নবী কহেন তুমি বড় ভাগ্যবান।
তুয়া দুই পুত্র হবে ইথে নাহি আন ॥
এত বলি গেলা মাতা আপন ভবন।
কত দিনে হৈল তাঁর গর্ভের লক্ষণ ॥
স্ব-সৌভাগ্যে আর জাহ্নবীর পরশনে।
তাঁর গর্ভে বংশী পুনঃ জন্মে শুভক্ষণে ॥
আর হেতু প্রভু আজ্ঞা নিজ স্বীকারেতে।—
জনম লভেন প্রভু পুত্রের দ্বারেতে ॥
দশমাস দশ দিনে প্রসব সময়।
সকলের হৃদে হৈল আনন্দ উদয় ॥
সরস বসন্ত কাল শুক্ল সপ্তমীতে।
বসন্ত বাতাসে বৃক্ষ আদি পুলকিতে ॥

কোকিল পঞ্চম গায় ভ্রমর ঝঙ্কার।
বালবৃদ্ধ-যুবা মনে আনন্দ অপার ॥
জয় জয় করে লোক চৌদিক ভরিয়া।
প্রেমেতে জাহ্নবী দেবী পড়ে উথলিয়া ॥
চৈতন্য দাসের মনে প্রেম উথলিল।
রাস পঞ্চাধ্যায় শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥
সেই কালে আবির্ভূত হইলা ঠাকুর।
সকল লোকের হৈল আনন্দ প্রচুর ॥

যথা রাগঃ।

জয় জয় করে লোক, পাশরিলা দুঃখ শোক,
প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত।
সবে হাসে নাচে গায়, কতেক আনন্দ তায়,
হরিধ্বনি শুনি চারু ভিত ॥
অপরূপ চৈতন্য কুমার।
প্রতপ্ত কাঞ্চন জিনি, অঙ্গকান্তি হেম মণি,
জগ মোহনিয়া রূপ যাঁর ॥ ধ্রু ॥
শুনিয়া চৈতন্য দাসে, হৈলানন্দ পরকাশে,
দেখিল বালক মুখ শোভা।
আপনাকে ধন্য মানে, নানা ধন করে দানে,
সে আনন্দ অতি মনলোভা ॥
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণগণে, নিমন্ত্রণ করি আনে,
এল সবে হাতে দূর্ব্বা-ধান।

সবাই আশীষ করে, দ্বিজগণে বেদ পড়ে,
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ ॥
হরিদ্রা সহিত দধি, ঢালে সবে নিরবধি,
গন্ধতৈল-কুম্কুমাদি যত।
নানা বেশ ভূষা কত, বিলাইছে কত শত,
মহোৎসব করে এই মত ॥
নানা যন্ত্র বাজে কত, বাদ্য বোল অপ্রমিত,
শুনিতে কর্ণেতে লাগে ভালা।
কত শত জন গায়, নটীগণ নাচে তায়,
কেহ করতালি দেয় ভালা ॥
দিবা নিশি এই মত, তাহা বা কহিব কত,
সবে করে আনন্দ উল্লাস।
বিধিমত ক্রিয়া যত, কৈলা মুন অভিমত,
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ ॥
জাহ্নবী গোসাঞি শুনি, পরম আনন্দ মানি,
আসিলেন চৈতন্যের বাসে।
দেখিল বালক শোভা, কাম জিনি মনলোভা,
দশ দিক রূপে পরকাশে ॥
নানা স্বর্ণ অলঙ্কার, চিত্রবাস-মুক্তা হার,
দিলেন বালকে পরাইতে।
যথাযোগ্য সমাধান, বাড়াঞা সবার মান,
ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে ॥

বীরচন্দ্রে কোলে লঞা, বসুধা আইলা ধাঞা,
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত জননী।
বস্ত্রগুপ্ত যানে চড়ি, দাসীগণ সঙ্গে করি,
আইলেন সব ঠাকুরাণী॥
দেখিয়া বালক ঠাম, সবে করে অনুমান,
সেই বংশীবদন প্রকাশ।
করিতে বিবিধ লীলা, পুনঃ প্রভু প্রকটিলা
এ রাজবল্লভ করে আশ॥ ২৭২॥
তবে সবে নিজ বাসে করিলা গমন।
তার পর শুন সবে করি নিবেদন॥
পুত্র মুখ দেখি পিতা-মাতার আনন্দ।
পিতা-মাতা মুখ চাহি হাসে মন্দ মন্দ॥
কৃষ্ণ নাম শুনি শিশু পুলকিত হয়।
তাহা দেখি সকলেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয়॥
একদিন এক মহাসর্ব্বজ্ঞ আসিয়া।—
কহিতে লাগিলা কিছু বালকে দেখিয়া॥
গোসাঞি! তোমার পুত্র দুর্ল্লভ সবার।
এই পুত্র হৈতে হবে মঙ্গল অপার॥
এ শিশুর কিবা নাম রাখিবা গোসাঁই!।
গোসাঞি কহেন নাম রাখা হয় নাই॥
সর্ব্বজ্ঞ কহেন জানিলাম পূর্ব্বাপর।
শিশুর চরিত্র নহে জীবের গোচর॥

এই শিশু সর্ব্ব চিত্তে করিবে রমণ।
অতএব "রাম" নাম করিনু রক্ষণ ॥
প্রেমে লোক গদাধরে কহেন "গদাই।"
আর প্রভু নিত্যানন্দে কহয়ে "নিতাই॥"
সেই মত এই রামে কহিবে "রামাই।"
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু গোসাঁই! ॥
তবে তুষ্ট হঞা প্রভু দিলা বহুধন।
ধন পাঞা সে সর্ব্বজ্ঞ যায় স্ব-ভবন ॥
যাইবার কালে তবে প্রভুরে কহিলা।
তব পিতা প্রভু বংশী পুনঃ জনমিলা ॥
তত্ত্ব কহি সে সর্ব্বজ্ঞ গেলা স্বভবন।
স্বপত্নী সহিত প্রভু হৈলানন্দ মন ॥

যথা রাগঃ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসম, গোপিকার মনোরম,—
মুরলী আছিল যেহ ব্রজে।
শ্রীচৈতন্য অবতারে, ছকড়ি চট্টের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় মাঝে ॥
ভুবনেতে অনুপাম, শ্রীবংশীবদন নাম,
প্রকাশিলা হঞা দ্বিজমণি।
কতদিন বিহরিলা, করিল বিবিধ লীলা,
অন্তর্দ্ধান হইলা আপনি ॥

তাঁহার নন্দন দুই, চৈতন্য-নিতাই এই,
চৈতন্যনন্দন ঘরে আসি।
পুনরপি জনমিলা, দ্বিজে ভক্তি শিখাইলা;
"রামচন্দ্র" নাম পরকাশি ॥
দয়াল ঠাকুর মোর, অপার করুণা তোর,--
তুয়া বিনু আর নাহি গতি।
প্রেমদাস অভাগারে, কৃপা কর এইবারে,
তিলেক রহুক তুহুঁ খ্যাতি ॥ ২৭৩ ॥
শ্রীকুল নগরবাসি মিশ্র প্রেমদাস।
রামচন্দ্র তত্ত্ব এই করিলা প্রকাশ ॥
দ্বিজহরি শিষ্য প্রেমদাস মহাশয়।
রামের প্রধান শাখা দ্বিজ হরি হয় ॥
শ্রীকুলনগর এবে কুলযোড়াখ্যানে।—
খ্যাত হইয়াছে,—এই জানিনু সন্ধানে ॥
"শব্দ ব্রহ্মময় বংশী" সংহিতায় কহে।
শ্রীবংশীবদন সেই বংশী মিথ্যা নহে ॥
"শব্দ ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ" বেদের লিখন।
অতএব যেই বংশী সেই শ্রীবদন ॥
যেই শ্রীবদন সেই রামচন্দ্র হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় এই নিশ্চয় নিশ্চয় ॥
চৈতন্য আজ্ঞায় প্রভু শ্রীবংশীবদন।
পুনর্ব্বার রামরূপে আবির্ভূত হন ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণনিরূপণে ।

শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্যসমাজ্ঞয়া ।
আবির্ভূতঃ পুনর্গৌড়ে কথায়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭৪ ।

শ্রীবংশীবদনানন্দ-শ্রীবংশীবদন ।
শ্রীবদন-বদনানন্দ চতুর্থ গণন ॥
বংশী-বংশীদাস আর গৌর প্রিয়োত্তম ।
এই সপ্তনাম বংশী করেন ধারণ ॥
শ্রীবংশীবদন নাম আদ্য নাম হয় ।
সেই বংশী রামচন্দ্র নাহিক সংশয় ॥
চৌদ্দশত পঞ্চান্নের ফাল্গুনিক মাসে ।
শুক্লপক্ষ সপ্তমীর নিশামুখোল্লাসে ॥
চৈতন্যের গৃহে বংশী চৈতন্য আজ্ঞায় ॥
রামচন্দ্র রূপে জন্ম লভে কুলীরায় ॥

তথাহি শ্রীমন্মিশ্রেণোক্তং ।

বাণেষু বেদেন্দুমিতে শকে শুভে
বংশীস্বয়ং ফাল্গুন শুক্ল সপ্তমীং ।
চৈতন্যগেহেষু বততার ভূষয়ন্
রামাত্মনা গৌরবচঃ প্রমাণয়ন্ ॥ ২৭৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অন্নাশনোপনয়ন ।—
বিদ্যাভাস আদি আর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ॥
মুরলী বিলাস আর শ্রীবংশী শিক্ষায় ।—
বিস্তার বর্ণন আছে দেখহ তথায় ॥

রামের কৈশোরারম্ভে চৈতন্য গৃহিণী।
প্রসবিলা আর এক পুত্র চন্দ্র জিনি॥
সেই ত পুত্রের নাম শ্রীশচীনন্দন।
বংশীর দ্বিতীয় অংশ কহে ভক্তগণ॥
রামের জন্মেতে হৈল যেবা নন্দোৎসব;
শচীনন্দনের জন্মে সেই মত সব॥

যথা রাগঃ।

অনুপম চৈতন্যনন্দন।
চন্দ্র সম অঙ্গ কান্তি, যাহাতে চকোর ভ্রান্তি,—
অমৃতাশে হয় সর্ব্বক্ষণ॥ ধ্রু॥
চাঁচড় কুন্তল ঘন, জিনিয়া মাধব ঘন,
যাহা দেখি ভ্রান্তে শিখীগণে।
পুচ্ছ করি প্রসারণ, সর্ব্বজন বিমোহন,—
নৃত্য করে ময়ূরীর সনে॥
নয়ন কমল দল, মৃদুমন্দ হাস্য কল,
ভ্রূ-যুগল স্মর ধনু প্রায়।
গজস্কন্ধ জিনি স্কন্ধ, মুগ্ধ করালকাবন্ধ,
অঙ্গ গন্ধ পদ্মগন্ধ ন্যায়॥
চঞ্চু হেরি কীর গণ, চঞ্চু করে ঘরশন,—
লাজে তরু শাখার উপরে।
তিল-ফুল জিনি ঘ্রাণ, শ্রুতি অতি অনুপাম,
শ্রুতি শোভে যাহার ভিতরে॥

আজানু লম্বিত ভুজ, যার স্পর্শ ভয়ে রুজ,
দূরে রহি হয় বেপমান ।
বক্ষস্থল সুবিশাল, ক্ষীণ কটিদেশ ভাল,
সর্ব্ব মহাপুরুষ প্রমাণ ॥
সর্ব্ব লোক মনলোভা, দেখিয়া বালক শোভা,
আনন্দে কহয়ে সর্ব্বজন ।
ধন্য ! ধন্য ! পিতা মাতা, ধন্য রাম ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
ধন্য ! ধন্য ! শিশু সখাগণ ॥ ২৭৫ ॥
এই মত নর নারী সকলে কহয় ।
শুনি পিতা-মাতা সুখ সাগরে ভাসয় ॥
তবে এক দিন কোন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া ।
চৈতন্যের পাশে কহে বালকে দেখিয়া ॥
বালকের কিবা নাম রাখিলা গোসাঁই ! ।
শুনিয়া চৈতন্য কহে সর্ব্বজ্ঞের ঠাঁই ॥
তুমি রক্ষা কর নাম গণনা করিয়া ।
তবেত সর্ব্বজ্ঞ ভূমে কঠিনী পাতিয়া ॥
চৈতন্য দাসেরে কহে শুনহ গোসাঁই ! ।
এই শিশু দেহে শচীনন্দন সদাই ॥—
বিলাস করিবে এই গণিয়া দেখিনু ।
"শ্রীশচী নন্দন" নাম তেঞি সে রাখিনু ॥
শ্রীশচীনন্দন বিশ্বম্ভরের বিলাস ।
তোমার বালক,—এই কহিনু নির্য্যাস ॥

তথাহি শ্রীসর্ব্বজ্ঞেনোক্তং।

শচীনন্দনদেবস্থ শ্রীশচীনন্দনঃ স্বয়ং।
বিলাসো গীয়তে সদ্ভিশ্চট্টান্বয়বিভূষণং॥ ২৭৬॥

এত কহি জ্যোতিষিক হইয়া বিদায়।—
বালকে আশীষ করি নিজ গৃহে যায়॥
যথোক্ত সময়ে তবে শ্রীচৈতন্য দাস।
অন্নাশন আদি দেন হইয়া উল্লাস॥
অষ্টম বর্ষেতে যজ্ঞসূত্র পড়াইলা।
যাহা দেখিবারে গুপ্তে সুরাদি আসিলা॥
তবে শ্রীজাহ্নবী আসি চৈতন্য ভবনে।
কহে মোর পুত্র মোরে করহ অর্পণে॥
স্ব-সত্য রক্ষার লাগি শ্রীচৈতন্য দাস।
স্বপত্নী সহিত অতি হইয়া উল্লাস॥
দুই পুত্র করে ধরি জাহ্নবী চরণে।—
সমর্পণ করিলেন আনন্দিত মনে॥
তবে শ্রীজাহ্নবী দেবী যথোক্ত বিধানে।
দুই ভায়ে দীক্ষা দিলা মহা অনুষ্ঠানে॥
তবে রাম চন্দ্রে লঞা শ্রীশ্রীখড়দোহে।—
গমন করিলা দেবী মহা সমারোহে॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতায় পাঞা বীরচন্দ্র রায়।
মহানন্দে ধরিলেন তুলিয়া হিয়ায়॥

তবে দুই ভাই আসি মাতার-চরণে ।—
পরণাম করিলেন ধরণী লুণ্ঠনে ॥
তবে প্রভু বীরচন্দ্র সহ রাম রায় ।
শ্রীশ্যাম সুন্দর হরি দেখিবারে যায় ॥
শ্রীশ্যাম সুন্দর শোভা করিয়া দর্শন ।
ভাবেতে ভাবুক দুয়ে করেন রোদন ॥
শ্যামের প্রসাদী মালা পূজারি আনিয়া ।
উভয়ের গলে দিলা অনুজ্ঞা লইয়া ॥
তবে শ্রীচরণোদক করিলা সেবন ।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করেন স্তবন ॥
স্তব অন্তে পুনর্নতি করি দুই জন ।
জাহ্নবী ভবনে আসি দিলা দরশন ॥
মু৷ ।। বিলাস আদি গ্রন্থের মাঝার ।
বাহুল্য রূপেতে ইহা করিলা বিস্তার ॥
বংশীর প্রথম পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস ।
দ্বিতীয় শ্রীনিত্যানন্দ জগতে প্রকাশ ॥
চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র হয় ।
শ্রীশচীনন্দন প্রভু দ্বিতীয় নিশ্চয় ॥
পালিত তনয় রাম জাহ্নবীর জানি ।
অতএব প্রভু বীরচন্দ্রানুজ মানি ॥
প্রভুবীরচন্দ্রে "বীরভদ্র" কহে যৈছে ।
প্রভু রামচন্দ্রে "রামভদ্র" কহে তৈছে ॥

সবার রমণ রাম দেখি যথা তথা।
গুণে দাশরথি সম নাহিক অন্যথা ॥

তথাহি শ্রীমন্মিশ্রেণোক্তং।

চৈতন্যনিত্যানন্দৌ চ শ্রীবংশীবদনাত্মজৌ।
চৈতনস্য সুতৌ রামচন্দ্র শ্রীশচীনন্দনৌ।
জাহ্নব্যা পালিতঃ পুত্রো বীরচন্দ্রানুজো দ্বিজঃ।
শ্রীরামো সর্ব্ব রমণঃ গুণৈর্দাশরথির্যথা ॥ ২৭৭ ॥

রামচন্দ্রে জাহ্নবীরে করিয়া অর্পণ।
কিছুদিন পরে প্রভু বংশীর নন্দন ॥
শচীনন্দনের বিভা দিবার কারণ।
স্বঘরে সুন্দরী কন্যা করেন দর্শন ॥
তবে শুভ দিন প্রাপ্তে শুভ লগ্ন ধরি।
পুত্রের বিবাহ দেন সমারোহ করি ॥
ভ্রাতার বিবাহে রাম জাহ্নবীর সনে।
আনন্দ মনেতে আসে আপন ভবনে ॥
বিবাহ আনন্দোৎসব হৈল যে প্রকার।
আমার লেখনী তাহা নারে বর্ণিবার ॥
বিবাহ সম্পূর্ণ করি শ্রীজাহ্নবী-রাম।
আগমন করিলেন খড়দহ ধাম ॥
কিছুদিন খড়দহে করিয়া বিশ্রাম।
জাহ্নবী মাতার সহ গুণনিধি রাম ॥

শ্রীগৌর মণ্ডল সব করেন দর্শন।
তবে বড়াকুলী গ্রামে উৎসবে গমন॥
তথা সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বীরচন্দ্র সনে।—
অদ্ভুত করেন নৃত্য না যায় বর্ণনে॥
তথা হৈতে খড়দহে করি আগমন।
বহু ভৃত্য সঙ্গে লঞা নানা আয়োজন॥
নীলাচল যাত্রা করে জগন্নাথে স্মরি।
পথেতে যায়েন মহা মহোৎসব করি॥
কত দিনে উত্তরিয়া নীলাচল ধাম।
সুভদ্রা সহিত দেখে কৃষ্ণ-বলরাম॥
ঠাকুর দেখিয়া প্রেমে গড়াগড়ি যায়।
পূজারি প্রসাদী মালা দিলেন গলায়॥
তবে ক্ষেত্রবাসী গৌরভক্তগণ সঙ্গে।—
মিলিলা শ্রীপ্রভু রাম মহাপ্রেম রঙ্গে॥
শ্রীক্ষেত্র গমন লীলা মুরলী বিলাসে।
আদ্যোপান্ত বর্ণিলেন গ্রন্থকারোল্লাসে॥
একাকী শ্রীরামচন্দ্র ভৃত্যগণ সনে।—
গমন করেন জগন্নাথ দরশনে॥
কোন কোন গ্রন্থকার এই মত কহে।
সকল সম্ভবে,—ভক্ত বাক্য মিথ্যা নহে॥
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য করিয়া বিশ্রাম।
পুনর্ব্বার আসিলেন খড়দহ ধাম॥

কিছুদিন খড়দহে করি অবস্থান।
জাহ্নবীর সঙ্গে যান শ্রীগোকুল ধাম ॥
কিছু দিন রহি কৃষ্ণ প্রিয় বৃন্দাবনে।
লীলাস্থান, ভক্তগণে করেন দর্শনে ॥
নবধা ভক্তির ব্যাখ্যা সনাতন আগে।—
করেন শ্রীপ্রভু রামচন্দ্র মহাভাগে ॥
একদিন কাম্য বন করিতে দর্শন।
মাতার সহিত রাম করেন গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা কিবা শ্রীকৃষ্ণই জানে।
তথা কৃষ্ণ জাহ্নবীর বস্ত্র ধরি টানে ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা দেখি দেবী চাঞা পুত্র রামে।
ধাঞা বসিলেন গিয়া গোপীনাথ বামে ॥
গোপীনাথ সহ দেখি মাতার মিলন।
হায় ! হায় ! করি রাম করেন রোদন ॥
তবে কেহ কহে রামে কেন মান দুঃখ।
যার বস্তু সেই নিলে মনে হয় সুখ ॥
তবে রামচন্দ্র প্রভু ভৃত্যগণ সনে।
নিকুঞ্জে আসিয়া এই ভাবে মনে মনে ॥
আর নাহি যাব গৌড়ে গোকুলে রহিব।
মাধুকরী করি কালে জীবন ছাড়িব ॥
ভাবিতে ভাবিতে নিশা হৈল ঘন-ঘোর।
হেনকালে নিদ্রা আসি করিলেন জোর ॥

নিদ্রার আবেশে প্রভু রজেতে পড়িয়া।
সুখে নিদ্রা যান গুরু চরণ স্মরিয়া॥
স্বপ্নযোগে রাম-কৃষ্ণ কন এই কথা।
মোদের লইয়া চল ব্যাঘ্রপাদ যথা॥
ব্যাঘ্রপাদ ব্যাঘ্র হঞা আছে যেই বনে।
সেই বনে লঞা চল আমা দুই জনে॥
নিদ্রাবেশে কহে রাম আমি তা না জানি।
কোন্ দেশে সেই বন কহ ত বাখানি॥
রাম-কৃষ্ণ কহে গৌড়ে সেই বন হয়।
ইহা শুনি কাঁদি উঠে রাম মহাশয়॥
হায়! হায়! মোর দেহ ব্রজে না রহিল।
পুনর্ব্বার গৌড় দেশে যাইতে হইল॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল অরুণ উদয়।
তাহা দেখি কমণ্ডলু লঞা মহাশয়॥
শ্রীযমুনাস্নানার্থে করেন গমণ।
অগ্রে মৈত্রকৃত্য আদি করি সমাপন॥
স্নান করে বিধিমত চৈতন্য-নন্দন।
হেনকালে রাম-কৃষ্ণ গোলোক জীবন॥
যমুনার প্রেমোর্শ্মিতে ভাসিয়া ভাসিয়া।
রাম অঙ্ক ভক্তি ফাঁদে পড়িল আসিয়া॥
রাম অঙ্ক ভক্তি ফাঁদ যথা শোভা পায়।
রাম-কৃষ্ণ গণ সহ তথা বাঁধা যায়॥

রাম-কৃষ্ণে অঙ্কে হেরি বক্ষেতে ধরিয়া।
গোপীনাথে উত্তরিলা প্রেমার্দ্র হইয়া॥
রাম-কৃষ্ণে অভিষেক করিয়া তথায়।
ভক্ত গণ স্থানে রাম মাগিয়া বিদায়॥
গৌড়ে যাত্রা করিবার পূরব নিশায়।—
স্বপ্নে শ্রীজাহ্নবী কহে শুন রাম রায়!॥
রাম-কৃষ্ণে লঞা সুখে যাও গৌড় দেশে।
আমি তুয়া গৃহে রব কহিনু বিশেষে॥
আমার প্রসাদে তুয়া অন্ন অস্ফুরণ।—
সর্ব্বকাল হবে এই কহি বাপ ধন!॥
মায়ের বচন শুনি আনন্দে রামাই।
প্রত্যুষে করেন যাত্রা লঞা দুই ভাই॥
দোলায় চড়াঞা রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
পৃথক দোলায় চড়ি ঠাকুর রামাই॥—*
ভৃত্য গণ সহ রাম-কৃষ্ণ জয় দিয়া।
যাত্রা করিলেন প্রভু আনন্দ হইয়া॥
রামচন্দ্র গোসাঞির শ্রীব্রজ-বিলাস।
মুরলী-বিলাস আদি গ্রন্থেতে প্রকাশ॥
সেই সব গ্রন্থ সার করিয়া উদ্ধার।
দশমূলরস গ্রন্থে করিনু প্রচার॥
শ্রীছকড়ি চট্ট বংশ কীর্ত্তন শ্রবণে।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় কহে বিজ্ঞগণে॥

তবে রামচন্দ্র ছয় মাসের মধ্যেতে।
ব্যাঘ্রপাদাশ্রমে উত্তরিলা আনন্দেতে॥
আগমন কালে পথে যেবানন্দ হৈল।
পূর্ব্ব মহাজন গণ সেই সব [illegible]॥
গোপীশ্বর তীর্থ যার পরনাম হয়।—
সেই ব্যাঘ্রপাদাশ্রম তীর্থ লোকে কয়॥
বাঘ্রপাদাশ্রমোত্তরে বালুকায় স্নান।—
স্ব-ভৃত্য সহিত করি পূজে ভগবান॥—
প্রসাদ পাইয়া তবে কহেন রামাই।
এথা হৈতে চল সবে শ্রীঅম্বিকা যাই॥
রাম-কৃষ্ণ কন মোরা না যাইব আর।
এই সে মোদের স্থান কহিলাম সার॥
শুনিয়া ঠাকুর তবে শ্রীরাধা নগরে।—
সংবাদ দিলেন সবে আনন্দ অন্তরে॥
সংবাদ পাইয়া সবে ধাইয়া আইল।
আসিয়া ঠাকুর পদে প্রণাম করিল॥
ঠাকুর কহেন সবে শুন বাপ গণ!।
শ্রীরাম-কৃষ্ণের বড় প্রিয় এই বন॥
এই বনে রাম-কৃষ্ণ করিবে বিহার।
কৃপা করি স্থান সবে কর পরিষ্কার॥
প্রভুর বচন শুনি সবে মিলি কয়।
বনের ভিতর এক শার্দ্দূল আছয়॥

তার ভয়ে কাষ্ঠ আদি আহরণ তরে।—
কেহ না প্রবেশ করে বনের ভিতরে॥
গোসাঞি কহেন কিছু ভয় নাই তার।
সে কেন আপন স্থানে করুক বিহার॥
হিংসা না করিলে কেহ হিংসা নাহি করে।
এই কথা লেখা আছে শাস্ত্রের ভিতরে॥
নির্ভয়ে করহ কিছু অরণ্যোৎসাদিত।
সেই স্থানে রাম-কৃষ্ণে করিব স্থাপিত॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি তবে বহু জন।
কুদ্দালাদি লঞা করে অরণ্যোৎসাদন॥
কত শত জন সেবা দ্রব্য আহরণ।—
করিতে লাগিলা হঞা আনন্দে মগন॥
শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলা স্থান এই জানি।
সকল রাখিলা তথা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
তবে মহাবট তরু তলেতে ঠাকুর।
বস্ত্রের কাণ্ডারি করি অতি সুমধুর॥
তাহার ভিতরে রাম-কৃষ্ণের বারাম।—
সিংহাসনোপরি দিলা রাম গুণধাম॥
লোক কোলাহল শুনি সন্ধ্যার সময়।
গর্জ্জন করিয়া ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়॥
ব্যাঘ্রকে দেখিয়া রাম করে নিবেদন।
জীব হিংসা ছাড়!—কর হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

পশুজন্ম যাবে তবে দিব্য জন্ম পাবে।
সেই দিব্য জন্মে কৃষ্ণ কৃপা হবে লাভে ॥
এতেক কহিয়া প্রভু সহ ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া করে হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥
ব্যাঘ্র নিজাব্যক্ত রবে হরি হরি করি।—
কীর্ত্তনের সঙ্গে নাচে মণ্ডল ভিতরি ॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু রাম ব্যাঘ্রের মাথায়।
হাত দিয়া কন ধন্য! ধন্য পশুরায়! ॥
হেন মতে হরি নাম দিয়া ব্যাঘ্রবরে।—
উদ্ধারিলা প্রভু রাম আনন্দ অন্তরে ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি সবে চমৎকার।
তবে ব্যাঘ্র প্রভু পদে করি নমস্কার ॥
পূর্ব্ব জ্ঞানে স্তব করি প্রভুরে কহিলা।
ওহে কৃপাময়! যদি মোরে উদ্ধারিলা ॥
তবে মোর নামে এই নগরের নাম।
আমার স্মারক লাগি রেখ প্রভু রাম! ॥
"তথাস্তু" বলিয়া প্রভু হইলা স্বীকার।
তবে ব্যাঘ্ররাজ তাঁরে কহে পুনর্ব্বার ॥
প্রতিদিন কিছু কিছু প্রসাদ আমায়।—
ভোজনান্তে দিও মোরে কহিনু তোমায় ॥
এত শুনি মহানন্দে প্রভু রাম রায়।
তখনি প্রসাদ কিছু দিলেন তাহায় ॥

প্রসাদ পাইয়া ব্যাঘ্র নাচিতে নাচিতে।
রাম-রাম-কৃষ্ণ-হরি লাগিলা বলিতে॥
পরদিন প্রাতে ব্যাঘ্র প্রভুরে নমিয়া।—
জীবন ছাড়িল আসি গঙ্গায় পড়িয়া॥
শ্রীরাম চরিত আর মুরলী-বিলাস।
ব্যাঘ্রোদ্ধার লীলা তাঁর করেন প্রকাশ॥
শ্রীরাম চরিত কৈল সনাতন দাস।
শ্রীরাজবল্লভ কৈল মুরলী-বিলাস॥
ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত কিছু করহ শ্রবণ।
বংশী লীলামৃতাদিতে যেমত বর্ণন॥
শিবভক্ত ব্যাঘ্রপাদ নামে মুনিবর।
শিষ্যগণ সহ ঐছে অরণ্য ভিতর॥
স্মৃতি-শাস্ত্র বিপ্র ছাত্রে করে অধ্যাপন।
সগৌরীক গোপীশ্বরে করেন অর্চ্চন॥
গোপীশ্বর শিব তাঁর প্রতিষ্ঠিত হয়।
যাহার প্রভাবে লোক সদা পায় ভয়॥
একদিন সেই ব্যাঘ্রপাদের আশ্রমে।
দুই জন কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে॥—
উপনীত হইলেন আতিথ্য বেলায়।
তাহা দেখি মুনিবর আনন্দ হিয়ায়॥
বহু ভাগ্যে তুহুঁ দুই অতিথী পাইনু।
জনম সফল অদ্য হইল জানিনু॥

এবে যাঞা স্নান কর এই বালুকায়।
যাহার পবিত্র জল সর্ব্বলোকে গায়॥
মুনির বচন শুনি ভক্ত দুই জন।
বালুকায় স্নানকৃত্য করে সমাপন॥
স্নানান্তে কৃষ্ণের পূজা করি দুই জনে।—
অর্পিত তুলসী লঞা মুনির সদনে॥
আসিয়া কহেন মুনে! করহ গ্রহণ।
কৃষ্ণার্পিত বস্তু প্রাপ্ত মাত্রেতে সেবন॥
কৃষ্ণে দ্বেষ করি মুনি তুলসী না লয়।
তাহা দেখি দুই ভক্ত হাসিয়া কহয়॥
কৃষ্ণ প্রতি হিংসা হেতু শার্দ্দূল হইয়া।
এই বনে রবে তুমি ঘটিঙ্গ খাইয়া॥
কৃষ্ণাবজ্ঞা দেখি সেই কালে গোপীশ্বর।
মুনিরে ছাড়িয়া যান মৃত্তিকা ভিতর॥
তবে মুনি কৃতাঞ্জলি হঞা দুই জনে।
প্রণাম করিয়া এই করে নিবেদনে॥
কৃপা করি কহ মোর উদ্ধার উপায়।
দুই ভক্ত কহে হবে ভক্তের কৃপায়॥
কালে কোন ভক্ত আসি তুয়া এই বনে।—
উদ্ধার করিবে তোমা শ্রীহরি কীর্ত্তনে॥
এত কহি দুই জন করিলা গমন।
ব্যাঘ্রপাদ ব্যাঘ্ররূপ করিলা ধারণ॥

তাহা দেখি শিষ্য আদি ভয়ে পলাইল।
ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত এই সংক্ষেপে কহিল॥
তবে গোপীশ্বর স্বপ্নে প্রভুরে কহিলা।
যৈছে তুমি ব্যাঘ্রপাদে উদ্ধার করিলা॥
তৈছে মোরে ভূমিগর্ভ হইতে উদ্ধারি।
শ্রীরাম-কৃষ্ণের দ্বারদেশে কর দ্বারী॥
ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশ করিয়া শ্রবণ।
প্রভু রামচন্দ্র হৈলা আনন্দে মগন॥
পরদিন নিত্য কার্য্য করি সমাপন।
যথা ভূমিগর্ভে আছে প্রভু-ত্রিলোচন॥
তথা যাঞা যথাবিধি করিয়া অর্চ্চন।
ভূমির উপরে ঢালে গোরস জীবন॥
শত শত বিল্ব পত্র দেন তদুপরি।
বাদকে বাজায় বাদ্য মহা রোল করি॥
ক্ষণকাল পরে তবে প্রভু-গোপীশ্বর।
ভূগর্ভ ভেদিয়া উঠে সবার গোচর॥
ঈশ্বরের আবির্ভাব করিয়া দর্শন।
জয় শিব জয় শিব কহে সর্ব্বজন॥
তবে প্রভু সহ সবে ঈশ্বর চরণে।
প্রণাম করেন হঞা ধরণী লুণ্ঠনে॥
অর্ঘ্য লঞা তবে প্রভু শিব শিরে দিয়া।—
দেহি কৃষ্ণভক্তি দেব! করুণা করিয়া॥

এই মন্ত্রে প্রণমিলা ভূমিতে পড়িয়া।
তবে স্তব করে শিব-শঙ্কর বলিয়া॥
হেনমতে গোপীশ্বরে করিয়া স্থাপন।
কৃষ্ণের প্রসাদ নিত্য করেন অর্পণ॥

তথাহি শ্রীস্বাম্যাদিধৃতপাদ্মবচনং।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপিতদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ২৭৮॥

তবে ভক্তগণ দ্রব্য করি আহরণ।
দেব মন্দিরাদি করে মনের মতন॥
শ্রীজাহ্নবী আসি তবে প্রভুর ভবনে।
অন্নদানেশ্বরী হৈলা আনন্দিত মনে॥
প্রভুর প্রভাবে তবে কত শত জন।—
বন কাটি করে স্ব-স্ব বাসের ভবন॥
হেনমতে ব্যাঘ্রপাদারণ্য পুণ্য স্থান।
বিচিত্র নগর হৈল গোকুল সমান॥
লোকে খ্যাত হৈল সেই নগরের নাম।
শ্রীশ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া হরি গুপ্ত ধাম॥
রাম-কৃষ্ণ রামপ্রেমে তথা নানা লীলা।
পূর্ব্ব ন্যায় অনুদিন প্রকাশ করিলা॥
অদ্যাবধি নানা লীলা করে রাম-হরি।
ভাগ্যবান জন দেখে দুই আঁখি ভরি॥
জাহ্নবীর সনে রাম যাত্রা বৃন্দাবন।

তথা হৈতে রাম-কৃষ্ণে করি আনয়ন ॥
গৌড়ে ব্যাঘ্রপাদাশ্রমে ব্যাঘ্রোদ্ধার করি।
বালুকা নদীর তীরে স্থাপিলা নগরী ॥
সেই নগরের নাম ব্যাঘ্রপল্লী হয়।
যাহারে শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া লোকে কয় ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং

ব্যাঘ্রপাদাশ্রম আসীৎ পুরা যদ্গৌড়মণ্ডলে।
তদেব সজ্জনৈঃ সেব্যং বাঘ্নাপল্ল্যাখ্যপট্টকং ॥ ২৭৯ ॥

ব্যাঘ্রপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রভু গোপীশ্বর।—
ভার্য্যা সহ রামকৃষ্ণ দ্বারে নিরন্তর ॥—
ত্রিশূল ধারণ করি করেন বিরাজ।
যাঁহার ভয়েতে ভীত মানব সমাজ ॥

তথাহি শ্রীপ্রেমদাস মিশ্রেণোক্তং।

জাহ্নবী সহিতো রামো গত্বা বৃন্দাবনং পরং।
আনীয় শ্রীরামকৃষ্ণৌ গৌড়ে ব্যাঘ্রপাদাশ্রমে।
সমুদ্ধৃত্য মহাব্যাঘ্রং বালুকায়াস্তটে শুভে।
নির্ম্মমে নগরীং দিব্যাং ব্যাঘ্রপল্লীতি সজ্ঞিতাং।
যত্র গোপীশ্বরোদেবো ব্যাঘ্রপাদ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
রামকৃষ্ণাশ্রমাদ্বারাদ্রাজতে সহগৌরীকঃ ॥ ২৮০ ॥

সেই গোপীশ্বর পদে করি নমস্কার।
যিনি কৃপা করি শূল নাশিলা আমার ॥

দুর্লভ বণিক নাম রাঢ় দেশে বাস।
গৌর গুণ গানে যাঁর সর্ব্বদা উল্লাস॥
তিহঁ একদিন আসি প্রভুর চরণে।
সপত্নী সহিত পড়ে ধরণী লুণ্ঠনে॥
গৌর প্রিয় দেখি প্রভু নিজাভয় কর।—
আনন্দে অর্পিলা তাঁর শিরের উপর॥
তবে ত বণিক রাজ কাঁদিয়া কহয়।
মোর শিরে শ্রীচরণ দেহ কৃপাময়॥
বৈশ্যকুলে জন্ম মোর—স্ব কার্য্যের দ্বারে।—
পতিত হইয়া আছি সংসার মাঝারে॥
পাতিত্য শঙ্কায় মোর ছায়া কোন জন।
কভু নাহি স্পর্শে আর নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥

তথাহি শ্রীমদ্বংশীলীলামৃতে।

অহং বৈশ্যকুলোৎপন্নঃ কার্য্যতঃ পতিতঃ প্রভো
দূরাজ্জহতি ছায়াং মে পাতিত্যশঙ্কয়া জনাঃ॥ ২৮১॥

পতিতপাবন-প্রভু তুমি এ সংসারে।
তেঞি সে স্পর্শিলা মোর অঙ্গ শোধিবারে॥
বণিকের বাক্য শুনি কহে প্রভু রাম।
তোমার হৃদয় সদ্মে কৃষ্ণের বিশ্রাম॥
তেঞি সে তোমারে স্পর্শি নিজাঙ্গ শোধিতে।
স্ব-গুণে আইলা এথা মোরে সুখ দিতে॥

অয়ে! অয়ে! বণিগ্বর! না করিহ দুঃখ।
তুয়া অঙ্গ পরশিনু লভিবারে সুখ॥
কৃষ্ণভক্ত পবিত্রাঙ্গ প্রেমানন্দময়।
সেই অঙ্গ স্পর্শে হয় প্রেমানন্দোদয়॥
যোগভ্রষ্ট গণ শুচী শ্রীমান্ ভবনে।—
হরিভক্ত রূপে জন্ম লভে শুভক্ষণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ২৮২॥

যাজ্ঞীকের ভোগ্য স্বর্গে বহু সম্বৎসর।—
অবস্থান করি-এবে ভুবন ভিতর॥—
পবিত্র শ্রীমান্ গৃহে হরিভক্ত রূপে।—
জনম লভিলা তুমি,—কহিনু স্বরূপে॥
বহুশ প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি যেই স্থানে।
তথানুমানাদি সিদ্ধ না হয় বিধানে॥
পূরব হইতে বৈশ্যবংশ কৃষ্ণভক্ত।
গো, ব্রাহ্মণ, দেবাতিথি সেবা অনুরক্ত॥
কংস বধিবারে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে।
মথুরা প্রবেশে যবে নানা লীলা রঙ্গে॥
সেই কালে মৃদুচিত্তা বণিক্পত্নী গণ।
সপতি শ্রীরাম কৃষ্ণে করেন অর্চ্চন॥

কৃষ্ণ দরশন করি বণিগ্‌ভর্য্যাগণে ।—
স্মরোদ্রেকে হইলেন আত্মবিস্মরণে ॥
তাহাতে তাঁদের নীবি—কবরী বন্ধন ।—
বিস্রস্ত হইয়া পড়ে আবেশ কারণ ॥
চিত্রমূর্ত্তি প্রায় সবে হৈলা অবশেষে ।
তোমার বংশের গুণ কহিনু বিশেষে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বিসৃজ্যমাধ্যাবাণ্যা তাং ব্রজন্মার্গে বণিক্‌পথৈঃ ।
নানোপহারতাম্বূলস্রক্‌গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽর্চ্চিতঃ ।
তদ্দর্শন স্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্‌ স্ত্রিয়ঃ ।
বিস্রস্তবাসঃ কবর বলযালেখ্য মূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৮৩ ॥

"স্ত্রিয়ঃ" এই শব্দার্থেতে "বণিগ্‌যোষিতঃ ।"
বৈষ্ণবতোষিণী মধ্যে করিলা আহিত ॥
কংস ধ্বংস করি হরি পত্নী সবাকার ।
সঙ্কল্প পূরাণ,—এই কহিলাম সার ॥
"নাগরী-জন-বল্লভঃ" সেইত কারণে ।—
কৃষ্ণকে কহেন যত ব্রজাঙ্গনা গণে ॥
তুয়া বংশে স্ত্রী-পুরুষ সবে ভক্ত হয় ।
অতএব তুয়া বংশ পবিত্র নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণভক্তি পাতিত্যাদি দোষ করে নাশ ।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে ইহাই প্রকাশ ॥

শ্রীঠাকুর নিত্যানন্দ জানিয়া ইহাই।
উদ্ধারণে উদ্ধারিলা দেখিবারে পাই॥
ধন্য! প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা পারাবার।
"অধম বণিক্ কুল যে কৈলা উদ্ধার॥"
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস্।
"অধম বণিক কুল" করিলা প্রকাশ॥
তাহার তাৎপর্য্য এই শাস্ত্রেতে প্রচার।
স্বকর্ম্মে পতিত যেই "অধমাখ্যা" তার॥
কর্ম্মেতে জন্ময়ে জীব, কর্ম্মেতে মরয়।
কর্ম্মেতে পতিত, কর্ম্মে উচ্চতা লভয়॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
কর্ম্মণৈব চ পাতিত্যং কর্ম্মণোচ্চং পদং ভবেৎ।
কর্ম্মৈব সকলং মূলং তস্মাৎ কর্ম্মং নমাম্যহং॥ ২৮৪॥

যদ্যপিহ নিত্য সিদ্ধ দত্ত মহাশয়।
তথাপিহ নিত্যানন্দ কৃপা হেতু হয়॥
নরলীলানুকরণ উভয়ের এই।
যেই জন বুঝে ইহা ভক্তসুর সেই॥
কেহ কহে "ব্রাত্য" তেঞি "অধম" বলিয়া।
বিজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া॥
ব্রাত্যার্থে সংস্কার হীন, শ্রীসাবিত্রী ভ্রষ্ট।
অতএবাধম তারে শাস্ত্রে কহে স্পষ্ট॥

কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্যে বৈশ্য সবাকার।
পাতিত্য না ঘটে, এই গীতাতে প্রচার॥
"স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি প্রমাণ।
বিজ্ঞগণ যথাস্থানে করুন সন্ধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষা কুশীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশং॥ ২৮৫॥

লৌহকর্ম্ম, রত্নব্যবসায় আদি করি।—
বৈশ্য বৃত্তি হয়,—এই কহিনু বিবরি॥

তথাহি শ্রীপরাশর সংহিতায়াং।

লোহকর্ম্ম তথারত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনং।
বাণিজ্যং কৃষি কর্ম্মাণি বৈশ্য বৃত্তিরুদাহৃতা॥ ২৮৬॥

কার্য্যদ্বারা কারণানুমান সিদ্ধ যৈছে।
ব্যবসায়ে বর্ণ অনুমান সিদ্ধ তৈছে॥
অভাবাদি স্থলে বিপর্য্যয় সিদ্ধ হয়।
স্মৃতি বিশারদগণ এই কথা কয়॥
হট্টে হট্টে যথাগত করিয়া গমন।
কড়ি, স্বর্ণ, রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করণ॥
অর্থ ঋণ দিয়া তার কুশীদ গ্রহণ।
কৃষি, পশুরক্ষা, দান, পূজা, অধ্যয়ন॥
এই সব বৈশ্যবৃত্তি করিনু কীর্ত্তন।
বাণিজ্যে বৈশ্যের দোষ নাহি কদাচন॥

আপন আপন কর্ম্মে অভিরত যারা।
অনায়াসে পরাসিদ্ধি লাভ করে তারা ॥
তথাহি শ্রীমনুসংহিত্যাদৌ।
পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্ পথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্যকৃষিমেবচ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে পরাং ॥ ২৮৭ ॥
কংস, শঙ্খ, গন্ধ, স্বর্ণ-ব্যবসায়ীগণ।—
বৃত্তি অনুসারোপাধি করেন ধারণ ॥
বাণিজ্যকারীর হয় "বণিক" আখ্যান।
শব্দ শাস্ত্র আদি ইথে আছয়ে প্রমাণ ॥
নিরপেক্ষ ভাবে যেই বিচার করয়।
সুবর্ণ বণিকে সেই কভু না নিন্দয় ॥
ওরে বাপ! বাগ্বাহুল্যে নাহি প্রয়োজন।
হীন দৈন্যে সেব নিত্য গোবিন্দ চরণ ॥
গোবিন্দ-পদার-বিন্দ যে করে ভজন।—
হীন কভু নহে সেই,—সেই সর্ব্বোত্তম ॥
তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতেমামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপ যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং ॥২৮৮

সর্ব্বোত্তম বিনা পরাগতি নাহি পায়।
"পরাং গতিং" শব্দে ব্যক্ত এই অভিপ্রায়॥
গোবিন্দ না ভজে যেই সেই হীন হয়।
হীনার্থে "অধম" এই শব্দ শাস্ত্রে কয়॥
কর্ম্ম পাতিত্যাদি দোষ ভক্তের না রহে।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি এই কথা কহে॥
গৌড়বাসী বৈশ্য স্বর্ণ বণিক নিচয়।—
কোন কার্য্য হেতু হৈল পতিত নিশ্চয়॥
হরিভক্তি পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্তোত্তম।
এই বিধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—সর্ব্ব মনোরম॥
হেনমতে বণিকেরে করুণা করিয়া।—
প্রসাদ দিলেন প্রভু সুপাত্র ভরিয়া॥
তবে সে বণিক কহে প্রভুর চরণে।
শ্রীমন্দির দিব আজ্ঞা করুন বদনে॥
প্রভু কন তাহে বাপ! নাহি প্রয়োজন।
অরণ্য কুটীর মোর প্রিয় সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীমৎ-স্বধর্ম্ম-রত প্রায় বৈশ্যগণ।
সেই হেতু "ভূতি" খ্যাতি শাস্ত্রে নিরূপণ॥

তথাহি স্মৃতৌ।

শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ।
ভূতিগুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥ ২৮৯॥

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণেচ্ছা তোমার হৃদয়ে।—
স্বধর্ম্ম নিরত হেতু হইল উদয়ে॥
কিন্তু বাপ! কুঞ্জবনে সদা সর্ব্বক্ষণ।—
রাম-কৃষ্ণে সেবিবারে চায় মোর মন॥
তবে যদি শ্রীদেবের ইচ্ছা কভু হয়।
শ্রীমন্দির হবে তবে জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রীদেবের ইচ্ছা যাহা হইবে তাহাই।
জীবের তাহাতে কোন কর্ত্তৃত্বাদি নাই॥
ইহা শুনি ক্ষুণ্ণমনে শ্রীদুর্ল্লভ রায়।
ভালে করার্পণ করি পত্নীমুখ চায়॥
তিন দিন রহি তবে বণিক প্রবর।
প্রভু আজ্ঞা লঞা যায় আপনার ঘর॥
সপত্নী বণিক-রাজ, প্রভুর কৃপায়।
সংসারে নির্লিপ্ত হঞা সদা কৃষ্ণ গায়॥
হেনমতে প্রভু রাম বহু হীন জনে।
অকাতরে করিলেন কৃপা বিতরণে॥
বণিক্ মোক্ষণ এই যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে পায় সেই গোবিন্দ চরণ॥
হরিভক্ত বণিকের গুণ বর্ণিবারে।
মোর সাধ্য নাহি বৎস! কহিনু তোমারে॥
পরে যাহা হৈল তাহা করহ শ্রবণ।
শান্তিপুর হৈতে প্রভু অদ্বৈত-নন্দন॥

বহু জন সঙ্গে লঞা শ্রীপাটে আইলা।
অচ্যুতে দেখিয়া প্রভু প্রণাম করিলা॥
তবে প্রভু রামচন্দ্রে প্রতি নতি করি।—
অতিশয় স্নেহে ধরে বক্ষের উপরি॥
প্রভু কহে মুঞি ছার-নীচ অতিশয়।
তুয়া স্পর্শ যোগ্য নহি কহিনু নিশ্চয়॥
আমারে প্রণাম প্রভো কর কি কারণ।
দৈন্যতা দেখিয়া কহে অদ্বৈত-নন্দন॥
বিপ্ররাজ হও তুমি-কুলীন প্রধান।
তাহে জাহ্নবীর শিষ্য-পালিত সন্তান॥
রাম-কৃষ্ণ-প্রিয় প্রভু বংশী অবতার।
তোমারে প্রণাম তেঞি করি বার বার॥
অতএব দৈন্য নাহি কর মোর স্থানে।
তুয়া দৈন্য বাক্য মোর বড় লাগে প্রাণে॥
তবে প্রভু রামচন্দ্র অচ্যুত-চরণে।
শ্রীপাটের শুভ বার্ত্তা জিজ্ঞাসে বদনে॥
অচ্যুত কহেন সব কুশলে আছয়।
ভ্রাতৃগণ গুণ তুয়া অবিদিত নয়॥
সেই দুঃখে সদা কাঁদি বিরলে বসিয়া।
এবে সুখ পাই তুয়া বদন হেরিয়া॥
ঠাকুর কহেন প্রভো! কাল ধর্ম্ম সেই।
তাহে দুঃখ না ভাবিহ?—কহিলাম এই॥

তবে রাম-কৃষ্ণে প্রভু অদ্বৈত-নন্দন।—
দরশন করি করে প্রেমাশ্রু বর্ষণ ॥
দণ্ড সম ভূমে পড়ি ভাবেতে লুঠায়।
তাহা দেখি ভক্তগণ করে হায় হায় ॥
তবে প্রভু উঠি কহে সগম্ভীর স্বরে।—
এত দিন লুকাইয়া ছিলে কার ঘরে ॥
লুকান স্বভাব তুহুঁ দুই না ছাড়িলা।
অচ্যুতের ভাব দেখি সবে মুগ্ধ হৈলা ॥
তবে প্রভু ভোজনাদি করি সমাপন।
নবীন নগর শোভা করেন দর্শন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সূর্য্য গেলা অস্তাচল।
আরাত্রিক কাল এল ভুবন মঙ্গল ॥
তবে রামচন্দ্র চন্দ্রাবলী অনুসার।
আরাত্রিক আরম্ভিলা পঞ্চবর্ত্তিকার ॥
ঘৃত-কর্পূরের বর্ত্তি দ্বারে নীরাজন।—
করেন ঠাকুর যথা বিধিতে লিখন ॥
অগ্রে এক বর্ত্তি দ্বারে আরাত্রিক করে।
পরে পঞ্চ বর্ত্তিকাতে গোপীভাব ভরে ॥—
পদতলে চারিবার, নাভিতে দ্বিবার।
শ্রীমুখ-মণ্ডলে একবার সুপ্রচার ॥
সর্ব্ব অঙ্গে সপ্তবার করে নীরাজন।
শ্রীবিষ্ণুর এই ক্রম শাস্ত্রেতে লিখন ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে।

প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিশমানেকবর্ত্তিকং॥

আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণো—
র্দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকং।
সর্ব্বেষু চাঙ্গেষপিসপ্ত বারা—
নারাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ॥ ২৯০॥

তবে শঙ্খ-বস্ত্র তবে পুষ্প নীরাজন।—
করিলেন রামচন্দ্র শ্রীবংশী বদন॥
কাঁসর ঝাঁজর আদি বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
জয় জয় রাম-কৃষ্ণ বলে সর্ব্বজন।
প্রেমে নৃত্য করে প্রভু অদ্বৈত-নন্দন॥
আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন শ্রীগৌর মঙ্গল।
রূপ অভিসার আর বিহার যুগল॥
সর্ব্ববিশেষ হরিনাম, রাম-কৃষ্ণ জয়।
হেন মতে সঙ্কীর্ত্তন সম্পূর্ণ করয়॥

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনং।

শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নম।
গোপাল, গোবিন্দ, রাম, শ্রীমধুসূদন,॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, সীতা।
শ্রীগুরু-গোবিন্দ, ভক্ত, ভাগবত, গীতা॥

শ্রীরূপ, স্বরূপ, সনাতন, রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
শ্রীবংশী বদন, হরিদাস, বৃন্দাবন।
গৌরপ্রিয় নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন॥
ইহাঁ সবাকার করি চরণ শরণ।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই সবাকার মুঞি হই অনুদাস।
যাঁদের কৃপায় পূর্ণ হয় অভিলাষ॥
কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব গুরু এই সব জন।
কলি জীব লাগি গৌড়ে দিলা দরশন॥
আনন্দে বলহ হরি!—ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে রামচন্দ্র দাস॥ ২৯১॥
তবে ভোগ নীরাজন সারি রামরায়।
রাম-কৃষ্ণে শুয়াইলা বিচিত্র শয্যায়॥
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করি,—কতক্ষণ!—
ইষ্ট গোষ্ঠি আরম্ভিলা প্রভু দুই জন॥
রহস্য করিয়া কন অদ্বৈত—নন্দন।
ঐছে নীরাজন করি দেবীর দর্শন॥
ঠাকুর কহেন শাস্ত্রে ভিন্ন নীরাজন।—
দেবীর নাহিক কুত্র করিল বর্ণন॥

শ্রীবিষ্ণু দেবের নীরাজনোপলক্ষণে।—
দেবীর আরতি হয় তন্ত্রকার ভণে॥
হেনমতে নানা শাস্ত্র করি আলাপন।
প্রসাদ পাইয়া সবে করেন শয়ন॥
অরুণ উদয়ে সু-মঙ্গলনীরাজন।
গাত্রোত্থান করি করে চৈতন্য-নন্দন॥
মঙ্গল আরতি সারি গুণনিধি রাম।
নিত্য গান সু-মঙ্গলময় হরি নাম॥

ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনং।

হরিহে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধম তারণ॥
জগত তারণ তুমি জগত-জীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ!॥
ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেখিলে নাথ! কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে॥ ২৯২॥
অষ্টকাল ভোগ অষ্টকাল নীরাজন।
প্রতিদিন হয় যথা শাস্ত্রের লিখন॥

সাত দিন রহি পাটে অচ্যুত-ঠাকুর।—
পুনরাগমন করে ধাম-শান্তিপুর ॥
পথ মধ্যে দেখা হয় গৌরীদাস সনে।
দুই জনে প্রেমালাপ করি কতক্ষণে ॥
গৌরীদাস কহে কাঁহা হৈতে আগমন।
প্রভু কন গিয়াছিনু ব্যাঘ্রপাদাশ্রম ॥
গোরীদাস কন তথা কি লাগি গমন।
প্রভু কন আসি তথা জাহ্নবী-নন্দন ॥—
ব্যাঘ্রে হরিনাম দিয়া সেই রম্য স্থানে।—
স্থাপিলা বিচিত্র পাট বাঘ্নাপাড়াখ্যানে ॥
গোকুল হইতে রাম-কৃষ্ণকে আনিলা।
মুনি প্রতিষ্ঠিত গোপীশ্বরে উদ্ধারিলা ॥
বেশী কি বলিব গৌরদাস মহাশয় !।
পাটের তুলনা পাট আর না আছয় ॥
মূর্ত্তিমান প্রেম তথা করিনু দর্শন।
ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! সেই চৈতন্য-নন্দন ॥
শ্রীপাটের মহিমাদি কহনে না যায়।
চণ্ডাল হড্ডিকা আদি রাম-কৃষ্ণ গায় ॥
সবে সব কর্ম্ম রাম-কৃষ্ণের চরণে।—
করিয়াছে সমর্পণ,—করিনু দর্শনে ॥
ব্রজের আশ্চর্য্য ভাব না দেখিল যেই।
সে আসি দেখুক এথা সেই ভাব এই ॥

মোর মনে হয় এই গৌড়ে পুনর্ব্বার।
স্ব-ধাম সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ সখা গৌরীদাস।
প্রেমাশ্রু সহিত কন অচ্যুতের পাশ॥
মুঞি যাইতেছি নব শ্রীপাট দর্শনে।
কৃপা করি যাহ তুমি আমার ভবনে॥
তবে পরস্পর নতি করি পরস্পরে।--
নিজ নিজ গমনীয় স্থানে যাত্রা করে॥
মুহূর্ত্ত মধ্যেতে গৌরপ্রিয়-গৌরীদাস।
উত্তরিলা শ্রীপাটেতে হইয়া উল্লাস॥
গৌরীদাসে দেখি প্রভু চৈতন্য-নন্দন।
প্রণাম করিয়া প্রেমে করেন রোদন॥
গৌরীদাস গোঁসাঞিরে করিয়া প্রণাম।—
দরশন করে যাঞা কৃষ্ণ-বলরাম॥
প্রভু-গৌরীদাস ভাবে হইয়া মগন।
"অনেক দিনের পরে পাইনু দর্শন॥
এত দিন ভুলেছিনু প্রাণের সখায়।"
হেন কহি গৌরীদাস ধরণী লুঠায়॥
ক্ষণকাল পরে স্থির হইয়া অঙ্গনে।—
বসি ইষ্ট গোষ্ঠি করে শ্রীরামের সনে॥
ঠাকুর সমস্ত তাঁরে করে নিবেদন।
শুনি গৌরীদাস প্রেমে করিলালিঙ্গন॥

গৌরীদাস কন ধন্য! ধন্য! হে রামাই!।
তোমা হৈতে পাইলাম কাণাই-বলাই ॥
তবে ভোজনাদি করি করিয়া বিশ্রামে।
শ্রীঅম্বিকা আইলেন সম্ভাষিয়া রামে ॥
শ্রীপাট অম্বিকা হয় গৌরপ্রিয় স্থান।
গৌর-নিত্যানন্দ ক্রীড়া করে অবিশ্রাম ॥
পরে একদিন প্রভু বিচার করিয়া।
খড়দহে দিলা দুই ভক্ত পাঠাইয়া ॥
দিবসত্রয়ের মধ্যে সেই দুই জনে।—
উপস্থিত হইলেন শ্রীবীর সদনে ॥
সেই দুই ভক্তে দেখি কন প্রভু-বীর।
কাঁহা হৈতে আগমন কহ মোরে স্থির ॥
তবে দুই ভক্ত প্রভু পদে নমস্করি।
শ্রীহস্তে দিলেন পত্র বস্ত্র মুক্ত করি ॥
পত্র পাঠ করি বীরচন্দ্র অভিমানে।—
পাটের বৈষ্ণব গণে করিয়া আহ্বানে ॥
কহিলেন মোর আজ্ঞা করহ শ্রবণ।
বার শত জন শীঘ্র হইয়া মিলন ॥
নূতন শ্রীপাট যেই বাঘ্নপাড়া হয়।
তথায় গমন কর বিলম্ব না সয় ॥
রাত্রি দ্বিপ্রহরে তথা হঞা উপস্থিত।
প্রসাদ মাগিবে আম্র ঝোলের সহিত ॥

তাহা যদি নাহি দেয় তবে সবে তারে।—
ছার খার করিবেক অভিশাপ দ্বারে॥
প্রভুর আদেশ শুনি বৈষ্ণব সকল।
বীর বীর রবে কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল॥
দ্বিতীয় দিবসাতীতে রাত্রি দ্বি-প্রহরে।
পাটে উপস্থিত হৈলা বীর বীর স্বরে॥
বৈষ্ণব সকলে দেখি প্রভু রামরায়।
ভয়ে শিহরিয়া উঠে ভূতগ্রস্ত ন্যায়॥
তবে ভৃত্য গণে কন বৈষ্ণব সকলে।—
বসিতে আসন দেহ ঐছে বটতলে॥
প্রভুর মন্দির হৈতে শত ধনূন্তরে।
সেই বট তরুবর অতি শোভা করে॥
প্রভুর আদেশে ত্বরা করি ভৃত্যগণ।
আসনাদি দিলা অতি করিয়া যতন॥
তবে প্রভু নমস্করি কহেন সকলে।
কৃপা করি কহ মোরে দাদার মঙ্গলে॥
বৈষ্ণব সকলে কন সকল কুশল।
ক্ষুধায় কাতর মোরা দেহি অন্ন-জল॥
আম্র ঝোল সহ অন্ন শীঘ্র সবে দাও।
যদি ক্ষুধা শান্তি আর নিজ শান্তি চাও॥
ঠাকুর কহেন এই পৌষমাস হয়।
এ সময় আম্রফল কোথায় মিলয়॥

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কহে অতি জোড়ে।
এবার দেখিব প্রভু-রামচন্দ্র তোরে॥
এত শুনি রামচন্দ্র করিয়া রোদন।
রাম-কৃষ্ণ-জাহ্ণবীরে করে নিবেদন॥
রামের রোদন হেরি কন তিন জনে।—
ভাবিয়া রোদন কেন কর অকারণে॥
তোমারে নাশিতে বীর শক্তি ধরে নাই।
বকুল বৃক্ষতে আম্র আছে দেখ যাই॥
তবে প্রভু শ্রীমন্দির পশ্চিম বকুলে।—
দেখিলেন মনোহর আম্র ফল ঝুলে॥
তবে ভৃত্যগণে কন পাড় আম্র ফল।
এত শুনি পাড়ে আম্র সেবক সকল॥
শ্রীমতী জাহ্ণবী পাক মুহূর্ত্ত সময়ে।—
সম্পূর্ণ করিলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণে অর্পয়ে॥
বৈষ্ণব সকল তবে ভোজনে বসিল।
অল্প গ্রাসে সকলের উদর ভরিল॥
আর নাহি চাহি সবে কহে বার বার।
ঠাকুর কহেন সেহ দুর্ভাগ্য আমার॥
অনেক ভাগ্যেতে ঘটে বৈষ্ণব সেবন।
কৃপা করি আর কিছু করুন গ্রহণ॥
দৈন্যতা দেখিয়া লাজে বৈষ্ণবের গণ।
অধোমুখ হঞা রহে,—না স্ফুরে বচন॥

তবে সে বৈষ্ণব গণ করি আচমন।—
তাম্বুলাদি সেবনান্তে করিলা শয়ন ॥
পর দিন মধ্যাহ্নেতে প্রসাদ পাইয়া।
ধন্য দোঁহ বীর হাঁকে গগন ভরিয়া ॥
অপরাহ্নে রাম-কৃষ্ণ-রামে নমস্করি।—
গমন করিলা সবে অম্বিকা নগরী ॥
তথা হৈতে ভক্তগণ শ্রীসুখ-সাগরে।—
উপনীত হইলেন মামুজীর ঘরে ॥
তথা সেই রাত্রি সবে করিয়া বিশ্রাম।
পরদিন আসিলেন খড়দহ ধাম ॥
প্রভু বীরচন্দ্র পদে করিয়া প্রণাম।—
কহিলেন দোঁহ বীর সেই প্রভুরাম ॥
বড় লজ্জা পাইলাম যাইয়া তথায়।
কি আর বলিব মোরা তুয়া রাঙ্গা পায় ॥
যাইয়া প্রত্যক্ষে সব করুন দর্শন।
তুয়া ভাই গৌড়ে বসাইলা বৃন্দাবন ॥
সেই গুপ্ত ব্রজ শোভা কি বলিব আর।
মূর্ত্তিমান প্রেম তথা করিছে বিহার ॥
হেনমতে গোসাঞির প্রিয় দাসগণ।
ঠাকুরের পাদপদ্মে করে নিবেদন ॥
জঘন্য ভাবেতে ঐছে বার্ত্তা সমুদয়।
মুরলী বিলাসে কেহ প্রবেশ করায় ॥

বাউল কবির দ্বারা ঐছে ব্যবহার।—
প্রক্ষিপ্ত ভাবেতে হয় বিলাসে প্রচার ॥
এথায় দক্ষিণ হৈতে ভক্ত দুই জন।
দুই ঠাকুরাণী লঞা দিলা দরশন ॥
ভক্ত দুই জন কহে কাঁহা প্রভু রাম।
দাস গণ কহে তাঁরে আছে কিবা কাম ॥
ভক্ত দুই কহে এই রেবতী-রাধিকা।
আমা দুঁহাকার কন্যা প্রাণের অধিকা ॥
ছাড়িয়া দুঁহারে রাম-কৃষ্ণ-রাম সঙ্গে।—
আসিলেন গৌড়ে ব্যাঘ্রপদাশ্রমে রঙ্গে ॥
হেনকালে প্রভু আসি হঞা উপস্থিত।
রেবতী-রাধিকা দেখি হন বিমোহিত ॥
তবে দুই ভক্তে প্রভু করিয়ালিঙ্গন।—
কহিলেন কাঁহা হৈতে শুভ আগমন ॥
তাঁরা কন আইলাম দক্ষিণ হইতে।
রাম-কৃষ্ণ প্রিয়াদ্বয় রাম-কৃষ্ণে দিতে ॥
তবে দুই ঠাকুরাণী লইয়া ঠাকুর।
রাম-কৃষ্ণে দেখাইয়া গেলা অন্তঃপুর ॥
অন্তঃপুরে দুঁহাকার অভিষেক করি।—
রাম-কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে পূজে যুগল সুন্দরী ॥
উভয়ে উভয়ে রাত্রে অভিসার হয়।
সখী-সখাগণ বিনা দেখিতে নারয় ॥

এথা শুভ দিন দেখি বীরচন্দ্র রায়।
বাগ্নাপাড়া যাত্রা করে নমি শ্যাম পায়॥
বহু জন সঙ্গে রঙ্গে তৃতীয় দিবসে।—
উপনীত হন আসি শ্রীপাটে স্ব-রসে॥
দাদা আসিলেন এই শুনিয়া সংবাদে।
অগ্রসর হৈলা রাম মনের আহ্লাদে॥
অর্কারণ্য সন্নিকটে ভৃত্য সহ রঙ্গে।—
মিলিলেন প্রভুরাম প্রভুবীর সঙ্গে॥
দণ্ড সম পড়ে রাম দাদা প্রভু পায়।
উঠাঞিয়া দাদা প্রভু ধরিলা হিয়ায়॥
দুই প্রভু আরম্ভিলা সঘনে রোদন।
তাহা দেখি কাঁদে আর আর ভক্তগণ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে দুয়ে ভক্তগণ সঙ্গে।—
উপনীত হৈলা রাম-কৃষ্ণের ভবনে॥
দুই প্রভু দণ্ডাকার ভূমিতে পড়িয়া।
রাম-কৃষ্ণে নতি করে গড়াগড়ি দিয়া॥
পূজারি প্রসাদী মালা আনিয়া ধরিলা।
আজ্ঞামতে দুঁহাকার শ্রীকণ্ঠে অর্পিলা॥
অগ্রে বীরচন্দ্র কণ্ঠে করিলা অর্পণ।
পরে রাম-কণ্ঠে দিলা করিয়া যতন॥
তবে দুই জনে বসি করে আলাপন।
প্রভু বীর কহে কর সমস্ত কীর্ত্তন॥

রামাই করেন তবে সকল বর্ণন।
বৃন্দাবন গমনাদি ভক্ত সম্মিলন॥
কাম্য বনে গোপীনাথে মাতার মিলন।
রাম-কৃষ্ণ-জাহ্নবীর আদেশ বচন॥
রাম-কৃষ্ণ প্রাপ্তি অভিষেক বিবরণ।
গৌড়ে আগমন বাগ্র্যাদির উদ্ধারণ॥
গোপীশ্বর তত্ত্ব আদি তদীয় স্থাপন।
রেবতী-রাধিকা যৈছে করিলা গমন॥
হেনমতে আদ্যোপান্ত কথা সমুদয়।
প্রভু স্থানে কহিলেন রাম মহাশয়॥
শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র রাম স্কন্ধ ধরি।—
রোদন করিলা বহু মাতৃপদ স্মরি॥
ভক্ত সবে সেই কালোচিত কৃত্য যত।—
সমাপন করিলেন যথা বিধি মত॥
সন্ধ্যা আরাত্রিক তথে আরম্ভ হইল।
ভালি গোরাচাঁদ পদ গাইতে লাগিল॥
কাঁসর-ঝাঁজর-শিঙ্গা-খোল-করতাল।—
দামামা প্রভৃতি বাজে শুনিতে রসাল॥
শ্রীরাম-কৃষ্ণের অগ্রে আরাত্রিক সারি।
তবে ঠাকুরাণী দ্বয়ে করিলা পূজারি॥
অবশেষ গোপীশ্বরে আরতি করিলা।
নিয়ম দেখিয়া বীর সন্তুষ্ট হইলা॥

হেনমতে আরাত্রিক করি সমাপন।
পূর্ব্ব মত আরম্ভিলা লীলাদি কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তনান্তে নানা ভোগ ঠাকুরে অর্পিয়া।
আরাত্রিক সারি আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া॥
অভিসার করিলেন পূজারি গোসাঁই।
কৃষ্ণ মিলে রাই সঙ্গে রেবতী বলাই॥
তবে ভক্ত গণে করি প্রসাদ বণ্টন।
প্রভু বীর-রাম দুয়ে করেন ভোজন॥
এক মাস রহি ধামে বীরচন্দ্র রায়।
প্রেমানন্দ করে যত কহনে না যায়॥
বসন্ত উৎসব দোল লীলা প্রকাশিলা।
তাহাতে আনন্দ যত বিলাসে বর্ণিলা॥
শ্রীবসন্ত পঞ্চমীতে বসন্ত বিহার।—
সমারম্ভ শ্রীপাটের শ্রীকুঞ্জ মাঝার॥
জয় রে জয় রে জয় বসন্ত বিহার।
যুব-যুবতীর কর আনন্দ বিস্তার॥

বসন্ত রাগেন গীয়তে।

অভিনব কুটমল,— গুচ্ছ সমুজ্জ্বল,—
কুঞ্চিত কুন্তল ভার।
প্রণয়িজনেরিত,— বন্দন সৎকৃত,—
চূর্ণিত বরঘন সার॥

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার।
সৌরভ সঙ্কট,— বৃন্দাবনতট,—
বিহিত বসন্ত বিহার॥ ধ্রুঃ॥
অধর বিরাজিত,— মন্দতর স্মিত,—
লোভিত নিজ পরিবার।
চটুল দৃগঞ্চল,— রচিত রসোচ্চল,—
রাধা মদন-বিকার॥
ভুবন বিমোহন,— মঞ্জুল নর্ত্তন,—
গতি বল্গিত মণিহার।
নিজ বল্লভ জন,— সুহৃৎ সনাতন,—
চিত্তবিহরদবতার॥ ২৯৪॥

পদং।

হে নন্দকুমার! তুয়া পদে নিবেদন।
সর্ব্বলোকে জয়-যুক্ত তুমি সর্ব্বক্ষণ॥
অভিনব মনোহর মুকুলমালায়।
তদীয় কুঞ্চিত কেশভার শোভা পায়॥
তাহাতে প্রণয়ি দত্ত আবির মিশ্রিত।
ঘনসারবর হইতেছে সুশোভিত॥ ধ্রুঃ॥
পরম সুন্দর! হে নন্দকুমার।
জয়-যুক্ত তুমি গোকুল মাঝার॥
সুগন্ধ-পূরিত নিত্য-বৃন্দাবনে।
বসন্ত বিহার কর সর্ব্বক্ষণে॥

ধন্যা সেই রাধা ধন্যা গোপীগণ।
যাঁ সবা সংহতি ক্রীড়া অনুপম॥
হে নাগর! নিজাধর বিরাজিতে।—
অমৃত ক্ষরিত মন্দতর-স্মিতে॥—
লোভান্বিত করিয়াছ নিজ জনে।
চটুল চঞ্চল অপাঙ্গ ঈক্ষণে॥—
অনুরাগপরা শ্রীমতী রাধার।—
উৎপাদন কর মদন-বিকার॥
ভুবন মোহন নর্ত্তনে তোমার।
কণ্ঠমণিমালা দোলে অনিবার॥
হে নিজ বল্লভ জন প্রিয়োত্তম।
সনাতন হৃদে ক্রীড় অনুপম!॥
সনাতন শ্রীচরণ করি সার।
এ বিপিন গায় বসন্ত বিহার॥ ২৯৫॥

শ্রীমদ্বিদ্যাপতিনোক্তং।

আওল ঋতুপতি রাজ-বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেম দণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥

মৌলী রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ-ঝিল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ,—অশোক দল বাণ॥
কিংশুক-লবঙ্গ লতা এক সঙ্গ।—
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল।
শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন প্রদান॥
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ২৯৬॥

শ্রীজ্ঞানদাসেনোক্তঞ্চ।

আওল রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই-কাণু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত-অলিকুল ধাব।
মদন মহোৎসব পিককুল রাব॥

দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহুঁ শিখর কোর ॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত ॥
সরোবর সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস বাহা এহা ॥ ২৯৭ ॥

পদং।

কিবাশ্চর্য্য বসন্ত বিলাস।
বৃন্দাবনে নব নব পরকাশ ॥ ধ্রুঃ ॥
সরস বসন্তে সহিত সঙ্গিনী।
প্রেম উন্মাদিনী—শ্রীরাস রঙ্গিণী ॥
ব্রজ বিলাসিনী—সবার অধিকা।
গোবিন্দ-মোহিনী শ্রীমতী রাধিকা ॥
বাসন্তী কুসুম জিনিয়া যাঁহার।—
সুকোমলঅঙ্গান্বিত গন্ধসার ॥
সেই শ্রীরাধিকা শ্রীগোবিন্দ সঙ্গে।
বিপিন ভ্রমণ করি রতিরঙ্গে ॥
বিশাল নিতম্ব জনিত ভ্রমণে।—
কাতর হইয়া হেরে সখীগণে ॥
মদন ব্যাধির বিক্রম চিন্তায়।—
ব্যাকুল হইয়া ইতি উতি চায় ॥

তাহে প্রেম জ্বালা বাড়িয়া উঠিল।
কোন সখী তবে কহিতে লাগিল॥
হের প্রিয় সখি! মেলিয়া নয়ন।
ললিত লবঙ্গলতা ঘন ঘন॥
মলয়ানিলের পাইয়ালিঙ্গন।
চিত্র নবাকার ধরিয়া কেমন॥—
নয়নরঞ্জন করিছে সবার।
মরি মরি কিবা বসন্ত বাহার॥
অলিকুল রবে কোকিলের স্বর।—
মিলিয়া জুড়ায় শ্রবণ-বিবর॥
এ হেন মধুর বসন্ত সময়ে।
যুবতী সহিত অটল হৃদয়ে॥
বিলাস করিছে বিলাসী নাগর!
সতালে নাচিছে মন-প্রাণহর॥
হায় হায় সখি! বসন্ত সময়।—
বিরহী অন্তরে করে দুঃখোদয়॥
প্রোষিতভর্তৃকা প্রেম-উন্মত্তা।—
যুবতী নিচয় ছাড়ি আন কথা॥
মদন ব্যথায় ব্যথিত হইয়া।—
বিলাপ করিছে সঙ্গিনী লইয়া॥
স্ফুটিত বকুল তরুর উপরে।—
ভ্রমরা বিহরে গুণ-গুণ স্বরে॥

ভাবুক ভাবিনী হৃদয় তাহায়।—
আকুল করিছে,—কহিনু তোমায়॥
নব কিশলয়ে তমাল প্রবর।—
কস্তুরি সৌরভ শ্যায় নিরন্তর॥
সুগন্ধ বিস্তার করিছে সদাই।
বসন্ত সময়ে বলিহারি যাই॥
কিংশুক কোড়ক কাম নাখাকারে।
যুবক-যুবতী হৃদয় বিদারে॥
বসন্তে ভূপতি মদন দুরন্ত।
শির ছত্র তার কেশর ফুটন্ত॥
ভ্রমর বেষ্টিত পাটলীর ফুল।—
বিলাস তূণীর যাহার অতুল॥
ঋতুরাজাগমে সরব জনার।—
লাজ দূরগত,—কি কহব আর॥
তরুণ-করুণ তরু সমুদয়।—
কুসুম উদ্গমচ্ছলেতে হাসয়॥
বিরহিণী সবে বধের কারণ।
অস্ত্রাকৃতি মুখে কেতকী এখন॥—
চারি দিকে দন্ত বিকাশ করিয়া।—
হাসিতেছে যেন দাম্ভিকা হইয়া॥
বাসন্তী ফুলের চিত্র পরিমলে।
ললিতাদি করি কুসুম সকলে॥

নিজ নিজ গন্ধ দ্বারা ঋতুরাজে।—
অতি গন্ধান্বিত করিয়া বিরাজে॥
মুনিগণ মন-বিমোহনকরী।
এ হেন বসন্ত কাল সহচরি!॥
মধুর বসন্ত যুব-যুবতীর।
অকপট বন্ধু,—কহিলাম স্থির॥
চূত-মাধবীর পাঞা আলিঙ্গনে।—
পুলকে মুকুল করিলা ধারণে॥
যমুনা বেষ্টিত এ ব্রজ মাঝারে।
আনন্দ অন্তরে বিজন কান্তারে॥
বিহার করিছে শ্রীনন্দ-নন্দন।
দেখ দেখ সখি! মেলিয়া নয়ন॥
শ্রীমতী রাধার কন্দর্প বিকার।—
কবি জয়দেব বর্ণিত অপার॥
সরস বাসন্তী বিপিন বর্ণন।
শ্রীহরি-চরণ করায় স্মরণ॥
জয়দেব পদ করিয়া আশ্রয়।
বিপিন বসন্ত বর্ণন করয়॥ ২৯৮॥

বসন্ত রাগঃ।

মরি মরি বসন্ত বাহার কিয়ে।
মদনে মাতল যুবক-যুবতী হিয়ে॥ ধ্রুঃ॥

বি　বিজয় বসন্ত কাল বিজয় গোপাল।
বিজয় কাননে ভ্রমে যেন মাতোয়াল ॥
পি　পিহিত মাধবী লতা অশোক কানন।
মুকুলিত আম্রতরু সাক্ষাৎ মদন ॥
ন　নবীন পল্লবে শোভে সুরতরু চয়।
স্ফুটিত কিংশুক সুখ প্রদান করয় ॥
বি　বিভোর হইয়া অলি ফুলমধু খায়।
গুণরবে ভাবুকের শ্রবণ জুড়ায় ॥
হা　হান-হান রবে ধায় দক্ষিণ পবন।
কুহু-কুহু-কুহু স্বরে ডাকে পীকগণ ॥
রি　রিরংসু হইয়া কুঞ্জে রসিক-নাগর।
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে নিরন্তর ॥
গো　গোপরমাগণ বুঝি নাগরের মন।
হাব-ভাব উঘাড়িয়া হাসে ঘন ঘন ॥
স্বা　স্বাগত-স্বাগত বলি নাগরে ডাকয়।
নটবর-সুনাগর মুচকি হাসয় ॥
মি　মিলল রসিকবর গোপ-রমা সনে।
প্রেমানন্দে হরি হরি বল সর্ব্ব জনে ॥
দাঁ　দাঁড়ায়ে কুঞ্জের পাশে বিলাস মঞ্জরী।
নাগরে কহেন শুন নিবেদন করি ॥
ধা　ধামনিধি তুমি শ্যাম! সর্ব্বলোকে কয়।
গিরিবর ধরা তার প্রমাণ আছয় ॥

ম মঝু সবাকার ভাগ্যে ধামনিধি নহ।
সত্য কি না এই কথা প্রকাশিয়া কহ॥
শ্রী শ্রীবিজয়া শ্রী-তোমার কারণে এ বনে।—
সকল করিয়া বাম করিলা-গমনে॥
পা পাবনী-লাবণী তার ছুঁইয়া তোমায়।
কালিমা-কলঙ্ক পূর্ণা হইল ধরায়॥
ট টল হীন তুমি, কত ঠমক বা জান।
বাজায়ে মোহন বাঁশী বনে টেনে আন॥
বা বাগুরিক সম হেরি করম তোমার।
আঁখি শরে মন-মৃগী বিঁধ অবলার॥
ঘ ঘনার্পণ করি হরি তোমার চরণে।
এবে মোরা প্রাণে মরি না বুঝি কারণে॥
না নারী বধে কিছু ভয় নাহিক তোমার।
সাক্ষাৎ দেখিনু তাহা কি কহিব আর॥
পা পাহি পাহি পাহি শ্যাম!! এ অবলা গণে।
বার বার নিবেদন রাতুল চরণে॥
ড়া ডাক দিয়া আনি বনে করহ বঞ্চনা।
বুঝিতে না পারি হরি তোমার ছলনা॥
। দারুণ অন্তর তব দেখিবারে পাই।
আশা দিয়া হীন আশা করহে কাণাই॥
ডা ডাকিতে ডাকিতে তোমা প্রাণান্ত হইল।
তথাপি তোমার কিছু করুণা নহিল॥

ক কঠিন হৃদয় তুয়া কঠিনীর প্রায়।
বেদ-বিধি-পুরাণাদি এই কথা গায়॥
ঐ ঐ ঐ কৈ কৈ এই এই সদা বলি মুখে।
কিন্তু তুমি কোথা রহ আপনার সুখে॥
। দাঁড়ায়ে কদম্বতলে সঙ্কেত করিয়া।
টানিয়া কাননে আন বাঁশী বাজাইয়া॥
জি জিনিব জিনিব তোমা মনে করি আশ।
কিসে যে জিনিব তাই ভাবিয়া হতাশ॥
লা লাবণ্য দেখায়ে তুমি হও হে গোপন।
ইহা কি উচিত তব শ্যাম নবঘন॥
ব বঞ্চকের শিরোমণি তছু সম নাই।
বিজ্ঞজন মুখে এই শুনিবারে পাই॥
র রসিত করিয়া চিত্ত না কর সঙ্গম?
এ কেমন রীতি তুয়া কহ প্রিয়োত্তম॥
ধ ধরম করম নাথ! করিয়া বর্জ্জন।
তোমার পদারবিন্দে লয়েছি শরণ॥
মা মান বা না মান তুমি মধু এই বাণী।
মোরা কিন্তু তোমা বিনু কিছুই না জানি॥
ন নয়নের তারা তুমি নন্দন-রঞ্জন।
তোমা বিনু অন্ধকার দেখিয়ে ভুবন॥
। দামিনী দমন রুচি শ্রীমতী তোমার।
গৃহে রহি তোমা লাগি কাঁদে অনিবার॥

বিপিন বিহারি কহে কিবা বল আর।
কাল যেই জন তার ঐছে ব্যবহার ॥
তথাপিহ নামাক্ষর আদি কাল পায়।
সতুলসী সুঁপিয়াছি,—কহিনু তোমায় ॥
কাল বিনা অন্য আর কিছুই না জানি।
তোমারে কহিনু এই প্রাণের কাহিনী ॥
দিবা-সন্ধ্যা জ্ঞান নাই সদা কাল হেরি ;
কালা কাল হঞা মোরে রহিয়াছে ঘেড়ি ॥
বিপিন বিহারি কহে দুঃখ পরিহরি।
সুখে দুঃখে ভজ কালা দিব বিভাবরী ॥ ২৯৯ ॥
বসন্ত বর্ণন দোলোৎসব বিবরণ।
শ্রবণ করহ কর্ণ-মন রসায়ন ॥

বসন্ত রাগঃ।

ঋতুরাজার্পিত তোষত অঙ্গং।
রাধে ভজ বৃন্দাবন রঙ্গং ॥ ধ্রুঃ ॥
মলয়ানিলগুরু শিক্ষিত লাস্যা।
নটতি লতাপতিরুজ্জ্বলহাস্যা ॥
পিক ভণিরিত বাদয়তি মৃদঙ্গং।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গং ॥
গায়তি ভৃঙ্গ ঘটাদ্ভুত শীলা।
মম বংশীবসনাত লীলা ॥ ৩০০ ॥

পদং।

সখি ! দেখ বৃন্দাবন শোভা।
যুবক-যুবতীগণ প্রাণ-মন-লোভা॥ ধ্রুঃ॥
ঋতুরাজাগমে নব বৃন্দাবন।—
উজ্জ্বল শোভিত উজ্জ্বল বরণ॥
সুমধুর হাস্য করি বিকীরণ।
তালে-তালে নাচে তরু-লতাগণ॥—
গুরু সম হঞা বসন্ত সমীর।
নর্ত্তন শিখায় সকলে সুধীর॥
পিককুল-ধ্বনি মৃদঙ্গ বাদন।
তরু-লতা আদি করিছে শ্রবণ॥
বংশী সমাশ্চর্য্য স্বভাব ভ্রমরে।--
সনাতন লীলা সুখে গান করে॥
বিপিন বিপিন বিহারি চরণে।—
বসন্ত বর্ণন করে নিবেদনে॥ ৩০১॥

বসন্ত রাগঃ।

আজু বিপিনে নাহি আনন্দ ওর।
হোরি মহারাসরস পানে সবে ভোর॥ ধ্রুঃ॥
সমাগত ঋতুপতি প্রমোদ বসন্ত।
ফুটিল মাধবী-কিংশুক শোভন্ত॥
কোকিল পঞ্চম গায় বসিয়া রসালে।
শুক-শারী করে গান নবীন তমালে॥

মধু লোভে অলিকুল গুণ-গুণ স্বরে।
ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ে কুসুম উপরে ॥
শন্ শন্ বেগে ধায় সরস পবন।
থর-থর-থর কাঁপে বিরহিণী গণ ॥
ঝর-ঝর ঝরে মধু পূরণীর ফুলে।
বায়স আনন্দে পিয়ে কালচঞ্চু তুলে ॥
রসাল মুকুলে বসি সরঘা-বিসর।—
মনের সুখেতে মধু পিয়ে নিরন্তর ॥
শিরিষ কুসুম আর পরিজাতাশোক।—
শোভায় করয়ে মুগ্ধ জগতের লোক ॥
নবীন পল্লবে শোভে তরু-লতাগণ।
বিলোপরি পদ্মাগম দিল দরশন ॥
মলয় অনিলে সেই অগম নিকর।—
লহরী সমান যেন ধায় নিরন্তর ॥
নাগ-নাগী গ্রাম ছাড়ি বিল প্রতি ধায়।
জীর্ণত্বচ পরিহরি ধরে নবকায় ॥
রমণী-রমণ সঙ্গ করণ কারণ।—
নানা রূপে অঙ্গ শোভা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
নিশায় উষায় নানা পাখীর ঝঙ্কার।
রসিকা রসিক মন মথে অনিবার ॥
ঝিঁ-ঝিঁ রবে ঝিল্লীগণ শ্রবণ জ্বালায়।
বিরহিণী কর্ণে কর দিয়া করে হায়! ॥

এ হেন বসন্তে রাম-শ্যাম কুঞ্জবনে।
দোললীলা আরম্ভিলা আনন্দিত মনে ॥
ইন্দ্র-বধূ হরি অঙ্কে করিয়া ধারণ।—
অখণ্ড মণ্ডল শশি দিলা দরশন॥
পদ্মিনী-বান্ধব তাহা হেরিয়া নয়নে।
রক্তিম রাগেতে উঠে পূরব গগনে ॥
তাহা দেখি ভয়ে ইন্দু বারুণীর কোলে।—
লুকাবার তরে ধায় হঞা উতরোলে ॥
এমন সময়ে রাম-শ্যাম দোলোপরি।
উঠিলা আনন্দ মনে বীর ভাব ধরি ॥ * ॥

পদং।

হের গো সুন্দরি! শ্রীরাম-মাধবে।
মধুর বসন্তে হোলীকা উৎসবে ॥
স্ব-স্ব কেলী-রস মাধুর্য্য-তরঙ্গে।—
শীতল করেন সখাগণে রঙ্গে ॥
নয়ন-রঞ্জন অরুণ বরণ।—
আবীর মিশ্রিত মলয় চন্দন ॥
হৃদয় কমলে পাইতেছে শোভা।
সরব জনার প্রাণ-মন-লোভা ॥
শ্রীঅঙ্গ-কান্তিতে স্বরূপ-তমালে।—
জয় করি,—রসে গোকুল মাতালে ॥

হের ! হের ! রাম-কানুর বিলাস।
হেরিয়া মদন গণয়ে হতাশ ॥
নিজ সখাগণ শ্রীকর চালিত।—
কাঞ্চন দোলায় কিবা বিরাজিত ॥
বিচলিত অঙ্গ দোলার কারণ।
উরসের মালা দোলে ঘন ঘন ॥
ব্রজের হরিণ লোচনা সবার।—
রচিত রোচন তিলকে দুঁহার ॥—
ভালদেশ অতি হঞাছে উজ্জ্বল।
হেরিয়া মানস সব বিসরল ॥
শশিশোভা জিনি স্মিত হাস্যাননে।
মুগ্ধ করে নব-যুবতীর গণে ॥
স্বনর্ম্ম বিলাস কৌশল পণ্ডিত।—
কুসুম সমূহে কিবা বা মণ্ডিত ॥
বক্ষঃদেশ অতি বিশাল দুঁহার।
ঘূর্ণিত নয়নে চাহে বার ধাঁর ॥
শ্রীরাম-কানুর বসন্ত বিলাস।—
হেরিয়া মদনে লাগল তরাস ॥
প্রণত জনার ভয় বিনশন।
ব্রজজন মনঃসর হংস ধন ॥
সনাতন প্রিয় দুই সনাতন।
বিপিনের হৃদি সরবস ধন ॥ ৩০২ ॥

বিহরতি

গোকুল ! ক্কি মাধুরী হের রে নয়ন ।

:প্রেম করম্বিত, শ্রীর াপরি শোভে শ্রীনন্দ-নন্দন ॥

শৃঙ্গার পণ্ডিতা, উৎ ধুবনরতা সখী সঙ্গে ।

ধৃত চারুতর, অঙ্গুলি বী শ্যামে দোলাইছে রঙ্গে ॥

নবীন মৃগাঙ্ক, জিনি

পদং ।

আবীর ছোড়ত যুবতী নিচয় ।
চামর ব্যজন ললিতা করয় ॥
আবীর উড়ত নিধুবন ভরি ।
মধুর হাসত বিদগধ হরি ॥
শুক শারী পিক সব লালে লাল ।
ভ্রমর গায়ত সুমধুর ভাল ॥
ধরণী ধরত জাবক বরণ ।
রকত বরণ তরু-লতা গণ ॥
অরুণ বরণ সকল নেহারি ।
মদন ভাগল নিধুবন ছাড়ি ॥
চঞ্চল কমলোপরি ভ্রমর আকার ।
অমল কমল সম দোলার মাঝার ॥ ধ্রুঃ ॥
লাল নন্দলাল সুশোভিত ভেল ।
হরিষে হানয়ে স্ব-নয়ন শেল ॥
তুঙ্গবিদ্যা আদি দেয় করতালী ।
আনন্দে মগন ঘন-বনমালী ॥

রসিকা বিশাখা আদির বিলাস।
শ্যাম ঠামে নাচে মনেরীশ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বেণু করত।—
কোন কোন সখী বাজরাজিত ॥
ধ্রুপদ-চৌতাল-সঙ্কট-বিরণ।
তালে তালে নাচে কত ঘন ॥
স্মর উদ্দীপক সে নৃত্যাভিনয়।
যাহা হেরি হরি হরিষে মাতয় ॥
সনাতন রস শৃঙ্গার পালক।
বল্লবী হৃদয় সুপরিতোষক ॥
আরণ্য ভূষণে ভূষিত হইয়া।
হোলী রঙ্গে গোপী মানস হরিয়া ॥
মদন দরপ করিয়া দলন।
জয়যুক্ত হরি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
হের রে নয়ন! গোবিন্দের দোল।
ছাড়িয়া সরব ধরমের গোল ॥
সনাতন পদ করিয়া শরণ।
এ বিপিন হোলী রসেতে মগন ॥ ৩০৩ ॥

পদং।

উজ্জ্বল কুসুম সুগন্ধ দিগন্তে।
মধুর শোভিত সরস বসন্তে ॥

বিহরতি হরি নিজ রস রঙ্গে।
গোকুল যুবতী রসবতী সঙ্গে॥ ধ্রুঃ॥

প্রেম করম্বিত, শ্রীরাধা চুম্বিত, মুখ বিধুৎসবশালী।
শৃঙ্গার পণ্ডিতা, উৎসব মণ্ডিতা, চন্দ্রাবলী গুণ পালি॥
ত চারুতর, অঙ্গুলি সুন্দর, নূতন চম্পক হারী।
নবীন মৃগাঙ্কে, জিনিয়া নখাঙ্কে, বিশখোরজবিদারী॥
শ্রীললিতাম্বর, বিহারি সুন্দর, শ্যামাসখী প্রিয়কারী।
নানা রস ভরে, কমলা অন্তরে, বিভ্রমভাব প্রচারী॥
শ্রীভদ্রা সহিত, শৈব্যা বিনিহিত, আবীর-কুঙ্কুমধারী।
নাতন-ঘন, মূরতি মোহন, মদন-মোহনকারী॥
সন্তাগমনে, বৃন্দাবন বনে, ক্রীড়তি যুবতী সঙ্গে।
আবীর-কেশর, শোভিত সুন্দর, অঙ্গানঙ্গ জিনি রঙ্গে॥
চিত্রা বিচিত্রিত, তিলক শোভিত, তাম্বূলে অধর লাল।
দেখ দেখ সখি! মেলি দুই আঁখি, হরি রসে মাতোয়াল॥
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, কিবা অদ্ভুত শোভা রে।
প্রেমের ভিখারী, বিপিন বিহারি, সরবেন্দ্রিয়
লোভা রে॥ ৩০৪॥

বসন্ত রাগঃ।

সারা দিন দোল লীলা করে রাম-হরি।
বেলি অবসানে প্যারী-রেবতী সুন্দরী॥
রাম-শ্যামে আনিবারে মন্দির হইতে।—
নিকুঞ্জে গমন করে যূথের সহিতে॥

রেবতী-রাধার হেরি কুঞ্জে আগমন।
দোলা হৈতে নামিলেন ভাই দুই জন॥
কুঞ্জ মাঝে লঞা নিজ নিজ যূথগণ।
ফাগু খেলে দুই প্রিয়া মনের মতন॥
হারাইয়া রাম-শ্যামে হোরি মহারাসে।—
লঞা যান শ্রীমন্দিরে মনের উল্লাসে॥
প্রিয় যূথ সবে বলে ওহে রাম! হরি।
হাসালে হাসালে ভাল এ হেন নগরী॥
ছি ছি রাম! ছি ছি শ্যাম! লাজ নাহি ধর।
কোন্ বা মুখেতে আর এত হাস্য কর॥
রমণী সমাজ মাঝে হারি মানে যারা।
জারি-জুরি-পরিহাস মিছে করে তারা॥
হোরি মহারাসে রাম-শ্যাম পরাজয়।—
হেরিলা যাঁহারা তাঁরা ধন্য সুনিশ্চয়॥
অভাগা বিপিন ঐছে রাস না দেখিয়া।
শিরে কর হানি কাঁদে ধূলায় পড়িয়া॥
মধুর বসন্তে হরি হরি কান্তা গণে।
কান্তারে ভ্রমেন কেলী-কলা-রস মনে॥

বসন্ত রাগঃ।

বসন্তে বিপিন অন্তরে ক্রীড়ন।
সখী সহ করে মদন মোহন॥

আধ বিকশিত মল্লিকা-বল্লীর।—
ফুলরেণু হরি মলয় সমীর॥—
বিকীর্ণ করিয়া বিপিন অন্তরে।
গন্ধান্বিত করে সূক্ষ্ম পীতাম্বরে॥
কেতকীর ঘ্রাণে বিমুগ্ধ হইয়া।—
কাম সখা বায়ু বেগেতে ধাইয়া॥—
হৃদয় দগধে রতীপ্সু সবার।
বসন্তানিলের কি হঠ বেভার॥
শ্রীখণ্ড শৈলের চন্দন নগের।—
অঙ্কোপরি স্থিত ভুজঙ্গ গণের॥—
নিশ্বাসে বিষাক্ত স্বরূপ হইয়া।—
তুষার সলিলে সিনান লাগিয়া॥—
মলয় মারুত হিমাচল মুখে।
প্রবাহিত হয় যেন কত দুঃখে॥
সরস বসন্তানিল, স্নিগ্ধ হয়।
বিরহী সবার কিন্তু তাপময়॥
"বিষাক্ত স্বরূপ" কারণ তাহার।
প্রিয়া সম্মিলন মন্ত্রৌষধী যার॥
রসাল শাখায় বসি পিকগণ।
মুকুলের শোভা করিয়া দর্শন॥
আনন্দে মধুর কুহু-কুহু রবে।—
মাতায় যুবকে মদন উৎসবে॥

মুকুলের গন্ধে মাতিয়া ভ্রমর।
গুণ-গুণ রবে উড়ে নিরন্তর॥
মধুগন্ধলুব্ধ মধুকর গণে।—
মুকুল উপরে পড়য়ে যখনে॥—
বিকম্পিত হয় মুকুল তখন।
যাহার দর্শনে জুড়ায় নয়ন॥
রসাল শাখায় বসি পিকবর।
স্ব-রবে জ্বালায় পথিক অন্তর॥
কাতরে তখন পথিক নিচয়।
ভাবে প্রিয়ামুখ হইয়া তন্ময়॥
"প্রিয়া মুখপদ্ম জ্বালা নিবারণে।—
মহাশক্তি ধরে এ তিন ভুবনে॥
প্রিয়া কুচ-গিরি স্মরণে অন্তর।—
ধিকি ধিকি জ্বলে জানি নিরন্তর॥
"গিরি বহ্নিমান" তাহার প্রমাণ।
আলভনে কিন্তু জুড়ায় পরাণ॥
মুখ-কুচ ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার।
মুখপদ্মে সুধা কুচে আগি আর॥
তাপ অনুভব কুচ আলভনে।
তথাপি জুড়ায় পরশ-জীবনে॥
সুধার স্মরণে জীবন শীতল।—
পানে হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ বিকল॥"

চিন্তা সমাগমে মুহূর্ত্ত সময়।—
সুখ লভি,—পুনঃ পথিক নিচয়॥
অতি মন দুঃখে বাসর কাটায়।
মধুর বসন্তে বিরহীর দায়॥ *॥
সামাল সামাল বাজে যতি তাল।
রামকিরী রাগ অতি সুরসাল॥ (তূড়ি)
মনলোভা-স্বর্ণপ্রভা-ভূষণে ভূষিতা।
মনোহরা-নীলাম্বরা-কঞ্চুলী মণ্ডিতা॥
ব্রজবালা-ফুলমালা করিয়া ধারণ।
শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে করে বিহরণ॥
অপ্রাকৃত বিহারের বলিহারি যাই।
এমন বিহার আর কোন লোকে নাই॥ ধ্রুঃ॥
চন্দনে চর্চ্চিত নীল কলেবর রে।
ক্ষীণ কটিতটে পাট পীতাম্বর রে॥
কণ্ঠে হেম টিক তাঁর মতিহার রে।
বনমালা সহ শোভে চমৎকার রে॥
শিরে শিখীপুচ্ছ চূড়া শোভা পায় রে।
চন্দ্র ভ্রমে চক্র উড়ে পড়ে তায় রে॥
শ্রবণে কাঞ্চন মকর কুণ্ডল রে।
শ্রীগণ্ড উপরে করে ঝলমল রে॥
বলয়-অঙ্গদ শ্রীকরে শোভিছে রে।
কটিতে কিঙ্কিণী-মেখলা সাজিছে রে॥

চরণে নূপুর ঝমকে বাজিছে রে।—
তদুপরি অলি আনন্দে গাজিছে রে॥
কোন গোপী উচ্চ পয়োধর ভারে রে।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি বারে বারে রে॥
রতি উদ্দীপক সুসংগীত করে রে।
যাহাতে সবার মন-প্রাণ হরে রে॥
কেহ বা কৃষ্ণের বিলাস ঈক্ষণে রে।
মোহিত হইয়া করে দরশনে রে॥
কাম উদ্ভাবক গোবিন্দ বদন রে।
যাহার দর্শনে মোহিত ভুবন রে॥
কোন নিতম্বিনী শ্রীহরি শ্রবণে রে।—
কথনের ছলা করিয়া ধারণে রে॥—
প্রেম পুলকিত হরি চন্দ্রানন রে।—
রতি রসানন্দে করেন চুম্বন রে॥
কেহ বা কৃষ্ণের অঞ্চল ধরিয়া রে।
কৌতুক হৃদয়ে হাসিয়া হাসিয়া রে॥
যমুনার কূলে বেতসি কাননে রে।—
আকর্ষণ করে বিলাস কারণে রে॥
কেহ রাস রসে গোবিন্দ সঙ্গেতে রে।
তালে তালে নাচে নানান রঙ্গেতে রে॥
প্রশংসে শ্রীহরি সেই যুবতীরে রে।
কাহারে বা হরি চুম্বে ধীরে ধীরে রে॥

কাহারে বা ধরি করে আলিঙ্গন রে।
কাহার পাছুতে করেন গমন রে ॥
"রমণী নিতম্বে সুধার সঞ্চার রে।
সুধার বণ্টন নিদর্শন তার রে ॥"
হেনরূপে আত্মরস হরি কুঞ্জে রে।
বসন্তে যুবতী সহ রস ভুঞ্জে রে ॥
জয়দেব গীত এ বন বিহার রে।
ভক্তের মঙ্গল করুক বিস্তার রে ॥
জয়দেব পদ করিয়া শরণ রে।
এ বিপিন গায় বসন্ত বর্ণন রে ॥ ৩০৫ ॥
তবে বীরচন্দ্র প্রভু হইয়া বিদায়।
খড়দহে পুনঃ গেলা যথা শ্যাম রায় ॥
গমনের কালে প্রভু—বীরভদ্র রায়।
রামে আশীর্ব্বাদ ছলে রামকীর্ত্তি গায় ॥
যার কীর্ত্তিগণ হেরি জাহ্নবী লজ্জায়।
দ্রুতগতি ধাঞা সতী সমুদ্রে লুকায় ॥
কিম্বা যার ভক্তি হেরি দনুজাধিরাজ।
পাতালে গমন করে মনে পাঞা লাজ ॥
সেই রামচন্দ্র ভাই জীবনের জয়।
যাহার প্রসাদে লোক কৃষ্ণভক্ত হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বীরভদ্রপ্রভুপাদেনোক্তং।
যৎকীর্ত্তিমণ্ডলং বীক্ষ্য লজ্জমানাসুরাপগা।
জুগোপাত্মনমব্ধ্যাং স রামো জয়তি শ্রিয়া ॥

এবং যদ্ভক্তিমালোক্য দনুজাধিপতিঃ স্বয়ং।
পাতালমগমদ্ধি্রয়া স রামো জয়তি শ্রিয়া॥ ৩০৬॥

শ্যাম ধাম খড়দহ সর্ব্বজনে কয়।
রামকৃষ্ণ ধাম বাল্লাপাড়া সুনিশ্চয়॥
মদন গোপাল ধাম শান্তিপুর জানি।
গৌরধাম নবদ্বীপ বৃন্দাবন মানি॥
দ্বিতীয় বর্ষেতে পুনঃ বীরচন্দ্র রায়।
মাধব মাসেতে আসি শ্রীবাল্লাপাড়ায়॥
পুষ্প দোলোৎসব লীলা প্রকাশ করিলা।
ভক্ত-প্রাণ-মন-আঁখি তাহাতে মজিলা॥

তথাহি ভবিষ্য পুরাণে।

যোঽর্চ্চয়েৎ পুষ্পদোলায়াং সুমনোঽপি জনার্দ্দনং।
স যাতি কল্মষং হিত্বা তৎপদং দেবদুর্ল্লভং।
মাধবে সমনুপ্রাপ্তে রাকাপতি বিরাজিতে।
বর্ষে বর্ষে প্রকুর্ব্বীত পুষ্পদোলা মহোৎসবং॥ ৩০৭॥

অস্তীম বসন্ত কাল গিরীষ মিশাল।
শ্রীখণ্ড শৈলের বায়ু ধায় সুরসাল॥
তালবৃন্ত-পুষ্পবৃন্ত লঞা যুবগণ।
পথো-দ্যান-হর্ম্ম্যোপরি করেন ভ্রমণ॥
মাধবে মাধব প্রিয় পুষ্পদোল রঙ্গ।
শ্রবণ করহ যায় অনঙ্গ বিভঙ্গ॥

বসন্ত রাগঃ।

আজু নিকুঞ্জে নাহি আনন্দ ওর।
ফুলদোল রাসরস পানে সবে ভোর॥ ধ্রুঃ॥
মধুর মাধব মাস মাধব রঞ্জন।
পুষ্পদোল রাসে শোভে নিকুঞ্জ কানন॥
মল্লিকা-যূথিকা-জাতি-চম্পক-রঙ্গণ।
বেদক্রোশ-গন্ধামোদী-রক্তিম কাঞ্চন॥
কুন্দাল-পুন্নাগ-জনি-প্রিয়ক-বকুল।
রজত কাঞ্চন-হেম পুষ্পিকা-বঞ্জুল॥
মহাসহা-কুরবক-কুরুণ্টক-দাসী।
সহচরী-ঝিল্লি-কুরুবক-নিশোল্লাসী॥
শ্বেতকায় গন্ধরাজ-গোলোক চম্পক।
চামেলি-রজনীগন্ধা-কেতকী মোহক॥
অরণ্য মল্লিকা-ভূমি চম্পক শোভন।
কুটজ-তিল্লিকা-কুন্দ চণ্ডাত-মদন॥
কামিনী-সপ্তলানীপ-গোলাপ সুন্দর।
পনসী-চম্পক-মুচুকুন্দ মনোহর॥
রসপূর-কৃষ্ণচূড়-শিরীষ রঞ্জন।
কমলকরবী সর্ব্বজন বিমোহন॥
এই সব বন্য পুষ্পে বনশোভা করে।
অলিকুল মধু পিয়ে আনন্দ অন্তরে॥

সিতাম্ভোজ-কোকনদ-নীলপদ্মোত্থানে।—
সরোবর শোভা করে বিধির বিধানে॥
পদ্মাদির গন্ধ বায়ু করিয়া হরণ।—
তীব্র বেগে নিতি করে বিপিনে ভ্রমণ॥
নবগন্ধরাজোপরি ভ্রমরা-ভ্রমরী।
রতিরস ভরে মাতি জড়াজড়ি করি॥
উলটি পালটি মাখি পরাগ রঞ্জনে।
কাল অঙ্গ ঢাকি শোভে কাঞ্চন বরণে॥
যথা রাধা পদ্মোপরি শ্যাম নবঘন।
রসভরে ক্রীড়া করি অনঙ্গ মোহন॥—
রাধাপদ্ম পরাগেতে নিজ শ্যাম অঙ্গ।—
আবরিয়া গৌররূপে শোভিলা ত্রিভঙ্গ॥
যথা জড়াজড়ি ভাব তথা বিবরণ।—
কভু নাহি রহে এই করি দরশন॥
নবীন পল্লবে বন্য পাদপ নিচয়।
শীতল ছায়ায় তোষে তাপিত হৃদয়॥
পল্লবের ঘনতায় প্রভাকর কর।—
অলপ প্রবেশ করে অরণ্য ভিতর॥
বিহঙ্গম গণ বৃক্ষ শাখার উপরে।
নিজ নিজ রব করে আনন্দ অন্তরে॥
বেলি অবসানে মেঘ উঠিয়া গগনে।—
নিতি নিতি প্রায় করে বারি বরষণে॥

চপলা চঞ্চল ভাবে পয়োধর সঙ্গে।
হাসিয়া হাসিয়া ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে ॥
কামমুগ্ধ নাগ যথা নাগিনীর সনে।—
গর্জ্জন করিয়া ক্রীড়া করে ঘনবনে ॥
সেই ভাবে পয়োধর করিয়া গর্জ্জন।
চপলার সঙ্গে ক্রীড়া করে বিমোহন ॥
ময়ূর-ময়ূরী নব মেঘ দরশনে।—
নৃত্য করে তালে-তালে আনন্দিত মনে ॥
বনে বসি বনপ্রিয় মনে ভাবে এই।
যাইছে আমার প্রভু ঋতুরাজ সেই ॥
পিকে পরিহাস করি কহে আত্মঘোষ।
কেন পিক দেখি তোর চিত্ত অসন্তোষ ॥
পক্কচ্যুতরস পানে হারায়ে স্ব-স্বরে।
বনে লুকাইয়া এবে ভাবিছ অন্তরে ॥
ওহে ভাই পিকবর! কিবা ভাব আর।
তুমি আমি সম এবে?—নহে ভিন্নাকার ॥
একরূপ উভয়ের গরণ-বরণ।
এক বাসা উভয়ের করহ স্মরণ ॥
কেবল কোকিল তোর সুললিত রা।
সেই দম্ভে মৃত্তিকায় নাহি দাও পা ॥
কাকের ব্যঙ্গোক্তি শুনি কহে পিকবর।
আসিবে বসন্ত পুনঃ অবনী ভিতর ॥

তখন তোমার ব্যঙ্গ রহিবে কোথায়।
মিছে আর জ্বালাতন করোনা আমায়॥
চিরদিন এক ভাবে কার নাহি যায়।
বিধির নিয়ম এই মহাজনে গায়॥
বসন্তে শাপিলা মোরে বিরিহণী গণ।
তেঞি মোর হেন দশা করিছ দর্শন॥
সকান্ত-কান্তার আশীর্ব্বাদে পুনর্ব্বার।
সুমধুর কুহুস্বর হইবে আমার॥
সবাকার প্রিয় আমি বসন্তানুচর।
সবার অপ্রিয় তুই যমের কিঙ্কর॥
পক্কচ্যুত-জম্বুরস এবে করি পান।
বড় অভিমান তোর হইয়াছে কাণ॥
হেনমতে পিক কাক বিপিন অন্তরে।—
দ্বন্দ্ব করে নিতি নিতি গরিমার ভরে॥
ভিন্ন ভাবে রহি সরোবর তীরোপরে।
রজনীতে চকা-চকী কহে খেদ করে॥
নিশা বিরহিণী চক্রবাকী চক্রে কয়।
বিধি বড় অরসিক জানিনু নিশ্চয়॥
নিশায় কান্তার সহ বিচ্ছেদ ঘটায়।
হেন বিধি সেই বিধি পাইল কোথায়॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বিধে! কি বলিব আর।
তোর হৃদি-শির চারি বড়ই অসার॥

হেনমতে চক্রবাকী বিধিরে নিন্দিয়া।
চক্রবাকে ডাকি কহে কাতর হইয়া ॥
ওহে প্রিয় চক্রবাক! করি নিবেদন।
হেন দুঃখে কি প্রকারে ধরিব জীবন ॥
চক্রবাক কহে শুন প্রিয়ে চক্রবাকী।
বিধির বিধান এই ভুলে গেলে নাকি ॥
চক্রবাকী কহে বিধি মরুক পুড়িয়া।
এস এস এস প্রিয়! মিলহ আসিয়া ॥
চক্রবাক কহে কর্ম্মে ঘটাবে ইহাই।
চক্রবাকী কহে করমের মুখে ছাই ॥
চক্রবাক কহে তাহা তুমি নাহি জান।
চক্রবাকী কহে তুমি কর্ম্ম কেন মান ॥
অনুরাগ থাকে যার হৃদয় মাঝারে।
বল নাথ! কর্ম্ম তার কি করিতে পারে ॥
অনুরাগ বাঘ ভয়ে কর্ম্ম দূরে যায়।
নারীজাতি হঞা এই কহিনু তোমায় ॥
চক্রবাক কহে যাহা কহিলে তা সত্য।
তথাপি মিলনে দুঃখ বাড়িবে অকথ্য ॥
মিলিয়াত্মারাম সম রহাপেক্ষা প্রিয়ে।
বিচ্ছেদ অবশ্য ভাল বুঝ মন দিয়ে ॥
সুখকরী বিভাবরী হয় সবাকার।
বিষধরী বিভাবরী তোমার আমার ॥

তবে চক্রবাকী কহে ব্যাকুল হইয়া।
কবে মৃগবধাজীব করুণা করিয়া॥
তোমায় আমায় ধরি অভিন্ন পিঞ্জরে।--
রাখিবে আহার দিয়া আপনার ঘরে॥
সে দিন জানিব ব্যাধ বিধি হৈতে ভাল।
নহিলে নাশুক মোরে নিরদয় কাল॥
চক্রবাক কহে প্রিয়ে! মিছা খেদ আর।
দিবসে রজনী জানি করিহ বিহার॥
চক্রবাকী কহে নাথ অভাবে স্বভাবে।
গরজে সবাই নাশে সময় প্রভাবে॥
"গরজে গেয়ান হরে" শুনিবারে পাই।
গরজ বালাই বড় গরজ বালাই॥
চক্রবাক বলে প্রিয়ে কি করিবে বল।
তোমার আমার এই করমের ফল॥
চক্রবাক-চক্রবাকী বিভিন্ন ভাবেতে।
এইমত খেদ করে রজনী কালেতে॥
ঝিল্লীগণ ঝিঁঝিঁ রবে নিঁদ বাধ করে।
বিরহী সিথান ধরি ব্যাকুল অন্তরে॥
দক্ষিণ পবন ধায় শন্ শন্ রবে।
থর থর থর কাঁপে বিরহিণী সবে॥
বসন্ত অনিল সর্ব্বজন প্রিয়কর।
কেবল বিরহী পক্ষে সান্নিপাতজ্বর॥

কুহু-কুহু রবে ডাকে বসন্তানুচর।
বিরহী সবার প্রাণ করে ধড়্ ফড়্॥
সুখকরী বিভাবরী সকান্ত কান্তার।
ভীমকরী বিভাবরী বিরহী সবার॥
এ হেন অস্তীমাসন্ত বসন্ত সময়।
সু-বিদগ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রিয়া পাশ কয়॥
ওহে প্রিয়ে! এই সেই রম্য বেণু বন।
এই সেই সরোবর উৎপল শোভন॥
এই সেই ফলভারনতাম্রকানন!
এই সেই পুষ্পারাম সারঙ্গ অঙ্গন॥
সেই মত পিককুল ডাকে কুহুস্বরে।
সেই মত ঝিল্লীগণ ঝিঁঝিঁ রব করে॥
সেই মত বহে এই দক্ষিণ পবন।
সেই মত ভাব হৃদে করে উদ্দীপন॥
কিন্তু সেই ভাব দরিদ্রের আশা ন্যায়।—
হৃদে পাইতেছে লয় জলবিম্ব প্রায়॥
সেই এই শয্যা যায় ক্রীড়া মনোহরা।
এক্ষণে শয়ন তায় যেন জীর্ণ মরা॥
সেই আমি সেই তুমি কিন্তু সেই ভাব।
সময় গতিকে প্রিয়ে! সমূলে অভাব॥
সময়ে সকল হয় সময়েতে যায়।
সময় সকল মূল কহিনু তোমায়॥

সেই সব ক্রীড়া-রঙ্গ জাগিছে হৃদয়ে।
আঁখির মিলনে তেঞি হয় সুখোদয়ে॥
এ হেন বসন্ত অন্তে রাধীয় রাকায়।
ফুলদোল আরম্ভিলা রাম-শ্যামরায়॥
অখণ্ড মণ্ডল শশি ইন্দ্রাণী ছাড়িয়া।
মধ্যাকাশে উপনীত হইল আসিয়া॥
হেনকালে নিদ ছাড়ি রাম-কৃষ্ণ রঙ্গে।
ফুলরাস আরম্ভিলা রমাগণ সঙ্গে॥
পশ্চিম কুঞ্জেতে রাস আরম্ভিলা রাম।
উত্তর কুঞ্জেতে শ্যাম অতি অনুপাম॥
রমাগণে ডাকি তবে কহে রাম-কানু।
ফুলরাস হবে যাবন্নাহি উঠে ভানু॥
আর এক কথা শুন বলি তো সবায়।
পণ কিছু এই রাসে করিতে জুয়ায়॥
রমাগণ কহে কর করিবে কি পণ।
তবে এই পণ করে ভাই দুই জন॥
কুসুম কন্দুক মৃদু তোমা সবাকার।
কুচহর ভালোপরি করিব প্রহার॥
দূরেতে বাণাঙ্কে রহি ধ্রুপদের তালে।—
কন্দুক মারিব কুচ শ্রীকণ্ঠের ভালে॥
বাণাঙ্ক ছাড়িয়া পদ তিল পরিমাণে।—
কভু না যাইবে কহি সবা সন্নিধানে॥

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি তবে তো সবারে।—
হৃদয় কমলে ধরি ভ্রমিব কান্তারে॥
হেন পণ শুনি রাম-কানুর বদনে।
হাসিয়া হাসিয়া পণ করে রমাগণে॥
ফুলের গেড়ুয়া করি তোঁহা দুই ভালে।
দূরে রহি নিখেপিব নাচিয়া চৌতালে॥
ধনুঅঙ্ক পরিহরি না যাইবে পা।
না নড়িবে পয়োধর না নড়িবে গা॥
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি তবে দুহাঁ পায়।—
বিনি মূলে দাসী হব কহিনু দুঁহায়॥
হেন পণ করি সুরসিকা রমাগণে।
ফুলরাস আরম্ভিলা রাম-শ্যাম সনে॥
মৃদঙ্গ-মুরজ-বীণা-বেণু-করতাল।— ১
তাল ফলকাদি বাজে শুনিতে রসাল॥
ভ্রমর গায়ক রাসগোষ্ঠেতে হইল।
শুক-শারী রাম-শ্যাম জয় আরম্ভিল॥
ধিনিকিটি-ধিনিকিটি-ধিনিকিটি ধাঁ।
ঝেন্তা-ঝেন্তা-ঝিমি-ঝিমি-ঝম-ঝম ঝাঁ॥
দৃমিক্-দৃমিক্-দ্রিম্-থুম্-থুম্ থাং।
থৈয়া-থৈয়া তাথৈ-তাথৈ-ধিটি-কিটি দ্রাং॥
ঝমক্-ঝমক্-ঝম্-ঝুনু-ঝুনু ঝুং।
থুং থুং থুং থুং থিং থিং থৈয়া থৈ থৈ থৈ থৈ থুং॥

এই সব তালে আর চৌতাল-রসালে।
ধনু অঙ্কোপরি নাচে পা রাখিয়া তালে॥
বাম করে কটিদেশ করিয়া ধারণ।—
নয়ন ঘুরায়ে রঙ্গে নাচে রমাগণ॥
ফুলের গেড়ুয়া ধরি ডাহিন করেতে।—
হাসি হাসি মারে রাম-কানুর ভালেতে॥
বাণাঙ্কে রাখিয়া পদ রাম-কানু তবে।
নয়ন ভঙ্গিমা করি কহে রমা সবে॥
ধনুঅঙ্কে পা রাখিয়া এ রাস সমরে।—
নানা তালে নাচিতেছ নিকুঞ্জ ভিতরে॥
নয়ন চালিছ ভাল ঠমকে-ঠমকে।
স্বেদাম্বু ঝরিছে অঙ্গে ঝলকে-ঝলকে॥
ফুলের গেড়ুয়া ভাল মারিতেছ ভালে।
এবে মোরা মারি দেখি কি ঘটে কপালে॥
এত কহি রাম-কানু নাচিয়া নাচিয়া।—
ফুলের গেড়ুয়া ছুড়ে দূরেতে রহিয়া॥
ছুড়িতে ছুড়িতে ফুল গুলি ভাগ্যফলে।—
যুবতী সবার পড়ে চরণ কমলে॥
হাসিয়া হাসিয়া তবে কহে রমাগণ।
হো-হো-হো হারিলে প্রিয় হারিলে এখন॥
কোন্ বা পণেতে নাথ! পার জিনিবারে।
চির দিন হার পণে ব্যস্ত এ সংসারে॥

হেনমতে রমাগণ রাম-শ্যামে কয়।
শুক-শারী দেয় রাই-রেবতীর জয়॥
তবে রাম রেবতীরে হৃদরে ধরিয়া।—
দোল আরম্ভিলা দোল যানেতে চড়িয়া॥
পশ্চিম কুঞ্জেতে রাস করে কামপাল।
নূপুরের ঝন ঝনি শুনিতে রসাল॥
উত্তর কুঞ্জেতে শ্যাম লইয়া রাধারে।
ফুল দোল আরম্ভিলা যুবতী মাঝারে॥ *

চিত্র পদং।

মরি মরি কিবা শোভা রে।
জগজন মন প্রাণ লোভা রে॥ ধ্রুঃ॥

কুসুম বিপিনে কুসুম দোলা।
কুসুম ভূষিতা যুগল লোলা॥
কুসুম শোভিত ধরণী-কুঞ্জ।
কুসুম রঞ্জিতা গোপিনীপুঞ্জ॥
কুসুম বিলাস পণ্ডিত রাজ।
কুসুমে সাজিয়া রমণী মাঝ॥
রাম-শ্যাম,—দুই কুসুম কুঞ্জে।
কুসুম বিলাস রসহি ভুঞ্জে॥
কুসুম বিলাস হেরিয়া কাম।—
লুকাইল যাঞা রতির ঠাঁম॥

কুসুম গেড়ুয়া-কুসুম মালা।
কুসুম স্তবক ছোড়য়ে বালা॥
কুসুম ধনুতে কুসুম বাণ।—
হানয়ে রসিক শ্রীরাম-শ্যাম॥
কুসুম পবন মৃদুহি ধায়।
কোকিল কাকলি, ভ্রমর গায়॥
কুসুম দোলন—কুসুম রাসে।
ফুল করে রহুঁ বিপিন দাসে॥ ৩০৮॥

নানা ফুলে সুশোভিত দুই দোল যান।
যে দেখিল সেই তার আছয়ে প্রমাণ॥
রমাগণ রাম-শ্যামে করিয়া যুগল।
দোলাইয়া করে স্ব-স্ব-ভাবের সফল॥
দুই কুঞ্জে দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
তা দেখি বিস্ময় ভেল যুবতীর গণ॥
রেবতীর যূথ রাস করে রাম সনে।
শ্যাম সনে করে রাস রাই যূথ গণে॥
দুই কুঞ্জে দুই ভাই পুষ্পদোল রাস।—
রাধীয় রাকায় করিলেন সুপ্রকাশ॥
শ্রীরাম-কৃষ্ণের পুষ্পদোল রাসলীলা।—
যে নাহি দেখিল সেই বৃথা জনমিলা॥
ঐছে পুষ্পদোল রাস না করি দর্শন।
বিপিন বিহারি দুঃখে করয়ে রোদন॥ *

পদং।

মরি মরি রাম-শ্যামে কিবা শোভারে।
জগজন মন প্রাণ আঁখি লোভারে॥ ধ্রুঃ॥

কুসুম কলির চূড়া শিরের উপর।
তার তলে ফুল সিঁথী কিবা মনোহর॥
কুসুমের কানবালা-মকরকুণ্ডল।
শ্রুতিমূলে শোভে যেন অখণ্ড-মণ্ডল॥
কুসুম বলয়াঙ্গদে কর শোভা পায়।
শ্রীকণ্ঠে কুসুম হার নানা মত ভায়॥
নীল-পীত ধড়া বাঁধা কুসুম মালায়।
কুসুম নূপুরাদিতে পদ শোভা পায়॥
কুসুমের শিঙ্গা-বাঁশী রাম-কানু করে।
তাহে অলিকুল পড়ে গুণ-গুণ স্বরে॥
ফুলময় রাম-শ্যাম,—ফুলময় দোলা।
বাম ভাগে শোভে ফুলময় দুই লোলা॥
ফুলময় সখীগণ নাচে গায় রঙ্গে।
তাহা হেরি পুষ্পচাপ পলায় আতঙ্কে॥
বিপিন কহয়ে হেন পুষ্প রাসলীলা।
যিঁহ প্রকাশিলা তিঁহ ভুবন মোহিলা॥ ৩০৯॥
দোলান্তে কয়েক দিন পরে বীররায়।
স্বগণ সহিত পুনঃ খড়দহে যায়॥

এহেন প্রকারে মধ্যে মধ্যে পরস্পরে।—
যাতায়াত করে পাটে আনন্দ অন্তরে ॥
পরস্পর প্রেমানন্দ পরস্পর নতি।
পরস্পর কভু রসবাক্যে যুদ্ধ অতি ॥
মুরলীবিলাস আদি গ্রন্থের ভিতর।—
বীরচন্দ্র মিলনাদি হইবে গোচর ॥
ঐতিহ্যরূপেতে যাহা আছে ব্যবহার।
তাহা মুঞি স্থানে স্থানে করিনু প্রচার ॥
ধাত্রীগ্রাম হৈতে আসি ব্রহ্মচারি দল।
রাম-কৃষ্ণে হেরি প্রেমে করে কোলাহল ॥
শ্রীকুলীনগ্রাম আদি হৈতে ভক্তগণ।
রাম-কৃষ্ণ-গোপীশ্বরে করেন দর্শন ॥
তবে প্রভু রামচন্দ্র কুলীয়া হইতে।
শ্রীশচীনন্দনে আনি সবার সহিতে ॥
শ্রীপাটের ভার তাঁরে করিয়া অর্পণ।
আপনি বিরলে বসি করেন ভজন ॥
তহি মধ্যে শিষ্য করি শাখা বিস্তারিলা।
তহি মধ্যে বহু জীব নিস্তার করিলা ॥
তহি মধ্যে প্রচারিলা দশমূলতত্ত্ব।
তহি মধ্যে প্রকাশিলা ধামের মহত্ত্ব ॥
বহু শাখা বিস্তারিলা গুণনিধি রাম।
তার মধ্যে মুখ্য সকলের কহি নাম ॥

শ্রীরাজবল্লভ আদি প্রভু তিন জন।
বংশ মর্য্যাদাতে হন শাখা মুখ্যতম॥
ঠাকুর শ্রীহরি দাস বাস পানাকরে।
প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহো তিলকার্দ্ধ ধরে॥
ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাভাগ্যবান।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম ভক্তের প্রধান॥
বিপ্রকুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর।
নিবাস শ্রীশালডাঙ্গামনস্থবপুর॥
ঠাকুর গোকুলানন্দ বাস কাঁটাবনি।
ঠাকুর বৈরাগী আর নিবাস উজনী॥
ধামাশের রামচন্দ্র তপোবনে বাস।
অষ্টম ঠাকুর হরি ভুবনে প্রকাশ॥
এই অষ্ট শাখা কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বাচার্য্য।
ইহাঁ সবাকার বাক্য বৈষ্ণবের ধার্য্য॥
শাখাগণ সহ পূর্ব্ব দেশে প্রভু রাম।
গমন করিলা যবে সাধিবারে কাম॥
সেই কালে বৃদ্ধ শ্রীকবীন্দ্র মহাশয়।
আসিয়া প্রভুর পদে চাহিলা আশ্রয়॥
প্রভু কন কৃষ্ণাশ্রয়ে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
অতএব কৃষ্ণাশ্রয় লহ মহাশয়॥
ঠাকুরে আপন বাসে লইবার তরে।
শ্রীকবীন্দ্র মহাশয় বহু যত্ন করে॥

ঠাকুর কহেন যদি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা হয়।
তবে যাত্রান্তরে যাব তোমার আলয় ॥
সেই শ্রীকবীন্দ্র নিজ কাব্যের ভিতরে।
প্রভুর অষ্টম শাখা বন্দে ভাবভরে ॥

তথাহি শ্রীকবীন্দ্রস্য কাব্যে।

শ্রীরাজবল্লভোদেবষ্ঠক্কুরো হরিরেব চ।
বড়ু শ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ।
ঠক্কুরো হরিদাসশ্চকৃষ্ণদাসস্তথৈব চ।
রামচন্দ্রশ্চ রামস্য শাখাহষ্টৌ নমাম্যহং ॥ ৩১০ ॥

এ সব শাখার শিষ্য আদি অনুসার।
ভুবনে হইল বহু প্রশাখা বিস্তার ॥
করুলী প্রভৃতি গণি প্রশাখা ভিতরে।
তথাপিহ শাখা তুল্য মুখ্যের গোচরে ॥
যেই প্রশাখায় শোভে মদন-মোহন।
প্রশাখা হইতে তাহা প্রধানে গণন ॥
ইহার বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
গৌড় ভ্রমণাদি তাঁর করিয়ে বর্ণন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু শিষ্যগণ সনে।
গৌড়সহরেতে গেলা করিয়া কীর্ত্তনে ॥
নবাব সাহেব দেখি প্রভাব প্রভুর।
প্রভুরে সেলাম করি কন সুমধুর ॥

কাঁহাকো নিবাস হয় কাঁহা নাম ধর।
প্রভু কহে নাম "রাম" বাঘ্নাপাড়া ঘর॥
শুনিয়া নবাব অতি হঞা আহ্লাদিত।
পাঁচ পাঞ্জা দিলা তাঁয় ঘড়ীর সহিত॥
কেহ কেহ কহে রাম রঘুরাম সঙ্গে।—
কলহ করিয়া যান গৌড়ে মহারঙ্গে॥
তথায় শ্রীরঘুরামে পরাস্ত করিয়া।
পাঁচ পাঞ্জা-ঘড়ি পান কহি প্রকাশিয়া॥
নবাবের নামাঙ্কিত ঘড়ি ভগ্ন ভাবে।
অদ্যাপি শ্রীপাটে আছে দেখিবারে পাবে॥
কাম সিদ্ধি অন্তে প্রভু দ্বাবিংশ বাসর।—
সহরে রহিয়া শাখা বাড়ান বিস্তর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে প্রভুরাম রায়।
দরশন দিলা আসি শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়॥
তবে রাঢ়দেশ আদি করিয়া ভ্রমণ।
পাটে আসি আরম্ভিলা নিভৃতে ভজন॥
প্রভুর ঐশ্বর্য্য লাগি প্রভুর ভ্রমণ।
নিজৈশ্বর্য্য হেতু তাঁর নহে কদাচন॥
একদিন এক ভক্ত আসি তাঁরে কয়।
মোর মনে ইচ্ছা দিতে এক জলাশয়॥
শুনিয়া গোসাঞি কহে বাসনা তোমার।
অবশ্য হইবে পূর্ণ কহিলাম সার॥

তবে সেই ভক্ত-সিংহ প্রভুর আজ্ঞায়।
বিংশ শত মুদ্রা ধরে গোসাঞির পায়॥
সেই মুদ্রা দ্বারে প্রভু পুষ্করণী করিলা।
সেই পুষ্করণীর নাম "যমুনা" রাখিলা॥
গোসাঞি স্বনামে খাত করেন প্রতিষ্ঠা।
নিষ্কাম সিংহের তাতে বাড়ে ভক্তি-নিষ্ঠা॥
যদ্যপি নির্ম্মিত খাত শ্রীযমুনা হয়।
তথাপি অখাত সেই জানিহ নিশ্চয়॥
প্রতিষ্ঠান্তে স্তব করি চৈতন্য-নন্দন।
রবির কন্যাকে তায় করে আনয়ন॥
এ হেতু অখাত কহে রাম যমুনায়।
বিস্তার বর্ণিলা ইহা শ্রীবংশী-শিক্ষায়॥
বিলাস, শিক্ষায়াস্ফুট রহিল যাহাই।
ঐতিহ্যাদি মতে আমি কহিলাম তাই॥
প্রভুর ভবনোত্তরে শুদ্ধা স্রোতস্বিনী।
শ্রীবালুকাময়ী শোভে সুমন্দ-গামিনী॥
প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট অতি মনোহর।
ব্যাঘ্রপাদ প্রতিষ্ঠিত সবার গোচর॥
বালু তোলা ঘাট তার পশ্চিমে শোভয়।
সেই ঘাটে সর্ব্বলোক পারাপার হয়॥
শ্রীপাট কুলীন গ্রাম গমন সময়।
সেই ঘাটে হৈলা পার শ্রীশচী-তনয়॥

সেইকালে ব্যাঘ্রপাদারণ্য বিবরণ।
কাল ত্রয়াবস্থা ক্রমে করেন কীর্ত্তন॥
সর্ব্বজন বিমোহন বালু তোলা ঘাটে।
পূরবের ভাবে প্রভু মারি মাল সাটে॥
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি ভক্তগণে কয়।
এ বন রহস্য অতি চমৎকার হয়॥
কালে কোন ভক্ত দ্বারা হইবে প্রকাশ।
নিশ্চয় কহিনু এই তোমা সবা পাশ॥
বংশী-লীলামৃত আর শ্রীবংশী-শিক্ষায়।
শ্রীজগদানন্দ আর প্রেমদাস গায়॥
অম্বিকা-নিবাসী সিদ্ধ-ভগবান দাস।
ঐছে বাণী কন মোরে করিয়া প্রকাশ॥
শ্রীমন্দির পশ্চিমেতে শ্রীযমুনা হয়।
যাহার পবিত্র বারি রোগাদি নাশয়॥
এক দিন অপরাহ্নে পূজারি গোসাঁই।
মন্দির খুলিয়া দেখে রাম-কৃষ্ণ নাই॥
কাঁদিয়া পূজারি আসি' কহে প্রভু-পাশ।
শুনিয়া ঠাকুর কন একি সর্ব্বনাশ!॥
চারিদিকে ভক্তগণ খুঁজিতে লাগিল।
শ্রীপাটের কোন ঠাঞি দেখা না পাইল॥
হায়! হায়! করি সবে করেন রোদন।
হেনকালে বেগে আসি কহে একজন॥

দেওরে শ্রীরাম-কৃষ্ণ বটবৃক্ষে রঙ্গে।—
দোল খেলা করিতেছে শিশুগণ সঙ্গে॥
ইহা শুনি দুই প্রভু লঞা ভক্তগণে।—
পার হঞা উত্তরিলা দেওরের বনে॥
যাঞা দেখে রাম-কানু শিশুগণ সঙ্গে।
দোল খেলা করিছেন পূরবের রঙ্গে॥
চতুর্দ্দিকে গোবৎসাদি করে বিচরণ।
দেখি দুই ভাই কাঁদে,—কাঁদে ভক্তগণ॥
তবে রাম্-কৃষ্ণে কোলে লঞা দুই ভাই।
পার হঞা আসিলেন বড় সুখ পাই॥
রবির কিরণে শ্রীশ্রীবদনে দুঁহার।
স্বেদ-বিন্দু ঝরিতেছে মুক্তাফলাকার॥

তথাহি সিদ্ধবাক্যং।

শ্রীবাগ্নাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম।
রবির কিরণে চাঁদমুখে পড়ে ঘাম॥

ঐছে বটতরু বহুকাল গুপ্ত ছিল।
সিদ্ধ-ভগবান্ দাস প্রকাশ করিল॥
তদবধি লোক সব দেওরে যাইয়া।
বংশীবট্ পূজা করে ভকতি লাগিয়া॥
আর একদিন রাম্-কৃষ্ণ দুই ভাই।
মধ্যাহ্নে কৃষকে ভুজা দিলা ক্ষেত্রে যাই॥

প্রকাশ হইল তাহা ভৃত্যগণ দ্বারে।
রামাই চরিত গ্রন্থে ইহাই প্রচারে॥
কৃষকের তরে ভুজা লঞা ভৃত্যগণ।—
ক্ষেত্রে গিয়া কহে ভুজা করহ গ্রহণ॥
কৃষক কহিলা ভুজা এই পাঠাইলা।
পুনঃ কেন ভুজা লঞা আবার আসিলা॥
ভৃত্যগণ কহে ভুজা কেবা আনি দিল।
কৃষক কহয়ে দুই বালক আনিল॥
ভৃত্যগণ কহে দুই বালক কেমন।
কৃষক কহয়ে শ্বেত-কালিয়া বরণ॥
তবে ভৃত্যগণ যাঞা প্রভু-পাশ কয়।
শুনি প্রভু পূজারিরে আদেশ করয়॥
শীঘ্র যাঞা কর শ্রীমন্দির উদ্ঘাটন।
শুনিয়া পূজারি করি নত্ত্ববগাহন॥—
বস্ত্র ত্যজি শ্রীমন্দির উদ্ঘাটন করি।
দেখে কর্দ্দমাক্ত দাঁড়াইয়া রাম-হরি॥
দুই প্রভু যাঞা তাহা করিয়া দর্শন।
"বহাম্যহং" শ্লোক স্মরি করেন রোদন॥
পূজারি গোসাঞি করি শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।
ধৌত বস্ত্র পরাইলা করিয়া রোদন॥
যে ক্ষেত্র যাইয়া রাম-কৃষ্ণ ভুজা দিল।
"বলরাম বেড়া" সেই ক্ষেত্রাখ্যা হইল॥

রামাই-চরিতে ঐছে লীলা সনাতন।
অন্যরূপ প্রকারেতে করিলা বর্ণন॥
প্রেমময়ী লীলা কৈলা যত বৃন্দাবনে।
সেই সব লীলা এথা কহে বিজ্ঞগণে॥
হেনমতে প্রভু রাম স্বানুজের সঙ্গে।
বহু দিন রাম-কৃষ্ণে সেবিয়া সরঙ্গে॥
মহা-মহোৎসব এক করি সমাধান।
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকাদিরে করে বহু দান॥
সকলে সন্তুষ্ট হঞা প্রভুর কল্যাণ।—
গাইতে গাইতে গৃহে করেন পয়ান॥
দক্ষিণ ভ্রমিতে তবে গেলা রামরায়।
পাঁচ পাঞ্জা লঞা বহু ভৃত্য সঙ্গে যায়॥
তথা প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে দেখা হৈল।
বীর কহে এই পাঞ্জা কেবা তোমা দিল॥
প্রভু কন পাঞ্জা-ঘড়ি নবাব অর্পিলা।
ইহা শুনি প্রভু বীর ক্রোধেতে কহিলা॥
এস দুই জনে পাঞ্জা ফেলি নদী জলে।
দেখি কার পাঞ্জা তেজে উজানেতে চলে॥
তবে দুই ভাই পাঞ্জা নদীতে ফেলিল।
ঠাকুর রামের পাঞ্জা উজানে চলিল॥
প্রভু রামচন্দ্র সঙ্গী বৈষ্ণব সকলে।
"জয় রাম কৃষ্ণ" বলি করে কোলাহলে॥

দুই প্রভু করে এই রসের কোন্দল।
প্রকৃত করিয়া বুঝে মূরখ সকল॥
দক্ষিণ ভ্রমণ সারি প্রভু রামরায়।
উপনীত হইলেন শ্রীবাগ্নাপাড়ায়॥
একদিন নিজাত্মজে ডাকি প্রভু কন।
মাসত্রয় পরে মুঞি ছাড়িব জীবন॥
শরীর অনিত্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
শরীর ধ্বংসেতে দুঃখ করে অজ্ঞজন॥
সংযোগ বিয়োগ হেতু ভৌতিক শরীর।
তার নাশে দুঃখ নাহি করে কোন ধীর॥
"অহং জ্ঞান বিমূঢ়াত্মা" যেই যেই জন।
দেহ ধ্বংসে দুঃখে তারা করয়ে রোদন॥
মায়ীক জগত ভাই সব মায়াময়।
মায়াতীত কৃষ্ণ-কৃষ্ণধাম-ভক্ত হয়॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীশচী-নন্দন।
রোদন করিয়া তবে করে নিবেদন॥
আমা হৈতে এই'সেবা কেমনে চলিবে।
প্রভু কন যার সেবা সেই চালাইবে॥
তবে করযোড় করি শ্রীশচী-নন্দন।
প্রভুর চরণে এই করে নিবেদন॥
অত্যন্ত দুর্গম তত্ত্ব গুরুতত্ত্ব যেই।
তাহা প্রকাশিয়া কহ নিবেদন এই॥

শচীর ভারতী শুনি হাসি প্রভু কয়।
গুরুতত্ত্ব কার সাধ্য করিবে নির্ণয়॥
তথাপি শ্রীগুরু-মুখে শুনিলাম যাহা।
তুয়া সন্নিধানে এবে প্রকাশিব তাহা॥
জীবে অনুগ্রহ লাগি ভগবান হরি।
সংসারে ভ্রমণ করে গুরু রূপ ধরি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ৩১১॥

"শ্রীগুরুং পরমাত্মানং" "গুরুং হরিং" আর।
এই বাক্য দ্বারে হরি গুরু একাকার॥
সেই গুরু নররূপে জীবের ভবনে।
ভ্রমণ করেন নিত্য চণ্ডীদাস ভণে॥
"ঘরে ঘরে ফিরে সেই আপন বলিয়া।"
চণ্ডীদাস বাক্য এই দেখহ ভাবিয়া॥
যদ্যপি আমার গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, দাস।
তথাপি জানিয়ে মুঞি কৃষ্ণের প্রকাশ॥
স্বরূপে অভিন্ন,—ভিন্ন ভাবে দেব হরি।
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে খেলে দিবা-বিভাবরী॥
রঘুনাথ দাস আর দাস বৃন্দাবন।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইথে নিদর্শন॥

"কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ" গুরুদেব রঘুনাথ কন।
"কৃষ্ণের প্রকাশ" গুরু কন বৃন্দাবন॥
"গুরু কৃষ্ণ রূপ" এই কহে কৃষ্ণ দাস।
নিত্য সিদ্ধ বাক্য যাহা,—করিনু প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠক্কুরেণোক্তং।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে মুঞি তাঁহার প্রকাশ॥ ৩১২ ॥

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজেনোক্তঞ্চ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের বচনে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥ ৩১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ৩১৪ ॥

আপনি শ্রীমুখে কৃষ্ণ এই কথা কন।
গুরুরূপে ভ্রমি আমি জীবের ভবন॥
আমি সর্ব্বদেবময় যথা বেদ গায়।
গুরু সর্ব্বদেবময় তথার্থে জানায়॥
মনুষ্য-বুদ্ধিতে কভু শ্রীগুরু-চরণে।
অসূয়াদি না করিবে করিনু কীর্ত্তনে॥
একে ত শ্রীমুখ-বাক্য-বিধিলিঙ্ তায়।
কার বা সাহস ইহা অন্যার্থেতে গায়॥

শ্রী "আচার্য্য দেবোভব" শ্রুতিবাক্য দ্বারে।
শ্রীগুরু মনুষ্য নহে কহি বারে বারে ॥
অগ্রে গুরুদেবার্চ্চনা পরে কৃষ্ণার্চ্চন।
অন্যথা অসিদ্ধ রাধাগোবিন্দ পূজন ॥

তথাহি শ্রীমুখবাক্যং।

প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৩১৫ ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন কৃষ্ণাগ্র অর্চ্চনে।
"শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ" তেঞি রঘুনাথ ভণে ॥
"আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোক সন্দর্শনে।
রঘুনাথ ঐছে বাক্য করিলা লিখনে ॥
কৃষ্ণাভিন্ন মূর্ত্তি-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুবর।
বেদ-ভাগবত বাক্যে হয় সুগোচর ॥
"প্রথমং তু গুরুং পূজ্য" এই বাক্য দ্বারে।
সাকল্য সম্ভারে পূজ্য শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥
সাকল্য সম্ভার বিনা পূজা ব্যর্থালাপ।
ব্যর্থালাপ যথা তথা বিজ্ঞ অনুতাপ ॥
আরম্ভ সমাপ্তি বিনা বিধ্যেক বিলোপ।
যাহে স্মৃতিগণ করে অতিশয় কোপ ॥
এসব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
প্রসঙ্গপাইয়া কিছু করিনু কীর্ত্তন ॥

যথা নিজোপাস্য কৃষ্ণে পরাভক্তি জানি।
তথা গুরুদেবে পরাভক্তি এই মানি॥

তথাহি শ্রুতৌ।

যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ॥ ৩১৬॥

যথা শব্দ অর্থে সাম্য, সাদৃশ্যাদি হয়।
এব, এবং, তথেত্যাদি তৎপর্য্যায় কয়॥
তথার্থে নিশ্চয়, সাম্য মেদিন্যাদি কহে।
সাম্য অর্থে সম, তুল্য অর্থ মিথ্যা নহে॥
কিম্বা একস্থানত্বার্থে সাম্য প্রকাশয়।
তোমারে কহিনু এই করিয়া নিশ্চয়॥

তথাহি।

সাম্যস্ত্বেকস্থানত্বং।—ইতি মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং॥ ৩১৭॥

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে চ।

চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥ ৩১৮॥

সমার্থে সাদৃশ্য এই অর্থ যাহা হয়।
অলঙ্কার মতে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের সদৃশ মুখ দৃষ্টান্ত তাহার।
মেরু-চূড়া সম কুচ কবি ব্যবহার॥
চন্দ্র ভিন্ন মুখ এই নিত্য সত্য হয়।
তথাপি তদ্ধর্ম্ম মুখে কিছু বিরাজয়॥

আহ্লাদক আদি করি চন্দ্রগুণ যেই।—
মুখে তাহা কিছু আছে কহিলাম এই॥

তথাহি সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাং।

চন্দ্রভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিমত্বং মুখে চন্দ্রসাদৃশ্যং॥ ৩.৯॥

মেরু-চূড়া ভিন্ন কুচ কেবা নাহি জানে।
তথাপি তাহার কাঠিন্যাদিগুণ জ্ঞানে॥
কুচ-মেরু চূড়া সম কহে কবিগণ।
অলঙ্কার মতে এই সমার্থ গণন॥
অলঙ্কার অনুসারে সমান্তর্থ যাহা।
তত্ত্ব নিরূপণ স্থলে প্রায় বর্জ্জ্য তাহা॥
নতুবা শ্রীভাগবত-বেদ-স্মৃতি আর।
রসাতল গত হয় কহিলাম সার॥
দাম্ভিক বিতণ্ডী গণ ঐছে অর্থ দ্বারে।
গুরুকে মনুষ্য জানি যায় ছারে খারে॥
সংসার সাগর পারে গুরু কর্ণধার।
সেই গুরুদেব প্রতি নরজ্ঞান যার॥
ইহ-পরকালে তার না দেখি মঙ্গল।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু সকল॥
গুর্ব্বাশ্রয় নাহি করি সংসারে যেজন।
শাস্ত্র উক্ত যোগ আদি করিয়া ধারণ॥
সংসার সাগর পার হতে ইচ্ছা করে।
তার সম জ্ঞানহীন নাহি চরাচরে॥

তথাহি শ্রুতিস্তত্যাদৌ।

বিজিত হৃষীক বায়ুভিরদান্ত মনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতি লোল মুপায় খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ণধরা জলধৌ॥

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥৩২০॥

যথা কৃষ্ণে পরাভক্তি কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
তথা গুরু প্রতি এই বেদ-বিধি কয়॥
গুরু-কৃষ্ণে পরাভক্তি সমান যাহার।
সেই ভক্ত স্নিগ্ধ শিষ্য কহিলাম সার॥
শ্রীসচ্চিদানন্দতত্ত্ব জ্ঞাতা সেই জানি।
বেদাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম কহিনু বাখানি॥

তথাহি মৎকৃত.কারিকায়াং।

যস্য কৃষ্ণে পরাভক্তি র্যথাকৃষ্ণে তথাগুরৌ।
সচ্চিদানন্দ ভাবজ্ঞঃ স শিষ্যঃ স্নিগ্ধঃ সম্মতঃ॥ ৩২১॥

এসব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন।
শ্রীগুরুর ভাব আদি করহ শ্রবণ॥
জীব শিক্ষা লাগি কৃষ্ণ গুরুরূপ ধরি।—
জীবেরে শিখান ধর্ম্ম আপনি আচরি॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ,—দাস ভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
জীবের পরম শ্রেয়ঃ করেন সাধন॥

আপনি আপন প্রেষ্ঠ,—দাস ভাব ধরি।
জীবের কল্যাণ সাধে নন্দসুত-হরি॥
তাহাতে প্রমাণ প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি তারিলা ভুবন॥

তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকং।
ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকং॥ ৩২২॥

অগ্রে গুরু পাদাশ্রয় কর্ত্তব্যতা স্থলে।
বেদ-ভাগবত আদি এই কথা বলে॥
বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি ভাব বিশারদ।
সচ্চরিত্র, কৃষ্ণ নিষ্ঠ, শান্ত, দাস্তামদ॥—
সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ, শুদ্ধ, নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণে।—
গুরুত্বে বরণ করিবেক কায়-মনে॥

তথাহি শ্রুতৌ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎ পাণিঃশ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ॥ ৩২৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুক্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতো ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥ ৩২৪॥

"ব্রাহ্মণ আমার তনু" শ্রীমুখ প্রমাণে।
সদ্ব্রাহ্মণ গুর্ব্বাশ্রয় করিবে যতনে॥

তথাহি শ্রীমুখবচনং।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ ॥ ৩২৫ ॥

স্মৃতৌ চ।

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং ॥ ৩২৬ ॥

"বৈ" শব্দ নিশ্চয় অর্থে জানিবে নিশ্চয়।
স্মৃতি শাস্ত্র বিশারদে এই কথা কয় ॥
যথা শাস্ত্র মত এই করিনু প্রকাশ।
যথান্যথা তথা বিজ্ঞজন উপহাস ॥
কৃষ্ণাভিন্ন মূর্ত্তি,—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুবর।
পূর্ব্বে এই কহিয়াছি তোমার গোচর ॥
এ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব সুমধুর।
যেই কিছু বুঝে সেই ভকত চতুর ॥
শ্রী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর।
শিব-ব্রহ্মা আদি করি তাঁহার কিঙ্কর ॥
সদর্থে সন্ধিনীরূপ প্রভু-বলরাম।
চিদর্থেতে জ্ঞানময় নন্দ-সুত শ্যাম ॥
আনন্দার্থে হ্লাদরূপা রাধিকা সুন্দরী।
তিনেতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-শ্রীহরি ॥
সদর্থে সন্ধিনী শক্তি-চিদর্থে সম্বিত।
আনন্দার্থে আহ্লাদিনীশক্তি বেদোদিত ॥
একতত্ত্ব তিন রূপে হয় ভাসমান।
তিনে এক একে তিন কহিনু সন্ধান ॥

কৃষ্ণ শক্তি শ্রীরাধিকা-শ্রীরতিমঞ্জরী।
রাম শক্তি শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী সুন্দরী॥
অনঙ্গমঞ্জরী সম্পূটিকা গ্রন্থ যেই।
তাহাতে বিস্তার ক্রমে কহিয়াছি এই॥
ব্যাস-বৃন্দাবন ঠাকুরের অনুসার।
অনঙ্গমঞ্জরী সম্পূটিকা সুবিস্তার॥
সম্পূটিকা ভিতরেতে শ্রীগুরুর তত্ত্ব।
দেখিতে পাইবে তুমি সহিত মহত্ত্ব॥

তথাহি মৎকৃতানঙ্গমঞ্জরী সম্পূটিকায়াং।

বসুধা জাহ্নবী কান্তং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
অনঙ্গমঞ্জরী রূপমবধোতং নমাম্যহং॥ ৩২৭॥

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দস্কন্ধ,
সেই তনু অনঙ্গমঞ্জরী।
রাধার অনুজা যেই, বলরাম-শক্তি সেই,
গুরুরূপে হন অধিকারী॥
সেবিকা সবার পর, অনঙ্গ অম্বুজে ঘর,
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি-প্রদায়িনী।
তাঁহার অনুগা হৈলে, রাধা-কৃষ্ণ সেবা মিলে,
আর আর যত তত্ত্ব জানি॥

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং।

কৃষ্ণস্য রাধিকা শক্তি রামস্যানঙ্গমঞ্জরী।
এতাবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং হৃদয়ে মম তিষ্ঠতু॥ ৩২৮॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের-শক্তি,　　শাস্ত্র যারে কৈল ভক্তি,
রাম-শক্তি অনঙ্গমঞ্জরী।
কায়-মন-বাক্য ধরি,　　ভজ তাঁরে দৃঢ় করি,
যদি চাহ কিশোর-কিশোরী॥
এসব সাধন ভাই,　　শ্রীগুরু প্রসাদে পাই,
গুরু পাদপদ্মে কর রতি।
দেখি শুনি নাহি ভুল,　　অন্যপথে নাহি চল,
নিজ মতে চাহিয়ে পিরীতি॥

তথাহি শ্রীধরণী-শেষ সম্বাদে।

গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
তৎপ্রকাশ স্বরূপোঽয়ং দ্বিতীয়ো দেহ রূপকঃ॥ ৩২৯॥

রাধা-কৃষ্ণ-বলরাম,　　এক বস্তু-এক ধাম,
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য প্রেমময়।
ইহাতে না কর আন,　　মূর্ত্তি ভেদে তিন নাম,—
শাস্ত্র মতে জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব কহি সার,　　শক্তিতত্ত্ব সুবিচার,
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ নিরূপণ।
শ্রীসচ্চিদানন্দময়,—　　কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সেই তিন শক্তি প্রকটন॥
সৎপদ বলিয়ে নিত্য,　　এই সে পরম তত্ত্ব,—
বলদেব করি এবে জানি।

চিৎজ্ঞান যে পূর্ণ তত্ত্ব,— শুদ্ধ রূপে পরিণত,
সেই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বাখানি ॥
আনন্দ যাহার নাম,— পূর্ণ সুখ-পূর্ণ কাম,
অসম্পূর্ণ যেই পদে নাই ;
আহ্লাদিনী তাঁর নাম, সর্ব্ব শক্তি রসধাম,
সেই বস্তু রাধা বলি গাই ॥
সচ্চিৎ সম্বিৎ যেই, আনন্দ স্বরূপ সেই,
তিন তত্ত্ব মিলি এক তনু ।
রাধা-কৃষ্ণ-বলরাম, রস-ময় রসধাম,
এক বস্তু রূপ মাত্র ভিন্ন ॥
এক্ষণে শুনহ যাঁর,— বাহ্য লীলা অবতার,
কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র প্রকটন ।
পুমাংসেতে সৃষ্টি তান, কৃষ্ণ বিহারের স্থান,
নানা ভাতি করিল রচন ॥
এক বস্তু তিন রূপে, সৃষ্ট্যাদি রচয়ে সুখে,
শ্রীরামের ইচ্ছা যত সব ।
সঙ্কর্ষণ আদি করি, শেষ রূপে অবতরী,—
দেখাইলা অনন্ত বৈভব ॥
দশ মূর্ত্তি ধরি রাম, পূরয়ে কৃষ্ণের কাম,
শুনহ তাহার বিবরণ ।
পাদুকা-চামর-ছত্র,— শয্যাসন-যজ্ঞ সূত্র,—
মন্দির-বাহির বিভূষণ ॥

আর উপাধান রূপ, কৃষ্ণে দেন মহাসুখ,
এই মতে কৃষ্ণ সেবা করে।
অনন্তের লীলা যত, কেবা জানে অভিমত,
কৃষ্ণ সঙ্গে সদাই বিহরে॥

তথাহি তত্রৈব।

শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মরুদ্রাশ্চ সৃষ্টিলীলাদি কারণং।
ইচ্ছয়া বলদেবস্য লীলা নিত্যা ইতি স্মৃতং।
লীলা দ্বিধা স্বরূপা হি বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।
বাহ্যে তু বহু রূপা সা চান্তরী গূঢ় রূপিনী॥ ৩৮০॥

বাহ্য দেহে যেই খেলা, দাস্য-সখ্য-বাল্য-লীলা,
এই সব নিত্য প্রকরণে।
যে যে রূপে লীলা কৈলা, তিন ভাবে আস্বাদিলা,
এবে তার কহি বিবরণে॥
সৎপদ চিৎপদে মিলে, পুংস রূপে কুতূহলে,
তাতে যে যে লীলার প্রচার।
কৌমারেতে বাল্য রস, হঞা মা-বাপের বশ,—
বাল্যরস ভুঞ্জেন অপার॥
এবে শুন কহি আর, পৌগণ্ডের পরচার,
সখা সঙ্গে কৈল যে যে লীলা।
দাস্য-সখ্য আদি রস, যাতে কৃষ্ণ সদা বশ,
সেই রস শাস্ত্রে প্রকাশিলা॥

সখ্য ভাবে দোঁহে সম, দাস্যে দাস্য পরতম,
দোঁহে দোঁহা করে গুরু ভাব।
দোঁহে মাতামাতি রণ, দোঁহে দোঁহা নিষেবন,
এই মত বিহার বিভাব॥
বলদেবে গুরু ভাবে, বিশ্রাম করায় ত্যাগে
অনুরাগে করে কৃষ্ণ সেবা।
বলদেব মহাশয়, আপনি কৃষ্ণ সেবয়,
দোঁহ তত্ব এমত জানিবা॥
বাহ্য দেহে এই খেলা, দাস্য-সখ্য-বাল্য লীলা,
এই সব নিত্য লীলা জানি।
অতি গুহ্য মুখ্য রস, কৃষ্ণ যাহে সদা বশ,
আন জ্ঞানে রামেতে বাখানি॥
মদীশ্বরী শ্রীচরণ, শিরে ধরি সর্ব্বক্ষণ,
তাঁর কৃপা গুণে এ স্মরণ।
দৃশা বৃন্দাবন দাস, যিঁহ সেই বেদব্যাস,
শাস্ত্রে এই করিল বর্ণন॥
বৈষ্ণবের কৃপা বলে, নিতাই চৈতন্য মিলে,
গুরুদেবে হয় শুদ্ধ রতি।
এক বস্তু তিন ধাম, মূর্ত্তি ভেদে তিন নাম,
অভেদার্থে করিহ পিরীতি॥

তথাহি শ্রীধরণী-শেষ সম্বাদে।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী চ শক্তিনাং পরমা মতা।
সদানন্দাংশতো রামঃ পূর্ণরূপ স্বরূপকঃ।

প্রকৃত্যংশেন রামোহসৌ গোলোকাদিকারকঃ।
যত্র বৃন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীড়া কৃষ্ণস্য রাধয়া॥ ৩৩১ ॥

প্রকৃত্যংশে বলরাম,   রচয়ে গোলোক ধাম,
সহস্রাঙ্গ আকৃতি তাহার।
গোকুল তাহার নাম,   বৃন্দাবন সেই ধাম,
রাধা-কৃষ্ণ যাহাতে বিহার॥
সদংশে শ্রীবলরাম,   জগৎকর্ত্তা জগদ্ধাম,
নীলবর্ণ রূপে মিশাইয়া।
কৃষ্ণের যতেক লীলা,   কৃষ্ণ সঙ্গে আচরিলা,
জানি ইহা নিশ্চয় করিয়া॥
শ্বেতবর্ণ তনু যেই,   রোহিণী-নন্দন সেই,
নীল-পট্ট বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম,   মহাপ্রভু-বলরাম,
গোষ্ঠক্রীড়া নায়ক প্রধান॥
শুক্লবর্ণ কলেবর,   বনমালা রত্নকর,
এক কর্ণে রতন কুণ্ডলে।
রত্ন সিংহাসনোপর,—   ত্রিভঙ্গ বিষাণ কর,
গোপী যূথ সঙ্গে কুতূহলে॥

তথাহি তত্রৈব।

রাকারে শ্রীমতীরাধা মকারেমধুসূদনঃ।
দ্বয়োর্ব্বিগ্রহ সংযোগাদ্রাম নাম ভবেৎ কিল॥ ৩৩২ ॥

যথা রাগঃ।

দুই নাম উভয় বিগ্রহ।
তাহে যে যে রসোৎপত্তি, অত্যন্ত অনঙ্গ তথি,
রাম নাম ইহাতে জানিহ ॥ ধ্রুঃ ॥
সর্ব্ব কার্য্যে বলরাম, বলদেব হয় নাম,
বলভদ্র শব্দেতে মঙ্গল।
সঙ্কর্ষণ যেই নাম, আকর্ষণ বিদ্যাধাম,
বুধ জন বলয়ে সকল ॥

তথাহি তত্রৈব।

অপরং পরমাশ্চর্য্যং শৃণু দেবি বরাননে।
সদানন্দাংশয়োর্য্যোগাদ্বলরামো বভূব নু ॥ ৩৩৩ ॥

সদানন্দ স্বভাবেতে, কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে,—
ভিন্ন ভিন্ন লীলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
আনন্দাংশ রাধা ভাব,— যুক্ত রাম মহাভাব,
পীত বর্ণ তনু ধরে রঙ্গে ॥
রাধার স্বরূপ যেই, অনঙ্গমঞ্জরী সেই,
মহাগূঢ় শক্তি বলরাম।
কৃষ্ণ সুখ হেতু তাঁর, যত যত অবতার,
নিত্যতনু-নিত্যানন্দ নাম ॥
শিরপাণি-বলরাম, অনঙ্গ মঞ্জরী নাম,—
ধরি কৃষ্ণ সুখের কারণে।

পৌর্ণমাসী ভগবতী,　　তাঁহার আদেশে তথি,
যোগে যোগে হয় বিহরণে ॥
রাধা নাম রসকূপ,　　অনঙ্গ মঞ্জরী রূপ,
শ্রীরাধিকা অনঙ্গ মঞ্জরী ।
শক্তি রূপ তারতম্য,　　জানিহ রসের মর্ম্ম,
কৃষ্ণানন্দে সদাই বিহরি ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দগুরুতত্ত্ব-রত্ন ধন ।—
যতনে আনিলা গৌড়ে ব্যাস-বৃন্দাবন ॥
হেন ধন লাভ মোর শ্রীগুরু-কৃপায় ।
তুমি মোর প্রিয় তেঞি কহিনু তোমায় ॥
সম্পুটিকা মধ্যে ভাই ! আছে সেই ধন ।
দায়ভাগী তুমি তার করিনু কীর্ত্তন ॥
সেই সম্পুটিকা তুমি হৃদি মঞ্জুষায় ।-
রাখিহ যতন করি সদা সর্ব্বদায় ॥
তুয়া বংশ দায়ভাগী হইবে তাহার ।
এবে শক্তি তুয়া হৃদে করিনু সঞ্চার ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দ-গুরুতত্ত্ব-রত্ন ধন ।—
মূর্ত্তিমান শ্রীমন্দিরে করিহ সেবন ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি আনুকূল্য ভাবে ।—
করিবে সেবন বৎস ! স্বরূপ-স্বভাবে ॥
সম্পুটিকা ছাড়া আন গুরুতত্ত্ব যাহা ।—
কর্ম্মী-জ্ঞানীগণ মতে জানিবেক তাহা ॥

প্রভুর ভারতী শুনি শ্রীশচী-নন্দন।
হা গুরো! হা কৃপাসিন্ধো! হা শিষ্যরঞ্জন! ॥
হা নাথ! অনাথবন্ধো! হা রাম! জীবন।
ইহা কহি ভূমে পড়ি করেন রোদন ॥
কভু বা প্রভুর পদে শিরার্পণ করে।
ধরিয়া তুলেন প্রভু নিজ অঙ্কোপরে ॥
বদন চুম্বিয়া প্রভু কন বার বার।
ধন্য! ধন্য! ধন্য তুমি ভাণ্ডারে আমার ॥
যাহা কহিবার নয় তুয়া কাছে তাহা।—
কহিলাম গুরুতত্ত্ব অতি গূঢ় যাহা ॥ *
প্রভু রামচন্দ্র উক্ত গুরুতত্ত্ব যেই।
তব সন্নিধানে বৎস্য! কহিলাম এই ॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-দাস মহাপ্রভু বলরাম।
শুক্লবর্ণ-নীলাম্বর-পূর্ণানন্দধাম ॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, দাস, কৃষ্ণরূপ সঙ্কর্ষণ।
সম্পুটিকা মধ্যে ইহা করহ দর্শন ॥
দাস, সখেত্যাদি বাক্য সম্পুটিকান্তরে।
পুনঃ পুনঃ লিখিলেন রাম দ্বিজবরে ॥
প্রধান পুরুষ-আদ্য কৃষ্ণ-বলরাম।
জগদ্ধেতু-জগৎপতি-সর্ব্বরসধাম ॥
অবতীর্ণ জগত্যর্থে বসুদেব ঘরে।
সেই রাম-কৃষ্ণে ভেদ বুদ্ধি কেবা করে ॥

অচিন্ত্যতত্ত্বের ভেদ যে করিতে চায়।
তার তুল্য ভ্রান্ত নাই কহিনু তোমায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

প্রধান পুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥
কেয়ংবা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াঽস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যামেঽপিবিমোহিনী ॥ ৩৩৪ ॥

সেই প্রভু বলরাম সদা সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণে পতি, প্রভু ভাব করেন যোজন ॥
বিধি-রাগমার্গে সেই প্রভু-বলরাম।
গুরুরূপে নিজ কার্য্য সাধে অবিশ্রাম ॥
বিধিমার্গে শুক্লবর্ণ পুরুষ-প্রধান।
রাগমার্গে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী আখ্যান॥
এথা সেথা সেথা শ্যামানন্দে ক্রীড়া করে।
শ্যামানন্দরসতনু-শ্যামাঙ্গে বিহরে ॥
কৃষ্ণাভিন্নমূর্ত্তি জ্ঞানে সেই গুরুবরে।
পরিচর্য্যা করিবেক নিত্য ভক্ত্যাদরে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে।

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥ ৩৩৫ ॥
মামেবমদ্দৃষ্ট্যৈব গুরুং পরিচরেদিত্যাদি শ্রীধরঃ।

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ আদি গ্রন্থের মাঝারে।
কৃষ্ণাভিন্নমূর্ত্তি গুরু কহে বারে বারে ॥
ধন্য! ব্যাস বৃন্দাবন, রঘুনাথ দাস।
ধন্য! কৃষ্ণদাস আদি ভক্ত সুপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণের প্রকাশ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণরূপ।—
কৃষ্ণানন্দ মন্ত্রগুরু প্রেম-রসকূপ ॥
হেন গুরুতত্ত্ব যাঁরা করিলা প্রকাশ।
তাঁ সবার পদধূলি মোর পঞ্চগ্রাস ॥
অলীক সংশয় ছাড়ি প্রভুগুরুবরে।—
সেবন করহ বৎস! নিত্য ভক্ত্যাদরে ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দতত্ত্ব গুরু-বলরাম।
কৃষ্ণাভিন্ন কলেবর-লীলানন্দধাম ॥
সবার ঈশ্বর প্রভু কৃষ্ণের বিশ্রাম।
কৃষ্ণ রূপ, কৃষ্ণাভিন্ন, কৃষ্ণ-প্রেমদাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবোময়োগুরুঃ ॥
যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীতমদাত্মকং ॥ ৩৩৬ ॥

মদাত্মকং মদ্রূপমিতি শ্রীধরঃ।

সেবক বৎসল প্রভু করুণা নিধান।
নানাবিধ বাক্যে সাধে শিষ্যের কল্যাণ ॥

তথাহি শ্রীস্বামিপাদধৃত বচনং।

প্রাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈশ্চৈব গদ্যপদ্যাক্ষরৈস্তথা।
দেশভাষাদিভিঃ শিষ্যং বোধয়েৎ স গুরুঃস্মৃতঃ॥ ৩৩৭

সেই শ্রীসচ্চিদানন্দ গুরুর চরণে।
অসংখ্য প্রণাম করি ধরণী লুণ্ঠনে॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
শুক্লবর্ণধরং দেবং কৃষ্ণলীলাপরায়ণং।
শ্রীরামং রেবতীকান্তং সেবকপ্রিয়বৎসলং।
অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জস্থং সহস্রাব্জ বিলাসিনং॥ ৩৩৮॥

যদ্যপি শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, দাস।
তথাপি জানিবে তাঁরে কৃষ্ণের প্রকাশ॥
"গুরুকৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের বচনে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥"
গুরু বস্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভু-বলরাম।
অনঙ্গ অম্বুজ কুঞ্জে লীলা অবিশ্রাম॥
কৃষ্ণাভিন্ন ভিন্ন ভাবে সহস্রাব্জোপরি।—
কৃষ্ণ সহ ক্রীড়া করে দিবস-শর্ব্বরী॥
এ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব চমৎকার।
বুঝা নাহি যায়,—এই কহিলাম সার॥
বেদ-বিধি শাস্ত্র আর মহাজনগণ।—
এ পথের প্রদর্শক করিনু কীর্ত্তন॥

সেই সবাকার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
স্বেচ্ছাচারী ভবমাঝে হয় যেই জন॥
কোটি কল্পে তার সিদ্ধি কভু নাহি হয়।
প্রতি পদে বিঘ্ন তার জানিহ নিশ্চয়॥
গুরুতত্ত্ব কথা এই কহিনু তোমায়।
যাহা প্রভুরাম শচীনন্দনে শুনায়॥
বিধি-মার্গ আর রাগমার্গ অনুসার।
গুরুতত্ত্ব প্রভু-রাম করিলা প্রচার॥

তথাহি স্তবামৃতলহর্য্যাং।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথাভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তুপ্রভোর্যঃপ্রিয়এবঁ তস্য বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥ ৩৩৯

পূর্ব্বে করিয়াছি এই শ্লোকের বিচার।
স্মরণার্থে এথা পুনঃ করিনু প্রচার॥
প্রভু-রাম-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
তোমার নিকটে ইহা করিনু কীর্ত্তন॥
ভাগ্যবন্ত প্রভু-রাম জাহ্নবী কৃপায়।—
সম্পূটিকা বর্ণিলেন আনন্দ হিয়ায়॥
ভক্তিহীন জনগণ সম্পূটিকা ধনে।—
বঞ্চিত হইয়া থাকে বিধি বিড়ম্বনে॥
রসরাজ উপাসনা শ্রীশচী-নন্দনে।—
যাহা কহিলেন প্রভু করহ শ্রবণে॥

নব বৃন্দাবনে রসরাজ উপাসন।
স্ব-ভাবানুসারে ভ্রাতঃ! কর সর্ব্বক্ষণ॥

পদং।

নব বৃন্দাবনে নব কুঞ্জান্তরে।—
নব যোগপীঠে পদ্মাসনোপরে॥—
নব নব রসে নবীন কিশোর।—
কিশোরীর প্রেমে হইয়া বিভোর॥
কণ্ঠ ধরাধরি করিয়া শ্রীহরি।—
স্মর দর্প হরি শোভে মরি! মরি!॥
বাম পদ দোলাইয়া রসভরে।
দক্ষিণ চরণ জানুর উপরে॥
রাধা মুখ হেরি বঙ্কিম নয়নে।—
মৃদু-মৃদু হাসে শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
দক্ষিণ চরণ দোলাঞা সুন্দরী।—
বামপদ রাখি জানুর উপরি॥—
আড়-দিঠে হেরে নাগর বয়ান।
যাহা হেরি হয় রতি অগেয়ান॥
শ্রীশ্যামের চূড়া হেলা বাম ভাগে।
ডাহিনে রাধার হেলা অনুরাগে॥
নানা অলঙ্কারে দুঁহে সুশোভিত।
চরণে নূপুর কিবা বিরাজিত॥

মধুলোভে অলি ঢুঁহুক চরণে।
ভাবভরে পড়ে, না যায় তাড়নে॥
নীল-পীতাম্বর পিন্ধন ঢুঁহার।
ঘন-সৌদামিনী যেন একাকার॥
উভ পাশে রহি প্রিয়সখী গণে।—
নিজ নিজ সেবা করে হাস্যাননে॥
রসরাজ শোভা নব বৃন্দাবনে।
অভাগা বিপিন না দেখে নয়নে॥ ৩৪০॥

বিধিমার্গ আর রাগমার্গ অনুসার।
রসরাজ উপাসনা ব্রজের মাঝার॥
শ্রীকাম-গায়ত্রী রূপ রসরাজ হয়।
রসরাণী শ্রীকিশোরী জানিহ নিশ্চয়॥
কামধামালীতে তাহা আছয়ে প্রকাশ।
রসিক ভক্তের হয় যাহাতে উল্লাস॥
শ্রবণ করহ কামধামালী গোপন।
ভজন রহস্য যায় হয় উদ্ঘাটন॥

শ্রীকামধামালী।

যাহা হৈতে কৃষ্ণে কাম-প্রেমোদয় হয়।
ধামালীতে কহি তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ কাম-কাম কৃষ্ণ-পুরুষ-প্রকৃতি।
সৃষ্টাদৌ আত্মভূ হৃদে যাহার বিস্তৃতি॥

স্ব-স্বরূপ মন্ত্ররূপে স্বয়ং ভগবান।—
আত্মভূ হৃদয়ে স্বয়ং করেন আধান॥
সেই মন্ত্র কামবীজ কৃষ্ণের স্বরূপ।
হ্লাদিনী প্রকৃতি তায় মিলিতাপরূপ॥
আত্মপরাশক্তি সহ অবিচ্ছেদ ভাবে।
সর্ব্বদা প্রকাশ যাঁর কিশোর স্বভাবে॥
ক-ল-ঈ-নাদের আর বিন্দুর মিলনে।
কামবীজ সু-নিষ্পন্ন ভেবে দেখ মনে॥
ক-কারেতে কাম কৃষ্ণ আশ্লেষ ল-কারে।
ঈ-কারেতে রতি রাধা মিলিতা ক-কারে॥
ললাটেতে চন্দ্রবিন্দু অষ্টমীন্দু শোভা।
কর-পদ-নখ-গণ্ড-আঁখি চন্দ্র লোভা॥
সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশ চন্দ্র কৃষ্ণাঙ্গেতে যেই।
গায়ত্রী অক্ষরে তাহা,—কহিলাম এই॥
কাম গায়ত্রীর বৎস্য! অপরার্থ যাহা।
তব সন্নিধানে কহি প্রকাশিয়া তাহা॥
শ্রীকাম গায়ত্রী মন্ত্র "সত্যং পরং" রূপ।
সেই "সত্যং পরং" হয় কৃষ্ণের স্বরূপ॥
"সত্যং" অর্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লক্ষণ।—
সুনিশ্চয় করিলেন শ্রীস্বামি চরণ॥
মিথ্যাভাব হীন কিন্তু মিথ্যা সর্গ যাঁর।—
মায়াগুণে সত্যরূপে লোক ব্যবহার॥

সেই সত্য বস্তু কৃষ্ণে সদা করি ধ্যান।
"ধীমহীতি" বাক্য ইথে সুস্পষ্ট প্রমাণ॥
শ্রীপরমেশ্বর কৃষ্ণ-পরম-কারণ।
শ্রীযশোদা স্তনন্ধয়-তমাল বরণ॥
সর্ব্ব বিস্মাপনকারী-শ্রীসচ্চিদানন্দ।
শিব-ব্রহ্মা আদি করি সবাকার বন্দ্য॥
"পরং" অর্থে এই সব অর্থ নির্দ্ধারণ।
শ্রীব্রহ্ম সংহিতাদিতে করহ দর্শন॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং॥ ৩৪১॥

"সত্যং পরং ধীমহীতি" প্রমাণানুসারে।
গায়ত্রী মন্ত্রেতে কৃষ্ণ ধ্যেয় অনিবারে॥
হৃৎকাসারোদ্ভব হেমপদ্ম কর্ণিকায়।—
ধ্যান স্থান শ্রীকৃষ্ণের,—কহিনু তোমায়॥
অথবা শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠোপরে।
ধ্যান স্থান শ্রীকৃষ্ণের,—জানিহ অন্তরে॥
মনে-বনে একভাব সদা স্ফূর্ত্তি যার।
সেইত সাধকোত্তম কহি বার বার॥
চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস।
গায়ত্র্যর্থ সুষ্ঠুরূপে করিলা প্রকাশ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ, জীব প্রভুর কৃপায়।—
গায়ত্র্যর্থ কবিরাজ লিখিলা ভাষায়॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ দাস কৃত অর্থ যাহা।
পূর্ব্বে কহিয়াছি মুঞি প্রকাশিয়া তাহা।
"শ্রী" "কাম গায়ত্রীত্যাদি" লিখন তাঁহার।—
স্মরণ কারণ এথা করিনু প্রচার॥
এই অর্থ দ্বারা আর কাম ধামালীতে।
কবিরাজ কৃত অর্থ চৈতন্য চরিতে॥
এই সব দৃষ্টে গায়ত্র্যর্থ জ্ঞানোদয়—।
যার নাহি হয় সেই বর্ব্বর নিশ্চয়॥
মিথ্যাবাক্য দোষাভাব যেই যেই স্থানে।
প্রকাশিয়া কহি এবে তব সন্নিধানে॥
মহাবিজ্ঞ বাক্য আর শাস্ত্র অনুসার।
"গুরু কৃষ্ণ রূপ" গুরু সাক্ষাদ্ধরি আর॥
অতএব শ্রীগুরুর স্তবাদি বর্ণনে।
মিথ্যা দোষ নাহি ঘটে কন বিজ্ঞগণে॥
পরং ব্রহ্ম স্বয়ং কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর।
তাঁহার স্তবাদি গানে মিথ্যা দোষান্তর॥
দেবস্তুতি বর্ণনেতে মিথ্যা দোষাভাব।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞবাক্যে এই হয় লাভ॥
সর্ব্বদেব-সর্ব্বধর্ম্ম—সর্ব্ব শুভময়।—
জনক-জননী,—এই শাস্ত্র বিজ্ঞে কয়॥

অতএব তাঁহাদের স্তবাদি বর্ণনে।
মিথ্যা দোষাভাব সদা করিনু কীর্ত্তনে॥
স্বর্গ হৈতে গরীয়সী জন্মভূমি যেই।
তার স্তবাদিতে মিথ্যাভাব,—কহি এই॥
গুরু, হরি, পিতা, মাতা, পূজ্য সবাকার;—
তীর্থ, নিত্যসিদ্ধস্থান প্রভৃতির আর॥
স্তবাদি বর্ণনে মিথ্যা দোষ নাহি ঘটে।
ধর্ম্মশাস্ত্র-পুরাণাদি এই কথা রটে॥
নিধুবন প্রভৃতিতে মিথ্যাভাব যাহা।
স্মৃতিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিবেক তাহা॥
সিসৃক্ষাদি হেতু ব্রহ্মা স্বতঃসিদ্ধ বীজে।
পদ্মোপরি সদাস্তরে গান নিজে নিজে॥
সেই ব্রহ্ম মুখ গান গায়ত্রী-প্রকৃতি।
যাহার গানেতে হয় সবার নিষ্কৃতি॥
সেই শ্রীগায়ত্রী গান 'কর অবধান।
সবার দুর্ল্লভ,— যাহা স্বয়ং ভগবান॥

পদং।

কাম ক্রীড়ারত, কাম, প্রকাশন।
কাম বিবর্দ্ধক, কন্দর্প-মোহন॥
পুষ্প ধনু বাণ,—পুষ্প তূণ ধারী।
ব্রহ্মেন্দ্র আদির দরপ-সংহারী॥

জ্ঞানগম্য-জ্ঞাত-নয়নাভিরাম।
নবীনাম্বু বপু অতি অনুপাম॥
নবীন মদন-শ্রীবংশীবদন।
মন্মথ-মথন গোপিনী-মোহন॥
রাস রঙ্গ রত,-সুরত পণ্ডিত।
পঞ্চবিংশ শশিমণ্ডলে মণ্ডিত॥
হৃদয়-মন্দিরে প্রেম যোগাসনে।---
ভাবি সে মদনে কায়-মনার্পণে॥
কৃপা করি তিঁহ হৃদয়ে আমার।
উদয় হউন গোকুল মাঝার॥
নবীন মদন গোকুলে প্রকাশ।
সদা যেন হেরে এ বিপিন দাস॥ ৩৪২॥

শচী কহে কহ প্রভো! কর্ত্তব্য আমারি।
প্রভু কহে রাম-কৃষ্ণে ভক্তিযোগ সার॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
পরহিংসা, পরদার সর্ব্বদা বর্জ্জন॥
পরনিন্দা পরিহার সতত করিবে।
কখন কাহার দোষ নাহি আচরিবে॥
যথাসাধ্য করিবেক পর উপকার।
পোষ্য প্রতি না করিবে তীব্র ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকুলে প্রভুত্ব বর্জ্জন।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণে সর্ব্বদা বন্দন॥

প্রধানে সম্মান আর কনিষ্ঠে আদর।
অবজ্ঞাদি ভাব বর্জ্জনীয় নিরন্তর ॥
"অহং" "মম" জ্ঞান সদা সর্ব্বদা বর্জ্জন।
সাধু পাত্রে দান, মাতা-পিতার পূজন ॥
আপনাকে নীচ জ্ঞান সর্ব্বদা করিবে।
বিশ্বের বন্দনা কভু নাহিক ভুলিবে ॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভব-রায়-রূপ-বল দ্বারে।—
জগতে প্রধান কেহ হইবারে নারে ॥
বিদ্যা-ভক্তি-বিনয়াদি গুণে শ্রেষ্ঠ হয়।
ভজনাদ্যভাবে শ্রেষ্ঠ স্বস্থানে না রয় ॥
কৃষ্ণভক্তিহীন বিপ্র চণ্ডাল অধম।
ভাগবত আদি ইথে নিদর্শনোত্তম ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমদ্ভাগতে।

মুখ বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্ট্যাঃ পতন্ত্যধঃ॥

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ-
-পাদারবিন্দ বিমুখাৎশ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থং
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৩৪৩ ॥

বিস্তার কহিনু ইহাঁ পাষণ্ড দলনে।
বুঝিবে সকল তুমি তাহার পঠনে॥
ঈশ্বর সন্তান যদি হয় কোন জন।
ভক্তি বিনয়াদ্যভাবে তাহার নিধন॥
ব্রহ্মশাপে যদুকুল ধ্বংস সাক্ষী তার।
সাবধান লাগি এই কহিনু বিস্তার॥
অর্থ আশে অসচ্ছিষ্য না কর সংগ্রহ।
সাধুগণ সঙ্গে অবস্থান অহঃরহ॥
যোষিত সঙ্গীর সঙ্গ কভু না করিবে।
অন্যায় রূপেতে অর্থ নাহি উপার্জ্জিবে॥
নীচে নাহি দিবে গুহ্য ধর্ম্ম উপদেশ।
শিক্ষা দিবে নাম ধর্ম্ম কহিনু বিশেষ॥
না করিবে নীচ সঙ্গে পরমার্থালাপ।
নীচ সঙ্গে প্রেম ফল পরিণাম তাপ॥
নীচ সঙ্গে প্রেমালাপ যে জন করয়।—
আপন মর্য্যাদা সেই আপনি নাশয়॥
নীচের প্রবৃত্তি প্রায় নীচের সেবনে।—
স্বাধীনা ভাবেতে ধায় সদা সর্ব্বক্ষণে॥
অতএব নীচ সনে অন্তরঙ্গ যাহা।—
মরণ সমান ভাই! জানিবেক তাহা॥
নীচ সঙ্গ, নীচ সেবা অকর্ত্তব্য হয়।
কর্ত্তব্য সজ্জন সঙ্গ, সেবা শাস্ত্রে কয়॥

"নীচ সেবা ন কর্ত্তব্যং" ইত্যাদি প্রমাণ।—
স্মরণ করহ বৎস! কহিনু সন্ধান॥
এই সব হয় মহা মঙ্গল কারণ।
অতঃপর কহি যাহা করহ শ্রবণ॥
দ্বাদশ বৈষ্ণব আর দ্বাদশ ব্রাহ্মণ।
প্রতিদিন ন্যূনকল্পে করিবে সেবন॥
ইহাতে অভাব তুয়া কভু না হইবে।
প্রভুর কৃপায় সব সম্পূর্ণ রহিবে॥
লক্ষ্মী বিরাজেন যাঁর রন্ধন-শালায়।
তাঁহার সেবক কভু দুঃখ নাহি পায়॥
তবান্বয়ে অপরাধী হৈলে কদাচন।—
রাম-কৃষ্ণ নাহি তাহা করিবে গ্রহণ॥
বর্ষে বর্ষে পিতৃলোক প্রীতির উদ্দেশে।
শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর কৃষ্ণ অবশেষে॥
কৃষ্ণভুক্ত অবশেষে শ্রাদ্ধাদি করণে:
অন্ত্যহীন ফল হয় কহে শাস্ত্রগণে॥
ভক্তিস্মৃতি হরিভক্তি বিলাসানুসারে।—
করিবে সকল কর্ম্ম কহিনু তোমারে॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ করিবে পালন।
বিশেষত শ্রীনামাপরাধ বরজন॥
গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান কভু না করিবে।
আনুকূল্য ভাবে সদা সর্ব্বদা সেবিবে॥

প্রাতিকূল্য বর্জ্জনীয় আনুকূল্যাদর।
প্রেমিকের সনে প্রেমাস্বাদ নিরন্তর॥
স্নিগ্ধ ভক্ত সঙ্গে ভাগবতার্থাস্বাদন।
গুরু-কৃষ্ণ-ভক্ত সেবাপরাধ বর্জ্জন॥
দীনজন প্রতি দয়া লীলাদি কীর্ত্তন।
ভক্তির প্রধান অঙ্গ করিনু বর্ণন॥
কর্ত্তব্য তোমার যাহা সূত্ররূপে তাই।
উপদেশ করিলাম মনে রেখ ভাই!॥
সংস্কৃত কড়চা আদি গ্রন্থ যাহা যাহা।—
প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবেক তাহা॥
তাহাতে জানিবে নিজ কর্ত্তব্য বিষয়।
নিশ্চয় জানিয়া স্থির করহ হৃদয়॥
এইমতে শিক্ষা দিলা শ্রীশচী-নন্দনে।
পর দিনে বিংশ বিপ্র প্রভুর ভবনে॥—
বহু ভৃত্য সঙ্গে করি দিলা দরশন।
দুই প্রভু বন্দিলেন সবার চরণ॥
বিপ্রগণ কহে তুমি জ্ঞাতী মো-সবার।
প্রভু কন অতি বড় ভাগ্য সে আমার॥
পুণ্য বিনা নাহি ঘটে জ্ঞাতীর সেবন।
কোথায় নিবাস তাহা করুন কীর্ত্তন॥
বিপ্রগণ কহে বাস হয় চট্টগ্রাম।
দেখিবারে আইলাম নবদ্বীপ ধাম॥

তথা আসি তুয়া গুণ করিনু শ্রবণ।
তেঞিও তোমা দেখিবারে হৈল সবা মন ॥
ঠাকুর কহেন বড় কৃপা সে আমায়।
এবে সবে দয়া করি চলুন বাসায় ॥
সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর সব জানিতে পারিয়া।
কিছুদূরে দেন বাসা আদর করিয়া ॥
বাসায় বসিয়া তবে কন বিপ্রগণ।
রাত্রে কিবা ভোগ কর ঠাকুরে অর্পণ ॥
গোসাঞিও কহেন জলপানি ভোগ হয়।
বিপ্রগণ কহে তবে শুন মহাশয়! ॥
মোদিগে ইলীশ মৎস্য দেহ আনাইয়া।
আমরা খাইব সবে রন্ধন করিয়া ॥
ইহা শুনি যোড়করে কহেন ঠাকুর।
ইলীশের জন্ম এথা হৈতে বহু দূর ॥
বিপ্রগণ কহে কেন নিগ্রহ করহ।
সডিম্ব ইলীশমৎস্য এখনি আনহ ॥
ঠাকুর কহেন তবে ভৃত্য পাঠাইয়া।
যমুনার স্থানে মৎস্য লইবা চাহিয়া ॥
বিপ্রগণ কহে কাঁহা যমুনা আছয়।
প্রভু কহে দেব গৃহ পশ্চিমে শোভয় ॥
তবে ত ঠাকুরে লঞা সেই বিপ্রগণ।
ভৃত্য সহ যমুনায় করেন গমন ॥

ঘাটেতে যাইবা মাত্র সডিম্ব ইলীশ।—
তীরেতে লাফায়ে উঠে সংখ্যায় তিরিশ॥
আহ্লাদে ধরয়ে মৎস্য যত ভৃত্যগণ।
দেখি প্রভু হৈলা সুখ-দুঃখে নিমগন॥
ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূর্ণ হৈল এই সুখ।
জীবের জীবন গেল এই বড় দুঃখ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি কহে বিপ্রগণে।
যাহা শুনিলাম তাহা দেখিনু নয়নে॥
ধন্য হে গোসাঞি! তুমি ধন্য এ ভুবনে।
তোমারে চিনিতে কভু নারে অজ্ঞজনে॥
তবে ভৃত্যগণ মৎস্য লইয়া বাসায়।
ইচ্ছামত পাক করে আনন্দ হিয়ায়॥
রাম-কৃষ্ণে দরশন করি বিপ্রগণ।
নতি স্তুতি করি করে বাসায় গমন॥
তথায় তৎকাল কৃত্য করি সমাপন।
ভোজনান্তে সুখে সবে করিলা শয়ন॥
পরদিন মধ্যাহ্নেতে প্রসাদ পাইয়া।—
বিশ্রাম করিয়া যান বিদায় হইয়া॥
শ্রীরামাঞি ছলা আর বিবর্ত্ত-বিলাস।
বিকৃত করিয়া উহা করিলা প্রকাশ॥
বাউলের কৃত গ্রন্থ ঐছে গ্রন্থদ্বয়।
সর্ব্বৈষ্ণব গ্রাহ্যযোগ্য হইতে নারয়॥

ইলীশ মৎস্যের কথা যা দেখি বিলাসে।
বাউল প্রক্ষিপ্ত তাহা বিজ্ঞগণ ভাষে ॥
বৈষ্ণব বিরুদ্ধ মত মুরলী-বিলাসে।—
স্থানে স্থানে নিখেপিলা বাউলে উল্লাসে ॥
রামাই চরিতগ্রন্থ বিলাসানুসারে।
শ্রীপবন-সনাতন করিলা প্রচারে ॥
বিপ্রগণ যেই দিন করিলা গমন।
তার দুই দিন পরে দণ্ডী পঞ্চ জন ॥
প্রভুর ভবনে আসি দিলা দরশন।
প্রভু করে তাঁ সবার চরণ-বন্দন ॥
প্রভুর আতিথ্যে তাঁরা প্রসন্ন হইয়া।—
কহিতে লাগিলা এই হাসিয়া হাসিয়া ॥
দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান এবে করিয়া বর্জ্জন।
নির্দ্দোষ অদ্বৈত জ্ঞানে করহ বরণ ॥
শুনিয়া ঠাকুর সবে করে নিবেদন।
নির্দ্দোষ অদ্বৈত মত কে করে স্থাপন ॥
দণ্ডীগণ কহে বেদ আপনি স্থাপিলা।
ঠাকুর কহেন বেদ কেবা নিরামিলা ॥
ইহা শুনি দণ্ডীগণ পড়িলা ফাঁপরে।
দেখিয়া ঠাকুর সবে নতি-স্তুতি করে ॥
গোসাঞি কহেন শুন মোর নিবেদন।
"সোহং নারায়ণঃ" জ্ঞান করিয়া বর্জ্জন ॥

"সোহং দাসঃ" তাঁর এই জ্ঞানে নারায়ণে।—
ভজনা করুন সবে করি নিবেদনে॥
অপরাধী হঞা কেন ঘুড়িবে সংসারে।
"সোহং জ্ঞান" অপরাধ শাস্ত্রেতে ফুকারে॥
প্রভুর ভারতী শুনি দণ্ডী পঞ্চ জন।
"সোহং জ্ঞান" ছাড়ি লয় প্রভুর শরণ॥
সেই পঞ্চজনে প্রভু কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া।—
প্রভুর সেবায় দিলা নিযুক্ত করিয়া॥
পঞ্চদণ্ডী উপাখ্যান দ্বিজ হরিদাস।
বিস্তার ক্রমেতে কৈলা স্বগ্রন্থে প্রকাশ॥
ভাগ্যদোষে সেই গ্রন্থ না হৈল দর্শন।
সিদ্ধ ভক্ত মুখে শুনি করিনু বর্ণন॥
পঞ্চদণ্ডী জয় লীলা যে দিন হইল।
সেই দিন শ্রীগোকুলনন্দাদি আসিল॥
মাঘ মাস গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করি।
কৃষ্ণদাস আদি সঙ্গে আইলা শ্রীহরি॥
গোসাঞি কহেন সবে তোমরা সকলে।
যাও গঙ্গাস্নান করি ঝাঁট এস চলে॥
অদ্য কার দিন হৈতে পঞ্চ দিনান্তরে।
এ দেহ ছাড়িব মুঞি শ্রীপাট ভিতরে॥
শুনিয়া সবাই শিরে করাঘাত করে।
ঠাকুর কহেন দুঃখ না কর অন্তরে॥

নিশার স্বপন প্রায় এ দেহ-সংসার।
কিবা দুঃখ হৈতে পারে বিনাশে তাহার॥
নিজ কৃত শত অষ্ট নাম দ্বিজ-হরি।
প্রভু কাছে গায় তবে যোড়কর করি॥

তথাহি শতাষ্টনামপদং।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।—
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হঞা বৃক্ষ সম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে॥
ইত্যাদি কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম।—
শ্রবণ করিয়া প্রেমভরে প্রভু-রাম॥
উঠি হরিদাসে দেন প্রেম আলিঙ্গন।
হরিদাস করে তবে চরণ বন্দন॥

তবে ঊর্দ্ধ বাহু হঞা কহেন গোসাঁই।
গোবিন্দ কীর্ত্তন সম আর কিছু নাই॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে।

গো কোটি দানং গ্রহণে খগস্ত
প্রয়াগে গঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণ দানং
গোবিন্দ কীর্ত্তে্য ন সমং শতাংশৈঃ॥ ৩৪৪॥

পরদিন প্রাতঃ কালে প্রভুর আজ্ঞায়।
দ্বিজ হরি আদি ভক্ত গঙ্গাস্নানে যায়॥
গঙ্গা স্নান করি দেখি গৌর-নিত্যানন্দে।
শ্রীপাটে আসিয়া সবে প্রভু পদ বন্দে॥
তবে প্রভু আজ্ঞা দিলা শ্রীগোকুলানন্দে।
শ্রীপাট বর্ণন কর আমার আনন্দে॥
তোমার কবিতা করে কর্ণরসায়ণ।
তেঞি কহি কর বাপ! শ্রীপাট বর্ণন॥
প্রভু আজ্ঞা শক্তি পাঞা শ্রীগোকুলানন্দ।
শ্রীপাট বর্ণনা করে পাইয়া আনন্দ॥

শ্রীমদ্গোকুলানন্দ ঠকুরেণোক্তং।

ব্যাঘ্রপাদাশ্রমং বন্দে বাঘ্নাপাড়েতি ভাষয়া।
যত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণো রামেণ সহ রাজতে॥ ৩৪৫॥

যথা রাগঃ।

দেখ দেখ কিবা শোভা বাগ্নাপাড়া ধাম।
যথায় বিরাজে গোপীশ্বর-কৃষ্ণ রাম ॥ ধ্রুঃ ॥
অতি মনোরম, ব্যাঘ্রপাদাশ্রম,
পূরবে যাহার নাম।
এবে সেই ঠাঞি, করিলা গোসাঞি,
প্রেম-প্রীতি পূরা ধাম ॥
শ্রীধাম উত্তরে, নদী শোভা করে,
শ্রীবালুকাময়ী নাম।
মৃদু-মৃদু গতি, অতি স্নিগ্ধ-বতী,
নির্ম্মলা-বরণ শ্যাম ॥
পশ্চিমে যমুনা, তাহে পদ্ম সূনা,—
ভ্রমর উড়য়ে তায়।
যার শুদ্ধ জল, অতি সুশীতল,
স্নান-পানে তাপ যায় ॥
রাজহংস গণ, করে বিচরণ,—
হংসী সহ কাম রঙ্গে।
সাস্থুর উপরে, নব তরুবরে,
খগিনী খগের সঙ্গে ॥—
পঞ্চমাদি স্বরে, ভাবে গান করে,
মাতিয়া মন্মথ রসে।

যাহার শ্রবণে, কামীজনগণে,
প্রিয়াধীন কামালসে ॥
পূরবে মোহন, অশোক-কানন,
ময়ুর-ময়ূরী তায়।
আনন্দ অন্তরে, সদা ক্রীড়া করে,
শ্যাম-নবমেঘ বায় ॥
নয়ন-রঞ্জন, কুসুম কানন,
দক্ষিণেতে শোভা পায়।
মধ্যে পদ্মাকর, পরম সুন্দর,
নানা জাতী পদ্ম তায় ॥
বন-উপবন, নিকুঞ্জ কানন,
উদ্যান শোভিত কত।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, আনন্দ উৎসব,
নিতি করে অভিমত ॥
অন্য বর্ণ গণে, স্বধর্ম্মাচরণে,
দেখিয়ে সর্ব্বদা রত।
পাপ-পুণ্য শূন্য, শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণ,
মূর্ত্তিমান্ ভাগবত ॥
বাঘ্নাপাড়া ধাম, যথ
বিরাজ করেন নিতি
কোন দুরাশয়, হে
ধামে নাহি করে প্রীতি

হেন ধামাশ্রয়, সদা যেন হয়,
জনমে-জনমে মোর।
এ গোকুলানন্দে, রামপদ দ্বন্দ্বে,
কহে দুঃখ নাহি ওর ॥ ৩৪৫ ॥
শ্রবণ করিয়া প্রভু শ্রীপাট বর্ণন।
শ্রীগোকুলানন্দে দেন প্রেম আলিঙ্গন ॥
গৌরভক্ত শিরোমণি মিশ্র-প্রেমদাস।
শ্রীপাটের স্তোত্র এই করিলা প্রকাশ ॥

শ্রীশ্রীপট্ট বাঘ্নাপাড়া স্তোত্রং।

কালিন্দী স্বয়মেব যত্র যমুনারূপেণ সন্তিষ্ঠতে
তত্তীরে বসতশ্চ যত্র সততং শ্রীরামকৃষ্ণৌ স্বয়ং।
শ্রীগোপীশ্বর নামকো হরিপরঃ সাক্ষাৎ স বিশ্বেশ্বরঃ
আরাদ্বিধুং নিকেতনস্থ নিয়তং যত্র স্থিতঃ শূলবান্ ॥
শার্দ্দূলং বিকটং প্রবেদিতবতা স্পর্শেন তত্তোচ্চয়ং
রামেণ প্রভুনা সদা হরিগত প্রাণেন সংস্থাপিতাং।
ক' ঞ্চপুরী সমান মহিমাং সদ্ভক্ত সন্তর্পিণীং
তাং নিখিলাঘমোচনকরীং ভক্ত প্রসিদ্ধাং

...রে প্রভু রামচন্দ্র সবে ডাকি কন।
...ন সন্নিকট হঞাছে এখন ॥
...য় অস্ত অন্তে ছাড়িব জীবন।
করিহ সুখে শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ॥

শ্রীশচীনন্দনে নিজ শক্ত্যাদি সঞ্চারি।
স্বরূপ সম্পূর্ণ কৈলা বেদ অনুসারী॥
প্রভুর শক্তিতে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
অষ্টোত্তর শত নাম করেন বর্ণন॥
"গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শত নাম" সেই।—
প্রথম প্রকাশ হয় কহিলাম এই॥
"ঔৎসুক্য প্রার্থনা" আদি ভক্তি গ্রন্থ যত।
তবে ত রচিলা প্রভু নিজ অভিমত॥
প্রভু রামচন্দ্র তবে জ্বর ব্যাজ করি।—
শয়ন করেন যাঞা শয্যার উপরি॥
বৈদ্য আসি ধাতু দেখি প্রভুরে কহিলা।
জ্বরান্তে হইবে শেষ এ মানব-লীলা॥
তবে বৈদ্য প্রভু পাশে করে নিবেদন।
জল দিয়া এক বটি করুন সেবন॥
প্রভু কন আন তবে শ্রীচরণামৃত।
সেবন করিব বটি কহিলাম ঋত॥
শ্রীচরণামৃত আনি শ্রীশচী-নন্দন।—
সেবন করান বটি করিয়া ক্রন্দন॥
পরদিন সূর্য্য অস্ত কালেতে গোস[illegible]
কন মোরে শ্রীঅঙ্গনে লঞা চল [illegible]
আজ্ঞা অনুসারে প্রভু শ্রীশচী-নন[illegible]
প্রভুরে লইয়া যান যথা শ্রীঅঙ্গন[illegible]

ভ্রাতৃ অঙ্গে অঙ্গ দিয়া বসিয়া গোঁসাই।
যোড়করে কন কোন সখী মুখ চাই॥

যথা রাগঃ।

কি আর কহব সখি! আনন্দ ওর।
চিরদিন রাম-কানু মন্দিরে মোর॥ ধ্রুঃ॥
কি আর বলিব রাম-কানু তুয়া পায়।
জীবনে মরণে সুখ দিও হে আমায়॥
ঘরের বঁধুয়া দুই কোথা নাহি যাও।
যদি যাও তবে মোর এই মাথা খাও॥
তুঁহু দুই প্রাণনাথ রাখিয়া ভবনে।
এ দেহ ছাড়িব মুঞি দেখিহ নয়নে॥
ঘরের নাগর হঞা পর না হইবে।
যদি পর হও তবে পাতকে পড়িবে॥
প্রতিজ্ঞা করিলা দুয়ে আপন ইচ্ছায়।
তোর কুল না ছাড়িব কহিনু তোমায়॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেই করয়ে লঙ্ঘনে।
[illegible] এই করিনু শ্রবণে॥
[illegible] তুহুঁ দুই পায়।
[illegible] হইল বিদায়॥ ৩৪৭॥
[illegible] ই করিয়া বর্জ্জন।—
[illegible] ঞা প্রভুর চরণ॥

তবে বিপ্রভক্তগণ পুষ্পযানোপরি ।—
প্রভুর পবিত্র দেহ যত্নে রক্ষা করি ॥
হরি হরি বলি যান স্কন্ধেতে করিয়া ।—
গঙ্গায় লইয়া যায় শোকার্ত্ত হইয়া ॥
সহস্র সহস্র লোক সঙ্গেতে যাইলা ।
গঙ্গায় যাইয়া শচী স্বকার্য্য করিলা ॥
প্রভুর বিরহে কাঁদে নর-নারী গণ ।
পক্ষ্যাদি নীরবে রহে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রভুর বিরহ দুঃখ কহনে না যায় ।
স্বদেশ-বিদেশে সবে করে হায় ! হায় ! ।
গোসাঞির কিঞ্চিদস্থি লঞা ভক্তগণ ।
হরি বলি পাটে আসি দিলা দরশন ॥
শ্রীশচী-নন্দন প্রভু আদ্যশ্রাদ্ধ-কৃত্য ।—
যথাবিধি করিলেন লঞা বহু ভৃত্য ॥
অধ্যাপক আদি সবে পাইয়া বিদায় ।
ধন্য ! ধন্য ! করি নিজ নিজ বাস যায় ॥
যে দেখিল সেই তাহা বর্ণিবারে পারে ।
অন্ধ হঞা মুঞি তাহা নারি বর্ণিবারে ॥
চতুর্থ দিবসে অস্থি সমাধি করিয়া ।
মহা-মহোৎসব করে বৈষ্ণব আসিয়া
অসংখ্য বৈষ্ণব আর মহান্ত নিচয় ।
মহা মহোৎসবে আসি শ্রীপাটে মি

মহা-মহোৎসব বিবরণং।

মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার মঙ্গল নিশায়।—;
মঙ্গলাধিবাস হবে কীর্ত্তন-শালায়॥
শ্রীমন্দির অগ্রে প্রেম-হেম বিনির্ম্মিত।-
শ্রীকীর্ত্তন সদ্ম যেই হয় সুশোভিত॥
সেই রম্য সদ্ম মাঝে মিলি সর্ব্বজন।
অধিবাস করিবেন মনের মতন॥
পুর-মধ্য দুই দ্বার চেল পতাকায়।
পূর্ণকুম্ভ-রম্ভাতরু-রসাল শাখায়॥
নানা রঙ্গে সাজাইবে মালাকার গণে।
বহু দ্বারপাল রবে দ্বারের রক্ষণে॥
পুর দ্বারোপরি রহি নভবাদ্যকার।
"রাম জয়" বাদ্যদ্বারে করিবে প্রচার॥
প্রহরে প্রহরে ঐছে বাজনা বাজিবে।
কর্ণ-মন রসায়ণ শ্রবণে করিবে॥
মধ্য দ্বারোপরি রহি ঘটীযন্ত্রকার।
ঘটীবাদ্য ঘটিকায় করিবে প্রচার॥
[illegible] আছয়ে ভবনে।
[illegible]ক শুন সর্ব্বজনে॥
[illegible]লা শ্রীশচী-নন্দন।
[illegible] কার্য্য করে ভৃত্যগণ॥

শ্রীশ্রীপাটবাসিগণ মনের আনন্দে।
স্ব-স্ব দ্বার সাজাইলা নানা অনুবন্ধে॥
শ্রীপাট সকল হৈতে মহান্ত সকল।
আগমন করিলেন লঞা স্ব-স্ব দল॥
রাঢ়দেশবাসী ভক্ত কীর্ত্তনীয়া গণ।
স্ব-স্ব দল সহ পাটে দিলা দরশন॥
মহা-মহোৎসব দেখিবারে বহু জন।—
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পাটে কৈলা আগমন॥
আইলা অসংখ্য নট-নটী-বাজীকর।
পণ্যাজীব-গৃহী-ভক্ত-সাধারণ নর॥
প্রভুর অনুজ্ঞা মতে যোগ্য ভৃত্যগণ।—
যথাযোগ্য সকলের করে আবাহন॥
ভিন্ন ভিন্ন যথাযোগ্য স্থানে সবাকার।
বাসা দিয়া সর্ব্বমতে করিলা সৎকার॥
সৎকারের পারিপাট্য দেখিয়া সকলে।
জয় জয় বলরাম-কৃষ্ণ সবে বলে॥
ধন্য দ্বিজ বংশ'চূড়ামণি-প্রভুরাম।
শ্রীশচী-নন্দন ধন্য শ্রীচৈতন্য ধাম॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্ব-স্ব
যাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ
হেন মতে নানা জন নান
সে সব বর্ণিতে কার সাধ

তবে ভৃত্য সঙ্গে লঞা শ্রীশচী-নন্দন।
সকলের কাছে যাঞা করে নিবেদন ॥
মো প্রতি করুণা করি এথা সবাকার।—
আগমন হইয়াছে ভাগ্য সে আমার ॥
প্রভুর বিরহ মহা-মহোৎসব যেই।
সম্পূর্ণ করিবা সবে কহিলাম এই ॥
কোন কার্য্যে ত্রুটি মোর না কর গ্রহণ।
সবাকার পাদপদ্মে এই নিবেদন ॥
এত পরিহার মাগি শ্রীশচী-নন্দন।
রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে গিয়া দিলা দরশন ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে।
কেহ পড়ে, কেহ উঠে যাইতে যাইতে ॥
দেখিতে দেখিতে রবি গেলা অস্তাচল।
বেদধ্বনি আরম্ভিল ব্রাহ্মণ সকল ॥
বৈষ্ণবে পুরাণ গান আরম্ভ করিল।
নহবৎ ঘটীযন্ত্র বাজিতে লাগিল ॥
গুড় গুড় শব্দে বাজে-দামামা সকল।
ঝাঁঝর, কাঁসর বাজে দ্বাদশ মর্দ্দল ॥
[illegible] শিঙ্গা বাজিতে লাগিল।
[illegible]য় আরম্ভ করিল ॥
[illegible]ও তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
[illegible]লা আনন্দ হিয়ায় ॥

জয় জয় রাম-কৃষ্ণ বলে সর্ব্বজনে।
হুলু-হুলু-হুলু ধ্বনি দেয় রমাগণে ॥
বৈষ্ণব সকলে করে আরতি কীর্ত্তন।
হো-হো-মরি মরি শব্দ করে কতজন ॥
ছদ্মবেশে ব্রহ্মা আদি দেবতা সকল।—
আসিয়া দর্শন করে আরতি মঙ্গল ॥
শ্রীরাম-কৃষ্ণের আরাত্রিক সর্ব্বাগ্রেতে।
রেবতী-রাধার তবে জানিহ মনেতে ॥
সর্ব্বশেষ নীরাজন গোপীশ্বরে হয়।
প্রভুর নিয়ম এই সকলে জানয় ॥
আরতির পারিপাট্য করিয়া দর্শন।
পূজারি গোসাঞি ধন্য বলে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে সন্ধ্যারতি সম্পূর্ণ হইল।
নিত্য সঙ্কীর্ত্তন তবে সকলে করিল ॥
নিত্য সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ অন্তে প্রভু কন।
করহ সকলে অধিবাস আয়োজন ॥
প্রহরেক পরে হবে মঙ্গলাধি
সকলে গমন কর নিজ নিজ
প্রহরেক পরে সবে মিলিবা
হেন কহি গেলা প্রভু ঠাকুর
তবে পূজারির আজ্ঞামতে
করিতে লাগিল অধিবাস অ

অধ্যক্ষ তাহার পঞ্চদণ্ডী মহাশয়।
যাঁহারা প্রভুর কাছে পরাভূত হয়॥
প্রহরৈক মধ্যে অধিবাস আয়োজন।—
সম্পূর্ণ করিলা প্রভু প্রিয় ভৃত্যগণ॥
তবে তিন পুত্র সহ শ্রীশচী-নন্দন।
রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে আসি দিলা দরশন॥
পূর্ব্বমত নহবৎ প্রভৃতি বাজিল।
শুনিয়া সকল লোক আসিতে লাগিল॥
রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে লোক স্থান নাহি পায়।
কেহ কার স্কন্ধে উঠে কেহ পড়ে গায়॥
লোক ভীড় দেখি প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
আজ্ঞা দিলা অধিবাস আরম্ভ কারণ॥
ক্ষীরলড্ডু আনি তবে পূজারি ঠাকুর।
রাম-কৃষ্ণে ভোগ দিলা সহ রসপুর॥
স্বর্ণবাটা ভরি পান তবে সমর্পিলা।
চন্দন-মাল্য শ্রীঅঙ্গেতে দিলা॥
আদেশে তবে কীর্ত্তনীয়া গণ।—
র রূপ, অভিসার, নিবেদন॥
অন্তে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
া অধিবাস কর আরম্ভন॥
গণ মধ্যে কহে শ্যামদাস।
রিব প্রভো! কার অধিবাস॥

গোসাঞি কহেন মোর পিতামহ যেই ।—
করিলেন অধিবাস গান কর সেই ॥
আজ্ঞা পাঞা শ্যামদাস তাহা আরম্ভিল ।
জয় জয় রবে খোল বাজিতে লাগিল ॥

শ্রীশ্রীমদ্বংশীবদনপ্রভোর্বিরচিতাধিবাসং ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ ধ্রুঃ ॥
আসিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবে করে অধিবাস ।
আপনি নিতাই ধন, দেন মালা-চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লঞা, বাজায় তা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল ।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণব গণ,
কালি হবে কীর্ত্তন-মহো
আজি খোল মঙ্গলি, রাি
বংশী বলে দেও জয়রব
আপনি নিতাই ধন আদি
নিজ করে লন প্রভু পুষ্পম

পূজারি চন্দন-পাত্র ধরিয়া রহিলা।
গোসাঞি সবার ঠাঞি অনুজ্ঞা মাগিলা॥
সবার অনুজ্ঞা পাঞা মনের আনন্দে।
অধিবাস আরম্ভিলা বেদ-বিধি বন্ধে॥
খোল করতালে অগ্রে শ্রীমাল্য-চন্দন।
সমর্পণ করিলেন শ্রীশচী-নন্দন॥
তবে শিঙ্গা-পাঞ্জোপরি মাল্যাদি অর্পিলা।
শেষে যথাযোগ্য পাত্র বিচারিয়া দিলা॥
এইমতে অধিবাস করি সমাপন।
সবে মিলি ধূয়া গাই করেন নর্ত্তন॥

১ম তাণ্ডব-ধূয়া।

কালি হবে মহা-মহোৎসব॥

আদ্য ধূয়া নিবেদন, এই ত কহিল।
দ্বিতীয় ধূয়ায় জয়ধ্বনি প্রকাশিল॥

২য় তাণ্ডব-ধূয়া।

বংশী বলে দেহি জয় জয় রে।
শ্রীবংশীদাসের দেহি জয় জয় রে॥

তৃতীয় ধূয়ায় গৌর জয় সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রী-নিতাই সহ গৌরভক্তগণ॥

৩য় তাণ্ডব-ধূয়া।

শ্রীগৌরাঙ্গের দেহি জয় জয় রে॥

শ্রীজাহ্নবীর দেহি জয় জয় রে।
শ্রীনিত্যানন্দের দেহি জয় জয় রে॥
শ্রীগৌরভক্তের দেহি জয় জয় রে॥

এই চারি নেত্র ধূয়া লিখিলা গোঁসাঞি।
ভাব ধূয়া সর্ব্বশেষ শুনহ সবাই॥

ভাব ধূয়া।

শ্রীরাম-কৃষ্ণের দেহি জয় জয় রে॥

ভাবে ভাবে ভাব ধূয়া সবে করে গান।
সে ভাব দেখিয়া কার স্থির রহে প্রাণ॥
শ্রীশ্রীপাট খড়দহবাসী প্রভুরাম।
শ্যামের সেবাধিকারী সর্ব্বানন্দ ধাম॥
শ্রীপাট অম্বিকাবাসী হৃদয়চৈতন্য।
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য অগ্রগণ্য॥
ভাব ধূয়া গানকালে প্রেমের আবেশে।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় অশেষ বিশেষে॥
তবে প্রভু মহা-মহোৎসব বিবরণ।
সর্ব্বজন সন্নিধানে করে নিবেদন॥
মাঘী-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার মঙ্গল নিশায়।
মঙ্গলাধিবাস হৈল সবার কৃপায়॥
তৃতীয়া হইতে শুভ অষ্টমী পর্য্যন্ত।
মহা-মহোৎসব হবে নাহি যার অন্ত॥

কর্ম্মদণ্ড, জ্ঞানদণ্ড, শ্রীভক্তি-বরণ।
আনন্দবাজার, প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠন ॥
ষষ্ঠ প্রেমবিতরণ ধূলাট মোহন।
রজনীতে প্রেমবন্যা নগর কীর্ত্তন ॥
প্রথমাং মহা-মহোৎসব বিবরণ।
করিলাম নিবেদন গৌর-ভক্তগণ ॥
নবমী হইতে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব।
আরম্ভ হইবে পুনঃ দেবের দুর্ল্লভ ॥
কীর্ত্তনের সম্প্রদায় সংখ্যা অনুসারে।
সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হবে রামাগারে ॥
দিন সংখ্যা তাহে কিছু নাহি নিরূপণ।
দ্বিতীয়াংশ মহোৎসবে এই বিবরণ ॥
এত কহি কীর্ত্তনীয়া সকলে গোসাঞি।
শিরপা দিলেন বস্ত্র মনে সুখ পাই ॥
হেনমতে অধিবাস হয় সমাপন।
সে আনন্দ বর্ণে কার সাধ্য বা এমন ॥
অধিবাস অন্তে ভেল মহা-নীরাজন।
জয় জয় করে লোক ভরিয়া গগন ॥
রাম-কৃষ্ণে নমি তবে দর্শক সকল।
নিজ নিজ স্থানে যায় হইয়া বিকল ॥
তৃতীয়া হইতে তবে অষ্টমী পর্য্যন্ত।
মহা-মহোৎসব হয় মহা-প্রেমবন্ত ॥

পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে শ্রীমহাপ্রসাদ।
যথা তথা খায় লোক পাইয়া আহ্লাদ॥
ছয় দিন জাতি বুদ্ধি ছাড়ি সর্ব্বজন।
শ্রীমহাপ্রসাদ প্রেমে করেন ভোজন॥
বৃষ, গাভি, কুক্কুরাদি মানবের সনে।
শ্রীমহাপ্রসাদ খায় আনন্দিত মনে॥
আনন্দবাজার যেই ক্ষেত্রধামে হয়।
শ্রীমহাপ্রসাদ তথা কিনি লোকচয়॥
প্রেমানন্দে যথা তথা করেন ভোজন।
জাত্যাদি বিচার নাহি করে কদাচন॥
এ আনন্দ বাজারেতে সে সম্বন্ধ নাই।
বিনি-মূলে শ্রীপ্রসাদ পায়েন সবাই॥
শ্রীমহাপ্রসাদ বস্ত্রে রাখিয়া এথায়।
নানাবর্ণ একত্রেতে বসি সুখে খায়॥
পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে শ্রীমহাপ্রসাদ।
রাশি রাশি ফেলে লোক না করে বিবাদ॥
নাট্য, গান, বাজীখেলা কেনা-বেচা যত।
পথের বিধারে লোক করে অবিরত॥
হেন মহা-মহোৎসবানন্দ কেবা কহে।
যে কহে কহুক সেহ মোর সাধ্য নহে॥
ষষ্ঠ দিনে প্রেমবন্যা নগর-কীর্ত্তন।
নগর বেষ্টন করি করি সর্ব্বজন॥

রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে আসি মিলিয়া সবাই।
মহা-মহোৎসব পূর্ণ করে সুখ পাই॥
রাম-কৃষ্ণ-গুণাবলী সর্ব্ব সম্প্রদায়।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে গায় আনন্দ হিয়ায়॥
তবে প্রভু হরিদাস ঠাকুরে ধরিয়া।
নিজ কৃত পদ গান কান্দিয়া কান্দিয়া॥

শ্রীশ্রীমচ্ছচীনন্দন গোস্বামি প্রভো
র্বিরচিতং-বিরহ কীর্ত্তনং।

হায়! হায়! দুঃখ কব কায়।
কি দোষ পাইয়া প্রভু ছাড়িলা আমায়॥ ধ্রুঃ॥
প্রেমহাট, প্রেমঘাট, প্রেমের বাজার।
এতদিন পর সব ভেল ছারখার॥
পাষাণে কুটিব মাথা জলে কি ডুবিব।
ফণিমুখে মুখ দিয়া গরল বা পিব॥
কোথা গেলে পাব সেই প্রভু দয়াময়।
ভাবিয়া উপায় কিছু স্থির নাহি হয়॥
কোথা আছে গুণনিধি প্রাণের গোসাঞি।
কে মোরে কহিয়া দিবে কহি কার ঠাঞি॥
যারে কহি সেই কহে কি কহিব আর।
গোসাঞি বিহনে সব দেখি অন্ধকার॥
হা রাম! হা প্রভো! করি যামার্দ্ধ কাটাই।
কোনমতে রয়েছে সুখ নাহি পাই॥

তবে আর কেবা বল প্রভুর সন্ধান।
কহিয়া রাখিবে মোর এ দেহে পরাণ॥
এবার পাইলে দেখা চরণ-যুগল।
হৃদয়-কমলে রাখি পূজিব কেবল॥
প্রভুর দর্শন বিনা জীবনে কি কাজ।
শচীর মুণ্ডেতে ভাঙ্গি পড়ু শত বাজ॥ ৩৪৯॥
এইমত খেদ করি শ্রীশচী-নন্দন।
হরিদাসে ছাড়ি ভেল অঙ্গনে পতন॥
অগেয়ান হঞা প্রভু গোঁ-গোঁ রব করে।
তাহা দেখি সবাকার দুই আঁখি ঝরে॥
ক্রন্দনের মহারোল উঠিল অঙ্গনে।
তিন প্রভু যাঞা ধরে প্রভুর চরণে॥
শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
এই তিন প্রভু শচী-নন্দন সম্ভব॥
ক্ষণকালে পরে প্রভু পাইয়া চেতন।
যথাযোগ্যরূপে সবে দেন আলিঙ্গন॥
তবে প্রভু যোড়করে কহেন সবায়।
করিতে নারিব মুঞি মুণ্ডান্ত বিদায়॥
এ বিধি লঙ্ঘনে মোর অপরাধ যাহা।
কৃপা করি খণ্ডিবেন ভক্তগণ তাহা॥
এ প্রেমের হাট মুঞি ভাঙ্গিতে নারিব।
কোন্ প্রাণে ভক্তগণে বিদায় করিব॥

এত কহি প্রেমাবেশে শ্রীশচী-নন্দন।
শ্রীখণ্ডীর কণ্ঠ ধরি করেন রোদন॥
প্রভুর রোদন হেরি কাঁদে সব জন।
সে ক্রন্দন বর্ণে কার সাধ্য বা এমন॥
তবে সব সম্প্রদায় হইয়া মিলন।
উভয় যুগল পদ করেন কীর্ত্তন॥
শেষে সব মর্দ্দলিয়া মাঝেতে রাখিয়া।
ধূয়া ধরি গান করে প্রেমেতে মাতিয়া॥

তাণ্ডব ধূয়া।

প্রভু রামের বলাই চাঁদ! এইবার আমায় দয়া কর হে!!
ওহে কাণাই! বলাই! দয়া কর হে!!
আর আমার কেউ নাই হে!॥

এই ধূয়া বহুক্ষণ নর্ত্তন সহিত।
কীর্ত্তন করেন সবে হইয়া মোহিত॥
তবে "হরি হরি বোল" বলিয়া সকলে।
নাচিয়া নাচিয়া সবে ভুবন-মঙ্গলে॥
"প্রেম সে" শবদ সব উঠিল গগনে।
যাহা শুনি চমকিয়া উঠে সর্ব্ব জনে॥
তবে মহা-নীরাজন প্রভুর দেখিয়া।
প্রণতি করিয়া সবে [illegible] চলিয়া॥
পূজারি গোসাঁঞি এবে মন্দির ভিতর।
রাম-কৃষ্ণে লঞা ভোগ দেন মনোহর॥

ভোগ অন্তে পুনর্ব্বার নীরাজন করি।
রাম-কৃষ্ণে শোয়াইলা হেম-খট্টোপরি॥
শ্রীপাটের মহা-মহোৎসব রীতি যাহা।
অত্যন্ত সংক্ষেপে মুঞি কহিলাম তাহা॥
বিস্তারি বর্ণিবে ইহা ভাগ্যবান্ জন।
গৌরভক্তপদে মোর এই নিবেদন॥
অদ্যাপি শ্রীপাটে মহা-মহোৎসব রঙ্গ।
পূর্ব্বমত হইতেছে নহে কিছু ভঙ্গ॥
ঐছে মহা-মহোৎসবানন্দ রস ভোগে।
দিপিন বঞ্চিত ভেল নিজ কর্ম্মরোগে॥ *
সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব নবমী হইতে।
সমারম্ভ হঞা পূর্ণ হয় যথারীতে॥
কুঞ্জভঙ্গ গান অন্তে,—গাইয়া মিলন।
ঐছে মহোৎসব পূর্ণ,—করিনু কীর্ত্তন॥

পদং।

আহা মরি! মরি!।

অলস-বিলাস কি মাধুরী সহচরি!॥ ধ্রুং॥
আয় আয় আয় সবে আয় দেখে যা।
ঘুমায়েছে সুবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
অলসে অবসে রসে রসিয়া নাগরী।
শ্যাম-বক্ষে বক্ষ দিয়া,—করে কণ্ঠ ধরি॥

অধরে অধর দিয়া শশিমুখী রাই।
মরি কিবা নিদ যায়—বলিহারি যাই ॥
স্খলিত কবরীবন্ধ—স্খলিত বসন।
স্খলিত কুসুমহার—স্খলিত ভূষণ ॥
বদনপাঙ্কজভূতি—পরাগ-কেশর।
খসিয়া পড়িছে শ্যাম-বদন উপর ॥
ললাটের মণিটিপ—সিঁথার সিন্দূর।
নাগর ললাটোপরি শোভিছে মধুর ॥
নিশাসে ন্যাসার গজমতি মতি সার।
মৃদু-মৃদু দোলিতেছে কিবা চমৎকার ॥
তমালে মাধবীলতা হইয়া জড়িত।
ফুলশেজোপরি কিবা পড়ি সু-শোভিত ॥
অথবা নবীন পয়োধরবর অঙ্গে।
মিশিয়াছে সৌদামিনী নিজ রসরঙ্গে ॥
আয় আয় আয় সবে আয় দেখসিয়ে।
নিদ যায় ধনী শ্যাম-অঙ্গে পদ দিয়ে ॥
অ-বিদগ্ধ—অ-করুণ অরুণ উঠিয়া।
ভাঙ্গিবেক এ বিলাস বৈরিতাচরিয়া ॥
সরব আনন্দপ্রদ চন্দ্রানন্দ যথা।
মিত্রের অমিত্রভাব জানিবেক তথা ॥
ঐ শুন! ঐ শুন! শুন সব সখীগণ।
বিপিনে করুণ-দূত ডাকে ঘন ঘন ॥

এত কহি মনোদুঃখে ললিতা পেয়ারী।
মেঘে কন শুন মেঘ বচন হামারি ॥
নাথ হঞা অরুণেরে ঢাক ত্বরা করি।
তুমি শ্যাম-সৌদামিনী সখা নিরন্তরি ॥
ক্ষীরসা লইয়া করে বায়সে কহয়।
নীরব হইয়া খাও ক্ষীর মধুময় ॥
"কা-কা" এই সাঙ্কেতিক নিদারুণ রবে।
কেন কাক! জাগাইছ মাধবী-মাধবে ॥

তথাহি শৃঙ্গার রসাষ্টকাদৌ।

কা কাবলা নিধুবনশ্রম পীড়িতাঙ্গী
নিদ্রাং গতা দয়িতা বাহুলতানুবদ্ধা।
সা সা তু যাতু ভবনং দিশিরোদ্গমোঽয়ং
সঙ্কেত বাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি ॥

রাত্র্যান্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥

দাড়িম্ব দেখাঞা তবে কন শারী-শুকে।
নীরব হইয়া খাও এ দাড়িম্ব সুখে ॥
তিত ফল করে ধরি কন পীকবরে।
বড় দুঃখ পাই পীক তুয়া "কুহু" স্বরে ॥

"কু-হু" এই সাঙ্কেতিক প্রিয়রব দ্বারে।
নিন্দা স্মৃতি করাইছ কেন বারে বারে॥
প্রেম-রস জ্ঞানহীন পশু যতজন।
রাধা-কৃষ্ণ-কেলী নিন্দে তারা সর্ব্বক্ষণ॥
চণক লইয়া তবে কক্‌টিরে কন।
নীরবে চণক এই করহ ভক্ষণ॥
হেনমতে শ্রীললিতারুণ-দূতগণে।
ভক্ষ্য করে লঞা কন মধুর বচনে॥
অলস-বিলাস ভঙ্গ এ বিপিন দাসে।
নিদারুণ মনোদুঃখে করিল প্রকাশে॥ ৩৫০॥
ভক্তগণ সুখ লাগি মিলন এথায়।
কীর্ত্তন করিব মুঞি আনন্দ হিয়ায়॥

পদং।

শ্রীরাধামাধব যুগল বিলাস।
নিতি নব নব ভাবেতে প্রকাশ॥
গোয়ালিনী সাজে শ্যাম-নটবর।
রাই সঙ্গে মিলে জটিলার ঘর॥
দুগ্ধকুম্ভ কাঁকে তীব্রগতি ধায়।
মৃদু-মৃদু হাসি চারিদিকে চায়॥
মুহূর্ত্তেক মধ্যে জটিলা অঙ্গনে।
দুগ্ধকুম্ভ কাঁকে দিলা দরশনে॥

নব গোয়ালিনী হেরিয়া নয়নে।
জটিলা কহয়ে মধুর বচনে ॥
ওগো গোয়ালিনি! কোথা তব ঘর।
গোয়ালিনী কহে গোকুল নগর ॥
জটিলা কহয়ে দুগধ লইয়া।
মোর ঘরে এবে কি মনে করিয়া ॥
গোয়ালিনী কহে বোহিন আমার।
দুধের যোগান করয়ে তোমার ॥
জটিলা কহয়ে বিহান বেলায়।
কি লাগি আনিলে দুগধ এথায় ॥
বেলার লাগিয়া বোহিনে তোমার।
কতরূপে করিয়াছি তিরস্কার ॥
গোয়ালিনী কহে নবীন মাছুরী।
ভোরে দোহী ভেঞি, না করি চাতুরী ॥
বাসি দুধ মুঞি কভু নাহি রাখি।
ঝুট নাহি কহি—দিননাথ সাখী ॥
বাসি সাঁঝো বুঝো করি আবর্ত্তনে।
সন্দেহ কেন বা করিতেছ মনে ॥
অলপাবর্ত্তনে মিঠা ক্ষীর হয়।
আদরে আমার দুধ সবে লয় ॥
আমার দুধেতে নাশয়ে ত্রিদোষ।
পানেতে সবার হৃদয় সন্তোষ ॥

জটিলা কহয়ে কি নাম তোমার।
জানিতে বাসনা হঞাছে আমার॥
গোয়ালিনী কহে শ্যামা মোর নাম।
ঝাঁট দুগ্ধ লহ যাব অন্য ঠাম॥
জটিলা কহয়ে বধূর ভবনে।
দুগ্ধ লঞা তুমি করহ গমনে॥
গোয়ালিনী কহে বধূর ভবন।
কোন্ দিকে তাহা দেখাও এখন॥
জটিলা কহয়ে পূরবে যাইবে।
বধূর ভবন তবে সে পাইবে॥
গোয়ালিনী ভাবে জটিলা কৃপায়।
অবাধে দেখিব জীবন রাধায়॥
তবে গোয়ালিনী হাসিতে হাসিতে।
রাধার অঙ্গনে হৈলা উপনীতে॥
দূরে হতে হেরি রাধার বদনে।
সিহরিয়া কৃষ্ণ ভাসিলা অঙ্গনে॥
তাহা দেখি কহে সুবদনী রাই।
আহা! আহা বাছা! দুঃখে মরে যাই॥
এস গোয়ালিনি! বৈস মোর কাছে।
দুগ্ধ গেছে তার দুঃখ কিবা আছে॥
গোয়ালিনী কহে মহামৃত পাপ।
এ সামান্য দুখ জানা উপহাস॥

এত শুনি রাই মুচকি হাসিল ।
গোয়ালিনী ধাঞা রাধারে ধরিল ॥
তাহা দেখি লাজে প্রিয়সখীগণে ।
ত্বরিত যাইয়া হইল গোপনে ॥
গোয়ালিনী সাজে প্রাতর সময় ।
রাই সনে মিলে শ্যাম-রসময় ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রহঃ-কেলী যেই ।
সর্ব্বকাল জয়যুক্ত,—কহি এই ॥
শ্রীরাধা-মাধব যুগল মিলন ।
এ বিপিন যেন হেরে সর্ব্বক্ষণ ॥

তাণ্ডব ধ্রুঃ ।

জয় রে জয় রে রাধা-গোবিন্দ বিলাস ।
ভক্ত-হৃদিকুঞ্জে নিতি হউক প্রকাশ ॥ ৩৫১ ॥

মহা-মহোৎসবানন্দ যতেক হইল ।
তার সীমা করিবারে কেহ না পারিল ॥
সম্পূর্ণ বদন প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।
সকলে বিদায় দিলা করিয়া বন্দন ॥
তবে সবে রাম-কৃষ্ণে প্রণামাদি করি ।
নিজ নিজ পাটে যায় বলি হরি হরি ॥
পঞ্চদশ সাত শকে মাঘের অসিতে ।—
তৃতীয়ায়-বুধে প্রভু প্রদোষ প্রমিতে ॥—

মায়াময় ধাম ত্যজি পরংধামাশ্রয়।—
প্রেমানন্দে করিলেন কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈরাগী ঠাকুরেণোক্তং।

অব্ধি ব্যোম বাণ চন্দ্র প্রমাণে চ শকে প্রভুঃ।
মাঘ কৃষ্ণ তৃতীয়ায়াং প্রদোষ সময়ে বুধে।
নিজ লীলাবসানেন জগাম ধামশাশ্বতং॥ ৩৫২॥

তদ্যাবধি মাঘমাসে-কৃষ্ণাতৃতীয়ায়।
রাম মহোৎসব হয় শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়॥
শ্রীপাটাধিকারী হঞা শ্রীশচী-নন্দন।
নিত্যোৎসবে করে রাম-কৃষ্ণের সেবন॥
প্রসাদে বঞ্চিত নাহি হয় কোন জনে।
ঐছে সেবা নাহি হেরি শ্রীগৌড়ভুবনে॥
কিছুদিন পরে এক ভূপতি আসিয়া।—
পত্নী সহ রাম-কৃষ্ণে দর্শন করিয়া॥—
বিনয় করিয়া কহে শ্রীশচী-নন্দনে।
শ্রীমন্দির দিতে ইচ্ছা করিয়াছি মনে॥
যদি আজ্ঞা হয় প্রভো! অধীনের প্রতি।
তবে কিছু মুদ্রা দিয়া যাইব সম্প্রতি॥
ঠাকুর কহেন তবে করিয়া রোদন।
অগ্রজ প্রভুর ইচ্ছা হইল পূরণ॥
প্রভুর বাসনা ছিল অত্যুচ্চ-মন্দিরে।
করিলা বাসনা পূর্ণ কৃষ্ণ-বলবীরে॥

ধন্য ! ধন্য ! ধন্য তুমি হও নরপতি।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করহ সম্প্রতি ॥
তবে তিঁহো বিংশ শত মুদ্রা প্রভু পায়।
রাজ্ঞী সহ ধরিলেন আনন্দ হিয়ায় ॥
যত মুদ্রা লাগিবেক মন্দির নির্ম্মাণে।
তত মুদ্রা দিব আমি কহি তব স্থানে ॥
হেন বাক্য শুনি কন শ্রীশচী-নন্দন।
রাম-কৃষ্ণ কৃপা তুয়া প্রতি বিলক্ষণ ॥
রাম-কৃষ্ণে আর প্রভু শ্রীশচী-নন্দনে।
প্রণাম করিয়া তিঁহো যায় স্ব-ভবনে ॥
তবে প্রভু শুভ দিন করিয়া নির্ণয়।
যথাবিধি শ্রীমন্দির আরম্ভ করয় ॥
তিন বর্ষে শ্রীমন্দির সম্পূর্ণ হইল।
প্রতিষ্ঠা দিবসে পুনঃ ভূপতি আইল ॥
প্রতিষ্ঠা পরেতে প্রভু নব-শ্রীমন্দিরে।
মহানন্দে লঞা গেলা কৃষ্ণ-বলবীরে ॥
মন্দির নির্ম্মাণ আর প্রতিষ্ঠা তাহার।
গোসাঞি রামের নামে করে ক্ষত্রসার ॥
জগমোহনের মধ্যে আছে যেই শ্লোক।
মন্দির প্রস্তুত কাল তাহে জানে লোক ॥

শ্রীমজ্জগমোহন মধ্যস্থিতঃ শ্লোকঃ।

শাকে নাগাগ্নি কামেষু বিধৌ শ্রীরামচন্দ্রতঃ।
আবিরাসীদিষে রাম শ্রীরমাপতি মন্দিরং ॥ ৩৫৩ ॥

পঞ্চদশ অষ্টত্রিংশ শক যেই হয়।
তাহার আশ্বিনে হৈল শ্রীমন্দিরোদয় ॥
শ্লোক পাঠে ঐছে অর্থ হয় পরিজ্ঞান।
অন্য অর্থ থাকে যদি করু মতিমান ॥
পঞ্চদশ সাত শকে মাঘী-কৃষ্ণপক্ষে।
তৃতীয়ায় প্রভু রাম যান লোকালক্ষ্যে ॥
ইহাতে জানিয়ে তাঁর অপ্রকট পর।
ত্রিংশদ্বর্ষ অন্তে সদ্ম দিলা ভূপবর ॥
কেহ কেহ কহে দ্বিজমণি প্রভুরাম।
মন্দির পত্তন করি যান নিত্যধাম ॥
তার ত্রিশ বর্ষ অন্তে শ্রীশচী-নন্দন
প্রভুর প্রীতিতে সদ্ম করে সমাপন ॥
"আবিরাসীৎ" ক্রিয়া হেতু এই অর্থ হয়;
প্রকাশ করিয়া এই কৈনু সমুদয় ॥
ঐছে শ্লোক রচিলেন শ্রীশচী-নন্দন।
এই কথা পূর্ব্বাপর করিয়ে শ্রবণ ॥
বর্ত্তমান শ্রীমন্দির যে করে দর্শন।
এই শ্রীমন্দির প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥
ঐছে ভূপতির অর্থে করিয়া নির্ম্মাণ।
স্বাগ্রজের নামে প্রতিষ্ঠিলা মতিমান ॥
লোকে খ্যাত প্রভুরাম কৃত শ্রীমন্দির।
এবে যায় বিরাজেন কৃষ্ণ-বলবীর ॥

ধন্য ! ধন্য ! ধন্য প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
যাঁর ভক্তে করে এই মন্দির-মোহন ॥
শচী-নন্দনের তিন পুত্ররত্ন হয়।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব অংশ সেই তিনে কয় ॥
শ্রীরাজবল্লভ দেব প্রথম তনয়।
দেব শ্রীবল্লভ জানি দ্বিতীয় নিশ্চয় ॥
তৃতীয় কেশব দেব বিখ্যাত ভুবন।
অবরজা কন্যা এক করিনু শ্রবণ ॥

তথাহি যোজকেনোক্তং।

শ্রীশচীনন্দনস্যৈতে জ্যেষ্ঠঃ শ্রীরাজবল্লভঃ।
শ্রীবল্লভো মধ্যমশ্চ কনিষ্ঠঃ কেশবঃ সুতঃ ॥ ৩৫৪ ॥

ঐছে তিন পুত্রে সেবা করিয়া অর্পণ।
নিভৃতে ভজন করে শ্রীশচী-নন্দন ॥
পিতৃ-পিতৃব্যের পদ করিয়া শরণ।
তিন ভাই করে রাম-কৃষ্ণের সেবন ॥
বর্দ্ধমান হৈতে আসি নরেন্দ্র-কেশরী।
দেখি রাম-কৃষ্ণ আর শঙ্কর-শঙ্করী ॥—
আনন্দিত হঞা কন শ্রীশচী-নন্দনে।
মোর ইচ্ছা হয় কিছু করিতে অর্পণে ॥
যদি আজ্ঞা হয় তবে সেবার লাগিয়া।
ভূমি দান করি লহ করুণা করিয়া ॥

গোসাঞি কহেন ভূপ যে ইচ্ছা তোমার।
তব রাজ্যাধীন এই শ্রীপাট আমার॥
গোসাঞির বাক্য শুনি নরেশ তখন।
রাধানগরের লাভ করিলা অর্পণ॥
কেহ কেহ অন্যরূপ করি ইহা কয়।
তাহাতে নরেশ বংশ প্রমাণ আছয়॥
বার্দ্ধক্য বয়সে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
তিন পুত্র রাখি করে লীলা সম্বরণ॥
অগ্রজের ন্যায় প্রভু লীলা সম্বরিলা।
দেখিয়া শ্রীপাটবাসী কান্দিতে লাগিলা॥
তার আত্মকৃত্য আদি গোসাঞির ন্যায়।—
করিলেন তিন পুত্র সবব লোকে গায়॥
কোন হেতু তিন ভাই পৃথক হইয়া।
রাম-কৃষ্ণে সেবে কাম্যকর্ম্মাদি ছাড়িয়া।
শ্রীরাজবল্লভ প্রভু পুত্র-কন্যা-হীন।
ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ ভজন প্রবীণ॥
শ্রীবল্লভ দেব আর শ্রীকেশবাম্বয়।—
অদ্যাবধি শ্রীশ্রীপাটে বহু বিরাজয়॥
শ্রীবল্লভ গোসাঞির দুই পুত্র হয়।
প্রথম গোপালকৃষ্ণ গোসাঞি নিশ্চয়॥
দ্বিতীয় জীবনকৃষ্ণ ভুবনে বিদিত।
কেশব প্রভুর তিন পুত্র গুণান্বিত॥

নবদ্বীপাধীশ রায় শ্রীরামজীবন।—
রাজ্ঞীর সহিত করি শ্রীপাট দর্শন॥
প্রভুর সেবার তরে শ্রীল শ্রীবল্লভে।
নরসিংহপুর দিলা মনের উৎসবে॥
মহারাজ কহিলেন গৌর সম্প্রদায়।
তব সম সদ্ব্রাহ্মণ দেখা নাহি যায়॥
কুলীন সন্তান তাহে হরিপরায়ণ।
সর্ব্বগুণ পরিপূর্ণ—অমল রতন॥
স্বরূপ সেবাধিকারী প্রভো! তুমি হও।
আমার প্রদত্ত ভূমি সেবা লাগি লও॥
বিপ্র ভূপতির দান পরম আহ্লাদে।
গ্রহণ করিয়া ভূপে দেন ধন্যবাদে॥
তবে পরস্পর বহু নতি-স্তুতি করি।—
নদীয়া নরেশ যান আপন নগরী॥
ধন্য! ধন্য! ধন্য রায় শ্রীরামজীবন।
কৃষ্ণসেবা লাগি যাঁর দান বিলক্ষণ॥
ভিক্ষাকে ভুলাঞা তবে কৃষ্ণ-বলরাম।
জাহ্নবী-নৃসিংহপুর দেখিবারে যান॥
তথাকার প্রজাগণ করিয়া দর্শন।
সদেব ভিক্ষুকভক্তে করেন ধারণ॥
বহু প্রজা বেগে আসি শ্রীপাটে কহিলা।
শুনিয়া শ্রীপাটবাসী জীবন পাইলা॥

রাম-কৃষ্ণে আনি তবে প্রভুপাদগণ।
শ্রীমন্দিরে পূর্ব্ববৎ করেন স্থাপন॥
ধন্যা গঙ্গা! ধন্য নরসিংহপুর গ্রাম।
যাহা দেখিবারে যান কৃষ্ণ বলরাম॥
কোন হেতু শ্রীবল্লভ ক্রোধান্ধ হইয়া।
বৈঁচিতে নিবাস করে শ্রীপাট ছাড়িয়া॥
শাখাপাট প্রকাশিতে ইচ্ছা হৈল তাঁর।
তেঞি ক্রোধ ছলা করি শচীর কুমার॥
বৈঁচিতে যাইয়া করে শ্রীপাট প্রকাশ।
এ বড় কৌতুক?—শুনি লাগয়ে উল্লাস॥
শ্রীরাধাবল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশিলা তথা।
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনানন্দ নিত্য হয় যথা॥
যথা পাট প্রকাশিলা প্রভু শ্রীবল্লভ।
গোবিন্দপুরাখ্য সেই স্থান সুদুর্ল্লভ॥
তথায় প্রভুর বংশ হইয়া বিস্তার।
অদ্যাপি সেবিছে কৃষ্ণ প্রভু অনুসার॥
বাল্লাপাড়া শ্রীপাটের কোন অধিকার।
তথাকার পুত্রে নাহি দেন গুণাধার॥
যদ্যপি শ্রীশাখা পাটে রহেন গোসাঁই।
তথাপি তাঁহার প্রাণ কাণাই-বলাই॥
একদিন দুঃখ-অভিমানে প্রভু কন।
ওরে পুত্র! ভৃত্য সবে করহ শ্রবণ॥

আমার আসন্ন কাল যখন হইবে।
বাঘ্নাপাড়া ধামে কভু লঞা না যাইবে ॥
পুত্র-ভৃত্যগণ তাহা করিলা স্বীকার।
না বুঝি প্রভুর ভাব এ লীলা তাঁহার ॥
কিছুদিন পরে প্রভু ব্যাধি ছলা করি।
পুত্রাদিরে কহিলেন সস্নেহ আচরি ॥
শীঘ্র মোরে অম্বিকায় লইয়া চলহ।
গৌর-গঙ্গা দেখি যাঞা দের না করহ ॥
তবে নরযানে করি পুত্র-শিষ্যগণ।
প্রভুরে লইয়া যান সহ সঙ্কীর্ত্তন ॥
রাম-কৃষ্ণেচ্ছায় তবে সরণি মধ্যেতে।
সবাকার মহাভ্রম হৈল হৃদয়েতে ॥
সেই ভ্রমে অন্ধ হঞা শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়।
সবে উপনীত হৈলা পণ্যবীথিকায় ॥
যানের ভিতর হৈতে গোসাঞি কহিলা।
কহ সবে কোন ঠাঞি আমায় আনিলা ॥
চিত্তভ্রম দূর তবে হৈল সবাকার।
সবে কহে শ্রীজিউয়ের এই সিংহদ্বার ॥
শ্রবণ করিয়া প্রভু করেন রোদন।
শ্রীরাম-কৃষ্ণের কৃপা করিয়া স্মরণ ॥
"ভুলিলেও নাহি ভুলে প্রভু দয়াময়।"
ইহাই স্মরণ করি প্রেমাশ্রু পড়য় ॥

গোসাঞিঃর আগমন করিয়া শ্রবণ।
সিংহদ্বারে সবে আসি দিলা দরশন॥
তবে শ্রীগোপালকৃষ্ণ সঙ্গে শ্রীজীবন।
জনক পদার বিন্দ করেন বন্দন॥
আদেশ পাইয়া তবে পূজারি গোসাঁই।
বারামে বসান যাঞা কাণাই-বলাই॥
তবে প্রভু শ্রীযুগল করিয়া দর্শন।
কৃতাঞ্জলি হঞা এই করে নিবেদন॥
"থেক থেক প্রাণনাথ! না যেও কোথাও
যদি যাও তবে মোর এই মাথা খাও॥"
মোর জ্যেষ্ঠতাত প্রভু কীরা দিলা যেই।
সেই কীরা দিলা পায় শ্রীবল্লভ এই॥
শ্রীযুগল শোভা প্রভু দেখিতে দেখিতে।
পরংধাম প্রাপ্তি কৈলা পিতৃপদ রিতে॥
গোসাঞিঃর দেহ লঞা পুত্র-শিষ্যগণ।
গঙ্গায় আসিয়া করে সৎকার সাধন॥
আদ্যকৃত্য গোসাঞিঃর যেই মত হয়।
কার সাধ্য সে আনন্দ বর্ণন করয়॥
বর্দ্ধমান মহীপাল ধনদাতা তার।
ধনাধ্যক্ষ হৈল শ্রীগোবিন্দ গুণাধার॥
বর্দ্ধমান ভূপতির পবিত্র ভবনে।
গোপাল-কৃষ্ণের গুণ গায় সর্ব্বজনে॥

গোপাল প্রভুর মহা-মহিমা দর্শনে।
মহারাজ আজ্ঞাধীন সদা সর্ব্বক্ষণে ॥
অতএব মহীপাল আনন্দ অন্তরে।
আদ্যকৃত্যে ধন দান করে অকাতরে ॥
গোসাঞির আদ্যকৃত্যে যৈছে ধন দান।
তাঁহার পত্নীর আদ্যকৃত্যে তৈছে জান ॥
সিদ্ধ শ্রীগোপাল প্রভু সর্ব্ব লোকে জানে।
যাঁর বাক্যে বন্ধ্যাতরু ফল করে দানে ॥
পথ দিলা নদী যাঁর হেরি আগমন।
সে পথে পাদুকা পায় হন উত্তরণ ॥
তাঁর পার দেখি পীরসিদ্ধ মুসলমান।
সর্ব্বলোকে খ্যাত নাম কাঙ্গালী দেওয়ান ॥
তিহোঁ এক ব্যাঘ্রে চড়ি নদীপার হয়।
তাহা দরশন করি প্রভু তাঁরে কয় ॥
যবন-কুলেতে তুমি সিদ্ধ একজন।
তোমার পীরের সিন্নি করিব অর্পণ ॥
এত কহি প্রভু তাঁরে করে ভূমি দান।
শ্রীকাঙ্গালী করিলেন প্রভুরে সেলাম ॥
প্রভু কন কর ভাঞা কৃষ্ণ-রাম নাম।
করিবেন পীর তুয়া পূর্ণ মনস্কাম ॥
প্রভুর বচন শুনি হা কৃষ্ণ! হা রাম!।
বার বার করে শ্রীকাঙ্গালী দেওয়ান ॥

এইরূপে কাঙ্গালীরে উদ্ধার করিয়া।
পাটে উত্তরিলা প্রভু আনন্দ হইয়া ॥
অদ্যাপি কাঙ্গালী বংশ শিকারপুরেতে।--
অবস্থান করিতেছে পরম সুখেতে ॥
কাঙ্গালীর জলপড়া গো-ব্যাধি বিনাশে।
এই কথা সর্ব্ব লোকে আছয়ে প্রকাশে ॥
গোপাল প্রভুর গুণ অনন্ত অপার।
কেমনে বর্ণিব তাহা মুঞি ক্ষুদ্র ছার ॥
রঘুনাথ পুরাধীশ রঘুনাথ রায়।
রাজ্য পরিভ্রষ্ট হঞা দুঃখীত হিয়ায় ॥
প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ আদি মূর্ত্তিত্রয়।
আর দশভুজা "জয় দুর্গা" ধাতুময় ॥
সেবার লাগিয়া কৈলা গোপালে অর্পণ।
এই কথা পূর্ব্বাপর করিয়ে শ্রবণ ॥
ছাগার্পণ ভয়ে "জয় দুর্গা" প্রভুগণে।
কিঞ্চিৎ ভূমির সহ গ্রামান্তে ব্রাহ্মণে ॥--
সমর্পণ করিলেন সেবার কারণ।
এই কথা বিজ্ঞগণে করেন কীর্ত্তন ॥
অদ্যাবধি জগন্নাথ আদি মূর্ত্তিত্রয়।
শ্রীপাটে বিরাজ করে কহিনু নিশ্চয় ॥
কিছুদিন পরে জগন্নাথ রথোৎসব।
শ্রীপাটে আরম্ভ হয়,—এই অনুভব ॥

যথা রাগঃ।

দেখ সবে আনন্দ ওর।
জগন্নাথ রথোৎসবে সবাই বিভোর ॥ ধ্রুঃ ॥
আওল জীবনপ্রদ বরিষা সময়।
মৃদ্ভেদী উদয় ভেল উদ্ভিদ নিচয় ॥
আনন্দে কৃষকগণ কৃষি-কাজ করে।
বণিক ভাসায় ডিঙ্গা হরিষ অন্তরে ॥
নদ-নদী পাণ্ডুবর্ণ নবীন-জীবনে।
ভেকগণ করে রব আনন্দিত মনে ॥
শম্বুকাদি ডিম্ব ছাড়ে নববারি পানে।
উধভারে শোভে গাভী বিধির বিধানে ॥
বিল ছাড়ি অহিকুল গ্রাম মাঝে ধায়।
বর্ত্তিকালোকেতে রাত্রে মানব বেড়ায় ॥
প্রফুল্ল ভাবেতে তরু-লতা শোভা পায়।
পক্ষীগণ ডিম্ব ছাড়ে আনন্দ হিয়ায় ॥
নিশায় খদ্যোত সব উড়ে উড়ু প্রায়।
ঝিঁ ঝিঁ রবে ঝিল্লীগণ শ্রবণ জ্বালায় ॥
কর্দ্দমাক্ত মাঠ-ঘাট-পথ সমুদয়।
সরোবর আদি পূর্ণ ভাবেতে শোভয় ॥
আম্রবীজ ঘষি শিশু আনন্দে বাজায়।
খর্জ্জুর-পনস সবে যথা তথা খায় ॥

মেঘগণ করে সদা গভীর গর্জ্জন।
গাঢ় অন্ধকারে করে নিশা আচ্ছাদন॥
অনুরাগ ভরে অভিসারিকা সকল।—
তড়িদালোকেতে পথ দেখিয়া কেবল॥
প্রিয়তম সন্নিধানে করয়ে গমন।
মদন রাজার দর্প করিতে দলন॥
মেঘের গভীর রবে,—বিদ্যুত প্রভায়।
চমকি যুবতী আগী পতিরে শয্যায়॥—
গাঢ়রূপে নিরন্তর করে আলিঙ্গন।
স্বপতির অপরাধ করিয়া স্মরণ॥
প্রবাসীর কান্তা নিজ নয়ন জলেতে।—
অধর-পল্লব-সিক্ত করিয়া খেদেতে॥—
মাল্যানুলেপন আর অঙ্গ আভরণ।
পরিহরি দুঃখে কাল করয়ে যাপন॥

তথাহি ঋতুসংহারে।

অভীক্ষ্মমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারী কৃত শর্ব্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভা দর্শিত মার্গ ভূময়ঃ প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
পযোধরৈর্ভীম গভীর নিস্বনৈস্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশং।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরং॥
বিলোচনেন্দীবর বারি বিন্দুভি নিষিক্ত বিম্বাধর চারু পল্লবাঃ।
নিরস্ত মাল্যাভরণানুলেপনা স্থিতানিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাং॥৩৫৫

কীট-তৃণান্বিত পাণ্ডুবর্ণ নব জল।—
হেরিয়া সভয়ে নিম্নে ধায় ভেকদল॥
জ্ঞানহীন অলি নব কমল আশায়।
পদ্মিনীরে পরিহরি মদমত্ত প্রায়॥
নৃত্যকারী ময়ূরের পুচ্ছচক্রোপরি।—
উড়ি পড়ে নবনীলোৎপল জ্ঞান করি॥
কদম্ব-অর্জ্জুন-নীপ-কেতকীর ঘ্রাণে।
উন্মত্ত করিয়া তুলে ভাবুকের প্রাণে॥
মধুপান আশে দুর্ব্বিনীত মধুকর।
পদ্ম ভ্রমে স্বর্ণবর্ণা কেতকী উপর॥
নিপতিত হয় গন্ধে হঞা উনমত।
ভুবন বিদিত গন্ধ যাহার সতত॥
রেণুতে দর্শনহীন হঞা ভৃঙ্গরাজ।
কেতকীতে পড়ি রহে ছাড়ি নিজ কাজ॥
কণ্টকেতে ছিন্ন পক্ষ হঞা অন্য ঠাঁই।—
যাইতে না পারে ভৃঙ্গ দেখিবারে পাই॥
উভয় সঙ্কটে পড়ি লম্পট-ভ্রমর।
কেতকীর মাঝে ধ্বনি করে নিরন্তর॥

তথাহি শৃঙ্গাররসাষ্টকে।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন বিদিতা কেতকী স্বর্ণ বর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা চপল মধুপঃ পুষ্প মধ্যে পপাত।

অন্ধীভূতং কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লূন পক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥ ৩৫৬॥

নিতম্ব অবধি বক্র লম্বিত কুন্তল।
পুষ্প অভরণে শোভে শ্রবণযুগল॥
হারে সুশোভিত পীনোন্নত পয়োধর।
মধু-গন্ধান্বিত মুখমণ্ডল সুন্দর॥
হেন রূপ প্রদর্শিয়া যুবতী সকল।
কামি যুবকের করে হৃদয় চঞ্চল॥
রতি-রঙ্গ অভিলাষে যুবক তখন।—
ব্যস্ত হএগ এথা সেথা করয়ে ভ্রমণ॥

তথাহি ঋতুসংহারে।

শিরোরুহৈঃ শ্রোণীতটা বলম্বিভিঃ
কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ
স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাং॥ ৩৫৭॥

বিদ্যুল্লতা ইন্দ্রধনু সহ পয়োধর।—
কাঞ্চী আদি বিভূষিতা কামিনীনিকর॥
প্রবাসী সবার করে হৃদয় ব্যাকুল।
ধন্য! ধন্য! শুচিকাল নাহি যার তুল॥
অগুরু-চন্দনে অঙ্গ করি সুবাসিত।
কুসুমালঙ্কারে করি শ্রবণ ভূষিত॥

সুগন্ধ অন্বিত করি লম্বিত কুন্তল।
মেঘধ্বনি শুনি সাঁজে রমণী সকল॥
গুরুজন গৃহ ছাড়ি ত্বরিত চরণে।
স্ব-স্ব শয্যা গৃহ প্রতি করয়ে গমনে॥

তথাহি তত্রৈব।

তড়িল্লতাশক্রধনুর্বিভূষিতাঃপয়োধরা স্তোয়ভরা বলম্বিনঃ।
স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাং॥

কালাগুরু প্রচুর চন্দন চর্চ্চিতাঙ্গাঃ
পুষ্পাবতংস সুরভীকৃত কেশপাশাঃ।
শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে
শয্যা গৃহং গুরু গৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ॥ ৩৫৮॥

অত্যুন্নত-কুচযুগে হার অভরণ।
পরিধান অতি সূক্ষ্ম ধবল বসন॥
ত্রিবলী বিভক্ত মধ্যদেশ মনোহরে।
নবজলসেক শ্রমে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরে॥
নবজলকণা সিক্ত পুষ্পভারে নত।—
বৃক্ষশোভা হেরি সুখ হয় অবিরত॥
কেতকী পুষ্পের গন্ধে রমণী নিচয়।
অতি প্রফুল্লিত হয় কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি তত্রৈব।

দধতি কুচযুগাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং।
প্রতনুসিতদুকূলাখ্যায়ুতৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ।

নবজলকনসেকামুদ্গতাৎ রোমরাজীঃ
ত্রিবলি বলি বিভাগৈর্মধ্যদেশে চ নার্য্যঃ ॥
নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ
কুসুমভরণতানাং নাশকঃ পাদপানাং।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ
অপহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি ॥ ৩৫৯ ॥

জলাশয়ে পদ্মপুষ্প হইয়া স্ফুটিত।
সর্ব্বজন মন আঁখি করে হরষিত ॥
পাটল পুষ্পের গন্ধে দিক আমোদিত।
স্নিগ্ধ-জল পানাদিতে সবে ত্বরান্বিত ॥
বিমল-চন্দ্রের অংশু এ হেন সময়।
সর্ব্বজন প্রিয় এই জানিহ নিশ্চয় ॥
হেন প্রিয় শুচিকালে যুবতীর সঙ্গে।
সুশীতল-হর্ম্ম্যোপরি নানাবিধ রঙ্গে ॥
নিশাতিবাহিত অতি সুখের বিষয়।
সংক্ষেপে করিনু শুচিকালের নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব।

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ
সুখ সলিলনিষেকঃ সেব্য চন্দ্রাংশু হাসঃ।
ব্রজতু-তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো
নিশি সুললিত গীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ৩৬০ ॥

গ্রীষ্ম-বর্ষা গুণ প্রায় এক মত হয়।
এই কথা কোন কোন কাব্যকার কয়॥
নিশায় যুবকগণ রম্য হর্ম্মোপরে।—
সুগন্ধি শয্যায় বসি আনন্দ অন্তরে॥
প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্বিত সুধাপানে।—
সুশীতল করে নিতি উত্তাপিত প্রাণে॥
কাম-উদ্দীপক তান্ লয়াদি সঙ্গত।—
সঙ্গীত শ্রবণে কামে হয় উনমত॥

তথাহি তত্রৈব।

সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনংশুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ॥ ৩৬১॥

চন্দ্রহার সুশোভিত নিতম্বিনীগণ।
সচন্দন হার সুমণ্ডিত করি স্তন॥
মুগ্ধকর গন্ধ দ্রব্য বাসিত কুন্তলে।—
সুশীতল করে নিতি বিদগ্ধ সকলে॥—

তথাহি তত্রৈব।

নিতম্ব বিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ
স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নান কষায় বাসিতৈঃ
স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাং॥ ৩৬২॥

হর্ম্মোপরি কৃশোদরী সহিত নাগর।
সুগন্ধি শয্যায় বসি ধরি প্রিয়া কর॥

নানা রস-কথালাপে হৃদয়-কান্তার।—
রতি-রসোন্মত্ত করি কহে বার বার॥
"নীবি মোক্ষ" কর প্রিয়ে! বিলম্বে কি কাজ।
ইহা শুনি বিলাসিনী পাঞা অতি লাজ॥
মন সুখে অধোমুখে ধীরে ধীরে কয়।
কি কথা কহিলে নাথ! এই কি হে হয়॥
ইহা শুনি গুণমণি আপনার করে।
কান্তা "নীবি" মোক্ষ করে আনন্দ অন্তরে॥
কান্তের করম হেরি নাগরী তখন।
নয়ন মুদিয়া কহে এ কিহে মোক্ষণ॥
"মোক্ষ' কি ইহার নাম শাস্ত্রকারে কহে।
ইহা শুনি কহে প্রিয় তাহা মিথ্যা নহে॥
কোন কোন জড়মতি লোকে বলে এই।
অবিদিত সুখ-দুঃখাগুণ বস্তু যেই॥
"মোক্ষাখ্যান" হয় তার জানিহ নিশ্চয়।
আমার মতেতে প্রিয়ে! তাহা কিন্তু নয়॥
স্মর শরোন্মত্ত ঈষদ্রক্তিম-বরণ।—
ঘূর্ণিত নয়ন যেই বিলাসিনীগণ॥
তা'সবার নীবি মোক্ষ "মোক্ষ" সুনিশ্চয়।
বিচারিয়া দেখ প্রিয়ে! হয় কি না হয়॥

তথাহি শৃঙ্গারসাষ্টকে।

অবিদিত সুখ দুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচ চক্ষে।

মমতু মতমনঙ্গ স্মেরতারুণ্য ঘূর্ণম্—
মদকল মদিরাক্ষী নীবি মোক্ষ হি মোক্ষঃ ॥ ৩৬৩ ॥

পরিহাসচ্ছলে তবে সু-নাগর বরে।
প্রিয়ামুখ চাহি কহে সুমধুর স্বরে ॥
কুচযুগ নিম্ন মুখ করি সন্দর্শন।
হে পদ্মলোচনে! খেদ কেন অকারণ ॥
তাপকারী সূর্য্য যার সহস্র কিরণ।
তাহার পতন হয় কর দরশন ॥
উন্নত হইলে হয় পতন নিশ্চয়।
ইহা জানি স্থির কর আপন হৃদয় ॥

তথাহি শৃঙ্গারতিলকে।

এনং পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য
খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জনতাপকারী
অত্যুন্নতঃ প্রভবতীতি কিমত্র চিত্রং ॥ ৩৬৪ ॥

অত্যুচ্চতা সকলের পতন কারণ।
"অত্যুচ্চ পতনায়তে" কহে বিজ্ঞগণ ॥
অত্যুচ্চ বস্তুতে পড়ে নয়ন সবার।
সেই হেতু শীঘ্র হয় পতন তাহার ॥
"অতি শব্দ" সকলের পতন কারণ।
রাবণ প্রভৃতি প্রিয়ে! তাহে নিদর্শন ॥

অতি দর্পে সবংশেতে মরিল রাবণ।
অত্যভিমানেতে হত কুরুকুলগণ॥
অতি দানে বদ্ধ হয় বলি মহাশয়।
"অতি শব্দ" ভাল নয় তেঞিঃ বিজ্ঞে কয়॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥ ৩৬৫॥

অত্যুন্নত পয়োধর লোক দৃষ্টি-শ্বাসে।
নিপতিত হয় শীঘ্র,—করিনু প্রকাশে॥
কুসুমে কুসুমোৎপত্তি সর্ব্বলোকে বলে।
কেহ তাহা না দেখিল নয়ন যুগলে॥
তুয়া মুখপদ্মে দুই আঁখি ইন্দীবর।—
প্রস্ফুটিত হইয়াছে অত্যাশ্চর্য্যকর॥

তথাহি শৃঙ্গারতিলকে।

কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।
বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ং॥ ৩৬৬॥

পদ্মোপরি দেখে যেই একোহি খঞ্জন।
চতুরঙ্গবল আদি পায় সেই জন॥
ভাগ্যফলে আমি তুয়া বদন-কমলে।—
হেরিনু খঞ্জন দুই নয়ন যুগলে॥
তাহে আমি কি হইব বলিতে না পারি।
তোমারে কহিনু এই হৃদয় উঘারি॥

তথাহি তত্রৈব।

একোহিখঞ্জনবরো নলিনীদলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ বলাধিপত্যং।
কিম্বা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে
জানামি নো নয়ন খঞ্জন যুগ্মমেতৎ॥ ৩৬৭॥

দৈবাযোগে যদি কেহ পদ্মের উপরে।
একটি খঞ্জন পক্ষী দরশন করে॥
অল্পকাল মধ্যে সেই সুর-রাজা হয়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনে এই কথা কয়॥
তুয়া মুখপদ্মে দুই নয়ন-খঞ্জন।
ভাগ্যগুণে যেই জন করে দরশন॥
স্মরানলে দগ্ধ হয় সেই সর্ব্বক্ষণ।
অত্যাশ্চর্য্য কথা এই করিনু কীর্ত্তন॥

তথাহি তত্রৈব।

যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ কচিৎ
তে সর্ব্বে কৃতিনো ভবন্তি সুতরাং বিখ্যাত ভূমীভুজঃ।
তদ্বক্ত্রাম্বুজনেত্র খঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনাস্তে
তে মন্মথবাণ জালবিকলা মুগ্ধে কিমিত্যদ্ভুতং॥ ৩৬৮॥

সুন্দরি! তোমার নেত্রদ্বয় ইন্দীবরে।
রক্তিমাবরণ নব পল্লবে অধরে॥
কুন্দপুষ্পে দন্তশ্রেণী, চম্পকে শরীর।
নির্ম্মাণ করিল ধাতা কহিলাম স্থির॥

দুঃখের বিষয় এই প্রস্তরের দ্বারে।—
সৃজিলা হৃদয় তব ধাতা অবিচারে ॥

তথাহি তত্রৈব।

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেনদন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবান্ উপলেন চেতঃ ॥ ৩৬৯ ॥

জলকণাপূর্ণ মেঘরূপ মত্তকরি।—
বিদ্যুদ্রূপ ধ্বজা সঙ্গে করিয়া সুন্দরি! ॥
অশনির শব্দ রূপ মর্দ্দল সঙ্গেতে।
কামিজন প্রিয় বর্ষা আইলা রঙ্গেতে ॥

তথাহি ঋতুসংহারে।

শীকরাম্ভোধরমত্ত কুঞ্জরস্তড়িৎ
পতাকোঽশানি শব্দ মর্দ্দলঃ।
সামগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি—
র্ঘনাগমঃ কামিজনঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ৩৭০ ॥

এমন বরিষাকালে প্রিয়া ছাড়া যেই।
অবনীমণ্ডল মাঝে মৃতপ্রায় সেই ॥
হেন শুচি মাসে শুচি প্রিয় ভক্তগণ।
জগন্নাথ রথোৎসবানন্দেতে মগন ॥
আষাঢ়ের শুক্লপক্ষ পুষ্য দ্বিতীয়ায়।
জগন্নাথ রথোৎসব আরম্ভ ধরায় ॥

অরুণ উদয়কালে দেব জগন্নাথ।
রথোপরি উঠে বলভদ্র-ভদ্রা সাথ॥

তথাহি শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ॥
ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং যতিভিশ্চ তপস্বিভিঃ।
বিজ্ঞাপয়েদ্দেবদেবং যাত্রায়ৈঃ সকৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৭১॥

অরুণ উদয়ে দেবে করিয়া অর্চ্চন।
ভোগ দিয়া রথোপরি তুলি ভক্তগণ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব আদি নর-নারীগণ।
রথ-রজ্জু ধরি রথ করে আকর্ষণ॥
পুষ্প আদি রথোপরি প্রিয় ভক্ত সবে।
দেবোদ্দেশে বরিষয়ে আনন্দানুভবে॥
সারাদিন রথোপরি প্রভু জগন্নাথ।
বিরাজ করেন বলভদ্র-ভদ্রা সাথ॥
বেলি অবসানে প্রভু বলরাম-কৃষ্ণ।
জগন্নাথে ভেটিবারে হইয়া সতৃষ্ণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে রত্ন চৌকিতে চাপিয়া।
রথক্ষেত্রে যান মহা আনন্দ করিয়া॥
খোল-করতাল-সিঙ্গা-ঝাঁঝর-কাঁসর।
মর্দ্দল-মৃদঙ্গ আদি বাজে নিরন্তর॥

নানা বর্ণ পতাকাদি ধরি ভৃত্যগণ।
সরণির দুই পাশে করয়ে গমন ॥
ধূয়া গানে ভক্তগণ প্রেমে নৃত্য করে।
সে আনন্দ বর্ণিবারে সাধ্য কেবা ধরে ॥

ধূয়া।

কিবা শোভা হেরি যুগল রূপ-মাধুরী।
রাম-শ্যাম একাসনে হের রে নয়ন ভরি ॥
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে দু-ভাই।
রূপের বলিহারি যাই,—ইত্যাদি ॥ ৩৭২ ॥

গাইতে গাইতে এই ধূয়া ভক্তগণ।
প্রভুদ্বয় সঙ্গে রঙ্গে করেন গমন ॥
রথক্ষেত্রে যাঞা প্রভু বিধি অনুসার।
বিষ্ণুরথ পরিক্রম করে চারিবার ॥
দেব সঙ্গে পরিক্রম করি ভক্তগণ।
জয় জয় দিয়া রথ করে আকর্ষণ ॥
তথানন্দে ভক্তগণ দিয়া জয় জয়ে।
প্রার্থনা করেন এই আনন্দ হৃদয়ে ॥
পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ-রাজেশ্বরে।
যে আজ্ঞা করিলা দেব! করুণা অন্তরে ॥
এবে মোরা সেই কার্য্য করিবারে চাই।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ! মাগি তুয়া ঠাঁই ॥

জয় জয় জয় প্রভো ! করি নিবেদন।
গুণ্ডিচা মণ্ডপে সুখে করুন গমন॥

তথাহি শ্রীউৎকলখণ্ডে।

ইন্দ্রদ্যুম্নং ক্ষিতিপতিং যথাজ্ঞা সা কৃতা পুরা।
বিজয়স্ব রথে নাথ গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি॥ ৩৭৩॥

তবে দেবত্রয় রথ হইতে নামিয়া।
গুণ্ডিচা ভবনে যান আনন্দ করিয়া॥
গুণ্ডিচা ভবনে দেবত্রয়ে রক্ষা করি।
স্ব-মন্দিরে প্রত্যাগত হন রাম-হরি॥
প্রিয় গুণ্ডিচালয়েতে দেব জগন্নাথ।
সপ্ত দিন বিহরেন বল-ভদ্রা সাথ॥
সপ্তাহ গুণ্ডিচালয়ে দেবত্রয়ে যেই।
দরশন করে মহাভাগ্যবান সেই॥
শ্রীবিষ্ণু সাযুজ্য সেই অনায়াসে পায়।
সে জন প্রাকৃত নহে কহিনু তোমায়॥

তথাহি তত্রৈব।

সপ্তাহং যেঽপ্রপশ্যন্তি গুণ্ডিচামণ্ডপে স্থিতং।
মাঞ্চ রামং সুভদ্রাঞ্চ মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ॥
সপ্তাহং যো নরনারী ন সা প্রাকৃত মানুষী।
বিষ্ণু সাযুজ্যমাপ্নোতি শাসনান্মধুবৈরিণঃ॥ ৩৭৪॥

গুণ্ডিচা বেদিকোপরে দিব্য দরশনে।
যেই পুণ্য লাভ করে নর-নারীগণে॥

তার দশগুণাধিক রাত্রে দরশনে।
তোমার নিকট এই করিনু কীর্ত্তনে ॥

তথাহি তত্রৈব।

দিবা তদ্দর্শনং পুণ্যং রাত্রৌ দশগুণং ভবেৎ ॥ ৩৭৫ ॥

প্রথম যাত্রার কথা করিনু বর্ণন।
হোড়াপঞ্চমীর কথা করহ শ্রবণ ॥
আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে।
মঘাঋক্ষে দেবত্রয়ে গুণ্ডিচা-বেদীতে ॥
দর্শন-অর্চ্চন আদি করেন যাঁহারা।
ত্রিলোকের মাঝে মহাভাগ্যবান্ তাঁরা ॥

তথাহি তত্রৈব।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে পঞ্চমী পিতৃদৈবতং।
নক্ষত্রং জগদীশস্য মহাবেদীসমাগমং ॥ ৩৭৬ ॥

যেই সাত দিন বিষ্ণু গুণ্ডিচা ভবনে।—
অবস্থিতি করে বলভদ্র-ভদ্রা সনে ॥
সেই সাত দিন দান-হোম-জপাদিতে।—
সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় সুনিশ্চিতে ॥

তথাহি তত্রৈব।

দানং হোমো জপশ্চাপি সর্ব্বপাপবিমোচনং।
দিনানি সপ্ত যাবত্তু কৃষ্ণে বসতি মণ্ডপে ॥ ৩৭৭ ॥

"শ্রীলক্ষ্মীবিজয় লীলা" ঐছে পঞ্চমীতে।
গুণ্ডিচা ভবনে হয় জানিহ নিশ্চিতে ॥

পঞ্চমীর নিশামুখে "শ্রীলক্ষ্মীবিজয়।"
গুণ্ডিচা ভবনাঙ্গনে বর্ষে বর্ষে হয়॥
ঐছে শ্রীবিজয়োৎসবে কৃষ্ণ-বলরাম।
দুই ঠাকুরাণী সঙ্গে পূর্ণানন্দ ধাম॥
গুণ্ডিচা অঙ্গনে যান রজনী প্রমুখে।
ভক্তগণে সঙ্গে লঞা প্রেমানন্দ-সুখে॥
এক রত্ন চৌকীপর বলরাম-হরি।
আর রত্ন চৌকী মাঝে রেবতী-কিশোরী॥
নিজ নিজ প্রিয় যূথ ভক্তগণ সঙ্গে।
শ্রীবিজয়োৎসবে যান করি নানা রঙ্গে॥
শ্রীযুগল ধূয়া ধরি প্রিয় ভক্তগণ।—
নাচে গায় প্রেমানন্দে দেখে যত জন॥

ধূয়া।

মরি! মরি! কিবা শোভা মরি!।
দুই ঠাকুরাণী সঙ্গে রঙ্গে রাম-হরি!॥
শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবে চলে ত্বরা করি।
হের রে! হের রে! সবে দুই আঁখি ভরি॥ ৩৭৮॥

গাইতে গাইতে ঐছে ধূয়া ভক্তগণে।
প্রভু সঙ্গে যান রঙ্গে গুণ্ডিচা অঙ্গনে॥
তথা যাঞা নানা কাব্যালাপ অগ্রে হয়।
সেই কাব্যালাপে হয় "শ্রীলক্ষ্মীবিজয়॥"

লক্ষ্মী পাশ হারি প্রভু মৃদু হাসি কন।
তোমার বিজয় লক্ষ্মি! জানি সর্ব্বক্ষণ॥
দগ্ধ শর্ষা লঞা তবে প্রিয়া যূথগণ।
প্রভুর উপর কিছু করেন বর্ষণ॥
দগ্ধ শর্ষার্পণ ভাব জানে নারীগণে।
কালভয়ে মুঞি নাহি করিনু বর্ণনে॥
শরিষা অর্পণ অন্তে ভোগ-নীরাজন।
পূজারি গোসাঞি প্রেমে করে সমাপন॥
তবে মহানন্দে ভক্ত নর-নারীগণ।
প্রভু অগ্রে করে মহাপ্রসাদ লুণ্ঠন॥
হেনমতে শ্রীগুণ্ডিচা ভবনে শ্রীহরি।
"শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় লীলা" সমাপন করি॥
তথা হৈতে উঠি রথ করিয়া বেষ্টন।—
উপনীত হন যথা দাসের ভবন॥
কায়স্থ-কুলেতে জন্ম হরে কৃষ্ণাখ্যান।
যার সম ভাগ্যবান নাহি হেরি আন॥
যেই রাম-শ্যাম অঙ্ঘ্রি দেবে করে আশ।
সেই রাম-শ্যাম যান দাসের আবাস॥
প্রিয়াদ্বয় সঙ্গে তথা করিয়া বিশ্রাম।
ফলাদি সেবন করি উঠে রাম-শ্যাম॥
পরম আনন্দে মহাপ্রসাদ লুণ্ঠন।
পূর্ব্ববৎ করে তথা সেবকের গণ॥

অদ্যাবধি হরেকৃষ্ণ দাসের ভবনে ।
কৃপা করি যান রাম-কৃষ্ণ প্রিয়া সনে ॥
দাসের ভবন হৈতে শ্রীরাধানগর ।—
ভ্রমিয়া উঠেন ত্বরা শ্রীপাট উপর ॥
সরণির দুই পার্শ্বে বিপ্র-পত্নীগণ ।
ফল আদি উপহার করিয়া ধারণ ॥
দাঁড়াইয়া রহে রাম-কৃষ্ণ মুখ চাই ।
ব্রজ অনুসার ভাবে বলিহারি যাই ॥
সেই সব উপহার লঞা বিপ্রগণ ।
রাম-কৃষ্ণ-প্রিয়া অগ্রে করেন ধারণ ॥
দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিয়া পূজারি ।
সেই সব দ্রব্য অর্পে তন্মন্ত্র উচ্চারি ॥
হেনরূপে রাম-কৃষ্ণ ভক্তগণ সঙ্গে ।
নগর ভ্রমণ করি নিজ সঙ্গে রঙ্গে ॥—
প্রবেশ করেন লঞা প্রিয় ভক্তগণে ।
"শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়" এই করিনু কীর্ত্তনে ॥
বর্ষে বর্ষে এই লীলা করে রাম-শ্যাম ।
"নগর ভ্রমণ লীলা" হয় যার নাম ॥
দ্বিতীয়া হইতে পুনঃ নবম দিবসে ।—
পুনর্যাত্রা আরম্ভন হয় নানা রসে ॥
অরুণ উদয়কালে দেব জগন্নাথ ।
পূর্ব্ব সম রথে উঠে রাম-ভদ্রা সাথ ॥

নবদিনাত্মিকা যাত্রা কহয়ে উহারে।
তিথির অপেক্ষা শাস্ত্রে নাহিক প্রচারে ॥

তথাহি তত্রৈব।

যথা পূর্ব্বা তথাচেয়ং তে বিমুক্তি প্রদায়িকে।
যাত্রা প্রবেশৌ দেবস্য এক এবোৎসবো যতঃ।
পুরাবিদোবদন্ত্যে তাং যাত্রাং নবদিনাত্মিকাং ॥
এষা ত্র্যবয়বা যাত্রা সম্পূর্ণা যৈরুপাসিতা।
সুসম্পূর্ণং ফলং তেষাং মহাবেদী মহোৎসবে ॥ ৩৭৯ ॥

না বুঝিয়া কেহ কেহ স্মার্ত্তের লিখন।
দশমীর অনুরোধ করিয়া কল্পন ॥
"নবদিনাত্মিকাযাত্রা" অন্যথা করয়।
বিজ্ঞ গ্রাহ্য নহে তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥
শ্রীচন্দন যাত্রা, রথ, শ্রীদোল, ঝুলান।
জগন্নাথ অনুসারে করিতে বিধান ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে।

কিন্ত্বীদৃগুক্তি সংদর্শি জগন্নাথানুসারতঃ।
দোলা চন্দন কীলাল রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ। ৩৮০ ॥

অষ্টম দিবসে রথ দক্ষিণাভিমুখে।—
স্থাপন পূর্ব্বক সাজাইয়া আত্ম সুখে ॥
নবমীর প্রাতে মহা-সমারোহ করি।
জগন্নাথে উঠাইবে রথের উপরি ॥

দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা দুর্ল্লভাতিশয়।
ভক্তি, মুক্তি-প্রদায়িকা কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি স্কান্দে।

অষ্টমেহ্নি পুনঃ কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্।
ভূষয়েদ্বস্ত্রমাল্যৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ।
নবম্যাং বাসয়েদ্দেবান্ তেষু প্রাতঃ সমৃদ্ধিমৎ।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্ল্লভা॥ ৩৮১॥

নবমী অর্থেতে নব দিবস লিখয়।
"নবদিনাত্মিকা যাত্রা" জানিহ নিশ্চয়॥
হেনরূপে সুঘটিত রথ যাত্রা হয়।
অন্যথাচরণে প্রত্যবায় শাস্ত্রে কয়॥

তথাহি পাদ্মে।

ইত্থং সুঘটিতং তস্ত রথং দেবত্রয়স্য চ।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ॥ ৩৮২॥

পুষ্য-দ্বিতীয়ায় আদ্যোৎসব আরম্ভন।
নব দিনে শেষোৎসব হয় সমাপন॥
শেষোৎসব দিনে দেবত্রয়ে আনিবারে।
মিত্রাস্তের কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্ব অনুসারে॥
রাম-শ্যাম স্ব-স্ব প্রিয়া সহ শ্রীযুগলে।
দেবত্রয়ে আনিবারে যান কুতূহলে॥
অগ্র রত্ন চৌকী মাঝে শ্রীরাম-রেবতী।
পশ্চাদ্রত্ন চৌকীপরে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতী॥

ভক্তগণ সঙ্গে রঙ্গে করেন গমনে।
শ্রীযুগল ধূয়া সবে গানানন্দ মনে॥

শ্রীযুগল ধূয়া।

মরি আহা মরি! মরি! যুগল রূপ-মাধুরী।
নব কৈশোর শ্রীহরি, বামে নবীনা রাই কিশোরী॥ ৩৮৩

এই ধূয়া গানে কৃষ্ণ প্রিয় ভক্তগণ।
ত্রিলোক পবিত্র করি করেন নর্ত্তন॥
ত্রিলোক পবিত্রকারী ভক্ত-নৃত্য হয়।
শাস্ত্র-বিজ্ঞে এই কথা বার বার কয়॥
তবে পূর্ব্ব ন্যায় রথ বেষ্টন করিয়া।
স্ব-স্থানে আনেন রথ সকলে টানিয়া॥
জয় জগন্নাথ! বলি নর-নারীগণে।
প্রণাম করেন দেবত্রয় শ্রীচরণে॥
তবে ত পূজারি সবে খুলিয়া বন্ধনে।—
রথ হৈতে দেবত্রয়ে নামাঞা যতনে॥—
রাম-কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গে রাম-কৃষ্ণালয়ে।—
প্রবেশ করেন অতি আনন্দ হৃদয়ে॥
সন্ধ্যা আরাত্রিক তবে করি সমাপন।
ভোজনে বসান দেবে শ্রীপূজারি গণ॥
ভোজনান্তে আরাত্রিক হয় পুনর্ব্বার।
শ্রীপাটের রথ যাত্রা এই ত বিস্তার॥

বৃদ্ধমুখে শুনি,—আশী বর্ষ গতপ্রায়।—
রথোৎসব আরম্ভন শ্রীবাম্নাপাড়ায়॥
ভাগ্যবান্ কোন ভক্ত শিষ্যের ইচ্ছায়।
রথারম্ভ শ্রীপাটেতে বৃদ্ধগণ গায়॥
প্রথম শ্রীরথোপরি বসি দেবত্রয়্।
রহস্য লাগিয়া বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হয়॥
অসংখ্য লোকেতে রথ নারে নড়াইতে।
তাহা দেখি ভক্ত শিষ্য লাগিলা কাঁদিতে॥
শিষ্যের রোদন হেরি কন প্রভুগণ।
এখনি চলিবে রথ না কর ক্রন্দন॥
রাম-কৃষ্ণে আনি তবে প্রভুপাদ গণে।
রথোপরি প্রেমানন্দে করান রোহণে॥
জয় জয় রাম-কৃষ্ণ! বলি সর্ব্বজন।
রথ-রজ্জু ধরি প্রেমে করে আকর্ষণ॥
ঝুনু ঝুনু ঠুনু ঠুনু'রবে রথ চলে।
তাহা হেরি ম্লেচ্ছগণ আনন্দতে বলে॥
"আচ্ছি এ হ্যাঁাতুর দেব কৃষ্ণ-বলরাম।
চড়িবা মাত্রেতে বেগে চলে রথখান॥"
রথ যাত্রা বিধি আর রথ আরম্ভন।
শ্রীপাটের যেই মত করিনু কীর্ত্তন॥
গোপাল-কৃষ্ণের হয় অষ্টম তনয়।
তার মধ্যে দিব নিজ বংশ পরিচয়॥

কিছুদিন থাকে যদি এ পাপ জীবন।
তবে যথাক্রমে সব করিব বর্ণন ॥
গোপাল প্রভুর দুই পত্নীর উদরে।
অষ্টম নন্দনোদয় জিনি সুধাকরে ॥
তার মধ্যে হরি পর হরি-নারায়ণ।
শ্রীবৃদ্ধ প্রপিতামহ মোর নিরূপণ ॥
তাঁহার প্রকটকালে নদীয়া নরেশ।
শ্রীপাঠ দেখিতে আসে কহিনু বিশেষ ॥
শ্রীপাট দর্শনে ভূপ হঞানন্দ মন।
রাম-কৃষ্ণ গোপীশ্বর হেরি মুগ্ধ হন ॥
বহুধন দিয়া রাজা সেবার কারণ।
হরি-নারায়ণাদিরে করে নিবেদন ॥
মোর ইচ্ছা হয় রাম-কৃষ্ণ দুই জনে।
বৎসরান্তে লইবারে শ্রীরাজভবনে ॥
শুনিয়া সকল প্রভু করে নিবেদন।
মহারাজ ! ঐছে আজ্ঞা না কর কখন ॥
প্রতিজ্ঞা করিলা প্রভু কাণাই-বলাই।
বংশী বংশ ছাড়ি নাহি যাবে কোন ঠাঁই ॥
প্রভুর অম্বয় রবে যত দিন পাটে।
তত দিন নাহি যাবে পাট ছাড়ি বাটে ॥
বিশেষ শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রাণ সবাকার।
অতএব ঐছে আজ্ঞা নাহি কর আর ॥

শুনিয়া ভূপতি তবে কহেন হাসিয়া।
তোমাদের রাম-কৃষ্ণে না যাব লইয়া॥
রাজার সঙ্গেতে এক আছিল ভাস্কর।
রাজা তারে কন এই যুগল সুন্দর॥—
নির্ম্মাণ করিয়া তুমি দিবেক তথায়।
শুনিয়া ভাস্কর তবে আনন্দ হিয়ায়॥—
বার বার রাম-কৃষ্ণে করে দরশন।
যতবার দেখে তত দেখয়ে নূতন॥
তবে যোড়কর করি ভাস্কর কহয়।
মহারাজ! রাম-কৃষ্ণ বিনির্ম্মিত নয়॥
নির্ম্মিত রূপের অনুরূপ করিবারে।—
অতুল সামর্থ্য মোর অবনী মাঝারে॥
বিধি-বেদ্য নহে এই রূপ বিমোহন।
গড়িতে নারিব মুঞি?—এই নিবেদন॥
ভাস্করের বাক্য শুনি মহারাজ-রায়।
যথাযোগ্য পূজি সবে নিজ রাজ্যে যায়
কিছুদিন পরে তবে হরিনারায়ণ।
ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গে যাঞা রাজার ভবন॥
পিতামহ গোসাঞির সত্ব অনুসারে।
লুপ্ত পট্ট উদ্ধারিলা মহারাজ দ্বারে॥
অদ্যাবধি সেই পট্ট আছে বর্ত্তমান।
দেবস্বোপসত্ব যায় সুস্পষ্ট প্রমাণ॥

লুপ্ত পট্ট উদ্ধারিয়া হরিনারায়ণ।
ভ্রাতৃদ্বয় সহ পাটে দিলা দরশন ॥
বর্গীর সময়ে পট্ট লুপ্ত হঞা ছিল।
হরিনারায়ণ আদি তাহা উদ্ধারিল ॥
জয়কৃষ্ণ প্রভু—প্রভু হরিনারায়ণ।
শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভু এই তিন জন ॥
লুপ্ত পট্ট উদ্ধারিলা মহারাজ দ্বারে।
বর্ত্তমান পট্ট মতে কহি বারে বারে ॥
হরিনারায়ণাত্মজ প্রভু-গদাধর।
গদাধরাত্মজ তিন প্রেম-সুধাকর ॥
জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণ, অদ্বৈত মধ্যম।
কনিষ্ঠ শ্রীপ্রেমলাল সুর পূজ্যতম ॥
দর্পনারায়ণ সুত দুই প্রভু হয়।
শ্রীযাদব, নটবর কহিনু নিশ্চয় ॥
সঙ্কীর্ত্তন রসসুর গোসাঞি যাদব।
নামনিষ্ঠামৃতভাষী মহা-অনুভব ॥—
গোসাঞি শ্রীনটবর বিদিত সংসারে।
যাদবের বংশ কাঁল করিল সংহারে ॥
নটবরাত্মজ দুই জানে সর্ব্বজন।
শ্রীচন্দ্রভূষণ আর শ্রীরঘুনন্দন ॥
মহাবীর শ্রীঅদ্বৈত বিখ্যাত ভুবন।
বৃক্ষের পতন বেগ যে করে ধারণ ॥

যাঁর ভয়ে থর থরি কাঁপে দস্যুগণ।
যাঁর সঙ্কীর্ত্তন নৃত্যে কাঁপয়ে ভুবন॥
অদ্বৈতের দুই পুত্র অতি গুণবান।
সীতানাথ, প্যারিলাল গোসাঞি প্রধান॥
ভজনের পরিপাটী যতেক আছয়।
প্যারিলাল বেদ্য তাহা কহিনু নিশ্চয়॥
সীতানাথাত্মজ দুই ভক্তিমান অতি।
রাম-কৃষ্ণ অঙ্ঘ্রি বিনা নহে অন্যে মতি॥
শ্রীজগদুর্ল্লভ জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ শ্রীরাম।
গোসাঞি শ্রীপ্যারিলাল প্রভু নিঃসন্তান॥
প্রেমময়-প্রেমলাল প্রভু অতি ধীর।
রাম-কৃষ্ণনিষ্ঠ, দাতা, শ্যামরস বীর॥
তাঁহার সন্তান দুই মহাগুণান্বিত।
প্রথম শ্রীবনমালী প্রভু সুবিদিত॥
বনমালী-বনমালী বিনা নাহি জানে।
বনমালী হীনে প্রাণে প্রাণ নাহি মানে॥
দ্বিতীয় শ্রীদীননাথ-দীননাথ হয়।
রাম-কৃষ্ণ নাম বিনা আর না জানয়॥
অঙ্কশাস্ত্রে বিচক্ষণ যাঁর সম নাই।
যাঁর সম সারগ্রাহী দেখিতে না পাই॥
বনমালী গোসাঞির দুই পুত্র হয়।
কাঙ্গালীচরণ জ্যেষ্ঠ; কহিনু নিশ্চয়॥

কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত হইলা।
কোন অপরাধে তাহা কার্য্যে না লাগিলা॥
কৌমারে কাঙ্গালী কৈল স্ব-ধাম গমন।
যৌবনে শ্রীকৃষ্ণ গেলা কালের ভবন॥
কৃষ্ণ নিঃসন্তান হেতু বনমালী বংশ।
কালের কুটীলেচ্ছায় হইয়াছে ধ্বংস॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পত্নী কুমুদিনী নাম।
যাঁহার হৃদয়ে রাম-কৃষ্ণের বিশ্রাম॥
প্রভু-দীননাথাত্মজ একমাত্র হয়।
যার নাম স্মরণেতে করে পাপাশ্রয়॥
বংশ পরিচয় লাগি কহি নাম তার।
বিপিন বিহারি অগ্রে শ্রী-হীন যাহার॥
মূঢ়াতুর-জড়বুদ্ধি-নিদ্রা-স্মরাতুর।—
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ আর মায়ার কুক্কুর॥—
বিপিনের সম নাহি ভুবন ভিতরে।
হে কৃষ্ণ! ক্ষমহ মোরে নির্ব্বেদি কাতরে॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকায়াং।

পূর্ণানন্দপয়োনিধেস্ত্রিজগতাং ভর্ত্তুঃ পিতুরক্ষিতু—
র্যন্নাকারি কদাপি কাচন তবোপাস্তির্ময়াঽবুদ্ধিনা।
তস্যৈবানুভবস্তমাধিনিলয়ং সংসারবন্ধং ফলং
মূঢ়ং কাতরমাতুরং জড়ধিয়ং মাং পাহি দীনার্ত্তিহন্।

অহ্নি শোদরপূর্ত্তিমাত্রবিকলো নিদ্রা স্মরেহাদিভি—
র্দুষ্পূরৈশ্চ মনোরথৈরবিরতৈরাক্ষিপ্তচেতাঽহনিশং।
এবং তদ্বিমুখোঽপি দাস্যমধুনা যৎ প্রার্থয়ে তারকং
ক্ষন্তব্যোঽয়মপত্রপস্য করুণাসিন্ধোঽপরাধো হি মে॥ ৩৮৪॥

অতি অজ্ঞ নর পশু বিপিন বিহারি।
কহিলাম সত্য এই শাস্ত্র অনুসারী॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে।

আহারনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণামধিকং হি লোকে জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ॥ ৩৮৫॥

সেই ত বিপিন এই "দশ মূল রসে।"
প্রকাশ করিলা প্রিয় অনুরোধ বশে॥
বিপিনের এককন্যা চারি পুত্র হয়।
প্রভাতকুমারী কন্যা অগ্রে জন্ম লয়॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাগবতকুমার পণ্ডিত।
ললিতারঞ্জন মধ্য অতি সুললিত॥
শ্রীগৌরগোবিন্দ নাম তৃতীয় তনয়।
চতুর্থ শ্রীনিত্যানন্দ কহিনু নিশ্চয়॥
গোবিন্দ প্রসাদ আর কিশোরী প্রসাদ।
দৌহিত্র যুগল,—যেন প্রত্যক্ষ আহ্লাদ॥
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি সকল ভুবনে।—
কন্যা-পুত্র-প্রভৃতিতে করিনু অর্পণে॥

ঐছে তিন মধ্যে যদি কভু কোন জন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রাম-কৃষ্ণে হয় বিস্মরণ ॥
তার দত্ত জল আদি মোর গ্রাহ্য নয়।
নিশ্চয় করিয়া এই বিপিন কহয় ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে-দেবে আর অভ্যাগতে।
অবজ্ঞাদি নাহি যেন করে কোন মতে ॥—
মোর পুত্র আদি এই কহিনু বিশেষ।
তবে ত হইবে লাভ মঙ্গল অশেষ ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদিরে অবজ্ঞা যে করে।
অশেষ যন্ত্রণা পাঞা সেই জন মরে ॥
রাধা-অনুরাধা মোর দৌহিত্রী উভয়।
স্বামি আর মাতুলের প্রিয় যেন হয় ॥
দীর্ঘায়ু হইয়া মোর পুত্রাদি সকলে।
সাধুপদ বাচ্য যেন হয় ভু-মণ্ডলে ॥
প্রধানে সম্মান আর মৈত্রতা সমানে।
কনিষ্ঠে সস্নেহ ভাব, হীনে মান দানে ॥—
মোর পুত্র আদি যেন বিমুখ না হয়।
পরম কল্যাণ লাভ যাহাতে নিশ্চয় ॥
ভক্ত-হরেকৃষ্ণ দাস-দাসদ্বয়-জাতা।
মোর কন্যা-পুত্রাদির পালয়িতা মাতা ॥
থাকমণি-নাম রাম-কৃষ্ণ পরায়ণা।
শ্রীজাহ্নবী পরিবারে দীক্ষা-সুশোভনা ॥

মোর গুরুপত্নী স্থানে নামাদি লইলা।
কায়-মনে তদনুগা হইয়া রহিলা ॥
মম কন্যাদিরে তিঁহ স্ব-কন্যাদি জ্ঞানে।—
পালন করয়ে সদা বাৎসল্য বিধানে ॥
নিজ জন পরিহরি মদীয় ভবনে।—
অবস্থান করে কৃষ্ণ সেবার কারণে ॥
রাম-কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন তাহার।
এই আশীর্ব্বাদ আমি করি অনিবার ॥
মাতামহ বংশ এবে করিয়ে কীর্ত্তন।
যে বংশে জননী মোর লভেন জনম ॥
বাৎস্যগোত্র "রাধানাথ গোস্বামি-ঠাকুর।"
মোর মাতামহ,—বাস পানাকর৹পুর ॥
প্রমাতামহ "শ্রীগোপীনাথ" মহাশয়।
তাঁহার জনক "শচীদুলাল" নিশ্চয় ॥
মাতামহী "সুধামুখী ঠাকুরাণী" মানি।
জননী আমার "নর্ম্মসখী দেবী" জানি ॥
"শ্রীকৃষ্ণমোহন দেব" "নারায়ণ" আর।
"প্রাণকৃষ্ণ" এই তিন মাতুল আমার ॥
"দেব দীননাথ প্রভু" পিতা মোর হয়।
পিতামহী "শ্রীঅনঙ্গমণি" সবে কয় ॥
পিতৃ-মাতৃ দুই কুল কৃষ্ণ-পরায়ণ।
শ্বশুর বৈষ্ণব বংশ,—সেবে নারায়ণ ॥

মুরশিদাবাদাধীন চাঁদকাটি গ্রাম।
তথায় নিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যান॥
শাণ্ডিল্যগোত্রীয়াশূদ্রপ্রতিগ্রহ রত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে দৃঢ় বিশ্বাস সতত॥
"রাম কান্ত নাম" জ্ঞান-ভক্তি বিশারদ।
যাঁর হৃদি-পদ্মে সদা শোভে রাম-পদ॥
তাঁর পুত্র "শ্রীবল্লবীকান্ত" মহাশয়।
বিষ্ণু-ভক্ত্যে সদা শোভে যাঁহার আলয়॥
তাঁহার আত্মজ "রামকৃষ্ণ দেব" হয়।
রাম-কৃষ্ণ বিনা যিহোঁ আন না জানয়॥
কোন হেতু তিহোঁ আসি অম্বিকা-নগরে।—
সপত্নী-সহিত সুখে অবস্থান করে॥
"কৈলাশ মোহিনী" তার পত্নীর আখ্যান।
তিন কন্যা তিন পুত্র যাঁর মতিমান॥
রাম-কৃষ্ণ সিদ্ধ-ভগবান দাস সঙ্গে।
প্রায় সদা থাকিতেন কৃষ্ণানন্দ রঙ্গে॥
শ্রীরামকান্তের পিতা ভঙ্গভাব হয়।
কুলাচার্য্যগণ এই গ্রন্থেতে লিখয়॥
রামকৃষ্ণ স্ব-মধ্যমা কন্যার সহিত।—
আমার বিবাহ দিলা যথা সুবিহিত॥
আমার পত্নীর নাম "শ্রীকৃষ্ণ কামিনী।"
নিজ-ধর্ম্ম রতা সুরপুত্র-প্রসবিনী॥

পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল, শ্বশুর অন্বয়।
নিজ বংশ শুদ্ধার্থেতে কহিনু নিশ্চয়॥
ঐছে তিন কুল পরিচয় নাহি যার।
বংশ শুদ্ধ জ্ঞান কিসে হইবে তাহার॥
তেঞি নিজ বংশ শুদ্ধ জ্ঞাপন কারণ।—
কুলত্রয় পরিচয় দেয় জ্ঞানীগণ॥
এবে পিতৃ-মাতৃ পদে প্রার্থনাদি করি।
আর আর কথা যত কহিব বিবরি॥
সার্দ্ধ দুই বর্ষ বয়ঃ যখন আমার।—
পরলোকে গেলা মাতা ছাড়িয়া সংসার॥
আসন্ন সময়ে মাতা করিয়া রোদন।—
মদীয় পিতার ধরি যুগল চরণ॥—
কাতরে কহেন এই বিপিন তোমার।—
বাঁচিয়া থাকিতে বিভা নাহি কর আর॥
মাতার বাক্যেতে পিতা হঞা কৃপান্বিত।—
কহিলেন বিভা নাহি করিব নিশ্চিত॥
ইহা শুনি স্নেহময়ী জননী আমার।
আনন্দে ছাড়িয়া যান অনিত্য সংসার॥
পালিকা অপর্ণা দাসী মুখে এই কথা।—
শ্রবণ করিনু মুঞি কহিলাম যথা॥
"শ্রীঅপর্ণা দাসী" মোরে জননীর প্রায়।—
পালন করিলা রাখি স্ব-গৃহে আমায়॥

অপর্ণার অপ্রাকৃত স্নেহেতে আমার।
এ দেহ বর্দ্ধিত হয় কহি বার বার ॥
শাস্ত্রমতে ধাত্রী হয় অপর্ণা আমার।
শ্রীকৃষ্ণ করুন তাঁরে কৃপায় উদ্ধার ॥
মাতার বিয়োগ হৈতে পেটের পীড়ায়।—
মধ্যে মধ্যে শুইতাম মরণ শয্যায় ॥
দশ বর্ষাবধি সেই পীড়া মোর ছিল।
পরে রাম-কৃষ্ণেচ্ছায় আরোগ্য হইল ॥
মোর মুখ হেরি প্রভু জনক আমার।
প্রার্থীতা অনেক কন্যা কৈলা অস্বীকার ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ মোর বয়স যখন।
বিবাহ দিলেন দেব জনক তখন ॥
পিতার স্নেহের কথা কহিতে না পারি।
কেবল আমার তরে হয়েন সংসারি ॥
নতুবা সংসারে আর কেহ নাই তাঁর।
কেবল আমার তরে সংসার স্বীকার ॥
মোর বিভা দিয়া তিনি কহেন সবারে।
বংশ সুবিস্তার হবে এই পুত্র দ্বারে ॥
পিতৃ-মাতৃ আশীর্ব্বাদ হঞাছে পূরণ।
সত্য-মিথ্যা সর্ব্বলোকে করুন দর্শন ॥
পরে যাহা হবে তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
জীবায়ত্তাধীন ভাবী হঞাছে কোথায় ॥

মোর বিদ্যা লাগি পিতৃদেব মহাশয়।—
বহু যত্ন করিলেন করুণ হৃদয়॥
অগ্রে পাঠশালে পরে বঙ্গ বিদ্যালয়ে।
তবে ত পণ্ডিত রাখি আপন আশ্রয়ে॥
সেই ত পণ্ডিত আখ্যা "কৈলাশ গোসাঁই।'
নিবাস তৈপাড়া গ্রামে দেখিলাম যাই॥
চতুর্ব্বিধশাস্ত্র পাঠশালে সর্ব্বশেষে।—
অর্পণ করেন মোরে কহিনু বিশেষে॥
গুরু "শ্রীমহেশচন্দ্র" তর্কপঞ্চানন।—
বহু শ্রম করিলেন আমার কারণ॥
বিফল হইল সব পরিশ্রম তাঁর।
মমাদৃষ্টে বিদ্যা নাই কি দোষ তাঁহার॥
পিতার দেহান্তে মুঞি সামাধ্যায়ি পাশ।
বিদ্যা লাগি দুই বর্ষ করিলাম বাস॥
ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি সুর মহাশয়।—
মোর স্থূলবুদ্ধি দেখি একদিন কয়॥
তোমার অদৃষ্টে বিদ্যা বিধি না লিখিল।
এ লাগি আমার শ্রম বিফল হইল॥
কোন অধ্যাপক মোরে অস্নেহ না কৈল।
তথাপি আমার ভাগ্যে বিদ্যা না ঘটিল॥
যৌবন আরম্ভ মোর হইল যখন।
সেই কালে স্নেহ আদি হঞা বিস্মরণ॥

আমারে অনাথ করি শ্রীপিতৃ-চরণ।
চান্দ্রাশ্বিনে করিলেন লীলা সম্বরণ ॥
কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথি দিবাদ্য যামেতে।—
লীলা সম্বরিলা পিতা গঙ্গাদ্য তীরেতে ॥
ভাদ্রকৃষ্ণা ষষ্ঠী দিনে জননী আমার।
প্রাতঃকালে ছাড়িলেন এ ভব সংসার ॥
পিতৃ-মাতৃ শ্রীচরণ সেবন আমার।—
না ঘটিল কর্ম্মদোষে,—এ দুঃখ অপার ॥
পিতৃ-মাতৃ নিসেবনে বঞ্চিত যে জনে।
তার সম হতভাগ্য নাহিক ভুবনে ॥
কোথা আছ পিতঃ! মাতঃ! মোরে লও তথা।
সেবন করিব পদ-যুগল সর্ব্বথা ॥
নতুবা মনের দুঃখ মনে রহি যায়।
নিবেদন করিলাম তুহুঁ দুই পায় ॥
তুহুঁ দুই প্রীতি হেতু জল পিণ্ড দান।—
নাহিক করিল এই পাপীষ্ঠ সন্তান ॥
তুহুঁ দুই স্নেহ তুহুঁ দুই শ্রীচরণে।—
অঋণী করুক মোরে করি নিবেদনে ॥
কোথা পিতঃ! পূর্ব্বমত মোরে বক্ষে করি।—
সন্ধ্যায় ঠাকুর বাড়ী চল?—বলি হরি ॥
তোমার শীতল বক্ষঃ করিয়া স্মরণ।—
বিরলে বসিয়া এবে করি সে রোদন ॥

কোথায় আছ গো মাতঃ! বারেক আসিয়া।
স্নেহপূর্ণ মুখে ডাক বিপিন বলিয়া॥
মোর তরে ধরি ক্ষীর নিজ পয়োধরে।
সে ক্ষীর দিলে মা! তুমি কাহার অধরে॥
না মা! তোর দোষ নাই ভাগ্য সে আমার।
অকালে তোমারে কাল করিল সংহার॥
কাতরে ডাকিছে মাতঃ! তোমার সন্তান।
বারেক আসিয়া স্তন-ক্ষীর কর দান॥
বেশী না বলিব আমি জননী তোমারে।
কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াও আমারে॥
যদ্যপিহ বৃদ্ধাবস্থা হঞাছে আমার।
তথাপি কোলের "ছেলে' আমি মা! তোমার॥
তোমার শীতল ক্রোড় করিয়া স্মরণ।
বিরলে বসিয়া এবে করি যে রোদন॥
পিতৃ-মাতৃ-পদে নিবেদন আদি যেই।
সংক্ষেপ করিয়া মুঞিঃ কহিলাম এই॥
কার সাধ্য পিতৃ-মাতৃ-পদে নিবেদন।
সম্পূর্ণ করিতে পারে থাকিতে জীবন॥
যৌবনে অসাধু সঙ্গ হইল আমার।
সেই হেতু বিষয়াদি গেল ছার খার॥
যৌবনে অনাথ যেই এ সংসারে হয়।
তার ভাগ্যে প্রায় দুঃখ উত্তরে ঘটয়॥

কোন ভাগ্যে যদি দুঃখ হয় বিমোচন।
তবে খেদ করে পূর্ব্ব করিয়া স্মরণ ॥
সেই ভাগ্য পূর্ব্ব সাধু কর্ম্ম আদি বিনে।—
উদয় নাহিক হয় কহেন প্রবীণে ॥
মোর পিতৃ-বন্ধু অনুপম চন্দ্র প্রভু।—
কহিলেন দুষ্টসঙ্গে নাহি রহ কভু ॥
দুষ্টসঙ্গে ভ্রমি তুমি গেলে ছারে খারে।
ভালবাসি ব'লে ভাই! নিষেধি তোমারে ॥
প্রভুর বচন শুনি মোর দুষ্ট মন।—
তখনি ফিরিয়া গেল সাধুর মতন ॥
তবে তাঁরে জিজ্ঞাসিনু স্বকর্ত্তব্য কিবা।
তিঁহো কহিলেন কৃষ্ণে সদ্ভক্তি করিবা ॥
তবে ভগবান দাস বাবাজীর পাশে।—
গমন করিনু মুঞি মনের উল্লাসে ॥
শ্বশুর-ভবনে রহি বাবাজীর স্থানে।
ক্রমে ক্রমে পাইলাম সদ্ভক্তি সন্ধানে ॥
"গৌর-পদাশ্রয় বিনা সদ্ভক্তির তথ্য।
কেহ নাই পায় এই কহিলাম সত্য ॥"
বাবাজীর মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ।
কুলের ঠাকুর পদে লইনু শরণ ॥
বাবাজীর আজ্ঞামতে ভক্তিশাস্ত্র যত।
আলোচনা আরম্ভিনু হঞা অনুরত ॥

মধ্যে মধ্যে যাঞা রহি শ্বশুর-ভবনে।—
বাবাজীর স্থানে শিক্ষা করিনু গ্রহণে॥
শিক্ষা আরম্ভন-কালে বাবাজী আমায়।—
কহিলা তোমার কথা কহিব তোমায়॥
মুঞি তুয়া শিক্ষাদাতা হইতে না পারি।
তোমায় তোমার বস্তু দিব হৃদুঘারি॥
এত কহি অতি স্নেহে বাবাজী আমায়।—
ভজন সিদ্ধান্ত আদি ক্রমেতে শিখায়॥
হেনমতে নয় বর্ষ বাবাজীর স্থানে।—
ভজনাদি শিখিলাম সম্মত বিধানে॥
কভু কভু নবদ্বীপ করিয়া গমন।
সিদ্ধ-শ্রীচৈতন্যদাসে করিয়া দর্শন॥
গৌরতত্ত্ব-বার্ত্তা আদি কিছু তাঁর পাশ।—
লাভ করি চিত্তোল্লাসে আসি নিজ বাস॥
ভগবান দাস আদি যাহা শিক্ষা দিল।
ভাগ্যদোষে হৃদে সব স্ফূর্ত্তি না হইল॥
সাংসারিক ক্লেশ মোর অতি সে সময়।—
দেখিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ হইয়া সদয়॥
ভক্ত শ্রীরাখালদাস সরকার সনে।—
করিয়া দিলেন প্রভু আমার মিলনে॥
তিহোঁ মোরে বর্দ্ধমানে রাখি স্ব-বাসায়।
ভক্তিশাস্ত্র আদি শুনে আমার দ্বারায়॥

কভু বা অকালপোষে আপন ভবনে।—
মোরে রাখি ভক্তিশাস্ত্র করেন শ্রবণে॥
"হরিনামামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ যেই হয়।
তিঁহো মোরে সেই গ্রন্থ বর্ণিতে কহয়॥
তাঁহার সাহায্যে মোর সাংসারিক ক্লেশ।
অনেক অংশেতে জানি হইল বিশ্লেষ॥
পরলোকে কৃষ্ণ তাঁর করুন কল্যাণে।
সংসার করুক রক্ষা দৌহিত্র সন্তানে॥
হরিনামামৃত সিন্ধু আদি দরশনে।
বর্দ্ধমান ভূপ অতি আনন্দিত মনে॥—
রাজ-সংসারেতে মোরে রক্ষার কারণ।—
মন্তব্য প্রকাশি,—যান বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
যেই শিষ্য-শিষ্যাদির ভোজ্যাদি অর্পণে।—
অবসর দিলা "দশমূল" আহরণে॥
সন্দর্ভ সম্পূর্ণকালে মনের আহ্লাদে।
কেই শিষ্য শিষ্যাদিরে করি আশীর্ব্বাদে॥
নাম-ধামোল্লেখ আদি করিয়া সবার।
আশীর্ব্বাদ করিতেছি সন্দর্ভ মাঝার॥
মোর প্রিয় শিষ্যোত্তম শ্রীভক্তিবিনোদ।—
শ্রীকেদারনাথ দত্ত সর্ব্ব চিত্তমোদ॥
দত্ত বংশ বিভূষণ-সুর-ভক্তিমান।
রাজ-ভক্ত দ্বারে যাঁর বিপুল সম্মান॥

শ্রীক্ষেত্র হইতে তিঁহো পত্রিকার দ্বারে।
বর্ষত্রয় ভক্ত্যালাপে বুঝিয়া আমারে॥
ভার্য্যার সহিত তিঁহো মম সন্নিধানে।
শুভ দিনে দীক্ষা লন নড়াল মোকামে॥
নড়ালের ম্যাজিষ্ট্রেট তিঁহো সে সময়।
তেঞিও তথা রহি করে প্রথম আশ্রয়॥
কলিকাতা রাজধানী রামবাগানেতে।
শতৈক একাশি সংখ্যা নিজ ভবনেতে॥
রাজবৃত্তি লভি সুখে করে অবস্থান।
অধুনা সপ্তম পুত্র তাঁর বর্ত্তমান॥
মন্ত্রলাভাবধি তিঁহো রাশিতে রাশিতে।—
আমার সংসার ব্যয় লাগিলা বহিতে॥
সংসার নির্ব্বাহ ভয় সেই দিন হৈতে।—
দূরীভূত হৈল মোর শিষ্যের ভক্তিতে॥
হেনমতে গুরুসেবা করিয়া কেদার।
সন্তুষ্ট না হঞা দুঃখ করে অনিবার॥
গুরু তুষ্টি কার্য্য নাহি হৈল মোর দ্বারে।
এই বড় দুঃখ হয় রহিয়া সংসারে॥
"সচ্ছিষ্যেগুর্ব্বরু নিষ্কৃতিং" শাস্ত্রবাক্য যাহা।
আমি নাহি পারিলাম পালিবারে তাহা॥
ইত্যাদি প্রকার দুঃখ স্বপত্নী সহিত।
প্রায় সদা করে,—এই আছি সুবিদিত॥

সতী-ভগবতী যথা তথা ভগবতী।
পতি-গুরু সেবারতা শুদ্ধা ভক্তিমতী ॥
যৈছে ভক্তিমান হয় সুর শ্রীকেদার।
তৈছে ভক্তিমতী ভগবতী পত্নী তাঁর ॥
কেদারের ভক্তি জ্ঞান করিয়া দর্শন।
শ্রীপাটের প্রভুগণ হঞানন্দ মন ॥
আশীর্ব্বাদ সহ "ভক্তিবিনোদাখ্যা" তাঁরে।—
সমর্পণ করিলেন পত্রিকার দ্বারে ॥
সংবাদ পত্রেতে সেই পত্র সর্ব্বজনে।—
বিদিত আছেন এই নশ্বর ভুবনে ॥
তথাপি সচ্চিত্ত তুষ্টি করণ কারণ।
সেই পত্র লিখি এথা করুন দর্শন ॥

শ্রীপট্ট খাস্নাপাড়া নিবাসিভির্গোস্বামিভিঃ শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তায় শিষ্যায় কৃপয়া ভক্তিবিনোদোপাধিঃ প্রদত্তা।

শিষ্যস্ত শ্রীমতঃ সাধোর্গোবিন্দচরণৈষিণঃ।
কেদারনাথ দত্তস্ত লায়া ভবতু সর্ব্বদা ॥
প্রভোশ্চৈতন্যচন্দ্রস্ত মতস্ত চানুবর্ত্তিনঃ।
প্রচারকস্ত শাস্ত্রাণাং ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিনাং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়াং তবভক্তিমনুত্তমাং।
দৃষ্ট্বা কো ন বিমুহ্যেত লোকেঽস্মিন্ বৈষ্ণবপ্রিয় ॥
যাং ভক্তিং লভিতুং শশ্বৎ বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ।
তাং ভক্তিং হৃদয়ে ধৃত্বা ধন্যোঽসি প্রিয়সেবক ॥

জীবস্য জীবনোপায় একান্তভক্তির্গরীয়সী।
অতো ভক্তি বিনোদাখ্য উপাধিঃ প্রতিগৃহ্যতাং॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ চারি শত মাঘ মাসে।
উপাধি করিলার্পণ প্রভুগণোল্লাসে॥
ভক্তিশাস্ত্রে কেদারের যত অধিকার।
তৎকৃত গ্রন্থাদি আছে প্রমাণ তাহার॥
নবদ্বীপ মায়াপুর গৌর জন্ম স্থান।—
প্রকাশ করিলা যিঁহ করিয়া সন্ধান॥
সর্ব্বৈষ্ণব গণ নিত্য তাঁর গুণ গায়।
কপট-মর্কটে নিন্দা করিয়া বেড়ায়॥
মোর শিষ্য বলি বেশী না করি বর্ণন।
স্বরূপ কহিনু,—সর্ব্ব বিদিত কারণ॥
পুত্র-পৌত্রাদির সহ দীর্ঘায়ু হইয়া।—
কৃষ্ণ প্রীতে গৃহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া॥—
স্বপত্নী প্রভৃতি সহ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।—
শ্রীকেদারনাথ সদা করুক সেবন॥
স্নিগ্ধাস্নিগ্ধ ভেদে শিষ্য দুই মত হয়।
স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গাস্নিগ্ধ কয়॥
এ দুই বিচার করি গুরুপাদ গণ।
শিষ্যগণে উপদেশ করেন অর্পণ॥
অন্তরঙ্গ উপদেশ অন্তরঙ্গ গণে।
বহিরঙ্গ উপদেশ বহিরঙ্গ জনে॥

অন্তরঙ্গ সনে অন্তরঙ্গ ব্যবহার।
বহিরঙ্গে বহিরঙ্গ,—কহিলাম সার॥
এবে আশীর্ব্বাদ করি কৃষ্ণানন্দ মনে।
অন্তরঙ্গ ভাব যেন পায় শিষ্যগণে॥
শ্রীপাট হইতে মোরে কলিকাতান্তরে।—
আনিলা কেদারনাথ বিশেষ আদরে॥
বর্ষাবধি রহি মুঞি কেদার আশ্রমে।
শিষ্যাদি সংগ্রহ কিছু করিলাম ক্রমে॥
হাটখোলা স্থিত ভক্ত ব্যবসায়ীগণ।
আমারে আদর করি করে নিবেদন॥
মাধবদাসের যেই আছে দেবালয়।
তাহাতে মোদের কিছু সাহায্য আছয়॥
এবে লোকাভাবে যায় সেই দেবালয়।
আপনি যদ্যপি লন তবে ভাল হয়॥
অনিচ্ছা সম্পূর্ণ মোর সেবা গ্রহণেতে।—
তথাপি স্বীকার কৈনু ভক্তানুরোধেতে॥
ভক্ত অনুরোধ তাহে কৃষ্ণানুশীলন।—
গোস্বামির ত্যজ্য নহে জানিয়া তখন॥
ঐছে গৌর দেবালয় করিনু গ্রহণ।
তবে তুষ্ট হঞা ভক্ত বণিকের গণ॥
জীর্ণ-ভগ্ন দেবালয় শোধন কারণ।
বহু অর্থ মোর করে করিলা অর্পণ॥

পঞ্চবিংশ বর্ষ প্রায় গৌরাঙ্গ ভবন।
মমায়ত্তাধীন আছে জানে সর্ব্বজন ॥
এবে আশীর্ব্বাদ করি সেই সব জনে।
মন্দির শোধনে যাঁরা কৈলা অর্থার্পণে ॥
কলিকাতা-হীরাকাটা গলিতে নিবাস।
ভক্ত শীলোপাধি নাম শ্রীতুলসীদাস ॥
তাহার অনুজ ভক্ত হরেকৃষ্ণাখ্যান।
উভয়ের কৃষ্ণপ্রীতে সাধ্যাতীত দান ॥
সুশীল, সুধীরমতি, বৈষ্ণব-কিঙ্কর।
সংসারে নির্লিপ্ত ভাব প্রায় নিরন্তর ॥
বণিগ্বংশে উভয়ের সম গুণগণ।—
বিরল প্রচারাধুনা করি নিরীক্ষণ ॥
ভক্তিমতী পত্নীদ্বয়—পুত্রাদির সহ।
শ্রীতুলসীদাস, হরেকৃষ্ণ অহরহ ॥—
দীনে দয়া, হরিস্মৃতি করু সর্ব্বক্ষণ।
এই আশীর্ব্বাদ মুঞিও করিনু অর্পণ ॥
বণিগ্বংশ রাধাকৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ।
এই কথা প্রায় সবে করেন কীর্ত্তন ॥
পীচ্ছলা বণিক্ ভক্তি দৃঢ়া প্রায় নয়।
কার কোন ভাগ্যোদয়ে দৃঢ়া ভক্তি হয় ॥
চিত্রাসখী আর শৈলবালা শুদ্ধামতী।
গুরু-কৃষ্ণ-পরায়ণা-সর্ব্বগুণবতী ॥

চিত্রা-চিত্রাসখী সম ভাবাদি প্রকাশে।
শৈলবালা-শৈলবালা প্রায় সুনির্ঘাষে॥
সাধ্যাতীত দানরতা, অতি বিচক্ষণা।
শ্রীগুরু সম্বন্ধে নিত্য ভাব অকৃপণা॥
গুর্ব্বাদ্যর্চ্চনান্তে লক্ষ নাম সমাপন;
তদন্তে দিবান্তে নিত্য প্রসাদ গ্রহণ॥
ঐছে দুই শিষ্যা প্রতি এই আশীর্ব্বাদ।
কভু কোন কার্য্যে যেন না লভে বিষাদ॥
এবে কলিকাতা মধ্যে শ্যাম বাজারেতে।
অবস্থান সদা পিতৃ-মাতৃ-ভবনেতে॥
শ্রীবঙ্কবিহারি মিত্র শাস্ত্র-বিচক্ষণ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি জন্য যিঁহো ব্যগ্র সর্ব্বক্ষণ॥
ব্যগ্রত্ব প্রযুক্ত রতি চঞ্চল তাঁহার।
ক্রমেতে নিশ্চল হবে হেরি চিহ্ন তার॥
তিঁহো স্বভার্য্যার সহ মম সন্নিকটে।
দীক্ষামন্ত্র আদি নিলা চিত্ত-অকপটে॥
সুশীলা-স্বধর্ম্মরতা শুদ্ধাভক্তি মতী।
হরিব্রতনিষ্ঠা হরিনামে দৃঢ়া রতি॥
তদীয়েকা সহোদরা মম শিষ্যা হয়।
গুরু-কৃষ্ণ-পদে যার সুদৃঢ় নিশ্চয়॥
সবারে করুন কৃপা শ্রীনন্দ-নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি এই সদা সর্ব্বক্ষণ॥

যোড়া বাগানেতে বাস মিত্র বংশধর।
শ্রীমণিমাধব নাম ধার্ম্মিক-প্রবর॥
পত্নী সহ কৃষ্ণ দীক্ষা লঞা মোর স্থানে।
অনন্যভাবেতে নিত্য ভজে রাধা-শ্যামে॥
স্বভার্য্যা পুত্রাদি সহ শ্রীমণিমাধব।
কৃষ্ণে মতি রাখি করু সংসার উৎসব॥
গাদীগাছা কুঞ্জে বাস বৈষ্ণব-প্রবর।
শ্রীরামসেবক নাম কৃষ্ণৈক অন্তর॥
চট্টোপাধ্যায়াখ্যা লোকে অতি-বিচক্ষণ।
তিঁহ মোর স্থানে দীক্ষা করেন গ্রহণ॥
দীক্ষাবধি মোরে প্রীতি করেন সদাই।
তাহারে করুন কৃপা ঠাকুর নিমাই॥
কলিকাতা-চাঁপাতলা পল্লীতে নিবাস।
রামোপাধি বিশ্বনাথ নাম সুপ্রকাশ॥
হরিপাদপদ্ম রত বৈষ্ণব-ভূষণ।
শান্ত, দান্ত, শুদ্ধমতি, দাতা, বিচক্ষণ॥
তাঁর কৃতি পুত্র শ্রীবিহারিলাল রায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি-পরায়ণ,—সর্ব্বগুণধাম॥
সুশীল, বদান্য, দাতা, সজ্জন কিঙ্কর।
"অহং" "মম" অভিমান বিহীন অন্তর॥
ভক্তি গ্রন্থ প্রচারেতে উদ্যমাতিশয়।
যথাসাধ্য রায় ব্যয়ে অকুণ্ঠ হৃদয়॥

"সংক্ষেপ বৈষ্ণব নিত্য কৃত্য সুপদ্ধতি।"
সজ্জন সন্তোষ লাগি লিখিলা সম্প্রতি॥
ভক্তিমতী ভর্য্যাসহ সদা সর্ব্বক্ষণ।
শ্রীবিহারি রাধা-কৃষ্ণে করুক সেবন॥
এই আশীর্ব্বাদ মুঞি করি সর্ব্বকাল।
কভু যেন নাহি ঘটে প্রপঞ্চ জঞ্জাল॥
মোর শিষ্য-ভক্ত আদি গৌর ভক্তগণ।
"দশমূল রস" সদা করুন স্বাদন॥
শিষ্য ভক্ত গণে এই করি আশীর্ব্বাদে।
শ্রীগুরু-প্রণালী আদি কহিব আহ্লাদে॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দে।—
বন্দি বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীজাহ্নবী সহানন্দে॥
চন্দ্র-সূর্য্য সম দুয়ে হইয়া উদয়।—
জীবের অজ্ঞান তম প্রভৃতি নাশয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।৩৮৬॥

মনোহর বৃন্দাবনে কল্পতরু তলে।
শ্রীরত্ন-মন্দির শোভে বিচিত্র কমলে॥
তাহার ভিতরে দিব্য রত্নসিংহাসন।
তদুপরি রাধাকৃষ্ণ হের রে নয়ন!॥

চতুর্দ্দিগে সেবাপরা প্রিয়সখীগণ।
নিজ নিজ সেবা করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
গুরুরূপা সখী অনুগত হঞা নিতি।—
সেবিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ করিয়া পিরীতি॥

তথাহি তত্রৈব।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৩৮৭॥

সখী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞানে।
যদি কেহ ভজে কোটিকল্প পরমাণে॥
রাধা-কৃষ্ণ-সেবা ব্রজে সেহ নাহি পায়।
শ্রীগুরু করুণা করি ইহাই জানায়॥

তথাহি সংস্কৃত সারসংগ্রহে।

ন বশ্যং বৈধভক্ত্যা তু শ্রীকৃষ্ণব্রজমোহনঃ।
বশ্যং হি প্রেমভক্ত্যা চ প্রমাণং তত্র গোপিকা॥ ৩৮৮॥

অতএব নিজশিষ্যগণের কারণ।
নিজ গুরু প্রণাল্যাদি করিল কীর্ত্তন॥
নিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবী-ঠাকুরাণী।
তাঁর শিষ্য প্রভু রামচন্দ্র এই জানি॥
শ্রীরাজবল্লভ প্রভু তাঁর শিষ্য হয়।
তাঁর শিষ্য শ্রীকেশবচন্দ্র প্রভু কয়॥

তথাহি পাদ্মে গৌতমীয়ে চ।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ॥ ৩৯০॥

সদ্গুরু আশ্রয় বিনা ভক্তি সিদ্ধ নয়।
ভক্তি বিনা রাধা-কৃষ্ণ কভু না মিলয়॥
সংসারে নির্লিপ্ত, বেদ-শাস্ত্র-বিশারদ।
শ্রীসচ্চিদানন্দ রসে রসিক,—মানদ॥
সেবক বৎসল, সর্ব্ব সন্ধান চতুর।
সদ্রূপ, শৃঙ্গার রস ভাবজ্ঞ,—মধুর॥
তিঁহ ত সদ্গুরু হন সংসারের সার।
সদ্গুরু লক্ষণ এই, শাস্ত্রেতে প্রচার॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে।

নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকার্য্যেষু বেদবিচ্ছিষ্যবৎসলঃ।
সচ্চিদানন্দরসিকঃ সদ্গুরুঃ কথিতো হি সঃ॥
অথবা সদ্রূপঃ সর্ব্বসন্ধানকুশলঃ সুধীঃ।
আনন্দরসসংমগ্নঃ স এব সদ্গুরুঃ স্মৃতঃ॥ ৩৯১॥

কলিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়।
ধরণী পাবন,—এই কহিনু নিশ্চয়॥
শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, আর সনক সম্প্রদায়।
এই চারি সম্প্রদায় বেদ-বিধি গায়॥

তথাহি পাদ্মে

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ৩৯২॥

রুদ্রেশ্বর প্রভু শিষ্য হয়েন তাঁহার।
তাঁর শিষ্য দয়ারাম প্রভু প্রেমাধার॥
মহেশ্বরী ঠাকুরাণী শিষ্যা তাঁর হয়।
শ্রীগুণ মঞ্জরী তাঁর শিষ্যা সুনিশ্চয়॥
তাঁর শিষ্যা রামমণি ঠাকুরাণী জানি।
শ্রীল যজ্ঞেশ্বর প্রভু তাঁর শিষ্য মানি॥
তাঁহার অধম শিষ্য বিপিনবিহারী।
শ্রীগুরু প্রণালী মোর এই ত বিস্তারি॥
শ্রীরামমণির শিষ্যা ভুবন-মোহিনী।
তাঁর শিষ্যা মোর পত্নী শ্রীকৃষ্ণ-কামিনী॥
আমার পত্নীর শিষ্য হইল যাহারা।
শ্রীগুরু প্রণালী ইথে জানিবে তাহারা॥
নির্দ্দোষ শ্রীগুরুপরম্পরা ভাব্য হয়।
এই কথা পূর্ব্বমহাজনেতে লিখয়॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥ ৩৮৯॥

এই কলিযুগে হবে চারি সম্প্রদায়।
সম্প্রদায়হীন মন্ত্র নিষ্ফল জানায়॥
সম্প্রদায়িগুরু বিনা ব্যর্থ উপদেশ।
ভক্তিলাভ নাহি হয় কহিনু বিশেষ॥

শ্রী সম্প্রদায় শ্রী রামানুজ স্বামী জানি।
ব্রহ্ম সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য স্বামী মানি ॥
রুদ্র সম্প্রদায় বিষ্ণু স্বামী মহাশয়।
শ্রী সনক সম্প্রদায় নিম্বাদিত্য হয় ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥ ৩৯১ ॥

দেবনারায়ণপত্নী শিষ্যা পুনঃ তাঁর।
সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে দেখি চিত্র ক্রিয়া যাঁর ॥
লক্ষ্মীর শাখাদি বহু হইল প্রচার।
রমাগণে রামানুজাচার্য্য ভাষ্যকার ॥
শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য নাম পূর্ব্বে তাঁর হয়।
এবে রামানুজাচার্য্য স্বামী সবে কয় ॥
নিজনামে রামানুজ সূত্রভাষ্য কৈল।
তাঁর শাখা উপশাখা ভুবন ব্যাপিল ॥
গীতোপনিষদাদির ভাষ্যাচার্য্যবর।
নিজ নামে লিখিলেন করি স্বতন্তর ॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াময়।
শিষ্য প্রশিষ্যাদি তাঁর ভক্ত মহাশয় ॥
ব্রহ্মগণ মধ্যে মধ্বাচার্য্য শিষ্য হৈল।
যিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পরেতে বর্ণিল ॥

মধুভাষী তেঞি মধ্বাচার্য্য নাম তাঁর।
তাঁহা হৈতে মধ্ব সম্প্রদায় সুপ্রচার॥
তাঁর শিষ্যাদির কভু অন্ত নাহি হয়।
ভক্তি প্রবর্ত্তন হেতু পৃথিবী ব্যাপয়॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য শ্রীরুদ্র-ঈশ্বর।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের নাহিক অন্তর॥
বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে।
যিঁহো মত্ত ভক্তিরসে শিষ্যগণ সনে॥
পরম প্রভাব বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁর।
বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় তাহাতে প্রচার॥
শ্রীসনক সম্প্রদায় করিয়ে প্রকাশ।
নারায়ণ হৈতে হংস বিগ্রহ-বিলাস॥
তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি জন হয়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা কে করয়॥
সেই গণে শিষ্য নিম্বাদিত্য মহাশয়।
তাঁহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় হয়॥
নিম্বাদিত্যভাষ্য আদি অতি চমৎকার।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেতে ব্যাপিল সংসার॥
শ্রীমধ্ব প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়িগণে।
সম্প্রদায় বদ্ধ হৈল জীবের কারণে॥
ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য বর্ণ সবাকার।
মোক্ষ নাহি হয় এই কহিলাম সার॥

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী জীব, পূর্ণ-দ্বৈত জ্ঞান।
এই তত্ত্ববাদ যুক্তি শাস্ত্র-অপ্রমাণ॥
মোদের আচার্য্য মতে ঐছে বাদত্রয়।
মনোরম নহে, এই কহিনু নিশ্চয়॥
রামানুজাচার্য্যগণমধ্য হৈতে জানি।
শ্রীল রামানন্দাচার্য্য হৈলা এই মানি॥
তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যাদি অনেক হইল।
"রামানন্দি" খ্যাত তাঁরা এই ত কহিল॥
বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য।
সূত্র-অনুভাষ্য করি হইলেন আর্য্য॥
প্রচার হইল তাঁর "বল্লভী" আখ্যান।
অন্য সম্প্রদায় এই প্রথা সুবিধান॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঁই।
তাঁর গুরু কোন শাস্ত্রে দেখিতে না পাই॥
তথাপিহ লোকশিক্ষা হেতু ভগবান।
ঈশ্বরপুরীরে কৈল গুরু অভিমান॥
দ্বিজবংশ অবতংস পুরীর ভূষণ।
শ্রীঈশ্বরপুরী এই বিদিত ভুবন॥
তাঁর স্থানে দীক্ষা লন শ্রীশচীনন্দন।
তন্মধুররসাশ্রয়ি করিয়া-লোকন॥
ঈশ্বর পুরীর দৈন্য কহনে না যায়।
"মুঞি শূদ্রাধম" এই সর্ব্ব ঠাঞি গায়॥

ভক্তির প্রভাবে সর্ব্ব নীচ জ্ঞান হয়।
প্রভু সনাতন ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

ন প্রেমা শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহোসজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং॥ ৩৯৪॥

মধ্বসম্প্রদায়ি লক্ষ্মীপতি মহাশয়।
তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী গুণালয়॥
বৃন্দাবনে স্থিতি কল্পবৃক্ষ অবতার।
শ্রীউজ্জ্বলরস চিত্র ফল যাঁর॥
ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কৃপা পারাবার।
যেঁই ধর্ম্ম বিস্তারিলা শচীর-কুমার॥
মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য চারি মহাশয়।
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী গুণালয়॥
নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈত গোসাঁই।
মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য এই চারি পাই॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ঠাকুর-নিমাই।
শ্রীনিমাঞি সম্প্রদায় তাঁহা হৈতে পাই॥

তথাহি শ্রীমদ্গোপালগুরুগোস্বামিপাদেনোক্তং।

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীল মধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা॥

অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ।
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমকল্পক্রমো ভুবি।
নিত্যানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৩৯৫ ॥

ঈশ্বরেশ্বরীর দীক্ষা নাহি প্রয়োজন।
তথাপি জীবের লাগি করেন গ্রহণ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী দেবী শ্রীজাহ্নবীশ্বরী।—
মধ্ব সম্প্রদায় দীক্ষা অঙ্গীকার করি ॥
ভুবন পবিত্র করে শিষ্যগণদ্বারে।
তার মধ্যে তিন শিষ্য প্রধান সংসারে ॥
বীরচন্দ্র, রামচন্দ্র, শ্রীশচী-নন্দন।
এ তিন গোসাঞি প্রভু সংসারপাবন ॥
নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাত স্থানে জাহ্নবী-গোসাঁই।
দীক্ষা লইলেন এই শুনিবারে পাই ॥
সিদ্ধ-ভগবান দাস কহেন আমারে।
দীক্ষা লন শ্রীজাহ্নবী গৌরীদাস দ্বারে ॥
কেহ কহে নিত্যানন্দস্থানে দীক্ষা লয়।
ঈশ্বরেশ্বরীর কার্য্য লোকাতীত হয় ॥
জাহ্নবীর গুরু কেবা তদনুসন্ধানে।
প্রয়োজন নাহি দেখি প্রণালী প্রমাণে ॥

অনঙ্গমঞ্জরীশ্বরী শ্রীজাহ্নবী কয়।
ভজনপ্রণালী মূল তিঁহো মোর হয়॥
মূলাতীতানুসন্ধানে নাহি প্রয়োজন।
বেদ বিধি এই কথা করেন কীর্ত্তন॥
রামার্চ্চনচন্দ্রিকাদি, গৌরগণোদ্দেশ।
শ্রীগোপালগুরু, রত্নাবলী সর্ব্ববিশেষ॥
শ্রীগুরুপ্রণালী সিদ্ধ করিলা প্রমাণ।
নাহি মানে কোন কোন আচার্য্য-সন্তান॥
গৌরভক্তিহীন সেই আচার্য্য সকল।
তেঞি গুরু প্রণাল্যাদি বলয়ে নিষ্ফল॥
রাগপ্রাপ্ত্যে কোন কোন ব্রাহ্মণ-কুমার।
বিধি ছাড়ি উপদেশ করিলাঙ্গীকার॥
তাহাতে তাঁদের দোষ না হয় দর্শন।
নিত্যসিদ্ধ স্থানে দীক্ষা করিলা গ্রহণ॥
নিত্যসিদ্ধ লাভে রাগে যেবা কার্য্য করে।
দোষ নাহি দেখি তায় রাগশাস্ত্রান্তরে॥
নিত্যসিদ্ধ রাগাভাব যেই যেই স্থানে।
তথা তথাচার হয় বেদাদি বিধানে॥
এবে নিত্যসিদ্ধ রাগ লাভাভাব প্রায়।
অতএব শাস্ত্রমতে কর সমুদায়॥
নিত্যসিদ্ধচেষ্টা আদি রাগানুকরণ।—
গৌরাঙ্গের অপ্রকটে হইবে দর্শন॥

যম-কলি সংবাদাদি গ্রন্থ সমুদয়।
তাহাতে প্রমাণ আছে কহিনু নিশ্চয়॥
নিত্যসিদ্ধ রাগাশ্রম কোথা নাহি জানে।
তবু নিত্যসিদ্ধ রাগী বলি স্বয়ং মানে॥
কলির প্রধান শিষ্য এই দুই জন।
ইহাদের সঙ্গ নাহি কর কদাচন॥
শ্রীমুরলীধর কুঞ্জে ধাম বৃন্দাবনে।
শ্রীগুরু পূজিবে বংশী-রাম শাখাগণে॥
যেই বংশী সেই রাম এই ত কারণে।
দুই শাখা এক হৈল কহে বিজ্ঞগণে॥
শ্রীগুরু-প্রণালী আদি হৈল সমাপন।
শ্রীসিদ্ধ-প্রণালী মোর করিয়ে বর্ণন॥
গুরু-প্রণালীতে হয় দাস অভিমান।
সখী অভিমান সিদ্ধ-প্রণালী প্রমাণ॥
মাতৃগর্ভ হৈতে জন্ম প্রথমেতে জানি।
মায়াময় দেহ সেই শাস্ত্রদৃষ্টে মানি॥
শ্রীগুরু-প্রসাদলব্ধ-কৃষ্ণমন্ত্র যেই।
জীবের মায়িক দেহ ধ্বংস করি সেই॥
মায়াতীত শুদ্ধদেহ করেন সম্ভব।
দ্বিতীয় জনম সেই হয় অনুভব॥

তথাহি পাদ্মে।

কৃষ্ণমন্ত্রপ্রবেশেন মায়াদেহস্য নাশতঃ।
কৃপয়া গুরুদেবস্য দ্বিতীয়ং জন্ম কথ্যতে॥৩৯৬॥

রাধাকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্ত্যে হেতু গুর্ব্বাশ্রয়।
দ্বিতীয় জনম গুরুপ্রসাদেতে হয় ॥
শ্রীকাম গায়ত্রী, কামবীজ উপাসনে।
সখীভাবে করে সদা সেবার প্রার্থনে ॥
কামবীজ উপাসনে সখীত্ব আশ্রয়।
রতি রাগ প্রাপ্ত্যে প্রেম লভয়ে নিশ্চয় ॥
জীবের সখীত্ব প্রাপ্তি তৃতীয় জনম।
লোকনাথ ধৃত শাস্ত্র করহ শ্রবন ॥

তথাহি সারসংগ্রহে।

কামবীজোপাসনেন সখীত্বঞ্চ সমাশ্রয়েৎ।
রতিরাগং সদা প্রাপ্য প্রেম্না জন্মতৃতীয়কং ॥ ৩৯৭ ॥

দীক্ষা গুরু-বৈধগুরু বলে বহু জন।
তাহার মীমাংসা এই করহ শ্রবণ ॥
শাস্ত্র-বিধি মতে যেই করে উপদেশ।
বৈধ-গুরু হয় সেই কহিনু বিশেষ ॥
অস্নিগ্ধ-সেবক যৈছে বৈধ-শিষ্য হয়।
তদ্রূপ অস্নিগ্ধ-গুরু বৈধ-গুরু কয় ॥
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণে যৈছে ভজে গোপীগণ।
শিক্ষা দেন যিঁহো সেই দুর্ল্লভ ভজন ॥
সেই সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রিয়া সখী অনুগত।
সেই সিদ্ধ দেহারোপ আদি যেই মত ॥

শিক্ষা দেন তিঁহো স্নিগ্ধ-রাগগুরু হন।
চরম সিদ্ধান্ত এই করিনু কীর্ত্তন॥
স্নিগ্ধাস্নিগ্ধ ভেদে যৈছে শিষ্য দুই হয়।
তৈছে স্নিগ্ধাস্নিগ্ধ ভেদে গুরু দুই কয়॥

তথাহি তত্রৈব।

ব্রজোপাসনতো হ্যেতৎ যোঽস্য ক্ষেত্র উপাসতে।
শাস্ত্রোপাঙ্গসাধনেন স গুরুর্বৈধিরুচ্যতে।
কৃষ্ণং প্রেষ্ঠপরাত্মানং ভজতে ভাবতো গুরুঃ।
গুরুঃ সকৃষ্ণভক্তস্য দেহেন সাধয়েৎ পুনঃ॥ ৩৯৮॥

যৈছে এক শিষ্য ক্রমে দুই ভাব ধরে।
তৈছে গুরু দুই ভাবে সুবিরাজ করে॥
শিষ্যের ভাবাদি গুরু করিয়া বিচার।—
ভজন শিখান পূর্ব্ব ক্রম অনুসার॥
নানাজন নানা অর্থ ইহাতে করয়।
মোদের আচার্য্য মত তাহা নাহি হয়॥
ভক্তিশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সেবা দুই রূপ কয়।
সাধক রূপেতে, সিদ্ধ রূপেতে নিশ্চয়॥
তদ্ভাবেচ্ছু হঞা ব্রজলোক অনুসার।
সেবিবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণে কুঞ্জে অনিবার॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৩৯৯॥

মধুর রসের মুখ্যা শ্রীমতী-রাধিকা।
কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি,—প্রেয়সী অধিকা॥
রাধার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী।—
সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যসীমা সখী সর্ব্বোপরি॥
রাধার সম্বন্ধে হয় কৃষ্ণপ্রেমপাত্রী।
মাধুর্য্যাদি গুণে সবাকার সুখদাত্রী॥
ত্রয়োদশ বর্ষ হয় বয়ঃক্রম তাঁর।
বসন্তকেতকী বর্ণা অতি চমৎকার॥
নীলেন্দীবরণ বস্ত্র, তাম্বুল সেবন।
অনঙ্গঅম্বুজকুঞ্জে বাস সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁর অনুগতা সখী কর্পূরমঞ্জরী।
দ্বাদশ বৎসর দশ মাস বয়ঃ ধরি॥
দুগ্ধালক্ত-বর্ণা, বস্ত্র ঘনতারাবলী।
তাম্বূল সেবনে রত, প্রেমেতে পাগলী॥
মনোহর কুঞ্জে বাস কহিনু নিশ্চয়।
শ্রীরাস-মঞ্জরী তাঁর অনুগতা হয়॥
অষ্টমাসাধিক বারবর্ষ বয়ঃক্রমা।
বালার্ক সদৃশ-বর্ণা পরম সুষমা॥
জবারাগবর্ণবস্ত্রা, চন্দনসেবিনী।
মোহন কুঞ্জেতে বাস—শ্রীরাস-রঙ্গিনী॥
তাঁর অনুগতা সখী কনকমঞ্জরী।
ষষ্ঠমাসাধিক বারবর্ষ বয়ঃ ধরি॥

প্রতপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ঘননীলাম্বরা।
চামর সেবনব্রতা, সদা আজ্ঞাপরা॥
আনন্দ কুঞ্জেতে বাস সদা সর্ব্বক্ষণ।
শ্রীরতিমঞ্জরী তাঁর অনুগতা হন॥
বেদমাসাধিক বারবর্ষ বয়ঃক্রমা।
তপ্তহেম-বর্ণা, জবাকুসুম-বসনা॥
চামর সেবনপরা, রসকুঞ্জে স্থিতি।
শ্রীদানমঞ্জরী তাঁর অনুগতা নিতি॥
দ্বাদশ হায়ন দুই মাস বয়ান্বিতা।
কুন্দ-পুষ্প সম বর্ণা,—সঙ্গম শঙ্কিতা॥
শোণপুষ্প বস্ত্রা, চিত্রবসনসেবিনী।
রাধাকুণ্ডে কনকাখ্য কুঞ্জনিবাসিনী॥
তাঁর অনুগতা মধুমঞ্জরী কথিতা।
পক্ষমাসাধিক বারবর্ষ বয়ান্বিতা॥
সুনির্ম্মল হেমবর্ণা, ভ্রমর বসনা।
সেবা সুবাসিত স্নিগ্ধনীর অনুপমা॥
শ্রীকুণ্ডের তীরে লীলাকুঞ্জে অবস্থান।
তাঁর অনুগতা গুণমঞ্জর্য্যভিধান॥
দ্বাদশ বর্ষীয়া দুগ্ধালক্তক-বরণা।
নয়নরঞ্জন নীলনলিনী বসনা॥
রাধা-কৃষ্ণ সুখ লাগি ব্যজন-সেবন।
মানস-হরণ কুঞ্জে বাস সর্ব্বক্ষণ॥

শ্রীরসমঞ্জরী সখী অনুগতা তাঁর।
ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ান্বিতা কহি সার॥
বসন্ত কেতকী বর্ণা, নীলেন্দী বসনা।
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বেশ সেবা-পরায়ণা॥
অনঙ্গকুঞ্জেতে বাস সদা এই জানি।
যূথিকামঞ্জরী তাঁর অনুগতা মানি॥
বারবর্ষ দশ মাস বয়স তাঁহার।
প্রাতরুণবর্ণা, তারাবলী-বস্ত্র যাঁর॥
ঘৃস্বণ-চন্দন সেবা, কুঞ্জ মনোহর।
বিলাসমঞ্জরী তাঁর অনুগতপর॥
বসুমাসাধিক বারবর্ষ বয়ান্বিতা।
পীতবর্ণা, তারাবলী বস্ত্র পরিহিতা॥
শ্রীহরিচন্দন সেবা, নন্দকুঞ্জে বাস।
সমর্থার গণ সবে জানিহ নির্য্যাস॥
কৃষ্ণপ্রীতি কাম হেতু সর্ব্বদা নিষ্কামা।
কেলিবিলাসিনী ব্রজগোপকুল-রামা॥
শ্রীগুরু-প্রদত্ত সিদ্ধপ্রণালী আমার।
স্নিগ্ধ-শিষ্যগণ লাগি করিনু প্রচার॥
শ্রীভৃঙ্গমঞ্জরী রস মঞ্জর্য্যনুগতা।
দ্বীপমাসাধিক রসবর্ষ বয়া মতা॥
বালার্ক বরণা, তারাবলী সুবসনা।
ঘৃস্বণ-চন্দনোত্তম সেবাপরায়ণা॥

রাধাকুণ্ডতীরে মনোহর কুঞ্জ যেই।
তাহাতে নিবাস তাঁর কহিলাম এই॥
ভৃঙ্গমঞ্জর্য্যনুগতা কমলমঞ্জরী।
বসু মাসাধিক রস বর্ষীয়া সুন্দরী॥
হরিদ্রা-বরণী, তারাবলী বস্ত্রান্বিতা।
শ্রীহরিচন্দন সেবা কার্য্য প্রমোদিতা॥
আনন্দ কুঞ্জেতে বাস রাধাকুণ্ডে হয়।
গোপের ললনা এই কহিনু নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ-কামিনীর সিদ্ধ প্রণালী কীর্ত্তন।—
করিলাম তাঁর শিষ্যগণের কারণ॥
শ্রীগুরুপ্রণালী হয় সাধকাবস্থায়।
সিদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধ-প্রণালী জানায়॥

তথাহি শ্রীমন্নরোত্তম দাসঠকুরেণোক্তং।

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক বেদ সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা,
সেইভাবে জুড়াবে পরাণী॥
রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য মুখ্য করি যে গণন।
ললিতা-বিশাখা তথা, সুচিত্রা-চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী-সুদেবী কথন॥

তুঙ্গ বিদ্যা-ইন্দুরেখা, অষ্টজন এই লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
সেবাপরা সখীগণ, তার কহি বিবরণ,
যাঁরা করে যুগল সেবন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী-মঞ্জলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী॥
এ সব অনুগা হঞা, প্রেমসেবা লব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগী, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝে॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিয়া রহ সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদাই।
সাধনে ভাবিব যাঁহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
পক্কাপক্ক সুবিচার এই॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন ব্যক্তি,
ভকতি লক্ষণ অনুসার।

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্ক-অপক্কের এ বিচার ॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তা'তে,
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ॥

তথাহি ভজনামৃতে।

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞা সেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৪০০ ॥

গুরুদত্ত স্ব-মঞ্জরী ভাব আরোপিয়া।—
পশ্চিমাভিমুখ কুঞ্জে স্ব-সেবা লইয়া॥—
গুরুসখী ইঙ্গিতাজ্ঞা পাইয়া যতনে।—
সেবন করিবে রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবনে॥
সমর্থে তথায় বাস করি সর্ব্বক্ষণ।
রাগেতে সেবিবে রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
অসমর্থে মনে কুঞ্জবনে রহি তথা।
সেবিবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণে গুরু আজ্ঞা যথা॥
গুরুদত্ত মঞ্জর্য্যাদি ভাবেতে সেবন।
শ্রীসনৎকুমার আজ্ঞা করিনু কীর্ত্তন॥

"গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েদিতি" আজ্ঞা তার।
তাঁর কৃত সংহিতাতে দেখহ বিস্তার॥
দীক্ষাগুরুদত্ত সিদ্ধ প্রণাল্যনুসারে।
রাধা-কৃষ্ণ সেব্য নিত্য গোকুল কান্তারে॥
মন্ত্রপ্রদ গুরুলব্ধ স্ব-সিদ্ধ ভাবেতে।—
সেবিবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ নন্দের ব্রজেতে॥
গুরুদত্ত সিদ্ধ ভাব করিবে চিন্তন।
শ্রীসনৎকুমার এই করেন কীর্ত্তন॥

তথাহি সৎকৃত সারসংগ্রহে।

মন্ত্রপ্রদ গুরোর্লব্ধ সিদ্ধভাবানুসারতঃ।
সেবেত রাধিকাকৃষ্ণৌ রম্য বৃন্দাবনে বনে।
ব্রহ্মপুত্রেণ সংপ্রোক্তং "গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েৎ"॥ ৪০১॥

শ্রীসিদ্ধ প্রণালী এই করিনু কীর্ত্তনে।
ক্রমাদি শিখিবে গুরুসখীর শরণে॥
এবে দেখি কোন কোন আচার্য্য সন্তান।
পাছে ধ্বংস হয় স্ব-স্ব ঈশ অভিমান॥
সেই ভয়ে নাহি মানে শ্রীসিদ্ধপ্রণালী।
শাস্ত্র আদি কহে তাঁ সবারে দিয়া "তালি॥"
অনন্ত শ্রীবলদেব হইয়া মঞ্জরী।
শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে দিবা-বিভাবরী॥
ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ ব্রজ গোপীকার।—
পাদপদ্ম রজ বাঞ্ছা করে অনিবার॥

সেই গোপী অনুগত হইলে কাহার।
ঈশ অভিমান নাহি যায় কালাগার॥
সে ভয় ছাড়িয়া সিদ্ধ প্রণাল্যনুসারে।
ভজ ভজ রাধা-কৃষ্ণে ব্রজ কুঞ্জাগারে॥
দুর্ল্লভ মানব জন্ম ঈশ অভিমানে।—
ক্ষয় করে যেবা সেই বড়ই অজ্ঞানে॥
গোপীভাবে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণানুশীলনে।
ঈশানন্দ হৈতে সুখ লাভ সর্ব্বক্ষণে॥
দেবের দুর্ল্লভ ভাগ্য সম ভাগ্য যার।
সেই জন সুখ-সিন্ধু পিয়ে অনিবার॥
সেই সুখ-সিন্ধু আশে শ্রুতীশ্বরগণ।—
গোপী হঞা লইলেন গোপীর শরণ॥
অতএব সবে হৃদি সংশয় ত্যজিয়া।
ভজ রাধা-কৃষ্ণে গোপী আশ্রয় করিয়া॥
"দশমূল রস" যেই জীব করে পান।
সেই জানে গোপীবার ভজন সন্ধান॥
দশমূলে রস যত তত নিঙাড়িতে।
আমার সমর্থ নাই কহিনু নিশ্চিতে॥
তিনে কৃপা করি মোরে দিলা যেই বল।
সেই বলে নিঙাড়িনু এ মূল সকল॥
অনঙ্গমঞ্জরী ধাম বাগ্নাপাড়া গ্রাম।
যথা দশমূলোৎসব হয় অবিরাম॥

পূরবে অনেকানেক ভাগ্যবান জন।
নিঙাড়িল দশমূল করিয়া যতন॥
তথাপি রসের শেষ করিতে নারিলা।
নিষ্পেষিত মূল পুনঃ প্রোথিত করিলা॥
অল্প অল্প প্রেমবারী সিঞ্চনের দ্বারে।
প্রোথিত সকল মূল ক্রমে ক্রমে বাড়ে॥
শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
মূল সকলের স্থান করি অনুভব॥
উদ্ধার করিয়া নিঙাড়িল তিন জন।
তথাপি না হৈল পূর্ণ রস আহরণ॥
উক্ত ক্রমে পর পর বহু মহাজনে।—
উদ্ধার করিয়া রস করে আহরণে॥
তথাপি তাহার শেষ নাহিক হইল।
যেমন আকার মূল তেমনি রহিল॥
সমুদ্রের জল যত কর আহরণ।
তাহাতে সমুদ্র ন্যূন না হয় কখন॥
তৈছে এই "দশমূল রস" আহরণে।
দশমূল ন্যূন কভু নহে কদাচনে॥
দশমূল রক্ষাকারী শ্রীপাটে যাঁহারা।
নিজ নিজ ধামগত প্রায় এবে তাঁরা॥
যুড়াইত মন-প্রাণ যাঁদের দর্শনে।
এবে না দেখিতে পাই তাঁদের নয়নে॥

কোথা সেই দেবরূপ প্রাচীন নিচয়।
কোথা তাহাদের কীর্ত্তনাদি সমুদয়॥
কোথা তাহাদের প্রেমভক্তি বিলক্ষণ।
কোথা তাহাদের সেই জীবের সেবন॥
কোথা তাহাদের সেই কল্পতরু ভাব।
কোথা তাহাদের সেই উদার স্বভাব॥
কোথা সেই প্রাণসম প্রিয়বন্ধুগণ।
যাহাদের সঙ্গে রঙ্গে করিনু ভ্রমণ॥
"সখি ধর ধরেত্যাদি" গাইতে গাইতে।—
ভ্রমিতাম মাঠে মাঠে সূর্য্য অস্তমিতে॥
কভু বা তড়াগ তীরে তরুবর তলে।
ব্রজলীলা গাইতাম বসিয়া সকলে॥
সন্ধ্যায় সকলে মিলি রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে।—
পরম আনন্দে করিতাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
সেই রাম-কৃষ্ণ আছে আছে সে অঙ্গন।
কেবল না হেরি সেই প্রিয়বন্ধুগণ॥
বন্ধুগণ সঙ্গে রঙ্গে আনন্দ উৎসব।—
কিছু ভুলি নাই সব হয় অনুভব॥
সকলি নয়ন-পথে করিছে ভ্রমণ।
কেবল না হেরি সেই প্রিয়বন্ধুগণ॥
নিরদয় কাল প্রায় সবারে হরিল।
কেবল আমারে ভ্রমে ভুলিয়া রহিল॥

বিনোদবিহারি প্রভু পদে মোর নতি।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অদ্ভুত যুকতি॥
রামায়ণ অনুবাদ মধুর তাঁহার।
বৃন্দাবনধামে কুঞ্জ করিলা প্রচার॥
শ্রীমুরলীধর কুঞ্জ নাম হয় তার।
বংশী বংশ সকলের যাহে অধিকার॥
কোথায় প্রাচীন সেই প্রভু পাদগণ।
কোথায় প্রাচীন কায়স্থাদি ভক্তজন॥
কীর্ত্তনাদি বিশারদ বৈষ্ণব নিচয়।
শ্রীপাট ছাড়িয়া তারা কোথা বিরাজয়॥
অকালে-সকালে সবে করিলা গমন।
কেবল এ অভাগার নাহিক মরণ॥
কোথা কন্যাবংশ ভক্ত-কুলীন-সন্তান।
যাদের দেখিলে যুড়াইত মন প্রাণ॥
বৈষ্ণব করণ হেতু কুলীন ব্রাহ্মণে।
কুল ছাড়ে শ্রীবল্লভ আদি প্রভুগণে॥
সদ্ব্রাহ্মণ বিনোজ্জ্বল নহে সম্প্রদায়।
তেঞি শ্রীবল্লভ আদি স্ব-স্ব-কুলাখ্যায়॥—
জলাঞ্জলি দিয়া নিজ নিজ কন্যাগণে।—
অভঙ্গ কুলীনগণে করেন অর্পণে॥
সেই সব কন্যান্বয় মাতামহান্বয়ে।
মাতৃ অনুসার দীক্ষা গ্রহণ করয়ে॥

মাতামহ দত্ত বৃত্তি পাইয়া তাহারা।
শ্রীপাটে রহেন হঞা পিতৃগ্রাম ছাড়া॥
ব্রাহ্মণ স্থাপন,—বিপ্রে ভক্তি সমর্পণ।—
নিজ গৌরসম্প্রদায় উজ্জ্বল কারণ॥
এই তিন অভিলাষ পূর্ণ করিবারে।
শ্রীবল্লভ প্রভু আদি কুল-লক্ষ্মী ছাড়ে॥
বৈষ্ণব কুলীন বিপ্রে শ্রীপাট সুন্দর।
সর্ব্বপাটোপরি শোভা পায় নিরন্তর॥
"দশমূলরস" পায়ি কুলীন-ব্রাহ্মণ।—
বাঘ্নাপাড়া পাটে হয় অনেক দর্শন॥
রাম-কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি জানে আন।
শ্রীগৌরগোপাল, রাম-কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রাণ॥
কোথা সেই নাদ বংশ কীর্ত্তন পণ্ডিত।
প্রামাণিক বংশ যার ধর্ত্তা সুবিদিত॥
ধামাশ নিবাসী কোন বর্দ্ধকীর সঙ্গে।
রাণীহাটী সুর স্থষ্টি করে যাঁরা রঙ্গে॥
গোপজাতি নাদ বংশ কারিকর তার।
অনুকারিকর প্রামাণিকান্বয় যার॥
রাণীহাটী পরগণা বাঘ্নাপাড়া হয়।
তেঞি রাণীহাটী সুর সর্ব্বলোকে কয়॥
রাখাল গরুর পাল গোঠেতে চড়ায়।
তারারাও রাণীহাটী সুরে পদ গায়॥

রাঢ়দেশ হৈতে আসি কীর্ত্তনীয়া গণ।
রাখাল-বালক-মুখে করেন শ্রবণ॥
হাটে, ঘাটে, মাঠে, গোঠে, শ্রীবাঘ্নাপাড়ার।—
রাণীহাটী পদ সদা সর্ব্বদা প্রসার॥
সর্ব্ববর্ণ নারী মধ্যে প্রায় সর্ব্বজন।
রাণীহাটী সুরে করে লীলা-সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রেম হাট, প্রেম ঘাট, প্রেম বাট আর।—
প্রেম গোঠান্বিত বাঘ্নাপাড়া ক্ষিতি সার॥
এই সব এবে প্রায় দেখা নাহি যায়।
কালের প্রভাবে সব হৈল লুপ্তপ্রায়॥
শ্রীপাটে বৈষ্ণব ছিল প্রায় শতত্রয়।
তুরীয় অংশের এক অংশ না আছয়॥
মৃদঙ্গ বাদক আর কীর্ত্তন পণ্ডিত।
সকল বৈষ্ণব ছিল,—সবাই বিদিত॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস আর শ্যাম দাস।
মৃদঙ্গে বৃহস্পতি কথা হৈল অপ্রকাশ॥
এবে যারা আছে,তারা বাদ্য-সঙ্কীর্ত্তন।—
রসেতে বঞ্চিত প্রায় করি দরশন॥
শ্রীপাটেতে চারিবর্ণ যতেক আছয়।
রাম-কৃষ্ণ বিনা কেহ অন্য না জানয়॥
সকল রসের গুরু বহু বহু জন।
শ্রীপাটে শোভিত ছিল করিনু শ্রবণ॥

তেঞি দাশরথি আদি ভক্ত কবিগণ।
বাঘ্নাপাড়া রস ধাম করেন কীর্ত্তন ॥
"বাঘ্নাপাড়া রস গোড়া গুপ্ত বৃন্দাবন।
বলাই আকুল করে সদা প্রাণ মন ॥"
ইত্যাদি প্রকার পদ গৌরভক্তগণ।—
বদনে সর্ব্বদা প্রায় করেন কীর্ত্তন ॥
সকল রসের গুরু অবশেষ যাহা।
এ পোড়া নয়নে মুঞি দেখিলাম তাহা ॥
এবে দেখি কাল প্রায় সব হরি নিল।
কেবল পাপীষ্ঠ জ্ঞানে আমারে রাখিল ॥
সজ্জন হইতে হয় কলির দমন।
পাপীষ্ঠ হইতে তার আনন্দ বর্দ্ধন ॥
এ হেতু সজ্জনে এবে কাল শীঘ্র হরে।
কেবল পাপীষ্ঠে রাখে কলি পুষ্টি তরে ॥
প্রাকৃতিক শোভা ছিল শ্রীপাটেতে যত।
এবে সব হইয়াছে প্রায় কাল গত ॥
পবিত্রা বালুকাময়ী স্রোতস্বতি যেই।—
মৃতা হঞা স্থানে স্থানে রহিয়াছে সেই ॥
পুষ্পের আরাম যত "মালঞ্চ" আখ্যান।
এবে সে সকল প্রায় দেখি অন্তর্ধান ॥
অশোকারণ্যের নাম মাত্র আর নাই।
প্রাচীন বিটপী প্রায় দেখিতে না পাই ॥

প্রাচীন অশ্বত্থ আদি তরু ছিল যত।
ক্রমে ক্রমে প্রায় সব হৈল কালগত॥
পদ্মাকর-খাত-বাপী-তড়াগ-কাসার।—
কহ্লার শোভিত দিব্য অখাত আধার॥
শৈবালাদি পূর্ণ প্রায় করিয়ে দর্শন।
হংসাদি বিহঙ্গ নাহি করে বিচরণ॥
পক্ষীর নিনাদ নাহি শুনি পূর্ব্বমত।
জীর্ণ শীর্ণ প্রায় দেখি বৃক্ষশ্রেণী যত॥
প্রাকৃতিক শোভা যত ছিল চমৎকার।
সেই সব প্রায় কাল করিল আহার॥
যারে যারে যে যেভাবে হেরিনু নয়নে।
সেই সেই সে সে ভাবে জাগিছে জীবনে॥
কিছুমাত্র ভুলি নাই সব মনে আছে।
বলিলে বলিতে পারি বলি কার কাছে॥
প্রকৃতি প্রাকৃত চিত্রে মোহিয়া আমায়।
কখন কাঁদায় কভু আনন্দে হাসায়॥
প্রিয়নাথ প্রিয়াসায় দেখা দিবে যবে।
মনের বেদনা সব দূর হবে তবে॥
কালের কুটিল গতি বুঝা নাহি যায়।
হরিধাম নাহি রাখে এক অবস্থায়॥
যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-সুন্দরী।
রঘুপতি শ্রীরামের অযোধ্যা-নগরী॥

কালের প্রভাবে কোথা করিল গমন।
নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডগণ,—বেদানুশাসন ॥
ইহা জানি ভক্তগণ মন কর স্থির।
স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের নাশে না হও অধীর ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং।

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥ ৪০২ ॥

চিন্ময় চক্ষের দ্বারে হরিভক্তগণ
চিন্ময় শ্রীহরিলীলা স্থান সর্ব্বক্ষণ ॥—
অপ্রাকৃতানন্দময় করেন দর্শন।
হরিলীলা স্থান নিত্য কহে বিজ্ঞগণ ॥
হরি, হরি লীলা, হরিভক্তাদি নিচয়।—
সর্ব্বকাল এক রূপ,—নাহি কভু ক্ষয় ॥
প্রকটাপ্রকটরূপে সদা দৃষ্ট হয়।
নিগূঢ় রহস্য এই জানিবে নিশ্চয় ॥
রাম-কৃষ্ণ-লীলা-স্থান ভাগ্যবান জন।—
এক রূপ সদা কাল করেন দর্শন ॥
ভক্তিহীন-বহির্ম্মুখ সংসারে যাহারা।
আনন্দাদি হীন ঐছে স্থান দেখে তারা ॥

পূরবে শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া যেই রূপ।
এবে সেই রূপ এই কহিনু স্বরূপ ॥
কর্ম্মদোষে এ বিপিন চক্ষের জ্বালায়।
চিন্ময় শ্রীপাট নাহি দেখিবারে পায় ॥
অনঙ্গমঞ্জরী ধাম বাঘ্নাপাড়া গ্রাম।
দশমূলরসাকর জানি অবিরাম ॥
অষ্টাদশ পল্লীযুক্ত বাঘ্নাপাড়া হয়।
সকল পল্লীতে ঐছে রস বিরাজয় ॥
অধিকারিগণ তাহা পীয়ে সর্ব্বক্ষণ।
অধিকার হীনে নিন্দ করে আস্বাদন ॥
অজ্ঞানান্ধ বিনশন, ত্রিতাপ দলন।
দশমূলরস এই,—বৈষ্ণব-জীবন ॥
কর্ণাঞ্জলি দ্বারা সবে নিত্য কর পান।
সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণ হবে কহিনু সন্ধান ॥

তথাহি

মৎপ্রিয়াত্মজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতিনোক্তং।

অজ্ঞানধ্বান্তনাশে প্রখরকর রবিঃ শীতরশ্মিস্ত্রিতাপে
মায়ারোগেঽপ্যমোঘং ভজন বলকরং ভেষজং ভূতিশঙ্কং।
রাধাগোবিন্দলীলামৃত রসজলধৌ খেলনোৎকুণ্ঠিতানাং
বাঞ্ছাপূর্ত্তৌ সুরদ্রুঃ প্রকটিতমধুনা জীবনং বৈষ্ণবানাং ॥
দশমূলরসং শ্রীমদ্বৈষ্ণবানাং হি জীবনং।
কর্ণাঞ্জলিভিরাপীয় ভবারোগী ভবামরিং ॥ ১০৩ ॥

শ্রীশ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া যে নাহি দেখিল ;
তাহার মনুষ্য-জন্ম বিফল হইল ॥
না দেখিল রাম-কৃষ্ণ-গোপীশ্বর যেই।
সেই ভাগ্যহীন অতি কহিলাম এই ॥
হে রাম ! হে কৃষ্ণ ! পদে এই নিবেদন।
অদ্যই আমার এই রাজহংস মন ॥
প্রবেশ করুক তব চরণ-পঞ্জরে।
ক্ষণ কাল মাত্র যেন বিলম্ব না করে ॥
জীবন প্রয়াণকালে কফ, বাত, পিত্তে।—
কণ্ঠাবরোধন করি আবরিবে চিত্তে ॥
সে সময়ে না পারিব করিতে স্মরণ।
কাকুক্তিতে শ্রীচরণে করি নিবেদন ॥

তথাহি শ্রীপাণ্ডবগীতায়াং।

কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজ পঞ্জরান্তে
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবিরোধন বিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৪০৪ ॥

বৈদ্য প্রায় নিজৌষধ না করে সেবন।
পীড়াগ্রস্তে অন্যৌষধ করে আনয়ন ॥
তৈছে "দশমূল" রস করি আহরণ।
মোর ভাগ্যে প্রায় নাহি ঘটে আস্বাদন ॥

কর্ম্ম তৃষ্ণা, জ্ঞান বায়ু নাশক-দীপক।
শঠ সঙ্গ পিত্ত হর, পাপ বিরেচক॥
অসাধু সঙ্গম জ্বালা, নারীসঙ্গ শ্বাস।
অহংকারোদ্ভব ভ্রম, দ্বিজাঘজ কাশ॥
মোহ তন্দ্রা, শোক শূল হর, পরিজ্ঞান।—
উদ্ভাবক "দশমূল রস" সবে গান॥
হেন "দশমূল রস" নাহি পীয়ে যেই।
সংসারে সকল রোগাক্রান্ত জানি সেই॥
পীয় পীয় ভক্তগণ! দশমূল রস।
কেন হইতেছ ভব-মায়ায় অবশ॥
সর্ব্বব্যাধি বিনাশন, সর্ব্ববেদ সার।
"দশমূল রস" এই কহি বার বার॥

তথাহি গ্রন্থকারেণোক্তং।

আধিব্যাধি হরং দিব্যং কৃষ্ণপ্রেমবিবর্দ্ধকং।
পিব রে পিব রে নিত্যং দশমূলরসং পরং॥
অয়ং হি বিপিনবিহারী গোস্বামিনা বিনির্ম্মিতঃ
দশমূলরস গ্রন্থো জৃম্ভতাং ভক্তমানসে॥ ৪০৫॥

পণ্ডিত নহিক আমি মূর্খ দুরাচার।
শাস্ত্র ব্যাখ্যাদিতে মোর নাহি অধিকার॥
গুরু সন্নিধানে যথাবিধি অনুসার।
শাস্ত্র পাঠ যেই করে পণ্ডিতাখ্যা তার॥

উপক্রমোপসংহার, অপূর্ব্বতাভ্যাস।
অর্থবাদ, উপপত্তি, ফল সুনির্যাস ॥
শাস্ত্রতাৎপর্য্যাবধারণের হেতু হয়।
মনীষি সকল যথা তথা এই কয় ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসাঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে।
ইতি তাৎপর্য্য লিঙ্গানি ষড়্ যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪০৬ ॥

উপক্রমোপসংহার একরূপ হয়।
এই হেতু এক লিঙ্গ জানিহ নিশ্চয় ॥
"লিঙ্গ" অর্থে অনুমান সাধন, প্রকৃতি।
শব্দ অর্থ প্রকাশক সামর্থ্য, বিবৃতি ॥
"উপক্রম" শব্দার্থেতে আরম্ভন জানি।
উপসংহারার্থে বৎস! সমাপ্তি বাখানি ॥
"অভ্যাসার্থে" পুনঃ পুনঃ কথনাদি হয়।
আশ্চর্য্য-অদৃষ্ট আদি "অপূর্ব্বার্থে" কয় ॥
"অর্থবাদ" শব্দার্থেতে স্তুতিবাদ হয়।
"উপপত্তি" অর্থে যুক্তি-সঙ্গতি, নিশ্চয় ॥
এই সব হেতু বিনা শাস্ত্রাবধারণ।
বিড়ম্বনা মাত্র,—এই কহে বিজ্ঞগণ ॥
নিদর্শন কহি তার করহ শ্রবণ।
পূর্ব্ব মহাজনে যাহা করিলা কীর্ত্তন ॥

"কটিং ছিত্বা গুদং দহে" চক্ষুর পীড়ায়।
বৈদ্যকে লিখিলা ইহা অশ্ব চিকিৎসায়॥
শাস্ত্রজ্ঞান হেতু জ্ঞানহীন বৈদ্য যারা।
নরচক্ষু রোগোৎপন্নে ধরি ঐছে ধারা॥
নরের চিকিৎসা করি বিপদ ঘটায়।
তেঞি বিজ্ঞে কহে "মূর্খবৈদ্য যমপ্রায়"॥
শাস্ত্রজ্ঞান হেতু জ্ঞানবিহীন সবার।
শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা, কহিলাম সার॥
তারা যদি বিধি লোকে করে সম্প্রদান।
তাহে মহানর্থ ঘটে শাস্ত্র পরমাণ॥
হৃদয় নগরবাসী কোন বৈদ্যবর।
স্বপুত্রের বৈদ্যশাস্ত্র সমাপন পর॥
পুত্রে পরীক্ষিতে বৈদ্যবর সযতনে।
পুত্রকে কহিলা স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে॥
"গোক্ষুরীমানয় পুত্র!" ঔষধী লাগিয়া।
পিতৃ আজ্ঞা শুনি পুত্র ত্বরিত যাইয়া॥—
"গো-ক্ষুর" কাটিয়া আনি পিতৃ অগ্রে ধরে।
তাহা দেখি বৈদ্য শিরে করাঘাত করে॥
ক্রোধে-দুঃখে বলে মূর্খ! কি কাজ করিলি।
"গোক্ষুরী লতার" স্থলে "গো-ক্ষুর" বুঝিলি॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন ফল এই কিরে তোর।
"গো-বধ-পরম লাভ" এবে হৈল মোর॥

সর্ব্বনাশ কালে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"
ইহার মর্ম্মার্থ নাহি হইয়া বিদিত ॥
নদী-পার-কালে চারি পড়ুয়া বালক।
জলমগ্ন প্রায় এক ছাত্রের মস্তক ॥—
ছেদন করিয়া করে করিয়া ধারণে।
তীরেতে উঠিয়া তিনে মলিন বদনে ॥
"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধমিত্যাদিকে।"
বচন করয়ে পাঠ অত্যন্ত ব্যলীকে ॥
সকল বৈভব নাশ কালে কর্ত্তব্যতা।
ঐছে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত,—জানিহ সর্ব্বথা ॥
গোপীশ্বরতীর্থবাসী কোন ভট্টবর।
স্বাত্মজের স্মৃতি আদি অধ্যয়ন পর ॥
পুত্রে পরীক্ষিতে ভট্ট আনন্দিত মনে।
পুত্রকে ডাকিয়া কন সস্নেহ বচনে ॥
"কুহুতে" নিষেধ আছে নিশায় ভোজন;
কহ বাপ! এর অর্থ করিব শ্রবণ ॥
পুত্র কহে নিশাকালে কোকিলের ধ্বনি।
শ্রবণে ভোজন নাই,—কহে শিরোমণি! ॥
পুত্রের বচন শুনি ভট্টচার্য্য কয়।
ভাল বিদ্যা শিখিয়াছ,—রে মূর্খ তনয়! ॥
"কুহু" শব্দে "অমাবস্যা" এথা না কহিয়া।
কোকিলের ধ্বনি কহ স্মৃত্যাদি পড়িয়া ॥

আমার দেহান্তে তুই মজাবি সংসার।
হায় রে কুপুত্র! দুঃখ কিবা কব আর॥
শুক সম শাস্ত্র পাঠ, গ্রন্থগত জ্ঞান।
দুই এক রূপ,—তার শুনহ আখ্যান॥
গ্রন্থগত জ্ঞানে, শুক সম শাস্ত্রপাঠে।
কোনভট্ট সুত শ্রাদ্ধে ঘটায় বিভ্রাটে॥
"পিণ্ডে সূত্রং দদাৎ" স্থলে পিণ্ডে "মূত্র" দান।
করিতে কহিলা,—যজমানেরে অজ্ঞান॥
লিপিকার ভ্রমে কিংবা লিখন ভঙ্গিতে।
সূত্র মূত্র প্রায় লেখা তাহার পুথিতে॥
ইহা না বুঝিয়া ভট্টাচার্য্যের নন্দন।
যজমানে কহে পিণ্ডে কর মূত্রার্পণ॥
যজমান হাসি কহে কি বিদ্যা তোমার।
এই মতে তুমি দেখি মজাবে সংসার॥
তবে অতি ক্রোধে কহে ভট্টের কুমার।
আমার এ পুথি নহে,— এ পুথি বাবার॥
বেদশাস্ত্র অবিরোধী তর্কাবলম্বনে।
ঋষিবাক্যাদির সমন্বয়াদি করণে॥
সুনিপুণ যেই জন ধর্ম্মবেত্তা সেই।
তাহা বিনা ধর্ম্মবেত্তা নহে,—কহি এই॥

তথাহি মনুস্মৃতৌ।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ ৪০৭॥

বেদ-স্মৃতি বিরুদ্ধাপ্রামাণিক বচন।—
স্বেচ্ছা অনুসারে যেই করয়ে কীর্ত্তন॥
তাহার কথায় বিজ্ঞে না করে বিশ্বাস।
যমরাজ বাক্য এই করিনু প্রকাশ॥

তথা শ্রীযমেনোক্তং।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ সংযুক্তবচঃ প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং॥ ৪০৮

কলির প্রভাবে—মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায়।
সবাই পণ্ডিত এবে,—মূর্খ মেলা দায়॥
অধিকার-হীন শাস্ত্রে,—শাস্ত্রে যারা যারা।
এবে ব্যবস্থাদি দাতা পণ্ডিত তাহারা॥
ঋষিবাক্য পরিহরি বাঙ্গালা পয়ার।
বিধিবাক্য স্বরূপেতে হতেছে প্রচার॥
ওহে বিধে! শীঘ্র তুমি পলাও পলাও।
এ দেশে না রহ শীঘ্র দেশান্তরে যাও॥
মোদের সৌভাগ্য কলি করিয়াছে গ্রাস।
শূদ্র আদি বেদবাক্য করিছে প্রকাশ॥
এবে মম সম বহু পণ্ডিতাবতারে।—
নাশিল সংসার,—ধর্ম্ম দিল ছারে খারে॥
ভট্টাচার্য্যগণ এবে শিরে হাত দিয়া।
অনাহারে কাঁদে সদা টোলেতে বসিয়া॥

কলিযুগে কত রঙ্গ হ'তেছে হইবে।
বসুন্ধরা দুঃখ আর কতই সহিবে॥
বিপিন কহয়ে মাতঃ! না কর রোদন।
চিরদিন সমভাবে না যায় কখন॥
হে বিধেঃ! পুস্তিকা কক্ষে করিয়া ধারণ।
যথা ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র কর পলায়ন॥
যেদেশে হইল মহামূর্খ সুররাজ।
সেদেশে রহিতে তব নাহি হয় লাজ॥
মহা মহী ভক্তগণ শাস্ত্র অনুসার।
"দশমূল রস" পূর্ব্বে করিলা বিস্তার॥
তাহাতেই হয় সর্ব্ব রস আস্বাদন।
উপহাস মাত্র এই তদন্ত বর্ণন॥
তথাপি বাসনাধীন হঞা ক্ষুদ্র জন।
"দশমূল রস" এই করিল কীর্ত্তন॥
বামনের ইচ্ছা যেন চাঁদ ধরিবারে।
তৈছে ইচ্ছা মোর এই কহিনু তোমারে॥
অত্যন্ত অস্ফুটরূপে কবি কৃষ্ণদাস।
"চৈতন্য-চরিতে" যাহা করিলা প্রকাশ॥
"বৈষ্ণব জীবনে" মুঞি স্ফুটরূপে তাহা।
প্রকাশিনু বেদ আদি প্রমাণিত যাহা॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত পদে এই পরিহার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার॥

অষ্টাদশ এক বিংশ শক রাধ মাসে।
রবিবার পঞ্চমীতে সিদ্ধ যোগাভাসে॥
গৌর নিত্যানন্দাবাসে "দশমূল রসে।"
পরিপূর্ণ করিলাম রহি আত্মবশে॥
চন্দ্রায়ঃনভ চন্দ্রেঽব্দে শাকে শ্রীমাধবে শুভে।
গতং সম্পূর্ণতাং নাম দশমূল রসং মম॥ ৪০৯।
অষ্টাদশ ঊনবিংশ অবসান প্রায়ে।
কোন প্রিয় শিষ্য অভিপ্রায় অনুযায়ে॥
আরম্ভ করিনু "দশমূল" আহরণ।
প্রায় সার্দ্ধ এক বর্ষে হৈল সমাপন॥
সন্দর্ভ-লিখনশ্রম সফল কারণ।
সভক্তি সন্দর্ভ কৃষ্ণে করিনু অর্পণ॥
"দশমূল রস" এই সম্পূর্ণ হইল।
হরি হরি বল সবে দিন ফুরাইল॥
বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ ৪১০।
শ্রীগুরু, জাহ্নবী, রামপদ করি আশ।
"দশমূল রস" কহে এ বিপিন দাস॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি
গোস্বামিনা বিরচিতে দশমূল রসে প্রয়োজন
তত্ত্বং নাম দশম মূলং॥ ১০॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।